

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান ।

পঞ্চম খণ্ড ।

(পরিশিষ্ট)

শ্রীজগদ্বন্দ্র রায়, এন্, এম্, এস্,
প্রফেসর অফ মেট্রিয়া মেডিকা, হানিম্যান মেডিকেল
কলেজ ও কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক কলেজ ।

তৃতীয় সংস্করণ ।

প্রকাশক—শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ রায়, এম. এ.

পাবনা ।

১৩৩৭

କଳିକାତା

୧୦୮ନଂ ନାରିକେଳଡାଙ୍ଗା ମେନ ରୋଡ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରେମ୍ଭେ

ଶ୍ରୀଶିବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କବ୍ଧକ ମୁଦ୍ରିତ ।

নিবেদন

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞানের পঞ্চম বা পরিশিষ্ট খণ্ড প্রকাশিত হইল, পুস্তকও সমাপ্ত হইল। কল্পনায় পঞ্চম খণ্ডের কলেবরের যে সীমা নির্দেশ করিয়াছিলাম কার্য্যতঃ গ্রন্থ-কলেবর তাহার দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যয় ও স্থানসংক্ষেপের অনুরোধে গ্রন্থের কার্য্যকারিতার হানী করা সম্ভবত বোধ না হওয়ায় এইরূপ ঘটিয়াছে। অত্যাশা খণ্ডের তুলনায় পঞ্চম খণ্ডের আকার প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। পুস্তক সমাপ্ত করিতে বিলম্ব হওয়ার ইহা অত্যন্ত কারণ। পুস্তকের শেষে যে ভৈষ্যের ও চিকিৎসার নির্ঘণ্ট (Index) সংযোজিত হইয়াছে তাহার সহলন যে কিরূপ শ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ তাহা উক্ত নির্ঘণ্টগুলি একবার নিবিষ্ট চিত্তে আলোচনা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। বিলম্বের জন্ত মৃত্যাকরও বিশেষরূপে দায়ী। যে কারণেই হউক যখন বিলম্ব হইয়াছে তখন গ্রাহকগণের নিকট তজ্জগৎ ক্ষমাপ্রার্থী।

পঞ্চম খণ্ডের মূল্য সম্বন্ধেও কিছু বলা আবশ্যক। সম্বল ছিল, পূর্ব খণ্ডের মূল্য ২।০ স্থির করিব; এ খণ্ডের কলেবর বেকরূপ বাড়িয়া গিয়াছে তাহাতে মুদ্রাদ্বন্দ্বব্যয় ব্যয় প্রায় দ্বিগুণ লাগিয়াছে। এরূপ হওয়ায় পূর্ব সংকল্পের কিছু ব্যতিক্রম করিতে বাধ্য হইয়াছি। তিনটি বিস্তৃত নির্ঘণ্টের (Index) সংযোজনাই

এর কারণ। সংক্ষেপে একটি নির্ঘণ্ট দিলে মূল্য না বাড়াইলেও হইত। কিন্তু তাহাতে গ্রন্থপাঠে বিশেষ অসুবিধা হইবে জানিয়া এইরূপ বিস্তৃত নির্ঘণ্ট সংযোজিত হইল। ইহা বহু ব্যয় ও শ্রম সাপেক্ষ হইলেও প্রথম ও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড একত্রে বাঁধাই এবং পঞ্চম খণ্ডের সহিত নির্ঘণ্ট সংযোজনায় কিঞ্চিৎ ব্যয়সংক্ষেপ

হইয়াছে এবং তজ্জন্যই নির্ঘণ্ট সহ পঞ্চম খণ্ডের মূল্য মাত্র ৮০ আনা বাড়াইয়া ৩ টাকা ধাৰ্য্য করা সম্ভব হইয়াছে। ভরসা করি ইহাতে গ্রাহকগণের অভিযোগের সম্ভব কারণ থাকিবে না।

গ্রন্থসঙ্কলনের পদ্ধতি সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করি। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় যে ভেষজগুলি বহুল প্রযুক্ত তৎসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কোন কথাই পরিত্যক্ত হয় নাই; বরং পরস্পর তুলনাসৌকর্য্যার্থে একই বিষয় কোন কোন স্থলে পুনরুক্ত হইয়াছে। তাহাও উদ্দেশ্যমূলক। কারণ কোন ঔষধের বিষয় লিখিতে যদি স্থানান্তরে তাহার আংশিক বর্ণনায় নির্দেশ মাত্র করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় তাহা হইলে পাঠকের অবকাশের অভাব বা প্রবৃত্তির নৈখিল্য বশতঃ তাহা হয়ত অপঠিত থাকিয়া যাইতে পারে। তজ্জন্য ঔষধটির সম্যক পরিচয়ের বিষয় হওয়ার সম্ভব; ঔষধবর্ণনারও পূর্ণাঙ্গত্বের হানী হয়। পাঠকালে স্থানান্তরে দৃষ্টব্য বিষয় খুঁজিয়া গইতে জ্ঞানের ধারাবাহিকতার যে বিচ্ছেদ ঘটে তাহা বিষয়ের সম্যক উপলব্ধির হানিকর। এই বিবেচনায় গ্রন্থবাহুল্যের প্রতি উপেক্ষা করিয়া কোন কোন স্থলে বিষয়-বিশেষের পুনর্ভাষণও স্বীকার করিয়াছি। বহুল প্রযুক্ত ঔষধগুলি যে ভাবে আলোচিত হইয়াছে তাহা ইংরাজিতে একটি মাত্র ঔষধ অবলম্বন করিয়া যে সকল পুস্তিকা (Monograph) আছে তদ্রূপ বিস্তার। বস্তুতঃ তত্তৎ ঔষধ সম্বন্ধে ভিষকপ্রবরগণ যাহা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা সমস্তই বথাসম্ভব সংগৃহীত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। নিজেদের অভিজ্ঞতার ফলও বথাস্থানে সংযোজিত হইয়াছে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় সাকল্যের নিদান স্বরূপ ভেষজসমূহের সাদৃশ্য ও প্রে-বিচার অতি বিস্তৃত ও বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় লিখিত হোমিওপ্যাথিক ভেষজ্যবিষয়ক পুস্তকগুলির মধ্যে ইহাই গণ্যের একটি প্রধান বিশেষত্ব।

বহুল প্রযুক্ত ঔষধ ব্যতীত অন্য যে সকল ঔষধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় তাহার অধিকাংশই ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সেগুলিও প্রয়োজনানুরূপ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

গ্রন্থখানি আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত একরূপভাবে লিখিত যে কোন একটি ভেষজবিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিলে উক্ত ঔষধের একটি সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি মানস-চক্ষুর সন্মুখে উপস্থিত হইবে ; অন্য ঔষধের প্রতিকৃতির সহিত তুলনায় ভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। ইংরাজিতে যাহাকে ইণ্ডিভিডুয়েলিজেসন (Individualisation) বলে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, কোন রোগ চিকিৎসার্থ উপস্থিত হইলে তাহার সম্পূর্ণ অনুরূপ ঔষধটি চিনিয়া লইতে ভ্রম না হয়। তবে যদি ভ্রম হয় তাহা প্রায়শঃ রোগীর বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে আমাদিগের ক্রটি বশতঃ।

অবশ্য স্বীকার করি যে ভৈষজ্যবিজ্ঞান অায়ত্ত করা অতীব শ্রমসাধ্য ; কিন্তু বিনা আগ্রাসে কোন বিষয়েই নৈপুণ্য লাভ সম্ভব নহে। হোমিওপ্যাথির ত কথাই নাই ; ইহা চন্দ্ৰসর সাগরবিশেষ। হোমিওপ্যাথিকে সুখগ্রাহ্য শাস্ত্র বলিয়া প্রকাশ করা নিজের অজ্ঞতারই পরিচয়। বিলাতের ডাক্তার বর্নেট্টি (Barnett) বলিয়াছেন ইহা "disgustingly difficult"। স্তথাপি এই হোমিওপ্যাথিগণনে প্রবেশের নিদ্রিষ্টে, ভ্রান্তিহীন, ও বিজ্ঞানসম্মত পথ আছে। ইহাতে নৈপুণ্যলাভ করিতে হইলে দৈর্ঘ্য, ঐকান্তিকতা, শ্রমশীলতা, সত্যানুসন্ধিৎসা ও অকপট শ্রদ্ধাদি গুণ থাকা আবশ্যক। বিশেষতঃ যিনি ভৈষজ্যবিজ্ঞান (Materia Medica) নিরন্তর আলোচনায় কাতর তাঁহার পক্ষে হোমিওপ্যাথির প্রকৃত জ্ঞানলাভ অসম্ভব। হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যজ্ঞান যাহাতে যথাসম্ভব সুলভ হয় তাহাই এই গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য।

এক্ষণে গ্রন্থসন্নিবেশিত সুবিহৃত নির্ঘণ্টটির (Index) বিষয়ে দুই এক কথা বলা প্রয়োজন। এই নির্ঘণ্ট তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

১ম ঔষধের সংজ্ঞানুসারে, ২য় রোগের নামানুযায়ী, ৩য় রোগের নির্ঘণ্টের পরিচায়করূপে। এই নির্ঘণ্টত্রয় এরূপ বিস্তৃত ও বিশদভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে যে ইহাদ্বারা চিকিৎসাবিজ্ঞানের (Therapeutics) কার্য ও বহুল পরিমাণে সাধিত হইবে।

১ম ভাগ। কোন একটি ঔষধ কোন্ কোন্ রোগে প্রযুক্ত হয় ও তাহার গুণ এবং ক্রিয়াদি পুস্তকের কোন্ স্থলে বিবৃত আছে তাহা এই ভাগে প্রদর্শিত হইয়াছে।

২য় ভাগ। কোন একটি রোগ চিকিৎসা করিতে হইলে তাহার প্রয়োজনীয় ঔষধ কোন্ কোন্ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে তাহা এই দ্বিতীয় ভাগে দেখান হইয়াছে।

৩য় ভাগ। রোগের নাম দ্বিতীয় ভাগে স্বজাতীয়তা অনুসারে পুঞ্জক্রমে উল্লিখিত থাকায় স্থলবিশেষে কোন্ কোন্ জাতীয়ের অন্তর্গত তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে, তজ্জনা রোগনিচয় তৃতীয় ভাগে বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত করিয়া তাহা দ্বিতীয় ভাগের কোন্ জাতীয়বর্গের অন্তর্গত তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যিক যে নির্ঘণ্টমধ্যে স্বল্পপ্রয়োজনীয়, বোধে কোন কোন রোগের নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত না হইলেও ঐ রোগগুলি যে সকল বস্ত্র আক্রমণ করিয়া থাকে তাহাদিগের রোগের সাধারণ নির্ঘণ্ট মধ্যে ঐ রোগের ঔষধগুলিও বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং ঐ সকল ঔষধের বিবরণ পাঠ করিলেই ঐ বিষয়ের জ্ঞাতব্য কথাগুলি জানা যাইবে।

এই গ্রন্থের পূর্ব পূর্ব খণ্ডসকল মুদ্রণকালে সুহৃদপ্রবর পরম শ্রদ্ধাভাজন ও অবোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নানা বিষয়ে আমার প্রধান সহায় থাকিয়া আমাকে অপরিশোধ্য ঋণজালে আবদ্ধ করিয়াছেন; কিন্তু বর্তমান খণ্ড প্রণয়নের প্রারম্ভে তিনি অকস্মাৎ আমাদিগের

মায়ামতা ত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করায় তাঁহার দুলভ সাহায্যে বঞ্চিত হই। ইহাও বর্তমান খণ্ড প্রকাশের বিলম্বের অন্যতম কারণ। আমার পরম হিতৈষী বন্ধু প্রবর শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল গুঁই ও শ্রীযুক্ত শ্রীমাচরণ মৈত্র মহাশয়দ্বয়ও আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদিগের নিকট সে জন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বলা বাহুল্য, পূর্বপ্রকাশিত খণ্ডগুলির দ্বায় এই খণ্ড প্রণয়নেও বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে প্রভূত সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি; তজ্জন্ত তাঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

গ্রন্থখানি সর্বাঙ্গসম্পন্ন ও কার্যোপযোগী করিবার নিমিত্ত বহু-চেষ্টার ক্রটি করি নাই। এক্ষণে, তাঁহাদিগের জন্ত ইহা লিখিত হইল তাঁহারা এতদ্বারা কিঞ্চিন্নাত্র উপকার লাভ করিলেও শ্রম সফল জ্ঞান করিব। পরিশেষে বক্তব্য এই যে গ্রন্থে বহু ভ্রমপ্রমাদ থাকারই সম্ভব। অতএব সুধীজন-সমীপে সানুন্নয় প্রার্থনা যে ভ্রমাদি দৃষ্ট হইলে তাঁহারা যেন কৃপা করিয়া তাহা দেখাইয়া দেন। তাহাতে তাঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব ও ভবিষ্যৎ সংস্করণে তৎসংশোধনে যথাসম্ভব চেষ্টা করিব। অলমতি বিস্তরেণ।” ইতি

৪ নং বিডন রো, কলিকাতা

১৯শে জুলাই ১৯১৫ সাল।

}

নিবেদক

শ্রীজগদ্বন্দ্র রায়।

দ্বিতীয় বারের নিবেদন ।

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য বিজ্ঞানের পঞ্চম বা পরিশিষ্ট খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল । দ্বিতীয় সংস্করণ হইলেও অত্যাশ্চর্য্য খণ্ডের ত্রায় ইহাও প্রথম সংস্করণের পুনর্মুদ্রন মাত্র, তবে প্রয়োজনানুসারে প্রথম সংস্করণের বর্ণনাদির ভাষা সংশোধিত করিয়া বিষয়াদি সুখবোধ্য করিবার যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়াছি । অপিচ প্রথম সংস্করণের মুদ্রাকর প্রমাদ এবং অন্যান্য দোষও সংশোধনের বিষয়ীভূত হইয়াছে ।

পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই, কারণ পাঠক মহোদয়গণ অবশ্যই জ্ঞাত আছেন অধুনা পুস্তক মুদ্রনের ব্যয় চতুর্গুণাংশেকাও বর্দ্ধিত হইয়াছে । এরূপ স্থলে সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্যের চারি টাকা মাত্র বৃদ্ধি বোধ হয় অসঙ্গত হয় নাই । এজন্য আশা করা যায় সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণ পূর্ব্ববৎ রূপা বিতরণে বিমুখ হইবেন না ।

৪ নং বিডন রো, ফলিকাতা

১২ই বৈশাখ, ১৩২৯ সাল ।

}

নিবেদক,

শ্রীজগদ্বন্দ্র রায় ।

লেকচার ৫১ (LECTURE LI).

- ১ । এক্টিয়া রেসিমোসা । ২ । এক্টিয়া স্পাইকেটা ।
- ৩ । ক্লিমেটিস্ ইরেক্টা । ৪ । এডনিস্ ভার্গেলিস্ ।
- ৫ । রেণাক্সুলাস্ বাল্বোসাস্ । ৬ । ফ্যাফিসেগ্রিয়া ।
- ৭ । রেণাক্সুলাস্ স্ক্লিৱেটাস্ । ৮ । হাইড্রাণ্টিস্ ।
- ৯ । হেলিবোরাস্ ।

একনাইট ও পালসেটিল প্রভৃতি **রেণাক্সুলেসিস** জাতিভুক্ত প্রধান প্রধান ঔষধের বিষয় স্থানান্তরে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উপরি উক্ত জাতীয় অল্প কতিপয় ঔষধের বিবরণ আমরা বর্তমান লেকচারে সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। মনুষ্য শরীরে ইহাদিগের ক্রিয়াগত বিশেষত্ব অপেক্ষা চিকিৎসা সম্বন্ধীয় কার্যক্ষেত্রের সংকীর্ণতাই ইহাদিগকে এক লেকচারে সন্নিবেশিত করিবার বিশেষ কারণ। তথাপি ঔষধ পরস্পরামধ্যে ক্রিয়াগত বিশেষ কোন সম্বন্ধ থাকিলেও এরূপ বর্ণনায় তাহা পরিস্ফুট হইবে বলিয়া আশা করা যায়। আমরা অত্যাধিক ঔষধ সম্বন্ধেও এই প্রথা অবলম্বন করিব।

১ । এক্টিয়া রেসিমোসা (Actæa Racemosa) ।

সাধারণ নাম।—সিমিসিফিউগা, ব্ল্যাক কোহশ।

প্রস্রোগরূপ।—টাটকা মূলের টিংচার বা অরিস্ট।

তুলনীয় ঔষধ।—পালস্, সিপিয়া, নেট্ মিউ, লিলি টাই, ইয়ে।

সাধারণ ক্রিয়া।—সিমিসিফিউগা মেরুদণ্ডের, বিশেষতঃ তাহার উর্দ্ধাংশের স্নায়ুতে কার্য প্রকাশ করায় মেরুমজ্জাবেষ্ট ও স্নায়ুবেষ্টের উত্তেজনা ও প্রদাহ, স্নায়ুশূল এবং পেশীর আক্ষেপ ও কম্প প্রভৃতি লক্ষণ উৎপন্ন হয়। কার্যক্ষেত্রে জরায়ু ও অণ্ডাধারের নানাবিধ রোগ, স্নায়ুশূল এবং প্রদাহ নিবারণ দ্বারা ইহার কার্যের কথঞ্চিৎ ব্যাপকতা প্রকটিত হয়।

লক্ষণ ।

মন। প্রলাপ, পঠিত বিষয় রোগীর পুনঃপুনঃ পাঠ করিবার প্রবৃত্তি। মদাত্মক প্রলাপ। রোগী বিলাপ করে, কষ্ট প্রকাশ করে এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। পর দিবস আনন্দে শরীর শিহরিয়া উঠে, ক্রীড়াশীলতা জন্মে এবং মানসিক অবস্থা পরিষ্কার হইয়া যায়। অপরাহ্নে দুঃখিত, অবসাদিত এবং উৎকণ্ঠাবুক্ত হয়।

মস্তক।—মূর্দ্ধাদেশে অবিশ্রান্ত অবসাদভাব। মস্তক গুরু ও বৃহত্তর বোধ; নত হইলে এবং প্রাতঃকালে উত্থান করিলে শিরোগূর্ণন; উপাধান হইতে মস্তকোত্তোলনে বিবমিষা; মস্তকে ঢেউ খেলার ভাব। চাপে ললাটের মূর্ছবেদনার উপশম। মস্তক এবং চক্ষু-গোলকে অত্যন্ত বেদনা, সামান্য চালনায় তাহার বৃদ্ধি। মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে ও চক্ষুগোলকের পশ্চাতে তীক্ষ্ণ বেদনা। মূর্দ্ধা, অক্লিপাট, ললাটের দক্ষিণ পার্শ্বে, চক্ষু এবং কর্ণে কনকনানি ও তীব্রবেধবৎ বেদনার শয়নে বৃদ্ধি ও গুল্মবায়ুগ্রস্ত রোগীর হ্রাস ক্রন্দন। মূর্দ্ধা ফাটিয়া যাওয়ার অশুভূতি।

নিদ্রা।—অচৈতন্যের ভাব। মস্তিষ্কের উত্তেজনা বশতঃ নিদ্রা-হীনতা। নিদ্রাবস্থায় চমকিয়া উঠা, অস্থিরতা। সর্বশরীরের অসাড়তা বোধ জন্ম নিদ্রা হয় না। নিদ্রায় শান্তি দূর হয় না।

আঁহু।—জজ্বার কম্প, আকুঞ্চক পেণীর আনর্ভন। অঙ্গের অনিয়মিত গতি,—বামদিকে অধিক ; জজ্বার অর্হুধ্য। পর্যায়ক্রমিক প্রবল ও ক্ষণিক আক্ষেপ। সম্পূর্ণ শরীরে বেঁধা বোধ। স্থানে স্থানে বৈজাতিক আঘাতবৎ অনুভূতি। নানাস্থানে তীক্ষ্ণ কর্তনবৎ বেদনা। সর্দশরীরে ক্ষত হওয়ার ছায় ঘুটবোধ। সম্পূর্ণ শরীরের, বিশেষতঃ হস্তের অসাড়তা।

চক্ষু।—চক্ষুগোলকে তীব্র বেদনা, মস্তক কিম্বা চক্ষু নাড়িলে ও সন্ধ্যাকালে তাহার বৃদ্ধি। চক্ষুগোলকের কেন্দ্রস্থানে ভয়ানক বেদনা, প্রাতঃকালে আরম্ভ হইয়া সকল দিন থাকে এবং উপর তলায় উঠিতে তাহার বৃদ্ধি হয়।

শ্বাসপ্রশ্বাস।—বামবক্ষের পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ পঞ্জরাস্থির নিম্নে ভয়ানক বেদনা। বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনা হওয়ায় রোগী চিতভাবে শুইতে ও বক্ষ চাপিতে বাধ্য হয়, শ্বাসপ্রশ্বাসের খর্বতা ও অল্প কাসি জন্মে।

আমাশয়।—তৃণহীনতা, অল্প ক্ষুধা। মধ্যাহ্ন ভোজনের স্পৃহা থাকে না। আমাশয়ে প্রবল বেদনা, বিবমিষা ও বমন। শিরঃশূল হইলে উদ্গার উঠে। সবুজ বস্তুর বমন, রোগী গোঁ গোঁ করে, উন্নতের ছায়া চাঁৎকার করে এবং উপশমের জন্ত দুই হস্তদ্বারা মস্তক চাপিয়া ধরে। আমাশয় স্থান দমিয়া যাওয়ার ছায় অথবা তথায় “কিছুই নাই নাই ভাবের” অনুভূতি।

উদর।—সাময়িক উদরশূল, সম্মুখে বক্র হইলে, শরীর ঘির্ভাঁজ করিলে ও মলত্যাগান্তে উপশম। উদরের ক্ষীতি নিবন্ধন পূর্ণতাবোধ। অস্ত্রে, কটিতে এবং নিম্নাঙ্গ বাহিয়া প্রবল বেদনা। অস্ত্রে ভয়ানক যন্ত্রণাকর বেদনা ; ডাক ; বায়ু জন্মে। নিম্নোদরে পাশাপাশিভাবে তীক্ষ্ণ বেদনা। উদরপেশীর টাটানি।

জননেন্দ্রিয়।—অণুকোষ বেদনাবুক্ত ও স্পর্শসাহসু। দক্ষিণ

অণুকোষরজ্জুতে বেদনা এবং সঙ্কোচন । দক্ষিণ অণুকোষরজ্জু বাহিয়া আকৃষ্টবৎ বেদনা ।

যোনিপথে ঘৃষ্টবৎ বেদনা । ঋতুকালে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে নিম্নাভিমুখে ঠেলমারা বেদনা । রজোবাহুল্য ; রজোরোধ ।

হৃৎপিণ্ড।—হৃৎপিণ্ডপ্রদেশ হইতে সমস্ত বক্ষোপরি বিস্তৃত বেদনা, বাম বাহু বাহিয়া ধাবিত, হৃৎকম্প, অচৈতন্য, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, শ্বাসকুচ্ছ ; কাল্চে মুখ, হস্তোপরি শীতল ঘর্ম্ম ও শরীরের অসাড়তা ; বামবাহু অসাড় এবং তাহা শরীর পার্শ্বে আবদ্ধ থাকার অভ্যুত্থি । হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার হঠাৎ রোধ, শ্বাসরোধের উপক্রম ।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—মস্তকচালনায় গ্রীবা পেশীতে থল্লী । মেরুমজ্জাবেষ্টের পশ্চাদংশের ঘনস্থ জন্মিলে বিহাতাঘাতবৎ প্রচণ্ড বেদনা । শীতল বায়ুসংস্পর্শ বশতঃ গ্রীবার কাঠিগ্রে হস্তচালনায় বেদনা । মেরুদণ্ডের, বিশেষতঃ গ্রীবা ও পৃষ্ঠ দেশের স্পর্শসহিষ্ণুতা ; তাহাতে চাপ দিলে বমনবেগ ও বিবমিষা, সমুদয় পেশীর ক্ষতভাব । আক্ষেপকালে মস্তকপশ্চাতের তাপ পৃষ্ঠের নিম্নপর্য্যন্ত যায়, পরে গ্রীবা ও পৃষ্ঠের পেশীতে ক্ষতবৎ বেদনা হয় । অংশফলকাস্থির অভ্যন্তর প্রদেশে বেদনা । মস্তক ও গ্রীবার সঙ্কোচন । পৃষ্ঠে, উরু বাহিয়া নিম্নে এবং হিপসন্ধিভেদ করিয়া গুরুচাপসহ কঠিন বেদনা ; কটিদেশে প্রচণ্ড কনকনানি ।

উদ্ধীর্জ।—পেশীবেদনা, চালনায় বৃদ্ধি । বোধ যেন বাম বাহু শরীরের কাণ্ডভাগে সংবদ্ধ আছে । বাম বাহুর অবিশ্রান্ত অনিয়মিত চালনা ; হস্ত অব্যবহার্য্য । হস্তোপরি শীতল ঘর্ম্ম । লিখিবার সময় অঙ্গুল্যাতির কম্প ।

নিম্নাঙ্গ।—সন্ধিনিচয় ক্ষীত ও তাপযুক্ত । নিম্নাঙ্গ ভেদ করিয়া ভয়াবহ বেদনা, যেন ক্রমবর্দ্ধিগু ।

• **অঙ্গপ্রত্যঙ্গ**।—অঙ্গনিচয়ের কনকনানি, পেশীর অত্যধিক

টাতানি। পেশীর স্থূল অংশে রসবাতবৎ খল্লী ও স্থচিবোধবৎ বেদনা। অঙ্গনিচয়ে অস্থিস্তি নিবন্ধন অস্থিরতা।

সর্কগাত্রে চুলকনা, তাপ এবং কাঁটাবোধার স্থায় বোধ।

প্রদর্শক লক্ষণ।—সিমিসিফিউগার অনেক রোগ, বিশেষতঃ স্ত্রীজননেদ্রিয়রোগসহ পেশীঅানর্জন, আক্ষেপ, সর্কাকীন আক্ষেপ প্রভৃতি এবং বহুভাষিতা ও দুঃখপ্রভৃতি গুল্মবান্ধু সদৃশ স্নায়বিক ও মানসিক লক্ষণের বর্তমানতা প্রকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। ইহার রোগাদি অধিকাংশস্থলে জরান্ধু-রোগের সহানুভূতি প্রযুক্ত জন্মে বলিয়া তাহাও প্রদর্শক বলিয়া বিবেচনা করা যায়।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক।—গুল্মবায়ু প্রকৃতির স্নায়বিক শিরঃশূলের পক্ষে একটিয়া রেসি অত্যন্ত প্রধান ঔষধ। ইহার অনেক বেদনা মস্তক পশ্চাতে উৎপন্ন হইয়া তীরবেগে মেরুদণ্ডের নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হয় এবং কোন কোন বেদনা জরায়ুরোগসহ সম্বন্ধযুক্ত থাকে। পূর্বকথিত বেদনায় মস্তক সম্মুখদিকে নত হইবার, উপক্রম হয় এবং তাহাতে রোগী বেদনার উপশম পায়। অধিকাংশ সময়ে পরিশ্রমক্লান্ত ব্যক্তি ও ছাত্রদিগের মধ্যে ইহার শিরঃশূল দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী প্রথমে বোধ করে যেন তাহার মাথার চাঁদী উড়িয়া যাইবে। চক্ষুর উল্কে তীক্ষ্ণ কর্তনবৎ বেদনা হইলে তীরবেগে তাহা মস্তকের শীর্ষদেশে যায়। বোধ হয় যেন মস্তক চেউর স্থায় চালিত হইতেছে। মস্তক পশ্চাৎ হইতে তীক্ষ্ণ বেদনা উঠিয়া ললাটদেশেও যাইতে পারে, তাহাতে বোধ হয় যেন মস্তক মধ্যে পেরেক ঠুকিয়া বসান হইতেছে। শিরঃশূলে রোগীর বাতুল হইবে বলিয়া আশঙ্কা জন্মে, ইহা একটা প্রধানতম প্রদর্শক।

সিপিয়া—যে সকল স্ত্রীলোকের প্রচুর শ্বেতপ্রদর থাকে তাহা-
দিগের বহু দিনের পুরাতন **আধকপালি মাথাব্যথা** বাম
চক্ষু ও বাম ললাটপার্শ্বে আরম্ভ হইয়া পশ্চাৎ দিকে বিস্তার করিলে ইহা
দ্বারা আরোগ্য হয় ।

**মানসিক বিকার—বিষাদোন্মত্ততা ; স্মৃতি-
কোন্মাদ ; মদাত্যস্র**—মানসিক অবসাদগ্রস্ত রোগিদিগের
রোগে **সিমিসিফিউগা** বিশেষ উপযোগী ঔষধ । রোগী চর্কল এবং
বিষক্ৰান্তি ; তাহার মানসক্ষেত্র অতীব অন্ধকারাচ্ছন্ন ও হেতুভারা-
ক্রান্ত, রোগী বড়ই সন্দেহযুক্ত ; রোগী যাহা দেখে, অপরিচিত ও
অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, বোধ করে যেন মস্তিষ্ক বৃহত্তর
হইয়াছে । অহরহঃ উপরি উক্ত রূপ গভীর বিষাদগ্রস্ত ও ভয়াবহ হেতু-
ভারাক্রান্ত থাকার অনুভূতি ঘটে । অনেক সময় রোগী মনে করে কোন
জঘটনা ঘটবে, সে ক্ষিপ্ত হইবে বা মরিবে । ফলতঃ ক্রমে ক্রমে মানসিক
অশান্তির অসহনীয় আতিশয্য বোধ করায় তাহার আত্মহত্যার প্রবৃত্তি
জন্মে । নানাধিক উপরি উক্ত লক্ষণযুক্ত **আত্মহত্যার প্রবৃত্তি-
বিশিষ্ট বিষাদোন্মত্ততা ও স্মৃতিকোন্মাদ**
এবং **ইন্দুরাদির ভ্রমদৃষ্টিবিশিষ্ট মদাত্যস্র-
রোগের** ইহা দ্বারা উপশম হয় । **মদ্যপান** অথবা **জন্মানু-
রোগ নিবন্ধন প্রলাপ** ইহা উপশম করিয়া থাকে ।

কাক্সে কা—চক্ষু মুদ্রিত করিলেই রোগী নানাবিধ দৃশ্য দেখে
এবং চক্ষু উন্মুক্ত করিলেই তাহা অন্তর্দান করে ; **সিমিসিফি** ত্রায়
ইহাতেও মন আশঙ্কান্বিত থাকায় রোগী মনে করে সে উন্মাদ হইবে ও
লোকে তাহার মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারিবে ।

এলুমিনা—অবসাদগ্রস্ত এবং আশঙ্কান্বিত রোগী বাতুল হইবে
বলিয়া ভীত ।

আস্ফিডিন্—উন্মাদ হইবে বলিয়া ভীতি, রোগী চিকিৎসকের নিকটে যায় না, মনুষ্য দেখিলে ভীত হয়, প্রত্যেক ঘটনাতেই বিপদাশঙ্কা করে ।

ক্যাক্সেস ফস্—অল্পবয়স্কদিগের হস্তমৈথুন নিবন্ধন এবং বৃদ্ধদিগের একবিষয়াত্মক উন্মাদরোগান্নোগ্যে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

স্পাইন্যাল ইরিটেশন বা মেরুদণ্ডজ্বার উত্তেজনা।—জরায়ু রোগের প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়া বশতঃ মেরুদণ্ডজ্বার উত্তেজনা বা স্পাইন্যাল ইরিটেশনে **একটিয়া রেসি** কার্যকারী ঔষধ । ইহাতে কটিদেশের মেরুদণ্ডাংশ আক্রান্ত হওয়ায় নিম্নাঙ্গের দুর্বলতা ও কটিদেশে বেদনা জন্মে । গ্রীবামেরুদণ্ডাংশের বিশেষ আক্রমণে গ্রীবাস্থ উর্দ্ধ ও অধঃ কশেককাদি স্পর্শাসিদ্ধি ক্ষুণ্ণ থাকে এবং রোগী চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিতে পারে না ; বেদনা স্থান-পরিবর্তনশীল । রুগ্ন মেরুদণ্ডে চাপ দিলে অনেক সময় বমনোদ্বেগ হয় । উপরি উক্ত রোগসহ আর্ন্তবাতাব বর্তমান থাকিতে পারে ।

সাল্ফার—ঋতুরোধ নিবন্ধন স্পাইন্যাল ইরিটেশনরোগ জন্মে, কাঁকি লাগিলে মেরুদণ্ড বেদনা করে । মেরুদণ্ডে ঘর্ষহীন তাপ ।

বেলাডনা—মেরুদণ্ডে জ্বালাযুক্ত তাপ । অগাধারের স্ফি-বেধবৎ বেদনা ও নিম্নাভিমুখে ঠেলমারা, এবং অবিশ্রান্ত পৃষ্ঠবেদনা ।

জেল্‌স্—গ্রীবা এবং গ্রীবাপশ্চাতে স্ফিচিবেধবৎ বেদনা, ক্লান্তির ভাব, এবং মানসিক অবসাদ । গভীর দেশের পেশীশূল এবং অসাড়তা জন্মে, বোধ হয় যেন পায়ে বিন্‌ঝিনি লাগিবে ।

তাণ্ডব বা নৃত্যরোগ (Chorea)।—তাণ্ডবরোগে শরীরের বাম পার্শ্বে চালনা থাকিলে এবং পেশীবাত অথবা রসবাত সংশ্রবে রোগ জন্মিলে, কিম্বা জরায়ু বিকারের প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়াবশতঃ রোগ হইলে

সিমিসিফিউগা উপকারী। যুবতী স্ত্রীলোকদিগের ঋতুবিকার ঘটিত রোগে ইহা বিশিষ্ট ফলপ্রদ। **মানসিক অবসাদে**র **বর্তমানতা**ও ইহার প্রদর্শক। মেরুদণ্ড স্পর্শাসহিষ্ণু এবং সম্পূর্ণ পেশীমণ্ডলী বেদনায়ুক্ত। ভীতি বশতঃ রোগে এবং যে রোগে গলাধঃকরণ ক্রিয়ার অভাব ঘটে তাহাতেও ইহা উপকারী।

স্নায়ুশূল বা নিউরেল্জিয়া।—জরায়ু এবং অণ্ডাধার-রোগের প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়া বশতঃ যে কোন শরীরাত্মকের স্নায়ুশূলরোগে **এক্টিভা** উপকারী। **মূর্দ্ধার কথঞ্চিৎ পশ্চাতে** **তাপানুভূতি** ইহার প্রধান সহকারী লক্ষণরূপে গণ্য। জরায়ু ও অণ্ডাধারের রোগ বশতঃ বাম চক্ষুর অধঃদেশের স্নায়ুশূল অধিকাংশ সময়ে ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

বক্ষরোগ—কাসি, বক্ষ্মাকাসি বা থাইসিস্।—**একটিভা** বংশানুক্রমিক বক্ষ্মাকাশের ঔষধ নহে। শৈত্যসংশ্রব প্রভৃতি আগন্তুক কারণ ঘটিত রোগের প্রথমাবস্থার শুষ্ক ও বিরক্তিকর এবং রজনীতে বৃদ্ধিপাওয়ার প্রকৃতিযুক্ত কাসিতে ইহা প্রযোজ্য। ইহার সহিত সাধারণতঃ বক্ষশূল বর্তমান থাকে।

বক্ষশূল, পার্শ্ববেদনা বা প্লুরোডাইনিয়া।—শূলবায়ু অথবা জরায়ুরোগগ্রস্ত রোগিণীর বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্ব অধিকতর আক্রান্ত হইলে **এক্টিভা** ফলপ্রদ। রোগিণী প্রায়শঃ আমাশয়-স্থলে মুচ্ছার ভাব বোধ করে।

ওস্ট্রাইয়াকান্—টুবাকুলার থাইসিস্ রোগের (গুটিকা-জনিত বক্ষ্মা) পার্শ্ববেদনায় ইহা অব্যর্থ মহৌষধ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—কটরজঃ, বাধকবেদনা বা ডিস্‌মেনরিয়া; জরায়ুর স্থানচ্যুতি বা ডিস্‌প্লেসমেন্ট অব ইউটারাস্; শ্বেতপ্রদর বা লিউকিরিয়া; অণ্ডাধার-প্রদাহ

ও অণুধারের স্নায়ুশূল ।—একটিয়া রেসিমোসা মূলতঃ রসবাতিক ধাতুগ্রস্ত রোগিদিগের পক্ষে উপযোগী । ইহার প্রায় অধিকাংশ রোগের মূলেই রসবাতসংশ্রব বর্তমান থাকে এবং ইহার সর্বপ্রকার রোগেই প্রগাঢ় মানসিক বিষন্নতা ও নৈরাশ্র্য অতি পরিস্ফুট লক্ষণরূপে প্রকাশিত হয় । অতএব ইহার রোগচিকিৎসায় এই সকল বিষয় স্মরণ রাখা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া জানিতে হইবে । ফলতঃ ইহার জ্ঞাননেত্রিয় রোগে মানসিক লক্ষণনিচয় অসামান্যরূপে পরিস্ফুট হয় । তুর্কলতাসহ রোগী অসহিষ্ণুতাবাপন্ন থাকে এবং মনে করে সে পাগল হইবে । শিরঃশূল জন্মে । সিমিসির স্নায়ুশ্রাব শীঘ্রাগত ও স্থানপরিবর্তনশীল পৃষ্ঠবেদনাবুক্ত । ফলতঃ উপরি উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট রক্তঃকৃচ্ছ, বিশেষতঃ রসবাতিকরক্তঃকৃচ্ছরোগে উত্তেজনা প্রবণ ও স্পর্শসহিষ্ণু জরায়ুতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা থাকিলে এবং তাহা দ্রুতবেগে নিম্নোদরের পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে ধাবিত হইলে ইহা উপকার করিয়া থাকে । বস্তিদেশের এক পার্শ্ব হইতে অত্র পার্শ্ব পর্য্যন্ত কর্তনবৎ বেদনা থাকিলে ইহা জলান্বিত স্থানচ্যুতি দোষ সংশোধন করিতে সক্ষম । উপরি উক্ত মানসিক লক্ষণ এবং স্নায়ুশূল, উত্তেজনা প্রবণতা ও স্পর্শসহিষ্ণুতা প্রভৃতি স্বাভাবিক লক্ষণ এবং সিমিসির ধাতুগত বিশিষ্টতা বর্তমান থাকিলে ইহা শ্বেতপ্রদর রোগও আরোগ্য করিতে পারে । জরায়ুতে শোণিতাধিক্য জন্মে এবং তাহা ও অত্রান্ত বস্তিবন্ত্র অত্যন্ত স্পর্শসহিষ্ণু বেদনাবুক্ত ও গুরুভারাক্রান্ত বোধ হয় ।

স্থানান্তরিত রসবাত নিবন্ধন অণুধারপ্রদাহ এবং অণুধারস্নায়ুশূল রোগে তীক্ষ্ণ বেদনা তীরবেগে বস্তিপার্শ্ব ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিলে এবং তাহাতে ঠেলমার্সা ভাব থাকিলে সিমিসিফিউগা উপযোগী ।

কলফাইলাম—অনেকাংশেই ইহা সিমিসিফিউগার তুলা, কিন্তু ইহাতে সিমিসির শিরঃশূলের অভাব ও রসবাতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিতে সীমাবদ্ধ থাকা, ইহার প্রভেদক । সিমিসির রসবাত, পেশীর স্থলাংশ আক্রমণ করে । **আভ্যন্তরীণ কম্পভাবে** **বর্তমানতা** কলফার একটি বিশেষ লক্ষণ ।

গর্তপাত বা এবর্শন—রসবাতরোগগ্রস্ত স্থ্রীলোকদিগের অভ্যাসগত গর্তপাত নিবারণে সিমিসিফিউগা অতি ক্ষমতাশালী ঔষধ । তীরবেগে বেদনা উদরের এক পার্শ্ব হইতে পার্শ্বাহরে যায় এবং রোগী দিভাঁজ হইতে থাকে ।

একনাইট্ ও ক্যামমিনা—ক্রোধ বশতঃ আশঙ্কিত গর্তপাত নিবারণে সমর্থ । ইহারা পরস্পরের মানসিক লক্ষণ দ্বারা প্রভেদিত । বেদনাকালে অত্যন্ত মানসিক উত্তেজনা জন্মে ।

কলফাইলাম—প্রসব বেদনার দ্রাব্তি উৎপাদক জরায়ু বেদনা এবং আশঙ্কিত গর্তপাত নিবারণে ইহা উপকারী । পৃষ্ঠ এবং উদরের উভয় পার্শ্বে কঠিন বেদনা, জরায়ুর মৃদু সংকোচন ও অত্যন্ত শ্রাব । এক্রপ স্থলে ডাং ম্যাডেন ইহাকে ফলপ্রদ ঔষধ বলেন ।

প্রসববেদনা বা লেবর ; প্রসবান্তিক বেদনা বা আফ্টার পেনস্—আশঙ্কিত গর্তপাত অথবা প্রসবসংক্রমীয় বেদনা যখন তীরবেগে উদরের এক পার্শ্ব হইতে আড়াআড়ি ভাবে অগ্র পার্শ্বে যায়, রোগী যাহাতে দিভাঁজ হইতে থাকে এবং বেদনা এতাদৃশ প্রবল হয় যে রোগী তাহাতে মূর্ছা যায়, তদবস্থায় অপর কোন ঔষধে ফল না হইলে সিমিসি দ্বারা উপকার পাওয়া যায় । জরায়ুমুখ সম্যক বিস্তৃত হয় না । গর্ভের প্রাথমিক অবস্থায় উদরপ্রাচীরে বেদনা হইলে ইহা তাহা নিবারণ করে । জরায়ুর রসবাতিক ও অলৌক প্রসব বেদনায় ইহা উপকারী । ইহা এবং কলফা পূর্ব হইতে সেবন

করাইলে প্রসবের সাহায্য হয় । প্রসবান্তিক বেদনা ইহা দ্বারা উপশম হইয়া থাকে ।

লাইকো এবং ইপিকা—প্রথমের বেদনা দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বাম এবং দ্বিতীয়ের বেদনা বাম হইতে দক্ষিণে যায় ও তাহাতে বিবমিষা থাকে ।

হেমামেলিস্—উপরি উক্ত অবস্থায় ইহার স্থানিক প্রয়োগ উপকারী । উদর পেশীতে টাটানি থাকে ।

একনাইট্—বেদনা অতি প্রবল, শীঘ্র শীঘ্র ও অসহনীয় এবং তাহার সতিত অস্থিরতা, উৎকর্ষা ও মৃত্যুভীতি বর্তমান থাকে । প্রসব-পথ শুষ্ক, স্পর্শসিদ্ধি এবং প্রসারিত হওয়ার অনুপযুক্ত ।

রসবাত বা রিউম্যাটিজম; পেশীবাত বা মায়াল্জিয়া।—একটিয়া রেসিমোসা রেণাক্সুলাস শ্রেণির ঔষধ নিচয়ের জাতিগত ধর্ম্যানুসারে রসবাত রোগের অন্ততম প্রধান ঔষধ মধ্যে গণ্য । ইহাতে আক্রান্ত পেশীর মাংসল বা স্থূল অংশে কনকনানি বেদনা হয়, ইহা পেশীর সীমাংশ আক্রমণ করে না । **নাক্স ভর্মিকার** ঔষ ইহা অঙ্গনিচয়ের ক্ষুদ্র পেশী অপেক্ষা শরীরের কাণ্ডভাগের বৃহৎ পেশীই অধিকতর আক্রমণ করিয়া থাকে । **রাসের** ঔষ ইহা তান্তব উপাদান আক্রমণ না করায় তাহা হইতে প্রভেদিত হয় ; ইহা পেশীবাতের বিশেষ ঔষধ বলিয়া পরিগণিত । যে পেশী-বাত ইঠাৎ হয় ও অতি প্রবল বেদনায়ুক্ত থাকে **সিমিসি** তাহার ঔষধ । ইহাতে অত্যন্ত অস্থিরতা জন্মিলেও অঙ্গচালনায় বেদনার বৃদ্ধি হয় ।

একনাইট, পালসেটিলা, রেণাক্সুলাস বাস্মো-সাস্ এবং একটিয়া স্পাইকেটা—রসবাত রোগে ইহারাও **সিমিসিসহ** তুলনীয়,—**একন্** তরুণ রসবাতজ প্রাথমিক জরের ঔষধ । রসবাত রোগে **পালসের** উপকারিতার

জন্মিতে দেখা যায়। আমাশয়ে অল্প জন্মে। রোগী প্রায় স্তূহাবস্থাতেই ভ্রমণ করিতে যায়, কিন্তু ভ্রমণ-আরম্ভেই সন্ধি-বেদনা হয়।

৩। ক্লিমেটিস ইরেক্টা (Clematis Erecta)।

সম্বন্ধ।—ইহা ব্রাহ্মনিশ্চীর দন্তশুলের ও ক্যান্সরের কার্যের প্রতিবেধক।

তুলনীয় ঔষধ।—আর্স, একন, বার্বেরিস, ব্রায়, ক্যান্সিকা, সিমিসি, কনায়াম, গ্র্যাফা, মার্ক, পেট্রেল, পালস্, রেণাস্কু, রড, রাস, সিলিক ও সাল্ফ্।

সাধারণ ক্রিয়া।—ইহার সমজাতীয় অত্যন্ত ঔষধের হায় ইহাও নানাপ্রকার বেদনা উপস্থিত করে। ক্লিমেটিস্ লসিকা বা লিম্ফ্যাটিক গ্রন্থি মণ্ডলীতে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের প্রদাহ, ও ক্ষীতি প্রভৃতি উৎপন্ন করে। জননেন্দ্রিয় ও মূত্রবাহকের ক্রিয়াই ইহার বিশেষ পরিচয়ের বিষয়, তাহাতে ইহা অতি যত্নপূর্ণ লক্ষণ উৎপন্ন করে। স্বকো ও ইহার রোগজনক ক্ষমতা আছে।

লক্ষণ।

মন।—একা থাকিতে ভীতি, কিন্তু ভাল লোকের সহবাসও ভাল-বাসে না। মানসিক অবসাদ, অমঙ্গল নিকটস্থ বলিয়া ভীতি। উত্তেজনা-প্রবণ, মৌন, গৃহের বাহিরে যাইতে অনিচ্ছা।

চক্ষু।—চক্ষুর প্রদাহ, চনচনিযুক্ত জ্বালা এবং অবদারণভাব। চক্ষু লোহিত, চাকচিক্যযুক্ত, তপ্ত এবং শুষ্ক। চক্ষুর শুভ্রাংশের প্রদাহ ও অশ্রুস্রাব। চক্ষু হইতে অগ্নিশ্রোত নির্গত হওয়ার হায় কামড় ও জ্বালা-যুক্ত বেদনা। চক্ষুর তাপ ও শুষ্কতা নিবন্ধন রোগী চক্ষুপত্র মুদ্রিত করিতে বাধ্য। কনীণিকা সঙ্কুচিত। চক্ষুর সম্মুখে ঝিল্লি থাকার অনু-

ভূতি । বাম চক্ষুগোলকের মধ্যভাগে বেদনা । চক্ষুচালনায় চক্ষুকোটরে চাপ ।

মূত্রশল্প ।—মূত্রত্যাগে বাধা ও জ্বালা এবং তাহার আরম্ভে অথবা শ্রোতের বাধা জন্মিলেই বিশেষ জ্বালা হয় । মূত্রনালীতে অধিককাল স্থায়ী সঙ্কোচন ও সঙ্কুচিত অবস্থা । এক উত্তমে সম্পূর্ণ মূত্রত্যাগ হয় না ।

পুং জননেদ্রিয় । অণ্ডকোষবেষ্টের দক্ষিণার্দ্ধের ক্ষীতি । অণ্ডকোষ শিথিলবন্ধন হয় ও ঝুলিয়া পড়ে । অণ্ডকোষ বেদনায়ুক্ত, প্রদাহিত এবং ক্ষীত । অণ্ডকোষের বেদনায় অণ্ডকোষরজ্জুর আকৃষ্টতা । দক্ষিণ অণ্ডকোষরজ্জু স্পর্শসহিষ্ণু এবং অণ্ডকোষ উর্দ্ধদিকে আকৃষ্ট ।

অক ।—গ্রাণিচয়ের বেদনায়ুক্ত ক্ষীতি ও দড়কচড়াভাব । শীতল জলে দৌত করিলে, শব্যার তাপে এবং আর্দ্র পোল্টিস প্রয়োগে আর্দ্র ও চুলকনায়ুক্ত কাউর বা এক্জিমার বৃদ্ধি ।

চিকিৎসা ।

গৃহবিব্রহাতুরতা বা হোম সিক্‌নেস্ ।—গৃহে প্রত্যাবর্তন জন্ত রোগীর বাতুলের ত্রায় অব্যাবহিক ব্যস্ততা জন্মিলে অস্থিরতা, স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা এবং শরীরাত্যন্তরে কম্পতার প্রভৃতি যে সকল অস্বস্থতা উপস্থিত হয় তন্নিবারণে **ক্লিমেটিস্** প্রযুক্ত হইয়া থাকে ।

আইলাইটিস্ বা উপতারা প্রদাহ । এই রোগে **মার্ককরের** পর **ক্লিমেটিস্** উপকারী । উপদংশজ রোগে ডাং হিউজ ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন । শৈত্যসংস্পর্শজনিত উপ-
তারা প্রদাহে চক্ষুতে চাপ লাগার ত্রায় বেদনা, অত্যন্ত আলোকাতঙ্ক, চক্ষুর তাপ এবং জলস্রাব ও শৈত্য সংস্পর্শে অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি থাকিলে ইহা প্রযুক্ত হয় । ফলতঃ **শৈত্যসংস্পর্শের অসহিষ্ণু-**

তাই ইহার অন্যতম প্রধান প্রদর্শক। উত্তেজনা-
হীন, জড়ত্বাপন্ন চক্ষু-প্রদাহ আলোকাতঙ্কহীন থাকিলে এবং প্রদাহিত
স্থানের লোহিত বর্ণাদি অতি অকিঞ্চৎকর হইলে ইহা ফলপ্রদ।
ইহাতে প্রতিশ্যায়িক এবং গগুনালীয় চক্ষু-প্রদাহ, অবস্থা বিশেষে,
আরোগ্য হইয়া থাকে। দানার বা গ্র্যানুলের উৎপত্তিপ্রবণতাবিশিষ্ট
চক্ষুপত্রপ্রদাহে ক্ষীত চক্ষুপত্র প্রাতঃকালে জুড়িয়া থাকে।

অর্কাইটিস্ বা একশিরা।—পূয়ধাতুর আবরোধ অথবা
শৈত্য সংস্পর্শ জনিত একশিরা রোগে অণুকোষ প্রস্তুতবৎ কঠিন ও ক্ষীত
এবং অত্যন্ত বেদনাবৃত্ত হইলে ক্লিমেটিস্ উপকার করে। ইহা
বিশেষরূপে দক্ষিণ পার্শ্বের রোগেই অধিকতর ফলপ্রদ। অণুকোষের
উদ্বিগ্ন আকৃষ্টতা এবং অণুকোষরজ্জুতে স্পর্শসংকীর্ণতা ও চাপবৎ বেদনা।
মূত্রনালায় অত্যন্ত উত্তেজনা হয় এবং বেদনা রজনীতে শয্যাতেপে বৃদ্ধি
পায়। অণুকোষের স্পর্শসংকীর্ণতা ও ক্ষীতি হ্রাস করিতে ইহার
বিশেষ কাৰ্য্যকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। একশিরার উপসর্গ স্বরূপে
অথবা তাহা বসিয়া যাইয়া বর্ণমূল গ্রন্থি প্রদাহ বা “মাম্পস্” জন্মিলে
ক্লিমেটিস্ ও অরাম উপকারী।

কাউল, পামা বা একজিমা।—রসবাত প্রভৃতি ও
সোরাদোষযুক্ত রোগের মস্তক পশ্চাতে রসাবশিষ্টা জন্মিলে, চুলকায় এবং
তাহাতে হৃৎবেদন বেদনা ও কীটবিচরণবৎ অনুভূতি থাকে। শরীরের
অগ্রাগ্র স্থানের রোগও ঐরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট। উদ্বেদ, বিশেষতঃ অক্লিপাট
প্রদেশের উদ্বেদ কখন কখন পুষ্ণগুটিকায় পরিণত হয়। জলধৌত করিলে
রোগের বৃদ্ধি হওয়ায় কথঞ্চিত প্রদাহ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

৪। এডনিস ভার্ণেলিস্ (Adonis Vernalis)।

তুলনীয়া ঔষধ।—ডিজিট; ক্র্যাটিগাস, কনতালে।

লক্ষণ।—হৃৎপিণ্ডের দ্বি-পত্র কপাট (Mitral Valve) ও হৃদ্ধমনীর কপাটের অসম্পূর্ণতা বশতঃ শোণিতের পশ্চাৎগতি । হৃদগ্র প্রদেশে বেদনা, হৃৎকম্প এবং শ্বাসকৃচ্ছ । স্পষ্টতর শিরাশোণিতাধিক্য । হৃৎরোগজ শ্বাসকৃচ্ছ । অনিয়মিত ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট নাড়ীস্পন্দন ।

চিকিৎসা।—অতীব ক্ষীণ হৃৎপিণ্ড এবং ধীর ও দুর্বল নাড়ী বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের জীবনীশক্তির অতি নিম্নস্তোভাবে, বিশেষতঃ তাহা-দিগের রক্তকের বিকার বশতঃ অত্যন্ত মূত্রত্যাগ হইলে **হৃৎকপাট রোগে** ও হৃৎরোগ জনিত **জলশোথে এডিনিস** বিশেষ উপকারী ঔষধ । হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা বশতঃ তাহা শোণিত গতির বাধা অতিক্রম করিয়া শোণিত সঞ্চালনের সম্পূর্ণতা রক্ষা করিতে অক্ষম হইলে যদি **ডিজিট্যালিসে** ক্রিয়া না হয়, কিম্বা তাহা প্রয়োগের বাধা থাকে, তাহাতে আমরা ইহা দ্বারা ফলাশা করিতে পারি । ডাং ব্ল্যাক-উড ইহার প্রয়োগে হৃদ্ধমনীর সঙ্কোচন ও দ্বি-পত্র হৃৎকপাটের দোষে শোণিতের পশ্চাৎ গমন জন্ম শোণিত সঞ্চালনের অসম্পূর্ণতা শোধনের সাহায্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন । ইহাতে নিম্নাঙ্গে জলশোথ, অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ, অত্যন্ত মূত্রস্রাব এবং অনিয়মিত নাড়ীস্পন্দন প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল । আত্যন্তরূপ হৃৎবেষ্টপ্রদাহ বা এণ্ডোকার্ডাইটিস্‌রোগে হৃৎপিণ্ডের প্রসার বা ডাইলেটেবল আরম্ভ হওয়ার লক্ষণস্বরূপ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াদৌৰ্বল্য বশতঃ কিডনিতে রক্তাধিক্য, মূত্রালতা ও জলশোথ উৎপন্ন হইলেও তিনি ইহার প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন । উপাদানগত-রোগহীন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবৈকারিক দুর্বলতা, অনিয়মিত গতি এবং শ্বাসকৃচ্ছ উপশমিত করিয়া হৃৎপিণ্ডের শক্তি পুনঃস্থাপন দ্বারা তাহার সঙ্কোচনের ও নাড়ীস্পন্দনের সুবিধান করিতে **এডিনিস** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । **কিডনির ক্রিয়াবিকার জনিত মূত্রালতা** ইহার প্রদর্শক ।

৫ । রেণাক্সুলাস্ বাবোসাস্ (Ranunculus Balbosus) ।

উপচয় ।—বায়ুর তাপপরিবর্তনে ; প্রাতঃকালে ; সন্ধ্যাকালে ; স্পর্শে ; শরীরচালনায় ; অবস্থানের পরিবর্তনে ; উগ্র সুরাপানে ।

সম্বন্ধ ।—ইহার কার্য্যপ্রতিষেধক—ব্রায়, ক্যাম্ফর, পাল্‌স ও রাসটক্‌স্ ।

প্রতিযোগী ঔষধ—এল্‌কহল, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফ, ভিনিগার, ওয়াইন মত্ত ।

সাধারণ প্রকৃতি ।—অনুভূতিদ স্নায়ু, পেশীউপাদান এবং ত্বকে রেণাক্সুলাস্ বাবোসাসের ক্রিয়ার ফলে বক্ষপ্রাচীরেই বিশেষ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় । বক্ষে ইহা যে বেদনা উৎপন্ন করে তাহাই ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ মধ্যে গণ্য এবং তাহার প্রকৃতি বক্ষশূল বা প্লুরোডাইনিয়া-রোগের প্রায় তুল্য ।

লক্ষণ ।

মন ।—চিন্তা করিতে চিন্তার বিষয় ভুলিয়া যায় । বুদ্ধিশক্তির জড়ভাব । রৌগী উত্তেজনাপ্রবণ এবং কলহপ্রিয় ।

মস্তক ।—মস্তকের রক্তাধিক্য । মস্তকে এবং চক্ষুতে বেদনা । সন্ধ্যাকালে দক্ষিণ চক্ষুর উর্দ্ধের শিরঃশূলের, শয়নে বৃদ্ধি এবং দণ্ডায়মানে বা ভ্রমণে হ্রাস । ললাট ও মূর্দ্ধাদেশের স্নায়বিক শিরঃশূলে বোধ যেন তাহা বেগে ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে । সন্ধ্যাকালে অথবা উষ্ণ গৃহ প্রবেশে তাহার বৃদ্ধি । ললাটের অভ্যন্তর হইতে বহিরাভিমুখে চাপবৎ বেদনা । উষ্ণস্থান হইতে শীতল স্থানে যাইলে অথবা তাহার বিপরীত ব্যবহারে শিরঃশূল জন্মে অথবা বর্দ্ধিত হয় ।

স্নানু ।—পেশীর আনর্ডন । মৃগীবৎ আক্ৰমণ । হঠাৎ দুর্বলতা নিবন্ধন মুচ্ছার ভাব । হঠাৎ ভীতি অথবা ক্রোধ জন্মিলে অঙ্গনিচয়ের কম্প

ও শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট, সন্ধ্যাকালে, বায়ুর পরিবর্তনে এবং বিশেষতঃ উষ্ণবায়ু শীতল হইলে বৃদ্ধিত হয় ।

শ্বাসশন ৩ বক্ষ ।—বক্ষে জ্বালা ও হৃস্ম হৃচিবেধবৎ বেদনা বশতঃ শ্বাস প্রশ্বাস খর্ব্বতর ও কষ্টজনক । রোগী অনেক ক্রন্দন করে ও দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করিতে চাহে । নিম্ন বক্ষের পাশাপাশি ভাবে চাপ ও কমাভাব হইলে বক্ষের হৃচিবেধবৎ বেদনার চালনায়, নত হইলে, শ্বাসগ্রহণে এবং স্পর্শে বৃদ্ধি । বক্ষে রস্বাতবৎ বেদনা হওয়ায় বোধ যেন ত্বগধঃদেশে ক্ষত হইয়াছে । জ্বালাযুক্ত বেদনা । বক্ষের টাটানি ও ঘৃষ্টবৎবেদনা, স্পর্শে ও চালনায় বৃদ্ধি ।

অক ।—অক্ দন্ধ হওয়ার ছায় বোধ, তাহাতে রসবিশ্বিকাৎ উদ্ভেদ জন্মে । দলে দলে কৃৎ-নীল, স্বচ্ছ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোঁসা জ্বালা করে ও চুলকায় এবং শৃঙ্গবৎ কঠিন মামড়িতে পরিণত হয় । সম্পূর্ণ শরীরে দ্রব্বৎ উদ্ভেদ ।

চিকিৎসা ।

মদাত্যস বা ডিলিরিয়াম্ ট্রিমেনাস ।—অবস্থানু-সারে **রেণাক্কুলাস** প্রায় সর্বপ্রকার মাদক দ্রব্যেরই কুফল দূর করণে সক্ষম ।

শিল্পশূল ।—মৃদ্ধাদেশে **রেণাক্কুলাস্-চিকিৎসিতব্য** স্নায়বিক শিরঃশূলে বোধ হয় যেন চাঁদি বেগে বিদীর্ণ হইতেছে । সন্ধ্যাকালে ও উষ্ণ বায়ুর মধ্য হইতে শীতল বায়ুতে বাইলে অথবা তাহার বিপরীত ব্যবহার করিলেও তাহা বৃদ্ধি পায় । বায়ুর তাপ পরিবর্তন নিবন্ধন শিরঃশূলেও ইহা উপকারী । ললাটদেশের বিসর্পিকায় চক্ষুর উর্দ্ধে প্রচণ্ড বেদনা ।

স্নানুশূল বা নিউরেল্জিয়া ।—**রেণাক্কুলাস**

পশ্চাদ্ভ্রমমায়া স্নায়ুশূলের উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে গণ্য । এই স্নায়ু-
শূলের বেদনা কথিত স্নায়ুর পথ বাহিয়া যায় এবং বায়ুর পরিবর্তন
হইলেই বক্ষে স্থচিবেদ্যং বেদনা জন্মে ; বক্ষের স্থানে স্থানে ক্ষতব্যং
বেদনা থাকে ।

পল্লেখেরিয়াস বেদনা বক্ষগহ্বরের সন্মুখে ও মধ্যস্থলে থাকে ;
আণিকাতে বক্ষে ক্ষত ও ঘৃষ্টব্যং বেদনা হয় ; রাস্
রেডিক্যানসের বেদনা তীরবেগে অংশফলকাস্থিতে যায় ;
সেনেগাস বক্ষে বেদনা ও টাটানি হয় ।

হেফিবার বা ওমবিগনজ জ্বর ।—এরোগে
রেণাঙ্গুলাসের বহুল প্রয়োগ না থাকিলেও স্থলবিশেষে ইহা
দ্বারা ফল পাওয়া যায় । চক্ষুতে চনচনিযুক্ত জ্বালা, চক্ষুপত্রের জ্বালা ও
টাটানি, সন্ধ্যাকালে নাসিকার রোধ এবং তাহার মূলে চাপ ও গহ্বরে
চনচনি এবং কীট বিচরণব্যং অতুভূতি থাকিলে ইহা ফলদ । পেশীর
ঘৃষ্টব্যংবেদনা ও স্রবভঙ্গ ইহার অত্যাগ লক্ষণ ।

সিলিসিয়া ।—নাসারন্ধ্রে এবং পশ্চাৎ নাসাপথের সন্নিহিত
ইউষ্টেকিয়াননালীমুখে চুলকনা ও চনচনিতে ভয়ানক হাঁচি এবং
বিদাহী জল প্রাব ।

এরাম ট্রাই—জ্বর ও নাসামূলে ভয়াবহ বেদনা এবং নাসা ও
গলমধ্যে কাঁচা ভাব ও হাঁচি ।

মার্ক-প্রাটো-আই—হেফিবারের পূর্বগামী লক্ষণ
প্রশমনে ।

সোরিগাম—ডাং ক্লার্কের মতে শৈত্যে অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা
থাকায় ইহার ৩০ ক্রম বহুতর রোগ আরোগ্য করিয়াছে ।

বক্ষশূল, পার্শ্ববেদনা বা প্লুরোডাইনিয়া ।—
বক্ষে রেণাঙ্গুলাসের বিশেষ ক্রিয়া থাকায় ইহা বক্ষশূল, বা

প্লুরোডাইনিয়ারোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া গণ্য। আবহাওয়ার পরিবর্তনে ইহার রোগ বৃদ্ধি পায়। ডাং হিউজের মতে বেদনার অত্যধিক তীব্রতা বশতঃ রোগী শরীর চালনায় সাহসী না হইলে ইহা আশ্চর্য ফল প্রদান করে ; অনেকানেক চিকিৎসক ইহার সত্যতা বিষয়ে প্রমাণ পাইয়াছেন। বাম অংশফলকাস্থির সম্পূর্ণ অভ্যন্তর পার্শ্বে বিস্তৃত বেদনা, যাহা কখন কখন তাহার নিম্ন কোণ আক্রমণ করিয়া বাম বক্ষ মধ্যে যায় তাহা, এবং বামবক্ষের স্তননিম্নপ্রদেশের বেদনা ইহা আরোগ্য করিয়া থাকে। শুষ্ক শীতল বায়ুসংস্পর্শ নিবন্ধন বেদনা একনাইটেই ক্রিয়াশীল।

নিউমনিয়া।—রোগ আরোগ্যান্তে বক্ষের নানাস্থানে টাটানি ও ত্রুণদেশে ক্ষতবৎ বেদনা থাকিলে **লেণাক্সু-বাস্কে** দ্বারা উপকার হয়। **পাল্‌সেটিলা**ও ইহার ঔষধ।

প্লুরিসি বা বক্ষের অন্তর্বেষ্টবিগ্নিপ্রদাহ।—রসবিগ্নীতে **লেণাক্সুলাসের** ক্রিয়া থাকায় প্লুরিসি ও **পেলিট-নাইটিস্** রোগে, বিশেষতঃ প্লুরিসিরোগে আক্রান্ত বক্ষের অন্তর্বেষ্ট-বিগ্নি গহ্বরে বা প্লুরেল ক্যাভিটিতে রসদক্ষয় হইলে ইহা তাহা শোষণের সাহায্য করিয়া থাকে। ইহা অধিকতররূপে বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করে এবং আক্রান্ত পার্শ্বে তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতবৎ ও তীব্র সৃচিবেধবৎ বেদনা হয়। বক্ষে সঞ্চিত রসের চাপ এবং বেদনার তীব্রতা নিবন্ধন রোগীর উৎকণ্ঠা, শ্বাসকৃচ্ছ এবং যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। এস্থলে ইহা **এপিস্**, **ব্রাস্** এবং **সাল্‌ফারস্**হ তুলনীয়। বেদনায় পূর্ব কথিত বিশেষতা বর্তমান থাকিলে ইহা সর্কোপেক্সা অধিকতর ফল প্রদান করে। প্লুরিসিরোগান্তে **রসবিগ্নি ফুস্‌ফুস্‌সহ সংলগ্না-বস্তু** থাকিলে যে বেদনা থাকিয়া যায় তাহাতেও **লেণাক্সু** উপকারী।

ডায়াক্র্যামাইটিস্ (বক্ষোদর ব্যবধায়ক পেশীর প্রদাহ)।—
তীক্ষ্ণ, তীব্রবেধবৎ বেদনা উভয় কুক্ষি এবং আমাশয়োর্দ্ধ প্রদেশ
হইতে ছুটিয়া পৃষ্ঠাভিমুখে ধাবিত হইলে **রেণাঙ্কুলাস** তাহা
আরোগ্য করে। ডায়াক্র্যামে তীব্র বেদনা এবং কটি বেড়িয়া ফিতা
বাধা থাকার অনুভূতি বর্তমান থাকিলে **ক্যাক্টাস** গ্র্যাণ্ডি
উপকারী।

অক্লোগ-হাপিস জষ্টার বা বর্তুলাকার
বিসপিকা এবং **পেম্ফিগাস্ বা পোড়া নারাজা**
প্রভৃতি।—**রেণাঙ্কুলাস** হাপিস জষ্টার বা জোনার পক্ষে বিশেষ
উপকারী ঔষধ। সসিদ্ধিকানিচয় জ্বালা করে, এবং কখন কখন
বর্ণ নীল-কৃষ্ণ হইয়া যায়। চক্ষুর উর্দ্ধের ও পশ্চ্যকামধ্য স্নায়ুপথবাহী তীব্র
স্রুতিবেধবৎ বেদনায় ইহা বিশেষ ফল প্রদান করে। ইহা **রাস**,
আর্সেনিক ও **মেজিরিস্লাম্** সহ তুলনীয়।

রেণাঙ্কুলাস বাষোসাস্ পেম্ফিগাস্ বা পোড়া নারাজা,
বিশেষতঃ শিশুদিগের পোড়ানারাজা আরোগ্য করিয়া থাকে। বড়
বড় ফোকা বিদীর্ণ হইলে ছাল উঠিয়া যাওয়ার কাঁচা ত্বকস্থান অবশিষ্ট
থাকে। ইহার **কাউল** বা **একজিমা** রোগে আক্রান্ত ত্বকস্থান
ঘনীভূত ও স্থূল হয় এবং তাহাতে কঠিন, শৃঙ্গবৎ মামড়ি জন্মে।
এন্টিম্ ব্রুড পদতলে কঠিন, শৃঙ্গবৎ ত্বক্ প্রবর্দ্ধন উৎপন্ন করে।
ইহার ক্ষত সমতল এবং তাহাতে ছলবেধবৎ বেদনা ও কল্তানির শ্রায়
নিঃসরণ থাকে।

৬। স্ট্যাফিসেগ্রিয়া (Staphisagria)।

উপচয়।—রজনীতে এবং প্রাতঃকাল ; রসাপচয়ে ; কামবিষয়ক
অমিতাচারে ; হস্তমৈথুনে ; স্পর্শে ও শরীর চালনায়।

হাই তোলে ; রজনীতে নিদ্রা হয় না, সম্পূর্ণ শরীর কনকন করে ।

স্নানু।—স্নায়বিক দুর্বলতা । ক্রোধ বশতঃ অত্যন্ত শরীরপার্শ্বের পক্ষাঘাত । রজনীতে পেশী আনর্জন । সর্বাঙ্গীন আক্ষেপকালে বাহুজ্ঞান শূন্য থাকে, বৃদ্ধাঙ্গুলি আকৃষ্ট হয় এবং মুখে ফেন উঠে ।

মুখমণ্ডল।—মুখাকৃতি বসী, নাসিকা হৃক্ষাগ্র এবং চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট ও নীলবর্ণপার্শ্বযুক্ত । মুখের অস্থি নিচয়ে প্রদাহ ও গর্ত করার ছায় বেদনা । ক্রোধ জন্মিলে মুখের বর্ণ কটা ও নীলাভ । মুখের শুষ্ক উদ্ভেদ চুলকায় এবং বেদনা করে, ত্বক্ কর্কশ ।

চক্ষু।—চক্ষু বসিয়া যায় এবং তাহার চতুর্দিকে নীলবর্ণ ও উন্নত রেখা থাকে । চক্ষুগোলক এবং চক্ষুপত্র শুষ্ক ও চাপাভূতীযুক্ত । উর্দ্ধ চক্ষুপটে বেদনা, চক্ষু মুদ্রিত করিলে তাহার বৃদ্ধি । বেদনায় বোধ যেন বান চক্ষুর উর্দ্ধপুটের অভ্যন্তরে কোন কঠিন বস্তু আছে । চক্ষুর অভ্যন্তর কোণে (Inner canthus) কামড়ানি ও জ্বালাযুক্ত চনচানি । চক্ষুপত্র-কিনারার চুলকানি । চক্ষুপত্রপার্শ্বের প্রদাহজন্ম রজনীতে চক্ষু জুড়িয়া থাকে ; চক্ষুপুটের প্রদাহ । কনীণিকার বিস্তৃতি ।

হৃৎপিণ্ড।—সামান্য শরীরচালনায়, মানসিক শ্রমে এবং গীতবাজে ও আহারান্তে নিদ্রা যাইলে হৃৎকম্প । হৃৎপিণ্ডের কম্পযুক্ত স্পন্দন ।

নাড়ীস্পন্দন দ্রুত ও ক্ষুদ্র ; অনেক সময়ে তাহা কম্পাবিত ।

মুখগহ্বর।—হ্রস্বাধঃগ্রস্থিতে বেদনা ; ক্ষীতি থাকে নীচ দস্ত কাল হইয়া যায়, ধ্বংস হয় ও গুঁড়া হইতে থাকে । তাহাতে পাশাপাশি ভাবে কাল রেখা পড়ে । কোন শীতল বস্তু পান করিলে, মুক্ত বায়ু মধ্যে, আহারান্তে এবং চর্ষণে ধ্বংস প্রাপ্ত দস্তের ছিন্নবৎ

বেদনার বৃদ্ধি ; দন্তের স্পর্শসহিষ্ণুতা, বিশেষতঃ রজনীতে ও প্রাতঃ-কালে উপস্থিত হয়। কঠিন চাপ দিলে অধিকাংশ সময়ে দন্তশূলের উপশম। মুখে অবিশ্রান্ত ভাবে শ্লেষ্মার সঞ্চয়। দন্তমাড়ি ক্ষীত, ক্ষতযুক্ত ও স্পঞ্জের হ্রাস, এবং স্পর্শ মাত্রই রক্তস্রাবযুক্ত। নিম্নের ছেদনদন্তের মাড়িতে ছিন্নবৎ বেদনা থাকে এবং আহার কালে তাহার মূলও ঐরূপ বেদনা করে। দন্তমাড়ির মাংস বৃদ্ধি হয় ও তাহাতে গুটিকা জন্মে।

. **উদর।**—উদরে দুর্বলতা বোধ হওয়ায় তাহা স্থলিত হইবে বলিয়া অনুভূতি। তপ্ত বাতকশ্ম। কুচকির গ্রন্থিতে বেদনায়ুক্ত ক্ষীতি। উদরের স্থানে স্থানে বায়ু আটকাইয়া থাকায় তাহার সর্বত্রই কামড়ানি ও মোচড়ানি বেদনা। নাভির নিম্নে ও দক্ষিণ পার্শ্বে কঠিন চাপ বোধ। বাম উদরবন্ধে চিম্টি কাটার হ্রাস ও স্থচিবোধবৎ বেদনা। শিশুদিগের ক্ষীত উদরে বেদনা।

মল ও মলদ্বার।—মলত্যাগান্তে সরলাস্ত্রে জালাযুক্ত চনচনি ও টাটানি। উপবেশনাবস্থায় মলদ্বার চুলকায়। অত্যন্ত ও কঠিন বিষ্ঠায় কোষ্ঠবদ্ধ। তরল মল হইলে প্রভূত বায়ুর নিঃসরণ।

মূত্রাশয়।—পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগে সৰু ধারে অত্যন্ত মূত্রস্রাব অথবা ফোঁটায় ফোঁটায় কৃষ্ণবর্ণ মূত্রত্যাগ। মূত্রত্যাগকালে মূত্রনালীতে জালা, মূত্রত্যাগান্তে যেন মূত্রস্থালী শূন্য না হওয়ায় মূত্রবেগ আসে ও বিন্দু বিন্দু মূত্র ক্ষরণ হয়। প্রচুর জলবৎ ফেকাসে মূত্রত্যাগ।

পুং-জননেন্দ্রিয়।—কামেচ্ছার বৃদ্ধি। হস্তমৈথুনের ফল-স্বরূপ মুখমণ্ডলের বসাপদার্থের অভাব ও লজ্জাব্যঞ্জকদৃশ্য, বিষন্নতা, রজনীতে রতঃক্ষরণ, পৃষ্ঠের কনকনানি, পদের দুর্বলতা এবং জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা। অস্বাভাবিক বীৰ্য্যস্থলনে অত্যন্ত দুর্বলতা। ভ্রমণকালে ও ঘর্ষণে বাম অণ্ডকোষে চাপবৎ বেদনার স্পর্শে বৃদ্ধি। কসিয়া

রাখার ত্রায় দক্ষিণ অণ্ডকোষে আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ বেদনা। দক্ষিণ কুচ-
কির গোল ছিদ্র (Inguinal ring) হইতে আকৃষ্টবৎ ও জালাযুক্ত
বেদনা দক্ষিণ অণ্ডকোষে বিস্তৃত হয়, কিন্তু বোধ হয় যেন তাহা অণ্ড-
রজ্জুতে হইয়াছে। লিঙ্গমূণ্ডের উপরে ও অধঃদেশে কোমল ও আর্দ্র
মাংসবিসৃদ্ধি জন্মে। জ্বীসঙ্গনের শেষভাগে খাঁসকৃচ্ছ।

জ্বীজনেন্দ্রিয়।—অত্যন্ত স্পর্শসহিষ্ণু অণ্ডাধারে তীর
তীর-বেধবৎ বেদনা। অনিয়মিত, বিলম্বাগত ও প্রচুর ঋতুশ্রাব, কখন
বা আর্ন্তবাতাব, ঋতুশোণিত প্রথমে ফেকাসে, পরে কখন বা কৃষ্ণবর্ণ ও
চাপ চাপ; কখন বা জরায়ুর আক্ষেপিক সংকোচন। যোনির দানাময়
মাংসবৃদ্ধি। জননেন্দ্রিয়ের বেদনায়ুক্তস্পর্শসহিষ্ণুতা উপবেশনাবস্থাতেই
অধিকতর। যোনিকপাট এবং যোনিতে আক্ষেপিক বেদনা। যোনি-
কপাটে হ্রলবেধভাবযুক্ত চুলকনা।

গ্রীবা ও প্রষ্ঠ।—গলমধ্যের, গ্রীবাবহির্দেশের এবং বগোলের
গ্রন্থির বেদনায়ুক্ত স্ফীতি। নিম্নগৃষ্ঠে ভগ্ন হওয়ার ত্রায় বা মোচড় লাগার
ত্রায় বেদনা, বিশেষতঃ রজনীতে এবং প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিতে
ও শরীর ফিরাইতে বৃদ্ধি। বৃদ্ধকদেশে চুলকনায়ুক্ত স্ফিটবেধবৎ
বেদনা।

উচ্ছ্বাস।—স্কন্ধসন্ধিতে স্ফিটবেধবৎ বেদনার স্পর্শে ও চালনায়
বৃদ্ধি। বাহ্যর পক্ষাঘাতিক বেদনার চালনায় ও স্পর্শে বৃদ্ধি; হস্তাঙ্গুলির
ও বৃদ্ধাঙ্গুলির পেশীতে ঝাঁকি এবং ছিন্নবৎ বেদনা, অঙ্গুলির অগ্রভাগে
অধিকতর। বামবৃদ্ধাঙ্গুলিতে জালাযুক্ত চুলকানি। করভাস্থিসন্ধিতে
(Metacarpal joints) পক্ষাঘাতিক আকৃষ্টতার চালনায় বৃদ্ধি।
হস্তাঙ্গুলির অগ্রভাগে অসাড়তা। অঙ্গুলির উপরিভাগে রসবাতজ গুটিকা।
অঙ্গুলির পংক্তি-অস্থির প্রদাহ।

নিম্নাঙ্গ।—উরুর অভ্যন্তর পার্শ্বোপরি চুলকনা, ভ্রমণ করিতে

উরু বেদনা করে। জানুসন্ধিতে স্থচিবোধবৎ বেদনার চালনায় বৃদ্ধি। বিশ্রামকালে দক্ষিণ টিবিয়াস্থিতে গর্ত করা ও স্থচিবোধের হ্রাস বেদনা। উপবেশন ও দণ্ডায়মানাবস্থায় জজ্বা-পেশীতে ছিন্নবৎ বেদনা। দক্ষিণ পায়ের ডিমে স্থচিবোধবৎ অনুভূতি। উপবেশনাবস্থায় নিতম্ব কনকন করে।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।—অঙ্গনিচয়ে আকৃষ্টবৎ এবং ছিন্ন করার হ্রাস ও স্থচিবোধের হ্রাস বেদনা। অধিক ভ্রমণ করিলে স্বক্কের ও হিপসন্ধির অধঃভাগে বক্ররূপ বেদনা হয় অঙ্গনিচয় সেইরূপ আঘাতপ্রাপ্ত ও বেদনা-যুক্ত বোধ।

অবস্থা।—দ্রুত। সন্ধ্যাকালে ত্বক্ চুলকায় ও চুলকাইলে জ্বালা করে। দানাবৎ পুরাতন ত্বগুদ্বেদ। গ্রন্থির বেদনাবৃত্ত ক্ষীতি।

প্রদর্শক লক্ষণ।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ারোগীর মানসিক লক্ষণের, বিশেষতঃ ইহার শিশুরোগীর মানসিক লক্ষণের বিশেষতা দেখা যায় ; কিন্তু ক্যামমিলা ও নাক্স ভ সহ ইহার তুলনা দ্বারা পরিস্ফুরণ ব্যতীত তাহার কোন সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা নাই। ক্রোদোৎপন্ন রোগে ইহা ক্যাম ও কলসি সহ তুলনীয়। ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ারোগী বড়ই খিটখিটে ও উত্তেজনা প্রবণ, যেন “কিস্তু-কিমা-কার” স্বভাবের। এই লক্ষণ বিষয়ে ইহাকে ক্যাম, কলসি, সিনা ও নাক্স সহ তুলনা না করিলে ইহার প্রয়োগস্থল নির্ধারন করা সুকঠিন। ইহার অগ্ৰান্ত বিশিষ্টতা রোগবর্ণনাকালে উল্লিখিত হইবে।

চিকিৎসা।

চিস্তোন্নততা বা হাইপকণ্ডিসিয়াসিস্।—হস্ত-মৈথুন, অপরিমিত ইন্দ্রিয়মেবা এবং সর্কদা ইন্দ্রিয়পরিতৃষ্টিবিষয়কচিস্তা এই রোগের সাধারণ কারণ বলিয়া বিবেচিত। অতিরিক্ত হস্তমৈথুনে

বালক উদাসীন ও বিষণ্ণচিত্ত হয়, তাহার মুখ ও চক্ষু বসিয়া যায়, নাসিকা স্ফুটায় এবং চক্ষুর চতুর্দিকে কালিমা পড়ে। শিশুর মানসিক অবস্থা ক্যামল হ্রাস ক্রোধপ্রবণতা ও অসহিষ্ণুতা দ্বারা প্রকটিত। শিশু শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়া যায় এবং তাহার শরীরের পাণ্ডুরতা ও মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডের ঢকলতা জন্মে।

চক্ষুরোগ।—বাতজ চক্ষুপ্রদাহ বা আর্থ্রাইটিক অফথ্যালমিয়া; অঞ্জলিকা বা ষ্টাই।—সন্ধি-বাতজ ধাতুর ব্যক্তিদেগের বাতজ চক্ষুপ্রদাহে ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া উপকারী ঔষধ। চক্ষু জ্বালা করে এবং শুষ্ক বোধ হইলেও অত্যন্ত জলশ্রাব হয় ও জ্বালাসহ চন চন করে। বেদনা চক্ষু হইতে দন্তে যায়। এস্থলে ইহা কলসি সহ তুণীয়। শিশুদিগের চক্ষুর, বিশেষতঃ চক্ষুপত্রের প্রদাহে কঠিন অঞ্জলিকা ও গুটিকা জন্মিলেও ইহা দ্বারা ফল হয়। তাহা পাকে না, কঠিন হইয়া যায় ও চক্ষুপটপার্শ্ব চুলকায।

দন্তরোগ।—ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়াতে উপদংশ ও সাইকসিস্ ধাতুর শিশুদিগের দৃঢ়দন্ত অকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় তাহাতে কাল কাল দাগ জন্মে ও আক্রান্ত দন্তাংশ গুঁড়া হইয়া স্থানিত হয়। বৃদ্ধদিগের ধ্বংসপ্রাপ্ত দন্তপংক্তির মূলে চর্কণবৎ বেদনা জন্মে।

ক্রিস্ভাজোটি।—ইহাও অকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত দৃঢ়দন্তের কনকনানি নিবারণে সক্ষম। দন্ত প্রথমে হরিত্রাভ এবং পরে কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং পরিশেষে ধ্বংস হইয়া যায়। এস্থলে ষ্ট্যাফি সহ এন্টিফু, বিশেষতঃ ক্যাম ও কফিস্ তুণীয়।

উদরশূল।—ক্রোধজনিত অথবা উদরের অস্ত্র চিকিৎসার পর উদরশূল জন্মিলে ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া উপকারী।

উদরাময়।—অবস্থাবিশেষে শিশুর উদরাময়রোগে ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া ফলদ। এই উদরাময় সহ বিশেষ প্রকারের মুখকত

প্রদর।—প্রেমনৈরাশ্য পীড়িত ও অধিকাংশ সময় কামবিষয়ক চিন্তারত দুর্বল স্ত্রীলোকদিগের শিথিল আমাশয়, উদর ও বস্তিযন্ত্রনিচয়ের শিথিলতর অবস্থা উৎপন্ন হইলে জরায়ুদ্রংশ ঘটে। ইহার সহিত যে শ্বেতপ্রদর উপস্থিত হয় তাহার স্রাব হরিদ্রাবর্ণ ও বিদাহী। **ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া** উপরিলিখিত উদর ও অন্ত্রাদির বলাধান সাধন করিয়া রোগারোগ্যে সক্ষম।

গাউট বা ক্ষুদ্রবাত।—ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া তরুণ অপেক্ষা পুরাতন ধাতুগত গাউটের পক্ষে বিশেষ উপকারী। রোগের উক্ত অবস্থায় ইউরেট অব্ সোডা (লবণ) মূলযন্ত্র দ্বারা নিঃসারিত না হওয়ায় তাহা শরীর মধ্যে থাকিয়া যায় এবং শরীরের ভিন্ন ভিন্ন সন্ধি ও যন্ত্রে নোড় বা বর্ত্তুলাকারে সঞ্চিত হয়। **এমন ফসের**ও পুরাতন গাউটরোগে সন্ধিতে ইউরেট অব্ সোডা বর্ত্তুলাকারে সঞ্চিত হয় এবং হস্ত বাঁকা চুরা হইয়া কদাকার ধারণ করে। এরোগে মূত্রের দুর্গন্ধ এবং তাহার লোহিতবর্ণ বালুকাবৎ তলানি যথাক্রমে **বেন্ জোইক এসিড ও লাইক** নির্ধাচিত করে।

অস্থিরোগ, অস্থিবেষ্টপ্রদাহ বা পেরি-অস্টাইটিস্ প্রভৃতি।—উপদংশ রোগে পারদের অপব্যবহারবশত অস্থিরোগে **ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া** কার্য্যকারী। রুগ্ন অস্থির উপরিভাগের ত্বকে যে ক্ষত জন্মে তাহার স্রাব পাতলা ও তীব্র।

স্টিলিঞ্জিফ্রিয়া—ইহা ফিমার, টিবিয়া ও হিউমারাস্ প্রভৃতি দীর্ঘাস্থির এবং অস্থিবেষ্টের উপদংশজ প্রদাহে ব্যবহৃত হয়। ইহার বেদনা রজনীতে ও সৈঁতা বাতাসে বৃদ্ধি পায়। রোগ মৎ উপদংশজ পিনসের ক্ষতকর স্রাব থাকে।

মার্কুরিয়াস—ইহাও অস্থিরোগের, অত্যন্তম ঔষধ। উপদংশ বিষ ও পারদ মিশ্রণে যে রোগোৎপন্ন হয় তাহাতে **ক্যালি হাই**

উপকারী। গগুমালা জনিত অস্থিরোগে ষ্ট্রনসিয়ানা কার্বি ফলপ্রদ। অস্থিরোগে, বিশেষতঃ ফিমার অস্থিরোগে ন্যূনাধিক বিগলিত অস্থিস্থত হইতে শ্রাব নিগত হইলে ইহা প্রযোজ্য। ক্লেফারাইড্ অব্ গোল্ড্ এবং প্ল্যাটিনাম্ মৃত অস্থি রোগে বা অস্থিতে ক্ষত হইলে উপযোগী।

অকরোগ—উৎকৃণ বা পেডিকুলাস; দুগ্ধ-পীড়কা বা ক্রাষ্টা ল্যাক্টিয়া; কাউর বা এক জিমা।—মস্তকের কিম্বা শরীরের কোন স্থানের উৎকৃণ ষ্ট্র্যাফি-সেগ্রিসার ধাবন ব্যবহারে দূরীকৃত হয়। ইহার আভ্যন্তরীণ ব্যবহারে শরীরের, বিশেষতঃ মস্তক-পশ্চাতের ও মুখের কাউর বা একজিমা আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহার উদ্ভেদ শুষ্ক থাকে এবং স্থূল মামড়ি উৎপন্ন করে। এই সকল উদ্ভেদ চুলকায় কিন্তু তাহার বিশেষত্ব এই যে চুলকাইলে তৎস্থানের চুলকানি নিব্রত্তি পায় কিন্তু অন্য স্থান চুলকাইয়া উঠে। মামড়ি হরিদ্রাবর্ণ। শিশুদিগের দুগ্ধ পীড়কার ইহা ঔষধ। ইহা বৃহৎকৃত চন্দ্রকৌল ও শ্লেষ্মা গুটিকা আরোগ্য করায় ইহার সাইকোটিক সম্বন্ধ প্রকাশিত হয়; ফলতঃ পারদের অপব্যবহারহুই শিশুদিগের 'অকরোগের পক্ষে ইহা বিশিষ্ট উপকারী।

৭। রেণাঙ্কুলাস্ স্কিলিরেটাস্ ।

(Ranunculus Sceleratus)

সাধারণ ক্রিয়া।—স্নায়ুগুল এবং শৈথিল্যে ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহা মুখমণ্ডলপেশীর আনর্জন উৎপন্ন করে এবং উপরিউক্ত পেশীসংকোচনে মুখের অলীক হাস্যভাব (Risus sardonicus) প্রকাশিত হয়। ইহাতে মুখপেশীর, উদরের পার্শ্বের

এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রবল আক্ষেপ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। নাসিকা ও অন্ননালীর উত্তেজনা নিবন্ধন রোগীর শ্লেষ্মা ও জলবৎ স্রাবের বৃদ্ধি হয়। ঘর্ম্ম হইলে অত্যন্ত দুর্বলতা জন্মে এবং রোগী মুচ্ছার ভাব বোধ করে। ইহা স্বকে ক্ষুদ্র, বৃহৎ কোষ্ঠা উৎপন্ন করিলে তাহা হইতে পাতলা হরিদ্রাভ ও তীব্র ক্ষতকর স্রাব হয়।

চিকিৎসা।

রেনাঙ্কুলাস স্কিলিরেটাসের সচরাচর ব্যবহারস্থল অতি সঙ্গর্গ বহিলে অত্যাতি হয় না। তথাপি কোন কোন স্থলে রেনাঙ্কুলাস স্কিলিরেটাসের ক্রিয়া তাহার নিকটতম সম্বন্ধযুক্ত ও সমজাতীয় রেনাঙ্কুলাস বাস্বো হইতে প্রবলতা-বিশিষ্ট হওয়ায় যে যে স্থলে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে তাহাই বর্ণিত হইতেছে। মুখগহ্বরে রেনাঙ্কুলাস্ স্কিলিরেটাস্ উগ্রতর ক্রিয়া প্রকাশ করে বলিয়া জিহ্বার সাধারণ ক্ষতে এবং ডিম্ফথিরিয়া ও টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের লেপযুক্ত জিহ্বার স্থানে স্থানে দ্রুতি ক্ষত (diphthetia) থাকিলে ইহা প্রযুক্ত হয়। অনেক রোগে ইহার মানচিত্রবৎ কলঙ্কযুক্ত জিহ্বা প্রদর্শক স্থানীয়। নেট মিউ, আর্স, রাস্ ও ট্যানাক্সেস-কামেও উপরি উক্ত জিহ্বালক্ষণ আছে, কিন্তু কোন ঔষধেই রেনাঙ্কু স্কিলির ঝায় ক্ষতের তীব্র জ্বালা ও স্রাবদারণ ভাব দেখা যায় না। ইহার তীব্রতা ও ক্ষতকারিতা ইহাকে অত্যন্ত ঔষধ হইতে প্রভেদিত করে।

স্রাবযুক্ত সাধারণ সন্দিরোগে হাঁচি, সন্ধিবেদনা এবং জ্বালাযুক্ত মূত্রস্রাব থাকিলে রেনাঙ্কু স্কিলি রেনাঙ্কু বাস্বোর ঝায় কার্য্য করে।

ইহা ত্বকে একৈকভাবে **লসবিস্বিকোদভেদ** উৎপন্ন করিলে তাহা হইতে প্রায় **লেণাক্সু বাস্‌মোর** ছায়াই পাতলা, হরিদ্রাবর্ণ এবং ক্ষতকর আব নির্গত হয়। ত্বকের **ব্রহদাক্ষতন ফোফা** বা **পেম্ফিগাস** রোগে ইহা প্রায় সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। উদ্ভেদ বিদীর্ণ হওয়ায় তীব্র আব নিঃসৃত হইলে ক্ষতপার্শ্বস্থ স্থানে ক্ষত ও টাটানি জন্মে।

সক্‌রোরোগে বেদনা ও ক্ষত হওয়ার ছায় অল্পভূতি জন্মিলে যদি রোগীর উদরাময় হইবে বলিয়া বোধ হয় তাহাতে **লেণা স্কিলি** উপকারী।

বক্ষে স্রষ্টবৎ বেদনা ও দুর্বলতা—প্রত্যেক দিন সন্ধ্যা কালে বৃদ্ধি হইলে যদি বক্ষের বহিঃপ্রদেশে স্পর্শাসহিষ্ণুতায়ুক্ত বেদনা হয় তাহাতে ইহা উপকার করে।

পদাঙ্গুলির কড়া রোগ—জ্বালা ও টাটানি থাকিলে, বিশেষতঃ পদ ঝুলাইয়া রাখিলে যদি তাহার বৃদ্ধি হয়, তাহাতে ইহা ফলপ্রদ ঔষধ।

৮। হাইড্রাস্টিস্ (Hydrastis canadensis)

সম্ভ্রম।—সাল্‌ফার ইহার কার্য্যপ্রতিষেধক। ইহা মার্ক এবং কেলি ক্লরিকামের কার্য্যপ্রতিষেধক।

তুলনীয় ঔষধ।—আর্স, এমন মিউ, এণ্টি ক্রু, বোরাক্স, চেলি, কোনাই, কেলি বাই, মার্ক কর, ফাইটল, পাল্‌স্, সিপি, থ্র্যাম, সাল্‌ফ।

সাধারণ ক্রিয়া।—ইহা শ্লেষ্মিক ঝিল্লি, বিশেষতঃ চক্ষু, নাসিকা, মুখগহ্বর, গলাভ্যন্তর, সরলাস্ত্র, যোনি, জরায়ুগ্রীবা এবং মূত্রবন্ত্র প্রভৃতি আবনির্গমন পথের শ্লেষ্মিক ঝিল্লিতে বিশেষ কার্য্য প্রকাশ করে।

মূত্রশল্প।—মূত্রে পচা গন্ধ । মূত্রস্থালীর প্রতিষ্ঠায় রোগে মূত্রনিষে ঘন ও দড়ি দড়ি শ্লেষ্মার তলানি পড়ে ।

পুংজননেন্দ্রিষ।—পুষ-মেহরোগের দ্বিতীয়াবস্থার ছায় ঘন ও হরিদ্রাবর্ণ শ্রাব । পুরাতন পুষমেহবৎ শ্রাব । শুক্রমেহের পর দৌর্বল্য ।

স্রোজননেন্দ্রিষ।—আটা, দড়ি দড়ি, ঘন এবং পীতবর্ণ শ্বেত-প্রদরের ছায় শ্রাব । যোনি, জরায়ুস্থ ও তাহার গ্রীবাশ ক্ষত । যোনি-কপাটের চুলকনা হইলে প্রচুর শ্বেত প্রদর জন্মে ; কামবিষয়ক উত্তেজনা ।

ত্বক্।—মুখ, গ্রীবা, করতল, হস্তাঙ্গুলি এবং মণিবন্ধে বিসর্পবৎ পীড়কা জন্মিলে উন্মাদকর চুলকনা ও জ্বালাবৃত্ত তাপ এবং পরে ত্বকের ছাল উঠিয়া যায়—রজনীতে রোগের বৃদ্ধি ।

চিকিৎসা ।

অজীর্ণ রোগ বা ডিসপেপ্সিয়া।—প্রতিগাম্য-বশতঃ হাইড্রাষ্টিসেন্স অজীর্ণ রোগে আমাশয়ে প্রভূত শ্লেষ্মা জন্মে, গলাবাহিয়া স্নান জল উঠে এবং ক্ষুধার অভাব হয় । “জিহ্বার অগ্রভাগ ও পার্শ্ব পরিষ্কার এবং মধ্য ভাগ পীতবর্ণ লেপযুক্ত থাকা” ডাং ডাইস্ ব্রাউনের মতে, এই রোগে, হাইড্রাষ্টিসেন্স নিশ্চয়াক্ষক প্রদর্শক । আমাশয় প্রদেশে দমিয়া যাওয়া ও শূণ্য বোধের সহিত মূর্ছার অনুভূতিও থাকিতে পারে । জরায়ু রোগে সিপিষ্মাতে এবং শুষ্ক বায়ু রোগে ইগ্নেসিষ্মাতে আমাশয় স্থানে উপরি উক্তরূপ অনুভূতি জন্মে ।

আলস্ত, অস্থিতি ও মানসিক অবসাদ ; বিশেষ প্রকার জিহ্বা লক্ষণ ; আমাশয় প্রদেশে দমিয়া যাওয়ার ভাব প্রভৃতি ক্রেশ ; ক্ষুধা-হীনতা ; এ রোগে যৎকং বিকল্প সংশ্রব এবং কোষ্ঠবদ্ধ হাইড্রাষ্টিসেন্স উচ্চতম প্রদর্শক । এই সকল লক্ষণ উপস্থিত থাকিলে

ইহা দ্বারা আশ্চর্য্য ফললাভ হয়। ইহার **স্ফুটবিকারের** পরিচায়ক লক্ষণস্বরূপ তিক্তস্বাদ এবং পুৰাতন কোষ্ঠবৎ বর্তমান থাকে। পিত্তশিলার ইহা অগ্ৰতম ঔষধ। ইহার কোষ্ঠবন্ধে আমাশয়স্থানে দমিস্রা মাওয়ার ভাব ও শূন্যবোধ প্রদর্শক রূপে বর্তমান থাকে।

প্লিট বা পুরাতন পুস্রমেহ।—কোন যত্না না থাকিয়াও মূত্রনালীর জড়তা ও দুর্বলতা নিবন্ধন ঘন এবং আটা স্রাব থাকিয়া যাইলে **হাইড্রাটিস** দ্বারা উপকার হয়।

শ্বেতপ্রদর বা নিউকরিস্রা।—**হাইড্রাটিসের** রোগে জরায়ু গ্রীবার উপত্বক্ উঠিয়া যায় এবং তাহা হইতে আটা, ঘন ও দড়ি দড়ি স্রাব হয়; প্রচুর শ্লেয়ানুক্র ও দুর্বলকর শ্বেতপ্রদরেও ইহা উপকারী।

ক্যান্সার বা কৰ্কট রোগ।—**এপিথিমিওমা** এবং **জন্মানুর কৰ্কট** রোগারোগ্যে **হাইড্রাটিস্** বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে। ইংলণ্ডের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকবৃন্দ, স্তন-গ্রন্থির অৰ্কুদ আরোগ্যে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন; ইহা বেদনা উপশম করিয়া ও রোগের বৃদ্ধির বাধা জন্মাইয়া রোগীর সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন করে। **বিশেষ প্রকারের অজীর্ণ** লক্ষণ ইহার প্রদর্শক। ক্যান্সারের চিকিৎসার পক্ষে **হাইড্রাটিস্** অগ্ৰতম উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগী শীর্ণকায়, ভগ্নাবশেষ ও পিঙ্গলবর্ণ হইয়া যায়, এবং ত্বকের আতত ভাব জন্মে। ক্যান্সারে ক্ষত জন্মিলেও ইহা দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। আমাশয় ও পাইলোরাসের অৰ্কুদ ও ইহার ব্যবহারে অন্তর্দান করিয়াছে।

৯। **হেলিবোরাস (Helleborus Niger) ।**

সম্ভ্রম।—হেলিবোরাসের কার্য্য প্রতিষেধক—ক্যান্ফর, সিন্ধু।

তুলনীয় ঔষধ।—এপিস্, এপসাই, আর্স, বেল, ব্রাইও, ক্যান্ডা, কল্‌চি, কুথাম, ডিজি, হায়সা, মার্ক, লাইক, নাক্স্‌ভ, ওপি, ফস্, পাল্‌স, রাস, স্ট্র্যামো, সাল্‌ফ ।

সাধারণক্রিয়া।—হেলিবোরাসের প্রধান কার্য বৃককে হও-
য়ায় মূত্রের স্বল্পতা জন্মে, এবং রসঝিল্লি বা সিরাস্‌মেম্ব্রেনের আক্র-
মণের ফলস্বরূপ মস্তিষ্কে, বক্ষগহবরে, অন্ত্রবেষ্টঝিল্লিতে ও কৌষিকবিধান
বা সেলুলার টিস্যুতে জলশোথ বা ড্রপ্সি উৎপন্ন হয়। ইহা পরি-
পাকবহুপথের প্রভূত উত্তেজনা উপস্থিত করিলে তাহা প্রদাহে পরিণত
হয় এবং অধিকাংশ সময়ে আমাশয় ও অন্ত্রে ক্ষত উৎপন্ন করে। ইহা
নিউমোগষ্টিক দ্রাব্য আক্রমণ করায় শ্বাসপ্রশ্বাস বাধা প্রাপ্ত হয় এবং
হৃৎপিণ্ডের পক্ষাব্যাহত জন্মে ; মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জার স্নায়ুগুণ্ডল আক্রমণ দ্বারা
ইহা মস্তিষ্কীয় ও স্নায়ুগোষ্ঠী পক্ষাব্যাহত উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহার ক্রিয়ায়
গভীর রক্তহীনতা এবং পেশীর শীর্ণতা জন্মে। গণ্ডমালাগ্রস্ত ঢকল শিশুর
রোগে ইহা বিশেষ উপযোগী ঔষধ।

লক্ষণ ।

মন।—চৈতন্যভাব, রোগী ধীরে ধীরে প্রপ্তের উত্তর দেয়,
স্পর্শজ্ঞান-রহিত হয়। অত্যন্ত উৎকর্ষা ও বহুগ্রন্যবোধ। অপ্রকাশিত
বিষমতা। গৃহবিবাহাতুরতা। অতিশয় মনঃসংযোগের সহিত কার্য
না করিলে পেশীর সম্যক কার্য হয় না।

মস্তক।—মস্তকের গুরুত্ব ও জড়তা। বিশৃঙ্খলভাব। মস্তকের
গভীরদেশে তাপ। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য। মস্তকে, বিশেষতঃ তাহার
পশ্চাৎ পার্শ্বে, ঘৃষ্ট হওয়ার দ্বারা টাটানিতে অচৈতন্যের ভাব জন্মে
ও মস্তক নত করিলে তাহার বৃদ্ধি হয়। মস্তকপশ্চাতে বেদনা।

অর্চৈতজ্যাবস্থা ; মস্তক তপ্ত ও গুরু ; উপাধানোপরি মস্তক আবর্তন বা শিরোলুষ্ঠন ; দিবা রজনী কেঁকানি এবং শিরোলুষ্ঠন ।

স্নানু।—পেশীর আক্ষেপিক আনর্ডন। শয্যার পদপার্শ্বে নামিল্প পড়ে। সর্বাঙ্গীন আক্ষেপকালে শরীরের অতিশয় শীতলতা। অত্যন্ত দৌর্বল্য। অঙ্গাদির উদ্ধাকৃষ্টাবস্থায় চিতভাবে অবস্থান।

মুখমণ্ডল।—পাণ্ডুর, শোণযুক্ত, কদাকার, বসা এবং লোহিতবর্ণ।

চক্ষু।—প্রদাহ বাতীতই আলোকাতঙ্ক। কণীনিকার বিস্তৃতি এবং আলোকানুভূতিহীনতা। চক্ষুগোলক উর্দ্ধে ঘূর্ণিত ; বক্রদৃষ্টি।

নাসিকা।—নাসিকারন্ধ্র দেখিতে ধূম্রবর্ণ, ঝুলযুক্তবৎ, শুষ্ক ও সমল। রোগী বারম্বার নাসিকা ঘর্ষণ করে।

হৃৎকম্প ও নাড়ীস্পন্দন।—অনেক সময় নাড়ীস্পন্দন হৃৎস্পন্দনাপেক্ষা ধীরতর। নাড়ী দ্রুত, ক্ষুদ্র ও কম্পান্বিত এবং ক্ষণলোপযুক্ত।

অল।—কেবল পরিষ্কার, আটা, বর্ণহীন শ্লেষ্মার বিষ্ঠা। শুদ্ধ জিউলির আটা বা জিলাটিনবৎ বিষ্ঠা দেখিতে ভেকডিম্বের তায় ; ত্যাগে কুস্থন। কোষ্ঠবদ্ধ।

মূত্রশ্রব।—পুনঃ পুনঃ বেগ, কিন্তু অত্যন্ত মূত্রভ্যাগ। মূত্র অত্যন্ত ও কৃষ্ণবর্ণ ; কাফির গুঁড়ার তায় ; প্রচুর। পেশীর দুর্বলতা বশতঃ মূত্রের রোধ ঘটিলে মূত্রস্থালীর অত্যন্ত বিস্তৃতি জন্মে।

চিকিৎসা ।

সম্ভাসরোগ বা এপপ্লেক্সিস।—সম্ভাসরোগান্তে বুদ্ধির জড়তা জন্মিলে হেলিবোরাস উপযোগী।

**মিনিগ্‌য়াইটিস্ বা মস্তিষ্কবেষ্টপ্রদাহ—সাধা-
রণ ও টুবা'কুলান্ন বা গুটিকা-সংসৃষ্ট।—হেলি-
বোরাস্** রোগ মানসিক জড়তা দ্বারা খ্যাতি লাভ করে; চৈতন্যের
অবসাদ ও প্রতিক্রিয়া শক্তির অভাব। ফলতঃ রোগের শেষাবস্থায়
মস্তিষ্কে রসসঞ্চয়বশতঃ ললাটের কুঞ্চিতভাব, কণীনিক'-বিস্তৃতি এবং
অগ্রতর হস্ত ও পদের স্বতঃই চালনা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে
হেলিবোরাস প্রদর্শিত হয়। ইহার অত্যাগ্ৰ লক্ষণ মধ্যে
মস্তকে তীরবেধবৎ বেদনা, হঠাৎ চীৎকার স্বরে ক্রন্দন ও শিরোলুষ্ঠন
প্রভৃতি প্রদান। রোগী অতি বিলাপের স্বরে ক্রন্দন করে।

ডাং ও'কনর এ রোগে **আস্‌ডফল্লম** ৬× ব্যবহারে
ফল পাইয়াছেন। মস্তকত্বকে ইহার মলমের মালিস ব্যবহার দ্বারা
কতিপয় রোগীর আরোগ্যের বিষয় নর্থ আমেরিকান জর্নাল অব্‌ হোমিও-
প্যাথিতে উল্লিখিত আছে।

ওপিশাস্—উচ্চ স্বরে শ্বাসপ্রশ্বাস, শ্বাসপ্রশ্বাসে নাসিকা
ধ্বনি এবং মুখের কৃষ্ণভা অথবা কটাবর্ণ ইহাকে **হেলিবো** হইতে
প্রভেদিত করে। শেষোক্ত ঔষধে উপরি উক্তরূপ শ্বাসপ্রশ্বাস থাকে না
এবং মুখ পাণ্ডুর ও শীতল হয়। প্রথমে নাদী পূর্ণ ও ধীরগতি, দ্বিতী-
য়ের তাহা ক্ষুদ্র, দুর্বল এবং প্রায় হ্রস্বোদ্য।

হাইড্রকেফেলাস্ বা মস্তিষ্কোদক।—বাহ্যজ্ঞান-
শূন্য ও জড় ভাবাপন্ন রোগী মধ্যে মধ্যে অচেতনাবস্থায় চীৎকার করিয়া
উঠিলে **হেলিবোরাস** উপযোগী; মূত্র রোধ এবং চক্ষু আলোকে
প্রতিক্রিয়াহীন। স্বতঃই শরীরের অন্যতর পার্শ্ব চালিত হয়, ললাট,
পেশী কুঞ্চিত থাকে, মুখের অবিশ্রান্ত চৰ্চ্চণবৎ চালনা হয় এবং
জল পান করিতে দিলে অতি আগ্রহের সহিত পান করে। ফলতঃ
মস্তিষ্কে জলসঞ্চয়ের অবস্থায় ইহার কার্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকে; রোগী

অজ্ঞানবৎ গভীর নিদ্রাগ্রস্ত থাকে ও মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠে । ইন্দ্রিয়জ্ঞান অবসাদিত থাকিলে অথবা পক্ষাঘাত আরম্ভ হইলে ইহার প্রয়োগকাল উপস্থিত হয় ।

ডিজিট্যালিস্—অত্যন্ত ও শ্বেতলালাযুক্ত মূত্র, নাড়ীর ধীরগতি এবং শীতল ঘৃণ ইহা প্রয়োগের উপযুক্ত লক্ষণ ।

শক বা হঠাৎ স্নায়বিক অবসাদ—মস্তকে আঘাত লাগিলে পূর্বে **আনিকান** প্রয়োগ সম্বন্ধে স্নায়বিক অভিব্যক্তি বশতঃ গভীর নিদ্রা, একতর কণীনিকার বিস্তৃতি, বোধশক্তির অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন ধীরে প্রাণের উত্তর, একপদ টানিয়া চলা এবং নাড়ীর অতি ধীর গতি প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে ডাং ফ্যারিংটন **হেলিবোলাস** দ্বারা তাহা আরোগ্য করিয়াছেন । রোগলক্ষণের উপচয় অপরাহ্ন ৪টা হইতে রাত্রি ৮টার মধ্যে হইয়াছিল ।

জলশোথ বা ড্রপসি—নানাপ্রকার ড্রপসিরোগে **হেলিবোলাসের** প্রভূত ক্ষমতা দেখা যায় । স্বকের জলশোথ, উদরী, আরক্ত জরাস্তিক শোথ এবং আচম্বিত ও তরুণ শোথের আক্রমণ প্রভৃতি সর্বপ্রকার জলশোথরোগেই অবস্থানুসারে ইহা দ্বারা ফলাশা করা যায় । ইহার লক্ষণ মধ্যে **জিউনির আটা** বা **জেলির** ন্যায় আমযুক্ত উদরাময় এবং কৃষ্ণবর্ণ অত্যন্ত মূত্রের বর্তমানতা প্রধান । বলা বাহুল্য ঔষধ নিক্ষেপনে তাহার সাধারণ লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখা সাফল্যের মূল । ইহার মস্তিষ্কশোথের বিষয় ইতি পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে ।

ল্যাকেসিস্—কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেত-লালাযুক্ত মূত্র, কৃষ্ণবর্ণ অথবা নীলাভত্বক্, সাধারণ জলশোথ, এবং মধ্যে মধ্যে শ্বাসরোধের আক্রমণ প্রভৃতি, আরক্ত জরাস্তিক শোথে ও বক্ষঃশোথে ইহার প্রদর্শক ।

টেলিবিয়—কিউনির রক্তাধিক্য বশতঃ কিউনিদেশে মূহ

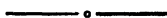
কনকনানি এবং কৃষ্ণাভ ও ধূস্রের বর্ণ মুত্র প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ইহা প্রযোজ্য ।

কল্‌চিকাম—রসবাতরোগের উপসর্গ স্বরূপ শোথরোগে কৃষ্ণবর্ণ মুত্র থাকিলে ।

লাইক—যক্‌রোগোৎপন্ন শোথ শরীরের নিম্নার্দ্ধ আক্রমণ করে, উদর বিস্তৃত হয় এবং নিম্নার্দ্ধে ক্ষত জন্মে ।

সবিরামজ্বর বা ইণ্টারমিটেন্ট ফিবার।—

পেশীমণ্ডলের শিথিলতা এবং শারীরিক শীতলতা, দল্যাটে শীতল ঘস্ম ও দ্বার গতি নাড়ী প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত রোগী হঠাৎ ভূপতিত হইলে **হেলিবো** প্রযোজ্য । শরীরের চরম শীলতা সহ ভয়াবহ আক্ষেপ এবং জালুসন্ধিতে রসবাতিক বেদনা ।



লেকচার ৫২ (LECTURE LII).

হেলজেনস্ (Halogens)।

- ১। ব্রমিন্ (Bromine)। ২। ক্লোরিন্ (Chlorine)।
৩। ফ্লুওরিকাম্ এসিডাম্ (Fluoricum Acidum)।
৪। আয়ডিন্ (Iodine)।

সাধারণ ক্রিয়া।—হেলজেন শ্রেণীর ঔষধমাত্রেয়ই শৈথিল্য বিহীন, বিশেষতঃ স্বরবয়্ব ও বায়ুনালী বা ত্রিক্সিয়াল টিউবের শৈথিল্য বিহীন বিশেষ ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা শৈথিল্য বিহীন উত্তেজনা ও প্রবল প্রদাহ উপস্থিত করায় তাহার কাঁচা ও হাজাভাব জন্মে। সকল ঔষধেই খামসনলীদ্বারের বা গ্লাসের আক্ষেপ উৎপন্ন হইলেও ক্লোরিনেই তাহা বিশিষ্টতা প্রাপ্ত। শৈথিল্য বিহীন উপরিভাগে আগন্তুক বিহীন সংস্থাপিত করাও ইহাদিগের সাধারণ ক্রিয়া মধ্যে গণ্য। ক্লোরিন ব্যতীত অত্র সকলেই ক্রূপ বা গুরিকাসির আগন্তুক বিহীন নির্মাণ করে। ডিক্লোরিয়াবৎ বিহীন নির্মাণপ্রবণতা ক্লোরিনেই অধিকতর। গ্রাভিনিচয়ে ইহারা ক্ষতি, দড়কচড়াভাব, কাঠিগ্র এবং পুষ্যশোণ পুষ্যন্তও উৎপন্ন করিতে পারে। এজগ্র ইহারা সকলেই সৌরিক ধাতুবিশিষ্ট রোগীর গণ্ডমালার ঔষধ শ্রেণীভুক্ত।

১। ব্রমিয়াম (Bromium)

উপচয়। সন্ধ্যাকাল হইতে মধ্য রজনী পর্য্যন্ত; বাম পার্শ্ব অধিকতর আক্রান্ত হয়।

উপশম।—শরীর চালনায়; ভ্রমণে; অস্থারোহণে; আহারান্তে ও এমনিয়ার বাষ্পে।

সম্বন্ধ।—ব্রমিণের কার্য্যপ্রতিষেধক—বমন ও পরে স্বেতসার,

হইলে তাহা বহুকাল স্থায়ী হয় এবং পরে উদরের টাটানি থাকিয়া যায় ।
রজঃকৃচ্ছ, বা বাধকবেদনায় ঝিল্লি নির্গত হয় ।

অবস্থা।—গ্রন্থির, বিশেষতঃ থাইরয়েড, অণ্ডকোষ, হটুনিয় এবং
পেরটিড গ্রন্থির ক্ষতি দড়িকচড়াভাব । বাহু এবং মুখে ক্ষেটিক ।

প্রদর্শক লক্ষণ।—ব্রমিণ গণ্ডমালা রোগ প্রশমনকারী
অগ্ন্যতম ঔষধ । ইহা এবং এই পর্যায়ের অনেক ঔষধ বর্ণাদিও শরীর-
কৃতি দ্বারা পরিচিত । শরীরাকার দ্বারা ইহা হেলজেন শ্রেণীভুক্ত
আয়ডিন হইতে বিশেষরূপে প্রভেদিত । ব্রমিণ—ভাসা নীলচক্ষু,
শনমূত্রবৎ কেশ, পাতলা ভ্রু, সুন্দর গাত্রবর্ণ,
কোমল অবস্থা এবং লোহিতাভ গণ্ড । আইওডিন—
কাল কেশ ও কাল চক্ষু এবং কুৎসিত জীর্ণ
পীতাভ গাত্র । “মুখমণ্ডলে মাকড়সার জালের অহুভূতি” ও
কখন কখন ইহার প্রদর্শক হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ লক্ষণ দ্বারা
এ স্থলে ইহাকে ব্যালাইটা, গ্রাফা এবং বোলাক্স হইতে
প্রভেদিত করিতে হয় ।

চিকিৎসা ।

নাসিকা সর্দি ।—কখন কখন ব্রমিণ দ্বারা গণ্ডমালীয়া
শিশুদিগের সর্দিরোগের উপকার হইয়া থাকে । নাসিকা হইতে প্রচুর
জলবৎ ও বিদাহী স্রাব । নাসিকারক্ষা পর্যায়ক্রমে মুক্ত ও রুদ্ধ বোধ ;
বিশেষ প্রকারের শিল্পশূলে ললাটপ্রদেশে গুরু
চাপ বশতঃ বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক নাসামূল ভেদ করিয়া ঠেলিয়া বাহির
হইতেছে । নাসিকাভ্যন্তর ও নাসাপুটের চতুর্দিকে অবদারণ ভাব
জন্মিয়া ব্রমিণ বাষ্প সংস্পর্শবৎ চনচন করে । পরে নাসারন্ধ্রে
ক্ষত ও মামড়ি জন্মে এবং নাক বাড়িলেই রক্ত ও মামড়ি নির্গত হয় ।

ল্যারিঞ্জিস্‌মাস্‌ স্‌ট্রাইডুলাস্‌ বা স্নরযন্ত্রদ্বারের আক্ষেপ ।—রোগ বড়ই কুছুসাধ্য । অনেক সময় ইহা স্নায়ুকেস্ত্রের উত্তেজনা বশতঃ জন্মে । দন্তোদগম, অজীর্ণ ও থাইমাস্‌ গ্রন্থির বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণোৎপন্ন উত্তেজনার প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়াও ইহার কারণ হইতে পারে । প্রথমে আক্ষেপ বশতঃ হঠাৎ স্নরযন্ত্রদ্বারের রোধ ঘটে, শিশুর মুখ নীল হইয়া যায় ও শারীরিক আক্ষেপ হয় । এইরূপে ফিটের পর ফিট হইতে থাকে । রোগের দ্বিতীয়াবস্থায় আক্ষেপ সর্বান্তে ব্যাপ্ত হইতে থাকে এবং শিশু শীর্ণ হইয়া যায় । থাইমাস্‌গ্রন্থির বিবৃদ্ধি, রোগের কারণ হইলে **আইওডিন**, এবং দন্তোদগমের বাধা জন্ম রোগ জন্মিলে **ক্যাল্‌কে ফস্‌** প্রদর্শিত । এ রোগে **ত্রমিনের** কোন বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ না থাকিলেও ইহা স্নরযন্ত্রদ্বারের ভয়াবহ আক্ষেপ উৎপন্ন করে বলিয়া কোন ঔষধে ফললাভ না হইলে অনেক স্থলে ইহা দ্বারা ফললাভ করা যায় । কিন্তু **ক্লরিনাই** এ রোগে হেলজেন শ্রেণীর ঔষধমধ্যে শ্রেষ্ঠতম ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হয় ।

ল্যাকেসিস্‌—নিদ্রাবস্থায় রোগ হওয়ায় শিশু জাগ্রত হইলে ।

ইম্পেসিস্‌—শিশুকে তিরস্কার বা শাসন করিগেই যদি রোগের আক্রমণ হয় ।

কুপ্রাম্‌—রোগে সর্বাঙ্গীণ আক্ষেপ কালে বৃদ্ধাঙ্গুলি আকৃষ্ট হইলে ।

কেহ কেহ **ইপিকা** ও **স্যান্সুকাস্‌** প্রয়োগের উপদেশ দিয়া থাকেন । **বেলাডোনা** শোণিতপ্রধান রোগীর ঔষধ ।

সুংলি কাসি বা ক্রুপ্‌।—ত্রমিন ইহার শ্রেষ্ঠ ঔষধ-মধ্যে গণ্য । ইহাতে শিশুর স্নর গভীর ও গলাভাঙ্গা থাকে এবং শ্বাস টানিবার চেষ্টা করিলেই কাসি হয় ; শ্বাসপ্রশ্বাস কর্কশ এবং করাতের শব্দের ও বাঁশীর স্বরের তায় থাকে এবং গলার মধ্যে ঘড়ঘড় করে ; শিশু

কাসিলে স্বরযন্ত্র শ্লেষ্মাপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। ব্রম্মিণ রোগে বোধ হয় যেন শ্বাসরোধবশতঃ শিশু হঠাৎ জাগরিত হইয়া উঠে। এক ভোক জল পান করিলে আক্ষেপের নিস্রুতি হয়। স্বরযন্ত্রমধ্যে বিল্লি অংশ বিশেষ আল্গা থাকায় ঘড়ঘড়ি হওয়ার অনুভূতি ব্রম্মিণের প্রদর্শক। রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে। এন্টিম্ টার্টের ঘড়ঘড়ি ইহার নিম্নতর স্থানে হয়।

হিপার সংস্থাপিত বিল্লি দূরীকরণে অসমর্থ হইলে ব্রম্মিণ প্রবোজ্য। অত্যন্ত শ্বাসরোধের ভাব হওয়ার শিশুকে কোলে করিয়া গৃহ হইতে গৃহান্তরে স্নাতাস্নাত করার আবশ্যিকতা এস্থলে ইহার প্রদর্শক। আক্সিডিনের পর ব্রম্মিণ উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ। ছয় আউন্স জলে এক ফোঁটা বিস্তৃত ব্রম্মিণের টাটকা দ্রব প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়, কেননা ইহার প্রয়োগরূপ কিয়ৎকাল থাকিলে নষ্ট হইয়া যায়।

নিউমনিয়া।—দক্ষিণ ফুস্কুসের নিম্ন উপখণ্ড আক্রান্ত হইলে যদি ‘নমসিকা হইতে রক্তস্রাব হয় তাহাতে ব্রম্মিণ উপযোগী ঔষধ। “রোগী বোধ করে যেন সে ফুস্কুসে যথেষ্ট পরিমাণ বায়ু লইতে পারিতেছে না” এ লক্ষণও ইহার প্রদর্শক।

ডিফ্‌থিরিয়া বা সার্মিল্লিক দূষিত গলক্ষত।—ইহার রোগ প্রধানতঃ স্বরযন্ত্র আক্রমণ করে এবং তথা হইতে উর্দ্ধগামীও হইতে পারে। ইহাকে “ক্রুপয়েড্, ফরম্” বা ঘুংকাসি জাতীয় ডিফ্‌থিরিয়া বলা যায়। পচন বা গ্যাংগ্রিণ আরম্ভ হইলে ব্রম্মিণ দ্বারা ফল পাওয়া যায় না। স্বরযন্ত্রে অত্যন্ত শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ি হয় এবং গলাভাঙ্গাস্বরে হৃদহৃদ্য করিয়া ও ক্রুপের ছায় কাসি হইতে থাকে; তাহাতে শ্বাসরোধ ঘটে।

গণ্ডমালারোগ বা ফ্রুফুলোসিস্—গ্রন্থিরোগ ; ক্যান্সার বা কর্কট রোগ প্রভৃতি।—হেলজেন শ্রেণী-ভুক্ত ঔষধ মাত্রই লসীকাগ্রন্থিমণ্ডল আক্রমণ করায় তাহা-দিগের ক্ষীতি ও দড়কচড়া ভাব জন্মে ও অবস্থানুসারে তাহাতে পুষ্ণ ও জন্মিতে পারে। একজ্ঞ ইহার গণ্ডমালারোগস্থ ঔষধ বলিয়া খ্যাত। নীলচক্ষু, শণের ছায় কেশ, মন্সণ ও কোমলগাত্র এবং গোরবর্ণের গণ্ডমালা ধাতুর ব্যক্তির, বিশেষতঃ শিশুদিগের গ্রন্থিরোগে ত্রিণিন উপযোগী। ইহাদিগের পেরিটিড বা কর্ণমূল গ্রন্থি আক্রান্ত হইলে তাহাতে দড়কচড়াভাব ও পুষ্ণজনন প্রবণতা জন্মে। গ্রন্থিতে অত্যন্ত তাপ থাকে ও তাহা হইতে উগ্র ও হাজার পুষ্ণস্রাব হয়, এবং ছিদ্রমুখের চতুঃপার্শ্বীয় স্থানে অদমা কাঠিগ্র দৃষ্ট হয়। ত্রিণিনের গ্রন্থিরোগ মাত্রেরই উপরিউক্তরূপ অবস্থা ঘটে। স্তনের কর্কটরোগে ইহাদ্বারা উপকার হইয়াছে। কার্ক এনিমালিস সহ ইহার সাদৃশ আছে। উভয় ঔষধেই কক্ষতলের গ্রন্থির কাঠিগ্র, দড়কচড়াভাব ও জালাযুক্ত বেদনা হয়। প্রভেদ এই যে ত্রিণিনে কর্তন বা আকৃষ্টবৎ বেদনা থাকে ও তাহার বৃদ্ধি হইলে বোধ হয় যেন সূত্রদ্বারা গ্রন্থি কক্ষগধ্যে আকৃষ্ট হইতেছে। অণ্ডকোষ-রোগেও অবস্থাবিশেষে ত্রিণিন উপকারী। গ্রন্থি ক্ষীত, কঠিন ও সম্পূর্ণ মন্সণ থাকে। ঝাঁকি লাগিলে বেদনার বৃদ্ধি। গ্রন্থি অত্যন্ত গরম। ফলতঃ রোগীর গোরবর্ণ, কোমল ত্বক্ এবং ফেকাসে নীলচক্ষু ইহাকে অগ্রান্ত হেলজেন পর্যায়ে ঔষধ হইতে প্রভেদিত করে। গলগণ্ড বা গলগণ্ডার রোগ এতদ্বারা আরোগ্য হইয়াছে।

ক্ষত বা আল্‌সার।—ত্রিণিনক্ষতের চতুঃপার্শ্ব সবুজাভ পীতবর্ণ। ইহার পচনোন্মুখ ক্ষতে গলিত মাংসের গন্ধ থাকে।

আয়ুর্ভিদের গণ্ডমালীয়া ক্ষতের কিনারা স্পঞ্জবৎ এবং স্রাব রক্তসংযুক্ত, ক্ষতকর, এমন কি পুয়ের ছায়ও হইতে পারে।

২। ক্লোরিন (CHLORINE)।

ইহা প্রচলিত ঔষধমধ্যে গণ্য নহে। তথাপি কখন কখন রোগ-চিকিৎসায় **ক্লোরিনের বাষ্প** বরফের ছায় শীতল জলে শোষিত করাইয়া তাহার আত্মাণ ও পান দ্বারা কেহ কেহ কোন কোন স্থলে ফল পাইয়াছেন। তাহাই এস্থলে বর্ণিত হইতেছে।

শৈল্পিক ঝিল্লিতে ইহার বিশেষ ক্রিয়ার বিষয় চিকিৎসক মণ্ডলীতে বিদিত। এজ্ঞ ইহা নিম্নলিখিত রোগে সফলপ্রদ বলিয়া খ্যাত।

ল্যারিঞ্জাইটিস স্ট্রাইডুলাস্।—পূর্ব লিখিতরূপে প্রস্তুত জলের সেবন ও আত্মাণ স্থলবিধে কার্য্য করিয়াছে।

নাসিকা সর্দি।—সর্দিতে নাসিকা হইতে জলবৎ পাতলা ও হাজাকর স্রাব নির্গত হইয়া নাসিকারন্ধ্র, নাসাপুট ও তলিকটস্থ স্থানের অবদারণ জন্মাইলে ইহা উপকারী।

মুখক্ষত।—মুখগহ্বরে মৃৎ প্রকৃতির প্রদাহ উপস্থিত হওয়ায় পুতিগন্ধযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র “জাড়ি ঘায়ের” ছায় ক্ষত জন্মিলে ইহা দ্বারা উপকার সাধিত হয়।

সন্নিপাত বা টাইফয়েড জ্বর।—টাইফয়েড জ্বরে রোগীর ভয়াবহ দুর্বলতা সহ সাবসান্টোস্ টেণ্ডিনাম বা পেশীকম্প এবং জিহ্বার অত্যধিক শুষ্কতা থাকিলে **ক্লোরিনের** দ্রব প্রয়োগে উপকার হয়।

ক্লোরিন সালফুরেটেড্ হাইড্রজেনের বিযাক্ততার উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক।

৩। আয়ডিন (IODINE) ।

উপচয়।—তাপে ; মন্তক আবৃত করিলে ।

সহস্র।—আইওডিনের কার্য্যপ্রতিষেধক—এটি টার্ট, আর্স, বেল, ক্যাম্ফর, সিকনা, সিক সাল্ফ, কফিয়া, হিপার সাল্ফ, ওপি, ফস্, স্পঞ্জ, সাল্ফ । বিষমাত্রায় স্বেতসার বা ময়দার দ্রব ।

আয়ডিন যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—আর্সের কুফলের ; এবং আর্জে নাই, ক্যাক্সে কার্স এবং মার্ক্যারির ।

আয়ডিন যাহার পরে প্রযোজ্য—হিপার, মার্ক ।

আয়ডিনের পরে প্রযোজ্য—কুপরোগে কেলি বাই ।

তুলনীয় ঔষধ।—একন, আর্স, ব্রিগি, কষ্টি, কনায়াম, ডিজি, হিপার সাল্ফ, কেলি বাই, মার্ক, নাই এসি, ফস্, স্পঞ্জ, সাল্ফ ।

সাধারণ ত্রিস্র।—হেলজেনশ্রেণির ঔষধ মধ্যে ক্রিয়ার ব্যাপকতায় আয়ডিন সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে । ইহা প্রায় সম্পূর্ণ দেহোপাদান, বিশেষতঃ লসীকাগ্রস্থি এবং শ্লেষ্মিকঝিল্লি অতি প্রগাঢ়রূপে আক্রমণ করিয়া থাকে । ইহা তাহাদিগের অবসাদ ও সজীবতার হানি উৎপন্ন করায় তাহারা পুনরুৎপাদিকাশক্তিহীন হইয়া যায় এবং তাহাদিগের বাধাপ্রাপ্ত ক্রিয়ার ফলে আক্রান্ত শরীরাত্মের ক্ষয়, এমন কি, ধ্বংস ও সর্বদঙ্গীন শীর্ণতা উৎপন্ন হয় । আয়ডিন গ্রন্থির পুনরুৎপাদিকা ক্রিয়ার হ্রাস করার ফল স্বরূপ স্বাভাবিক উপাদানের বিনিময়ে সৌত্রিকোপাদানের অতি বৃদ্ধি বশতঃ গ্রন্থিবিবৃদ্ধি জন্মে, এবং থাইরয়েড্ গ্রন্থির একরূপ বর্দ্ধন গলগণ্ড রোগোৎপন্ন করে । এবিধ কারণেই অবস্থানুসারে গ্রন্থির ক্ষয় জন্মিলে তাহা শুষ্ক ও প্রায় অদৃশ্য হইতে পারে । গ্রন্থিমণ্ডলের মধ্যে ইহা থাইরয়েড্ গ্রন্থি, অস্ত্রবেষ্টঝিল্লিগ্রন্থি বা মেসেন্টারিক গ্লেণ্ড, স্তন, অণ্ডাধার এবং অণ্ডকোষ বিশেষ ও প্রধানরূপে আক্রমণ করে । শ্লেষ্মিক ঝিল্লির মধ্যে চক্ষু, নাসিকা এবং সম্পূর্ণ শ্বাসযন্ত্রের

চক্ষু।—সমল পীতবর্ণ শুভ্রাংশ। বহির্নিষ্কাশ্য চক্ষুগোলকে শৈত্যসংস্পর্শ ঘটিত প্রদাহ। চক্ষুতে অবদারণবৎ বেদনা। শোথ জন্ত চক্ষুপুটের ক্ষীতি।

শ্বাসমন্ত্র—নাসিকা।—শুষ্ক সর্দি সন্ধ্যাকালে বর্দ্ধিত ও মুক্ত বায়ুতে আবদ্ধ। সরল সর্দিতে অনেক হাঁচি এবং হঠাৎ প্রচণ্ড সর্দি হইলে চক্ষুতে বেদনা ও অশ্রুস্রাব; পরে প্রচণ্ড কাসি, বিবমিষা এবং কষ্টকর, প্রায় সাঁই সাঁই শব্দের শ্বাস প্রস্থাসে বোধ যেন স্বরযন্ত্রের বহির্দিশে সঙ্কুচিত। নাক ঝাড়িলে প্রচুর হল্‌দে শ্লেষ্মা পড়ে।

অন্যান্য শ্বাসমন্ত্র।—স্বরভঙ্গ। স্বরযন্ত্র বেদনায় কাসির প্রবৃত্তি; স্বরযন্ত্রে ও জিহ্বানিম্নগ্রস্থিতে বারম্বার বেদনা ও স্থচিবোধ বোধ। শ্বাসনলী প্রদেশে চনচনি ও পুনঃ পুনঃ ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা। ঘূর্নি-কাসিবৎ কাসি। শ্বাসপ্রশ্বাস, বিশেষতঃ, শ্বাস কমা ভাবের ও কষ্টকর। কাসির সহিত শৌ শৌ শব্দের ও করাৎ চালনাবৎ শ্বাস প্রশ্বাস। বক্ষের স্থচিবোধবৎ বেদনা এবং সঝিল্লিক ঘূর্নি কাসি। কাসিলে প্রচুর পরিমাণ শ্লেষ্মা উঠে ও তাহা অনেক সময় শোণিতরেখাযুক্ত থাকে। বক্ষের দুর্বলতা বোধ। বক্ষের সঙ্কুচিত ভাব। বিদ্ধ করার ঞায় তীক্ষ্ণ বেদনা। বায়ুনলী ও ফুসফুস রক্তাধিক্যপ্রবণ ও শোণিতস্রাবযুক্ত। নিরেটাবস্থা দক্ষিণ ফুসফুসের উর্দ্ধাংশে অধিকতর; কখন কখন অতি শীঘ্র এক্রপ ঘটে; বক্ষের আড়া আড়ি ভাবে কমাভাব।

হৃৎপিণ্ড—প্রচণ্ড হৃৎকম্প; সামান্য পরিশ্রমে বর্দ্ধিত। হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে অবিশ্রান্ত গুরু কষ্টপ্রদ বেদনাসহ তীক্ষ্ণ, দ্রুত, বিদ্ধ করার ঞায়, চলনশীল বেদনা। হৃৎপ্রদেশে উৎকর্ষা বশতঃ রোগী অবিরত অবস্থান পরিবর্তন করিতে বাধ্য। দ্রুত, ক্ষুদ্র ও দুর্বল নাড়ীসহ শৃঙ্খলাশূন্য ও অনিয়মিত এবং সময়ে সময়ে ক্ষণলোপবিশিষ্ট হৃৎপিণ্ডক্রিয়া।

মুখ-মণ্ডল। মুখপাণ্ডুর, ঈষৎ পীত, অথবা ঈষৎ হরিৎ। মুখমণ্ডল দৃশ্য মলিন ও কষ্টবাজক। ঈষৎ নীল ওষ্ঠসহ উপরি দেশের শিরাস্থিতি। চুয়াল নিম্নগ্রন্থির স্থিতি।

মুখগহ্বর।—দন্তমাড়ি হইতে রক্তস্রাব। দন্তমাড়ির কোমলতা। প্রাতঃকালে দন্ত অনেক শ্লেষ্মাবৃত থাকে; পীতাভ দন্ত উদভিজ্জাল সংশ্রবে সহজেই অসাড় হইয়া যায়। মুখে জাড়ি ঘা। মুখের তুর্গন্ধ। লালাস্রাব। পারদ সেবনান্তর লালাস্রাব। জিহ্বায় পুরু লেপ।

গলাভ্যন্তর।—কণ্ঠায় সঙ্কোচন বশতঃ গেলার ব্যাঘাত। গল-ক্ষতের সহিত গ্রীবাগ্রন্থির স্থিতি। অগ্ননলীর প্রদাহ ও ক্ষত।

আমাশয়।—কাকের ক্ষুধার ত্রায় ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। ক্ষুধার হ্রাস এবং অভাব; বিবমিষা; আহারান্তে বমনের পুনরাবর্তন। ভূষণ। অপরিপাচ্য বস্তু আহারে বুকজালা।

উদর।—আমাশয়োপরিস্থ কোটরবৎ প্রদেশ ও নাভির মধ্যবর্তী স্থানে বেদনা। যকৃতের প্রদাহ নিবন্ধন বেদনা, স্থিতি ও কাঠিগ্র। দক্ষিণ কুক্ষিদেলে চাপ ও স্পর্শে বেদনা। বাম কুক্ষি কঠিন ও স্পর্শে বেদনায়ুক্ত। উদরের স্থিতি ও বিস্তৃতি। অস্ত্রে বায়ুর অবরোধ। কুচকির গ্রন্থি স্থিতি।

মল ও মলদ্বার।—সন্ধ্যাকালে মলদ্বারে জালা। পর্যায়-ক্রমিক উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ। বিষ্ঠা জলবৎ; সাদাটে আমের বিষ্ঠায় ফেন উঠে; পুনঃপুনঃ কোমল মলতাগ।

মূত্র।—পুনঃ পুনঃ প্রচুর মূত্রতাগ। অটনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব।

পুংজননেদ্রিয়।—অণ্ডকোষের স্থিতি ও দড়কচড়া ভাব।

স্ত্রীজননেদ্রিয়।—জরায়ু এবং অণ্ডাধারের স্থিতি ও দড়কচড়া ভাব। দক্ষিণ অণ্ডাধার হইতে জরায়ু পর্য্যন্ত একথণ্ড কাঠ আবদ্ধ থাকার ত্রায় বেদনা। স্তন ক্রমশঃ ক্ষয় শুষ্ক হইয়া যায় ও শিথিল হইয়া পড়ে;

ক্ষয়রোগ। প্রত্যেক বার মলত্যাগের পর জরায়ুর রক্তস্রাবের পুনরাবর্তন।
শ্বেতপ্রদর তীব্র এবং অঙ্গাদির ক্ষতকর এবং ঋতুকালে বদ্ধিত।

গ্রীবা।—স্পষ্টতঃ কঠিন গলগণ্ড। গ্রীবাগ্রস্থির স্ফীতি ও
দড়কচড়া ভাব।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।—হস্ত, পদ উভয়েরই পেশীকম্প বা সার্বান্টাস্
টেণ্ডিনাম। তঙ্গ নিচয়ের কম্প। বাম-কনুই-সন্ধিতে ছিন্নবৎ বেদনা।
জলসঞ্চয় বশতঃ পদের স্ফীতি। তীব্র, ক্ষয়কারী পদবর্ষ।

অব্ধি।—অব্ধি সমল-পীতবর্ণ চট্‌চটে ও আর্দ্র, কখন কৰ্কশ ও শুষ্ক।

প্রদর্শক লক্ষণ।—প্রায় প্রত্যেক রোগেই আইওডিন
তাহার কোন না কোন বিশেষ লক্ষণ দ্বারা প্রদর্শিত হয়। ইহার রোগবর্ণনা
কালে যথাস্থানে আমরা তাহার উল্লেখ করিব। তীব্র অস্বাভা-
বিক ক্ষুধাস্থ অত্যধিক আহার, আহারকালে
এবং পরে কিছুকালের জন্ম তৃপ্তিবোধ;
শরীরাস্থতন তুলনাস্থ অধিকতর ভক্ষণ এবং
ক্রমশঃ শরীর শীর্ণতা ইহার প্রায় সাধারণ
রোগেরই প্রথমস্থানীয় প্রদর্শক লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত।

গণ্ডমালীয় রোগীর গ্রন্থি, বিশেষতঃ অন্ত্রবেষ্ট-
ঝিল্লির গ্রন্থি বা মেসেন্টারিক গ্রন্থি এবং
থাইরয়েড গ্রন্থির স্ফীতি ও দড়কচড়া ভাব
এবং তাহার সহিত স্ত্রীরোগীদিগের স্তনের ক্ষয় প্রভৃতি
লক্ষণও আয়ুর্ডিনের প্রদর্শক।

গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত রোগীদিগের শরীরাকারের বিভিন্নতা ও বিশেষতা-
নুসারে বিশেষ বিশেষ ঔষধের নির্বাচন হইয়া থাকে। আয়ুর্ডিন-
রোগীর ক্রমবর্ণ অথবা কাল কেশ এবং চক্ষু
এবং তাহার বিশেষ প্রকারের রোগ জীর্ণ,

অত্যধিক ক্ষয়প্রাপ্ত এবং **শীর্ণদেহ** প্রভৃতি আয়ডিনকে **অন্যান্য** গণ্ডমালীয় ঔষধ হইতে, বিশেষতঃ হেলজেন শ্রেণীভুক্ত ঔষধ হইতে প্রভেদ করিয়া থাকে।

চিকিৎসা।

ঘূংলিকাসি বা ক্রুপ।—আয়ডিনের ঔষধগুণ পরীক্ষায় স্বরভঙ্গ, শুষ্ক, কর্কশ ও গভীর কাসি, স্বরযন্ত্রের বেদনা, সাঁই সাঁই শব্দের শ্বাসপ্রশ্বাস, স্বরযন্ত্রে বাধ বাধ বোধ প্রভৃতি লক্ষণ; অপচি ইহার বিষাক্ত রোগীর স্বরযন্ত্রদ্বারে (স্বতন্ত্রী, vocal cords) এবং তদবস্থ স্বরযন্ত্রাংশে আগন্তুক ঝিল্লির সংস্থিতি প্রভৃতি অতি স্পষ্টতর ঘূংলিকাসিবৎ লক্ষণ দৃষ্ট হওয়ায় ইহা ঘূংলিকাসির অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। কাথ্যক্ষেত্রেও কঠিনতর সঝিল্লিক রোগে ইহার উপকারিতা ভূয়ঃ প্রমাণিত হইয়াছে। প্রাতিষ্ঠায়িক রোগাপেক্ষা ঝিল্লিজনক রোগেই ইহা অধিকতর উপকারী। রোগের প্রারম্ভে প্রযুক্ত হইলে ইহা তাহার গতি রোধ করিতে সমর্থ। ঝিল্লি সংস্থিতির পরে প্রয়োগ করিলে ইহা ঝিল্লির শোষণ বা দ্রবীকরণ দ্বারা রোগারোগ্য করে। ফলতঃ ইহা রোগের সর্বাবস্থাতেই সুফলপ্রদ। রোগী শক্তিহীনতা বশতঃ শীঘ্র আরোগ্য চিহ্ন প্রকাশ না করিলে নিরাময়িক শক্তি উত্তেজিত করিয়া ইহা রোগারোগ্যের সাহায্য করিয়া থাকে।

শুষ্ক, ক্ষুদ্র, খ্যাক্ খ্যাক্ কাসি, শোঁ শোঁ ও থর থর শব্দের শ্বাসপ্রশ্বাস, শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং শ্বাসরোধের উপক্রম ইহার বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য। কাসির ধাতুপাত্রবৎ খ্যান্‌থেনে স্বরের পরিবর্তে আচ্ছাদিত ধাতুপাত্র হইতে যেরূপ অস্পষ্ট শব্দ বাহির হয়, তদ্রূপ শব্দ হইলেও ইহার কার্য্য-কারিতার অভাব হয় না। রোগী ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করিতে চাহে; এবং ইহা কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিদিগের রোগে বিশেষ উপযোগী।

ডাঃ ডিউই শতকরা এক অংশ ঔষধ দ্রবের ৩ ফোটা করিয়া প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর প্রয়োগ করিতে বলেন। অধিককাল ব্যাপিয়া সেন্টা আবহাওয়ার মধ্যে থাকায় রোগ জন্মিলে যদি **ত্রিমিণ** জরূপেক্ষা জ্বর অধিকতর থাকে, তাহাতে ইহার ব্যবহার সফলপ্রদ। **হিপাল** প্রয়োগান্তেও যদি রোগনিঃসারণ ঝিল্লির আকার ধারণ করে, তাহাতেও **আস্‌ডিন** সফল দেয়। রোগ কঠিন হইলে কোন কোন চিকিৎসক ১×ক্রমের ঔষধের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন।

নিউমনিয়া।—রোগের প্রথম ও দ্বিতীয়, উভয় অবস্থাতেই **আস্‌ডিন** প্রযুক্ত হইতে পারে; ক্রুপাস বা ফুরিকাসিৎ ঝিল্লি-উৎপাদক রোগেই ইহা অধিকতর উপযোগী। ইহাতে **একনের** ত্রায় প্রবল জ্বর ও অস্থিরতা থাকে এবং রোগ সঞ্চারিত হইয়া দ্রুত ফুস্‌ফুসের নিরেটাবস্থা (হিপ্যাটিজেশন) উৎপাদন করিতে আরম্ভ করে। নিউমনিয়ার পরিচায়ক সুস্পষ্ট কাসি এবং শ্বাসরুদ্ধ থাকায় বোধ হয় যেন বক্ষ প্রসারিত হইবে না; শোণিতরেখাবৃত্ত গয়ার যদি রোগের শেষাবস্থায় সহজে আরোগ্য (Resolution) না হয় এবং ফুস্‌ফুসের ধ্বংস, প্রলেপক বা হেষ্টিক জ্বর এবং পূয়সঞ্চারের লক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহাতেও **আস্‌ডিন** উপকার করিতে পারে।

সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ কাফকা নিউমোনিয়ার বহির্লক্ষণ উপস্থিত হইলেই প্রতি ঘণ্টায় ১×, ২× অথবা ৩× ক্রমের **আস্‌ডিন** এক ফোটা মাত্রায় প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতেন এবং তিনি বলিতেন “২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফুস্‌ফুসের নিরেটাবস্থা সংশোধনে ইহা ফলপ্রদ হইয়া থাকে।” তিনি **একনাইট্** ব্যবহার করা নিম্নপ্রয়োজন বলিয়া মনে করিতেন। ডাঃ টি, এফ, এলেন্‌ও ইহার অনুমোদন করিয়াছেন।

হৃদ্রোগ বা হার্ট ডিজিজ—হৃদ্বিক্রান্তি বা হাইপারট্রফি অব্‌দি হার্ট্।—হৃৎপিণ্ডকপাটরোগ বা

ঔষধ স্থলবিশেষে বিশেষ ফল প্রদান করে। টনসিলগ্রন্থির বিবৃদ্ধিতে ব্যারা আঙ্গ এবং রক্তশূন্য রোগীর গ্রন্থিবিবৃদ্ধিতে আঙ্গ আঙ্গ ও ফেরাম আঙ্গ মহত্বপূর্ণ করিয়াছে। গ্রন্থির বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি এবং রক্তাধিক্য জন্মিলে অনেক সময়ে ক্যান্সার আঙ্গ অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ক্রমবর্ণ শরীর ও চক্ষু বিশিষ্ট শীর্ণ-কাস এবং অতিক্ষুধাপীড়িত রোগীদের পক্ষে ইহা উপযোগী। রক্ত গ্রন্থির জড়ভাব ইহার বিশেষ প্রদর্শক।

শিশুক্ষয়রোগ বা মারেস্‌মাস্—এ রোগের চিকিৎসায় আঙ্গডিন অতি প্রধান স্থান অধিকার করে। শিশুর অস্বাভাবিক ক্ষুধা থাকে এবং তদনুরূপই আহার করে, তথাপি শীর্ণ হইয়া যায়। নানাধিক জরযুক্ত তরুণ রোগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী ঔষধ। গ্রন্থিমণ্ডলী জড় প্রকৃতি ধারণ করে ও ক্রিয়াহীন হয়, এবং মুখমণ্ডল পাণ্ডুর ও সঙ্কুচিত থাকে। ইহা নেট মিউ সহ তুলনীয় হইলেও তাহার গ্রীবা দেশের অধিকতর শীর্ণতা অতি সুস্পষ্ট প্রভেদক বলিয়া বিদিত।

ক্যান্সার বা কর্কটরোগ—আঙ্গডিন ধাতুর স্ত্রীরোগীর অতিক্ষুধা ও শীর্ণতা প্রভৃতি প্রদর্শক লক্ষণ বর্তমান থাকিলে ঈষৎ পীতবর্ণ, উগ্র ও ক্ষয়কর স্বেতপ্রদর এবং অত্যন্ত শোণিতস্রাবযুক্ত জরায়ুর কর্কটরোগে আঙ্গডিন দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়।

এডিসন্স্ ডিজিজ্—ইহা এক প্রকার অনির্ণীত ও ক্রুদ্ধসাধ্য বা অসাধ্য রোগ। এডিসন্স্ ইহার সহিত অনির্ণীত লক্ষণ-বিশিষ্ট সুপ্রারিতাল্ ক্যাপ্‌সুলের বা গ্রন্থির ক্ষয় লক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সুস্পষ্ট রক্তহীনতা, ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু পেশীদুর্বলতা এবং স্বকের ঈষৎ কাল্‌ম্বা বা পীতবর্ণ ইহার প্রধান লক্ষণ। এই মূল রোগ সহ উপসর্গ

রূপে যে সকল লক্ষণ উপস্থিত থাকে তদ্বারা ঔষধের নির্দ্বন্দ্বিতা করিলে মূল রোগ আরোগ্য না হইলেও তাহার উপসর্গের কথঞ্চিৎ প্রশমন দ্বারা রোগযন্ত্রণার শাস্তি বিধান করা যায় ।

অবসন্নতাব, পেশীহীনতা, অজীর্ণ এবং বিষণ্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ অনেক সময়ে **আস্কাডিন্স** রোগের প্রথমাবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে । কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিদিগের রোগে উপরিউক্ত প্রাথমিক লক্ষণ সহ অতিক্ষুধা এবং যথেষ্ট আহার সত্ত্বেও শীর্ণতা উপস্থিত হইলে ইহার ব্যবস্থা করা কর্তব্য । স্ব স্ব প্রদর্শক লক্ষণানুসারে একরূপ স্থলে ব্যবহারোপযুক্ত অত্যন্ত ঔষধ মধ্যে **থুজা**, **নেট্**, **মিউ**, **বেল**, **ক্যাস্কে কার্ব** এবং **ফস্** প্রধান । স্নায়বিক অবসাদ, আশাশয়িক উত্তেজনা, সাধারণ দৌর্বল্য, হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার ক্ষীণতা এবং বমন-প্রবণতা দি লক্ষণযুক্ত রোগে **আর্সেনিক** সহ ইহার বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয় । ত্বকের জ্বালা ও বিবর্ণ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে । এজন্য **আর্সেনিক** এ রোগের অতি প্রধান ঔষধ বলিয়া বিবেচিত । কিন্তু **আর্স** অপেক্ষা **আর্স আস্কাডিড্কে** ঐস্থলে উৎকৃষ্টতর বলা যাইতে পারে । ডাং বনিংহসেন **এণ্টি ট্রু**, **নাই এসি**, **সিকেলি** এবং **স্পাইজিলিনস্** বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন । **আর্জ** **নাই**ও বিশেষ উপযোগী ঔষধ হওয়াই সম্ভব । তদ্বারা একটা রোগীর আরোগ্য হওয়ার বিষয়েরও উল্লেখ আছে ।

৪ । স্পঞ্জিয়া (Spongia) ।

প্রতিনাম ।—স্পঞ্জিয়া অফিসি়ালিস্ । স্পঞ্জিয়া টষ্টা ।

সাধারণ নাম ।—স্পঞ্জ ।

উপচক্ষ ।—রজনীতে ; উপাধান নিম্নে মস্তক রাখিয়া শয়নে ; গৃহমধ্যে ; উর্দ্ধে উত্থিত হইবার সময়ে ।

উপশম ।—অবতরণকালে ; আহার ও পানাস্তে, বিশেষতঃ কাসির সময় সটানভাবে শয়ন করিলে ।

সম্বন্ধ ।—স্পঞ্জিয়ার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর ।

স্পঞ্জিয়া বাহার পরে প্রযোজ্য—কাসি এবং ক্রুপ রোগে স্পঞ্জিয়ার শুষ্কতা লক্ষণের প্রাধাত্য থাকিলে **একন ও হিপারেন্স** ।

স্পঞ্জিয়ার পরে প্রযোজ্য ঔষধ—স্পঞ্জিয়ার ঘড়ঘড়ির আরম্ভ হইলে হিপার ।

তুলনীয় ঔষধ ।—একন, বেল, ব্রম, ব্রায়, ক্যাস্কে কা, কার্বি ভে, কনায়, ড্রসে, হিপার, ইগ্নে, আয়ডি, কেলি বাই, লাইক, মার্ক, নাক্স ভ, ফস্, পাল্‌স্, রাস্, সিপি, স্পাইজি, ষ্টেনাম্, সাল্‌ফ ।

সাধারণ ক্রিয়া ।—প্রধানতঃ স্বরবন্ত্র, শ্বাসনলী, থাইরয়েড-গ্রন্থি, হৃৎপাণ্ড এবং অণ্ডকোষে স্পঞ্জিয়ার ক্রিয়া হইয়া থাকে । ইহা তাহা-দিগের উত্তেজনা ও প্রদাহ উৎপন্ন করিলে কখন কখন তদুপরি তত্ত্বজ্ঞান পদার্থ ক্ষরিত হয় । গ্রন্থি উপাদানে ইহার ক্রিয়ার ফল স্বরূপ তাহাদিগের স্ফীতি ও দৃঢ়কচড়া ভাব প্রভৃতি, এবং স্বরবন্ত্র ও শ্বাসনলীতে ইহার ক্রিয়া প্রদাহিক পরিবর্তন আয়ডিনের ক্রিয়ার সহিত অতি নিকট সাদৃশ্য প্রকাশিত করে । ফলতঃ আয়ডিনই ইহার প্রধান নির্মাণোপাদান বলিয়া বিবেচিত !

লক্ষণ ।

অণ ।—অতিশয় আনন্দ হওয়ায় গান করিবার অদম্য ইচ্ছা, পরে অগ্রমনস্কতা এবং কার্য্যে প্রবৃত্তিহীনতা ।

অস্ত্রক ।—মুক্ত বায়ু হইতে উষ্ণগৃহে আসিলে মস্তিষ্কের দক্ষিণ-

পার্শ্বে মুহু শিরঃশূল । ললাটের বামপার্শ্বে তীক্ষ্ণ স্ফটিকাবেধবৎ বেদনা ললাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত । মস্তকের রক্তাধিক্য ।

স্নানু।—শরীরনিম্নার্দ্ধে অসাড়তার অনুভূতি । অত্যন্ত দুর্বলতা । সম্পূর্ণ শরীরের গুরুত্ববোধ ।

মুখমণ্ডল।—মুখ স্ফীত, লোহিত, অথবা ঈষৎ নীল এবং তাহাতে উৎকর্ষাভাব । মুখের তাপ । নিম্নচুয়ালের বামপার্শ্বের নিম্নের স্ফীত গ্রন্থি চাপিলে বেদনা । পাশাপাশিভাবে বাম উর্দ্ধ চুয়ালে স্ফটিকাবেধবৎ ভেদকারী বেদনা । সন্ধ্যাকালে আহাৰ করিতে খল্লীবৎ বেদনা বাম চুয়ালের সন্ধি হইতে গণ্ডদেশ পর্য্যন্ত যায় ।

চক্ষু।—বাম ক্রদেশের পীতবর্ণ, মামড়িযুক্ত উদ্বেদ স্পর্শে বেদনাযুক্ত ।

নাসিকা।—স্রাবযুক্ত-সর্দি হইলে অনেক হাঁচি হয় । শুষ্ক সর্দি হওয়ায় নাসিকার রোধ ।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বর কন্ধ ও ভঙ্গ । স্বরযন্ত্রের অত্যধিক শুষ্কতা, গলা থাঁকর দিলে বদ্ধিত । স্পর্শ করিলে, মস্তক ফিরাইলে এবং গান করিলে স্বরযন্ত্রের বেদনা । স্বরযন্ত্রে টাঁছাভাব হইলে তাহার জ্বালা ও সঙ্কুচিত ভাব । শ্বাসপ্রশ্বাসকালে অনুভূতি জন্মে যেন থাই-রয়েড্‌গ্রন্থি এবং গ্রীবাগ্রন্থি বেগের সহিত একবার বাহিরে ও একবার ভিতরে যাইতেছে । অনুভূতি জন্মে যেন ছিপি দ্বারা স্বরযন্ত্রের রোধ ঘটাইয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের বাধা হইতেছে । বক্ষাভ্যন্তরের নিম্নতম ও টাটানিবেদনাযুক্ত প্রদেশ হইতে অবিশ্রান্ত কাসির উৎপত্তি । শুষ্ক, খৃৎখকে ও ফাঁপা শব্দের বা ঘুংরি কাসির শব্দের ত্রায় কাসি, অথবা হুস্‌হুস্ ও খর্‌খর্‌ শব্দযুক্ত এবং হাঁপের ত্রায় টানবিশিষ্ট কাসি । দিবা, রজনী শুষ্ক কাসি ও বক্ষের জ্বালা । ঠাণ্ডা বাতাস বহিলে যে শুষ্ক কাসি হয় তাহা আহাৰ বা পানে উপশম পায় । শৌ শৌ খর্‌ খর্‌ ও কুঁ কুঁ শব্দের উৎকর্ষাব্যঞ্জক

উপস্থিত হইলে ইহা উপযোগী হয়। কাসিতে যেন বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং রজনীতে তাহার বৃদ্ধি হওয়ায় রোগীর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে। গভীর শ্বাসগ্রহণ ও মানসিক উত্তেজনাতেও কাসির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কাসিলে কিছু উঠে না।

স্যান্থু কাস—শিশুদিগের শ্বাসরোধকর হুস্‌হুস্‌ শব্দের কর্কশ কাসি ও শ্বাসরুদ্ধে ইহা উপকারী। শিশু মুখব্যাধান করিয়া শ্বাস প্রশ্বাস টানিতে থাকে।

সুংরিকাসি বা ক্রুপ্—একনাইটের পর স্পঞ্জিয়াই ক্রুপরোগের সর্বপ্রধান ঔষধ। ইহাতে শ্বাস প্রশ্বাস কর্কশ এবং খর্‌ খর্‌ শব্দের ও অতি কঠিন হওয়ায় বোধ হয় যেন রোগী স্পঞ্জের মধ্য দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস টানিতেছে। রোগী থ্যাক্ থ্যাক্ ও থ্যান্ থ্যান্ করিয়া কাসিতে থাকে কিন্তু তাহাতে যৎসামান্য কিছু গয়ার উঠে। ফলতঃ মিনিটে মিনিটে শ্বাসরুদ্ধ সঙ্কুচিত হওয়ায় শ্বাস রোধের উপক্রম হয়। মধ্য রজনীর পূর্বে রোগের বৃদ্ধি। পাতালের পাতলা রং ও নীলবর্ণ চক্ষু-বিশিষ্ট শিশুদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী ঔষধ। ইহা সর্বিদিক রোগাপেক্ষা আক্কেপিক রোগের পক্ষেই অধিকতর উপকারী।

স্বরযন্ত্রপ্রদাহ বা ল্যারিঞ্জাইটিস্—স্বরযন্ত্রের স্ফন্দনা রোগ বা ল্যারিঞ্জাইটিস্‌ থাইসিস্‌। তরুণ স্বরযন্ত্রপ্রদাহে স্পঞ্জিয়া একনাইটের পরে প্রযোজ্য। কর্কশ, থ্যাক্ থ্যাকে কাসিতে শ্বাসরোধের উপক্রম হওয়ায় শিশুর নিদ্রাভঙ্গ হয়। স্বরযন্ত্র অত্যন্ত স্পর্শসহিষ্ণু থাকে। মস্তক ফিরাইতে মস্তক চালনা হওয়ায় কাসির উদ্রেক হয়। ইহার তরুণ রোগ অচিরাতঃ পুরাতনে বা ল্যারিঞ্জাইটিস্‌ থাইসিসে পরিণত হইলে উপরি উক্ত শুষ্ক কর্কশ কাসির সহিত

স্বরযন্ত্রের জ্বালা ও ছলবেঁধার স্থায় বেদনা উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে রোগী বোধ করে যেন স্বরযন্ত্রমধ্যে একটা ছিপি আঁটা রহিয়াছে ; স্বরযন্ত্র চাপে বেদনামুক্ত। স্বরযন্ত্র প্রদাহে স্বরযন্ত্রের আক্ষেপ হইলে স্ত্রাস্কুকাশ্, এবং তাহাতে শোথের বর্তমানতায় শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট, এমন কি তাহা অচল হইয়া পড়িলে এপিস মহৌষধ বলিয়া বিবেচিত। কিন্তু স্বরযন্ত্র কপাটের শোথে মৃত্যু নিকট বলিয়া অনুমিত হইলে ক্লরিন তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ ও অমোঘ ঔষধ বলিয়া গণ্য।

টুবাকুলোসিস বা গুটিকোৎপত্তি রোগ—
থাইসিস বা যক্ষ্মাকাক্ষ :—রোগের প্রথমাবস্থায় ফুস্ফুসে গুটিকোৎপত্তি হওয়ায় তাহার নিরেটাবস্থার (Solidification) আরম্ভে স্পঞ্জিফিক্স উপকারী ঔষধ বলিয়া গণ্য। এক বা উভয় ফুস্ফুস চূড়াতে (Apices) বিঘাতনে (Percussion) নিরেট শব্দ উৎপন্ন হইতে পারে। গভীর শ্বাসপ্রশ্বাসে, কথা কহনে এবং শুষ্ক শীতলবায়ু সংস্পর্শে কক্কশ, ঘণ্টাধ্বনিবৎ ও থ্যান থ্যান শব্দবিশিষ্ট কাসি উদ্ভিক্ত হয় ; সামান্য উত্তেজনায় বা সঁতা বায়ুতেও কখন কখন ইহার কাসি হইয়া থাকে। আহার ও পানে ইহার কাসি কিয়ৎকাল উপশমিত থাকে। এনাকাউডিয়ামের কাসিও আহারে উপশম পায়। কিন্তু ফুস্ফুসে রক্তাধিক্য, বিশেষতঃ ভ্রমণাদি শরীরচালনায় অধিকতর রক্তাধিক্য নিবন্ধন দুর্বলতা জন্মিলে রোগী পতনোন্মুখ হয়। রোগের অতি প্রথমাবস্থায় এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে স্পঞ্জিফিক্স দ্বারা তাহা আরোগ্য হইতে পারে।

উপরিউক্ত কাসিতে ক্রমে প্লেঘার ঘড়ঘড়ি উপস্থিত হওয়ায় রক্তরেখাযুক্ত বা রক্তহীন গয়ারের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে স্পঞ্জিফিক্স

স্থলে হিপার সালফ প্রদর্শিত হয়। হিপাররোগ শেষ রজনীতে ও স্পঞ্জিফর্মার রোগ মধ্য রজনীর পূর্বে বৃদ্ধি পায়। মধ্যে মধ্যে, বিশেষতঃ রোগী যখন রোগ বিষয়ক চিন্তা করে, তখন স্পঞ্জিফর্মারোগীর তাপোচ্চাস ঘটে। পৃষ্ঠ হইতে শীত উথিত হইলে অগ্নির তাপেও কম্পের নিবারণ হয় না। সম্পূর্ণ শরীর তপ্ত হয় কিন্তু উরুতে শীত ও আঁড়তা থাকে।

যান্ত্রিক হৃদরোগ বা অর্গানিক হার্ট ডিজিজ্‌—স্পঞ্জিফর্মার যন্ত্রগত হৃৎপিণ্ড রোগে মস্তক উপাধাননিম্নে রাখিয়া রোগী সটান চিত হইয়া শয়ন করিলে শ্বাসরোধ ঘটে; শ্বাস-রোধের উপক্রম হওয়ায় রোগীর পুনঃ পুনঃ নিদ্রাভঙ্গ হয়; রোগীর মুখ উৎকর্ষাবৃত্ত এবং রক্তিমাবিশিষ্ট এবং সে উপবেশন করিয়া কষ্টের সহিত ঘন ঘন হাঁপাইতে থাকে।

জ্ববেষ্ট প্রদাহের প্রথমে বা রক্তাধিক্যের অবস্থায়, বক্ষে রক্তসঞ্চয় হইলে একনাইট্ প্রযুক্ত হয়। তাহার তরুণাবস্থায় যে কোন জ্বকপাটের যান্ত্রিক পরিবর্তন আরম্ভ হউক না কেন, ফুংকারবৎ শব্দ (Blowing Sound) শ্রুত হইলেই স্পঞ্জিফর্মার প্রয়োগ করা উচিত। কেননা ইহা প্রদাহিক রস দূরীকরণে অসমর্থ হইলেও রোগের গতি রোধ করিয়া উপকার করিয়া থাকে। শিক্ষার্থীদের বিদিত থাকা আবশ্যক যে হৃদরোগের প্রথমাবস্থায় কোন নিশ্চিত লক্ষণের অভাবে অতি শীঘ্র একন, স্পঞ্জি, স্পাইজি, ব্রাল অথবা ফস্ প্রভৃতি ঔষধকে উপেক্ষা করিয়া ল্যাকেসিস্, হাইড্রাসা এমি অথবা আস্ প্রভৃতি রোগের শেষাবস্থার ঔষধ প্রয়োগ আবশ্যিক, কেননা, শেষোক্ত ঔষধাদি রোগীর দুর্বলতা দ্রুত আনয়ন করিয়া অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী মৃত্যুকে নিকটতর করিতে পারে।

গ্রন্থিরোগ—গলগণ্ড বা গহোটোর; অণ্ড-
কোষ বা মুক্ষপ্রদাহ, একশিরা বা আবাই-
তিস্—গ্রন্থিমণ্ডলের বিবৃদ্ধি, দড়কচড়া অবস্থা এবং কাঠিগ্রন্থি
হেলভেন পর্যায়ের ঔষধের দ্বায় স্পঞ্জিফ্রিয়াও ফলপ্রদ। ইহার
গলগণ্ড রোগে উভয় বা একতর পার্শ্বের গ্রন্থির ক্ষতি, কাঠিগ্রন্থি
ও অত্যন্ত বৃহদায়তন হয়। ক্ষতি অত্যন্ত বৃহদাকার হইয়া চিবুকের
সমস্থলে আসিলে কখন কখন রক্তনীতে বারম্বার শ্বাস-
প্রশ্বাসের বাধা উপস্থিত করে। শ্বাসপ্রশ্বাসের বাধা
কেবল ইহার বৃহৎ আয়তনের উপরেই নির্ভর করে না। কেননা
কখন কখন অতি ক্ষুদ্র ক্ষতিও শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে।
গলগণ্ডের ক্ষতি সর্বদা সমান থাকে না। সময়ে সময়ে তাহার হ্রাস
বৃদ্ধি হয়। কথিত আছে, অমাবস্যা়ার পর চন্দ্রকলার বৃদ্ধির সহিত গল-
গণ্ডের ক্ষতির বৃদ্ধি ও পূর্ণিমার পর হ্রাস হইতে থাকে। এ বিষয়ে আমা-
দিগের বহুদর্শিতা আছে। পূর্ণিমার পর রোগের ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্তি
কালে স্পঞ্জিফ্রিয়া অথবা যে কোন নির্ঝাচিত ঔষধ প্রয়োগ করা বিশেষ
বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

হেলভেন পর্যায়ের ঔষধের দ্বায় ইহাও অণ্ডকোষে ক্রিয়া
প্রকাশ করে। অণ্ডকোষের সহজ ক্ষতি ও বাঠিগ্রন্থি অপেক্ষা অপ-
চিকিৎসিত গণ্ঠিয়ী অথবা প্রদাহ অন্তর্ভুক্ত হইলে যে রোগ জন্মে
স্পঞ্জিফ্রিয়া তাহার বিশেষ ঔষধ। অণ্ডকোষ ও অণ্ডকোষজুতে
চাপিত করার দ্বায় বিশেষ প্রকারের বেদনা,
যাহা শরীরচালনা ও বস্ত্রসংস্পর্শে বর্দ্ধিত হয়, স্পঞ্জিফ্রিয়ার পরে
তাহাতে শালিস্ ও হোমোমেনিস্ প্রযোজ্য।

৫। ফ্লুয়োরিকাম্ এসিডাম (Fluoricum Acidum)।

সাম্ভারণ নামঃ—হাইড্রফ্লুরিক এসিড।

উপচয় :—প্রাতঃকালে ; বিশ্রামাবস্থায় ; উত্থান করিতে ; দণ্ডায়মানাবস্থায় । উপবেশনাবস্থা অপেক্ষা দণ্ডায়মানাবস্থায় ভাল থাকে ।

উপশম :—শরীরচালনায় ; ভ্রমণাবস্থায় ।

সম্বন্ধ :—কার্যাপূরক—কোকা, সিলিক ।

যাহার পরে প্রযোজ্য—মত্ৰপায়ীদিগের উদরি রোগে আর্সের, হিপ-সন্ধিরোগে কেলি কার, স্পর্শসহিষ্ণু দন্তরোগের চিকিৎসায় কফিয়া ও ষ্ট্যাফির ; অস্থিরোগে সিলিক ও সিম্ফাইটামের ; গলগণ্ডরোগে স্পঞ্জিয়ার ।

তুলনীয় ঔষধ :—এটি ক্রু. আর্স, বোরাক্‌স্, বরিক এসি, ক্যাঙ্কে কা, ক্যাঙ্কে ফস্, কেলি ফস্, মার্ক, সিলিক ও সাল্‌ফার ।

সাধারণ ক্রিয়া :—প্রধানতঃ পরিপোষণ যন্ত্রমণ্ডলই ক্রুরিয়ন্ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে । গ্রন্থি ও অস্থি-উপাদানে ইহা যে ক্রিয়া প্রকাশ করে তাহা পুষ্টিহানি জন্ম রোগসহ তুলনীয় ।

লক্ষণ ।

মন :—অসাধারণ মানসিক উৎফুল্লতা ; কিছুতেই ভীত হয় না এবং আপনাতে আপনি আনন্দিত থাকে । মানসিক উৎকণ্ঠা প্রবণতা ; আশঙ্কান্বিত ।

মস্তক :—ললাটপার্শ্বে, অভ্যন্তর হইতে বহিস্‌খীন প্রবল চাপবৎ বেদনা । মস্তকপশ্চাতে জড়ভাব এবং চাপ । কেশের স্থলন । মস্তকাস্থির, বিশেষতঃ ললাটপার্শ্বস্থ ক্ষত । মস্তকাস্থিনিচয়ের সংযোগ-রেখা বাহিয়া বেদনা ।

স্নায়ু :—কি গ্রীষ্ম কালের অত্যধিক তাপ, কি শীত ঋতুর অতিশয় শীত কিছুতেই রোগী পেশীশ্রমে ক্লান্ত হয় না । বলক্ষয় । রোগী যে পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করে না তাহাতে কিন্বিনি ধরার অনুভূতি ।

মুখমণ্ডল ।—গুরু, শঙ্কাত এবং অত্যন্ত চুলকণায়ুক্ত
দুগ্ধপীড়কা । ললাট ও মুখের স্বকে পৃষদক্ষারশীল গুটিকা ;
শৈশবোপদংশ ।

চক্ষু ।—অনুভূতি যেন সবলে চক্ষুপুট উন্মুক্ত রহিয়াছে
এবং তদুপরি পরিষ্কার বায়ু বহিতেছে । চক্ষুতে বালুকা থাকার
অনুভূতি ।

কর্ণ ।—উভয় কর্ণাভ্যন্তরে অসহনীয় চুলকণা ।

নাসিকা ।—সাবয়ুক্ত সর্দি । নাসিকা লোহিতবর্ণ, ক্ষীত এবং
প্রদাহযুক্ত ।

মুখপাক্ষর ।—দন্তে তাপের অনুভূতি । মুখলালার বৃদ্ধি ।
প্রাতঃকালে মুখ এবং দন্ত শ্লেষ্মাজড়িত থাকে । দন্তে দ্রুত ক্ষত জন্মে ।
জিহ্বায় গভীর, প্রশস্ত ও তাহার চতুর্দিকে ব্যাপকতাবিশিষ্ট বিদারণ,
মধ্যস্থলে গভীর এবং পচাটে দৃশ্যের ক্ষত ।

গলান্ধ্যস্তর ।—শৈত্যে গলদেশ বিশেষরূপ অসহিষ্ণু সামান্য
শৈত্যসংস্পর্শেই তাহার প্রদাহ এবং বেদনার বৃদ্ধি, তজ্জন্ত গেলার
বাধা জন্মে । গলদেশে সঙ্কোচন হওয়ায় গিলিতে কষ্ট ; প্রাতঃকালে গলা
খাঁকর দিলে রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা উঠে ।

আম্নাশর ।—ক্ষুধার আতিশয্য থাকে কিন্তু অন্নাহারেই তৃপ্তি
জন্মে । পিপাসায় স্নিগ্ধকর পানীয়ে লালসা । বারম্বার উদগার—
শারীরিক তাপ ও বিবমিষা এবং আহারের সামান্য দোষেই পিত্তবমন
এবং পেট কামড়াইয়া উদরাময় । আমাশয় দেশে পূর্ণতা ও চাপ ।
নিয়মিত আহারের ব্যবধান কাল মধ্যে আমাশয়ে গুরুত্ব বোধ ।

উদর ।—পুনঃপুনঃ বাতকর্ম্ম ও উদগারে শাস্তিবোধ । উদরের
অত্যন্ত আততাবস্থা ও জলশোথ জন্ম ক্ষতি ।

মন ।—কোষ্ঠবদ্ধ থাকায় পুনঃপুনঃ কঠিন মলত্যাগ ।

মূত্রযন্ত্র :-পাতলা রঙ্গের মূত্রের নির্বাধ ত্যাগে শাস্তিবোধ ; মূত্রতাগ কালে ও তাহার পরে মূত্রস্থলীতে অসহ জালা।

পুং জননেন্দ্রিয় :-রজনীতে কামেচ্ছার বৃদ্ধি হওয়ায় প্রচণ্ড লিপ্সোখান ঘটে। রমণকালে অত্যধিক উপভোগানন্দ ও স্খানু-ভূতি। বিলম্বে, কিন্তু অবাধ রেতঃস্রবের পরে কোন প্রকার অস্বস্তি বোধ হয় না।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় :-ঋতু অতি শীঘ্রাগত ; অতি প্রচুর ; আব ঘন এবং জমাট বাঁধা। স্বেতপ্রদর তীব্র ও কণ্ডুয়নকর। স্তনাগ্র চুলকায়, টাটায় ও ফাটিয়া যায়।

উদ্রাহ :-দক্ষিণ স্বক্সক্ষিতে বেদনা হইলে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং বোধ হয় যেন তথা হইতে নিম্নভিমুখে বায়ু বহিয়া যাইতেছে। বাম তর্জজনীতে বেদনা ; সমুদয় অঙ্গুলিরই অভ্যন্তর পার্শ্ব বেদনায়ুক্ত থাকে। হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলের নখের অধস্থ প্রদাহযুক্ত প্রদেশের কোষময় উপাদানে গোঁজ কুটিয়া থাকার অন্তর্ভূতি, স্পর্শ করিলে হস্তে দপদপানি বেদনা, এই বেদনা বৃদ্ধাঙ্গুলের অগ্রভাগে অধিকতর থাকে ; সম্পূর্ণ হস্ত ফুলিয়া যায়, তপ্ত হয় ও পাকে ; **আঙ্গুলহাঁড়া রোগ :-**নখাদি ভঙ্গপ্রবণ।

নিম্নাহ :-উদর পর্য্যন্ত শোথবৎ স্ফীতি। পদতলে জালাযুক্ত চুলকনা ; পদ উত্তর থাকে ও জালা করে। পদাঙ্গুলি মধ্য স্থানে ক্ষতভাব। পায়ের কড়া টাটায়। শিরা প্রসারিত।

জ্বর :-সমস্ত গাত্রে তাপ এবং বিবমিষা। অপরাহ্নে প্রচুর জ্বর ও হর্গন্ধ ঘর্ম্ম।

প্রদর্শক লক্ষণ :-ইহার বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া ধর্তব্য কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। তবে বৃদ্ধ এবং অকালবৃদ্ধিদের রোগে এবং অস্থি-রোগের মধ্যে দীর্ঘস্থির ক্ষত এবং ধ্বংস বা নিক্রোসিস রোগে অগ্নান্ধ

ঔষধের মধ্যে ক্লোরিক এসিডের প্রতি আত্মদেহের মনোযোগ বিশেষ-
রূপে আকৃষ্ট হয় ।

চিকিৎসা ।

দন্তের নালী ক্ষত বা ডেন্টাল ফ্রিশচুল্লা :—
ক্লোরিক এসিডে দন্তের নালীক্ষত হইতে রক্তসংযুক্ত ও
লবণাক্ত পচাটে স্বাদের পুয়-স্রাবে মুখের অতি বিষাদ জন্মে এবং ক্রমে
ক্রমে শরীর জীর্ণ হইতে থাকে । এ রোগে ক্যালকেরিয়া ক্লোর-
রিকা ইহা অপেক্ষা অধিকতর উপকারী বলিয়া বিবেচিত ।

অস্থিক্ষত বা কেরিজ্ অব্ বোনস্ :—অস্থি,
বিশেষতঃ দীর্ঘাস্থি হইতে তীব্র, ক্ষতকর, স্রাব হইলে ক্লোরিক
এসিড প্রযোজ্য । ইহা ললাটপার্শ্বস্থ শজাস্থি বা টেম্পোরেল বোন
এবং শজাস্থির চূচক প্রবর্দ্ধন বা ম্যাট্রাইড প্রসেসের ক্ষত রোগেও উপকার
করিয়া থাকে । ইহাতে পর্গায়ক্রমিক ভাবে জ্বালাযুক্ত বেদনা এবং
পাতলা ক্ষতকর তীব্র স্রাব হয় । উপদংশ অথবা পারদের অপব্যবহার-
ঘটিত অস্থিক্ষত রোগের পক্ষেও ইহা অগ্রতম ফলপ্রদ ঔষধ । সিলি-
সিয়ান্ন পরে ইহা বিশেষ ফলদায়ক এবং শৈত্য প্রয়োগে ইহার
রোগের হ্রাস ও সিলিকের রোগের বৃদ্ধি উভয়ের প্রভেদ প্রতিপন্ন
করে । স্থূল বিশেষে, বিশেষতঃ অস্থির অর্কুদ সহ ক্ষত থাকিলে
ক্যালকেরিয়া ক্লোরিকাই শ্রেষ্ঠ ঔষধ । ফলতঃ ক্ষত
থাকুক বা না থাকুক ক্যালকে ক্লু অস্থিঅর্কুদের বিশেষ
ঔষধ বলিয়া পরিগণিত । ক্লোরিক এসিড সাইলি-
সিয়ান্ন অপব্যবহারের কুফল নষ্ট করে ।

শিরাপ্রসারণ বা ভেরিকোজ্ ভেইনস্ ;
জটুল বা নিভাস :—ক্লোরিক এসিডের পরী-

ক্ষয় শিরা-প্রসারণ জন্মিয়াছিল । অতএব ইহা ঐ রোগ আরোগ্য করিতে পারে বলিয়া আশা করা যায় । জটুল প্রকৃত পক্ষে কোন রোগশ্রেণীভুক্ত হওয়া উচিত নহে, কারণ ইহা আজন্মসমুত্ত, স্বাভাবিক ও স্থলবিশেষে দৃষ্টতঃ শারীরিক চিহ্নমাত্র । শ্রুত হওয়া যায়, ইহাও ফ্লুইডিক এসিড প্রয়োগে আরোগ্য করা যায় ।

স্বকরোগ—কণ্ডু ; ক্ষতাক্ষ বা সিকেট্রিক্স প্রভৃতি :—ফ্লুইডিক এসিড্ স্বকে বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে । এজন্ম নানা প্রকার স্বকরোগে ইহার প্রয়োগ করা যাইতে পারে । ইহা দ্বারা স্বকের কর্কশতা দূর হয় । সকল গাত্রে অবিশ্রান্ত ও অদমা চুলকনির পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । তাপে বৃদ্ধি ও শৈত্যে উপশম ইহার রোগের বিশিষ্টতা । ইহা দ্বারা ক্ষতের কলঙ্ক দূর হইতে পারে । উপদংশ রোগঘটিত ট্রাকরোগ বা এলপেসিসিয়া ইহা দ্বারা আরোগ্য হয় । নথরোগেও ইহার ব্যবহার হইতে পারে । কেননা ইহার ক্রিয়ার কর্কশতা, ভজপ্রবণতা, বিবর্ণ প্রভৃতি নানা প্রকার নথ-বিকার উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

লেকচার ৫৩ (LECTURE LIII).

এলুমিনা (Alumina) ।

প্রতিদান্য :—এলুমিনিয়াম ট্রাই-হাইড্রেট । আর্জিলা পিয়ুয়া ।
পিয়োর ক্রে ।

প্রয়োপাক্ষপ :—ট্রিটুরেশন ।

উপচয় :—শীতল বায়ুতে ; শীত ঋতুতে ; উপবেশনাবস্থায় ;
(Potato) আলু ভক্ষণে ; কাথ ভক্ষণে ; পর্যায়ক্রমিক দিবসে ; অমাবস্তা
ও পূর্ণিমাতিথিতে ।

উপশম :—হ্রস্ব গ্রীষ্মে ; উষ্ণ বস্ত্র পানে ; আহারকালে
(সোরি) ; আর্দ্র দিবসে (কষ্টি) ।

সম্প্রক :—এলুমিনার কার্য্যপ্রতিষেধক—ব্রায়, ক্যাম্ফর, ক্যাম,
ইপিকা ।

এলুমিনা যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—লেড ক্রিয়াঘটিত (মৌসকবিষ ঘটিত)
রোগের । . . .

কার্য্যপূরক—ব্রায়র ।

যাহার পরে প্রযোজ্য—ব্রায়, ল্যাকেসি এবং সল্ফারের ।

যে রোগের তরুণাবস্থায় ব্রায়, অবস্থা বিশেষে তাহার পুরাতন
অবস্থায় এলুমিনা প্রযোজ্য ।

ভুলনীয় ঔষধ :—অরাম, ব্যারা কা, কষ্টি, ফেরাম, গ্র্যাফা,
কেলি কা, ম্যাগ্নে কা, মার্ক, নেট মি, নাক্স ভ, ফস্, প্লাসাম্, রাস্,
সিলিক, সাল্ফ, জিঙ্ক ।

সাধারণ ক্রিয়া :—এলুমিনা সাক্ষাৎভাবে গতিপ্রদ স্নায়ুগুল
আক্রমণ করায় অঙ্গবিশেষের পক্ষাঘাতিক অবস্থা উৎপন্ন হয় । ফলতঃ

নাসারক্ক, ক্ষতযুক্ত এবং রুদ্ধ । পুরাতন সর্দি থাকায় নাসারক্ক, খুঁকিযুক্ত ও তাহাতে ক্ষতভাব । ঘন ও হরিদ্রাভ শ্লেষ্মার স্রাব ।

শ্বাসরোগঃ—অবিশ্রান্ত খ্যাক্ খ্যাক্ শব্দের শুষ্ক কাসি হওয়ায় বমন ও শ্বাসরোধ । স্বরযন্ত্রের উত্তেজনা বশতঃ কাসি । বোধ যেন স্বরযন্ত্রে অঁটা ভাবে শ্লেষ্মা লাগিয়া আছে, গলা খাঁকির দিলেও স্থলিত হয় না । শাঁই শাঁই শব্দে শ্বাসপ্রশ্বাস বহে । ভাগরিত হইলে স্বরযন্ত্রে কাঁচাভাব : হঠাৎ সম্পূর্ণ স্বরলোপ । সন্ধ্যাকালে এবং রজনীতে, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে স্বরভঙ্গ । নাকি স্বর । স্বর কৰ্কশ এবং স্থূল । গলার শুষ্কতা বশতঃ রজনীতে শুষ্ক কাসি । কাসিলে অনেক শ্লেষ্মা উঠে রজনীতে বক্ষে ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক বেদনার বৃদ্ধি ।

মুখপাহবরঃ—দন্ত শিথিল ও প্রলম্বিত বোধ । মুখে ক্ষত থাকে । দন্তমাড়ির ক্ষীণতা ও রক্তস্রাব । মুখলালার বৃদ্ধি হইলেও মুখ শুষ্ক বোধ ।

গলাভ্যন্তরঃ—গলদেশ লোহিতাভ । গলাভ্যন্তরে অত্যন্ত শুষ্কতা, সন্ধ্যাকালে বারম্বার গলা পরিষ্কার করিবার প্রবৃত্তি । গলাভ্যন্তরে স্ফস্ত্রাণ কাগ্রথও খাঁকার অনুভূতি এবং খাশ দ্রব্য গলাধঃকরণ সময়ে গলনিম্নস্থ অগ্ননালী হইতে আমাশয় পর্য্যন্ত সঙ্কুচিত বোধ । গলাভ্যন্তরে কোন বস্তুখণ্ডের চাপের অনুভূতির সহিত ক্ষতভাব, কৰ্কশতা, শুষ্কতা এবং অবদারণ ও চাঁচাভাব জন্মে ।

আমাশয়ঃ—সম্পূর্ণ ক্ষুধাহীন ; স্বাদহীনতা ; মাংসে ঘৃণা ; স্বেতসারময় বস্তু, চা খড়ি, অঙ্গার এবং অগ্নাত্ত অপরিপাচ্য বস্তু আহাৰ করিবার ইচ্ছা । বিবমিষায় মুচ্ছার ভাব এবং প্রাতঃকালে বিবমিষা হইলে শিরোঘূর্ণন । আমাশয় জ্বালা করে । অম্লোদ্গার উঠে ও বুক জ্বালা করে । আমাশয়ে স্ফোচন এবং মোচড়ানি হইলে তাহা অগ্ননালী দ্বারা গলদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ।

উদরঃ—উদরাঙ্গান। উদরের গোল ছিদ্র প্রদেশে (Region of Abdominal ring) খোঁচাযুক্ত চাপ হওয়ায় অন্ত্রবৃদ্ধি রোগের (Hernia) উপলক্ষি জন্মে ।

মল এবং মলদ্বারঃ—বোধ যেন সরলাস্ত্রে পক্ষাঘাত হইয়াছে। অত্যন্ত, কঠিন মলত্যাগের পর সরলাস্ত্রে চাপ ও অবদারণ ভাবের অনুভূতি। তরল মলত্যাগকালে সরলাস্ত্রের কুহন। সরলাস্ত্রের ক্রিয়াবসাদ ঘটায় কোমল মলত্যাগেও অত্যন্ত বেগের আবশ্যকতা জন্মে। অধিক বিষ্ঠার সঞ্চয় না হইলে মলত্যাগের ইচ্ছা হয় না এবং তাহার ক্ষমতাও থাকে না। মলত্যাগান্তে মলদ্বারে হাজাভাব জন্মে, সরলাস্ত্র আকুঞ্চিত এবং মলদ্বার সঙ্কুচিত। ছাগলের নাদির গ্রায় কঠিন ও গিট গিট মলত্যাগ কালে সরলাস্ত্রে কষ্টনবৎ বেদনা এবং মলত্যাগান্তে মলদ্বার হইতে রক্ত স্রাব। অত্যন্ত কঠিন মল কষ্টে নির্গত হয়। স্তম্ভপায়ী শিশুর কোষ্ঠবদ্ধ।

মূত্রযন্ত্রঃ—মলত্যাগের বেগ দেওয়া কালে প্রস্রাব হয়, অথবা অত্যন্ত বেগ না দিলে প্রস্রাব হয় না। মূত্রস্থালীতে এবং জননেন্দ্রিয়ে দুর্বলতার অনুভূতি।

স্রীজননেন্দ্রিয়ঃ—প্রচুর, স্বচ্ছ এবং তীব্র স্বেতপ্রদর দিবসে স্রোত বহিয়া পদ পর্য্যন্ত যায়। তীব্র ও হাজাকর স্বেতপ্রদরে জননেন্দ্রিয় জ্বালা করে; জননেন্দ্রিয়দেশে প্রদাহ ও ক্ষত জন্মিলে চলিতে কষ্ট এবং শীতল জলে ধোত করিলে উপশম বোধ। ঋতুস্রাবের পর শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠঃ—গ্রীবার বাম পার্শ্বের গ্রন্থি ক্ষীত। পৃষ্ঠ এবং কটিতে ষ্ট্রবৎ বেদনা। পৃষ্ঠে বেদনা হইলে বোধ হয় যেন নিম্ন কশেরুকানিচয় ভেদ করিয়া তপ্ত লৌহ খণ্ড প্রাবিত হইতেছে।

আকর্ষিত হয়। শরীরাকার বিষয়ে ইহাকে নাক্স্ ভ প্রভৃতি এবং বয়স বিষয়ে ইহাকে এম্ব্রা গ্রিসিয়া হইতে যত্নপূর্বক প্রভেদ করা আবশ্যক ।

মৈশ্বিক বিব্রির শুষ্কতা ও ন্যূনাধিক উত্তেজনার ভাব।—ইহা এলুমিনা রোগের সাধারণ প্রদর্শক মধ্যে গণ্য। শুষ্ক কাসি, কোষ্ঠবদ্ধ ও অজীর্ণ প্রভৃতি এলুমিনার্চিকৎস্ত যে কোন রোগে উপস্থিত থাকিয়া এলুমিনা প্রদর্শন করে। এস্থলে অনেকাংশে ইহা ব্রায়নিয়া সহ তুলনীয় ।

মলত্যাগের বেগ দেওয়া ভিন্ন প্রস্রাব ত্যাগ করার ক্ষমতাহীনতা।—ইহাও এলুমিনা রোগের প্রদর্শক বলিয়া গণ্য করা যায় ; কেননা ইহার অধিকাংশ রোগে এ লক্ষণ উপস্থিত থাকে। অথ কোন ঔষধে এরূপ লক্ষণ বিরল ।

চিকিৎসা ।

মানসিক বিকার—বিবাদোন্মত্ততা ; গুন্ডা বায়ু রোগ।—এলুমিনা রোগী মাত্রই কথঞ্চিৎ বিষমচিত্ত। উপরি উক্ত বিষমতার লক্ষণনিচয় অতি বর্দ্ধিত হওয়ায় রোগী বাতুল প্রায় হইয়া উঠিলে রোগীকে বিষমবায়ুগ্রস্ত বা বিবাদোন্মত্ত বলা যায়। এলুমিনা রোগীর ক্রোধন ও খিটখিটে স্বভাবে ইহা নাক্স্ ভ সহ, মানসিক অবসাদ ও ক্রন্দনপ্রবণতা থাকায় ইহা সালফ সহ, এবং নিদ্রাতপ্ত উপরি উক্ত মানসিক অবসাদের বৃদ্ধি হওয়ায় ইহা ল্যাকেসিস, শাল্‌স, এবং সিপিহা প্রভৃতি সহ তুলনীয়। কখন কখন ক্যাক্সে কা ও আয়ডিন প্রভৃতি ঔষধের দ্বায় রোগী বাতুল হইবে বলিয়া ভীত হওয়ায় মানসিক অশান্তি ভোগ করিতে থাকে। রক্ত অথবা ছুরিকা কিসা সেইরূপ

লোহিত থাকে এবং উপজিহ্বা বা আলাজিব ঝুলিয়া পড়ে । প্রাতঃকালে স্বরভঙ্গ উপস্থিত হয় এবং গলাধঃকরণ চেষ্টায় বোধ হয় যে গলদেশে কাঁঠাখণ্ড রহিয়াছে । হিশার, আজেল, টোম নাই এবং নাই এসিডেও গলায় কাঁটা বেঁধার অনুভূতি থাকে । গলদেশের শুষ্কতা ইহার একটি পরিস্ফুট লক্ষণ ; গলদেশ চক চক করে ; ক্লার্জিম্যান্স্ সোর থ্রোউ বা পাদড়িদিগের গলক্ষত রোগে এইরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

নাক্স ভ—বক্তা এবং ধূম ও মজপায়ীদিগের পুরাতন গলক্ষত রোগে ইহা উপকারী । গলদেশের শ্লেষ্মিক ঝিল্লির কোষগ্রাহি নিচয়ের (mucous follicles) কাঁচা বা অবদারণভাব ও গলার চাঁচাবৎ অনুভূতি জন্মে । কোষগ্রাহির ক্ষয় বশতঃ গলার স্থানে স্থানে শুষ্ক কলঙ্ক । ষ্টার্গাম বুকাহির উর্দ্ধস্থ কোটরস্থানে স্পর্শসহিষ্ণুবেদনা থাকে ও শুষ্ক কাসি হয় ।

ফেরান্ ফস্—গলমধ্য শুষ্ক, লোহিত ও প্রদাহযুক্ত থাকে এবং বেদনা করে । ইহা গায়ক ও বক্তাদিগের রোগে উপকারী ।

ভেলসিনিয়াম্—গলগহ্বর (Fauces) শুষ্ক, উত্তেজিত এবং জ্বালাযুক্ত থাকে ; টন্সিলগ্রন্থির প্রদাহ ।

অজীর্ণরোগ বা ডিসপেপসিয়া—আমাশয় হইতে পরিপাক রসাদির স্রাব না হইলে আমাশয়ের শুষ্কতা হওয়ায় এক্সুমিনার অজীর্ণ রোগ জন্মে । এখানে ইহা ব্রাহ্মনিহার তুল্য । প্রভেদ এই যে এক্সুমিনার আহার কালে অগ্ননালী বাহিয়া সঙ্কোচনের অনুভূতি, আলু (Potatoes) আহায়ে রোগের বৃদ্ধি, মাংসাহারে ঘৃণা এবং চা খড়ি প্রভৃতি অপরিপাচ্য বস্তুতে প্রবল লিপ্সার ব্রাহ্মনিহাতে অভাব থাকে । যক্ষ্মে স্পর্শসহিষ্ণু এবং জ্বর হইয়া তাহাতে সূচীবেধবৎ বেদনা । কোষ্ঠবদ্ধ এবং অর্শ ।

উদররোগ—লেড কলিক বা সীসকশূল ;
কোষ্ঠবদ্ধ ; অর্শ ;—অন্ত্রপথের শুষ্কতানিবন্ধন কোষ্ঠবদ্ধের ঔষধ-
 মধ্যে এন্‌মিনা সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করে । সরলান্ত্রের শক্তি-
 হীনতা বশতঃ তাহার অন্ত্রলোম (Peristaltic) ক্রিয়া দুর্বল থাকায়
 এন্‌মিনা রোগী কোমল বিষ্ঠা ও কষ্টে ত্যাগ করে । মলত্যাগের বেগ-
 মাত্রও হয় না । বিষ্ঠা কখন শক্ত, ছাগলের নাদির গ্রায়, কখন কোমল
 থাকে । শিশুদিগের কোষ্ঠবদ্ধে সারলান্ত্র শুষ্ক ও প্রদাহযুক্ত থাকিলে এবং
 মলদ্বারসন্নিহিত স্থান হইতে রক্ত পড়িলে ইহা আমাদিগের প্রধান সম্বল !
 ব্রাহ্ম এবং এন্‌মিনা উভয়েই সরলান্ত্র শুষ্ক ও ক্রিয়াহীন থাকিলেও
 শেষোক্তের নিষ্ক্রিয়তার এতই আধিক্য যে কোমল বিষ্ঠাও কষ্টে ত্যাগ
 হয়, মুখের শুষ্কতা ও জিহ্বার উত্তেজিত ভাব থাকে, এবং অনেক
 কোণাণিতে খণ্ডাকারে মলত্যাগ হইয়া ইহাকে ব্রাহ্ম এবং অগ্রান্ত তুল্য
 ঔষধ হইতে প্রভেদিত করে ।

উপরিউক্তরূপ কোষ্ঠবদ্ধের রোগীর অর্শ জালা করিলে ও সিক্ত
 থাকিলে এন্‌মিনা দ্বারা উপকার হয় ।

লেডকলিক অর্থাৎ সীসক দ্বারা বিষাক্ত হওয়ায় উদরশূল জন্মিলে
 এন্‌মিনা তাহার অগতম ঔষধ ।

গ্রন্থিরোগ—বাঘী বা বিস্মুবো ।—গ্রন্থিরোগমধ্যে
 বাঘীর চিকিৎসায় কখন কখন এন্‌মিনা প্রযুক্ত হইয়া থাকে । পীতবর্ণ
 পূয়স্রাব এবং মূত্রনালী বহিয়া, বিশেষতঃ মূত্রদ্বার পশ্চাতের বিস্তৃত নালী
 স্থানে (Meatus urinarius), জালা ও চুলকনা থাকিলে যদি পূয়মেহ-
 জনিত বাঘী হয়, তাহাতে এন্‌মিনা উপকারী ।

রক্তহীনতা ; ক্লরসিস্ বা হৃৎপাণ্ডুরোগ ;
শ্বেত প্রদর ;—এন্‌মিনা শোণিতের বিশেষ প্রকারের অপকর্ষ
 সাধন করিলে যুবতী জীলোকদিগের রক্তহীনতা ও হৃৎপাণ্ডুরোগ

জন্মে । তাহাদিগের ঋতুস্রাব পরিমাণে অত্যন্ত ও ফেকাসে থাকে এবং শ্লেট পেন্সিল, চা খড়ি ও গৃহের দেয়ালের আন্তর প্রভৃতি অপাচ্য বস্তুতে অত্যন্ত লালসা জন্মে । মৃৎপাণ্ডুরোগগ্রস্ত যুবতীগণ শ্বেতপ্রদর-রোগপ্রবণ হয় । ইহার স্রাব স্বচ্ছ অথবা পীত বর্ণ ও দড়ি দড়ি থাকে । প্রভূত পরিমাণ এরুগেন্ বা শ্বেতলালাপূর্ণ স্রাব, এতই প্রচুর যে রোগী দণ্ডায়মান থাকিলে কখন কখন তাহা উরু প্রভৃতি অঙ্গ বাহিয়া পদ পর্য্যন্ত যায় । রোগ দিবসে বৃদ্ধি পায় ; এবং তাহার স্রাবের অত্যন্ত প্রাচুর্য্য এলুমিনিয়ার প্রদর্শক ।

অক্সুরোপ্য—এলুমিনিয়ার ক্রিয়ায় শৈথিল্যবিশ্লিষ্ট হায় ত্বক্ ও শুষ্কতা ও কর্কশতা প্রাপ্ত হয় । এই ক্রিয়ার ফলে ত্বকে শুষ্ক ও কর্কশ উদ্ভেদ জান্নালে তাহা ফাটে এবং তাহা হইতে কখন কখন রক্তস্রাবও হইতে পারে । শয্যায় দেহ গরম হইলে এই সকল উদ্ভেদের অসহনীয় চুলকনা ও জ্বালা বৃদ্ধি পায় ।

লেক্চার ৫৪ (LECTURE LIV.)

১। এমনিয়াম্ কার্বনিকাম্ । ২। এমনিয়াম্ কষ্টিকাম্ ।

৩। এমনিয়াম্ মিউরিয়েটিকাম্ ।

৪। এমনিয়াম্ ফস্ফরিকাম্ । ৫। এমনিয়াম্ ব্রমেটাম্ ।

মস্তষ্কগণারো এমনিয়াম্ সল্টগুলির মূলক্রিয়াবিষয়ে বিলক্ষণ একতা আছে। এমনিয়াম্-ধাতুবিংশটি ব্যক্তিগণের শরীরাকারাদিও প্রায় সমপ্রকার। ইহারা স্থূলকায়, শিথিলশরীর, আলস্তপরতন্ত্র এবং পরিশ্রমকাতর। পরিশ্রমহীনতা নাক্‌স্তম্ভ ও মাল্ফারেও দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু শরীরের আকার ও গঠনে ইহারা সম্পূর্ণ পৃথক। স্থূলকায় ও আলস্ত পরতন্ত্র এমন কার্বোহাইড্রেট শরীরের কাণ্ডভাগ অতিরিক্ত বসাপূর্ণ ও স্থূল, পদ সামঞ্জস্যহীন বা শীর্ণ এবং জড়বৎ; এমন মিউরোহাইড্রেট শরীরাকারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে পন্ন।

ইহারা সকলেই শোণিতের বিশ্লেষণাদি প্রভূত পরিবর্তন সাধিত কবে এবং শরীরে শীতাদ বা স্বাভির্গ্রাস্য লক্ষণ দেখা দেয়, তাহাতে মুখ, নাসিকা এবং অন্ত্র ইহঁতে শোণিতস্রাব ঘটে। পেশীমণ্ডলী কোমল ও ঋস্মসে এবং শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যায়।

এমন সল্টাদে শৈল্পিকঝিল্লিতে অতি প্রবল প্রদাহ উপস্থিত করে। প্রথমে অতি মৃদুভাবে তাহার সূত্রপাত হইলে ক্রমে শৈল্পিক ঝিল্লির উপত্বকের স্থলন ও তাহাতে জ্বালা আরম্ভ হয়। প্রদাহ অত্যধিক তীক্ষ্ণতাপ্রাপ্ত হইলে প্রভূত উপত্বক স্থলিত হওয়ায় শৈল্পিকঝিল্লিতে জ্বালাযুক্ত কাঁচাতাবের ক্ষত থাকিয়া যায়। শৈল্পিকঝিল্লিতে এমন-সল্টের এবস্থিধ কার্য্য থাকায় ইহারা নাসিকা, গলমধ্য, ব্রশ্চ

এবং কথঞ্চিৎরূপে ফুসফুস প্রভৃতি শৈল্পিক বিজ্ঞিহারা আবৃত শরীরস্থানের রোগ চিকিৎসায় বিলক্ষণ প্রাণসা লাভ করিয়াছে ।

এমনিয়াম্-সল্টগাত্রই স্বক্রে মুহু প্রদাহ, লোহিত বর্ণ ও কথঞ্চিৎ ক্ষীতি উৎপন্ন করে । কিন্তু শীঘ্রই তাহাতে উদ্ভেদ দেখা দেয় ; এই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন সন্টের মধ্যে কথঞ্চিৎ প্রভেদ দৃষ্ট হইলেও প্রথমে পুষ্ণহীন ফুসফুড় জন্মিলে ক্রমে তাহা রসবিষিকায় ও অবশেষে ক্ষতে পরিণত হওয়া সকলেরই সাধারণ লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে ।

এমনিয়াম্ কার্ক গ্রন্থিল স্নায়ুগুণে ক্রিয়া উৎপন্ন করিয়া হৃৎপিণ্ড ও ধমনীমণ্ডলের ক্ষণিক উত্তেজনা এবং প্রায় সম্পূর্ণ শরীরযন্ত্রেরই কথঞ্চিৎ ক্রিয়োত্তেজনা বৃদ্ধি করে । ইহা মস্তিষ্ক আক্রমণ করে না ।

১। এমনিয়াম কার্কনিকাম্ ।

প্রতিনাম—সেক্সই কার্কনেট অব্ এমনিয়া ।

সাধারণ নাম ঃ—স্মেলিং সন্ট । গ্রাল ভলাটাইল ।

উপচয় ঃ—আর্দ্র-শীতল বাতাসে ; সিক্ত পোন্টিসে ; শরীর ধৌত করিতে ; ঋতুপ্রাবকালে ।

উপশমন ঃ—উদর চাপিয়া শয়নে (এসেটিক এসি) ; বেদনাবৃত্ত-পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে (পাল্‌স্) ; শুষ্ক দিবসে ।

সম্বন্ধ ঃ—এমন কার্কের কার্যপ্রতিষেধক—আর্ণিকা, ক্যাম্ফর, হিপার, উদ্ভিজ্জাশ্ল, সাধারণ তৈল, (যেমন তিলের, বাদামের, জলপাই-য়ের তৈল) এবং ক্যাষ্টর অইল । ইহা বাহার কার্য প্রতিষেধক—রাস বিষের এবং কীটদংশনের । ইহা ল্যাকেসিসের প্রতিযোগী ঔষধ । ইহা প্রধানতঃ শরীরের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করে ।

তুলনীয় ঔষধ ঃ—এপিস, এমন মিউ, বেল. ক্যাম্ফর, কেলি কার্ক, ল্যাকেসিস, হিপার সালফ, ফস্ ।

লক্ষণ ।

মনঃ—উদাশ্র এবং জড়ভাব ; সম্পূর্ণ নৈরাশ্র ; বিস্মৃতিশীল ।
লিখিতে এবং কথা বলিতে ভুল হয় ।

নাসিকা—প্রাতঃকালে মুখ প্রক্ষালন করিতে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব । নাসিকা হইতে স্রোত বহিয়া তীব্র স্রাব নির্গত হয় । নাসিকা হইতে জ্বালাযুক্ত স্রাব স্রোত বহিয়া পড়ে । নাসিকার সর্দি ; ঋতুস্রাবকালীন নাসিকা সর্দি কখন শুষ্ক থাকিয়া নাসিকা রুদ্ধ করে ও রক্তনীতে বর্দ্ধিত হয়, কখন বা তাহা তরল থাকে এবং ঝরে । সর্দি বাতীতই অধিকাংশ সময়ে রক্তনীতে নাসিকার রোধ ঘটে এবং রোগী মুখ দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস টানিতে বাধ্য হয় । মস্তক নত করিলে নাসাগ্রের রক্ত ধাবিত হয় ।

শ্বাসপ্রশ্বাস—স্বরযন্ত্রমধ্যে শ্লেষ্মার সঞ্চয় এবং কর্কশ স্বর । স্বরভঙ্গ । সামান্য কতিপয় সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতেও অত্যন্ত শ্বাসরুদ্ধ । রোগের ভোগকালমধ্যে শ্বাসরোধের আশঙ্কা । ধূলার কণিকা গলদেশে থাকার ছায় শুষ্ক কাসি, বিশেষতঃ রক্তনীতে । প্রত্যহ রক্তনী ৩টা অথবা ৪টার সময় প্রচণ্ড কাসি । বক্ষের আক্ষেপিক সংকোচন বশতঃ বেদনার অনুভূতি জন্মিলে স্বরযন্ত্রের উত্তেজনায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসি । নত হইলে দক্ষিণ বক্ষে সূচিবোধবৎ বেদনা ।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ীস্পন্দন—অতিশয় উৎকর্ষার আবেশ এবং শ্রবণযোগ্য হৃৎকম্প হওয়ায় বোধ যেন রোগীর মৃত্যুকাল উপস্থিত ; শীতল ঘর্ম্ম, উচ্চ শব্দযুক্ত ও কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস ; হস্তের কম্প ; রোগী কথা কহিতে পারে না । নাড়ীস্পন্দন দ্রুত আঘাতিক ।

মূত্রযন্ত্র—মূত্রস্থালীর ভয়ানক বেগ । নিদ্রাকালে অনৈচ্ছিক মূত্রনিঃসরণ ।

স্ত্রীজন্মনেন্দ্ৰিয়ঃ—বহিস্থ স্ত্রী অঙ্গের ক্ষতি, চুলকনা এবং জালা । ঋতুস্রাব অতি শীঘ্রাগত এবং অতি প্রচুর । উপবেশন এবং গাড়ীতে চলার অবস্থায়, বিশেষতঃ রজনীতে, অতি প্রচুর ঋতুস্রাব । ঋতুস্রাবের আরম্ভে কলেরার দ্বায় লক্ষণ উপস্থিত হয় । ঋতুশোণিত কাল্চে ও চাপ চাপ । কখন বা তীর থাকায় উরুদেশ শাজিয়া যায় । ঋতুস্রাবকালে সমস্ত শরীরের, বিশেষতঃ উরুর ক্লাণ্ডি জন্মে ও হাই উঠে ; দন্তশূল, কটিতে বেদনা ও শীতভাব । বিদাহী ও ক্ষতকর স্বেতপ্রদর ।

• **হ্রস্কঃ**—ভয়ানক চুলকনা, চুলকাইলে জালাযুক্ত ফোঁকা উৎপন্ন হয় । শরীরের উর্দ্ধাংশ লাল থাকে । উপত্যক স্থানিত হয় ।

প্রদর্শক লক্ষণ ।

মাংসল এবং বলিষ্ঠা স্ত্রীলোকদিগের পরিশ্রমহীনতা বশতঃ নানাবিধ রোগঃ এবং কোমলাঙ্গী ও কোমল হৃদয়ের স্ত্রীলোকদিগের রোগঃ প্রাণ লইবার জন্য স্ফেলিং সপ্টের (কার্বনেট অব এমনিয়া) বোতল, অথবা ক্যাস্কর ও মাস্ক প্রভৃতি উত্তেজক ঔষধ যাত্রাদিগের সর্বক্ষণ নিকটে রাখিবার প্রয়োজনঃ—এমন কার্কের সাধারণ রোগের কোন নির্দিষ্ট প্রদর্শক লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় না । তবে উপরে যাহা লিখিত হইল স্ত্রীলোকদিগের সাধারণ রোগে তাহা এমন কার্কের প্রদর্শক বসিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে । কিন্তু রোগবিশেষে ইহার লক্ষণ বিশেষ স্পষ্টতা প্রাপ্ত হইলে প্রদর্শক বলিয়া গ্রহণ করা যায়, যেমন মুখধৌত করণকালে নাসিকা হইতে শোণিতস্রাবঃ ; নাসিকাসর্দি, “স্নাফলস্” বা শিশুদিগের নাসিকারোধকর সর্দি এবং ডিফ্‌থিরিয়া রোগে

বিশেষতঃ রজনীতে, নাসিকার রোধবশতঃ মুখ দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস করিবার আবশ্যকতা, ঋতুস্রাবের আরম্ভে কলেরার হ্রাস লক্ষণের উপস্থিতি ইত্যাদি ।

চিকিৎসা ।

সেরিনো-স্পাইনেল মিনিঞ্জাইটিস্ বা মস্তিষ্ক-মেরু-মজ্জাবেষ্ট প্রদাহ :—এই রোগের প্রথম-বছায়, রোগবিষের প্রবল আক্রমণে কখন কখন রোগী জড়বৎ অভিভূত ও প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া পড়ে । তাহার শরীর শীতল ও নীল হইয়া যায় । নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্বল হয় । এমনিয়াম্ কার্ব প্রয়োগে এই সকল রোগীর প্রতিক্রিয়াশক্তি পুনরাগত হওয়ায় অল্প উপযোগী ব্যবস্থা দ্বারা তাহার আরোগ্য সাধন করা যায় ।

নাসিকা সর্দি ও কাস বা কাফ্ ; ক্রণিক ব্রঙ্কাইটিস্ বা পুরাতন নলৌষ ও এম্ফিসিমা বা ফুস্ফুসের কোষময় বিল্লির বায়ুক্ষীতি :—এমনিয়াম্ কার্বের নাসিকাসর্দিরোগে রজনীতে নাসিকা ক্লদ্ব হইয়া যায় এবং রজনী ৩টা অথবা ৪টার সময় রোগের বৃদ্ধি হয় । নাসিকারন্ধ্রে ক্ষত ও অবদারণভাব জন্মে এবং কখন কখন শিশুদিগের নাসিকা হইতে কেলি বাই ও এম্ফ্রা-প্রিসিন্ধার ঠায় নীলাভ স্লেষ্মা নির্গত হয় । সময়ে সময়ে আব বিদাহী প্রকৃতির হওয়ায় উল্লেখ্য হাজিয়া যায় এবং কণ্ঠনলী ও বায়ুনলী বহিয়া জ্বালা করে । অচুত্ব জন্মে যেন গলনধো কোন বস্তু আছে । স্ফুড়স্ফুড়ন্ত গুচ্ছ কাস, স্বরভঙ্গ এবং বক্ষে স্লেষ্মাসঞ্চয় হওয়ায় রোগীর অত্যন্ত কষ্ট থাকে । অবশেষে রজনীতে শ্বাসরোধকর গুচ্ছ কাসি এবং নৃহ হইতে প্রচুর লালার নিঃসরণ হইতে থাকে । বক্ষে নাড়ীস্পন্দনের

আঘাত হয়। ইহা শীতকালের কাসির পক্ষে বিশেষ উপযোগী।
ক্লেদবৎ গয়্যারে শোণিত অঙ্ক থাকে। ৩টা রজনীতে রোগের বৃদ্ধিতে
ইহা কেলিস সপ্টা নিচয় সহ তুলনীয়।

নাসিকা সন্ধিতে নাসারন্ধ্রের বোধ, বিদারীশ্রাব ও ঠাণ্ডাম বা বৃদ্ধান্তি
বাহিয়া অবদারণ বা কাঁচাভাব থাকিলে এমন কার্ভ সহ তুলনীয়
ঔষধ, যথা—

(১) এমন কপ্তি—গলমধ্যে জালাযুক্ত কাঁচাভাবের অনুভূতি
সহ স্বরবদ্ধ থাকিলে ইহা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(২) কার্ভো ভেভল্—ঠাণ্ডামের উর্দ্ধ হইতে নিম্নগামী কাঁচা-
ভাবের অনুভূতি ও জালায় ইহা উপরিউক্ত দুই ঔষধের তুল্য।

(৩) লরসিরেসাস্—ইহার গয়্যারেও রক্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
কলঙ্ক থাকে।

পুরাতন লক্ষাইতিস্ রোগে বায়ুনলী বা ব্রঙ্কিয়াল টিউবের
পঞ্জিহীনতা নিবন্ধন ফুস্ফুস-কোষনিচয়ের বায়ুক্ষীতি বা
এম্ফিসিমা রোগ জন্মে। ফুস্ফুসে প্রভূত শ্লেষ্মাসঞ্চয় হয় এবং
বায়ুনলীর বিস্তৃতি ও ইতিমা প্যামোনিয়া বা
ফুস্ফুসের শোথ জন্মে। এই সকল রোগে রোগী অত্যন্ত
দৌর্বল্য ও জড়তা প্রাপ্ত হয়, অবিরত কাসিতে থাকে, কিন্তু তাহাতে
কিছুমান গয়্যার উঠে না অথবা কষ্টে সামান্য কিছু উঠে। নিদ্রানুতা,
বিড়বিড় করিয়া অন্ন গ্রহণও থাকিতে পারে। ইহাতে এমন
কার্ভ প্রয়োজ্য।

নিউমনিয়া বা ফুস্ফুসপ্রদাহঃ—নিউমনিয়া-রোগে
রোগীর অত্যধিক দুর্বলতা বশতঃ হৃৎপিণ্ডগহ্বরে রক্তচাপ জন্মিলে
এমন কার্ভ উপকারী।

মুরিমিয়া বা মূত্রক্ষরবিকারঃ—মূত্রশ্রাবের বোধ

হইলে তাহার বিষাক্ত বস্তু শোণিত দ্রবিত করায় মস্তিস্কীয়
বিকারাদি নিম্নলিখিত নানাবিধ লক্ষণে এমনিয়াম
কার্ব উপযোগী ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। ফলতঃ স্কালেটিনা
বা আরক্তজ্বর, হৃদ্রোগ, নিউমনিয়া, ব্রঙ্কাই-
টিস, এন্টিসিমা ও ফুসফুসের পক্ষাঘাত
প্রভৃতি যে কোন রোগের চরমাবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ বশতঃ
অক্সিজেন বা অম্লজানাভাব হওয়ায় কার্বনিক এসিড প্রভৃতি কর্তৃক
বিষাক্ত শোণিতের পচনাবস্থা ঘটিলে যে সকল বৈকারিক লক্ষণ উৎপন্ন
হইয়া থাকে তৎপ্রতিকারের পক্ষে এমনি কার্ব অত্যন্ত প্রধান
ঔষধ বলিয়া গণ্য। লক্ষণ—রোগীর নিদ্রালু অবস্থায় বক্ষে সঞ্চিত
শ্লেষ্মায় বহুৎ বহুৎ বৃদ্ধি জন্মিলে শ্বাসপ্রশ্বাসে ঘড় ঘড় শব্দ হইতে থাকে,
প্রলাপে রোগী পতঙ্গ ধরার (Grasping at flocks) চেষ্টায় ছায় শূণ্ডে
হস্ত প্রসারণ করে ও তাহার ওষ্ঠ নীল অথবা নীললোহিত এবং জিহ্বা
কটাসে বর্ণ হয়। এস্থলে এন্টিম টার্ট ইহার অতি নিকটসম্বন্ধীয়
ঔষধ। অবস্থাবিশেষে আস' এবং কার্ব ভেজ'ও তুলনীয়।

আণিকা—টাইফয়েড অবস্থায়িত আণিকা রোগীতে নূনাধিক
উপরিউক্ত প্রকৃতির লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। রোগী নিদ্রালু ও জড়বৎ
অবস্থায় থাকে এবং প্রশ্নের উত্তর করিতে করিতে নিদ্রাগ্রস্ত হয়।

এমনিয়াম কার্বের ধূম অজ্জারবাষ্পের বিষ-
ক্রিয়ার কুফল নষ্ট করিতে সক্ষম। আণিকা এবং
বতিষ্ঠাও কখন কখন ইহাতে সুফল প্রদান করিয়াছে।

স্প্রেন্ বা মচকান :- আঘাতপ্রাপ্ত সন্ধি তপ্ত ও বেদনা-
যুক্ত হইলে এমনি কার্ব ব্যবহার করা যায়। এরোগে ইহা
আণিকা, সালফুরিক এসিড এবং এমনি মিউ
সহ তুলনীয়।

আরক্তজ্বর বা স্কালে'ট ফিবার । এমনি-
রান্ কার্বনিকাম্ এরোগের অত্যন্ত উপকারী ঔষধ বলিয়া গণ্য
হইয়াছে । গলদেশের বহিরাভ্যন্তর ক্ষীত, তাহার গ্রন্থিনিচয় বিরুদ্ধ এবং
উভয় টনসিল গ্রন্থি ক্ষীত ও স্ৰবৎ নীলাভ হয় এবং শিশু নিদ্রান্ত থাকে ।
এই নিদ্রালুতা, তৃণবীজবৎ উদ্ভেদ, এবং ক্রমঃবর্ণ গলমধ্য ইহাকে বেল
হইতে প্রভেদ করে ।

২ । এমনিয়াম্ মিউরিয়েটিকাম্ ।

প্রতিমাশ ।—এমনিয়াম্ ক্লোরাইড্ ।

সম্প্রক ।—উষ্ণ জলে স্নান এমন মিউ সেবনের কুফল নষ্ট
করে । এমন মিউহোর কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যান্ফর, কফিয়া,
চিপার সাল্ফ, নাক্‌স্‌ ভ এবং বিটার এমণ্ডস্‌ । বিষমাত্রার পক্ষে ভিনিগার
অথবা উত্তিজ্জায় । এমন মিউহোর পরে প্রযোজ্য ঔষধ—এটি
ক্ল, ফস্‌, পাল্‌স্‌ ড্যানিক ।

ভুলনীয়া ঔষধ ।—এলুমি, এমন কার্ব, এমন কষ্ট, আর্স,
আর্জে নাই, কষ্ট, কোলি কার্ব, মিউ এসি, নেট্‌ মিউ, কস্‌, সিলিক্‌, সাল্ফ ।

সাধারণ ক্রিয়া ।—এমনিয়াম্ মিউরিয়েটিকাম্ শোণিতের
সংযামকশক্তির হ্রাস ও গ্রন্থিস্রাবের এবং সূত্রজন পদার্থ বা ফাইব্রিণ
নিঃসরণের বৃদ্ধি করিয়া থাকে । ইহা ঘূরিয়া পরিত্যাগেরও সাহায্য
করে । শৈল্পিক ঝিলিতে, বিশেষতঃ স্বাস্থ্যের শৈল্পিক ঝিলিতে, ইহার
বিশিষ্ট ক্রিয়া বশতঃ তাহার আব বৃদ্ধি পায় । শোণিত সহ মিশ্রিত হইলে
ইহা অংপিণ্ডের উত্তেজক রূপে কার্য্য করে ।

লক্ষণ ।

স্বাস্থ্য ।—বোধ যেন তাপে শোণিত অবিশ্রান্ত ভাবে ক্ষীত
হইতেছে । প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানের পরে সম্পূর্ণ শরীরে ঘৃষ্টবৎ

বেদনা । শরীরভাষ্যে তাপে বৃদ্ধি উঠার ভাষ্য বোধ হওয়ায় দুর্বলতা বশতঃ পক্ষাঘাতবৎ অতৃষ্ণতা জন্মে । মধ্যাহ্নভোজনের পর মুক্তনায়ুন্মধ্যে ভ্রমণকালে হঠাৎ অতিশয় দুর্বলতা ঘটে । প্রাতঃকালে অত্যধিক দুর্বলতা ।

নাসিকা :- যদি হইলে নাসিকার রোধ ঘটে ও ঘ্রাণশক্তির অভাব হয় এবং তাহাতে অত্যন্ত টাটানি ও স্পর্শসংস্কৃতি বেদনা থাকে । জননবৎ, তীব্র সন্দিগ্ধবে উদ্ধোক্তে ক্ষত জন্মে । গলনধো বিড় বিড় করায় হাঁচি হইতে থাকে ।

শ্বাসপ্রশ্বাস :- স্ববদ্যে জ্বালা ও স্বরভঙ্গ । কণ্ঠাতে গুড় গুড় করিলে গুরু কাসি । রজনীতে চীৎভাবে শয়ন করিলে কাসি হওয়ায় নিদ্রার ব্যাঘাত । বক্ষে ঘড় ঘড়ি । বক্ষে চাপ এবং সূচিবোধবৎ বেদনা হওয়ায় বোধ যেন তাহাতে এক গ্যাস থাও আটকাইয়া রহিয়াছে । প্রাতঃকালে বক্ষে কষ্টবোধ ।

মুখপাছর :- জিহ্বাগ্রে জ্বালায়ন্ত রসগন্ধিকা ।

গলমধ্য :- গলক্ষত হইলে গলমধ্যের আঠাবৎ শ্লেষ্মা এত কঠিন হয় যে তাহা গলা খাঁকর দিয়া উঠান যায় না । টন্সিল গ্রন্থিতে দপদপানি । শৈত্যসংস্পর্শে জ্বর টন্সিল গ্রন্থি ক্ষীত হওয়ায় গিলিতে কষ্ট ।

আমাশয় :- আমাশয়ে চর্কণবৎ বেদনা ; হিক্কা ; উদগার ; বিবমিষা ; মুখ হইতে জল উঠা ।

কুক্ষিপ্ৰদেশ :- উভয় কুক্ষিপ্ৰদেশেই সবিরাম বেদনা । অপরাহ্নে ও ভ্রমণকালে দক্ষিণ কুক্ষিতে সূচিবোধবৎ বেদনা এবং জ্বালা । উপবেশনা-বহায় প্লীহার সূচিবোধবোধ ।

উদর :- নাভির চতুর্দিকে কামড়ানি বেদনা ।

মল এবং মলদ্বার :- মলত্যাগকালে এবং তাহার পরেও

কতিপয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত সরলান্নে ও মলদ্বারে অত্যন্ত জ্বালা । সরলান্নের চুলকনাবৃত্ত টাটানি ; ইহার পার্শ্বে অনেকগুলি পুয়গুটিকা জন্মে । সন্ধ্যাকালে অথবা ভ্রমণের সময় মলদ্বার হইতে শিশ্নমূল পর্য্যন্ত প্রদেশে ছিন্নবৎ বেদনা । কোষ্ঠবদ্ধে বিষ্ঠা কঠিন ও বুৰবুৰে থাকে এবং তাহা অনেক চেষ্টা দ্বারা নিঃসারিত করিতে হয় । উদরাময়ের বিষ্ঠা সবুজ ক্লেদযুক্ত, এবং আম চকচকে ও চিমসে থাকে । কঠিন বিষ্ঠা আমজড়িত ।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রিয় :—অতি শীঘ্রাগত ঋতুস্রাবকালে উদরে ও মাজায় বেদনা হয় এবং রজনীতে স্রাব অধিকতর হইলেও বেদনা থাকে । ঋতুস্রাবকালে অল্প হইতে রক্তযুক্ত স্রাব । নাভির চতুর্দিকে চিনটি কাটার ত্রায় বোধ হইলে অণুলালার ত্রায় এবং মূত্রত্যাগান্তে কটা ক্লেদনয় ও বেদনাবৃত্ত ষ্ঠেতপ্রদর ।

উদ্ধ্বাস :—দক্ষিণপ্রকোষ্ঠ অবশ হওয়ার ত্রায় ভারি বোধ ।

নিঃস্রাব :—বাম বক্ষণ বা হিপসন্ধিতে বেদনা হওয়ায় বোধ যেন কণ্ডুরানিচয় অতীব খর্ব হইয়াছে, রোগী চলিতে ও লম্ফ দিতে বাধ্য এবং উপবিষ্টাবস্থায় অস্থিতে চর্কণবৎ বেদনা । উপবেশনাবস্থায় উরুর সম্মুখাংশে ছিন্নবৎ বেদনা । উপবেশন বা শয়নাবস্থায় জজ্বাদেশে আক্লষ্টতা সহ আততভাব । ভ্রমণকালে জজ্বাপেশীর (Hamstring) বেদনা হওয়ায় বোধ যেন তাহা অতীব খর্ব । পেশীর খর্বতা হওয়ার ত্রায় সন্ধির আততভাব বশতঃ রোগী বক্র হইয়া ভ্রমণ করিতে বাধ্য । কুঁচকিতে মোচড় লাগার ত্রায় বেদনা হওয়ায় রোগী ঋজু হইয়া ভ্রমণ করিতে পারে না । দক্ষিণ গুল্ফে ক্ষতবৎ বেদনা ।

জ্বর :—সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে শীতভাব এবং যত বার জাগরিত হয় ততবারই শীতের অনুভূতি ।

অঙ্ক ১—সম্পূর্ণ শরীরে যক্ষ্ম যক্ষ্ম উদ্ভেদ । হাম ও বমস্তের ত্রায় উদ্ভেদ ।

প্রদর্শক লক্ষণ ।

পুষ্ঠে উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থানে শৈত্য-
নৃত্ত্বতি ১—ইহা সাধারণতঃ কাসি অথবা কাসিহীন বেদনাদিতে ও
বক্ষরোগে উপস্থিত হয় এবং এই সকল রোগ অথবা বক্ষরোগ উপসর্গরূপে
বর্তমান থাকিলে অগ্রাগ্র রোগেও এমন মিউ প্রদর্শন করে ।
লাইক অথবা ফসের উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থানের জ্বালায় ত্রায়
ইহাও অতি নির্ভরযোগ্য প্রদর্শক লক্ষণমধ্যে গণ্য ।

চিকিৎসা ।

স্নায়ুশূল বা নিউরেল্জিয়া ১—মস্তক, ললাট এবং
মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল অথবা “ক্রেভাস মাইগ্রেণ” এবং প্রসপ্যাল্জিয়া
প্রভৃতি স্নায়ুশূল এমনিয়াম মিউরিয়েটিকাম্ আরোগ্য
করিয়াছে বলিয়া ইহার বিলক্ষণ প্রসিদ্ধি আছে ।

ইহার হিপ্ বা নব্রণ সন্ধির বেদনায় রোগী বোধ করে যেন তৎসংসৃষ্ট
কণ্ডরানিচয় সঙ্কুচিত হইয়াছে, রোগী খোঁড়াইয়া চলে ও উপবেশনাবস্থায়
অস্থিতে চৰ্চণবৎ বেদনা অনুভব করে ।

সাইনাইটিক বা প্রুপ্ৰসী ১—এ রোগের বেদনার উপবেশ-
নাবস্থায় বৃদ্ধি, ভ্রমণকালে কখন কখন উপশম এবং শয়ন করিলে সম্পূর্ণ
উপশম হইলে এমন মিউদ্বারা উপকার পাওয়া যায় । জঙ্ঘা
সঙ্কুচিত বোধ । পদের বাঁকি হওয়ায় রোগী বেদনা পায় এবং পদে
ঝিন্ঝিনি ধরে ।

শস্ত্রহীন অঙ্গের অবশিষ্টাংশের স্নায়ুশূলেও এমন মিউ দ্বারা
উপকার পাওয়া যায় ।

নাসিকাসর্দি ; গলক্ষত বা সোর থোঁটি এবং টনসিলাইটিস বা টনসিলগ্রন্থিপ্রদাহ ;—নাসিকা-সর্দিতে দিবস অপেক্ষা রজনীতে অধিকতর নাসিকারোধ ঘটে । এক এক সময়ে অত্যন্ত নাসিকা রুদ্ধ হইয়া থাকে এবং নাসিকা হইতে হাজা-কর জলবৎ স্রাব হওয়ায় নাসারন্ধ্র ও উদ্ধোষ্ঠের ক্ষতভাব জন্মে । গলমধ্য ক্ষত হওয়ায় রোগী মুখ খুলিতে পারে না । মুখ এবং গলমধ্য আটা শ্লেষ্মাপূর্ণ হইলে তাহা অতি কষ্টে নিষ্ঠূত হয় । টনসিল গ্রন্থি দশ দশ করে ; ইহাট্ট এমন মিউক্লের বিশেষ লক্ষণ । এই লক্ষণ টনসিলগ্রন্থিপ্রদাহে এবং আরক্ত জ্বরের অতীব কঠিন গলগহ্বররোগনিবন্ধন নূনাধিক স্বাসরোধে এমন মিউকে আমাদিগের স্মরণপথে আনয়ন করে ।

কাসি ; ব্রঙ্কাইটিস বা নলৌষ এবং সক্ষাকাস বা থাইসিস ;—উপরিউক্ত সর্দিতে বা স্বতন্ত্রভাবে এমন মিউক্লের কাসি উপস্থিত হইতে পারে । প্রচণ্ড কাসিতে বোধ যেন স্বরযন্ত্রের লালাগ্রন্থি উত্তেজিত হওয়ায় মুখ লালানাপূর্ণ হইয়া উঠে । স্বরভঙ্গ হয় এবং অতি তীব্র স্রাব হওয়ায় স্বরযন্ত্রে অবদারণ জন্মে ও তাহা জালা করে । থাইসিস, ব্রঙ্কাইটিস্ প্রভৃতি সর্বপ্রকার বক্ষবোগেই অংশফলকাস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্তীস্থানে শৈত্য-নুভূতি জন্মে । বক্ষের গুরুত্বানুভূতি জন্ম রোগী কষ্টবোধ করে । এমন কার্ভের এই গুরুত্ব সহ জালা থাকে । কখন কখন রোগী বক্ষের কষ্টানুভূতির সময়ে তাহাতে একখণ্ড আগন্তুক বস্তু থাকা অনুভব করে । অনেক সময় রোগী বলে বক্ষের কোন ক্ষুদ্র স্থানবিশেষ নাড়ী স্পন্দনের সমসাময়িকরূপে জালা, দপ দপ ও বেদনা করে ।

যক্কুরোগ—পুরাতন শোণিতাধিক্য ;—অতি-মিক্র গণ্ডপান, কুইনাইন্ সেবন প্রভৃতি বশতঃ যক্কুতের পুরাতন শোণিতা-

দিক্য এবং বিবৃদ্ধি জগিলে এমন মিউ অত্যন্ত উপকারী ঔষধ ।
'রোগী বিষন্ন হয় এবং তাহার বিষ্ঠা আমজড়িত থাকে ।

কোষ্ঠবদ্ধ :- এমন মিউহের কোষ্ঠবদ্ধে শিষ্টা কঠিন শুষ্ক ও ঝুর ঝুরে থাকে এবং তাহা অতি কষ্টের সহিত ত্যাগ করিতে হয় । কখন কখন বিষ্ঠা শ্লেষ্মাক্ত থাকে ; কষ্টিকামের বিষ্ঠাও আমমাখা থাকে এবং চৰ্কি মাখার হ্রাসচক চক করে ।

স্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—জরায়ুর স্থানচ্যুতি ;
অণ্ডাধাররোগ ; শ্লেথপ্রদর বা নিউকরিয়া :-
স্রীজননেন্দ্রিয় রোগে এমন কার্ব অপেক্ষা এমন মিউ লক্ষণ অধিকতর পরিষ্কৃত হওয়ায় ইহা অধিকতর কার্যকারী । কুচকি-
দেশে প্রবল আকৃষ্ট ভাবের অনুভূতিতে রোগীর সম্মুখে বক্র হইয়া চলিতে বাধ্য হওয়াই ইহার অতি প্রকৃষ্ট প্রদর্শক লক্ষণ । রোগী অত্যন্ত কুচকিতে আকৃষ্টবৎ বেদনা বোধ করে । কখন কখন রোগী বোধ করে যেন তাহার কুচকিতে প্রবল টান লাগিতেছে । কুচকিদেশে স্থচিবেধ ও কর্তনবৎ এবং টাটানি-বেদনা হয় । এই সকল লক্ষণ জরায়ুর স্থানভ্রষ্টতা ও অণ্ডাধারের রোগপ্রকাশক এবং এমন মিউহের নির্দেশক ।
এমন মিউসদৃশ কোষ্ঠবদ্ধ ইহার সহানুবর্তী লক্ষণ । কটা, চাপ চাপ অথবা পরিষ্কার ও অণ্ডলানা বা এম্বু-
মেনবৎ শ্লেথপ্রদর উপরিউক্ত রোগের অত্যন্ত লক্ষণরূপে বর্তমান থাকে ।

আণিকা— ইহারও স্রীরোগে কুচকিতে টান লাগার হ্রাস আকৃষ্টবৎ বেদনা থাকে ।

এপিস্— ইহাতে তলপেটের এক পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তর পর্য্যন্ত আকৃষ্টতা এবং স্বকের টান টান বা আততভাব থাকে ।

রক্তোবাহুল্য বা মেনসের্জিফা :—এমন মিউ-
হোর রক্তোবাহুল্য রোগে রক্তনীতে ঋতু অথবা রক্তস্রাব
হয়। বতিষ্ঠার ঋতুস্রাবাধিক্যেও রক্তনীতে বা রক্ত-
নীতে শয়নাবস্থায় রক্ত স্রাব হয়।

ক্রিনাভেজাট—শয়নাবস্থায় ঋতুস্রাব হয়, উঠিয়া বসিলে অথবা
ভ্রমণকালে তাহা বন্ধ থাকে।

লিলিফ্রাম টাই—চলাফেরা করিলে ঋতুস্রাব হয়, স্থির হইলে
বন্ধ থাকে।

ম্যাগ্নে কার্ব—কেবল রক্তনৌ অথবা শয়নাবস্থায় রক্তস্রাব
হয়, ভ্রমণ কালে বন্ধ থাকে।

পুরাতন রসবাত বা রিউম্যাটিজম্ :
অঙ্গাদি মচকান বা স্পেণ্ডেলের পুরাতন ফল :—
এমন মিউহোর ক্রিয়ার সন্ধিদেশ সঙ্কুচিত বোধ হয়। ইহা
তান্তব উপাদান আক্রমণ করিলে উরুপশ্চাতের পেশীকণ্ডার সঙ্কোচন
উৎপন্ন হওয়ায় ভ্রমণকালে রোগী তাহা কঠিনরূপে আকৃষ্ট বোধ করে।
কালব্যাপী অঙ্গচালনায় এই লক্ষণের উপশম। অঙ্গাদিতে মোচড় লাগার
পুরাতন কুফলসংশোধনের ইহা অগ্রতম ঔষধ।

গুল্ফ বা পাদমূলের ক্ষত :—পাদমূলে ক্ষত হওয়ায়
তাহাই ছিন্ন ও সূচিবোধে বেদনা রক্তনীতে বৃদ্ধি ও ঘর্ষণে উপশম হইলে
এমন মিউ উপকারী।

ম্যাঙ্ক্যানান্—রসবাতিকধাতুর রোগীদিগের গুল্ফ রসবাতা-
ক্রান্ত হইলে ইহা উপকারী। রোগী পায়ে ভর দিয়া চলিতে পারে না।
ইহার বাতজ লক্ষণ গুল্ফের ক্লৃষ্ণ বর্ণ প্রায় নীলাভ স্থান প্রকাশ পায়।

স্ট্রাবাইনা—শোণিত সম্প্রদা স্ত্রীলোকদিগের গুল্ফের যে
স্রোগকে বাতজ প্রদাহ বলা যায় ইহা তৎপক্ষে উপযোগী।

এন্টিমব্রু—গুল্ফদেশের টাটানি বেদনায় উপকারী ।

লিডাম সা, প্র্যাফা এবং নেট কার্ব—পাদমূলের ফোক্ষা আরোগ্য করে ।

এলিফ্যান্টিসিমা—পাছকা অথবা ষ্টিকিনের ঘর্ষণে পাদমূলে ক্ষত জন্মিলে ইহা দ্বারা উপকার হয় ।

শাল্ফস এবং কষ্টিকাম্ গুল্ফ রোগের অন্ততম ঔষধ ।

৩। এমনিয়াম কষ্টিকাম্ ।

তুলনীয়া ঔষধ :—এমনিয়া-সল্টনিচয়, এরাম টি, কেলি কষ্টিকাম্ ।

সাধারণ ক্রিয়া :—এমনিয়াম্ কষ্টিকামের অধিকাংশ লক্ষণই ইহার বিধিক্রিয়া হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । বাষ্পাকারে ইহার শ্বাস গ্রহণেই হউক আর সেবন করাতেই হউক ইহা হৃৎপিণ্ডের প্রবল উত্তেজক-রূপে কার্য্য করিয়া থাকে । ইহা শৈল্পিক ঝিল্লির প্রগাঢ় উদ্দীপনা উপস্থিত করায় নাসিকা হইতে বিন্দাহী, জালাযুক্ত ও ক্ষতকর শ্রাব হয় এবং ঠোঁর্গাম্ বা বুকাস্থির পশ্চাদ্দেশে গ্রাহিয়া জালাযুক্ত অবদারণ ভাব জন্মে । শৈল্পিক-ঝিল্লিতে ইহা শোথ ও ক্ষত উৎপন্ন করে । ইহার ক্রিয়ায় রোগী অতীব দুর্বল হইয়া পড়ে । ইহা বায়ুনালী আক্রমণ করায় তাহার প্রদাহ বা ব্রকাইটিস্ জন্মিলে প্রচুর গয়ার নিষ্ঠূত হয় এবং শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হওয়ায় প্রায় শ্বাস রোধের উপক্রম দেখা যায় ।

চিকিৎসা ।

ডিফথিরিয়া বা মারাত্মক গলক্ষত :—নাসিকা-গহ্বরের ডিফথিরিয়া রোগে নাসিকা হইতে জ্বালানুস্কৃত ও হাজাকর শ্রাব জন্মিলে এবং রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িলে এমনিয়াম কষ্টিকাম্ উপকারী ।

এফনিয়া বা স্বরলোপ :—স্বরযন্ত্র ও ষ্টার্ণামের পশ্চাদ্দেশ বাহিরা জ্বালা ও অবদারণতাব থাকিলে এফনিয়ারোগে এমন কণ্ঠি উপকারী । স্বরলোপের চিকিৎসায় ডাঃ ফারিংটন ইহাকে প্রথম স্থানীয় ঔষধ বলিয়া বিশ্বাস করেন ।

মেমেনাস্ ক্রুপ বা সনিব্লিক ব্রুংরিকাসি :—কোন কোন কৃতবিদ্য চিকিৎসক এ রোগে এমন কণ্ঠিকে অমোঘ ফলদায়ক ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন ।

ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি রোগ :—এন্টিম টার্টের ত্রায় বক্ষে প্রচুর শ্লেষ্মার সঞ্চয় হইলে, এবং স্কার্ভোটিনারোগে পূর্বকথিতরূপ নাসিকাস্রাব থাকিলে, এবং অবস্থাবিশেষে স্বরযন্ত্র-দ্বারের আক্ষেপে ও স্বক-পেশীর রসবাতরোগে এমন কণ্ঠি দ্বারা উপকার হইয়াছে ।

৪ । এমনিয়াম্ ফস্ফরিকাম্ ।

চিকিৎসা ।

রসবাত রোগে হস্তাঙ্গুলির সন্ধিস্থানে ও হস্তপৃষ্ঠে গুটিকা জন্মিলে স্থলবিশেষে এমন ফস্ দ্বারা উপকার পাওয়া যায় । পুরাতন রসবাতিক বা রিউম্যাটিক গাউটরোগগ্রস্ত রোগীদের পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্ রোগে ইহা কখন কখন কার্যকারী । ইহা মুখমণ্ডলের পক্ষাবাত আরোগ্য করিয়াছে ।

৫ । এমনিয়াম্ ব্রমেটাম্ ।

সাধারণ ক্রিয়া :—অধিক মাত্রায় ব্রমাইড্ অব এমনিয়াম্ সেবন করিলে মানসিক জড়তা এবং শারীরিক অবসাদ জন্মে । ইহার বহিঃ প্রয়োগে শরীরস্থানের অসাড়তা উৎপন্ন হয় । ফলতঃ ব্রমাইড্

সল্ট মাত্রেরই প্রায় এইরূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে । গলমধ্য-রোগেও ইহার কাসির লক্ষণ অতীব আবশ্যকীয় বলিয়া জানিতে হইবে ।

চিকিৎসা ।

স্বরযন্ত্ররোগ—প্রতিশ্ফালন—বক্তাদিগের স্বরযন্ত্রের সর্দি রোগের পক্ষে এমনিয়াম্ ত্রমেটাম্ অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । ইহার আনুষঙ্গিকরূপে আক্ষিপক কাস থাকিতে পারে ; স্বরযন্ত্র মধ্যে শুড় শুড়ি, তাপ এবং জ্বালা থাকায় কাসি দিবারজনী, বিশেষতঃ রজনীতে, অবিশ্রান্ত ভাব ধারণ করে ।

লেক্চার ৫৫ (LECTURE. LV.)

কম্পজিটি জাতিভুক্ত ঔষধনিচয় ।

১। আর্টিমিসিয়া ভাল্গারিস্ । ২। এব্রটেনাম্ ।
৩। এব্‌সিস্থিয়াম্ । ৪। কার্ডুয়াস মেরিয়নাস্ । ৫। ন্যাফা-
লিয়াম্ । ৬। ল্যাক্টুকা ভিরসা । ৭। মিলিফলিয়াম্ ।
৮। সিনিসিয় অরাস । ৯। ইরিজিরণ । ১০। যুপে-
টরিয়াম্ পার্ফলিয়েটাম্ । ১১। যুপেটরিয়াম্ পার্শ্ব
রিয়াম্ । ১২। ট্যারাকসেকাম ।

১। আর্টিমিসিয়া ভাল্গারিস্ ।—(*Artemesia vulgaris*) ।

সাম্প্রদায়িক ক্রিয়া—স্নায়ুগুণেই ইহার প্রাথমিক ও প্রায় একমাত্র
ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, অথবা স্নায়বিক ক্রিয়া জন্মই ইহা রোগচিকিৎসায়
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । গতিদ স্নায়ুর উত্তেজনাক্রম ক্রিয়ার ফলে মৃগীবৎ
আক্কেপ এবং চক্ষুর ইন্টার্নাল রেক্টাম্ ও মিলিয়ারিপেশীর স্নায়বিক
উত্তেজনার প্রতিক্রিয়াঘটিত দুর্বলতায় ইহা বিশেষ প্রকারের ক্রিয়াগত
দৃষ্টিবিভ্রাট উৎপন্ন করে । কম্পজিটি জাতিভুক্ত প্রায় সকল ঔষধই, বিশেষতঃ
সিনা, চক্ষুতে নানাধিক ক্রিয়া প্রকাশিত করিয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।

মৃগী বা এপিলেপ্সি।—কোন প্রকার মানসিক ভাব-
বিপর্যয়, বিশেষতঃ ভীতিপ্রযুক্ত মৃগীর আক্রমণ নিবারণে আর্টি-
মিসিয়া উপকারী । ইহার রোগাক্রমণের কতিপয় আবেশ অতি
শীঘ্র শীঘ্র হইলে, পরে অনেক সময় পর্য্যন্ত বিশ্রাম থাকে এবং

সাধারণতঃ রোগী নিদ্রাভিত্ত হয়। ইহাকে “বৃহৎ-মূগী” বা “গ্র্যাণ্ড মল” (ফ্রেঞ্চ) বলে। ইহাতে অত্র যে এক প্রকার মূগীর আক্রমণ হয় তাহাকে “ক্ষুদ্র মূগী” বা “পেটিট মল” (ফ্রেঞ্চ) বলিয়া থাকে। শেষোক্ত প্রকারের আক্রমণে “অরা”দি কোন সতর্ককারী পূর্বলক্ষণ উপস্থিত হয় না; সম্ভবতঃ রোগী পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হয়, লক্ষহীনভাবে তাকায়, দুইচারিটা অস্পষ্ট কথা বলিতেও পারে, পরেই তাহার স্বাভাবিক অবস্থা পুনরাবৃত্ত হওয়ায় পূর্ববৎ পথ চলিতে আরম্ভ করে। পূর্বঘটনা স্মরণ থাকে না।

চক্ষুরোগ—দৃষ্টিদৌর্বল্য বা এস্ট্রেনপাইয়াঃ—
আব্রুটিনিসিয়া-চক্ষুরোগের একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে “রঞ্জিত আলোকের দিকে তাকাইলে রোগীর মাথা ঘুরিয়া উঠে”। রোগী যদি কোন রঞ্জিত কাচযুক্ত বাতায়ানের নিকটে উপবেশন করিয়া থাকে তাহাতে তাহার শিরোবর্ণন হয়। **চক্ষুদৌর্বল্য বা এস্ট্রেনপাইয়া** রোগেও ইহা উপকারী। চক্ষু কার্যালিপ্ত করিতে চেষ্টা করিলে চক্ষুতে বেদনা হয় এবং দৃষ্টিমালিন্য ঘটে। চক্ষু রগড়াইলে এই দৃষ্টিমালিন্য ক্ষণকালের জন্য উপশম পায়। চক্ষুপেশীর দুর্বলতা নিবন্ধন চক্ষুদ্বয়ের পরস্পরের সামঞ্জস্যভূত ক্রিয়া না হওয়ায় (Defective accommodation) এইরূপ দৃষ্টিদোষ ঘটে।

২। এব্রটেনাম্ (Abrotanum.)।

ভুলনীয় ঔষধঃ—এগারি, ব্যারাইটা, ব্রায়, কনা, সিমিসি, জেল্‌স্, ফস্, রাস্, জিক্।

সাধারণ ত্রিস্রাঃ—মূলতঃ ইহা স্নায়ুকেন্দ্র আক্রমণ করিয়া তাহাতে অনতিপ্রবল শোণিতাধিক্য উৎপন্ন করে এবং ফলস্বরূপ শরীরাত্মশে স্নায়ুশূলযুক্ত অসাড়তা এবং পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়।

স্নায়ুশূল বশতঃ রোগী অত্যন্ত অস্থির থাকে এবং শরীরচালনায় তাহার উপশম হয়। ইহার গৌণ ক্রিয়াফলে পুনরুৎপাদিকাশক্তি প্রভূতরূপে বিকস্তু হওয়ায় পুষ্টিক্রিয়ার প্রগাঢ় অবসাদ বশতঃ পরিপাকবিকার জন্মিলে অত্যধিক শারীরিক শীর্ণতা এবং শিশুক্ষয়রোগ উৎপন্ন হয়। শিশুদিগের ক্ষয়রোগেই ইহার বিশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তান্তুবোপাদান ও রসঝিল্লিতেও ইহা ক্রিয়া প্রকাশ করে।

চিকিৎসা :—হঠাৎ উদরাময়ের রোধ বশতঃ যদি প্রবল জ্বর ও রসবাতরোগে জ্বপিণ্ডের উত্তেজনা প্রযুক্ত বক্ষের আড়াআড়ি ভাবে জ্বপিণ্ডপ্রদেশে তীক্ষ্ণ ও কঠিন বেদনা হয় তাহাতে **এব্রটেনাম্** উপকারী। একরূপ **উদরাময়ে** শিশুদিগের নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয় (**এসিষ্ট্যাক্সিস**), যূত্রে শোণিত মিশ্রিত থাকে এবং রোগী উৎকর্ষযুক্ত ও কম্পভাববিশিষ্ট হয়। সন্ধির **রসবাতরোগ** হঠাৎ বসিয়া যাওয়ায় ভয়াবহ জ্বলক্ষণ উপস্থিত হইলে ইহা **নিডাম**, **অর্রাম**, এবং **ক্যালান্সিহা** সহ তুলনীয়। ফলতঃ রোগ স্থানান্তরিত হওয়া অথবা একস্থান হইতে অস্থিত হইয়া স্থানান্তর বা যন্ত্রান্তর আক্রমণ করা **এব্রটেনামের** একটি বিশেষ প্রকৃতি বলিয়া জানিতে হইবে। হঠাৎ কর্ণমূলগ্রাহির প্রদাহ স্থানচ্যুত হইয়া অণ্ডকোষ বা সন্ধিতে যাইলে **কার্ল ভেজফ** কিম্বা **পালুসে** তাহা আরোগ্য না হইলে **এব্রটে** আরোগ্য হইয়াছে। উদরাময়ের হঠাৎ অন্তর্দান বশতঃ রসপাত ও রক্তস্রাব উৎপন্ন হওয়ার বিষয় ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে; ইহা কখন কখন **অর্শরোগের** কারণ হইয়া থাকে।

প্লুরিসি বা ফুস্ফুসবেষ্টবিগ্নিপ্ৰদাহ :—**ব্রাহ্ম-নিয়ান্ন** প্রকৃত প্রদশক লক্ষণ উপস্থিত থাকিলেও যদি তাহা দ্বারা রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য না হয় এবং বক্ষপার্শ্বে চাপবৎ অনুভূতি

বর্তমান থাকে ও স্বাস্থ্যপ্রস্থাসের বাধা জন্মে, তদবস্থায় এব্রটে ফলপ্রসূ । ডাঃ কেণ্ট কোন মুমূর্ষুরোগীকে ইহা দ্বারা আরোগ্য করিয়াছেন । স্বাস্থ্যকৃচ্ছ, উৎকর্ষা, শীতল ঘর্ম্ম এবং হৃৎশূল প্রভৃতি ভয়াবহ লক্ষণযুক্ত শয্যাগত রোগিণীর আত্মীয়স্বজনগণ মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন । রোগিণীর রসবাত রোগ কোন উগ্র প্রলেপ দ্বারা চর্চাৎ আরোগ্য হওয়ার পর ব্যাধির আক্রমণ হয়, ডাঃ কেণ্ট ইহা শ্রবণ করিয়া এব্রটে প্রয়োগ করায় রোগিণী স্বরিত প্রকৃতিস্থ হইলেন ।

এব্রটেনাম্ রোগী শৈত্য এবং আর্দ্রশীতল বায়ু সহ্য করিতে পারে না । তাহাতে পুষ্টিবেদনা জন্মে এবং লক্ষণাদির রজনীতে বৃদ্ধি হয় ।

আমাশয় শূল বা গ্যাস্ট্র্যাল্জিয়া :—রোগের অবস্থা-বিশেষে এব্রটেনাম্ দ্বারা সাহায্য পাওয়া যায় । আমাশয়ে জালাযুক্ত ও টাটানি বেদনা হয়, এবং আমাশয় যেন জলমধ্যে ঝুলিয়া কিম্বা জলোপরি ভাসমান থাকার ছায় শীতল বোধ হয় । বমনের প্রকৃতিতে ক্যান্সারাদি কঠিন রোগের সন্দেহ জন্মে । ইহার উদরদক্ষণস্বরূপ কখন উদরাময় ও কখন কোষ্ঠবদ্ধ উৎপন্ন হয়, অথবা পার্শ্বাহতক্রমিক উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ থাকে । নেট্রাম সালফ ও জিঙ্কাম্ রোগীর ছায় ইহার রোগীও উদরাময়ের উপস্থিতিতে অপেক্ষাকৃত সুস্থ থাকে এবং কোষ্ঠবদ্ধ হইলে রসবাত, রক্তস্রাব ও অর্শ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ জন্মে ।

শিশুদিগের নাভি হইতে রক্তস্রাব এবং বালকদিগের হাইড্রসিল বা জলদোষরোগ এব্রট আরোগ্য করিয়াছে ।

শিশুক্ষয় বা ম্যারেস্‌মাসরোগের এব্রটেনাম্ অত্যন্ত প্রধান ঔষধমধ্যে গণ্য । ইহাতে শরীরের ক্ষয় বা শীর্ণতা অধঃ অঙ্গে

আরম্ভ হইয়া শরীরোর্ধ্বে বিস্তৃত হয়, অথবা শরীরোর্দ্ধাংশ সর্বশেষে শুষ্কতা পায় ; লাইক, নেট মি এবং সোরির শীর্ণতা শরীরোর্ধ্বে আরম্ভ হইয়া ক্রমে অধঃ অঙ্গে যায় এবং অনেক সময়ে উদরাময়ের হঠাৎ রোধ ঘটিয়া পীড়া জন্মে এবং রোগীর পর্যায়ক্রমিক কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময় থাকে, এবং অতি ক্ষুধায় উদরের কামড়ানি হয়, রোগী যাহা পায় হাম হাম করিয়া খায় এবং অজীর্ণ ভুক্তবস্ত্র মলসহ নির্গত হওয়ায় শীর্ণ হইয়া যায়। শিশু বড় অবসাদগ্রস্ত। অস্বাভাবিক ক্ষুধা থাকে এবং খায় কিন্তু শীর্ণ হইয়া যায়—এসেটিক এসি, এরটে, আয়ডিন, স্যানিক এবং টুবাকু। এরটে, এমন মি এবং আর্ডেজ নাইতে জস্যার অধিকতর এবং নেট মি ও সারজ্জোপ্যারিলান্ন গ্রীবার অধিকতর শীর্ণতা জন্মে।

৩। এব্‌সিন্থিয়াম্ (Absinthium)।

তুলনীয় ঔষধ :—আর্টি মল্‌গভা, এরটে, এল্‌কহল, বেল, ক্যাম, হায়সা, ট্র্যাম।

সাধারণ প্রিন্সিপাল :—ইহার মাদক ও সাধারণ ঔষধিক এবং যান্ত্রিক ক্রিয়োত্তেজক গুণের বশবর্তী হইয়া বুরপথের অনেকে ইহা নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা সেবনের প্রাথমিক ফল স্বরূপ মানসিক ক্ষুধা উপস্থিত হয়। কিন্তু উপযুক্ত মাত্রা অতিক্রম করিলে শীঘ্রই অতি ভয়াবহ প্রলাপদক্ষণ দেখা দেয়। প্রলাপকালে অনবরতঃ ভ্রমণ করা এই পর্যায়ভুক্ত সকল ঔষধেই দেখিতে পাওয়া যায়। এব্‌সিন্থিয়াম্‌রোগী নানাপ্রকার ভ্রান্তিপূর্ণ দৃশ্য দর্শন করে, এবং যন্ত্রণা বশতঃ ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়। ক্যামমিনা ও সিনা যন্ত্রণার উপশম হয় বলিয়া শরীর চালনা করে ; আন্তঃপ্রাণিক

ইচ্ছা করিয়া চলিয়া বেড়ায়। ফলতঃ ইহা মূলতঃ মস্তিষ্ক এবং মেরুমজ্জা, বিশেষতঃ মেডুলা অবলম্ব্যেটাপ্রদেশে বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহার শৈবোক্ত ক্রিয়াফলে পেশীকম্প, প্রবল ও ক্ষণিক (Tonic and Clonic) আক্ষেপ, মুখে ফেণোচ্ছলন, অনৈচ্ছিক মলত্যাগ ও রক্ত-স্রাবন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভ্রম ও প্রলাপকথন প্রভৃতি মৃগীবৎ লক্ষণ উপস্থিত হয়। গোণভাবে ইহা পুনরুৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি করায় প্রথমে ক্ষুধার বৃদ্ধি, পরিপাক শক্তির উন্নতি, শোণিতগতির বৃদ্ধি এবং স্রাবাদির ক্রিয়াক্ষমতা আধিক্য উপস্থিত করে। কিন্তু ন্যূনাধিক কাল পরেই ইহার অবশ্যস্তাবী প্রতিক্রিয়াবশতঃ পরিপাকবিকার এবং তদানুযায়িক লক্ষণপরিম্পরা উৎপন্ন হয়। ইহার ক্রিয়ার মত্তের ক্রিয়াসহ সৌমাদৃশ্য থাকিলেও তদপেক্ষা ইহা গুরুতর ফল উৎপাদন করে। যুবা ব্যক্তিদিগের রোগে ইহার অধিকতর ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

চিকিৎসা :—টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতিতে মস্তিষ্কের শোণিতাধিক্য বশতঃ ভয়াবহ প্রলাপ ও অস্থিরতা সহ ইতস্ততঃ ভ্রমণ, এবং মস্তিষ্কের অধদেশে রক্তাধিক্য হওয়ায় অনিদ্রা লক্ষণে এবিসিহ ফলপ্রদ হইয়াছে। ইহা মেরুমজ্জার শোণিতাধিক্য ও উত্তেজনা উৎপন্ন করিলে মৃগীবৎ সর্বদ্রাব্য আক্ষেপ হওয়ায় বৃদ্ধদিগের স্নায়ুরোগ-বেশের অন্তে বৃদ্ধির জড়তা ঘটিলে এবং শিশুদিগের সর্বদ্রাব্য আক্ষেপ বা কন্ভালসন অধিককাল স্থায়ী হইলে প্রযুক্ত হইয়া উপকার করিয়াছে।

৪। কার্ডুয়াস মেরিয়নাস (Carduus Marianus)।

ভুলনীর ঔষধ :—চেলি, সিঙ্ক, আয়ডি, মার্কু, পড।

সাধারণ ক্রিয়া :—কার্ডুয়াস মেরিয়নাস যক্ষুৎ এবং পোর্টাল বা যক্ষুদ্বার শিরা আক্রমণ করায় গ্রাভা বা জণ্ডিস্ এবং অন্ত্রাণ্ড পিত্ত-

বিকার উৎপন্ন হয় । এবং এই সকল লক্ষণ দূরীকরণ জন্ত প্রযুক্ত হইলে ইহা অতি স্পষ্ট সুফল প্রদান করে ।

লক্ষণ ।

মনঃ—মস্তকের অবসাদভাব । মানসিক বিশৃঙ্খলভাবযুক্ত শিরো-ঘূর্ণন ।

আমাশহ্রাদিঃ—তিক্তাস্বাদ এবং ক্ষুধাহীনতা । বিবমিষা ; উদগার ; লালাস্রাবের বৃদ্ধি এবং আমাশয়ের স্থিতি ।

উদরঃ—যকৃতের স্থিতি ও বেদনা ; যকৃতদেশে পূর্ণতার অনুভূতি এবং ত্রাবা । দক্ষিণপার্শ্ব চাপিয়া শয়নে যকৃতের আততভাব এবং চাপ ।

মলঃ—পর্যায়ক্রমিক কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময় । বিষ্ঠায় পিত্তের স্বল্পতা ।

মূত্রঃ—মূত্রে পিত্তের রঞ্জকপদার্থের বর্তমানতা । মূত্র অত্যন্ম, জ্বলন্ত এবং ঘোলাটে ।

চিকিৎসা ।

যকৃৎ রোগঃ—যকৃতের প্রবল রক্তাধিক্য বা হাইপারিমিয়া ; ত্রাবা বা জন্টিস্মঃ—গ্র্যাবলক্ষণযুক্ত যকৃৎ-রোগে মূত্র শিরঃশূল, তিক্তাস্বাদ, লোহিত পার্শ্ব ও অগ্রযুক্ত শুভ্র জিহ্বা এবং জ্বলন্ত ও তরল পদার্থের বমন থাকিলে কার্ল-ফ্রুহাস প্রযোজ্য । যকৃতদেশে অস্বস্তিকর পূর্ণতা বিশিষ্ট, বিষ্ঠা পিত্তগণ্যযুক্ত এবং মূত্র স্বর্ণাভ ; দক্ষিণ কৃষ্ণ ও আমাশয়োদ্ধি প্রদেশ স্পর্শে বেদনা । ডাঃ বার্ণেটের মতে “ষ্টার্ণায় বা সম্মুখ ও মধ্য বক্ষের নিম্নাংশের উপরিভাগে ঘোর কটাসে ত্বকস্থানের বর্তমানতা” কার্ল-ফ্রুহাস মেরিফিল্ডের উৎকৃষ্ট নির্দেশক বলিয়া গণ্য ; তিনি বলেন “ইহা যকৃৎ এবং জন্টিও

উভয়ের বিকার প্রদর্শন করে।” শরীররোপের পিত্তকলঙ্ক ইহার একটি প্রধান প্রদর্শক বলিয়া অনুমিত। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগাস্তিক পিত্তবিকার ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে। হাইড্র্যাপিসে তিক্তাস্বাদ, অস্ত্রের পুরাতন জড়ত্ব নিবন্ধন কোষ্ঠবদ্ধ, লেপযুক্ত জিহ্বা এবং হরিদ্রাবর্ণ মূত্র দৃষ্ট হয়। কার্‌ডুয়াস, এলো সহ তুলনীয়। ডাঃ হেল বলেন “শিরাবিকারে ইহা এলো ও হেমার মধ্যস্থান অধিকার করে। পিত্তশীলা রোগেও ইহা উপকারী।

সবিরাম জ্বর :—উপরি উক্ত গ্রাবালঙ্গণাদি বর্তমান থাকিলে শীতকম্পাদির অবস্থায়ুক্ত সবিরাম জ্বর ইহা যে আরোগ্য করিতে পারে তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়।

৫। থাফ্যালিয়াম্ (Gnaphalium)।

তুলনীয় ঔষধ :—কাম, কলগি, জ্যাথকুম্।

সাধারণ ক্রিয়া :—ইহার আদি ক্রিয়া মস্তিষ্ক-মেকমজ্জের স্নায়ু-মণ্ডলে হওয়ায় মুগ এবং অধঃঅঙ্গে ইহা স্নায়ুশূল উৎপন্ন করে। গোণভাবে ইহার ক্রিয়ায় ঋতুতিকার উপস্থিত হয়। পুনরুৎপাদিকাশক্তির বিকার লক্ষণস্বরূপ ইহাতে তৃণধঃ গুটিকা এবং মুখে বিশেষ প্রকারের ব্যোত্রণ ও চিত্রবিচিত্র কলঙ্ক দৃষ্ট হয়।

চিকিৎসা :—অবস্থাবিশেষে সান্নাটিকা বা অধঃঅঙ্গের স্নায়ু-শূলরোগে থাফ্যালিয়াম্ দ্বারা ফল পাওয়া যায়। তাঁহা স্নায়ু-শূল সান্নাটিক স্নায়ুর শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত হয়। বেদনায় আক্রান্ত শরীর্যাংশের অসাড়তা জন্মে অথবা অসাড়তা ও বেদনা পর্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়। ইহা কলসিন্দ্ৰ সহ তুলনীয়। বেদনা পদাঙ্গুলি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইহা পদাঙ্গুলির রসবাতবৎ বেদনা আরোগ্য করিয়াছে। উপরিউক্ত সান্নাটিকা বর্তমান থাকিলে ইহা স্নান

ও লালচে কটাবর্ণের আবয়ুক্ত রক্তোচ্ছ্রোপ আরোগ্য করিতে সক্ষম। বস্তিকোটরে অত্যন্ত কষ্ট থাকে। রক্তোচ্ছ্রোগে সহিদ্র বয়োব্রণ, তৃণধঃ গুটিকা এবং মুখে চিত্রবিচিত্র কলঙ্ক থাকিলে ইহা দ্বারা উপকার হয়।

৬। ল্যাক্টুকা ভিরসা (Lactuca Virosa) ।

তুলনীয় তম্বা :—কফিয়া, ড্রিসিরা, ওপিয়াম্ ।

. সাধারণ ক্রিয়া :—ইহা প্রধানতঃ মস্তিষ্ক ও স্নায়ুদণ্ডে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া নারীস্পন্দনের শক্তি ও সংখ্যার হ্রাস করে এবং রোগীর নিদ্রায় প্রবৃত্তি জন্মে। ক্রিয়ার কোন অবস্থাতেই ইহা অহিফেনের তায় মস্তিষ্ক ও শোণিতসঞ্চালনের উত্তেজনা আনয়ন করে না। ইহার পরোক্ষ ক্রিয়ায় পুনরুৎপাদিকাশক্তি ও স্বাস্থ্যের শৈল্পিক বিল্লি আক্রান্ত হয়। শরীরের অত্যন্ত ক্লান্তি ও দুর্বলতা জন্মে; শরীরে অনত্যন্ত আততভাব উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসা :—“স্বরবস্ত্রের উত্তেজनावশতঃ স্বাস্থ্যের অন্তর্ভূতি ও গলাধঃ গহবরে শুড়শুড়ি হইলে যে প্রচণ্ড আন্তঃসিক কাসিতে বক্ষ বিদীর্ণ হওয়ার তায় আশঙ্কা জন্মে” তাহাতে ল্যাক্টুকা উপকারী। প্রচুর শ্লেষ্মা নিষ্ঠূত হইলে কাসির নিবৃত্তি হয়। এস্থলে ইহা ড্রিসিরা সহ তুলনীয়।

মস্তিষ্কলক্ষণস্বরূপ “বিরক্তি ও খিটখিটে ভাব এবং চিন্তাশক্তির বিশৃঙ্খলা ও দৌর্বল্য; মস্তকে মৃদু বেদনা এবং দক্ষিণ কুক্ষির পূর্ণতা” প্রভৃতি ঔষধ-পরীক্ষোৎপন্ন লক্ষণপরম্পরামধ্যে নিকট সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় ডাঃ হিউজ অনুমান করেন যে, ইহা দ্বারা গুল্মবায়ুঘটিত শিরশ্চুল্ল, মস্তিষ্কায় দৌর্বল্যঘটিত নিদ্রানুতা এবং কোন বিশেষ প্রকারের শোণিতসঞ্চালক যকৃতরোগ আরোগ্য হইতে পারে।

৭। মিলিফলিয়াম (Millefolium)।

উপচয়ঃ—অস্থি এবং সন্ধিসন্নিহিত প্রদেশে ধীরগতির স্থচি-বেধবৎ অথবা দপদপানি বেদনা, শরীরের বামপার্শ্বে এবং হস্ত ও পদে অধিকতর থাকে। সন্ধ্যাকালে ও রজনীতে।

উপশমনঃ—ওয়াইন মত্ত পানে। সিবসে।

সম্বন্ধঃ—মিলিফলিয়াম যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—অরাম মিউ। মিলিফলিয়াম মস্তকে রক্তাধিক্য জন্মাইলে কাফিপানে তাহার উপশম।

ইহা যাহার পরে প্রযোজ্য—রক্তস্রাবে একন ও আণিকার।

ভুলনীঃ—আণিকা, কার্ক ভেজ, ইরিজি, হেমা, ইপিকা, সিনিসি অরি, ট্রিলি।

সাধারণ ব্রিহ্মাঃ—মেরুমজ্জের স্নায়ুর প্রাথমিক আক্রমণদ্বারা ইহা কৈশিক শিরামণ্ডলী, বিশেষতঃ বস্তুকোটরস্থ কৈশিক শিরামণ্ডলী বিকারগ্রস্ত করিলে বস্তুকোটরস্থ, নাসিকা ও ফুস্ফুস হইতে শোণিতস্রাব হয়। ইহার শোণিতস্রাব হেমামেলিসের স্রাব হইতে প্রবলতর।

লক্ষণ।

নাসিকা।—নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব; মস্তক এবং বক্ষে রক্তাধিক্য হইলেও ঐরূপ।

শ্বাসযন্ত্র।—অর্শের শোণিতের ও ঋতুস্রাবের রোধ নিবন্ধন কাসি হইলে পুনঃ পুনঃ উজ্জ্বল শোণিত নির্গত হয়, বক্ষে কষ্ট জন্মে এবং যক্ষ্মাকাশের রোগীর হৃৎকম্প হয়। বায়ুনলীতে অত্যধিক শ্লেষ্মার সঞ্চয়। ফুস্ফুসে বিদ্ধ করার ত্রায় বেদনা এবং ছল্বেধ ও ঘৃষ্টবৎ অহুভূতি।

জীজনেন্দ্রিয়।—ঋতুর রোধ অথবা অতি প্রচুরতা। অত্যধিক পরিশ্রম প্রযুক্ত জরায়ু হইতে রক্তস্রাব ও মস্তকে রক্তাধিক্য। শ্বেতপ্রদর।

সাধারণ লক্ষণ ।—অঙ্গাদিতে বিদ্ধ, আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ বেদনা ও রক্তাধিক্য । রক্তস্রাব ; শৈথিল্যবিশিষ্ট নির্যাসবিশেষতঃ শ্লেষ্মাস্রাব । ক্ষত হইতে, বিশেষতঃ রোগী পতিত হইলে প্রচুর রক্তস্রাব । অঙ্গাদির অত্যাধিক উত্তোলনের অথবা অতি পরিশ্রমের কুফল ।

চিকিৎসা ।—অধিকাংশ সময়ে বায়িক নির্যাসবিশেষতঃ অথবা অত্যধিক শ্রম নিবন্ধন নাসিকা, কুস্কুম, অল্প এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয় হইতে উজ্জ্বল শোণিতস্রাবে মিলিফলিয়া দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় । শোণিতস্রাবে ইহা একনাইট সহ তুলনীয় হইলেও তাহার ত্রায় ইহাতে রোগী উৎকর্ষযুক্ত হয় না । অত্যাধিক রোগমধ্যে রক্তস্রাব, অর্শ, হাম্মাকান্ধ, শৈথিল্যবিশিষ্ট নির্যাসবিশেষতঃ প্রতিশ্লেষ্মা এবং গর্ভাবস্থার ভেদিকজ ভেইনস্ বা শিরাবিস্তৃতির চিকিৎসায় ইহা ফলপ্রদ ।

৮ । সিনিসিয় অরিয়াস্ (Senecio Aureus) ।

উপচয় ।—সাধারণতঃ অপরাহ্নে ।

তুলনীয় ঔষধ ।—ক্যাক্সে কা, হেলনি, ফস্, পাল্‌স্, গ্রাস্‌ই, সিপি ।

সাধারণ ক্রিয়া ।—ইহা দ্বারা শৈথিল্যবিশিষ্ট অতি প্রবলরূপে আক্রান্ত হওয়ায় তাহার উত্তেজনা জন্মে এবং তাহা হইতে অধিকতর শ্লেষ্মাস্রাব হয় । জননেন্দ্রিয় ও মূত্রযন্ত্র সহ ইহার বিশেষ এবং বায়ুনাড়ী ও অন্ত্রপথ সহ স্বল্পতর ক্রিয়াসম্বন্ধ দৃষ্টিগোচর হয় । গুল্মবায়ু এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের অত্যাধিক রোগের প্রক্ষিপ্তক্রিয়া নিবন্ধন স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রবণতার ত্রায় স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রবণতাও ইহা উৎপন্ন করিয়া থাকে ।

লক্ষণ :—হাঁচি এবং নাসিকার পূর্ণতা ও জ্বালা । সর্দিরোগ । সরল প্রতিগ্ৰায়িক কাসি, বিশেষতঃ আনুষঙ্গিকরূপে যদি ঋতুস্রাবের অনিয়ম বা রোধ ঘটে । বায়ুনলীর শ্লেষ্মাস্রাবের বৃদ্ধি হইলে বায়ুনলী এবং দুস্ফুস্ শ্লেষ্মাপূর্ণ বোধ হয়, কিন্তু কিছু উঠে না ।

মূত্রবন্ত্র বিকারবশতঃ মূত্রস্থলার তাপ ও বেগ হওয়ায় কৃষ্ণন হইতে থাকে ; কিড্‌নিপ্রদেশে বেদনা এবং পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ । শীতভাবের পর মূত্রবেগ এবং শোণিতরঞ্জিত মূত্র ত্যাগ । মূত্র অত্যন্ত ও অতিশয় রঞ্জিত থাকে । বারম্বার প্রচুর মূত্রের স্রোত বহিয়া নির্গমন । কিড্‌নিপ্রদেশে অল্প বেদনা ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগে শৈত্যসংস্পর্শ নিবন্ধন ঋতুরোধ । বাধক বেদনায় মূত্রদম্বক্ষীয় কষ্ট । পুত্রে বেদনা হইলে অতি শীঘ্র প্রচুর ঋতুস্রাব । বাধাপ্রাপ্ত অত্যন্ত ঋতুস্রাব । অনিয়মিত ঋতুস্রাব ; সময়ে অতি শীঘ্র, সময়ে বিলম্বাগত । ঋতুস্রাবের পরিবর্তে স্বেতপ্রদর অথবা স্বেত-প্রদরকালে মূত্রদম্বক্ষীয় কষ্ট ।

সাধারণতঃ রোগী বাতপ্রকৃতি ও অসহিষ্ণু । নিদ্রাহীনতা ও গুল্মবায়ুবৎ মানসিক ভাব । গভীর অনিদ্রায় জাজ্জল্যমান ও অসহ্যষ্টিকর স্বপ্নদর্শন ।

প্রদর্শক লক্ষণ :—অধিকাংশ রোগসহ স্ত্রীজননে-
ন্দ্রিয়বিকাৰের বর্তমানতা ইহার প্রদর্শক ।

চিকিৎসা :—জরায়ুর উত্তেজনাবশতঃ অনিদ্রা ঘটিলে সিমিসি জরায়ুর শান্তি বিধান করিয়া নিদ্রানয়ন করে ।

যুবতী স্ত্রীলোকদিগের নাসিকাসর্দিতে অবস্থা বিশেষে ইহা-
দ্বারা কার্য্য হয় ।

যুবতী স্ত্রীলোকদিগের অনেকদিন পর্য্যন্ত ঋতু বদ্ধ থাকিলে ক্রমশঃ
তাহাদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ ও রক্তহীনতা জন্মে । তাহারা থ্যাক্ থ্যাক্ করিয়া

কাসে এবং অনুকল্প রক্তস্রাব স্বরূপ রক্ত নিষ্ঠূত হয় । তাহারা প্রথমে প্রতিশ্লামিক যক্ষ্মাকাস বা ক্যাটারেল থাইসিস্ রোগগ্রস্ত হইলে অবশেষে ফুস্ফুসে গুটিকোৎপত্তি (Tubercle in lungs) হয় । রোগী সামান্য শৈত্যসংস্পর্শ সহ করিতে পারে না, তাহাতে কাসির বৃদ্ধি হয় ও ক্রমেই অধিক পরিমাণে গম্মার উঠিতে থাকে । রোগের প্রথমাবস্থায় সিনিসিস্ প্রযুক্ত হইলে ঋতুস্রাব পুনরানয়ন করিয়া ইহা রোগারোগা করিতে পারে ।

মূত্রযন্ত্ররোগে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের জরায়ু বিকার সংস-
বীয় মূত্রযন্ত্ররোগে সিনিসিস্ দ্বারা সাহায্য পাওয়া যায় । মূত্রত্যাগে
অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় । মূত্রহালীগ্রীবায় অশাস্তিকর তাপানুভূতি জন্মে । কিড্‌নি,
বিশেষতঃ দক্ষিণ কিড্‌নি প্রদেশে অত্যন্ত বেদনা হওয়ায় বিবমিষার উদ্বেক
হয় । এই সকল লক্ষণ থাকায় সিনিসিস্ কিড্‌নির পাত্থরি,
মূত্রশিলা বা অশ্মরি রোগের উদ্ভবশূল উপশম
করিয়াছে । সম্পূর্ণ মূত্রপথ হইতে রক্তস্রাব, বিশেষতঃ তাহা
ঋতুরোধবশতঃ হইলে এবং অবস্থা বিশেষে রক্তরোগ নিবন্ধন উদ্ভবী
প্রভৃতি জলশোথের পক্ষে ইহা উপকারী ।

রক্তোক্ষুচ্ছ বা ডিস্‌মেনরিয়া রোগে মূত্রবিকার
এবং কটি ও আমাশয় প্রদেশে কৰ্ভনবৎ বেদনা থাকিলে রোগী রক্তনাতে যদি
হক্ হক্ করিয়া কাসিতে থাকে সিনিসিস্ তাহার ঔষধ । সিক্ততা বা
পদ সিক্ত করা প্রভৃতি শৈত্যসংস্পর্শ প্রযুক্ত আর্ন্তবাতাব বা
এমেনরিয়ারোগে ন্নায়ুর উত্তেজনা প্রবণতা, আলস্য এবং জল-
শোথ জন্মিলে সিনিসিস্ প্রযুক্ত হয় । রক্তহীন বা নৃৎ-
পাণ্ডুরোগগ্রস্ত (Chlorotic) বালিকাদিগের স্বেতপ্রদররোগের ইহা
বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ । ইহাদিগের গাত্রবর্ণ সবুজাভ হওয়ায় ইংলণ্ড
প্রভৃতি দেশে এই রোগে গ্রিণদিকনেস বলে ।

৯। ইরিজিরন— (Erigeron)

ভুলনীয়া ঔষধ :—একন, সিনামম্, ইপিকা, স্রাবাই, সিকেলি, টেরিবি, টিলিয়াম্ ।

সাধারণ ক্রিয়া :—ধমনীমণ্ডলের পেশীর (unstripped muscular fibre) আক্ৰমণ দ্বারা ইহা শিথিলতা উৎপন্ন করায় নাসিকা, অন্ত্র ও অগ্ন্যাশয় যন্ত্র এবং বিশেষরূপে জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হয় । শোণিতের উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ এবং সামান্য গাত্রচালনায় রক্তস্রাবের বৃদ্ধি ইহার বিশেষতা । মূত্রযন্ত্রের ক্রিয়ায় ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র উৎপন্ন করে ।

চিকিৎসা ।

পুরাতন পণরিক্স বা পূরুশাভুরোপে তর্গন্ধ ও জ্বালা-যুক্ত মূত্র ফোঁটা ফোঁটা করিয়া নির্গমনকালে মূত্রপথ জ্বালা ও চন্ চন্ করিলে ইরিজিরন দ্বারা উপকার হয় । শোণিত স্রাব—কোন কোন চিকিৎসক প্রায় সর্বপ্রকার রক্তস্রাবের পক্ষেই ইরিজিরনকে অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন । জরায়ুর রক্তস্রাবকালে সরলার্দ্ৰ ও মূত্রস্থালীর উত্তেজনা এবং মূত্রকৃচ্ছ্র থাকিলে ইহা উপকারী । ইহার শোণিতস্রোত থাকিয়া থাকিয়া বহে ; প্রবল স্রোত বহিতে বহিতে চঠাৎ রোধ ঘটে, পুনঃ বহিতে থাকে ; শোণিত সহ কৃষ্ণবর্ণ শোণিতচাপ মিশ্রিত থাকে । প্রসবান্তিক রক্তস্রাব এবং মূত্রস্থালীতে মূত্রশিলার বর্তমানতা নিবন্ধন মূত্রস্থালী হইতে অদমনীয়া শোণিত স্রাব নিবারণেও ইহা সক্ষম ।

১০। যুপেটোরিয়াম পার্ফলিয়েটাম ।

(Eupatorium perfoliatum)

সম্ভ্রম :—য়ুপে পার্ফর পরে প্রযোজ্য—নেট মিউ, সিপিয়া ।

ভুলনীয় ঔষধ :—চেলিড, পড, লাইক (ছাবারোগে) ।
 ব্রায়নিয়া ইহার অতি নিকট সম্বন্ধযুক্ত সমক্রিয় ঔষধ । ব্রায় রোগীর
 প্রচুর ঘর্ম হয় ও সে বেদনার বৃদ্ধি জগ্ন স্থিরাবস্থায় থাকে ; যুপের ঘর্ম হয়,
 কিন্তু বেদনা জগ্ন সে অস্থির থাকে ।

সামান্য ক্রিয়া :—আমাশয়, যকৃত, তান্তুবোপাদান এবং
 বায়ুনলীর মৈত্রিক ঝিলিতে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শিয়া থাকে । আমাশয়-
 যকৃতমণ্ডলের রোগলক্ষণে ইহা পিত্তবমনাদি, তান্তুবোপাদান আক্রমণ-
 লক্ষণস্বরূপ অঙ্গাদির বহুতর স্থানে বেদনা ও টাটানি এবং বায়ুনলীতে
 ক্রিয়া ফলে কাসি ও স্বরভঙ্গ উৎপন্ন করে । ফলতঃ, শরীরে
 ইহা যে অবস্থা উৎপন্ন করে ম্যানেরিয়ারোগলক্ষণ সহ তাহার বিশেষ
 সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় । বৃদ্ধ এবং মৃত্যুপার্বাদিগের পক্ষে ইহা
 বিশেষ উপযোগী ।

লক্ষণ :—ঋসবৎ বিকারবশতঃ নাসিকাসন্ধিতে হাঁচি হয় ও
 প্রত্যেক অস্থি কন্ কন্ করে । স্বরবৎ সন্দি ও স্বরভঙ্গ । সন্ধ্যাকালে
 খ্যাক খ্যাক করিয়া কাসি । বায়ুনলীর টাটানি ও তাপ । কাসি হইলে
 চক্ষু জলপূর্ণ হয় এবং নুখের রক্তিম জন্মে । সবিরান অরেকের রোধ প্রযুক্ত
 প্রলাপকজ্ঞাসংযুক্ত কাসি । বক্ষে টাটানি থাকিলে ঋস টানিতে
 বর্দ্ধিত হয় এবং দাঁড়াইতে, বসিতে বা শুইতে রোগী শরীর বাঁকাইতে
 পারে না ।

রসবাতরোগ প্রবণতা বিশিষ্ট রোগীর বেদনা, অধঃ হইতে উর্দ্ধে যায় এবং
 রোগ সহ পিত্তনিশ্রিত উদরাময় জন্মে । রসবাত এবং পিত্তজরোগী অস্থিরতা
 সহ পার্শ্বপরিবর্তন করে, কৈকায় এবং ক্লাস্তি ও মুচ্ছার ঋয় বোধ করে ।

প্রতীক লক্ষণ :—সম্পূর্ণ শরীরে হৃষ্টবৎ
 বেদনায় অস্থি ভঙ্গের অনুভূতি—শরীরের টাটানি ও
 কনকনানি আর্গিকাতেও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তীক্ষ্ণতায় তাহা

স্বপেটোরিয়ামের কনকনানি বেদনা সহ তুলনীয় নহে । ইহার ঘৃষ্টাভূতি এতাদৃশ প্রবল যে, রোগী বোধ করে যেন তাহার সম্পূর্ণ শরীরের অস্থি ভগ্ন হইয়াছে অথবা সন্ধিনিচয় হইতে অস্থির স্থানচ্যুতি ঘটয়াছে ।

চিকিৎসা ।

সর্দিরোগ—নাসিকাসর্দি ; ইন্ফুয়েঞ্জা বা দেশ ব্যাপক প্রতিশ্ণায় ; ল্যারিঞ্জিয়াল ক্যাটার বা সরযন্ত্র সর্দি ; এফনিয়া বা সরলোপ ; কাসি ।—স্বপেটোরিয়াম পার্ফলিয়েটামের উপরিউক্ত সাধারণ সর্দি ও ইন্ফুয়েঞ্জা প্রভৃতি সর্দিরোগ মাঝেই সম্পূর্ণ শরীরের ঘৃষ্টবৎ কনকনানি বেদনায় রোগী বোধ করে যেন তাহার অস্থিনিচয় ভগ্ন হইয়াছে । সরযন্ত্র প্রভৃতি উর্দ্ধ শ্বাসযন্ত্রপথের অত্যন্ত টাটানি, সরযন্ত্র এবং কাসি হয় । সাধারণ নাসিকা সর্দিতে অত্যন্ত তৃষ্ণা থাকে, কিন্তু রোগী জলপান করিলে বমন হইয়া যায় । কঠিন কাসিতে বোধ হয় যেন শরীর ভগ্ন হইয়া যায়, মস্তক এবং বক্ষে আঘাত লাগায় রোগী ভ্রমিস্থ হইয়া মস্তক ও বক্ষ হস্ত দ্বারা ধারণ করে । সাধারণ সর্দি রোগে ইহা অনেক বিষয়ে ভ্রান্ত সহ তুলনীয় । “হাড় ভাঙ্গা বেদনার” বর্তমানতাই ইহার বিশেষতা । এই সকল রোগলক্ষণ সহ তরুণ পিত্তবিকারের উপস্থিতি ইহার অধিকতর নিশ্চয়্যাক প্রদর্শকরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে । অনেক চিকিৎসক ইন্ফুয়েঞ্জারোগের প্রথনাবস্থার চিকিৎসায় কেবল স্বপেটোরিয়ামের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকেন ।

সবিরাম জ্বর এবং প্রাতিশ্ণায়িক জ্বর বা ক্যাটারেল ফিবার,—“অস্থিবেদনা এবং শীতকম্পের অন্তর্ধানের

সঙ্গে সঙ্গে বমনের বিরতি” স্যুপে পার্ফর সবিরাম জরের প্রদর্শক । এই জরে ইশিকা জরের ত্রায় আগাশয়লক্ষণ উপস্থিত হয়, সম্পূর্ণ শরীরে আর্গিকার ত্রায় পেশীর বেদনা থাকে এবং শীতকম্প পর্যায়ক্রমে এক দিবস সকালে ও পর দিবস সন্ধ্যাকালে আক্রমণ করে এবং শীতের পূর্বে তৃষ্ণা হওয়ায় জল পান করিলে তাহা ও তিক্ত পিত্ত বমন হইয়া যায় । ফলতঃ তৃষ্ণা, জলপান এবং তিক্ত বমনের উপস্থিতি প্রযুক্ত রোগী বুঝিতে পারে শীতকম্প আসিতেছে, কেননা সে “যথেষ্ট জল পান করিতে পারে না।” কটিতে শীত আরম্ভ হয় ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তকে চাপাহুভূতি জন্মে । ডাং বেজ “মস্তকে চাপ এবং ললাটে গুরুত্বাহুভূতিকে” এ জরে স্যুপে পার্ফর নিশ্চয়াক প্রদর্শক বলিয়া বিবেচনা করেন । তাপের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের বেদনার বৃদ্ধি হয় । ঘর্ম্ম অত্যন্ত, অথবা হয় না । কিন্তু অগ্নাত লক্ষণ সুস্পষ্ট থাকিলে প্রচুর ঘর্ম্মেও ইহার ক্রিয়ার বাধা জন্মে না । স্যুপেটোরিয়াম-জরের আক্রমণের অনিয়মিত পরিদূরণ হয় । যকৃতের বিকার থাকে এবং গাত্রে পীড়া জন্মে ।

পিত্তশ্লেষ্মা জরে পিত্তের বমন, বক্ষ, পেশী ‘ও’ অস্থির বেদনা, নাসিকা হইতে সন্ধিস্রাব, চক্ষু হইতে জল স্রাব এবং চক্ষুগোলকে টাটানি এবং মস্তকে কনকনানি থাকিলে, ইহা অব্যর্থ ঔষধ মध्ये পরিগণিত ।

এশিস্—ডাং উল্ফ্ ইহাকে সবিরাম জরের অগ্নতম উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন । ঘর্ম্মে তৃষ্ণা থাকে না । অপরাহ্ন ৩ বা ৪ টার সময় শীত হয় ও তাহাতে তৃষ্ণা থাকে । রোগ অধিককাল স্থায়ী হইলে আম বাতের উদ্ভেদ দেখা দেয় ।

ব্রাস্টেক্স—উদ্দেশে শীতের আরম্ভ হয় ও সাধারণতঃ জরের সহিত শুষ্ক কাসি থাকে ।

১১। যুপেটোরিয়াম পার্‌পুরিয়াম ।

(*Eupatorium purpurium.*)

ভুলনীর তৈল :—এপিস, এপসাই, ক্যানা স্কাট, যুপে পার্‌ক সিনিসিয় ।

সাধারণ ক্রিয়া :—মূত্রযন্ত্র এবং পেশীমণ্ডলই হইার ক্রিয়ার প্রধান লক্ষ্য । মূত্রযন্ত্রে ক্রিয়া দ্বারা ইহা মূত্রস্রাবের বৃদ্ধি এবং মূত্রস্থালীর অত্যধিক উত্তেজনা উৎপন্ন করে । পেশীমণ্ডলে ক্রিয়া বশতঃ ইহা রসবাত স্ফূটন রোগ উৎপন্ন করে । স্নায়ুশৃঙ্খলে গোণ ক্রিয়ার ফল স্বরূপ ইহা স্থূল-বিশেষে অধঃ হইতে উর্দ্ধগামী স্নায়ুশৃঙ্খল, শ্রবণ ও দৃষ্টিভ্রম এবং চিন্তাবিভ্রাট উপস্থিত করে ।

লক্ষণ :—পৃষ্ঠে প্রচণ্ড কর্তনবৎ বেদনা । বৃক্কের গভীরদেশে মূত্র এবং কর্তনবৎ বেদনা । মূত্রত্যাগে মূত্রস্থালীতে এবং মূত্রপথে তীব্র চনচনি ও জ্বালা । মূত্রের পরিমাণের অত্যন্ত বৃদ্ধি । নির্ঝাধ মূত্রক্ষরণ, বিশেষতঃ শিশুদিগের । অবিশ্রান্ত মূত্রত্যাগেচ্ছা ; বারম্বার মূত্রত্যাগের পরেও মূত্রস্থালী পূর্ণ বোধ । মূত্রস্থালীতে টাটানি, বেদনা, গভীর কনকনানি অস্বস্তি এবং সর্দি ।

রোগী রসবাতরোগপ্রবণ ; বেদনা শরীরার্থঃ হইতে উর্দ্ধগামী হয় ও পিত্ত সংযুক্ত উদরাময় জন্মে । রসবাত রোগে ও পৈত্তিক জরে রোগী অস্থির থাকে, এপাশ ওপাশ করে, কঁকায় এবং ক্রান্ত ও মুচ্ছার ভাৱ বোধ করে ।

চিকিৎসা ।

রক্তক বা কিডনি এবং মূত্রস্থালীর প্রদাহ বা সিষ্টাইটিস :—পুরাতন অথবা নাতিপ্রবল মূত্রস্থালী প্রদাহরোগে স্ফুপে পার্‌পু প্রযুক্ত হইয়াছে । মূত্রকৃচ্ছ ই তাহার প্রধান লক্ষণ

রূপে বর্তমান থাকে । বৃদ্ধক ও মূত্রস্থালী কনকন করে এবং অবিশ্রান্ত মূত্রবেগ হইতে থাকে । উপরি উক্ত প্রকার লক্ষণের বর্তমানতায় ইহা মূত্র শিলা ও সবিরাম জ্বররোগেও প্রযোজ্য ।

শৈতাসংস্পর্শ নিবন্ধন পুরাতন অথবা নাতিপ্ৰবল কিড্‌নি-প্রদাহেও যুগ্মে পার্শ্ব প্রয়োগোপযুক্ত ঔষধ । এখানে কঠিন পৃষ্ঠবেদনা ইহার প্রদর্শক । মূত্রত্যাগে ন্যূনাধিক কষ্ট হয় অথবা মূত্রের সম্পূর্ণ রোধ ঘটে । এলবুমিনুরিয়া বা লালামেহ রোগে জ্বলশোথ জন্মিলে ইহা তাহার নিবারক । রোগী অত্যন্ত পরিমাম মূত্রত্যাগ করে, বহিঃশোথ বা ইডিমা জন্মে এবং হস্ত পদ শীতল থাকে ।

সায়্যাটিকা বা গৃধ্রসী এবং রসবাত বা কুম্যাটিজম্ ।—

অতি কঠিন বেদনায়ুক্ত দক্ষিণ পার্শ্বের সায়্যাটিকা রোগের ক্ষুণ্ণে পার্শ্ব দ্বারা উপকার হইয়াছে । বৃদ্ধাদিগের রসবাতরোগে অস্থির টাটানি এবং গুল্ফ বা পাদমূলসন্ধির ক্ষীতি প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ইহা তাহার ঔষধ ।

সবিরাম জ্বর বা ইন্টারমিটেন্ট ফিবার ।—
শীতকম্প পৃষ্ঠ হইতে আরম্ভ হইয়া বিস্তৃত হইলে ক্ষুণ্ণে পার্শ্ব সবিরাম জ্বর আরোগ্য করিতে পারে । ইহা এবং ক্ষুণ্ণে পার্শ্ব উভয়েই অস্থিবেদনা নিবারণে সক্ষম । অনেক লক্ষণেই উভয় ঔষধ তুল্য । ইহাদিগের প্রভেদ স্থিরীকৃত হয় নাই ।

১২ । ট্যারাকসেকাম্ (Taraxacum) ।

উপচয় ।—ইহার প্রায় সমুদয় লক্ষণই উপবেশন এবং শয়ন-বস্ত্রাণ ও বিশ্রামে বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয় (কাউপারথোয়েট—নানাপ্রকারে শরীর চালনায়) ।

ভুলনীহ ঔষধ ।—ব্রায়, ক্যাপ্‌সি, চেলি, হাইড্রাস্, নাক্‌স্, ভ, পাল্‌স্, স্পিজি ।

সাধারণ ত্রিহ্না :—ইহা প্রধানতঃ পরিপাকযন্ত্রপথ এবং যকৃততে ক্রিয়াপ্রকাশ করে ।

লক্ষণ :—শুভ্রলেপাদৃত জিহ্বার লেপ ছালের দ্বায় উঠিতে থাকে এবং জিহ্বাপরে লোহিতবর্ণ, বেদনায়ুক্ত ও স্পর্শাসহিষ্ণু এবং কলঙ্কযুক্ত স্থান থাকিয়া যায়—জিহ্বা দেখিতে চিত্রবিচিত্র মানচিত্রবৎ আকৃতিপ্রাপ্ত হয় । আহারান্তে মুখের তিক্তস্বাদ ।

তিক্ত উদগার ; হিক্কা । বিবমিষা নিবন্ধন শিরঃশূল ও উৎকর্ষা ; বসাপদার্থ আহার করার দ্বায় বমন । উদরের উভয় পার্শ্বে ও আমাশয়াধঃ উদরপ্রদেশে স্থচিবোধবৎ বেদনা । যকৃতের বিবৃদ্ধি ও দড়কচড়া ভাব । প্লীহাস্থানে বেদনা । উদরের চালনায় তদভ্যন্তরে জলবিষ গঠিত ও ভগ্ন হওয়ার অনুভূতি জন্মে ও চাপের সহিত নিষ্ফল মলবেগ হইলে অত্যন্ত কঠিন মলতাগ হয় । বিষ্ঠা কঠিন না থাকিলেও তাহা ভ্যাগে কষ্ট ।

চিকিৎসা ।

উদরাময় :—পিত্তযুক্ত বিষ্ঠার উদরাময় এবং যকৃতদেশে টাটানি বেদনা হইলে, তিক্ত আশ্বাদ ও মানচিত্রবৎ কলঙ্কযুক্ত জিহ্বা এবং আহার বা পানান্তে শীতের অনুভূতি প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে ঢ়ারাক্‌সেকাম্‌ উপকারী ।

জ্বর :—ঢ়ারাক্‌সেকামের টাইফয়েড প্রভৃতি জ্বরে রোগী স্থিরভাবে থাকিলে জজ্বার বেদনা অসহনীয় বৃদ্ধি পায়, এজন্ত অস্থিরতাসহ ছটকট করিতে থাকে, অবিশ্রান্তভাবে বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ কহে, তাহার মস্তকপশ্চাতে ওচণ্ড, ছিন্নবৎ বেদনা হয়, এবং আহার বা পানান্তে শীত বোধ করে ও জিহ্বা মানচিত্রবৎ কলঙ্কযুক্ত থাকে ।

লেক্চার ৫৬ (LECTURE LVI).

কেলি-সল্ট্‌স্‌।

১। কেলি আয়ডেটাম্‌। ২। কেলি কার্ব-
নিকাম্‌। ৩। কেলি ক্লরিকাম্‌। ৪। কেলি
নাইট্রিকাম্‌। ৫। কেলি পার্ম্যাঙ্গানেটাম্‌। ৬।
কেলি ফস্‌ফরিকাম্‌। ৭। কেলি ফেরসাইয়ানি-
কান্‌। ৮। কেলি ব্রমেটাম্‌। ৯। কেলি মিউ-
রিয়েটিকাম্‌। ১০। কেলি সাল্‌ফুরিকাম্‌।

সাধাৰণ ক্লিন্সা :—পটাস্‌ সল্ট বা লবন মাত্ৰেই, জলসহ
অতি প্ৰগাঢ় আকৰ্ষণেৰ সম্বন্ধ থাকায় ইহাৰা, বিশেষতঃ ইহাদিগেৰ মধ্য
কেলি বাইক্ৰমিকামাদি কোন কোন সল্ট জৈব পদাৰ্থ সংস্পৰ্শে আসিলে
অতি গভীৰ দেশ পৰ্য্যন্ত প্ৰবেশ লাভ কৰিয়া তাহাৰ ধ্বংস সাধন
কৰে। এই জন্ত এলিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ভূতপূৰ্বে কষ্টিক পটাসেৰ
বহিঃপ্ৰয়োগদ্বাৰা কাৰ্বাংকল ইত্যাদি ৰোগেৰ মৃত মাংসাদি দূৰ কৰিতে
ইহাৰ বহুল ব্যবহাৰ কৰিতেন। ইহাৰা উদরস্থ হইলেও অতি
সাংঘাতিক ধ্বংসকৰ বিষক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে। বহুযন্ত্ৰণাকৰ বিদাহী
ধ্বংসক্ৰিয়া হইতে ৰোগীৰ জীৱন ৰক্ষা হইলেও উপৰিউক্ত বিষক্ৰিয়াৰ
পৰিণাম স্বৰূপ দন্ধ গলদেশ ও অন্তৰ্ভাগী প্ৰভৃতি পৰিপাক যন্ত্ৰপথেৰ
প্ৰভূত সঙ্কোচন ঘটায় ৰোগীৰ ভবিষ্যৎ জীৱিতকাল ভয়াবহ কষ্টসাধ্য
এবং ৰোগজীৰ্ণ হইয়া থাকে।

উগ্ৰ পটাস্‌ সল্টেৰ তৰুণ ও প্ৰবল বিষক্ৰিয়াৰ উপশমনাৰ্থ
ভিনিগাৰ, লেবুৰ রস ও অধিক পৰিমাণে স্নিগ্ধ বা স্নেহ পদাৰ্থেৰ পান
ব্যৱহৃত হয়।

১। কেলি আয়ডেটাম্ (Kali Iadatum)

প্রতিদান্যঃ কেলি হাইড্রয়ডিকাম্ । সাধারণ নাম—আয়-ডাইড্ অব পটাস্ ।

উপচয়ঃ—রক্তনীতে ; শীতল বায়ুতে ; বিশ্রামে ।

উপশমনঃ—গাত্র চালনায় ।

সম্বন্ধঃ । কেলি আয় যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—মার্ক । যাহা ইহার কার্য্য প্রতিষেধক—হিপার সা ।

তুলনীয় ঔষধঃ—অরাম, যুফ্রে, কেলি বাই, হিপার সালফ্, আয়ডি, মার্ক, মিছিরি ।

সাধারণ ক্রিয়াঃ—কেলি আয়ডেটাম্ শৈথিল্য উপাদানে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে । এই ক্রিয়া মার্কারির ক্রিয়ার প্রায় তুল্য । ইহা তাহারই তায় শারীরিক রস রক্তাদি তরল পদার্থের বিশ্লেষণ এবং অত্যন্ত কঠিনতর দেহোপাদানের ধ্বংসোৎপন্ন করে । লসীকাগ্রস্থি ও সাধারণ গ্রন্থিগুণ্ডে ইহার ক্রিয়া অনেকাংশে আয়ডিনের সমান । তাহারই তায় ইহা উপরিউক্ত গ্রন্থিগুণ্ডার বিবৃদ্ধি ঘটায় এবং ক্রিয়ানাশ করে । ইহার প্রাতিজ্ঞায়িক প্রদাহে অজস্র স্রাব হয়, কিন্তু তাহাতে অরার বিশেষ প্রাধাত্য থাকে না । আয়ডিনের তায়ই ইহা মুখলালা ও মূত্রস্রাবের বৃদ্ধি এবং কিড্‌নির প্রদাহ উৎপন্ন করে । ইহার ক্রিয়ার অস্থিবেষ্টিকিল্লির ঘনত্ব জন্মে বলিয়া উপদংশজ গুটি বা নোড রোগে ইহা প্রয়োগে উপকার দর্শে ।

লক্ষণ ।

মনঃ—দুঃখ এবং ব্যাকুলতা ।

মস্তকঃ—মূর্দ্ধাদেশোপরে তাপ নিবন্ধন মস্তকের উপরে বেদনা হইলে বোধ হয় যেন মস্তক সবেগে খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে ।

মস্তক নত করিলে ললাটে স্ফুটবেধবৎ বেদনা । সন্ধ্যাকালে ললাটের বামপার্শ্বের বেদনার চাপে উপশম । মস্তকের শৈরিকসীতা বা সাইনাসে এবং ইথ্ময়েডু-অস্থিকোষে কনকনানি বেদনা । মস্তকপার্শ্বে ক্ষু বসানের তায় বেদনা । বাম চক্ষুর উর্দ্ধাংশে ছিন্নবৎ অথবা ঝাঁকির সহিত স্ফুটবেধবৎ বেদনা । মস্তকত্বক চুলকাইলে ক্ষত থাকার তায় অল্পভূতি ।

স্নান—পেশীকম্পন বা সাবসান্টাস টেণ্ডনাম । অস্থিরতাসহ শরীরচালনা । পক্ষাঘাত ।

মুখ—মুখ পাণ্ডুর ও বর্ণহীন । মুখের এবং জিহ্বার ক্ষীতি (বিশেষতঃ পারদের অপব্যবহারে) ।

চক্ষুঃ—কোটিরপ্রবিষ্ট চক্ষুর চতুর্দিকে নীলবর্ণ বৃত্ত । যোজক-ঝিল্লির শোণিতপূর্ণতা ও ক্ষীতি । রক্তপূর্ণ ক্ষীতিঝিল্লি বা কিমোসিস । চক্ষুর জালা এবং পূয়বৎ স্লেয়ার স্রাব । ঘোরদৃষ্টি । চক্ষুপুটের শোথ । চক্ষুর কালক্ষেত্র বা কণিয়ার উপরে পুয়গুটিকা ; আলোকাতঙ্ক এবং বেদনা রক্তমা থাকে না ।

নাসিকাঃ—তরুণ সন্ধিতে শ্রাণশক্তির অভাব । চক্ষু, নাসিকা গলাভ্যন্তর এবং তালুর শৈথিল্যক ঝিল্লি অত্যন্ত লোহিতবর্ণ হইলে চক্ষু হইতে প্রচুর জল স্রাব পুনঃ পুনঃ কাসির উদ্বেক এবং উর্দ্ধ চক্ষু পুটের ক্ষীতি হয় । প্রচণ্ড হাঁচি এবং নাসিকা হইতে তীব্র ও কখন কখন পরিক্রম জলস্রাব । নাসিকারন্ধ্রে অত্যন্ত আটাল স্লেয়ার সঞ্চয় । নাসিকা হইতে ঈষৎ সবুজাভ, কাল অথবা পীতবর্ণ এবং পচাটে ও ত্বকারজনক বস্তু কিস্মা পচা, ঈষৎ সবুজাভলোহিত রক্তস্রাব । নাসিকা-মূলে পূর্ণতা ও কশাভাবের অল্পভূতি । নাসিকা এবং ললাটস্থিতে দিপদিপানি ও জ্বালাকর বেদনা এবং ক্ষীতি । নাসিকাস্থিতে চর্কণবৎ বেদনার সঙ্গে ছুরিকাঘাত ও গর্ভ করার ন্যায় বেদনা ললাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ।

শ্বাসযন্ত্র :—স্বরযন্ত্রে মাংসাক্ষরের (Granulation) বেদনায় ন্যায় অবদারণবৎ বেদনা ; প্রাতে এবং সন্ধ্যায় স্বরযন্ত্রের টাটানি এবং শুষ্ক কাসি । স্বরযন্ত্রে অবদারণভাব হওয়ায় হক্ হক্ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসি । রজনীতে নিদ্রাভঙ্গে স্বরভঙ্গ ও শ্বাসকৃচ্ছ । সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতে হৃৎপিণ্ডপ্রদেশের বেদনায় শ্বাসকৃচ্ছ । শ্বাসপ্রশ্বাসের খর্ব্বতা । কষ্টবোধ । অস্বস্তি । সন্ধ্যাকালে শ্বাসযন্ত্রের বেদনায় বোধ যেন তাহা খণ্ডে খণ্ডে কণ্ঠিত হইতেছে । বামবক্ষের বেদনায় বোধ যেন তাহার বহির্দেশে ক্ষত আছে ; স্পর্শে বেদনার বৃদ্ধি । গভীর, ফাঁপা শব্দের কাসি হইলে ঈষৎ সবুজ গম্মার উঠে এবং বৃকের কড়া হইতে ছিন্নবৎ বেদনা বিস্তৃত হয় । ভ্রমণ করিতে ষ্টার্ণাম অস্থি ভেদ করিয়া পৃষ্ঠ অথবা বক্ষের গভীরদেশ পর্য্যন্ত ছিন্নবৎ বেদনা । প্রতিগ্রাষিক যক্ষ্মাকাসিতে পূষ্যকার গম্মার উঠে এবং রজনীধন্দ্র ও উদরাময় বশতঃ দুর্বলতা জন্মে । নিউমনিয়া অথবা লালামেহরোগের শেষফল স্বরূপ ফুসফুসের শোথ জন্মিলে সবুজবর্ণ ও সাবানের ফেনার ন্যায় গম্মার উঠে ।

হৃৎপিণ্ড :—হৃৎকম্পের ভ্রমণে বৃদ্ধি ; গ্রীবাগ্রস্থির স্ফীতি ।

মুখাগ্রহর :—জিহ্বাগ্রের জালা ও তদুপরি রসবিম্বিকা । মুখের শুষ্কতা । দন্তমাড়ির, বিশেষতঃ ক্ষয়িত দন্তের চতুর্পার্শ্বের দন্তমাড়ির স্ফীতি । মুখ হইতে অতিশয় দুর্গন্ধ নির্গত হয় । প্রচুর লালাস্রাব । হনুঅধঃগ্রস্থির স্ফীতি ও পূষসঞ্চার ।

গলাভ্যন্তর :—সর্দিলক্ষণে গলার শুষ্কতা এবং চুলকানি । থাইরইড গ্রন্থির স্পর্শসহিষ্ণু স্ফীতি । উপজিহ্বা এবং টন্সিল গ্রন্থির লোহিতবর্ণ এবং স্ফীতি জন্মিলে গিলিতে বেদনা ও কষ্ট হয় । উপজিহ্বা স্ফীত ও প্রলম্বিত ; শৈথিল্যকিয়মি শোথযুক্ত ।

আমাশয় :—অত্যন্ত তৃষ্ণা । বিবমিষা ও বমন । অত্যধিক মুখলালার সঞ্চয় ও ভয়ঙ্কর বমন ।

উদর :—হঠাৎ উদরের বেদনাবুক্ত স্ফীতি নিবন্ধন উদর যেন ফাটিয়া যাওয়ার ছায় বোধ, বারুনিঃসরণে নিবৃত্তি ।

মন :—অতান্ন, কঠিন মলের কষ্টে ত্যাগ । পাতলা সবুজ এবং হরিদ্রাবর্ণ জলবৎ উদরাময় ।

পুংজননেন্দ্রিয় :—লিঙ্গের বিস্তৃত স্ফীতি ও প্রদাহ ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় :—ঋতুশ্রাবকালে পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ । পাতলা, জলবৎ ও তীর স্বেতপ্রদর । স্তনের ক্ষয় ।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ :—চালনা করিলে কটিদেশের বেদনায় বোধ যেন তাহা সাঁড়াসি দ্বারা চাপিত হইতেছে ।

অঙ্গনিচয় :—পারদের অপব্যবহারে এবং উপদংশ, রসবাত অথবা ক্ষুদ্রবাত বা গাউট রোগ অস্থিবেষ্ট পর্য্যন্ত আক্রমণ করিলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছিন্নবৎ, তীর বেঁধার ন্যায় অথবা চর্কণবৎ বেদনা হয় ।

হৃৎক :—মুখে চুলকনাবুক্ত দ্রববৎ উদ্বেদ । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক অথবা পুয়গুটিকা মুখ, স্বক, পৃষ্ঠ ও বক্ষোপরে অধিকতর ।

প্রদর্শক লক্ষণ :—কেলি আয়ডেটামরোগের সংখ্যা অধিক নহে এবং ইহার সাধারণ প্রদর্শক লক্ষণও বিরল । উপদংশ ও পারদের অপব্যবহারের জন্য শরীরোপাদানাত্যহরে রসসঞ্চয় এবং অস্থির অর্বুদ ও স্ফীতি প্রভৃতি রোগে ইহার বিষয় আমাদিগের বিশেষরূপে স্মরণ হয় ।

চিকিৎসা ।

শিরঃশূল :—ললাট হইতে মস্তকপশ্চাৎ পর্য্যন্ত বিস্তৃত পেশীর সৌত্রিক ঝিল্লিতে গুটিকাৎ পদার্থ জন্মিলে মস্তকবাহিন্ধ উপরিউক্ত

গুটিকাতে এই বেদনা হয় । সম্ভবতঃ উপদংশ রোগে অবৈধ পারদসেবন অথবা রসবাত নিবন্ধন ধাতুদোষ এই রোগ উৎপত্তির কারণ এবং তজ্জগ্ৰাই কেলি আয় ইহার একটি প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য ।

মস্তিকোদক বা হাইড্রকেফেলোস্ :—ডাঃ কাফকা কেলি আয়কে এ রোগের অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করিতেন । মস্তকে তীরবেধার হ্রায় বেদনা, মুখের রক্তমা, শুষ্ক হক্ হক্ শব্দের কাসির রজনীতে বৃদ্ধি এবং রোগীর গণ্ডমালাধাতু ইহার প্রধান প্রদর্শক বলিয়া জানিতে হইবে । গুটিকারোগগ্রস্ত (Tubercular) গ্রন্থিবৃত্ত ব্যক্তিদিগের রোগে আয়ডিন প্রযুক্ত হয় ।

সান্নাটিকা বা গ্লুগ্রসী :—কেলি আয় রোগে বেদনার রজনীতে এং আক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে বৃদ্ধি ও শরীর-চালনায় হ্রাস । উপদংশ অথবা পারদের অপব্যবহার প্রযুক্ত রোগেই ইহার বিশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

কেলি বাই—বাম উরুতে তীর বেধার হ্রায় বেদনা হইলে ।

ফাইটল্যাঙ্কা—তীরবেধ ও ছিন্নবৎ বেদনার চালনায় বৃদ্ধি ।

কন্ট্রিকাম—দক্ষিণ পার্শ্বের তীক্ষ্ণ বিদ্ধবৎ বেদনা জাতু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় । চালনায় বেদনার বৃদ্ধি নিবন্ধন রোগী স্থির থাকিতে বাধ্য হয় । অসহনীয় বেদনা হঠাৎ আক্রমণ করিয়া লগ্ন থাকে ।

চক্ষুরোগ :—আইরাইটিস বা উপতারা প্রদাহ করই-ডাইটিস্ বা কৃষ্ণঝিল্লি প্রদাহ ; কিরাইটিস্ বা স্বচ্ছত্বক-প্রদাহ ।—উপদংশরোগ নিবন্ধন আইরাইটিস্ অথবা আইরিস এবং করইড ঝিল্লির যুগপৎ উপদংশ ঘটিত প্রদাহে যদি পারদের অবৈধ ব্যবহার হইয়া থাকে, কেলি আয় সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত ; অত্যাশ্রয় নার্ক কল ইহার অমোঘ ঔষধ । লক্ষণনিচয়ের

প্রচণ্ডতা, বিশেষতঃ উপদংশজ রোগে পারদের অপব্যবহার ইহার প্রদর্শক বলিয়া জানিতে হইবে। স্বচ্ছাবরকের উপদংশ ঘটত প্রদাহরোগও পারদের ব্যবহারচ্যুত হইলে উপকার করে।

নাসিকাসর্দি ও পুতিনশ্চরোগ বা অজিনা।— পারদ-জীর্ণ শরীর ও গণ্ডমালাধাতুর ব্যক্তিদিগের পৌনঃপুনিক সর্দি রোগে লোহিতবর্ণ ও ক্ষীত নাসিকা হইতে অতি প্রচুর, পাতলা, তীব্র ও হাজারকর শ্লেষ্মা স্রাব হইলে কেলি আকুডেটাম প্রযোজ্য। ইহাতে চক্ষু লাল, ক্ষীত ও জলস্রাববৃদ্ধ থাকে, চন্ চন্ করিয়া জ্বালা কবে, এবং গলাভ্যন্তরে অবদারণ ভাব জন্মে। রোগী ক্ষণে শীত ক্ষণে গ্রীষ্ম অনুভব করে, তাহার মূত্র অত্যন্ত ও অত্যন্ত রঞ্জিত। সামান্য শৈতাসংস্পর্শ ও সৈঁতা বাতাস রোগের পুনরাক্রমণের কারণ। উপদংশ, পারদের অপব্যবহার ও গণ্ডমালারোগে, অথবা তিনের সংযোগোৎপন্নরোগে কিম্বা উপরিউক্ত কারণে জীর্ণশরীর ব্যক্তিদিগের সম্ভানে, রোগ পুরাতনে বা পুতিনশ্চ রোগে পরিণত হয় এবং পাতলা ও তীব্র অথবা ঘন, সবুজ ও তুর্গন্ধ স্রাব দেখা দেয়, ও নাসিকায় জ্বালা ও নাসিকাস্থিতে ছিদ্রও হইতে পারে। ইহাতেও কেলি আকু উপকারী।

কেলি বাই—স্রুত শ্লেষ্মা চিমসা ও স্ফবৎ, এবং সর্দি কখন কখন গলাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া শ্বাস উপস্থিত করে। সর্দি সম্পূর্ণ শ্বাসঘর্মে বিস্তৃত হইলে অনেক সময় ইহা একনের পরে প্রযোজ্য।

ফুস্ফুসরোগ—নিউমোনিয়া; জলশোথ বা ইডিমা-পাল্মনাম্; থাইসিস্ বা যক্ষ্মাকাশ।—নিউমোনিয়া রোগে ফুস্ফুসের ঘনীভূত অবস্থার আরম্ভে বিঘাতনে যদি স্পষ্ট নিরেট শব্দ প্রাপ্ত হয় বায় তাহা হইলে ব্রায় ফস অথবা সাল্ফারের স্পষ্ট লক্ষণের অভাবে ডাং ফ্যারিংটন আকুডিন অথবা

কেলি আত্ম প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন । কুস্কুসের অতি বিস্তৃত অংশের ঘনীভূততা অথবা হিপ্যাটিজেশন বশতঃ তাহাতে শোণিত-গতির বাধা জন্মিলে মস্তিষ্কাদি যন্ত্রে রক্তাধিক্য ঘটে এবং অবশেষে মস্তিষ্কে জলসঞ্চয় নিবন্ধন রোগী মুমূর্ষুপ্রায় হইয়া উঠে । মুখের রক্তমা, চক্ষুতারকার নানাধিক বিস্তৃতি এবং নিদ্রালুতা প্রভৃতি ইহার প্রাথমিক লক্ষণে বেলাডনাই আমাদিগের স্মরণপথে আইসে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার রোগজনন লক্ষণে 'কুস্কুসের ঘনীভূততার অভাব থাকায় তৎপরিবর্তে এস্থলে কেলি আত্মই প্রযুক্ত হইয়া থাকে । ইহা রোগের বৃদ্ধির বাধা জন্মাইয়া আরোগ্য করিতে সক্ষম ।

কুস্কুসের জলশোথরোগেও ইহা উপকারী ঔষধ । ঈষৎ পীত ও সাবানের ফেনার ন্যায় গয়ার ইহার প্রদর্শক লক্ষণ ।

উপরিউক্তরূপ গয়ারনিষ্ঠীবন, রজনীঘর্ম্ম এবং প্রাতঃকালীন উদরাময় থাকিলে ভটিকোৎপত্তি নিবন্ধন যক্ষ্মারোগেও ইহা উপকারী । শেষ রজনীতে যেন বক্ষভগ্নকর কাসি উপস্থিত হয় । ফলতঃ পটাস সল্ট বা লবণ মাত্রই রজনী শেষে ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত, কাসির বৃদ্ধি করে । অনেক সময়ে এল্‌বুমিনুরিয়ারোগান্তে কুস্কুসের এইরূপ অবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

বৃক্ক বা কিড্‌নির ক্ষয়রোগ ।—ইহা যদি পারদের অপব্যবহার ঘটিত হয় তাহা হইলে কেলি আত্ম উপকার করিবে ।

পুরাতন লালামেহ বা গ্লিট ।—ডাং ফ্রাংক্রিন এ রোগে কেলি আত্মকে প্রশংসা করিয়াছেন । নেট্ মিউ, থুজা, নাই এসি ও নাকস ভ সহ এস্থলে ইহা অভুলনীয় ।

উপদংশ বা সিফিলিস্—অস্থিরোগ—গামেটা প্রভৃতি ।—তরুণ বা প্রাথমিক উপদংশরোগে কেলি আত্ম

কোন কার্য্য হয় না । ইহা পুতরান উপদংশ রোগজীর্ণ শরীরের বা উপদংশ রোগের তৃতীয়াবস্থার অস্থির ধ্বংসমূলক প্রাথমিক লক্ষণজ্ঞাপক ললাট-গহ্বরাস্থি এবং নাসিকাস্থির জ্বালাকর চর্কণবৎ বেদনায় ও উপদংশজ ক্ষতপ্রবণ ঘনবটিকাটির (Papule) পক্ষে উপকারী ঔষধ । যে ঘনবটিকা ক্ষত হইলে তাহার অধস্থ উপাদানের ক্ষয় হইয়া যায় অথবা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় তাহার বাধা জন্মাইয়া ইহা রোগীকে সুস্থ করিতে পারে । ত্বকের উপরিভাগের ক্ষতাক্ষ এবং চক্রাকার রুপিয়া (Rupia) নামক উদ্ভেদও ইহা আরোগ্য করিতে সক্ষম । জ্ঞাত থাকা উচিত উপদংশরোগজীর্ণ শরীরের উপরিউক্ত রোগ প্রভৃতির পক্ষেই ইহা প্রধান ঔষধ ; অতথা এতদ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা বৃথা । ইহা পারদের অপব্যবহার ঘটত কুফল নষ্ট করিতে সর্ব্বপ্রধান ঔষধ বলিলেও অতুক্তি দোষ ঘটে না ।

কেলি বাই—ইহার মূত্রের এবং গলাভাস্তরের উপদংশ-জাত ক্ষত তদস্থ উপাদান ধ্বংস করিয়া ক্রমশঃ গভীর হইয়া যায় ।

ত্বকরোগ—পুয়গুটিকা ; ক্ষত ।—কেলি আনুভির পুয়গুটিকা বা পাষ্টুল অধিকাংশ সময়ে মস্তকত্বক হইতে পৃষ্ঠের অধঃ পর্য্যন্ত স্থানে জন্মে এবং আরোগ্য হইলে, ক্ষতাক্ষ থাকিয়া যায় । গগুমালীয় অথবা উপদংশজ ক্ষতরোগে ইহা উপকারী ।

২। কেলি কার্বনিকাম্ (Kali Carbonicum)

সম্বন্ধ।—কেলি কার্বনিকামের কার্য্য প্রতি-
ষেপক—ক্যাম্ফর, কফিয়া, স্পি. নাই, ডাল । **কেলি কার্বের**
কার্য্যপূরক—কাৰ্ণ ভেজ ।

কেলি কার্ব বাহার পরে সুখফলপ্রদ—কেলি সাল্ফ, ফস্, ষ্টেনাম্ (সরল ঘড় ঘড় শব্দবৃত্ত কাসিতে) ।

আন্তর্ভাব রোগে নেট্রি মিউ প্রদর্শিত হইলেও তাহাতে যদি ফল না হয় কেলি কার্ব ঋতুস্রাব আনয়ন করিবে ।

ভুলনীয়া ঔষধ।—আস, একন, বেল, ব্রায়, কার্ব ভেজ, ক্যাম, দিক, কনায়, জেল্‌স, কেলি বাই, ল্যাকেসি, লাইক, মার্ক, নেট মিউ, নাই.এসি, নাক্স ভ, ওপি, ফস, পাল্‌স, রাস, সিপি, ষ্ট্রাম, সাল্‌ফ ।

ত্রিহ্না ।—কেলি কার্বনিকামের প্রধান ক্রিয়ার স্থান খাস-যন্ত্রশৈল্পিক ঝিল্লি, পরিপাকযন্ত্রপথ এবং অণুধার-জরায়ুযন্ত্রমণ্ডল । ইহা উপরি উক্ত শরীরস্থানে যে উদ্দীপনা উপস্থিত করে, তাহা প্রকৃত প্রদাহে পরিণত না হইলেও যে তাহার অতি নিকটবর্তী অবস্থায় উপনীত হয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । ইহার ক্রিয়াফলে তদদেশের ঝিল্লি অতীব শুষ্কাবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহাতে যে তীব্র, স্থিতিবেধবৎ বেদনা জন্মে তাহা কেলি কার্বনিকামের বিশেষ লক্ষণ ।

লক্ষণ ।

মন ।—রোগী সহজেই ভীতিচকিত, খিট খিটে, কোপনস্বভাব । রোগবিষয়ক ভীতি প্রযুক্ত উৎকণ্ঠা । খিট খিটে ও উত্তেজনা প্রবণ ।

স্নান্দ্র ।—পেশী আনর্জন । শরীরাবস্থাপনে চাপিত শরীরাংশে ঘৃষ্টবৎ বেদনা এবং ক্রিন্‌কিনি বোধ ; ঘর্ষ এবং মুচ্ছার ভাব । বোধ যেন বারম্বার উদগার উঠায় আক্ষেপ অন্তর্ধান করে । আক্ষেপাবস্থায় সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে । আংশিক পক্ষাঘাত ; কম্প । সম্পূর্ণ শরীরে শূণ্যবোধ যেন শরীর শূণ্যগর্ভ হইয়াছে ।

মুখমণ্ডল ।—মুখ পাণ্ডুর ও মলিন এবং ক্ষীত । মুখের আকৃতি বসা ; কদাকার । মৃতবৎ আকৃতি । গণ্ডে ছিন্নবৎ কিম্বা স্থিতিবেধের শ্রায় বেদনা । উর্দ্ধ ওষ্ঠোপরি শুষ্ক ছাল ওঠা ।

চক্ষু ।—দ্র এবং চক্ষুপত্রমধ্যবর্তী স্থানে খলির শ্রায় ক্ষীতি । চক্ষুপত্র ক্ষীত এবং প্রদাহযুক্ত ; প্রায়শঃ প্রাতঃকালে জুড়িয়া

থাকে। পাঠকালে চক্ষু-বেদনা। আলোকাতঙ্ক ও জলশ্রাব; দৃষ্টির দুর্বলতা; চক্ষুসম্মুখে কোয়াসার ভাব। চক্ষুসম্মুখে উজ্জ্বল দাগ ও অগ্নিশূলিকাবৎ দৃশ্য।

নাসিকা :—নাসিকা ক্ষীত ও লোহিতবর্ণ; নাসারন্ধ্র ক্ষত ও মামড়িযুক্ত। শুষ্ক সন্ধিতে নাসিকার রোধ। প্রাতঃকালে নাসিকা হইতে পুনঃ পুনঃ রক্তশ্রাব। আবযুক্ত সর্দি। নাসিকার জালা। দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে ক্ষত হওয়ার স্থায় বেদনা।

শ্বাসপ্রশ্বাস :—আহারকালে সহজেই শ্বাসরোধ ঘটে। প্রাতঃকালে শ্বাসপ্রশ্বাসের খর্ব্বতা জন্মে। শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হওয়ায় রজনীতে নিদ্রাভঙ্গ। সম্পূর্ণ স্বরভঙ্গ ও বাকরোধ। কাসিলে স্বরবন্ধে কাঁচা ক্ষতের ন্যায় বেদনা। শেষ রজনী ৩টা হইতে ৪টার মধ্যে কাসির বৃদ্ধি। সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে কাসির আক্রমণ; কণ্ঠায় স্ফুটস্ফুটি হওয়ায় আবেশে আবেশে কাসি; আক্ষেপিক কাসিতে গলরোধ ও বমন এবং স্বরবন্ধে শ্বাস রোধকর শুষ্কতার উপস্থিতি। কণ্ঠায় স্ফুটস্ফুটি জন্য শুষ্ক কাসি। রজনীতে শুষ্ক কাসি হওয়ায় নিদ্রাভঙ্গ এবং কাসিলে বক্ষে তীক্ষ্ণ বেদনা, দিবসে ক্কাচিং কাসি থাকে। কাসিলে প্লুয়বৎ গয়ার নিষ্ঠূত। গলমধ্য হইতে ক্ষুদ্র ও গোল গোল বস্তুখণ্ড নিষ্ঠূত। দ্রুত ভ্রমণে বক্ষের দুর্বলতা এবং কশাভাব ও কষ্টও হইয়া থাকে। ভ্রমণকালে প্রশ্বাস ত্যাগ করিলে বক্ষের আড়া আড়িভাবে টান টান বোধ। সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে বক্ষের কর্ভনবৎ বেদনা বামকুক্ষি পর্য্যন্ত যায়। শ্বাস টানিলে বক্ষে স্থিতিবেধবৎ বেদনা। কথা কহিলে, শ্বাসপ্রশ্বাসে, ও কোন বস্তু উত্তোলন করিলে বক্ষে টাটানি বেদনা। বক্ষে চাপ বোধ।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী :—সামান্য শ্রমেই দ্রুত ও প্রচণ্ড হৃৎকম্প। মধ্যে মধ্যে হৃৎস্পন্দনের লোপ।

নাড়ীস্পন্দন প্রাতঃকালে অধিকতর দ্রুত, সন্ধ্যাকালে তদপেক্ষা
স্বল্পতর। নাড়ীস্পন্দন অসম, অনিয়মিত ; ক্ষণলোপবিশিষ্ট ; ধীর এবং
দুৰ্বল ।

গলাভ্যন্তর :—প্রাতঃকালে গলার পশ্চাৎ অংশে অনেক
আঠা শ্লেষ্মার সঞ্চয়। গলা খাঁকর দিলেও সম্পূর্ণ উঠে না, অপিচ
সম্পূর্ণ গলাধঃকরণ করিতেও পারা যায় না। শরীর শীতল হইলে
গলাগ্রভাগে বৈধার ন্যায় বেদনায় বোধ যেন তাহাতে মাছের
কাঁটা বিধিয়া রহিয়াছে। গলমধ্যে চাঁছাভাব, শুষ্কতা এবং কর্কশভাবন
গলমধ্যে বিড় বিড় করায় গলাখাঁকর দিতে ও কাদিতে হয়।
গলাধঃকরণের কষ্ট হওয়ায় অন্ননালী পথে খাণ্ড অতি ধীরে
নামিতে থাকে এবং তাহাতে শ্বাসরোধ ও বমন হয়। গ্রীবাগ্রস্থির
ক্ষীতি।

আমাশয় :—আহারের পূর্বে ক্ষুধা জন্য আমাশয়ের শূন্যভাবা-
পেক্ষা অস্বাভাবিক শূন্যগর্ভভাবের অনুভূতিই অধিকতর থাকে ;
আহারান্তে, বিশেষতঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণ স্থপ পাম করিলেও অত্যন্ত
উদরক্ষাতি জন্মে। আহারান্তে মানসিক ভাবাস্তর উপস্থিত হইলেই
বিবমিষা হয়। সর্বদাই বোধ যেন আমাশয় জলপূর্ণ। আমা-
শয়োদ্ধি কোটরস্থান আতত ও স্পর্শসহিষ্ণু হয় এবং তাহাতে প্রচণ্ড
দর্পদপানি ও কর্তনবৎ বেদনা থাকে। অম্লোদগার এবং ভুক্তবস্ত্র ও জলের
উদগীরণ।

উদর :—যকৃত স্থানে তাপ এবং জ্বালা অথবা সূচিবোধবৎ
বেদনা ; তাহা স্পর্শ করিলে ক্ষতবৎ বেদনা। ভ্রমণকালে যকৃতে বেদনা
হইলে তাহা গুরুত্রে পরিণত হয় ; যকৃতে আকৃষ্টতা সহ ক্ষতবৎ বেদনা
থাকে। সামান্য কিছু আহার করিলেই উদরে পূর্ণতা, তাপ এবং
অতিশয় ক্ষীতি জন্মে।

অজ্ঞান্দি :—সন্ধ্যাকালে শয্যায় অজ্ঞাদির অস্বস্তি বোধ । অঙ্গে গুরুত্ব জন্মিলে রোগী কষ্টে পদ উত্তলোন করিতে পারে । সন্ধি এবং কণ্ডরাতে সূচিবোধবৎ বেদনা । অঙ্গে আকৃষ্টবৎ ও ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা ।

প্রদর্শক লক্ষণ ।

সূচিবোধবৎ বেদনা :—সূচি বেঁধার ছায় বেদনালক্ষণে ইহা এই লক্ষণযুক্ত অন্যান্য ঔষধের অগ্রগামী । ব্রাহ্মনিহ্নাতেও ঐ লক্ষণের প্রাধান্য আছে । কিন্তু প্রভেদ এই যে ব্রাহ্মতে তাহা অধিকাংশ সময়ে গাত্র চালনাতে, কচিং স্থিরভাবে থাকিলেও বর্জিত হয় এবং প্রায়শঃ রসঝিল্লিসহ সংসৃষ্ট থাকে ; কেলিকাৰ্ছ-বেদনার শরীর চালনা সহ সম্বন্ধ নাই, এবং তাহা শরীরের যে কোন অংশে ও যে কোন উপাদানে হইতে পারে ।

উর্দ্ধ চক্ষুপুটে জলপূর্ণ থলিবৎ স্ফীতির বর্তমানতা ।—ইহা কেলি কার্ছের অনেক রোগে উপস্থিত থাকে এবং অন্যত্ব ঔষধে ইহার বিরলতা নিবন্ধন ইহা কেলি কার্ছের প্রদর্শক স্থলাভিষিক্ত হয় । রক্তনী ৩টার পর ৪টা পর্য্যন্ত রোগের স্বন্ধিও ইহার অন্যতম প্রদর্শক । অত্যধিক স্পর্শ-সহিষ্ণুতাও ইহার একটি শ্রেষ্ঠতম প্রদর্শক বলিয়া গণ্য ।

চিকিৎসা ।

স্পাইণ্ডাল ইরিটেষণ বা মেরুদণ্ডের উত্তেজনা, পৃষ্ঠশূল ।—জরায়ুরোগসংক্রমে পৃষ্ঠে বা মেরুদণ্ডপ্রদেশে বেদনা উপস্থিত হইলে কেলি কার্ছ উপকার করিয়া থাকে । পৃষ্ঠের অধঃদেশে কোন ভারি বস্তুর ঠেলমারা এবং ঋতুকালে জরায়ুতে ঠেলমারা, ও মেরুদণ্ড, বিশেষতঃ তাহার দক্ষিণপার্শ্ব বাহিয়া জ্বালা থাকে ।

ভ্রমণকালে বেদনা বৃদ্ধি হওয়ায় রোগী অত্যন্ত দুর্বল বোধ করিলে, বসিয়া পড়িতে অথবা কোন প্রকার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য। কখন কখন প্রাতঃকালে পৃষ্ঠের অধঃদেশে দপ দপ করে। সিম্‌সিহ্লা এবং সিম্‌সিসিহ্‌তেও এরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই আকৃষ্টতা ও স্পন্দনের শয়নে উপশম হয়। শরীর সম্পূর্ণ বিস্তৃত করিয়া চিতভাবে শয়নে নেট্রাম মিউ বেদনার হ্রাস হয়। আন্তর্বাতাবরোপে নেট্রামিউ প্রদর্শিত হইয়াও উপকার না করিলে কেলি কার্ব প্রযোজ্য। কোন বাতপ্রকৃতিবিশিষ্ট জ্বীলোক আহার করিলেই অর্ধঘণ্টা পর্য্যন্ত পৃষ্ঠে তীব্র বেদনা হওয়ায় কষ্ট পাইত; ডাঃ ফ্যারিংটন তাঁহাকে কেলি কার্ব দ্বারা আরোগ্য করেন।

ষ্টীক্‌নিয়া ফ্রস—মেরুদণ্ড বাহিয়া কনকনানি ও স্পর্শসহিষ্ণু বেদনা এবং উর্দ্ধাধঃ অঙ্গে ঘৃষ্টবৎ অনুভূতি।

টেবেরেণ্ডুলা—মেরুদণ্ডের রক্তহীনতা বশতঃ মেরুদণ্ডে আক্ষেপক বেদনা, সঙ্কোচন এবং শীতের উপস্থিতি প্রযুক্ত সম্পূর্ণ শরীরে জ্বালা ও সর্বদ্বন্দ্বিত আক্ষেপ।

নাসিকাসর্দি বা করাইজ্‌ফ।—স্থূলকায় এবং শিথিল শরীর ব্যক্তি, যাহাদিগের প্রবহমান বায়ুসংস্পর্শ হইলেনেই সর্দির আক্রমণবশতঃ স্বরভঙ্গ উপস্থিত হয় তাহাদিগের পক্ষে কেলি কার্ব উপকারী। সর্দিকালে গলমধ্যে কোন বস্তুখণ্ড থাকার অনুভূতি প্রযুক্ত রোগী তাহা গলাধঃকরণের আবশ্যকতা বোধ করে। গ্রীবা অনমনীয় এবং উপজিহ্বা প্রলম্বিত হয়। গলাধঃকরণ ক্রিয়ায় এপিসের ত্রায় ইহাতেও গলায় স্থলবোধার ত্রায় বেদনা থাকে।

কাসি বা কফ্‌; হুপশব্দক কাসি বা হুপিং কফ্‌।—কেলি কার্বনিকামের কাসির আক্রমণ আবেশে আবেশে

হয় এবং কাসিলে রোগী অল্প, শ্লেষ্মা ও ভুক্তবস্ত্র বমন করে। এইরূপ লক্ষণযুক্ত হৃৎশব্দক কাসিতে ইহা বিশেষ উপকারী ঔষধ। ডাঃ বনিং-হসেন আবিষ্কৃত কেলি কার্ভের প্রদর্শক লক্ষণ “উর্দ্ধ চক্ষুপত্রো-পরি জলপূর্ণ থলিবৎ স্ফীতির বর্তমানতা” এ রোগেও উপস্থিত থাকে।

ওতিকোৎপত্তি রোগ বা টুবাকুলসিস—যক্ষ্মা-কাস বা থাইসিস্—কেলি কার্ভের যক্ষ্মাকাসরোগে **ব্রাহ্মনিহার** দ্বারা বক্ষভেদকারী সৃষ্টবেধবৎ বেদনা এবং শুষ্ক কাসি থাকে ; রোগী অত্যন্ত কষ্টের সহিত কিছু গম্মার উঠাইলে বোধ হয় যেন তাহা কিয়দূর উঠিয়া বক্ষে ফিরিয়া যায়, অথবা কাসিবার সময় চিলের দ্বারা গম্মার মুখ হইতে ছুটিয়া পড়ে। মহাত্মা হানিমান বলিয়াছেন “কুসকূসের ক্ষতরোগ কদাচিত্ এই এন্টিসোরিক ব্যতীত আরোগ্য হইয়া থাকে।” গম্মার প্রচুর ও পুষ্যাকার হয় এবং রক্তযুক্তও থাকিতে পারে ; রজনী এটা হইতে এটা পর্যন্ত কাসির বৃদ্ধি হয়। প্রধানতঃ মধ্যাহ্নকালে শীত বোধ, নিদ্রার বাধাতকারী শাঁই শাঁই শব্দের শ্বাসপ্রশ্বাস এবং বক্ষের স্পষ্টতর দুর্বলতা ইহার অগ্রাঙ্ক লক্ষণ। রোগের উপসর্গ স্বরূপ হৃৎপিণ্ড বিকার অথবা শরীরের জল স্ফীতি, উর্দ্ধ চক্ষুপুটে জলপূর্ণ থলির দ্বারা স্ফীতি প্রভৃতি শোথলক্ষণ বর্তমান থাকিলে ইহা বিশেষ উপকারী। অপরিমিত স্তন্যদান প্রযুক্ত দুর্বলীভূত স্ত্রীলোকদিগের অপরিমুট যক্ষ্মাকাসরোগে ইহা উপকার করিতে পারে। রোগের শেষাবস্থাতেও ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ডাঃ জকি তাঁহার ৬০ বৎসরের বহুদর্শিতায় যক্ষ্মাকাসরোগে কেলি হাই ও ক্যানাবিস্ স্মাটির উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছেন। থাইসিস্ রোগে অনেক সময় ক্যান্সে কার্ভ ও কেলি কার্ভের পরে নাই এসি উপযোগী ঔষধ।

সূতিকাক্ষেপ বা শিষ্যপিপীল গ্রন্থ্যাম্‌সিহা।—
সজ্জানাবস্থায় সর্বাঙ্গীন আক্ষেপ হয় বলিয়া ডাঃ ফ্যারিংটন অনুমান করেন
যে কেলি কার্বন দ্বারা সূতিকাক্ষেপ রোগে ফল পাওয়া যাইতে
পারে। উদ্‌গার উঠিলে যেন এই ফিটের নিবৃত্তি হয়।

দ্রোব্রল্য—পেশীদ্রোব্রল্য।—কেলি কার্বনিকাম্
অত্যন্ত পেশীদ্রোব্রল্য উপন্নকারী বস্তু। এজন্য ইহা কেবল
শারীরিক নহে, হৃৎপিণ্ডপেশীর দুর্বলতা উপস্থিত হইলেও উপকার
করিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডদ্রোব্রল্য বশতঃ নাড়ীর গতি অনিয়মিত,
অথবা ক্ষণলোপবিশিষ্ট, কিম্বা দ্রুত ও অতিশয় দুর্বল হয়। ফলতঃ
পীতাস সন্ট মাত্রই অত্যন্ত পেশী দুর্বলকারী বস্তু। হৃৎপিণ্ড পেশীর
দুর্বলতা, ইহাদিগের, বিশেষতঃ কেলি কার্বনের সকল রোগেই বর্তমান
থাকে বলিয়া পূর্ণ ও গোলাকার নাড়ী বর্তমান থাকিলে ইহা
কখনই প্রযুক্ত হইতে পারে না।

রক্তহীনতা বা এনিমিয়া।—কেলি কার্বন
শোণিতের পরিমাণের হ্রাস এবং গুণের অপকৃষ্টতা সাধন করায় শরীরো-
পাদনের, বিশেষতঃ পেশীনগুলের, পোষণবিকার ও ক্ষয় বশতঃ মূত্র
রুরেট সন্ট পূর্ণ হয়। এজন্য ইহা কঠিন ও বহুকালস্থায়ী রোগ এবং
প্রসব বা গর্ভপাত জনিত রক্তহীনতা এবং দুর্বলতা প্রভৃতি নিবারণে
সক্ষম। ইহার শোণিতহীন রোগী বড়ই শীতল থাকে এবং সামান্য
শীতল বায়ুসংস্পর্শেও শীত বোধ করে। তাহার সম্পূর্ণ শরীরাত্মকরে রক্ত-
হীনতাঘটিত দপদপানি উপস্থিত হয়। রক্তহীনতা জন্য শোণিতগতির
মহুৱতা প্রযুক্ত শরীরের স্থানে স্থানে রক্তাধিক্য জন্মে। মস্তকের রক্তাধিক্য
বশতঃ কর্ণে গুণ গুণ শব্দ, মস্তক ফিরাইতে অথবা গাড়ীতে ভ্রমণকালে
শিরোগূর্ণন এবং দৃষ্টিদৌৰ্বল্য—বিশেষতঃ অপরিমিত ইন্ড্রিয়সেবা রক্ত-
হীনতার কারণ হইলে—ইহা জন্মে।

গর্ভপাত বা প্রসবাস্থিক রক্তহীনতায় কষ্টপ্রদ পৃষ্ঠবেদনা, মাজার দুর্বলতা ও খঞ্জতা নিবন্ধন চলায় কষ্ট, জরায়ু হইতে অদমনীয় শোণিতস্রাব এবং কাস ও পুনঃ পুনঃ রক্তনীঘর্ষ প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয় ।

৩। কেলি ক্লরিকাম্ (Kali Chloricum) ।

সম্বন্ধঃ—কেলি ক্লরিকাম্ বাহার কার্য্য প্রতিষেধক—মার্ক্যারিয় । বিষমাত্রায় পারদ সেবন প্রযুক্ত মুখক্ষতাদির ইহা স্বরিত উপশম করিয়া থাকে ।

ভুলনীয বিষয়ঃ—বেল, বরাক্স, ক্যাক্সে কা, ক্যাস্থা, হাইড্রাষ্টিস, মার্ক আয়, নাই এসি, ফাইটল ।

সাধারণ ক্রিয়াঃ—ক্লরেট অব্ পটাস্ শৈথিলিক বিল্লির, বিশেষতঃ পরিপাকযন্ত্রপথের শৈথিলিকবিল্লির প্রচণ্ড উদ্দীপনা উপস্থিত করে । ইহা মুখগহ্বরে ক্ষতোৎপাদক প্রদাহ উৎপন্ন করায় তাহার সম্পূর্ণ শৈথিলিক বিল্লি ক্ষীত ও লোহিতবর্ণ হয় । এবং গণ্ডের অভ্যন্তর প্রদেশ এবং ওষ্ঠ প্রভৃতিতে ধূসরবর্ণতলদেশযুক্ত ক্ষত জন্মে । লালাস্রাবী গ্রন্থি ইহা দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় প্রচুর, উগ্র লাল স্রাব হয় । আমাশয়ে ইহা ক্ষতোৎপন্ন করে এবং অস্ত্রে ইহার ক্ষতোৎপাদক শক্তি থাকায় পচা ক্ষত উৎপন্নকারী ও প্রভূত দুর্বলতাজনক আমরক্ত রোগে ইহা ব্যবহৃত হয় । ইহা বৃক্ক আক্রমণ করিয়া প্রথমে মূত্রস্রাব বৃদ্ধি করে এবং পরে প্রদাহোৎপন্ন করায় মূত্রাঘাত জন্মে । অন্যান্য পটাস্ সল্ট অপেক্ষা ইহা হৃৎপিণ্ডকে অধিকতররূপে আক্রমণ করায় তাহার দুর্বলতা পক্ষাঘাতেও পর্য্যবসিত হইতে পারে, শরীরতাপ হ্রাস হইয়া যায় ।

লক্ষণ ।

মুখ্যসম্পূর্ণঃ—পাণ্ডুর এবং নীলাভ । কালচে । মুখের আকৃতি যন্ত্রণাব্যঞ্জক । চক্ষুপার্শ্ব সন্নিহিত বামগণ্ডপ্রদেশে আততভাবযুক্ত

আকৃষ্টতা । মুখের বাম পার্শ্বে বৈজাতিক আঘাতবৎ স্নায়ুশূল কথা কহিলে, 'আহারকালে অথবা সামান্য স্পর্শে বৃদ্ধি পায় এবং পরে আক্রান্ত স্থানের অসাড়তা জন্মে ।

শ্বাসযন্ত্র :—স্বরভঙ্গ । স্বরযন্ত্রে উত্তেজনা হওয়ায় কাসি পায় । প্রচণ্ড প্রাতিজ্বায়িক কাসি । গন্ধকবাপের ঘ্রাণযুক্ত বায়ুর শ্বাস গ্রহণের ত্রায় বক্ষে সংকোচন ভাব ।

হৃৎশিঙ ও নাড়ী :—হৃদগ্রন্থদেশে উৎকর্ষ । হৃৎস্পন্দন অল্পভূত হয়, কিন্তু তাহা দ্রুততর হয় না এবং হৃৎপ্রদেশ শীতল থাকে । হৃৎকম্পকালে বক্ষের সংকোচন ।

নাড়ী :—দ্রুত, কোমলস্পর্শ, ধীরগতি, ক্ষুদ্র এবং দুর্বল । পূর্ণতার স্বল্পতা এবং শক্তির হ্রাস ।

মুখগহ্বর :—জিহ্বার উভয় পার্শ্বে একই প্রকারের ক্ষত । মুখের ক্ষতকরপ্রদাহে এবং তাহার কোষগ্রন্থির (Follicular) প্রদাহে শ্লেষ্মিক ঝিল্লির উপরিভাগ লোহিতবর্ণ ও স্পর্শসহিষ্ণু স্ফীতিযুক্ত হয় এবং গণ্ডাভ্যন্তর ও গুঠ প্রভৃতি স্থানে ধূসরবর্ণ তলদেশযুক্ত ক্ষত জন্মে । মুখ-লালার বৃদ্ধি ও উন্নতি ।

গলাভ্যন্তর :—চাঁচাবৎ । কাঁচা ক্ষতের ত্রায় অল্পভূতিযুক্ত । শুষ্কতা । গলাধঃকরণক্রিয়া কষ্টকর । গলগহ্বর, টন্সিলগ্রন্থি এবং অগ্ননাগীর শ্লেষ্মিক ঝিল্লির প্রাতিজ্বায় হইলে শুদ্র নির্যাস থাকে । ডিফ্‌থেরিয়াবৎ আটা নির্যাস । হনুঅধঃগ্রন্থি স্ফীত এবং গলমধ্য লোহিতবর্ণ ও শোথযুক্ত ।

আমাশয় :—বিবমিষা এবং বমন । তরুণ আমাশয়প্রদাহ । আমাশয়শূল । আমাশয়ে কর্তনবৎ বেদনা ।

অন্ন :—উদরাময় । আমরক্তরোগ জন্মিলে অনেক রক্ত ও ক্লেদ নির্গত হয় । প্রথমে বিষ্ঠা কঠিন থাকে, পরে তাহা আম ও রক্তমিশ্রিত হয় ।

মূত্রযন্ত্র :- বৃক্কের প্রদাহ বা নেফ্রাইটিস । বারম্বার মূত্রবেগ । রোগী কেবল কতিপয় বিন্দু শোণিতযুক্ত মূত্র নির্গত করিতে পারে । রক্তমেহ । মূত্র অত্যন্ন, কাল এবং স্বেতলালাযুক্ত । গর্ভাবস্থার লাল-মেহরোগ ।

অক্ষ :- নীণরোগ (শিরিশোণিতপ্রাধাত্তে শরীরের নীলবর্ণ) ওষ্ঠে ও শরীরসামান্তে অধিকতর থাকে । পুষ্পটিকা । চুলকানিযুক্ত রসবিষিকা ।

চিকিৎসা :- আভ্যন্তর বিষক্রিয়ায় পটাসসল্টमध्ये কেলি ক্লরিকাম সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেও চিকিৎসাক্ষেত্রে ইহা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই । ইহা অতি সহর জংপিণ্ডের অবসাদ ও পক্ষাঘাত এবং জৈবতাপের হ্রাস উৎপন্ন করে ; কিন্তু চিকিৎসাকার্যে ইহার তদন্তরূপ কোন বিশেষ প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হয় না । মুখমণ্ডলের বামপার্শ্বের স্নায়ুশূলরোগে কোন কোন চিকিৎসক ইহা দ্বারা ফললাভ করিয়াছেন । হঠাৎ বিদ্যুতাবাতের ন্যায় বেদনার, কথা কহিতে, আহার কালে এবং সামান্য স্পর্শে বৃদ্ধি এবং বেদনার শেষে আক্রান্ত স্থানের অসাড়তা ইহার বিশেষতা বলিয়া পরিগণিত ।

“জাঙ্গী দা”, মুখের পচা ক্ষত, মুখের এবং গলাপ্রদেশের (Pharynx) অতি দুরারোগ্য কোষগ্রন্থি-সংস্থষ্ট প্রদাহ (Follicular stomatitis and pharyngitis) কেলি ক্লরিকাম দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে । মুখের অসহনীয় দুর্গন্ধ থাকে এবং চিন্মসা সূত্রবৎ লাল্য প্রাপ্ত হয় । শিঙদিগের পচা (Gangrenous) মুখক্ষতরোগে ইহা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে ।

স্তন্যপায়ী শিশুর এবং স্তন্যদাত্রী প্রসূতির মুখক্ষত এতদ্বারা আরোগ্য হয় । এই সকল রোগে, ইহার উপযুক্ত বহিরাভ্যন্তরীণ

উভয় প্রকার প্রয়োগরূপই ব্যবহৃত হইয়া থাকে । মুখে এবং গলায় অতি দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত থাকিলে লালামেহ, রক্তমেহ, কাসি এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র রোগে ইহা উপকারী ঔষধ । অবস্থানুসারে ডিফ্‌থিরিয়া রোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

আমলকরোগে ছুরিকাঘাতব্য বেদনা ; ক্ষণে ক্ষণে অতি স্বল্প-পরিমাণ, প্রায় পরিষ্কার রক্তময় মলত্যাগের কুহনে রোগী চাঁৎকার করিয়া উঠিলে ইহা দ্বারা উপকার হয় । এস্থলে ইহা ক্যাথারিস ও মার্ক কর সহ তুণীয় ।

মুখমণ্ডল ও পদের বৃদ্ধাস্থূঠের এপিথিলিওমা (মারাত্মক অর্বুদ) ইহা আরোগ্য করিয়াছে বলিয়া প্রবাদ আছে ।

কেলি নাইট্রিকাম্ (Kali Nitricum) ।

প্রতিনাম γ —স্টপিটার । সোরা ।

সম্পদ γ —বিষম গুণ—নাই, স্পি, ডাল । ক্যাম্ফরে বেদনার বৃদ্ধি । ক্যাথারিস, টাপেন্টাইন্ ও মসলার অপব্যবহারে মূত্রকৃচ্ছ্র নাইটার (সোরা) শাস্তি জন্মায় ।

তুলনীয় তম্র γ —একন, অর্স, ক্যাথ, টেরিবিষ্ট ।

সাধারণ ক্রিয়া γ —মেরমজ্জা এবং নেরমজ্জের মাযুনুগলে কেলি নাইট্রিকামের সাক্ষাৎ ক্রিয়া হওয়ায় মেরমজ্জার এবং হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত বশতঃ হৃৎপিণ্ডের বিস্তৃতিবস্থায় ক্রিয়ারোধ ঘটে । ইহা শোণিতের অপকর্ষ ও জনাট বাধার শক্তির হানি উৎপন্ন করে । ইহা কিড্‌নি আক্রমণ করিলে উত্তেজনা ও ক্রিয়ার বৃদ্ধি হওয়ায় মূত্রের পরিমাণাধিক্য সহ স্থূল উপকরণও বৃদ্ধিত হইয়া থাকে । শ্বাসযন্ত্র এবং পরিপাকযন্ত্রপথের শ্লেষ্মিক ঝিল্লিতে ইহার উত্তেজক ক্রিয়া রক্তাধিক্য ও প্রদাহে পর্য্যবসিত হয় ।

লক্ষণ ।

নাসিকা :—নাসিকার সদিবশতঃ ভ্রাণশক্তির অভাব ; হাঁচি ; নাসিকা রক্তের পশ্চাৎ হইতে গলগহ্বরमध्ये শ্লেষ্মার ক্ষরণ । দক্ষিণ নাসারক্তের উর্দ্ধাংশে ক্ষতবৎ বেদনা । নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ; নাসিকার শুষ্কতা এবং রোধ । নাসারক্ত স্ফীত এবং স্পর্শে বেদনামুক্ত । স্পর্শে নাসিকাস্থিতে বেদনা । দক্ষিণ নাসারক্তে স্ফীতির অনুভূতি ।

শ্বাসযন্ত্র :—স্বররোধ ; স্বরযন্ত্রের কর্কশতা, চাঁছাবোধ ও স্বরভঙ্গ । শ্বাসভাববশতঃ রোগী জল পান করিতে পারে না ; অল্প অল্প করিয়া জল পান করিতে হয় ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশু দুই হাতে পানপাত্র ধরিয়া আগ্রহের সহিত টোকে টোকে জলপান করে । প্রাতঃকালে শয্যায় থাকিতে বক্ষের সঙ্কোচন । বক্ষের সম্মুখ পার্শ্বে জ্বালা । প্রাতঃকালে কণ্ঠা পর্য্যন্ত জ্বালা বিস্তৃত হয় ও আলগা গয়ার থাকে । সন্ধ্যাকালে ও রজনীতে শ্বাসক্লচ্ছ ও শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্রুততা ; প্রাতঃকালে কম থাকে, রোগী সিঁড়িতে উঠিতে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট । প্রচণ্ড, অজ্ঞানকর শিরঃশূল, রাত্রি ৩টার সময় কাসিতে কাসিতে নিদ্রাভঙ্গ ; মুক্তবায়ুমধ্যে কাসি ; উচ্চে উত্থান করিতে অথবা শ্বাসরোধ করিলে কাসির বৃদ্ধি ; কাসিতে বক্ষে কর্ভন ও স্ফিবেধবৎ বেদনা ; গলা খাঁকর দিয়া শ্লেষ্মা উঠাইলে কাসি ; কাসিলে জমাট রক্তের নিষ্টিবন । বক্ষের মূছ আততভাব ও সঙ্কোচন হওয়ায় বোধ যেন পৃষ্ঠ হইতে ফুসফুস আকৃষ্ট হইতেছে । দীর্ঘ-শ্বাস টানিতে অথবা কাসিতে বক্ষে স্ফিবেধবৎ বেদনা । বক্ষের রক্তাধিক্য । অত্যন্ত ভারি বস্তুর চাপ হওয়ায় গ্রায় বক্ষের গুরুত্ব ; আততভাব হইলে বক্ষপ্রাচীর একত্র চাপিত হওয়ায় শ্বাসক্লচ্ছ জন্ম যে

শ্বাসরোধ ঘটে তাহা রক্তাধিকোর বা ফুসফুসের নিরেটানস্থার অল্পপাতাপেক্ষা
অধিকতর । ফুসফুসে পুয়সকার ও বলক্ষয়কর ঘর্ম্ম ।

হৃৎশিঙ ও নাড়ী :—ক্রত উত্থান বা শরীরচালনা করিলে
হৃৎকম্প হওয়ার মুখের তাপ ও বক্ষের কষ্ট । প্রচণ্ড হৃৎস্পন্দনশব্দ
শ্রুত হয়, এবং তাহাতে শ্বাসকৃচ্ছ ও উৎকর্থা জন্মিলে রোগী শয্যায় উঠিয়া
বসিতে বাধ্য । নাড়ী প্রায়শঃ পূর্ণ, কঠিনস্পর্শ এবং ক্রত ; প্রাতঃকালে
ধীর, দুর্বল, ও স্তব্ধবৎ ।

মূত্র :—ঈষৎ লোহিতাভ, আবিলযুক্ত এবং অধিক পরিমাণ
ফেব্রুসে মূত্রের বারম্বার ত্যাগ । মূত্রে শ্লেষ্মার তলানি এবং লবণের বৃদ্ধি ।
মূত্রকৃচ্ছ ।

মল :—জলবৎ, পাতলা ও মলসংযুক্ত উদরাময় ; উদরশূল সহ
কোমল মলত্যাগ । কুহন সহ রক্তসংযুক্ত মলত্যাগ । অস্ত্রের ঝিল্লির
অংশ ও রক্ত মিশ্রিত মলত্যাগ । অত্যন্ত চাপ দিলে মলত্যাগ । গো
বৎসের মাংসাহার নিবন্ধন উদরাময় । কোষ্ঠবদ্ধ ।

স্রব :—চুলকনাযুক্ত ফুস্কুরি ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুয়গুটিকা, ত্বকে স্থিতি
বৈধার ত্রায় খোঁচা, পরে জালা । ত্বগুপরি পীতবর্ণ রসপূর্ণ ও জালাযুক্ত
রসবিষিকার চুলকানিতে বিদারণ ।

চিকিৎসা :—পলিপাস্ বা বহুপাদার্কবুদ ; হাপানি
নিউমোনিয়া, থাইসিস্ প্রভৃতি বক্ষরোগ ; উদরাময়,
আমরক্ত রোগ ; ডায়াবিটিস বা বহুমূত্র ।—কেলি
নাইট্রিকামের ঔষধগুণ পরীক্ষায় নানাবিধ যন্ত্রাক্রমণের
ফলস্বরূপ বহুবিধ লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । কিন্তু রোগচিকিৎসায় ইহার
প্রয়োগের তাদৃশ প্রচুরতা অথবা নিশ্চয়্যাত্মক প্রদর্শক লক্ষণের বর্তমানতা
দৃষ্টিগোচর হয় না । এতদ্ব্যতীত আমরা যে যে রোগে ইহা প্রয়োগের বিধয় ;

উল্লেখ করিব তাহা, চিকিৎসকের এতদ্বিষয়ক লক্ষণের সাধারণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে ।

দক্ষিণ নাসারন্ধ্রের ঐক্সম্মিক পলিপাস বা বহুপাদার্জুদ রোগ সম্পূর্ণ নাসিকা পূর্ণ করিলে কেলি নাইট ৩× ডাইলিউশন তাহা সম্পূর্ণ আরোগ্য করে (ডাং এলেন) । অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ, মূর্ছারিভাব এবং বক্ষে মৃদু স্ফিবেধ অথবা জ্বালাযুক্ত বেদনা প্রভৃতি লক্ষণবিশিষ্ট হাঁপানিরোগে গয়ার অপেক্ষাকৃত সরলভাবে নিষ্ঠূত হইলে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায় । নিউমোনিয়ারোগের অত্যধিক তাপ ও তৃষ্ণা এবং বক্ষ্মাকাশের সর্বদৃশ্যেই, বিশেষতঃ সাময়িক বৃদ্ধিকালে, অত্যন্ত কাসি, বেদনা এই শ্বাসকৃচ্ছ প্রভৃতি তরুণাক্রমণের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে ইহা দ্বারা উপকার হইয়া থাকে । এণ্ডোকার্ডাইটিস্ ও রুম্বাত রোগে ইহার প্রয়োগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ।

কেলি নাই গোবৎসমাংস ভক্ষণ বশতঃ উদ্ভ্রামহের আরোগ্য করে । ইহার আমরক্তরোগে অবিশ্রান্ত বেগ হইলে রক্তনীতে ক্লেদ ও রক্তযুক্ত মলত্যাগ হইতে থাকে । ফলতঃ, তরুণ আমরক্তরোগে একনাইট প্রয়োগে কর্তনবৎ বেদনা, অত্যধিক তৃষ্ণা এবং হস্তপদের শীতলতা বিদূরিত না হইলে ইহা দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায় ।

মূত্রকৃচ্ছ, মূত্র-মেহ এবং শয্যামূত্রত্যাগাদিরোগে অবস্থানুসারে কেলি নাইটের প্রয়োগ হইয়া থাকে ।

৫। কেলি পার্ম্যাঙ্গ্যানিকাম্ (Kali Permanganicum) ।

কেলি পার্ম্যাঙ্গ্যানামের ঔষধগুণপরীক্ষাবিষয়ে কোন নিদর্শন পাওয়া না যাইলেও রোগচিকিৎসায় ইহার কক্ষিৎ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় । তাহা আমরা নিম্নে উল্লিখিত করিতেছি ।

চিকিৎসা—ডিফথিরিয়া বা মারাত্মক গলক্ষত; স্কার্লে-টিনা বা আরক্তজ্বর।—ডিফথিরিয়ার পচা ক্ষত হইতে পচা ও পুতিগন্ধযুক্ত পুয়স্রাবে কেলি পার্ম্যাফ্যানিকাম কক্ষিৎ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইহার বহিঃপ্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন উপকার হয় না। ইহা দ্বারা ফলাশা করিলে নিম্ন ক্রমে আভ্যন্তরীণ প্রয়োগের আবশ্যক। ইহার রোগে গলদেশের বহিরভ্যন্তর উভয়ই ক্ষীণ হয় এবং তাহাই ইহার প্রকৃষ্ট প্রদর্শক। গলদেশ শোণযুক্ত এবং ঝিল্লি ভয়াবহ পুতিগন্ধবিশিষ্ট হয়। ল্যাকসিসের দ্বারা ইহাতেও আহাৰ্য্য গলাধঃকরণে কষ্ট এবং ভুক্তদ্রব্য উদগীরিত হইয়া থাকে। অনেক বিষয়ে ইহা এপিসের তুল্য হইলেও ইহার ভয়াবহ জ্বৰ্গন্ধ প্রভেদকরূপে বর্তমান থাকে। ডাং ভ্যান্লেনেপ্ এ রোগে ইহাকে মহৌষধ বলিয়া বিবেচনা করেন।

আরক্তজ্বরের গলক্ষণে ইহার প্রয়োগ স্থানান্তরে বিবৃত হইয়াছে।

৬। কেলি ফস্ফরিকাম (Kali Phosphoricum.)।

উপচয়্যঃ—আহারে; শৈত্যসংস্পর্শে; প্রাতঃকালে।

উপশয়্যঃ—তাপে।

তুলনীয়া ঔষধঃ—অস, কষ্ট, ল্যাকসিস, জেল্‌স, মিউ এসি।

সাম্প্রদায়িক ক্রিয়াঃ—কেলি ফসের ঔষধগুণপরীক্ষার কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা ডাং স্‌স্‌লারের অত্যন্তম টিস্যুরেমিডি। তাঁহারই মতানুসরণ করিয়া ইহার প্রয়োগ দ্বারা রোগা-রোগ্যলক্ষ লক্ষণ এস্থলে প্রদত্ত হইল। ইহার ক্রিয়ার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে ইহা সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলে প্রভূত ক্ষমতা প্রকাশ করে।

এই ক্রিয়াফলে মানসিক অবসাদ ও অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি দুর্বলতার লক্ষণ, ইন্দ্রিয়জ্ঞানদৌৰ্বল্য, গতিদ্রাঘ্য শক্তিহানি এবং পুনরুৎপাদিকা-শক্তিদ্রাঘ্যমণ্ডলের ক্রিয়া বিদ্বস্ত হওয়ায় রসরক্ত প্রভৃতি যাবতীয় শরীরোপাদানের ধ্বংসলক্ষণ উৎপন্ন হয়। ইহা যুবক ও যুৱদিগের রোগে বিশেষ উপযোগী।

লক্ষণ :—মানসিক দৌৰ্বল্য বশতঃ রোগী উৎকণ্ঠায়ুক্ত, ভীত এবং নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে না। অত্যন্ত অবসাদ। অসহিষ্ণু। রজনীতে ভীতিশঙ্কিত। সামান্য পরিশ্রমের কার্য্য অত্যন্ত শ্রমসাধ্য বলিয়া বোধ। লাজুক। মস্তকে রক্তহীনতা জন্মে। দৃষ্টিদৌৰ্বল্য। অনুভূতির অভাব। চক্ষুপত্র ঝুলিয়া পড়ে। কর্ণে শুণ শুণ শব্দ শ্রুত হয়। দুৰ্গন্ধ নাসিকাস্রাব। মুখমণ্ডল ঘোরবর্ণ এবং চক্ষু বসিয়া যায়। মুখ হইতে দুৰ্গন্ধ নির্গত হয়। প্রাতঃকালে মুখ শুষ্ক থাকে। দন্তমাড়ি স্পঞ্জের তায় থাকে এবং দন্ত হইতে অপস্থত হয়। গলাভান্তরে পচা ক্ষত। স্বরতন্ত্রী পক্ষাঘাত। আমাশয়োদ্ব্যকোটরস্থানে “কিছু নাই” ভাবের অনুভূতি। ভীতিগ্রস্ত উদরাময়; বিষ্ঠা পচা ও দুৰ্গন্ধ; রোগী দুর্বল ও অবসাদগ্রস্ত। আহারকালে উদরাময়। আমরক্তরোগে কেবল পরিষ্কার শোণিত নির্গত হয়; রোগী প্রলাপ কহে এবং উদর ক্ষীত থাকে। কলেরায় তণ্ডুলধৌতজলবৎ মলতাগ। হারিস জন্মে। পাণ্ডুবর্ণ, উত্তেজনাশ্রবণ এবং ক্রন্দনশীল ক্রীলোকদিগের ঋতুস্রাব অত্যন্ত ও বিলম্বাগত। কখন বা ঋতুশোণিত অতি প্রচুর, ঘোর লোহিত বা কৃষ্ণভলোহিত, পাতলা এবং কখন কখন দুৰ্গন্ধযুক্ত; শোণিত জমাট বাঁধে না। মূত্র অত্যন্ত হরিদ্রাবর্ণ। অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব। কাসিতে হরিদ্রাবর্ণ গয়ার উঠে। পৃষ্ঠ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দুর্বলতা ও পক্ষাঘাতিক অবস্থা।

চিকিৎসা।

শুণ্ণবায়ু বা হিষ্টিরিয়া।—হোমিওপ্যাথিমতে কেলি ফস্ফরিকাস্ শুণ্ণবায়ুরোগ চিকিৎসায় প্রযুক্ত হইয়া বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। বায়ুপ্রধান ও উত্তেজনাপূর্ণ রোগীদিগের অকস্মাৎ ভাবাবিষ্টতা অথবা ক্রোধাবিষ্টতা জন্মিলে ইহার রোগাক্রমণ হয়। রোগে “গ্লোবাস হিষ্টিরিকাস্” বা শুণ্ণবায়ুর “অলীক শুণ্ণ” বর্তমান থাকে। রোগীর ক্ষণে কান্না ক্ষণে হাসি এবং মধ্যে মধ্যে জ্বন্তণ হয়। অজ্ঞানাবস্থায় আক্ষেপও হইতে পারে। উদর ক্ষীত এবং স্পর্শে বেদনাবুক্ত থাকে। কেলি ফস্ফ রোগী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি স্মরণীয় :—কারণাভাবে ভীতি; রোগী সকল বিষয়েই অমঙ্গল আশঙ্কা করে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এবং হতাশ হয়; কম্প হয় ও চঞ্চল থাকে।

এগ্রাস ক্যাস্টাস্—শুণ্ণবায়ুরোগে কামাতুরতা বর্তমান থাকিলে।

এনাকাডিমাস্—পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন দুইটি ইচ্ছাশক্তির বর্তমানতায়।

ক্যাক্টাস্—দুঃখ, কারণাভাবে ক্রন্দনের সান্দ্রতা করিলে বৃদ্ধি, বিরলে থাকিবার প্রবল ইচ্ছা, মৃত্যুভীতি এবং সম্পূর্ণ শরীর তারগঠিত পিঞ্জরাবদ্ধ থাকার অল্পভূতি প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত হিষ্টিরিয়া রোগে এই ঔষধ প্রদর্শিত।

ককুলোস্—স্পর্শজ্ঞানাধিক্য ও মুচ্ছার ভাব।

আসেনিকাস্—শুণ্ণবায়ু ঘটিত হাঁপানি।

কলফাইলোস্—শুণ্ণবায়ু ও রজোকৃচ্ছ।

স্টিপ্তা—রক্তের অপচয় ও গজিকাসেবন প্রযুক্ত শুণ্ণবায়ুরোগ। ইহা হিষ্টিরিয়া রোগের অন্ততম প্রধান ঔষধ বলিয়া পরিচিত।

টাইফয়েড্ ফিবার বা সন্নিপাতিক জ্বর-বিকার।—সুসারের টিসুরেমিডির নিয়মানুসরণে টাইফয়েড জরে **কেলিফস্** প্রযুক্ত হইয়া এরোগ চিকিৎসাতেও ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে । অপিচ হোমিওপ্যাথির প্রচলিত নিয়মে প্রযুক্ত হইয়াও বহুতর টাইফয়েড জ্বর চিকিৎসায় ফললাভ হওয়ায় নিম্নলিখিত লক্ষণনিচয় ইহার প্রকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে :—শুষ্ক ও কটা জিহ্বা ; কদাকার ও পুতিগন্ধ উদরাময় ; প্রগাঢ় দুর্বলতা ; নাড়ীর ক্ষীণাবস্থা ; ..প্রশ্বাস বায়ুর দুর্গন্ধ ; দন্তের উপরে মল (sordes) সঞ্চয় ; প্রলাপ এবং উল্লিখিত অবস্থা সহ প্রভূত মানসিক অবসাদ । শোণিত অত্যন্ত অপকৃষ্ট এবং টাইফয়েড বিষ মিশ্রিত থাকে । সর্বপ্রকার শ্রাবই অতিশয় দুর্গন্ধবিশিষ্ট ।

ফলতঃ **কেলি ফস্ফস্ফরিকাম্** যে অবস্থাবিশেষে পচা বা টাইফয়েড দশাগ্রস্ত ক্ষত (gangrene), ক্ষতশ্রাব এবং উদরান্নয় প্রভৃতি দুষিত রোগে এবং স্নায়বিক দুর্বলতা মূলক শারীরিক দৌর্বল্য, পেশীক্ষয়, আক্ষেপ এবং শঙ্কাস্রাবাদি নানাবিধ রোগে উপকার করিতে পারে তদ্বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ প্রদান করিয়াছে । এই সকল রোগেও ইহার পূর্বোল্লিখিত রোগারোগ্যালঙ্ক লক্ষণই প্রদর্শক বলিয়া জানিতে হইবে ।

৭ । কেলি ফেরসায়ানিকাম্ (Kali Ferrocyanicum) ।

চিকিৎসা।—শ্বেতপ্রদর বা লুকুরিয়া রোগে প্রচুর, কিন্তু অবিদাহী পূয়বৎ শ্রাব এবং জরায়ুর ঠেলমারা ভাব থাকিলে এবং মানসিক হুঃখের আতিশয়ো রোগী ক্রন্দন করিলে **কেলি ফেরসায়ানাইডাম্** প্রযুক্ত হয় । জরায়ু হইতে মুহু রক্তশ্রাব হওয়ায় রোগী দুর্বল হইয়া পড়ে ।

সিপিহ্মার হায় ইহাতেও আমাশয়োর্ধ্বকোটরপ্রদেশে “দমিয়া বাওয়ার হায় অল্পভূতি” বর্তমান থাকে । প্রভেদ এই যে, সিপিহ্মাতে উপরিউক্ত অল্পভূতি জরায়ুর সহান্নভূতি ও আমাশয়ের কিঞ্চিৎ প্রকৃত স্থানচ্যুতি জন্ম, কেলি সাইহ্মার ভয়াবহ বিবক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ডপেশীর প্রভূত দৌর্বল্য জন্মে, এজন্ম উপরিউক্ত দমিয়া বাওয়ার ভাব দুর্বল হৃৎপিণ্ড—যাহাতে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনসংখ্যার ওশক্তির হ্রাস নিবন্ধন শারীরিক শীতলতা, পতনাবস্থা, শিরোদূর্গন্ধ, অসাড়তা এবং কম্পভাব উৎপন্ন হয়—সংস্রবে জন্মে । ফলতঃ যে রোগে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াগতির আশঙ্কা বর্তমান থাকে তাহাতেই ইহা উপযোগী । ইহা কেলি কার্ভ সহ তুলনীয় ।

৮ । কেলি ব্রমেটাম্ (Kali Bromatum.)

সম্ভ্রমঃ—কেলি ব্রমিকাম যাহার কাগ্যপ্রতিষেধক—লেড্ পইজনিং বা সীসকাবিক্রিয়ার ।

যুজিনিয়া জ্যান্সের পরে ইহা বয়োষ্ফোটক রোগে সূফলপ্রদ ।

তুলনীয় ভ্রমঃ—একন্, এম্, গ্রি, বেल्, ক্যাম্ফর, জেল্‌স্, হায়সা, নাক্‌স ভ, জিঙ্ক ।

সাধারণ ক্রিয়াঃ—কেলি ব্রমিকামের প্রাথমিক ক্রিয়ায় মেরুমজ্জার প্রক্ষিপ্তক্রিয়া (Reflex action) বিধায়িনী অংশ আক্রান্ত হয় । এই ক্রিয়াফলে তাহার প্রক্ষিপ্তক্রিয়ার হ্রাস জন্মে । পরে ইহা কেন্দ্রাপসারী স্নায়ুর বহিঃসীমার পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে । অবশেষে ইহা দ্বারা মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে চক্ষুতারকার বিস্তৃতি, মাদকতা, মানসিক দৌর্বল্য এবং ভ্রমদৃষ্টি প্রভৃতি “ব্রমিজম” বা ব্রমাইড অব পটাসিয়ামের নাতিপ্রবল বিবক্রিয়ালক্ষণ প্রকাশ পায় । ইহা সাক্ষাৎ ভাবে হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করায় তাহার পক্ষাঘাত, এবং রক্তবহা নাড়ীমণ্ডলী আক্রমণ করিলে প্রথমে তাহাদিগের আক্ষেপিক

সংকোচন এবং অব্যবহিত পরে বিস্তৃতি উপস্থিত হয়। অতএব ইহার আদি ক্রিয়ার ফলস্বরূপ মস্তক এবং সম্পূর্ণ শরীরে শোণিত সঞ্চালনের অবনতি হওয়ায় উপযুক্ত পরিমাণ শোণিতাভাবে স্নায়বিক অবসাদ প্রযুক্ত সম্পূর্ণ শরীর-যন্ত্র ও শরীরোপাদানের ক্রিয়ানাশ ঘটে। ইহার প্রতিক্রিয়াবস্থায় শোণিত-বহা নাড়ীমণ্ডলী বিস্তৃত হওয়ায় গতিদ এবং অমুভূতিদ স্নায়ুকেদ্রে রক্তাধিক্য হইলে অবসাদগ্রস্ত স্নায়ুকেদ্রের রোগজ ক্রিয়াবৃদ্ধির ফলস্বরূপ স্পর্শসহিষ্ণুতা ও ক্ষুদ্র, বৃহৎ নানাপ্রকার আক্ষেপ উৎপন্ন হয়। ডাং .হেল বলেন “এলপ্যাথিক চিকিৎসকগণ যে সকল রোগে কেলি ব্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন আমরাও শেষোক্ত প্রতিক্রিয়াঘটিত আক্ষেপাদি রোগে তজ্জড়ই ইহা হইতে ফল পাইয়া থাকি”। স্বকে ইহা বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে, তাহা স্বকলক্ষণে বিবৃত হইবে।

লক্ষণ।

মনঃ—শিশুদিগের রজনী-ভীতি, নিদ্রাবস্থায় শিশুর চীৎকার এবং কম্প। প্রলাপে ভ্রান্তদৃশ্য; রোগী মনে করে তাহাকে কেহ অনুসরণ করিতেছে, তাহাকে বিষ খাওয়াইবে; সে যেন ভগবানের প্রতিহিংসার পাত্র বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে; সে মনে করে যেন তাহার সন্তানের মৃত্যু হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে ক্রন্দনের অদম্য বোঁক উপস্থিত হয়। মদাত্যয়বৎ লক্ষণে মুখমণ্ডল শোণিতোচ্ছাদিত হয় ও ভয়াবহ ভ্রমাত্মকদৃশ্য দর্শন করে। বিষাদোন্মত্ততায় ভ্রমদৃষ্টি ঘটে। মনোভাব প্রকাশের ক্ষমতাহীনতা। স্মরণশক্তি দুর্বল; কথা কহিতে বাক্যের কথা-বিশেষের ভ্রান্তি অথবা বাক্যাংশের স্থলন; মস্তিষ্কের রক্তহীনতা বশতঃ চিন্তাশক্তির অভাব। লিখিত বিষয় বুঝিতে পারা যায় না, কেননা বাক্যের কথাবিশেষ বা কথার অংশবিশেষ পরিত্যক্ত হয়, এক কথারই পুনরাবৃত্তি করে অথবা কথাবিশেষ অসঙ্গত স্থানে লেখে।

মস্তক :—মস্তিষ্ক উত্তেজিত থাকায় মুখমণ্ডলের শোণিতাভা, চক্ষুতরকার বিস্তৃতি এবং চক্ষুর বসিয়া যাওয়ার ভাব। রোগী শিরো-
লুৰ্ণন করিতে ও মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠিতে থাকে,
হস্তপদ শীতল, এবং মস্তিষ্কে রসস্রাবের পূর্বে প্রবল রক্তাধিক্য। দৃষ্টির
মলিনতা, চক্ষু তরকার বিস্তৃতি, চক্ষু বসিয়া যায় ও তাহার উজ্জ্বল্য-
হীনতা জন্মে।

মুখমণ্ডল :—মুখমণ্ডল পাণ্ডুর, কিন্তু অত্যাশ্রয় বক্ষণে মস্তব্যক্তির
হায়ে প্রতীয়মান হয়। রোগী ভ্রম দেখিতে থাকে।

শ্বাসযন্ত্র :—প্রত্যেক দুই অথবা তিন ঘণ্টা অন্তর হৃৎপিণ্ডক
কাসির হায়ে শুষ্ক কাসির আক্রমণে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হওয়ায় শ্লেষ্মা অথবা
ভুক্তবস্তুর বমন এবং রক্তনীতে শয়ন করিলে তাহার বৃদ্ধি।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী :—হৃৎপিণ্ডের শক্তিহীনতা জন্মে ;
তাহার স্পন্দনশব্দ দুর্বলতার অনুপাতাপেক্ষাও ক্ষীণতর, ও হ্রাসগত বলিয়া
বোধ হয় ; হৃৎপিণ্ড ক্রিয়া ধীর এবং পক্ষীর পক্ষচালনাবৎ শব্দবিশিষ্ট
পাকে। নাড়ী প্রথমে দ্রুতগতি থাকে, ক্রমশঃ ধীরতর হয় ; ধীরগতি,
ক্ষুদ্র এবং দুর্বল নাড়ী।

মুখগহ্বর :—জিহ্বা বিবদ্ধিত, শুষ্ক এবং লোহিতবর্ণ ; পরে
লোহিতবর্ণ শুষ্ক ও কটা ; জিহ্বাপৃষ্ঠ এবং জিহ্বা পার্শ্ব শুভ্র, কথা কহিতে
কষ্ট ; জিহ্বার ক্রিয়াবিশৃঙ্খলা ; তোতলা কথা। শুভ্র লেপযুক্ত জিহ্বা
থাকিলে রোগীর প্রাণাসে দুর্গন্ধ বাহির হয়।

গলাভ্যন্তর :—মুখগহ্বর, গলাভ্যন্তর এবং গলগহ্বরস্থানের
(Pharynx) অসাড়তা (মত্তপায়ীদিগের হইয়া থাকে)।

আম্নাশযন্ত্র :—শুষ্ক জিহ্বা থাকিলে তীব্র পিপাসা জন্মে। বিবিধা
হয়, এবং মাথা ঘোরে ; পুনঃ পুনঃ বমির বেগ এবং বমন।

মল :—জলবৎ মলত্যাগ ; বায়ুপ্রযুক্ত উদরশূল।

মূত্র ।—মধুমেহ জন্মিলে মূত্র শর্করাপূর্ণ । অবস্থা বিশেষে প্রচুর ফেকাশে ও জলবৎ মূত্রত্যাগ । প্রচুর পরিমাণ মূত্রত্যাগে অনেক ফস্ফেট পাওয়া যায় । মলত্যাগ করিতে বসিলে প্রথমে বিন্দু বিন্দু মূত্র পড়িতে থাকে । অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ । কখন কখন ক্ষীণ ধারে ঈষৎ পীত মূত্রত্যাগ ।

পুং জ্ঞানেনেদ্রিস্য ।—সঙ্গমেচ্ছার হ্রাস হইলে ধ্বজভঙ্গ পর্য্যন্ত জন্মিতে পারে । রেতঃস্থলন হইলে মানসিক অবসাদ, চিন্তাশক্তির জড়তা ও পৃষ্ঠবেদনা হয় এবং চলিতে গা টলে ; রোগী বড় ঢুর্কল হইয়া যায় ।

স্ত্রীজ্ঞানেনেদ্রিস্য ।—ঋতুসন্ধিকালে মস্তকে বেদনায়ুক্ত রক্তোচ্ছাস এবং রক্তাধিক্য । কামেচ্ছার পরিতৃপ্তি না হওয়ায় অণ্ডাধারের স্নায়ুশূলে রোগী অস্থিরতা প্রকাশ করে । অণ্ডাধার এবং ভগকপাটের উত্তেজনা হওয়ায় স্ত্রী-অঙ্গের চুলকনা জন্মে ।

অক্ৰ ।—মাংসল এবং কদাচারী ব্যক্তিদিগের মুখে, স্বন্ধে ও বক্ষে বয়োব্রণ । আরোগ্যাচ্ছন্নহিত, বৃহৎ এবং বেদনায়ুক্ত পুয়গুটিকা ; স্ফোটক ।

ব্রমাইডরোগী বড় বায়ু প্রধান ; ইহারা কোন না কোন প্রকার কার্য্যে অবলম্বন না করিয়া থাকিতেই পারে না ।

প্রদর্শক লক্ষণ ।—হস্তের চঞ্চলতা (Fidgetiness) ।—স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ রোগী সর্বদাই কোন প্রকার কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে বাধ্য, যেমন নিদ্রাহীনতা জন্মিলে রোগী অবিশ্রান্তভাবে শয্যাবস্ত্রোপরি হস্ত বুলাইয়া, ঘড়ির চেইন নাড়িয়া, কিম্বা যে কোন বস্তু পায় তাহাতেই তদুপযুক্তরূপ হস্তাঙ্গুলীর ব্যবহার করিয়া উপরিউক্ত লক্ষণের পরিচয় দেয় । এইরূপ কার্য্যে রোগীর মন নিযুক্ত থাকায় তাহার কঠোর কিঞ্চিৎ হ্রাস থাকে । জিহ্বাম রোগী চঞ্চলতা জ্ঞাত প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাহা তাহার পদসঞ্চালনে প্রকাশ পায় । ফস্ফরাসের চঞ্চলতা সর্বশরীর-

ব্যাপী, রোগী স্থির হইয়া বসিয়া অথবা শুইয়া থাকিতে পারে না, অবিরত স্থানপরিবর্তন করিতে থাকে । ইহা রাসের বেদনার কিঞ্চিৎ শান্তিপ্রদ পার্শ্বপরিবর্তনাদি, অস্থিরতালক্ষণ নহে ।

চিকিৎসা ।

মস্তিস্কের চর্চ্চলতা বা লেনেফ্যাগ ;—কালব্যাপী, অপরিমিত এবং কঠিন মানসিক শ্রম প্রযুক্ত মস্তিস্কের চর্চ্চলতা জন্মিলে কেলি লেমিকাম্ দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায় । চলিতে রোগীর মাথা ঘোরে ও গা টলে, এবং তাহার মস্তিষ্ক অসাড় বোধ হয় ।

হান্সসাহানামাস—মস্তিষ্কপ্রদাহরোগে রোগী মস্তিষ্ক মধ্যে স্পন্দনশূন্য জল হিল্লোলের তায় অনুভব করে । মস্তকে ঝাঁকি দিলে তাহার উপশম হয় ।

উন্মাদরোগ বা একিউট মেনিহা ;—শিশুদিগের প্রবল, প্রচণ্ড লক্ষণযুক্ত উন্মাদরোগের কেলি ব্রমেটাম্ উপযোগী ঔষধ । শিশু মনে করে তাহাকে হত্যা করিবে অথবা সকলেই তাহাকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে । এস্থলে ইহা হান্সসাহানামাস সহ তুলনীয় ।

হুগীরোগ বা এপিলেপ্সি ;—কেলি লেমিকামের হুগীরোগ আরোগ্য করিবার ক্ষমতা নাই ; তবে আশঙ্কিত আক্রমণের (ফিটের) অব্যবহিত পূর্বে প্রদত্ত হইলে ইহা তাহার বাধা জন্মাইয়া থাকে এবং আবেশকালে প্রয়োগ করিলে তাহা নিবৃত্তি পায় । এলপ্যাথিক চিকিৎসকগণই এ রোগে প্রথমে ইহার ব্যবহার প্রচলন করেন এবং এককালে তাঁহারা ইহাকে অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করিতেন । এক্ষণে তাঁহারাও বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইহা উপরিউক্ত প্রশংসার উপযুক্ত নহে, এবং সাময়িক আবেশ নিবারণ জন্তও ইহার

কালবাণী ব্যবহার নির্বিকল্প নহে । ফলতঃ মৃগীরোগে ইহার উপশমকারী শক্তির সাহায্য প্রাপ্ত হইতে হইলে উভয় মতের চিকিৎসককেই স্থূল মাত্রায় ঔষধ ব্যবহার করিতে ও তাহার ক্রমে বৃদ্ধি করিতে হয় । কিন্তু অধিককাল ব্যবহারে প্রথমে তাহাতে মাদকতা, মানসিক দৌর্বল্য, ভ্রমদৃষ্টি প্রভৃতি ত্রিমজম্ব বা ত্রিমণি বিষলক্ষণ উপস্থিত হইলে অবশেষে মস্তিস্কের ক্রিয়াহানি বশতঃ রোগী জড়রোগগ্রস্ত হয় ।

স্বপ্ন-ভীতি বা নাইট মেহোর্স :—দস্তোদগম ও ক্রমি “প্রভৃতির সহানুভূতি বশতঃ অথবা মস্তিস্কেরই রোগনিবন্ধন মস্তিস্ক অস্বাভাবিকরূপে উত্তেজনাগ্রস্ত থাকিলে অনেক শিশু নিদ্রাবস্থায় চীৎকার করিয়া উঠে । বয়স্ক শিশুকে জিজ্ঞাসা করিলে সে স্বপ্নে ভূত, প্রেত ও “ছেলে ধরা” প্রভৃতি দেখার কথা প্রকাশ করে । উপরিউক্ত মস্তিস্কবিকারে কেলি লেমিকাম একটি প্রধান ঔষধ মধো গণ্য ।

লোকমোটের এটাক্সিস বা কশেরকামাজেজ্জহা ক্ষহরোগ :—ক্রমাইড অব পটাসিয়ামের ঔষধবিকারে কিঞ্চিৎ লোকমোটের এটাক্সিরোগলক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে । রোগী তাহার অধোঅঙ্গ সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন রাখিতে পারে না, চলিতে গা টলে । পদে ও পৃষ্ঠদণ্ডে চন্‌চনি এবং অসাড়তা জন্মে । উপরি উক্ত লক্ষণের প্রথমাবস্থায় কামেচ্ছার অস্বাভাবিক উত্তেজনা হয় এবং রোগ ক্রমশঃ গভীরতর অবস্থা প্রাপ্ত হইলে লিঙ্গের উত্থানশক্তি অন্তর্ধান করে, কিন্তু রজনীতে পুনঃ পুনঃ অনৈচ্ছিক গুক্রস্থলন হইতে থাকে । এতদবস্থায় পূর্ক হইতে বিষন্ন রোগী অধিকতর বিষন্নচিত্ত হয় ।

শিশুকলেরা বা সামার ডান্ডারিয়া :—অত্যন্ত দুর্বলতা, গাত্রের শীতলতা, এবং মস্তিস্কোদকরোগের উপক্রম লক্ষণ বর্তমান থাকায় কেলি লেমিকাম দ্বারা একাধিক রোগীর উপকার হইয়াছে । ইহা সিঙ্ক, ক্যালক্কে ফস্ প্রভৃতি সহ তুলনীয় ।

হৃকরোগ—বহোত্রণ বা একুনি; আমবাত বা আর্টিকেরিয়া; কাউর বা এক্জিমা;—হস্তমৈথুন নিবন্ধন বহোত্রণরোগের অবস্থানুসারে কেলি ব্রমেটাম দ্বারা উপকার হয়। ইহাতে ত্রণাদি কৃষ্ণাভ লোহিত, কঠিনস্পর্শ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসবিষিকাবেষ্টিত থাকে এবং অবশেষে পাকিলে পুণ্য নির্গত হইয়া অন্তর্দান করে। স্নায়বিক লক্ষণযুক্ত আমবাতের ইহা ঔষধ। কেলি লমিকামের লক্ষণযুক্ত রোগীর কাউরও ইহাদ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

৯। কেলি মিউরেয়েটিকাম (Kali Muriatricum) ।

ইহা সুস্ফারের বারটি টিসুরেমিডিমধ্যে অত্যন্তম। হোমিওপ্যাথিতে কেলি মিউর ঔষধগুণ পরীক্ষিত হয় নাই। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ প্রধানতঃ সুস্ফার হইতেই এতদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন এবং তদনুসারে রোগ চিকিৎসায় ইহার প্রয়োগদ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে প্রয়োগস্থল নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সুস্ফারের মতে কেলি মিউ তত্ত্বজানু পদার্থ বা ফাইব্রিণ সহ রাসায়নিক সম্বন্ধযুক্ত সল্ট। তত্ত্বজাল বা কনেক্টিভ টিসুর জালের বুনট মধ্যস্থ শূণ্য স্থানমধ্যে তত্ত্বজান পদার্থ ক্ষরিত হইলে ইহা দ্বারা উপকার হইয়া থাকে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ রোগারোগ্যলক্ষ জ্ঞানদ্বারা শুভ্র অথবা ধূসরবর্ণ নিঃশ্রাব, শরীরযন্ত্রাদির শ্লেষ্মিকবিচ্ছিন্ন হইতে ঘন ও শুভ্র তত্ত্বজানপদার্থমিশ্রিত শ্লেষ্মা এবং জিহ্বামূলে শুভ্র অথবা ধূসর বর্ণ লেপ ইহার প্রধান প্রদর্শক বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

উপরিউক্ত নির্দ্ধারণানুসারে কেলি মিউরিয়োটিকাম্ প্রতিষ্ঠায়িক রোগ (Catarrhal diseases), নাতিপ্রবল প্রদাহিক রোগ ও

ডিফ্‌থিরিয়া প্রভৃতি যে সকল রোগে তত্ত্বজ্ঞানপদার্থ নিঃসৃত হয় তাহাতে এবং গ্রন্থি ক্ষীণিতে প্রয়োগে ফললাভ হইয়া থাকে ।

১০ । কেলি সাল্‌ফুরিকাম্ (Kali Sulphuricum) ।

বর্তমান ঔষধ বিষয়ক জ্ঞানও আমরা সুস্‌লারের নিয়মানুসারে ইহার প্রয়োগ দ্বারা লাভ করিয়াছি । প্রদাহিক রোগের শেষাবস্থায় এবং যে সকল রোগে প্রচুর উপত্বকস্‌তলন বা শঙ্কপাত হয় তাহাতে কেলি সাল্‌ফুরিকাম্ উপযোগী বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে । “পীতবর্ণ শ্লেষ্মাস্রাব” ইহার প্রদর্শক । ইহার রোগের সন্ধ্যাকালীন বৃদ্ধি এবং শীতল ও মুক্ত বায়ুতে উপশমও অন্ততর প্রদর্শক বলিয়া গণ্য । ত্বগ্‌দ্রুভেদ বদিয়া যাওয়ায় যে সকল রোগ জন্মে তাহাতে এবং অক্‌জ্যান্‌টিউর্যারোগে (এক প্রকার মূত্রবালুকা) স্থলবিশেষে ইহা উপকারী । যে রোগের তরুণ অবস্থায় সাল্‌সেটিলা তাহারই পুরাতনে ক্যালি সাল্‌ফুরিকাম্ উপযোগী । আমরা নিম্নে কেলি সাল্‌ফুরিকাম্‌র যে প্রধান কাতিপয় লক্ষণের উল্লেখ করিলাম তাহা হইতেই এ বিষয়ের সার্থকতার উপলব্ধি হইবে যথা :—

- ১ । সন্ধ্যাকালে জ্বরের বৃদ্ধি ।
- ২ । শ্লেষ্মিক ঝিল্লি হইতে পীতবর্ণ অথবা সবুজাভ স্রাব ।
- ৩ । মুক্ত বায়ুতে উপশম (সাধারণ লক্ষণের) ।
- ৪ । সন্ধিতে অথবা শরীরের যে কোন অংশে রসবাতিক বেদনা ।
- ৫ । উষ্ণ গৃহে রোগের বৃদ্ধি ।
- ৬ । সরল কাসিতে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ি ।

লেক্চার ৫৭ (LECTURE LVI.)

মিলাস্থিসিজাতীয় ঔষধনিচয় ।

১। হেলনিয়াস্ ।

২। স্ত্রাবাডিলা ।

৩। ভিরেট্রাম্ ভিরিডি ।

১। হেলনিয়াস্ ডায়ইকা (Helnias Dioica)

ভুলনীয় ঔষধ ঃ—এলেক্ট্রি, সিমিসি, সিঙ্ক, ফেরাম্, লিলি টাই, ফস্ এসি. সিপিয়া, টেরিবিস্ ।

সাধারণ ক্রিয়া ঃ—হেলনিয়াস পরিপোষণযন্ত্রের ক্রিয়াবিভ্রাট উৎপন্ন করিয়া শোণিতজননের বাধা উপস্থিত করে। ইহাতে শরীরে শোণিতের অল্পতা বা এনিমিয়া এবং তাহার বিশ্লেষণ ও অপকৃষ্টতা জন্মে ও শরীর দুর্বল হইয়া যায়। এজন্ত ইহা রক্তহীনতা ও ক্লরসিস্ রোগের ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। অত্যন্ত যত্নমধ্যে কিড্‌নি ও জরায়ু ইহা দ্বারা বিশেষরূপে আক্রান্ত হইলে তাহাদিগের উত্তেজনা হওয়ায় ক্রিয়াধিক্য জন্মে এবং অবশেষে গৌণভাবে তাহাদিগের অবসাদাবস্থা উপস্থিত হয়।

লক্ষণ ।

অন্ন ঃ—কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে মনের নিবিষ্টতা জন্ত রোগী ভাল বোধ করে। একা থাকিতে ইচ্ছা করে, কাহারও তাহার নিকটে যাওয়া ভাল বাসেনা ; আলাপে অসম্মত হয় ; মানসিক অবসাদ।

স্নায়ু ঃ—ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত এবং নিদ্রালু। রোগী অলস এবং অসাধারণ ক্লান্তি বোধ করে, কিন্তু তাহার কারণ বুঝিতে পারে না। দুর্বলতা।

মূত্রযন্ত্র :—কিডনির বেদনায় মূত্রে শ্বেতলালা বা এলবুমেন ।
কিডনিতে জালা । মূত্রত্যাগকালে মূত্রপথে জালা ও বল্‌মানবৎ
অনুভূতি । মূত্রস্থানী মূত্রশূণ্য বোধ হইলেও অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব ।
প্রচুর এবং পাতলা রসের মূত্র ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় :—বক্ষ্য হউক বা না হউক কামেচ্চার
এবং তদ্বিষয়ক ক্ষমতার অভাব । জরায়ুর গুরুত্ব ও টাটানি বেদনায়
প্রভূত বিষণ্ণতা এবং গভীর ও সুস্পষ্ট অবসন্নতা—“জরায়ুর বর্তমান-
তার অনুভূতি” । জরায়ুদংশ হইলে বস্তিদেশে কিছু ঝুলিয়া
পড়ার অনুভূতি ও দুর্বলতা ; ঋতুসন্ধিকালে দুর্বল রোগীরও ঐরূপ ।
ক্ষতযুক্ত জরায়ুর স্থলন, এবং প্রসবাস্ত্রে অবিরত কৃষ্ণবর্ণ, পুতিগন্ধ-
বিশিষ্ট ও রক্তময় স্রাব । যোনির উত্তেজনা বশতঃ পৃষ্ঠে বেদনা ।
জরায়ু হইতে অত্যধিক রক্তস্রাব । রক্তহীনতা ও দুর্বলতা
নিবন্ধন শ্বেতপ্রদর । তীক্ষ্ণ কণ্ঠয়ন প্রযুক্ত স্ত্রীকৃৎ তন্তু, রাজ্জা ও
ক্ষীত এবং তাহার উপস্থকের স্থলন । যোনি এবং যোনিকপাটের
ক্ষতকর প্রদাহে ঘোলা নিঃস্রাব জন্মে । জরায়ুর দুর্বলতা বশতঃ
গর্ভপাতের আশঙ্কা । স্তন ক্ষীত এবং স্তনাগ্র স্পর্শাসহিষ্ণু
ও বেদনায়ুক্ত ।

পৃষ্ঠ :—বিশেষতঃ স্কাপুলা বা অংসফলকাস্থিহৃয়ের নিম্নাঙ্গমধ্যবর্তী
পৃষ্ঠপ্রদেশে জালা এবং তাপ । কটি ও বস্তিপশ্চাদ্দেশে জালা ও
ক্লান্তিবোধ ।

প্রদর্শক লক্ষণ :—স্ত্রীরোগে প্রভূত রক্ত-
হীনতা, দৌর্বল্য ও আনন্দ এবং গভীর
বিষাদ প্রভৃতি—যাহা অগ্রমনস্ক থাকিলে ক্ষণকালের জগ্ৰ উপশম
—সাধারণ প্রদর্শক ব্যতীত ইহার বিশেষ কোন প্রদর্শক দৃষ্টিগোচর
হয় না ।

চিকিৎসা ।

স্নায়ুশুল্কের ক্রিয়াদৌর্বল্য বা নিউব্রিস্থিনা-ইয়া—অতিশয় স্নায়বিক দৌর্বল্যবিশিষ্ট স্ত্রীলোকদিগের রোগারোগ্য হেলনিয়াস্ ডায়ইকা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তাহারা সামান্য পরিশ্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং তাহাদিগের পৃষ্ঠে দুর্বলতাবোধক বেদনা হইলে ক্লান্তিভাব কটি বাহিয়া নিম্নাঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই সকল রোগী কার্যারম্ভকাল হইতে কার্যে লিপ্ত থাকা কাল পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করে। কিন্তু তাহা রাসের কার্যকালীন স্বস্তিবোধ নহে; কেননা রাসে তাহা সন্ধির কাঠিগ্রাস দ্বারা প্রকটিত।

লালামেহ বা এলুমিনিউরিয়াঃ—দুর্বল ও রক্তহীন স্ত্রীলোকদিগের ঋতুকালীন কিড্‌নি বা বৃক্কের শোণিতাধিক্য হেলনিয়াস্ লালা-মেহ বা এলুমিনিউরিয়ার কারণ। মূত্র অত্যন্ত ও ঘোলাটে থাকে। এ রোগে ইহা শাল্‌স সহ তুলনীয়।

স্ত্রীজননেদ্রিয় রোগ—শ্বেতপ্রদর বা লুকরিয়া; যোনিপ্রদাহ বা ভ্যাজাইনাইটিস্; গর্ভশ্রাব বা এবর্ষণ; জরায়ুভ্রংশ বা প্রল্যাপ্‌সাস্ ও জরায়ুর স্থানচ্যুতি বা ডিস্‌প্লেসমেন্ট অব ইউটারাস্।—অতিশয় দুর্বল ও রক্তহীন স্ত্রীলোকদিগের স্ত্রীরোগে হেলনিয়াস্ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। স্ত্রীজননেদ্রিয়ের নিষ্কর্জীবতা (Atony) এবং পৃষ্ঠ হইতে জরায়ু পর্য্যন্ত বিস্তৃত বেদনা এই সকল রোগের প্রধান এবং সাধারণ লক্ষণ। “বস্তি-মধ্যে জরায়ুর বর্তমানতার অনুভূতি” ইহার সর্ববাদীসম্মত প্রকৃষ্ট প্রদর্শক। সুস্থাবস্থায় যত্ন প্রভৃতি কোন যন্ত্র যে আমাদেরিগের উদরাদি কোন শরীরগত্বরে আছে তাহা আমাদেরিগের বোধগম্য হয় না। যখনই

শরীর গহ্বরের যন্ত্রবিশেষের অস্তিত্বের অনুভূতি জন্মে তখনই ঐ যন্ত্র রোগাক্রান্ত বলিয়া জানিতে হইবে। কেননা শরীরাত্যতরে কোন যন্ত্রের অবস্থিতির উপলব্ধিই অস্বস্তি প্রদ ; তদ্ব্যতীতও তাহার আনুষঙ্গিক অগ্নাচ্ছ রোগজ ও কষ্টপ্রদ লক্ষণ উপস্থিত থাকায় তাহা অধিকতর কষ্টের কারণ। এস্থলে জরায়ুর অস্তিত্বের অনুভূতি তাহার কণ্ঠাবস্থা প্রকটিত করিলে হেলেনিফ্রাস প্রদর্শিত হয়। অগ্নাচ্ছ ঔষধেও জরায়ুর বর্তমানতার অনুভূতি আছে, কিন্তু হেলেনিফ্রাসে তাহা জরায়ুব অবিশ্রান্ত টাটানি ও গুরুত্ব দ্বারা প্রকাশিত হওয়ায় স্বাভাব্য লাভ করে; ইহার আনুষঙ্গিক পুত্রে এবং অঙ্গাদির ক্লাস্তি ও কনকনানি অগ্নাচ্ছ প্রভেদক লক্ষণ।

শ্রেতপ্রদর রোগে কোন সামান্য পরিশ্রমেই অবিশ্রান্ত, কৃষ্ণ-বর্ণ ও দুর্গন্ধ স্রাবের বৃদ্ধি হইলে হেলেনিফ্রাস তাহাতে ফল প্রদ। অত্যধিক দুর্বলতা এবং স্ত্রীঅঙ্গের চুলকনা ইহার আনুষঙ্গিক লক্ষণরূপে বর্তমান থাকে; কিন্তু ক্ষত ও ফোঁকা সর্বস্থলে দৃষ্ট হয় না।

যোনি ও যোনিকপাটের প্রদাহ হেলেনিফ্রাসের সাধারণ রোগমধ্যে গণ্য। যোনি হঠাতে পুষ্পস্রাব হয় এবং তাহার সহিত জরায়ুগ্রীবায় ক্ষতও থাকিতে পারে। পুনঃ পুনঃ অধিক পরিমাণ কৃষ্ণবর্ণ, চাপ চাপ ও দুর্গন্ধ ঋতুশোণিতের মূছ স্রাব ঘটে।

জরায়ুর অতিশয় নির্জীবতা ও শিথিলতা বশতঃ বন্ধ্যাস্র জন্মে; অথবা গর্ভ সঞ্চার হইলেও কিঞ্চিদধিক পরিশ্রম করিলেই এবম্বিধ দুর্বল জরায়ু ভ্রণ ধারণে অশক্ত হওয়ায় গর্ভস্রাব ঘটিলে হেলেনিফ্রাস জরায়ুর শক্তিবিশেষ করিয়া বন্ধ্যাস্র দূর করিতে এবং ভবিষ্যৎ গর্ভপাতের সম্ভাবনা নিবারণ রাখিতে সক্ষম। গর্ভাবস্থাতেও উপযুক্ত সময়ে প্রযোজিত হইলে ইহা গর্ভপাতের আশঙ্কা নিরাকরণ করিতে সক্ষম।

জরায়ুভ্রংশ ও জরায়ুর স্থানচ্যুতি প্রভৃতি জরায়ুর নানা প্রকার অস্বাভাবিক অবস্থাসংশোধনেও স্থলবিশেষে হেলনিয়াস্ আমাদিগের সাহায্যকারী । জ্বীলোকদিগের রক্তহীন, দুর্বল এবং নিজ্জীব শারীরিক অবস্থায়, বিশেষতঃ প্রসবান্তে শারীরিক দুর্বলতা ও রক্তহীনতা প্রভৃতি নিবন্ধন স্বাস্থ্যহানি বশতঃ যথাসময়ে জরায়ু প্রকৃতিস্থ না হওয়ায় রক্তসংযুক্ত, ক্লেদবৎ প্রসবান্তিক আব থাকিলে জরায়ু-ভ্রংশ এবং তাহার নানা প্রকার স্থানচ্যুতি জন্মে । অধোদরে গুরুত্ব এবং পৃষ্ঠে ক্লান্তি ও টানিয়া নামানের দ্বায় বোধ হইলে সামান্য পরিশ্রমে সমগ্র শরীরে বিস্তৃত হয় । রোগী জরায়ুর গুরুত্ব এবং বর্তমানতা অনুভব করে । রোগী অত্যন্ত বিষাদ এবং অবসাদগ্রস্ত থাকে । হেলনিয়াস্ জরায়ুরোগে সিম্পিয়া, লিনিয়াস্ এবং নেট মিউ প্রভৃতি ঔষধ সহ তুলনীয় ।

বেলিস্ পেরিনিস—ডাঃ বার্ণেটের মতে “পরিশ্রান্ত” (“Fagged”) জরায়ুর বলাধান করিতে বেলিস্ পেরিনিস উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য । ইহাতে রোগীর শারীরিক অবস্থানুসারে অধিক বা অল্প সংখ্যক ক্রণ ধারণে অতিশ্রমপ্রযুক্ত জরায়ু পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে তাহাতে শোণিতগতির মন্থরতা জন্ম রোগলক্ষণ উৎপন্ন হয় ।

রক্তহীনতা বা এনিমিয়াঃ সূত্রপাণ্ডু বা ক্লরসিস্—রক্তহীনতা এবং সূত্রপাণ্ডুরোগের হেলনিয়াস্ অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ঔষধ । আলস্য এবং বিলাসিতা নিবন্ধন স্নায়বিক দৌর্বল্যবিশিষ্ট অথবা কঠিন পরিশ্রম বশতঃ ভগ্নস্বাস্থ্য জ্বীলোকদিগের কালব্যাপী শোণিতস্রাবই এ রোগের বিশেষ কারণমধ্যে পরিগণিত । এই সকল জ্বীলোকের অতিক্লান্তির অসোয়াস্তি বশতঃ নিদ্রাহীনতা জন্মে এবং অধিকন্তু শৈথিল্য জ্বীলোকদিগের কঠিন শারীরিক পরিশ্রম

প্রযুক্ত দুর্বলীভূত পেশীনিচয় জালা ও কন কন করে। ইহার একটি বিশেষ লক্ষণপ্রকৃতি এই যে, বিষয়ান্তরে মন আকৃষ্ট থাকিলে রোগযন্ত্রণা উপশম থাকে ; এজ্ঞা চিকিৎসক আসিলে রোগী ভাল বোধ করে অর্থাৎ যন্ত্রণা প্রকাশ করে না। উপরি উক্ত রক্তহীনতা সহ আনুষঙ্গিক রূপে মূত্রবন্ত্র ও জননেন্দ্রিয়বিকার বর্তমান থাকে।

২। স্যাভাডিলা (Sabadilla)

উপচয় :—ইহার সাধারণ রোগলক্ষণের প্রতিদিন একই সময়ে বৃদ্ধি হয়।

উপশম :—অধিকাংশ রোগলক্ষণেরই শয়নে এবং মুক্তবায়ুতে হ্রাস।

সম্বন্ধ :—গ্ৰাবাডিলার কার্যপ্রতিষেধক—পালস্।

ভুলনীয় ঔষধ :—একন, ব্রায়, সিক, নেট মিউ, পালস্, সিপি, ভিরেট এ।

সাধারণ ক্রিয়া :—মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জা-স্নায়ুসমূহে ক্রিয়া প্রকাশ দ্বারা গ্ৰাবাডিলা পরিপোষণক্রিয়ার বিভ্রাট উপস্থিত করে। শৈল্পিক ঝিল্লিতে ইহার বিশেষ কার্য হইয়া থাকে ; এবং মানসিক লক্ষণের গুরুত্ব জ্ঞাত ইহা রোগ চিকিৎসায় প্রযুক্ত হয়। পাতলাকেশ ও শিথিলপেশী ব্যক্তি এবং শিশু ও বৃদ্ধদিগের রোগচিকিৎসায় ইহার বিশেষ উপযোগিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

লক্ষণ :—মন—কোন প্রশ্নের উত্তর করে না, অচৈতন্যাবস্থায় থাকে, পরে লক্ষপ্রদানে উত্তিত হয় ও গৃহমধ্যে অসাবধানভাবে দোড়াদোড়ি করে। মনে করে সে পীড়িত ; তাহার শরীরংশ সঙ্কুচিত হইয়াছে। সবিরাম জরকালে প্রলাপ। উন্মাদরোগে কেবল শীতল

জলে মস্তক ধৌত করিলে ক্রোধের শাস্তি। উদরের গভীরদেশের উত্তেজনা বশতঃ বিষণ্ণতা। বিবমিষা প্রযুক্ত উৎকর্ষার অনুভূতি। রোগী সামান্য কারণেই ভীত।

মস্তক :—চিন্তা করিলে শিরঃশূল জন্মে। মানসিক শ্রম শিরঃশূলের বৃদ্ধি করে এবং নিদ্রা আনয়ন করে। ভীতি নিবন্ধন গুল্মবায়ুর আবেশ। অতিশয় চিন্তায় অথবা অবিশ্রান্ত মনঃসংযোগে শিরঃশূল।

শ্রাস্ত্র :—অবসন্নতা ও দৌর্বল্য। শরীরের নানা স্থানে তীক্ষ্ণ, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী স্পষ্টবৎ বেদনা। সমুদায় অস্থিতে, বিশেষতঃ সন্ধিতে, তীব্র বেদনায় বোধ যেন তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দ্বারা অস্থির সম্মুখ ভাগ কাটা এবং চাঁচা হইতেছে। শীতল বায়ুর অসহিষ্ণুতা, তাহাতে রোগের বৃদ্ধি। রোগের প্রথমে দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ এবং বাম পার্শ্বে গতি।

নাসিকা :—নাসিকাতে চুলকনা এবং চনচনি। নাসিকার উর্দ্ধাংশের স্পর্শসহিষ্ণু শূন্যতা। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব! প্রচণ্ড আক্কেপিক হাঁচিতে উদর কম্পিত হইলে পরে চক্ষু হইতে জলস্রাব। শ্রাবযুক্ত নাসিকা সর্দি। অত্যন্ত নাসারন্ধ্রের রোধ; শ্বাসগ্রহণ কষ্টসাধ্য; নাসিকার ডাক।

শ্বাসযন্ত্র :—শ্বাসকষ্ট নিবন্ধন উৎকর্ষা। রজনীতে শুষ্ক কাসি। কঠিনাঘাতে চাঁচাভাব নিবন্ধন ক্ষুদ্র ও শুষ্ক কাসি। অধিকাংশ সময়ে শ্বাস গ্রহণকালে অথবা কাসিতে বক্ষপার্শ্বে স্ফুটবেদনবৎ বেদনা।

উদর :—অস্ত্রে ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা। অস্ত্রে জ্বালা। শূন্য উদরের ডাক।

মল এবং মলদ্বার :—সরলাস্ত্র ও মলদ্বারে মহীলতার ত্রায় ক্রমির বিচরণবৎ বিড়-বিড়ি। উদয়াময়ের বিষ্ঠার উচ্ছলিত ভাব ও কটাবর্ণ।

অক্ষ :—অকের লোহিত বর্ণ এবং রেখাকার কলঙ্ক রোগী শীতল বায়ু মধ্যে থাকিলে স্পষ্টতর হয় ।

চিকিৎসা ।

মনমেনিয়া বা একাপ্রায়োস্মাদ :—কল্পনাবৈকারিক বা কোন এক বিষয়ের ভ্রান্তিমূলক উদ্ভাদ রোগে স্ত্রাবাডিনা উপকারী ঔষধ । বায়ু কর্তৃক উদর স্ফীত হইলে রোগিনীর ভ্রান্তি বশতঃ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে সে অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছে ; অথবা গলমধ্যে কোন সাংঘাতিক রোগ হওয়ার অলৌক ভীতি জন্মিতে পারে । এই রূপ বহুবিধ ভ্রান্ত কল্পনাব উদয় হইতে পারে ।

পুজারোগীর ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মে যে, সে দুই বা তিন ব্যক্তি, অথবা সে কাচনির্মিত, স্পর্শ করিলে সহজে ভাঙ্গিয়া যাইবে ।

ইন্ফ্লুয়েঞ্জা বা দেশব্যাপী প্রতিশ্যায় :—ইন্ফ্লুয়েঞ্জা রোগে অতি কষ্টকর হাঁচির বর্তমানতা স্ত্রাবাডিনার প্রদর্শক । রোগী মুক্ত বায়ু মধ্যে গমন করিলেই হাঁচি হয় এবং চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকে । গলাভান্তর স্ফীত হয় এবং শৃঙ্গ গলাধঃকরণ চেষ্টায় বেদনা করে ; অত্যধিক হাঁচিতে সম্পূর্ণ শরীর কাঁকি হইতে থাকে । লোমাঞ্চ ; শীত গাত্রোর্দ্ধি বাহিয়া উঠার অবস্থায় শরীরের থর থর কম্প ও ইহার প্রধান লক্ষণ মধ্যে গণ্য । ললাট প্রদেশে শিরঃশূল, তৃষ্ণাহীন মুখশোষ এবং শয়ন করিলে যাহা বৃদ্ধি পায় একরূপ কাসি ইহার অগ্রান্ত লক্ষণ । হাঁচির প্রাধাত্যবুক্ত ইন্ফ্লুয়েঞ্জার অগ্রান্ত ঔষধ মধ্যে সাইক্রেমেন ও স্কুফরবিয়া প্রধান ।

হে-ফিবার বা ওষধিগন্ধ জ্বর :—হে-ফিবারের নাসিকা সর্দিতে গুরুর জলবৎ শ্রাব এবং ললাটদেশে বেদনা থাকিলে স্ত্রাবাডিনা মহোপকারী ঔষধ বলিয়া গণ্য । অবিশ্রান্ত আক্ষেপিক হাঁচি হইলেও

সামান্য সর্দি শ্রাব হয় । রোগের উপশম করিতে সক্ষম হইলেও ইহার ক্রিয়ায় গভীরতা না থাকায় ইহা সর্বস্থলে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য করিতে ক্ষমবান নহে । সম্পূর্ণ আরোগ্য প্রত্যাশা করিলে ইহার উচ্চ ক্রমের ব্যবহার করিয়া দেখার আবশ্যক ।

কুমিরোগ বা ওয়ান্‌স্ :—কুমি রোগে বিবমিষা, বমন এবং বিশেষ প্রকারের উদর শূল (যাহাতে বোধ হয় যেন অগ্ন চক্রেয় জ্বায় ঘূর্ণায়মান হইতেছে) থাকিলে স্ত্রাবাডিনা উপকারী ।

হাম বা মিজল্‌স্ :—হামের সর্দি উপসর্গে প্রচণ্ড হাঁচি ও ললাট প্রদেশে শিরঃশূল বর্তমান থাকিলে স্ত্রাবাডিনার প্রয়োগিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে । কোন কোন দেশব্যাপক হামরোগে ইহার উপযোগী বহুতর রোগী প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

৩। ভিরেট্রাম্ ভিরিডি (*Veratrum Viride*) ।

উপচয় : উত্থান করিলে ; ভ্রমণকালে ; সন্ধ্যাকালে ; শরীর চালনায় ।

উপশম :—উষ্ণ এবং উগ্র কাফি পানে ।

ভুলমীয়া ঔষধ :—একন, এন্টি টার্ট, বেল, ককুলাস, ডিজিট, ফেরাম্, জেল্‌স্, হেলিবো, হায়দা, ফস্, টেবেক, ভিরেট এ ।

সাধারণ ক্রিয়া :—মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জা, বিশেষতঃ তাহার নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুকেন্দ্রাংশ, এবং প্রক্ষিপ্তক্রিয়াস্বত্ব গতিদ স্নায়ু-কেন্দ্র বা রিফ্লেক্স-মোটর নার্ভ-সেন্টার ভিরেট্রাম্ ভিরিডি দ্বারা আক্রান্ত হয় । ইহা ঐ সকল স্নায়ুকেন্দ্র এবং সমগ্র শোণিতসঞ্চালন-যন্ত্রমণ্ডলের প্রভূত পক্ষাঘাতিক দুর্বলতা উৎপন্ন করিলে মস্তিষ্ক এবং অস্ত্রান্ত যন্ত্রের, বিশেষতঃ নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুশাখাপরম্পরার কার্য্যাধীন যন্ত্রের এবং তন্মধ্যেও বিশেষরূপে আমাশয় ও ফুস্‌ফুসের প্রগাঢ় রক্তাধিক্য এবং

প্রদাহ জন্মিয়া থাকে । উপরে যাহা লিখিত হইল তাহাতে বোধগম্য হইবে যে বেলাডনা এবং তাহার সমক্রিয় অত্রাণ ঔষধের রক্তাধিক্য হইতে ইহার রক্তাধিক্যের প্রভেদ এই যে বেলাডনাদির রক্তাধিক্য স্নায়ুকেন্দ্রের উত্তেজনা এবং ভিরেট্রামের তাহা স্নায়ুকেন্দ্রের পক্ষাঘাতিক দুর্বলতা ও তাহার ফলস্বরূপ শোণিতগতির বাধা এবং মছরতা উপস্থিত করে । গতিদ স্নায়ুর দুর্বলতা সাধন করিলেও ইহা প্রবল ও স্থায়ী (Tonic) এবং অধিকাংশ স্থলেই ক্ষণস্থায়ী ভাবের (clonic) অর্থাৎ তাণ্ডবরোগবৎ আক্ষেপ উৎপন্ন করিতে সক্ষম । ভিরেট্রাম্ ভিরিডির ক্রিম্বার প্রধান লক্ষ্য হৃদপিণ্ডের শোণিত সঞ্চালনে দৃষ্ট হইয়া থাকে ; হৃৎপিণ্ডের উচ্চ শঙ্কায়মান, সবল স্পন্দন, নাড়ীর সবল ত্বরিত গতি এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের অতি ধীর সঞ্চার ইহার পরিচায়ক বলিয়া গণ্য ।

লক্ষণ ।

মনঃ—কলহপ্রিয় এবং প্রলাপবিশিষ্ট । অতি ভয়াবহ প্রলাপ বশতঃ রোগী চীৎকার করে, হাউ হাউ করে এবং প্রহাসন করে । রোগীর চক্ষুতারণা প্রসারিত থাকে এবং সে অস্পষ্ট বিড় বিড় খরে অবিশ্রান্ত প্রলাপ করে ।

মস্তকঃ—প্রাতে গাত্রোথানের পর শিরোঘূর্নন, চক্ষুমুদ্রিত করিলে এবং মস্তক স্থিরভাবে রাখিলে উপশম ; শয্যা অথবা আসন হইতে উত্থানের পর শিরোঘূর্নন প্রযুক্ত বিবমিষা ও বমন । শিরঃশূলের সহিত শিরোঘূর্নন । প্রাতঃকালে গ্রীবাশ্যাৎ হইতে শিরঃশূল উদ্ভিত হয় এবং মস্তকের গুরুত্ব ও পূর্ণতার অনুভূতি জন্মে । মস্তকের প্রবল রক্তাধিক্য । ললাটের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে চক্ষুর নিকটস্থ প্রদেশ পর্য্যন্ত 'দ্বায়শূল' । ললাটদেশে তীক্ষ্ণ শিরঃশূল নিবন্ধন বমন ।

স্নায়ু ।—মুখমণ্ডল, গ্রীবা এবং হস্ত ও পদাঙ্গুলির পেশীর আনর্জন এবং আকুঞ্চন । তাণ্ডবরোগবৎ স্নায়বিক আক্ষেপ । শিশু ভীত হওয়ার ত্রায় কাঁপিতে থাকে এবং বোধ হয় যেন অচিরে তাহার আক্ষেপ বা কন্ভালসন হইবে । পক্ষাঘাত হইলে অঙ্গাদিতে চন্‌চনি এবং মস্তিষ্কে শোণিতগতির বৃদ্ধি । বিশেষতঃ মস্তিষ্কতলদেশ, মেরুমজ্জা, বক্ষ ও আমাশয়ে রক্তাধিক্য ।

মুখমণ্ডল ।—অবস্থানুসারে মুখ শোণিতোচ্ছাসযুক্ত, কখন পাণ্ডুর, শীতল, নীলাভ এবং শীতল ঘর্ম্মাবৃত । মুখমণ্ডলপেশীর আক্ষেপিক সূচিবোধবৎ বেদনা ।

শ্বাসপ্রশ্বাস ।—শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টকর, ধীর এবং শ্রমসাধ্য (নিউমোনিয়া রোগে শ্বাসপ্রশ্বাস ৪২ হইতে ১৬ পর্য্যন্ত নামিয়া যায়) । আক্ষেপিক শ্বাসপ্রশ্বাস হইলে প্রায় শ্বাসরোধের উপক্রম । বক্ষের কষ্টানুভূতি । বক্ষে প্রবল রক্তাধিক্য ।

হৃৎপিণ্ড ও নার্ভী ।—হৃৎপ্রদেশে অবিশ্রান্ত, মূহ ও জ্বালাযুক্ত বেদনা । হৃৎপিণ্ডস্পন্দন উচ্চতর শব্দবিশিষ্ট এবং প্রবল ; ধমনী মণ্ডলের অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থা ।

স্ট্রীজনেল্লিফ্রা ।—শোণিতসম্পন্ন স্ট্রীলোকদিগের জরায়ুর অত্যধিক রক্তাধিক্য ও মূত্রকৃচ্ছ্র হওয়ার পর স্খতুসংশ্রবীয় উদরশূল । স্খতুরোধ নিবন্ধন মস্তিষ্কের শোণিতাধিক্য ; শরীর শোণিতসঞ্চয় ।

প্রদর্শক লক্ষণ ।—জিহ্বার ঠিক মধ্যস্থল বাহিয়া লম্বভাবে সূক্ষ্ম ও লোহিতবর্ণ রেখার বর্তমানতা ।

চিকিৎসা ।

মিনিঙ্গাইটিস্ বা মস্তিষ্কবেষ্টপ্রদাহ ।—ডাং ইলিয়ট ভিরেট্রাম ভিরিডির নিয়ন্ত্রম মস্তিষ্কবেষ্টপ্রদাহের পক্ষে

সর্কোংকুষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন। মস্তিষ্কের প্রবল রক্তাধিক্য, দ্রুত নাড়ী এবং আক্ষেপের বা কন্ভালসনের উপক্রম হইলে পরে প্রভূত দুর্বলতা জন্মে।

ধনুষ্ঠঙ্কার বা টিটেনাস্—সর্কোংকুষ্ট ঔষধ রোগে **ভিরেট্রাম ভিরিডিস** বিশেষ কোন কার্য্য দৃষ্ট হয় না। অবস্থাবিশেষ রোগাক্রমণের উপক্রমলক্ষণের আরম্ভে প্রদত্ত হইলে রোগের বাধা জন্মাইয়া ইহা মহত্বপূর্ণ সাধন করে। অভিব্যতিক রোগের ক্ষত স্থানে অসহনীয় যন্ত্রণাকর বেদনা হইলে ধনুষ্ঠঙ্কারের উপক্রমলক্ষণ দৃষ্ট হইতে পারে; এ অবস্থায় **ভিরেট্রামের** প্রয়োগে রোগাক্রমণ নিবারিত হয়। এস্থলে ইহা **হাইপেরিকাম্** সহ তুলনীয়। অত্যন্ত কঠিন ঔষধেরও অবস্থানুসারে উপরিউক্তরূপ ক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয়—জ্বর, উৎকণ্ঠা, পেশীনিচয়ের আততাব্য, চন্‌চনি এবং অসাড়তা থাকিলে **একনাইট**, এবং ক্ষতে পুয়স্কার হইলে অথবা হঠাৎ পুয়স্রাব রুদ্ধ হইলে **বেন**, **সিকুটা** এবং সম্ভবতঃ **এক্সট্রা** রোগের বাধা জন্মাইতে পারে।

সূতিকাক্ষেপ বা পিহুরপিরেল কন্ভালসন ; —**ভিরেট্রাম ভিরিডিস** সূতিকাক্ষেপরোগে মস্তিষ্কের গভীর রক্তাধিক্য নিবন্ধন রোগী সন্ন্যাসরোগবৎ অজ্ঞানাবস্থায় থাকে এবং তদবস্থাতেই তাহার আক্ষেপ হয়। আক্ষেপের বিরতিকালেও জ্ঞান হয় না, রোগী গভীর নিদ্রামগ্ন থাকে। রোগীর মুখমণ্ডল আরক্ত ও চক্ষু রক্তপূর্ণ, এবং তাহার অঙ্গাদির প্রচণ্ড আক্ষেপিক সঙ্কোচন হয়।

খুংরি কাসি বা তুশ ; **ডক্সাইটিস্ বা ননৌস** ; **নিউমোনিয়া** ;—এই সকল রোগের প্রথম বা রক্তাধিক্যের অবস্থায় **ভিরেট্রাম ভিরিডি** অনেক স্থলে রোগ অল্পে বিনাশ

করিতে সক্ষম। একনাইটের ছায়াই সবল, রক্তসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ইহা উপযোগী। অত্যধিক তীব্র শরীরতাপ, এবং পূর্ণ, কঠিন, লক্ষ্যমান ও দ্রুত নাড়ী ইহার প্রদর্শক। শরীরতাপ ও নাড়ীর উপরিউক্ত অবস্থার প্রশমন হইলে ইহার কার্যকারিতার অভাব হয়। একনাইটের মৃত্যুভীতি, উৎকর্ষা এবং অস্থিরতা ইহাতে না থাকায় উভয়ের প্রভেদ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ফেরাম ফস্ও এই সকল রোগের প্রাথমিক রক্তাধিক্যাবস্থার ঔষধ। উৎকর্ষা প্রভৃতি না থাকায় এক হইতে, এবং স্থূল ও কোমল নাড়ীর বর্তমানতা এবং শরীরোপরি স্থানে স্থানে অলীক শোণিতপ্রাধাতের চিহ্নের উপস্থিতিতে উভয় হইতে ফেরাম ফস্ও প্রভেদিত হয়।

ভিরেট্রাম ভিরিডি নিউমোনিয়া রোগে বক্ষের অতি প্রবল রক্তাধিক্য জন্মে, এবং ধমনীমণ্ডলের অত্যধিক উত্তেজনা, শ্বাসকৃচ্ছ, বক্ষের কষ্ট এবং বিধমিষা ও বমন প্রভৃতি আশঙ্কনীয় উপস্থিত হয়। এরোগে বক্ষের প্রগাঢ় রক্তাধিক্যের বর্তমানতায় ইহা স্ফ্রাক্সাইনে-রিনিয়া সহ তুলনীয়; প্রভেদ এই যে, রোগের প্রাথমিক রক্তাধিক্যের অবস্থা শেষ হওয়ার পর ফুসফুসের ঘনীভূততা বা টিপেটিজেশন উপপন্ন হইলে ভিরেট্রাম নিষ্ক্রিয় হয়, অপরের তাগাতে কার্য-কারিতার শেষ হয় না। ফলতঃ ভিরেট্রাম, স্ফ্রাক্সাইনে-রিনিয়ার ছায় টাইফয়েড আদি পরিবর্তনকর ঔষধ নহে। ইহার অর অত্যন্ত প্রবল, হৃৎপিণ্ডক্রিয়া অতি প্রচণ্ড এবং নাড়ী পূর্ণ, কঠিন, লক্ষ্যমান ও দ্রুত থাকে। জিহ্বোপরি ঠিক মধ্য বাহিয়া লম্বভাবের সূক্ষ্ম ও লোহিতবর্ণ রেখার বর্তমানতা ইহার অতি স্পষ্টতর প্রদর্শক। ইহার রোগের শেষাবস্থায় ফুসফুসের অধঃঅংশের বায়ুকোষনিচয় বদ্বদবৃক্ক স্লেম্মাপূর্ণ হইতে থাকে। ইহার নাড়ী পূর্ণ ও কঠিনস্পর্শ;

একনের নাড়ী কঠিনস্পর্শ ক্ষুদ্র, স্বরিত্বে গতিবিশিষ্ট এবং ক্ষণস্থায়ী স্পন্দনযুক্ত ও দ্রুত ।

হৃৎপিণ্ড বিকার—বিবৃদ্ধিসহ প্রসারণ বা হাইপার-ট্রফি উইথ ডাইলেটেশন ; হৃৎপিণ্ড ও তদ্ব্যবহিত প্রদাহ ।—
ভিরেট্রাম্ ভিরিডি মস্তিষ্কের তলভাগ এবং মেরুমজ্জার উচ্চাংশের শোণিতাধিক্য উৎপন্ন করায় নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুর হৃৎপিণ্ডশাখা সংশ্রবে হৃৎপিণ্ডের প্রবল উত্তেজনা হয় । পরে তাহার প্রতিক্রিয়াবস্থায় উপবেশনের চেষ্টা করিলে মুচ্ছার ভাব, বিবমিষা, শীতল ঘর্ষ এবং হৃৎপিণ্ড দৌর্বল্য জন্ম স্বাসকৃচ্ছ প্রভৃতি হৃৎপিণ্ডের প্রগাঢ় শক্তিহানির লক্ষণ উপস্থিত হইলে অবশেষে রোগী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় । শোণিত সঞ্চলনযন্ত্রমণ্ডলের প্রথমোক্ত উত্তেজনায় লক্ষণ বর্তমান থাকিলে হৃৎ-বিবৃদ্ধি ও সহকারী হৃৎপ্রসারণ রোগও উপযুক্ত সাবধানতা সহ অনেক কাল ব্যাপিয়া ভিরেট্রাম্ প্রয়োগে আরোগ্য হইয়া থাকে । রক্তসঞ্চলনযন্ত্রের উপরিউক্ত রক্তাধিক্যাবস্থায় ইহা হৃৎপিণ্ড এবং হৃৎবেষ্টের প্রদাহরোগেও ফলপ্রদ ।

লেকচার ৫৮ (LECTURE. LVIII.)

১। ব্যারাইটা কার্বনিকা। ২। ব্যারাইটা এসেটিকা। ৩। ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকা।

১। ব্যারাইটা কার্বনিকাম (Baryta Carbonicum) ।

উপচয়ন :—রোগের বিষয় চিন্তা করিলে; বেদনাযুক্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে; আহাৰান্তে; রুগ্ন শরীরস্থান ধোত করিলে; প্রাতঃকালে; উপবেশনাবস্থায়।

উপশমন :—মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণকালে; দণ্ডায়মানাবস্থায়; শরীর-চালনায়।

সম্বন্ধ :—ব্যারাইটা কার্বনিকার কাৰ্য্যপ্রতিষেধক—এটি টা, বেল, ক্যান্ফ, ডাঙ্কা, জিঙ্ক। স্থূল মাত্রার—সাল্ফেট অব সোডা অথবা ম্যাগ্নেসিয়া।

বাহার পূৰ্বে অথবা পরে প্রযোজ্য—সরি, সাল্ফ, টুবাৰু'।

অসম্মিলন—গণ্ডমালা ধাতুতে ক্যান্ফের পর।

ভুলনীয়া ঔষধ :—এলুমি, বেল, ক্যান্ফে কা, ক্যান্ফে আই, কষ্টি, জেল্‌স্, আয়ডি, মার্ক, মার্ক-বিন-আয়, লাইক, কস্, সিপি. সিলিক, সাল্ফ।

ক্রিয়া :—ব্যারাইটা কার্ব একটি প্রভূত পোষণবিভাটকারী বস্তু। দেহোপাদানের, বিশেষতঃ গলদেশের বহিরাভ্যন্তরগ্রন্থির উপাদানের পোষণের বিশৃংখলা জন্মাইয়া ইহা তাহার বিশেষ প্রকারের পোষণাপকৃষ্টতা উৎপন্ন করে। বৃহৎ মস্তিষ্কের (cerebrum) ও গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডলের

ইহা প্রথমে উত্তেজনা এবং পরে অবসাদ উপস্থিত করায় রোগীর যে অবস্থা উৎপন্ন হয় তাহা মানসিক ও শারীরিক জড়ত্বের তুল্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

ইহা জড়প্রায় অতি বৃদ্ধিদিগের এবং গণ্ডমালাধাতুর জড়ভাবাপন্ন শিশুদিগের পক্ষে উপযোগী ঔষধ।

লক্ষণ।

মনঃ—বিস্মৃতিশীল ; এখনই কি করিয়াছে তাহা স্মরণ থাকে না। অত্যধিক মানসিক ও শারীরিক দৌরলা ; শিশুস্বভাব বৃদ্ধব্যক্তি। স্মরণ-শক্তির হ্রাস ; শিশু কিছু স্মরণ রাখিতে বা শিক্ষা করিতে পারে না। আত্মবিশ্বাসহীনতা। অপরিচিত লোক দেখিলে ভীতি, স্ত্রীলোকেরা মনে করে তাহাদিগের দোষ ধরিতেছে ও তাহাদিগকে দেখিয়া হাস্য করিতেছে। শিশুর খেলায় মন যায় না। ভীতি এবং কাপুরুষতা।

মস্তকঃ—শিশুস্বভাব বৃদ্ধিদিগের সন্ধ্যাস ও শিরোঘূর্নন। গোল-মাল শব্দে, বিশেষতঃ মানুষের কথায় সন্ধ্যাকালীন শিরঃশূলের বৃদ্ধি।

জাগ্রৎ হইলে মূর্ছাদঃদেশে ও মস্তিষ্কে মস্তকপশ্চাৎ অভিমুখীন চাপ ও গ্রীবাকাঠিন্য। মূর্ছাদেশে চাপের সহিত খোঁচা লাগার ত্রায় বেদনা সূর্য্যতাপে দাঁড়াইলে সম্পূর্ণ মস্তক ভেদ করিয়া বিস্তৃত। মস্তক-নীর্ঘে টাক। মস্তকের শায়িতপার্শ্বের ত্বকের স্পর্শসংবিম্বিতা চুলকাইলে বর্দ্ধিত। শুষ্ক বা আর্দ্র ছালযুক্ত ঝেঙ্কপীড়কা। মস্তকত্বকে কোষগর্ভ অর্ক্ষুদ।

ইন্দ্রিয়ভজ্ঞানঃ—আহারাস্তে ও প্রাতঃকালে দৃষ্টিদৌরল্য এবং চক্ষুসম্মুখে জালদৃষ্টি। সন্ধ্যাকালে কর্ণে প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ ও ঘণ্টাধ্বনিবৎ এবং গুণ গুণ ও কণু কণু শব্দ। শ্রবণশক্তির হ্রাস। হাঁচিলে, গলাধঃকরণ-

ক্রিয়ায় এবং দ্রুত ভ্রমণে কর্ণমধ্যে কিছু বিদীর্ণ হওয়ার গ্রায় কর্ণ শব্দ। সবলে নাসিকা ঝাড়িলে কর্ণে শব্দের প্রতিধ্বনি।

শ্রাস্মঃ—শ্রাস্মিক অসহিষ্ণুতা, সম্পূর্ণ শ্রাস্মরই উত্তেজনা। দিবসে শরীরের ঝাঁকি ও চমক। অত্যন্ত বলক্ষয়; রোগী দাঁড়াইতে পারে না, হাঁটু ভাঙ্গিয়া পড়ে; ক্রান্ত বোধ করায় সর্বদাই শয়নের ইচ্ছা। সম্পূর্ণ শরীরের শুষ্কত্ব, শরীরোপরি ত্বক কঠিনরূপে আটা থাকার অনুভূতি ও তাহার আততভাব।

মুখমণ্ডলঃ—মুখ পাড়র ও ক্ষীত। মুখোপরি মাকড়সার জাল বিস্তৃত থাকার গ্রায় তাহার আততভাব। মুখ বন্ধ করিতে চ্যালের সন্ধিতে বেদনা।

চক্ষুঃ—চক্ষুর প্রদাহ ও শুষ্ক বোধ। আলোকে চক্ষু বল-সিয়া যায় ও বেদনা করে এবং অন্ধকারে চক্ষুসন্মুখে অগ্নিস্ফুটিল দৃষ্ট হয়।

কর্ণঃ—দক্ষিণ কর্ণাধঃদেশের গ্রাহ্য ক্ষীত ও বেদনাবুক্ত। কর্ণে আকৃষ্ট ও বিদ্ধবৎ বেদনা। দক্ষিণ কর্ণস্থিতে বিদ্ধ ও আকর্ষণ করিয়া ছিন্ন করার গ্রায় বেদনা; কর্ণে চুলকনা।

নাসিকাঃ—নাসিকার অদম্য শুষ্কতা; ঘন ও পীতবর্ণ শ্লেষ্মার স্রাব। স্থূলোদর শিশুদিগের সন্ধিতে নাসিকা ও উর্দ্ধোষ্ঠ ক্ষীত। নাসিকা হইতে বারম্বার রক্তস্রাব।

শ্বাসযন্ত্রঃ—অনুভূত হয় যেন স্বরযন্ত্রে ধূম অথবা আগকাতরার শ্বাস গৃহীত হইতেছে। কুসুসের পক্ষাঘাতের উপক্রমে বৃদ্ধদিগের শ্বাসরোধকর সর্দি। কাসিলে বক্ষের টাটানি।

মুখগহ্বরঃ—বিদীর্ণ ও ক্ষতযুক্ত জিহ্বায় চন্‌চনি ও জ্বালাযুক্ত বেদনা। বৃদ্ধদিগের জিহ্বার পক্ষাঘাত; কথা কহিতে পারে না। মুখগহ্বর রসবিষপূর্ণ, তালু ও গণ্ডাভ্যন্তরে তাহার আধিক্য। মুখে অনেক

কঠিন স্নেহা । মুখ শুষ্ক ; অতিশয় তৃষ্ণা । জিহ্বা লেপযুক্ত হইলে মুখের বিশ্বাদ অথবা অন্নাস্বাদ । দন্তমাড়ি হইতে পুনঃ পুনঃ প্রচুর রক্তস্রাব ।

গলাভ্যন্তর :—কোন বস্তু গলাধঃ করিতে গলাভ্যন্তরে চনচন করে, শূণ্য গলাধঃকরণক্রিয়ায় গলার অধিকতর চনচনি । টনসিলগ্রন্থির পুরাতন দড়কচড়াভাব ; শৈত্যসংস্পর্শ হইলেই তাহার প্রদাহ জন্মে এবং তাহা পাকিবার উপক্রম হয় । গলার সঙ্কোচন ; গলাধঃকরণক্রিয়ায় বোধ যেন গলাভ্যন্তরে একটা ছিপি আছে । আহা-রাস্তে, উপবেশনাবস্থায় এবং লিখিবার সময় মধ্যে মধ্যে শ্বাসরোধ ঘটায় বোধ হয় যেন থাইরইড্ গ্রন্থি অভ্যন্তর পার্শ্বে চাপিত হওয়ার শ্বাস-প্রশ্বাসের রোধ হইতেছে । প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে বোধ যেন পশ্চাৎ নাসারন্ধ্রের সম্মুখে একটা অত্যন্ত পাতলা ঝিল্লি রহিয়াছে । হনুঅধঃ বা সাবম্যাক্সিলারি গ্রন্থির বেদনায়ুক্ত দড়কচড়াভাবের স্ফীতি ।

উদর :—উদর স্ফীত, কঠিনস্পর্শ এবং বেদনায়ুক্ত । শয্যায় পার্শ্বপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অল্প পার্শ্বে ঝুলিয়া পড়ে ।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ :—গ্রীবা ও মস্তকপশ্চাতের গ্রন্থি স্ফীত । গ্রীবাপশ্চাতের কাঠিগ । কটিদেশে বিস্তৃতভাবে বেদনা ।

হৃক :—গ্রীবাদেশে বসাময় অর্কসূদ (ফ্যাটি টিউমার) । হৃকের স্থানে স্থানে জালাযুক্ত বেঁধার ত্রায় অনুভূতি । গ্রন্থিনিচয়ের স্ফীতি ও দড়কচড়াভাব । হৃক অর্দ্র ও ক্ষতযুক্ত ; চন্দ্রকীল বা ওয়ার্ট্ ।

প্রদর্শক লক্ষণ :—শরীরের আকার বা গঠন এবং মানসিক লক্ষণের বিশেষতা ।—ব্যারাইটা কার্ক গণ্ডমালাধাতু সংশোধনকারী প্রধান ঔষধ মধ্যে অগ্রতম । শিশুরোগে ইহা ক্যাঙ্কেরিরা কার্ক ও সিলিসিয়া সহ তুলনার যোগ্য । কেননা শারীরাকৃতি ও মানসিক লক্ষণ বিষয়ে ইহাদিগের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । ব্যারা কার্কের শারীরিক ও মানসিক পরিপকতার বিশেষতাম্বন্ধীয় জ্ঞান

জন্মিলেই রোগচিকিৎসায় আমরা অনায়াসে ইহার যথোপযুক্ত স্থান
নিরূপণে সমর্থ হইতে পারি।

ব্যারাইটা কার্ব—গণ্ডমালাধাতুর খর্ষাকৃতি শিশু, যাহা-
দিগকে শরীরায়তনের শীঘ্র বৃদ্ধি হয় না; স্থূলোদর ও বৃহৎ মস্তক;
শীর্ণশরীর; স্ফীত মুখমণ্ডল; পদে ঘর্ষ্ম; গ্রন্থিনিচয়ের স্ফীতি ও দড়-
কচড়াভাব; অত্যন্ত দুর্বলতা; মানসিক জড়তা; কিছুই স্মরণ থাকে
না; শিশুমূলভ ক্রীড়ায় প্রবৃত্তিহীন; বিন্দুে কথা কহিতে শিখে।

ক্যালক্লেরিয়া কার্ব—স্থূল ও স্ফীত শরীরবিশিষ্ট গণ্ডমালা
ধাতুর শিশু; শরীরায়তনের স্থূলত্বের দ্রুত বৃদ্ধি; গামলার পিঠের ত্রায়
লুজ ও স্থূল উদর; বৃহৎ মস্তক; ব্রঙ্করক্কের অসম্পূর্ণতা; মস্তক ও গ্রীবায়
অল্প মন্ম; পদ আর্দ্র ও শীতল। মানসিক প্রকৃতিতে ভীক, আলম্পরবশ
ও জড়বুদ্ধি। ক্রোড়বিষয়ে উদাসীনতা।

সিলিসিয়া—গণ্ডমালা ধাতুর ক্ষুদ্র ও শুষ্কশরীর শিশু; বৃহৎ
মস্তক; বিশেষতঃ সম্মুখমস্তকরক্ষ অসম্পূর্ণ; স্থূল ও গোলাকার উদর;
বৃহৎ ও কদাকার জাহ্ন; হাঁটা শিথিতে বিলম্ব হয়; ক্যালকে হইতে মস্তক ও
মস্তকত্বের নিম্নতর অংশ, গ্রীবা ও মুখ দুর্গন্ধ ঘর্ষ্মাবৃত ও শীতল, তাহা
বস্ত্রাবৃত করিলে সহজেই উষ্ণ হয়; পদ দুর্গন্ধঘর্ষ্মযুক্ত।
গ্রন্থি বিবুদ্ধ ও পৃষযুক্ত।

মানসিক অসহিষ্ণুতা; একগুঁয়ে, খামখেয়ালি; ভাল কথা বলিলেও
চীৎকার করে; চঞ্চল, অস্থির, সহজেই চমকিয়া উঠে; লেখাপড়ায়
সহজে ক্লাস্তি জন্মে, চিন্তা করা সহ্য করিতে পারে না।

বৃদ্ধগণ মানসিক ও শারীরিক জড়তাবশতঃ শিশুবৎ প্রকৃতি
প্রাপ্ত হইলে শিশুর ত্রায় আচরণ করে; বুদ্ধি ও স্মরণশক্তিহীন;
মানসিক ও শারীরিক উভয়বিধ দুর্বলতা; টলিতে টলিতে চলে। বৃদ্ধের
রোগে এই লক্ষণ ব্যারাইটার প্রদর্শক।

সামান্য সিক্ত ও শীতল বায়ুসংস্পর্শ নিবন্ধন সদি
হইলেই পুরাতন টন্সিলবিবৃদ্ধির স্ফীতি অধিকতর হওয়া
ব্যারাইটা কার্করোগ চিকিৎসায় তাহার প্রদর্শক ।

চিকিৎসা ।

মানসিক বিকার—জড়তা :—যবা ও বৃদ্ধ, বিশেষতঃ
বৃদ্ধদিগের অকালে বুদ্ধিহানি বা শিশুভাব জন্মিলে ব্যারাইটা কার্ক
উপকারী ঔষধ । মস্তিষ্কপদার্থের ঘনীভূত অবস্থা ইহার কারণ ।
‘মস্তিষ্কে অর্কুদ জন্মিলেও এবিধ অবস্থা ঘটতে পারে । স্নায়ুমাত্রই
অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে । মস্তিষ্কের দুর্বলতা বশতঃ রোগী
অত্যন্ত ভীক্ৰ স্ভাব হয় । অচেনা লোক বা মুখ দেখিলে স্থান পরি-
ত্যাগ করে । সে মনে করে তাহাকে দেখিয়া লোক হাসিতেছে ।
সহজেই রাগ করে । ডাঃ ট্যালকট বলেন “রোগী মনে করে তাহার
জন্মা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে এবং সে হাঁটুর উপর চাটিতেছে” ;
ব্যারাইটা রোগীতে এইরূপ লক্ষণ তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন ।

শিরঃশূল :—বৃদ্ধদিগের শিরঃশূলরোগে ব্যারাইটা কার্ক
উপকারী । নিদ্রাভঙ্গ, আহারাণ্ডে এবং অগ্নির তাপে ইহা জন্মে ।
বর্দ্ধিত হয় । রোগী প্রায় হতজ্ঞান থাকে । ব্যারাইটাধাতুর বৃদ্ধ-
দিগের শিরঃশূল ও হতজ্ঞানভাব সন্ন্যাসরোগের পূর্বলক্ষণও হইতে পারে ।

সন্ন্যাসরোগ বা এন্সেফলি :—ব্যারাইটা কার্ক মণ্ড-
পায়ীদিগের সন্ন্যাস রোগের অগ্রতম ঔষধ ।

মাণ্টিপল স্ক্লি রোসিস্ অব ব্রেণ এণ্ড স্পাইন্যাল কর্ড
বা মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জার গুচ্ছাকার ঘনীভূততা সংযুক্ত
শূলতা ।—ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকা এবং কার্ক-
নিকা উভয় ঔষধই এরোগে ব্যবহৃত হইতে পারে । দুইপোষ্য

শিশু ও বালকদিগের মধ্যে এরোগ তাদৃশ বিরল নহে। ইহা তাহাদিগের বুদ্ধিশক্তির জড়ভাব ও তদানুযায়িক পূর্ববর্ণিত অত্যাগত লক্ষণ দ্বারা প্রকটিত হয়। বুদ্ধদিগেরও এবস্থিধ রোগে উপরি উক্ত শিশুরোগবৎ লক্ষণ দেখা দেয়। এই রোগে যে শরীরকম্প জন্মে তাহাতে হান্সসাহ্যামাস্ স্মরণ পথে আইসে।

শিশুমস্তিস্কের অভ্যন্তরীণ ক্রমোৎকর্ষহীনতা এবং তাহার কল স্বরূপ বুদ্ধির জড়ত্বাদি লক্ষণ থাকিলেও ব্যারাইটা তাহার উপকার করিতে পারে। এস্থলে ইহা কণ্টিকাম্ সহ তুলনীয়।

পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্ :—অবস্থাবিশেষে শিশু কিম্বা বৃদ্ধ উভয়েরই পক্ষাঘাতরোগে ব্যারাইটা কার্ব প্রয়োগ হইতে পারে। জড়ভাবাপন্ন শিশু দেখিতে অতি নিরীক্ষা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। জিহ্বাদির পক্ষাঘাত প্রযুক্ত মুখবাদান থাকে এবং বক্ষ ও উদর বাহিয়া অবিরত মুখলালা করে। শিশুর মুখ ভাবহীন। কখন কখন শরীরের কম্প হয় এবং আনন্দের একাধিক রোগীর সর্কাজীন আক্ষেপ হইতে দেখিয়াছি। বৃদ্ধদিগের মস্তিস্কের ক্ষয় ও সঙ্কোচন হওয়ায় তাহারা প্রায় শিশুপ্রকৃতি পায় এবং তাহাদিগের উপরি উক্ত বুদ্ধিহানি ও জিহ্বাদির পক্ষাঘাত উৎপন্ন হইয়া থাকে। বৃদ্ধদিগের রক্তবহা নাড়ীর উপাদানগত বিকার বশতঃ পক্ষাঘাত রোগেও ইহা উপকারী। ইহাদিগের উপরি উক্ত ধমনীরোগ ধমনীপ্রসার বা এন্থরিজম্ পৰিণত হইলেও ইহা প্রযোজ্য।

দৃষ্টিমানিহ বা এম্প্লিয়া শাইয়া :—মস্তিস্কের পূর্বকথিত বিকার বশতঃ বৃদ্ধদিগের রোগে ব্যারাইটা ব্যবহৃত হইতে পারে।

ব্রঙ্কাইটিস্ বা নলৌষ :—বৃদ্ধদিগের ব্রঙ্কাইটিস্ রোগে শ্বাসযন্ত্রের পক্ষাঘাতিক অবস্থায় বক্ষমধ্যে শ্লেষ্মা ঘড়ঘড় করে ; কিন্তু রোগী তাহা উঠাইতে না পারায় শয়ন করিলে মৃত্যুকালোপযোগী শ্বাসকষ্ট

উপস্থিত হয়। ইহাতে **এন্টি টার্ট** প্রয়োগে সম্পূর্ণ ফল না পাইলে **ব্যাৱা কা** তাহার কার্য্যসম্পূরকরূপে ফলপ্রদ।

টন্সিলাইটিস্ বা টন্সিলগ্রন্থিপ্রদাহ :—
ব্যাৱাইটা কার্ভ ধাতুবিশিষ্ট শিশুদিগের টন্সিলগ্রন্থিপ্রদাহপ্রবণতা থাকিলে এবং তাহার পুনঃ পুনঃ আক্রমণ হইলে **ব্যাৱাইটা** দ্বারা শিশুর ধাতু সংশোধিত ও উপস্থিত রোগ আরোগ্য হয়। এই সকল শিশুর মস্তকে শুষ্ক মামড়ি জন্মে। **ব্যাৱা কার্ভ** ও **মিউ কনেক্টিভ** বা যোজকোপাদানের প্রজনন ক্রিয়া বৃদ্ধি করে ; এছাড়া সৌত্রিকোপাদানের উপদাহ এবং অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বশতঃ টন্সিলাইটিস্ ও অগ্নাগ্ন গ্রন্থির ক্ষতি ও দড়কচড়া ভাব জন্মিলে তাহার নিবারণ ও দূরীকরণ দ্বারা ইহা রোগ আরোগ্য করে। সামান্য সিক্ত বায়ু সংস্পর্শ হইলেই এবং ঠাণ্ডা দিনে রোগের পুনরাক্রমণ ঘটে। সহজেই টন্সিলে পুণ্য জন্মে। হৃদ্রোধঃ ও কর্ণের পশ্চাতের গ্রন্থি ক্ষীত হয়। **বেলেনের** ত্রায় গলার দক্ষিণপার্শ্বে ইহার আক্রমণ অধিকতর এবং শূণ্ণ গলাধঃ-করণক্রিয়ায় যত্নগা বৃদ্ধি পায়। ডাং ফ্যারিংটন ইহাতে সুরাসার ও জল মিশ্রিত ‘খোবন’ ব্যবহার করিতে বলেন। এই রোগ সহ **নাসিকাপশ্চাতের সর্দি** ও তথায় ও উপজিহ্বামূলে মামড়ি জন্মিলে এবং উদ্ধৌষ্ঠ ও নাসিকা ক্ষীত হইলে ইহা উপকারী।

ডাং গুড্‌নে এ রোগে **ব্যাৱা আৱার** প্রশংসা করেন। রোগ পুরাতন হইলে ডাং টাকারের মতে **কক্কুলাস্ ভেসিকুলোসাস** উপযোগী হয়।

ক্যাল্‌কে কা—স্থূলকায়, শ্লেষ্মিক ধাতুর শিশুর রোগে।

ক্যাল্‌কে ফস—পুরাতন রোগ ; অস্থিবিকার থাকে।

ইঞ্জেলিসিয়া—অত্যন্ত বৃহৎ টন্সিলোপরি অগভীর, প্রশস্ত ক্ষত থাকিলে।

হিঙ্গার—গ্রন্থির বিবৃদ্ধি ; শ্রবণকষ্ট ; গলদেশে মাছের কাঁটা ফুটিয়া থাকার অমুভূতি ।

লাইক—বৃহৎ টনসিলোপরি দড়কচড়াভাবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত ।

ক্যাল্কে আই—কোন কোন গ্রন্থিবিবৃদ্ধিরোগে ব্যারাইটা-
টার—তুলা লক্ষণে, বিশেষতঃ ক্ষীত টনসিলাভাস্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোটরবৎ গহ্বর থাকিলে ।

কোন্সাল্লাম—বিবৃদ্ধ টনসিল পূয়জননপ্রবণ না হইলে ।

গণ্ডমালারোগ বা ক্ষুফুলা :—গণ্ডমালারোগের অগ্ন্যাগ্নি-
ঔষধ হইতে নিম্নলিখিত লক্ষণ দ্বারা ব্যারাইটা রোগ প্রভেদিত
করা যায় :—শরীরের শীর্ণতা, উদরের স্থূলতা ; অতিক্রুদা এবং শরীরের
শুক্কতা ; মানসিক ও শারীরিক দুর্বলতা ; ত্বকে দূস্কৃতি, সিক্ত ক্ষত
এবং অগ্নি প্রকারের উদ্বেদ ; শরীরের স্থানে স্থানে ও গ্রন্থিতে প্রস্ফুটন
কঠিন ক্ষীতির বর্তমানতা ।

গ্রন্থিরোগ বা প্ল্যাগুলাৰ অ্যাস্ফেক্‌সন :—ব্যারাই-
মিউ ও ব্যারাই আয়ডির শোষক নাড়ীতে (Absorbent
Vessels) বিশেষ ক্রিয়া হয় । ব্যারাই মিউ গ্রন্থির প্রস্ফুটন কাঠিন্য
দূরীকরণে সমর্থ । সাল্ফার প্রকৃতিবিশিষ্ট গণ্ডমালারোগীর কুচকি,
কক্ষ, চোয়ালাপঃ এবং স্বগধঃ দেশ প্রভৃতির গ্রন্থিক্ষীতি ইত্যাদি রোগ
সাল্ফার আরোগ্য করিয়া থাকে ।

অম্লবেষ্ট ঝিল্লির বা মিসেন্টারিক গ্রন্থিরোগ
প্রযুক্ত ক্ষয় বা টেব্‌স মিসেন্টারিকা :—অম্লবেষ্ট ঝিল্লির
গ্রন্থির গণ্ডমালারোগ নিবন্ধন শিশুক্ষয়রোগে ব্যারাইটা ফলপ্রদ ।
শিশুর ভুক্ত বস্তু অন্ননালীপথে নামিয়া যাইবার সময় ক্ষত থাকার হ্রাস
বেদনা হয় । আহাৰাস্তে আমাশয়ে অবিশ্রান্ত বেদনা হইতে থাকে । কখন

কখন অজীর্ণ ভুক্ত-বস্তুপূর্ণ মলত্যাগ হয়। উদর ক্ষীত ও কঠিন এবং পদ সিলিসিসিয়ার গ্রায় ঘর্ষযুক্ত থাকে।

আয়ুর্ডিন—ব্যাৱাইটার গ্রায় ইহাও জড়ভাবের রোগীর পক্ষে উপযোগী। গাত্রবর্ণাদিবিষয়ে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। **আয়ুর্ডিন** রোগীর ত্বক ঈষৎ পীতভা এবং কেশ ও চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ; রোগীর ভয়ানক ক্ষুধা হয়, যে পর্য্যন্ত না খায় থিট্‌থিট ও ক্রন্দন করে এবং যতই আহার করুক, কিছুকালের জন্য মাত্র তৃপ্ত থাকে; আহার গায় লাগে না, রোগী শীর্ণ হইতে থাকে। “অসহনীয় থিট্‌থিটে স্বভাব” এরোগে ইহার বিশেষ লক্ষণ।

শিশুক্ষয়রোগ বা ম্যারেস্‌মাস্—খর্বাকৃতি, জড়-প্রায় অলস এবং ঢর্কল স্মরণশক্তিবিশিষ্ট শিশু। ইহাদিগের গ্রীবাগ্রস্থি ক্ষীত, উদর বড় ও গোলাকার এবং শারীরিক ও মানসিক ঢর্কলতা থাকে। এই সকল **ব্যাৱাইটা** রোগী সর্বদা খাই খাই করে; মিষ্ট বস্তু কিম্বা ফল ভালবাসে না এবং সামান্য আহারে তৃপ্ত হয়।

আয়ুর্ডিমিসিয়া এৱটেনাম—রোগী অনেক খায় অনেক মলত্যাগ করে; আমাশয় ও উদর বেদনা করে এবং উদর ক্ষাত থাকে।

ত্বক্‌রোগ—পামা বা একজিমা; দক্ষ বা হার্পিগ্‌—হস্তপৃষ্ঠে **ব্যাৱাইটার** পামারোগ জন্মিলে তাহার ত্বক ককর্ণ, গুল্ল ও বিদারণবিশিষ্ট হয়। ইহা অবস্থাবিশেষে দক্ষরোগ আরোগ্য করে।

২। **ব্যাৱাইটা এসেটিকা (Baryta Acetica)**।

সাম্ভারণ ত্রিহা—স্থূলতঃ ব্যাৱাইটা কার্ক হইতে ব্যাৱাইটা এসেটিকার ক্রিয়ার বিশেষ কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। তথাপি শেযোক্ত ঔষধসহ এসেটিক এসিড থাকায় যে সামান্য কিঞ্চিৎ প্রভেদ ঘটে ঔষধ নির্ধারন করিতে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়।

চিকিৎসা ।

স্নায়ুশূল বা নিউরেন্জিয়া :—দক্ষিণ কর্ণের পশ্চাতের স্নায়ুশূলরোগে ব্যারাইটা এসেই প্রশংসা লাভ করিয়াছে ।

৩ । ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকা (Baryta Muratica) ।

সাধারণ ক্রিয়া :—ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকার ক্রিয়া প্রায় সম্পূর্ণরূপে ব্যারাইটা কার্বের দ্বারা ।

চিকিৎসা ।

কর্ণনাদ বা টিনিটাস্ অরিয়াম্ :—কর্ণে ছম্‌ছম্, গুণ-গুণ প্রভৃতি শব্দ হইলে ব্যারাইটা মিউ নিবারণ করিতে পারে । রোগী ব্যারাইটার গুণমালক্ষণযুক্ত থাকে । চর্ষণ করিতে ও গলাধঃকরণকার্যে কর্ণে শব্দ হয় ।

টন্সিল গ্রন্থির পুরাতন বিরুদ্ধি বা ক্রনিক হাইপারট্রফি অক্ষদি টন্সিল এবং তৎসম্মিলিত যন্ত্রের পক্ষাঘাত :—ব্যারাইটা কার্বের দ্বারা ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকা টন্সিল গ্রন্থির পুরাতন বিরুদ্ধি-রোগে ফলপ্রদ । ফ্যারিংগ্ ও য়ুষ্টেকিয়ান টিউবের পক্ষাঘাতরোগে গলাধঃকরণক্রিয়ায় অথবা ইচ্ছিতে যদি ‘ক্লক্’ ‘ক্লক্’ শব্দ হয় তাহাতে ইহা উপকারী । ইহাতে বেগে মধ্যকর্ণে বায়ু প্রবেশ করে ।

এন্‌রিজম্ বা রক্তনাড়ীর স্ফীতি :—কতিপয় এন্‌রিজম্ রোগ আরোগ্য করায় ইহা বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে ।

লেকচার ৫৯ (LECTURE LIX.)

১। ক্যাল্কেরিয়া ফসফরিকা। ২। ক্যাল্কেরিয়া এসেটিকা। ৩। ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুরিকা। ৪। ক্যাল্কেরিয়া আয়ডেটা। ৫। ক্যাল্কেরিয়া হাইপফস্ফরিকা। ৬। ক্যাল্কেরিয়া সাল্ফুরিকা।

১। ক্যাল্কেরিয়া ফস্ফরিকা (Calcareo Phosphorica)।

উপচয় :—প্রাতঃকালে ; সন্ধ্যাকালে ; শরীরচালনায় ; প্রদোষাদির কৃত্রিম আলোকে ; শৈত্যে ; আহারান্তে ; রসায়ন ফলাফলে ; বায়ুর পরিবর্তনে অথবা বর্ষণ-সিক্ত হইলে ।

উপশমন :—শয়নে ।

সম্বন্ধ :—কার্যপূরক—কটোর । বাহার পূর্বে প্রযোজ্য—আয়, সরি, স্থানিকু, সাল্ফার । বাহার পরে প্রযোজ্য—আর্স, আয়, টুবাঙ্ক ।

ভুলনীয় ঔষধ :—ব্যারা কা, বার্কেরিস, ক্যাল্কে কা, ফ্লুয় এসি, আয়, নাই এসি, ফস, কটো, সিলিক, সাল্ফ ।

সাধারণ ক্রিয়া :—জীবগঠন গঠন সংস্থাপন যন্ত্রমণ্ডলে ক্যাল্কেরিয়া ফস্ফরিকার একমাত্র ক্রিয়া হইয়া থাকে । ইহাকে “টিসু রেমিডি” বা শরীরযন্ত্রের গঠনবিকার সংশোধনকারী ঔষধ বলা যায় ; কেননা ইহা শরীরোপাদাননিচয়ের, বিশেষতঃ অস্থি ও গ্রন্থিমণ্ডলের অসম্যক পরিপোষণ প্রযুক্ত ও অসম্পূর্ণ কোষিক স্ফূরণ ক্ষয় এবং ধ্বংস নিবারণে সক্ষম হইয়া থাকে । শিশু, যুবা ও বৃদ্ধ, সকলের পক্ষেই ইহা উপযোগী । পুষ্টিহীন, পাতলা এবং শীর্ণকায় শিশুর উদর বসিয়া যায় ও শিথিল

হইয়া পড়ে এবং সে গ্রন্থি ও অস্থিরোগপ্রবণ হয় । মস্তক বৃহত্তর হয় এবং মস্তকের উভয় রক্ত, বিশেষতঃ মস্তক-পশ্চাতের অস্থায়ী রক্ত, অসম্পূরিত থাকে । মস্তকান্ধিনিচয় অস্বাভাবিক পাতলা ও ভঙ্গপ্রবণ হয় । শিশু যথাকালে হাঁটিতে শিখে না ; দুর্বলতা বশতঃ মেরুদণ্ড দেহবহনে অসমর্থ হয় ; দুর্বল ও ক্লান্ত গ্রাণী মস্তকধারণে অক্ষম থাকে । ফলতঃ শিশু কদাকার এবং খঞ্জর প্রাপ্ত হয় ।

লক্ষণ ।

মনঃ—শিশু ক্রোধী ও খিটখিটে । অমনোযোগী, চিন্তাসাধা কার্গো অক্ষম ।

মস্তকঃ—পশ্চাৎ মস্তকোর্ধ্বে বরফ সংলগ্ন থাকার ঠায় ও মস্তকোর্ধ্বে কটী বিচরণবৎ অনুভূতি ; মস্তক তপ্ত ; কেশমূলের চন্‌চনি । মস্তকের অস্থায়ী রক্ত, বিলম্বে সম্পূরিত হয় অথবা সম্পূরিত রক্তের পুনরায় অসম্পূর্ণতা জন্মে । মস্তকের, বিশেষতঃ তাহার পশ্চাতের অস্থি কোমল ও পাতলা থাকে এবং চাপিলে কাগজের ঠায় কর্কর করে ।

শিশুঃ—অদম্য নিদ্রাবেশে মুখব্যাধন করে । প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হয় না ।

স্নায়ুঃ—দুর্বলতা ; অবসাদ ; ক্লান্তি ; শিশু চলিতে শিখে না অথবা তাহাতে অক্ষম থাকে । হস্ত ও পদের কম্প । শিশু চিত্তভাবে শয়ন করিলে চমকিয়া উঠে, পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে তাহা নিবারিত হয় । কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শরীরস্থানে স্পর্শজ্ঞান থাকে ।

মুখমণ্ডলঃ—মুখে, বিশেষতঃ উর্দ্ধ চুয়ালাস্থির দক্ষিণ হইতে বাম পার্শ্ব পর্য্যন্ত স্থান বাহিয়া বেদনা ; বেদনা অন্ত্রাগ্র স্থান হইতে মুখে আটসে অথবা মুখ হইতে অগ্র স্থানে যায় । উর্দ্ধোষ্ঠ ক্ষীণ, কখন বা বেদনায়ুক্ত ও কঠিন থাকে এবং আঁলা করে ।

চক্ষু :—আলোকে, বিশেষতঃ বাতির এবং গ্যাসের আলোকে চক্ষু-বেদনা ।

কর্ণ :—কর্ণে শোঁ শোঁ প্রভৃতি শব্দ । মধ্য ও বহিষ্কর্ণ ক্ষীত, লাল, টাটানি ও চুলকণাযুক্ত এবং তপ্ত । কর্ণ হইতে ক্ষতকর শ্রাব ।

নাসিকা :—শীতল গৃহে সন্দি ঝরে ; উষ্ণ বায়ুতে ও গৃহের বাহিরে শুষ্ক হয় । অপরাহ্নকালে রক্তশ্রাব ।

মুখপহ্বর :—জিহ্বাগ্রে ক্ষত, জালা ও অবস্থানসারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ্ঠা । শিরঃশূলে প্রাতঃকালে মুখ তিক্ত থাকে ।

গলাভ্যন্তর :—ক্ষতভাবের টাটানি ; গলাধঃকরণক্রিয়ায় বৃদ্ধি ।

আমাশয় :—অপরাহ্ন ৪টার সময়ে আহারের অভ্যাস না থাকিলেও অস্বাভাবিক ক্ষুধা ; শিশু সর্বদাই দৃষ্টিপান করিতে চাহে । আহারের চেষ্টা করিলেই উদরে বেদনা । পূর্ণ ভোজনের পর বুকজালা ও অগ্নাচ্ছ কষ্ট ।—উদগার উঠিলে আমাশয়োপরি জালা । আমাশয় স্থানে খালি খালি ও দমিয়া যাওয়ার ন্যায় বোধ । গলা খাঁকর দিয়া শ্লেষ্মা উঠাইলে বমন । শিশুদিগের বমন করিতে কোন কষ্ট হয় না । আমাশয়োপরি জালা ও মুখে জল ওঠা । আমাশয়-প্রসারিত বোধ ।

উদর :—নাভির চতুঃপার্শ্বে কনকনানিয়ুক্ত টাটানি, দুর্গন্ধ বায়ু-নিঃসরণে নিবৃত্তি । উদরে জালা । কর্ভন ও চিমটি কাটার দ্বায় তীক্ষ্ণ উদরশূলের পর উদরাময় ।

মল ও মলদ্বার :—অতি দুর্গন্ধ উদরাময় । রসাল কল ও আপেলের মতপানে ও বিরক্ত হইলে উদরাময় ; বিষ্ঠায় পুষ্পের ন্যায় গুহ্র ও বিন্দু বিন্দু পদার্থ অথবা ছিবড়া থাকে এবং অল্প পরিমাণ বিষ্ঠাসহ প্রচুর বায়ুনিঃসরণ হয় । মলদ্বারের ক্ষতভাব তাহার বাহিরে

অধিক থাকে এবং তাহাতে সূচিবোধবৎ বেদনা, জালা ও দপ্পদপানি হয়। মলদ্বারে চুলকনা।

মূত্রস্রাবঃ—কোন বস্তু উত্তোলন করিলে এবং নাক ঝাড়িলে কিডনি-প্রদেশে ভয়ানক বেদনা। মূত্রের পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে দুর্বলতার অনুভূতি।

পুংজননেদ্রিহা—গাড়ীতে ভ্রমণকালে কামেচ্ছাহীন লিঙ্গো-
থান। মলদ্বার ও লিঙ্গমূল মধ্যস্থ প্রদেশ ভেদ করিয়া তীরবেধবৎ বেদনা
লিঙ্গমধ্যে যায়। অণ্ডকোষ ক্ষীত, অণ্ডকোষবেষ্ট স্বক ক্ষতযুক্ত থাকে ও
তাহা হইতে রস নিঃসৃত হয়।

স্ত্রীজননেদ্রিহা—জরায়ুপ্রদেশে দুর্বলতা ও জরায়ুর
স্থানচ্যুতি, মলমূত্রের নির্গমনকালে অধিকতর। কেশমুক্ত স্থানের
উর্দ্ধাভিমুখে চাপ। কামোদ্দীপনার অনুভূতিবশতঃ বোধ যেন জননেদ্রিয়াংশ-
নিচয় রক্তপূর্ণ হইতেছে, তাহার সকল স্থানই দিপ দিপ করে এবং
কামেচ্ছার বৃদ্ধি হয়। যুবতীদিগের অতি শীঘ্র উজ্জ্বল এবং লোহিত,
বয়স্কদিগের অতি বিলম্বে কৃষ্ণবর্ণ অথবা প্রথমে উজ্জ্বল লোহিত পরে
কৃষ্ণবর্ণ ঋতুস্রাব। লবণাক্ত বলিয়া শিশু স্তন্য দুগ্ধ পান করে না।
অণ্ডের শুভ্রাংশের ন্যায় স্বেতপ্রদরের প্রাভঃকালে বৃদ্ধি। স্তন স্পর্শে
বেদনায়ুক্ত।

শ্বাসস্রাবঃ—স্বরভঙ্গ। স্বর পরিষ্কার করিবার জন্ত গলা
খাঁকর দেওয়ার বা কাদিবার আবশ্যকতা। অনৈচ্ছিক দীর্ঘশ্বাস।
শ্বাসপ্রশ্বাস অধিকতর দ্রুত, খর্ব্ব এবং কষ্টকর। বক্ষের সঙ্কোচন বশতঃ
রজনী ১০টা পর্য্যন্ত শ্বাসরুদ্ধ, শয়নে উপশমিত এবং উত্থানে বর্দ্ধিত।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ—সামান্য বায়ুসংস্পর্শেই গ্রীবার রসবাতিক
বেদনা ও কাঠিন্য জন্মিলে মস্তকের জড়ভাব গ্রীবাতে খল্লীবৎ বেদনা,
প্রথমে এক পার্শ্বে পরে অন্য পার্শ্বে হয়। পৃষ্ঠশূল ও জরায়ুর বেদনা।

কটির টাটানি নিবন্ধন বোধ যেন সন্ধির অস্থি স্থানভ্রষ্ট ও ভগ্ন । অংস-ফলকাস্থির অধঃদেশে দপ্পদপানি বা হঠাৎ আকৃষ্টতা ।

উদ্ধ্বাস ।—স্বল্প এবং হস্তে রসবাতিক বেদনা । হস্তের নখের চতুঃপার্শ্বে বেদনা প্রযুক্ত বোধ যেন ক্ষত হইয়াছে ।

নিম্নাঙ্গ ।—নিম্নাঙ্গে ক্রিন্‌ক্রিনি ধরে এবং রোগী অস্থির ও উৎকর্ষাক্ত হওয়ায় তাহার চালনা করিতে বাধ্য হয় । ক্লান্ত, দুর্বল এবং অস্থির পদের বিড়বিড়ি ও চন্‌চনি । ভ্রমণ করিতে জানুসন্ধির উল্কে বেদনা । জজ্বাপশ্চাতে থল্লীবৎ বেদনা ।

অজ্ঞানপ্রাণ ।—বর্ষণ জলে সিক্ত হইলে নিতম্ব এবং অঙ্গাদির সর্বস্থানেরই চতুঃপার্শ্বে বেদনা ছুটিয়া বেড়ায় । অঙ্গাদির কনকনানি ও ক্লান্তি ।

জ্বর ।—শরীরে বারম্বার কম্প বিচরণ করে । রজনীতে শরীরঃশ বিশেষে প্রচুর ঘর্ম্ম হয় ।

প্রদর্শক লক্ষণ ।—শিশুদিগের বিশেষ প্রকারের শরীরাকৃতি ও পোষণ বিকার ইহার প্রধান প্রদর্শক । ক্যাঙ্কেরিয়া সহ ফস্‌ফরাসের রাসায়নিক সংমিলনে এই ঔষধ গঠিত ; এজন্য ইহার রোগীতে উভয় ঔষধের-মিশ্রিত ক্রিয়া প্রকাশিত হয় । শিশুতে ক্যাঙ্কে কার্কের পোষণবিকার দৃষ্ট হইলেও তাহার ন্যায় ইহাতে রোগী স্থূলকায় হয় না । রোগী ফস্‌ফরাসবৎ একহারা গঠনের ও নীর্ণ থাকে ; উদ্ভর সারি-ন্দার গহবর (খোলার) বৎ ও শিথিল হয় । অধিকাংশ সময়ে অন্তকশ্চাতের অথবা সম্মুখের অস্থাহী রক্ত অসম্পূর্ণ থাকে বা সম্পূর্ণিত রক্ত পুনরায় মুক্তভাবে প্রায়ণ করে ; ক্যাঙ্কেরিয়া কার্কে রোগী ডিমের তক্ত হয় ; ক্যাঙ্কে ফস্‌ লবণ ও রক্ষিত মাংস খাইতে চাহে ; ইহার শিশুরোগী উদরাময়প্রবণ হওয়ায় তাহার অধিকাংশ

রোগ সহ উদরাময় থাকে। ইহার সবুজবর্ণ, ক্লেদযুক্ত ও উষ্ণ মলত্যাগ সহ পটি পটি শব্দে প্রচুর বায়ু নির্গমন হওয়া প্রদর্শক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

শিরঃশূলঃ—বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের শিরঃশূলে ক্যাল-কেরিয়া ফস্‌ উপযোগী। বালকদিগের বর্দ্ধমান শারীরিক অবস্থায় রক্তহীনতা জন্মিলে মস্তকশীর্ষে ইহার শিরঃশূল হয়।

হাইড্রকেফেলোস্‌ বা মস্তিস্কোদকঃ—পাণ্ডুর অথবা ঈষৎ পীড়াভ মুখাবয়ববিশিষ্ট শিশুদিগের মস্তিস্কোদকরোগে ক্যালকে ফস্‌ উপকারী। ইহাদিগের কণ ও নাসিকাগের শীতলতা এবং সবুজবর্ণ, ক্লেদযুক্ত ও পাতলা উদরাময় থাকে; শিশু সর্বদাই খাই খাই করে এবং আলু (Patato), শ্বেতসারময় খাদ্য ও লোনা মৎস ভক্ষণে ইচ্ছা প্রকাশ করে; শীঘ্র দন্তোদগম হয় না। তরুণ ও প্রবল মিনিঞ্জাইটিসরোগা-স্তিক মস্তিস্কোদকরোগের প্রথমাবস্থায় কন্‌ভাল্‌সন প্রভৃতি প্রবল লক্ষণের বর্দ্ধমানতায় বেবল প্রয়োগে রোগ নিবারিত না হইয়া উপরি লিখিত অবস্থায় নীত হইলে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। কলেরা প্রভৃতিতে জৈব-রসক্ষয়রোগের কারণ হইলে সিন্‌কনার প্রয়োগে রোগের শান্তি না হইলেও ইহাই প্রায় একমাত্র জীবনরক্ষক বলিয়া বিবেচিত। কলেরা রোগান্তিক মস্তিস্কোদকরোগে জিঙ্কান্‌ ইহার তুল্য হইলেও তাহার পদের সুস্পষ্ট চঞ্চলতা (Fidgety motion) প্রভেদক থাকে।

দন্তরোগঃ—দন্ত যথাসময়ে পরিপুষ্ট হয় না ও বিলম্বে দন্তোদগম ঘটে। থস্‌থসে শরীর, শীর্ণ শিশু, বাহাদিগের মস্তকপশ্চাতের অস্থায়ী রন্ধু (Fontanelles) অসম্পূর্ণ থাকে এবং বিলম্বে হাঁটিতে শিখে। ক্যালকে ফ স্ত্রীহাদিগের পক্ষে উপযোগী।

ম্যাগ্নে কার্ব—গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের দস্তশূল । ডাং লিভেট্
এস্থলে সিপিহ্মাকে অব্যর্থ মনে করেন ।

টনসিলাইটিস্ :—গণ্ডমালাশিশুদিগের পুরাতন টনসিলাই-
টিসরোগে গ্রহি থস্‌সে ও ফেকাসে হইলে এবং কোষগ্রস্থি বা ফলিকলের
পুরাতন প্রদাহ, ও বধিরতা থাকিলে ক্যাল্‌কে ফস্ অমোঘ
ঔষধ । ক্যাল্‌কেরিহ্মা আত্মডিতে গ্রহি ব্যারাইটার
আয় কঠিন, লোহিত বর্ণ এবং গিট পূর্ণ থাকে । লিমিণের গ্রহি
লাল, ক্ষীত এবং কৈশিক ধমনীজালে আবৃত দেখা যায় । লাইকর
পুরাতন প্রদাহযুক্ত গ্রহির উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত দৃষ্ট হয় । সেরাম
ফসের রক্তপূর্ণ বৃহত্তর গ্রহির ক্ষীতি দেখিতে ও স্পর্শে মসৃণ
থাকে ।

কলেরা বা ওলাউঠা :—শরীরের অত্যন্ত শীর্ণতা, মুখের
পাণ্ডুরতা এবং শুষ্ক ও লবণাক্ত মাংস (শূকরের) আহারে প্রবল লালসা
প্রভৃতি থাকিলে শিশুকলেরারোগে ক্যাল্‌কে ফস্ প্রদর্শিত হয় ।
অতিরিক্ত শর্করা ভোজন প্রযুক্ত শিশুকলেরায় আর্জেন্টাই
প্রযোজ্য । ক্যাল্‌কে কার্ব শিশুকলেরায় অণুভোজনে প্রবল
ইচ্ছা, বড় বড় চাপবঁধা ছানার বমন এবং ঈষৎ সবুজ অজীর্ণ, জলবৎ
ও অন্নগন্ধের উদরাময় থাকে এবং রজনীতে বৃদ্ধি পায় ।

সেরাম ফস্—গ্রীষ্মকালীন উদরাময় বা কলেরারোগে
অজীর্ণ ভুক্তবস্তু মিশ্রিত মলত্যাগ হইলে শিশুদিগের পক্ষে ইহা অতি
উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

ক্লরিসিস্ বা স্নেহশাপ্তরোগ এবং রক্ত-
হীনতা :—অন্নবয়স্ক যুবতীদিগের এই রোগে ক্যাল্‌কে ফস্
বিশেষ উপযোগী ঔষধ । ইহা সাধারণতঃ “গ্রিণ সিকনেস্” নামে খ্যাত ।
যুবতীদিগের, বিশেষতঃ গৌরাঙ্গীদিগের, বর্ণ শাদাটে, ওষ্ঠ ও

কর্ণ প্রায় শুষ্ক থাকে এবং চক্ষু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হয় ; ইহাদিগের বিকৃত হাঁসি রুগ্নভাব প্রকাশ করে। মুখ কখন কখন দীর্ঘ হরিদ্রাভ থাকে। শ্বাস অতি শীঘ্রাগত হয়। ক্যালকেরিয়া সল্ফি মাত্রই রক্তহীনতার অতি প্রধান ঔষধ মধ্যে গণ্য।

গণ্ডমালাধাতুদোষযুক্ত রোগীর উদরের ক্ষীতি এবং শিরোগর্ধন থাকিলে, উপর তলায় উঠিতে জ্বকম্প হইলে, মাংসে ঘৃণা এবং অল্প ও গুরুপাক বস্তুতে লালসা জন্মিলে ক্যালকে কা প্রদর্শিত হয়। এই প্রকার ধাতুদোষযুক্ত ক্লরিস্মিরোগীর এলুমিনা অত্যন্ত ঔষধ। স্তম্ভপানাভাবে অসম্যক পোষণ নিবন্ধন শিশুরোগেও এলুমিনা উপযোগী। আমাশয়ান্ত্রিক রোগ নিবন্ধন পুষ্টিহানি ও রক্তহীনতা জন্মিলে নাক্স ভ তাহার ঔষধ। অদমা ক্লরিস্মি রোগে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে প্লাস্মাম কার্যা করিয়া থাকে। সরিক ধাতুর যুবতীদিগের প্লেটপেনসিল, থাপরোল (পাংখোলা) ও চাখড়ি প্রভৃতি অপাচ্য বস্তু আহারের প্রতিষেধ এলুমিনা দ্বারা নিবারিত হয়।

শিশুক্ষয়রোগ বা ম্যারেস্‌মাস্,—শিশুক্ষয়রোগে ক্যালকেরিয়া ফস্ফি আমাদের প্রধানতম সহায়। পূর্বে বর্ণিত অসম্পূর্ণ ও বিকৃত গঠন, শীর্ণকায়, লোল চর্ম এবং বুদ্ধের জায় আকার বিশিষ্ট শিশুর ডার্কল মেরুদণ্ড দেহভারবহনে অশক্তি হওয়ায় মস্তক ঝুলিয়া পড়ে এবং দেহ বক্রতা প্রাপ্ত হয়। শিশু অবিরতভাবে বমন করে, এবং সর্জ, ক্রেদময় এবং অপক ভুক্ত বস্তু মিশ্রিত বিষ্ঠা সহ প্রভূত বায়ুনিঃসরণ হয়। গ্রন্থির বিবৃদ্ধি ও টনসিলের ক্ষীতিযুক্ত শিশুর সন্সপ্ট গণ্ডমালাদোষ থাকিলে ক্যালকে আই উপকারী।

রসবাত্ বা রিউম্যাটিজম্,—ক্যালকে ফস্ফাটু বিশিষ্ট পুষ্টিহীন শিশুর বয়সের বৃদ্ধির সহিত অস্থিবিকারলক্ষণ স্পষ্টতর হইয়া উঠে। সামান্য আর্দ্রবায়ু সংস্পর্শেই তাহাদিগের সর্কশরীরে

কনকনানি ও ঘৃষ্টব্যৎ বেদনা হয়। সামান্য শরীর চালনায় বেদনার বৃদ্ধি হওয়ায় এমন কি শিশুকে কোলে লইতেও ক্রন্দন করিয়া উঠে। ঠাণ্ডা লাগিলেই শিশু শরীরে তাপ বোধ করে এবং অস্থিবেষ্ট ঝিল্লি ও সন্ধি-নিচয়ের যুগ্ম প্রদাহ উৎপন্ন হয়। ক্যালকে ফস্ ইহার প্রধান ঔষধ। ইহাতে ফল না হইলে সিলিসিসিয়া প্রয়োগোপযুক্ত। অর্ধ শৈতা সংস্পর্শে যদি স্ত্রীলোকদিগের সন্ধির বেদনা উপস্থিত হয় তাহাতেও ইহা উপকারী।

অস্থিরোগঃ—অস্থির পোষণবিকার সংশোধনে ক্যালকে-রিসিয়া ফসকে অদ্বিতীয় ঔষধ বলিলেও অতুষ্টি দোষ ঘটে না। উপরি উক্ত বিকারগ্রস্ত অস্থি ভগ্ন হইলে তাহার সংযোগ হয় না। অস্থির পুষ্টিসাধন দ্বারা তাহার মিলনের সাহায্য করিতে ইহা অতি প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য। ইহা স্থূলকায় শিশুদিগের অস্থি বিকার সংশোধনে সক্ষম।

সিস্ফাইটিস্—অস্থির ভগ্নসীমায় অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনা থাকিলেই ইহা উপকারী।

সাল্ফার—অস্থিবিকাররোগে শিশু খাট খাই করে, ভুক্তবস্তুর সমীকরণ হয় না বা তাহা “গায় লাগে না”; শরীর শীর্ণ হইয়া যায়। -

২। ক্যালকেরিয়া এসেটিকা (Calcarea Acetica)।

সাধারণ ক্রিয়া এবং চিকিৎসাঃ—ক্যালকেরিয়া ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের প্লেথ্রিকঝিল্লির, বিশেষতঃ শ্বাসযন্ত্রের ও স্ত্রীজননেত্রি-য়ের প্লেথ্রিক ঝিল্লির উপরে অলৌকিকবিল্লিকর প্রদাহ উৎপন্ন করায় ক্যালকেরিয়া এসেটিকা চিকিৎসাজগতে সুপরিচিত হইয়াছে। কার্যক্ষেত্রেও সর্বাঙ্গিক বা মেমেনুয়াস্, ব্রঙ্কাইটিস্ এবং সর্বাঙ্গিক বাধক বেদনা বা রক্তঃকৃচ্ছ আরোগ্য করায় ইহা মুখ্যতঃ লাভ করিয়াছে।

৩। ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকা (Calcareo Fluorica)

সাধারণ ক্রিয়া :—ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকার সাধারণ ক্রিয়া এই যে ইহা শরীরস্থ স্থিতিস্থাপক তন্তুবিধানের শিথিলতা উৎপন্ন করিলে রক্তবহনাড়ীর বিস্তৃতি নিবন্ধন ভেদিকজ ভেইনস্ বা শিরা-প্রসারণ ও শোণিতার্হদ প্রভাত রোগ জন্মে। ইহার ক্রিয়ায় গ্রাস্তিবুদ্ধি ও অস্থির পুষ্টিহানি উৎপন্ন হওয়ায় গ্রাস্তির ক্ষীতি ও অস্থির, বিশেষতঃ দন্তের, ক্ষত এবং অস্থির অকঁদ উৎপন্ন হয়। উপদংশ ও পারদ ঘটিত অস্তিরোগের ইহা অত্যন্ত মহৌষধ।

অস্থিক্ষত—বস্তিকোটরাস্থি ক্ষত ও বস্তিকোটরের পূর্য শোথ ; নাসিকাস্থি ক্ষত ।—উপদংশ বা পারদের অপব্যবহার নিবন্ধন বস্তিকোটরাস্থির ক্ষত হইয়া স্বেদনিক এসেসেস্ বা পূর্যশোথ জন্মিলে এবং নাসিকাস্থির ক্ষত ও এসেসেস হইলে ক্যালকে ফ্লু দ্বারা উপকার হয়। অস্থির কাঠিন্য, তাহাতে কৌকড়ানভাবের উচ্চতা এবং খেঁতলানবৎ বেদনা ইহার প্রদর্শক। অস্থির অকঁদ ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

স্ট্রীজননেড্রিয় রোগ—মেনরেজিয়া বা আর্ন্তবাহিক্য; জরায়ুর স্থানচ্যুতি; জরায়ুপ্রশা :—স্ট্রীজননেড্রিয়ের স্থিতিস্থাপক তন্তুবিধানের শিথিলতা বশতঃ জরায়ুর শোণিতবহা নাড়ীর প্রসারণ ও শিথিলতা জন্মিলে ঋতুর আধিক্য, জরায়ুর রক্তপ্রাব, এবং শোণিতভারাক্রান্ত জরায়ু প্লথবন্ধনী হওয়ায় তাহার স্থানচ্যুতি ও স্খলন উৎপন্ন হইলে ক্যালকে ফ্লু উপকার করিয়া থাকে; বস্তিযন্ত্রে ঠেল মারা ও টানিয়া নামানোর ন্যায় বেদনা ইহার অন্যান্য লক্ষণ।

পুষ্টিশূল ; কটিবাত বা ল্যাম্পেগ ।—ক্যালেক্সুর পুষ্টের কনকনানি বেদনায় মেরুদণ্ডের উত্তেজনার ভ্রম জন্মে। পুষ্টের অধোমুখে বেদনা হইলে তাহাতে পূর্ণতা ও জ্বালাবোধ হয়। ইহার কটিবাতে শরীর চালনার প্রারম্ভে বেদনার বৃদ্ধি ও কিছু কাল চালনার পর তাহার হ্রাস হইয়া যায়। কটিতে টান লাগিয়া বাত জন্মিলেও ইহা উপকার করে। ক্যালেক্সুরিয়ার ধাতুর বর্তমানতা ইহার প্রদর্শক।

অর্কুদ ও স্ফীতি ।—ক্যালেক্সুরিয়ার স্ফুটনকার্ অর্কুদ বা স্ফীতির প্রস্তরবৎ কাঠিন্যই প্রদর্শক। এজন্য স্ত্রীলোকদিগের স্তনে অতি কঠিন গিটগিট, কুলের আঠির ন্যায় স্ফীতি ও চাপ জন্মিলে এবং পেশীবৃক্স ও সন্ধির বন্ধন বা লিগামেন্টে কঠিন স্ফীতি উৎপন্ন হইলে ইহা দ্বারা উপকার হয়।

৪ ।—ক্যালেক্সুরিয়া আয়ডেটা (*Calcarea lobata*) ।—সাবম্যাক্সিলারি বা হস্তাধঃগ্রাঙ্ক প্রদাহ ; টুবাকুলার মিনজ্জাইটিস বা মস্তিস্কবেষ্ট প্রদাহ ; কর্ণের পলিপাস্ বা বহু পাদার্কুদ ; জরায়ুর ফ্রাই-ব্রইড বা তাম্ববার্কুদ ; প্রলেপক বা হেক্টিক জ্বর, রজনী ঘর্ম ও সবুজ, পুষ্পাকার গয়ারের নিষ্ঠীবন হওয়া প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত, দিবারজনীস্থায়ী কাসি প্রভৃতি রোগারোগ্যে ইহা কিঞ্চিৎ খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

৫ । ক্যালেক্সুরিয়া হাইপফস্ফরিকা (*Calcarea Hypophosphorica*) ।—ডাং ন্যাস ইহা দ্বারা ৮ বৎসর বয়সের একটি বালকের জাহ্নসন্ধির চতুঃপার্শ্ব ব্যাপী একটি অতি বৃহৎ গ্রন্থি বা পুষ্পশোথ আরোগ্য করিয়াছেন। তাহাতে টিবিয়াস্থির প্রায় অর্দ্ধাংশ ধ্বংস প্রাপ্ত এবং বালক জীর্ণ, শীর্ণ ও ক্ষুধাহীন হওয়ায় অতি শোচনীয় দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। টিটুরেবণ ১ প্রতি দিন একবার প্রদত্ত হয়। ইনি ইহা দ্বারা অনেক বৃহৎ বৃহৎ পুষ্পশোথের শোষণ সম্পাদন করিয়া আরোগ্য করিয়াছেন। পুষ্প নিষ্কান্ত হয় নাই।

৬। ক্যাল্কেরিয়া সাল্ফুরিকা (Calcareo Sulphurica)।

সাধারণ ক্রিয়া :—হিষার সালফার হইতে ইহার ক্রিয়া গভীরতর। পুষ্ট নিবারণে হিষার কার্যশেষ হইলে অর্থাৎ উহা দ্বারা আর যখন কার্য পাওয়া যায় না তখন সিলিন্-সিফার পূর্বে ইহার প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। ক্যাল্কেরিয়া সাল্ফুরিকার ক্রিয়া প্রভূত পুষ্টজননে পর্যাবসিত হয়।

চিকিৎসা—স্বতঃই হউক আর অস্ত্র চিকিৎসার ফলস্বরূপই হউক এব্‌সেস বা পুষ্টশোথ হইতে পুষ্ট্রাব আরম্ভ হইলে যদি তাহা শীঘ্র আরোগ্য না হয় তাহাতে ক্যাল্কেরিয়া সাল্ফুরিকা উপকারী। পুষ্টশোথের ছিদ্র হইতে অবিশ্রান্ত পুষ্ট্র নিগত হইতে থাকা ইহার প্রদর্শক। টনসিল গ্রন্থি ও কর্ণিয়ার পুষ্ট্রশোথরোগে, কুস্কুসের পুষ্ট্রাবে এবং স্ফোটক অথবা ক্ষত প্রভৃতি হইতে পুষ্ট্রাব হইলে ইহা দ্বারা ফলের আশা করা যায়।

লেক্চার ৬০ (LECTURE LX.)

লিলিয়েসি জাতীয় ঔষধ ।

১। এলিয়াম সেপা ।

২। এলোজ ।

৩। কন্ড্যালেরিয়া ।

৪। লিলিয়াম টিগ্রিণাম ।

৫। প্যারিস্ কোয়াড্রিফলিয়া ।

৬। স্কুইলা ।

১। এলিয়াম সেপা (Allium Cepa, Onion)।

উপচয় :—প্রধানতঃ সন্ধ্যাকালে এবং উষ্ণ গৃহাভ্যন্তরে ।

উপশমন :—শীতল গৃহাভ্যন্তরে ও মুক্ত বায়ুতে ।

সম্বন্ধ :—কার্য্যপূরক—ফস্, পাল্‌স্ ও থুজার ।

ভুলনীয় ঔষধ :—একন, অর্স, এরাম্, ব্রমি, যুফে, ইপিকা, পাল্‌স্, স্কুইলা ।

সাধারণ ক্রিয়া :—চক্ষুর যোজক ঝিল্লি বা কজ্জাটাইভা এবং স্বাস্থ্যের শৈথিল্য ঝিল্লিতে এলিয়াম সেপা প্রধানতঃ কার্য্য প্রকাশ করায় ঐ সকল শৈথিল্য ঝিল্লি উত্তেজিত হইলে অবিকল সন্ধির ন্যায় লক্ষণ উৎপন্ন হয় । ইহা আন্তরিক শৈথিল্য ঝিল্লিরও ন্যূন্যাধিক প্রতিগ্রাণ উৎপন্ন করিয়া থাকে ।

সাধারণ লক্ষণে রোগী অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করে ও শয়ন করিতে বাধ্য হয় । সম্পূর্ণ শরীরের স্থানে স্থানে ক্ষণস্থায়ী তাপ এবং তৃষ্ণা হয় । সন্ধি লাগিলে পর্য্যায়ক্রমে তাপ ও শীতলতা উপস্থিত হইতে থাকে । সম্পূর্ণ শরীর কন কন করে । মুখ, মস্তক, গ্রীবা এবং অন্যান্য স্থানে দীর্ঘ ও সূত্রাকার স্থান ব্যাপিয়া স্নায়ুশূল উপস্থিত হইলে তাহা সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি হয় ।

লক্ষণ ।

মস্তক :—সর্দি হইলে সন্ধ্যাকালে এবং গৃহমধ্যে শিরঃশূল জন্মে, উষ্ণ গৃহে প্রবেশ করিলে তাহার বৃদ্ধি ও মুক্ত বায়ুতে হ্রাস হয় । ললাট পার্শ্বে, বিশেষতঃ দক্ষিণ ললাট পার্শ্বের শিরঃশূল ললাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং চক্ষু মিটি মিটি করিলে বৃদ্ধিত হয় এবং বাম পার্শ্বে অধিকতর থাকে ।

চক্ষু :—লোহিতবর্ণ চক্ষু আলোকে অসহিষ্ণু থাকে ও তাহা হইতে অত্যধিক অশ্রু জল নিঃসৃত হয় ; বাম চক্ষুতে রোগ অধিকতর থাকে এবং সন্ধ্যাকালে তাহার বৃদ্ধি হয় । চক্ষু চুলকায়, কামড়ায় ও জ্বালা করে । বেদনায় বোধ হয় যেন চক্ষুর পশ্চাৎ পার্শ্ব সূত্র হইতে আলগাভাবে ঝুলিতেছে ।

নাসিকা :—নাসিকা এবং চক্ষু হইতে প্রচুর, জলবৎ শ্রাব । উষ্ণ গৃহে প্রবেশকালে অবিশ্রান্ত হাঁচি ও প্রচুর এবং তীব্র সর্দিশ্রাব । শ্রাবযুক্ত সর্দি, শিরঃশূল, চক্ষুর জলশ্রাব, কাসি, তাপ, তৃষ্ণা এবং হস্তের কম্প প্রভৃতির সন্ধ্যাকালে এবং গৃহমধ্যে বৃদ্ধি ও মুক্ত বায়ুতে হ্রাস ।

শ্বাসযন্ত্র :—সর্দি জন্ত স্বরভঙ্গ । গলদেশে শুড় শুড়ি এবং স্বরযন্ত্রে কনকনানি । শীতল বায়ুর শ্বাস গ্রহণে খ্যাক্ খ্যাক্ কাসি । স্বরযন্ত্রে দপদপানি ও সঙ্কোচন বোধ । অনবরত খ্যাক্ খ্যাক্ করিতে ইচ্ছা । স্বরযন্ত্রের ভয়ানক প্রতিশ্রাব্যিক প্রদাহ নিবন্ধন স্বরভঙ্গ ; কাসিতে বোধ যেন স্বরযন্ত্র ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় । বক্ষের মধ্যভাগে চাপ হওয়ার শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট ।

পাল্মশ্রবণ :—গলার বেদনা কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত । গলার সম্মুখভাগে সঙ্কুচিতবৎ বেদনা । সন্ধ্যাকালীন শরীর তাপ নিবন্ধন তৃষ্ণা ।

উদ্ভৱ ১—উদরের ডাক । অতি দুর্গন্ধ বায়ুর নিঃসরণ । অধো-
দরের পার্শ্ব হইতে হঠাৎ সূত্রবৎ সূক্ষ্ম স্থান ব্যাপিয়া জ্বালা অথবা শীতলতার
ভাবযুক্ত কর্তনবৎ বেদনা উর্দ্ধ ও অভ্যন্তরাভিমুখে যায় ।

চিকিৎসা ।

নাসিকা সর্দি বা করাইজা ১—এলিফান্ সেশা-
সর্দির হাঁচি হইতে আরম্ভ হইলে ক্রমে তাহার সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়া
যায় । নাসিকা ও চক্ষু হইতে অজস্র জল নিঃসরণ । নাসিকার ভলের
তীব্রতাপ্রযুক্ত নাসিকাদি দেশের অগ্নিদগ্ধবৎ জ্বালায়, উর্দ্ধোঃ ও নাসাপুট
হাজিয়া যায় এবং পরে তাহাদিগের লোহিতবর্ণ ও কাঁচাভাব জন্মে ।
এস্থলে দ্রুত থাকা আবশ্যক যে ইহার নাসিকাস্রাব তীব্র ও
হাজাকর এবং চক্ষুজল অনুগ্র ও স্নিগ্ধ এবং স্নুসে-
সিয়ার চক্ষুজল তীব্র ও হাজাকর এবং নাসিকা-
স্রাব অনুগ্র ও স্নিগ্ধ । নাসিকায় পূর্ণবোধ, দপ্দপানি ও জ্বালা
এবং কখন কখন নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ! ললাট এবং মস্তক পশ্চাতে
কঠিন শিরঃশূল নিবন্ধন রোগী আলোকের দিকে তাকাইতে পারে না ।
মস্তকে বিদারণবৎ অন্তভূতি । রোগীর মুক্ত বায়ুমধ্যে গমনে ইহার সর্দিস্রাবের
রোধ এবং গৃহ প্রবেশে পুনরাবর্তন । সর্দিকালে স্বরযন্ত্রকাসি থাকিলে,
স্বরযন্ত্র ভেদ হওয়ার গ্রাম বেদনায় রোগী যদি পশ্চাৎদিকে হঠিয়া
যায় ও জড়সড় হয় তাহাতে ইহা বিশেষরূপে প্রদর্শিত । ডাং ফ্যারিং-
টনের মতে এলিফান্ সেশা কর্তৃক সর্দি নাসিকা হইতে
বক্ষে বিতাড়িত হইলে ফ্রস্করাস্ প্রয়োগের প্রয়োজন । যাহাই
হউক সর্দির প্রথমাবস্থায় ইহা কার্য্যকরী বলিয়া জানিতে হইবে ।
ইহার সর্দি বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে যায় । আর্সেনিক
ইহার সহিত তুলনীয় হইলেও তাহাতে উষ্ণ গৃহ হইতে শীতল বায়ুতে

বাইলে হাঁচি হইতে থাকে এবং এলিয়ামের ঠায় স্বরযন্ত্র লক্ষণ থাকে না। মাস্কুলিয়ারসের শ্রাব তীব্র ও হাজার হইলেও তাহা এলিয়ামের ঠায় পাতলা নহে। এলিয়াম সহ স্ক্লেসিয়া, এরাম টি, এবং আর্সের তুলনা শিক্ষা প্রদ।

ইনফ্লুয়েঞ্জা বা দেশব্যাপী প্রতিশ্রাবঃ—
এলিয়াম সেপার ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে নাসিকা হইতে প্রচুর, হাজার ও জলবৎ স্দিশ্রাব হয়। নাসিকা হইতে নির্ঝাধ জলশ্রাব ও উত্তেজনা-বৃদ্ধি কাসি হইতে থাকে এবং ক্ষীণ মুখ প্রদাহিত বলিয়া বোধ হয়।

ক্যাস্ফেরা—সর্দির সূচনামাত্রই ক্যাস্ফের প্রদত্ত হইলে ইহা অন্ধুরেই রোগ নিবারণ করিতে পারে অথবা প্রকোপের হ্রাস করিতে সক্ষম হয়।

২। এলো (Aloe)।

প্রতিশ্রাবঃ—এলো স্ক্কেটিনা।

উপচরঃ—প্রত্যেকালে; ব্যায়ামহীনতায়; উষ্ণ ও শুষ্ক বায়ুতে; আহার ও পানাস্তে; দণ্ডায়মান বা ভ্রমণের অবস্থায়।

উপশমনঃ—শীতল জলে; শীতল বায়ুতে; মল অথবা বায়ু নিঃসরণে।

সম্ভ্রমঃ—উদরে শোণিত প্রাচুর্য ও পোর্টাল শিরায় রক্তাধিক্য থাকিলে সাল্ফারের ঠায় এলো অনেক পুরাতন রোগে কার্য্যকরী; ইহাও অন্তপ্রবিষ্ট উদ্ভেদ পুনরানয়নে সমর্থ। এলোর কার্য্যপ্রতিবেদক—সাল্ফার এবং মাষ্টার্ড।

তুলনীয় ঔষধঃ—ইস্কু, বার্সে, কলিন্স, ক্রটন, টি, আইরিস, লাইক, নাক্স, ভ, পড, পাল্‌স, সাল্‌ফ।

সাধারণ ক্রিয়া :—প্রধানতঃ যকৃৎ আক্রমণ করিয়া এলো পোর্টাল শিরা অথবা উদরযন্ত্রাদির রক্তাধিক্য উৎপন্ন করে, তাহাতে পিত্তস্রাবের অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। গোণভাবে ইহা বৃহদন্ত্রের পেশী এবং সরলান্ত্র আক্রমণ করায় শেষোক্তের প্রগাঢ়তর রক্তাধিক্য প্রযুক্ত অর্শ উৎপন্ন হয়। যন্ত্রনিচয়ের পরস্পর সংশ্রব নিবন্ধন উপরি উক্ত বস্তিকোটরস্থ অগ্রাশ্রয় যন্ত্র মধ্যে স্ত্রীজননেক্রিয়েই রক্তাধিক্যের বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। সরলান্ত্রই ইহার প্রধানতম ক্রিয়াক্ষেত্র।

লক্ষণ।

মস্তক :—ললাটের এক পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তর পর্যাস্ত মৃদু শিরঃশূল নিবন্ধন মস্তকে এবং চক্ষুতে গুরুত্ব এবং বিবমিষা। চক্ষুর্দ্বী ও ললাট প্রদেশে মৃদু চাপবৎ বেদনা। মুর্দায় গুরুত্বানুভূতি। শিরঃশূলের তাপে বৃদ্ধি এবং শৈত্যপ্রয়োগে উপশম। কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকিলে এবং আমাশয়ান্ত্রপ্রদেশের উত্তেজনা হইলে শিরঃশূল জন্মে।

উদর :—যকৃৎ প্রদেশে অস্বস্তি, তাপ, চাপ, এবং আতত-
ভাব। দক্ষিণ পার্শ্বের পশ্চাদ্ভাগের অভ্যন্তর পার্শ্বে মৃদু বেদনা। নাভির চতুঃপার্শ্বস্থ উদরপ্রদেশ বেদনায়ুক্ত; তাহাতে নোচড়ানি ও কামড়ানি বেদনা থাকিলে রোগী সম্মুখে নত হইয়া বসিতে বাধ্য; এবং মলত্যাগের বেগ হইলে কেবলমাত্র বায়ু নিঃসরণ হয়। উদর, বিশেষতঃ তাহার আমাশয়োপরিস্থান, বায়ু কর্তৃক বিস্তৃত হয় ও বায়ু চলিয়া বেড়ায়। প্রচুর, জ্বালাকর ও দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হইলে উদরবেদনার উপশম। মলত্যাগের পূর্বে, সময়ে এবং পরে কামড়ানি বেদনা ও বিষ্ঠাসহ উচ্চ শব্দে বায়ুর নিঃসরণ। উদরের বিশেষ দুর্বলতায় বোধ

যেন উদরানয় হইবে। আমশয়াধঃ প্রদেশে ও সরলান্ত্রে ভার বোধ। স্পর্শে, মলবেগে অথবা শায়িতাবস্থা হইতে উত্থানে উদরের পেশীতে বেদনা।

মল ও মলদ্বারঃ—সরলান্ত্র এবং মলদ্বারে তাপ, টাটানি ও ভারিবোধ। সরলান্ত্রে তাপ ও জ্বালার অনুভূতি। মলদ্বারে চুলকনা ও জ্বালা এবং তাহার সংকোচক পেশীর দুর্বলতা। মলত্যাগান্ত্রে মলদ্বারে গোঁচা এবং কর্তনবৎ বেদনা। দিবসে অবিশ্রান্ত মলবেগ থাকে; রাতিতে জাগ্রৎ হয় ও প্রাতে ছয়টার সময় শয্যা হইতে উঠে। মলত্যাগের বেগে মূত্রের নিঃসরণ। উদরানয়ের দ্বায় তাড়াতাড়ির সতিত মলত্যাগের বেগ কেবলমাত্র উষ্ণ বায়ু নিঃসরণে উপশম; কিন্তু তাহা শীঘ্রই পুনরাগত হওয়ায় বোধ যেন সরলান্ত্রের পশ্চাত্ত্ব কক্সিক্স অস্থি ও সন্ধুখের পিউবিস্ অস্থির সংযোগস্থান এই উভয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশে একটা ছিপিবৎ কঠিন বস্তু প্রতিষ্ট আছে। মলত্যাগান্ত্রেও বোধ যেন সরলান্ত্রে মল রহিয়া গিয়াছে। বায়ুর নিঃসরণসহ অনৈচ্ছিক মল ত্যাগ। কিছু পান অথবা আহার মাত্রই তাড়াতাড়ির সতিত মলত্যাগ করিতে যাইতে হয়। কোন চেষ্টা ব্যতীত মলত্যাগ হওয়ায় বোধ যেন বিষ্ঠার অত্যন্ত গুরুত্ব বশতঃ অস্ত্রের বাহিরে স্থলিত হয়। মলমূত্র একযোগে নিঃসরণ হইয়া যায়। মলত্যাগকালে দুর্বলতা। বিষ্ঠা অন্ন, কটাসে, ক্রেদমুক্ত, অর্দ্ধ তরল ও উজ্জ্বল হরিদ্রবর্ণ এবং কাদার দ্বায় কোমল; বিষ্ঠা চাপ চাপ, জলবৎ, এবং জিউলির আটার দ্বায় আময়ুক্ত।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ঃ—ঋতুর পূর্বের দ্বায় তলপেটে বেদনা। জরায়ুপ্রদেশে পূর্ণতা ও গুরুত্ব হওয়ায় কটি এবং কুঁচকিতে প্রসব বেদনার দ্বায় বেদনার দাঁড়াইলে বৃদ্ধি। শীঘ্রাগত ও প্রচুর ঋতুস্রাব। রক্ত ও শ্লেষ্মায়ুক্ত শ্বেতপ্রদরের পূর্বে উদরশূল।

চিকিৎসা ।

শিরঃশূল বা হেডেক্,—নাক্স ভমিকার ঠায় এলোজ্ চক্ষু উর্দ্ধের শিরঃশূলে উপকারী । রোগী বোধ করে যেন তাহার চক্ষুপত্র তারাত্রান্ত রইয়াছে । আংশিকরূপে চক্ষু মুদ্রিত করিলে তাহার উপশম হয় ।

উদরাময় বা ডায়ারিয়া ।—এলোজের ক্রিয়া প্রধানতঃ সরলারে প্রকাশ পায় । ইহা অবিশ্রান্ত মলত্যাগেচ্ছা উৎপন্ন করে এবং মলত্যাগকালে প্রভূত বায়ু নিঃসরণ হয় । সরলারে অশান্তি ও ভারিবোধ, তাহার দুর্বলতা এবং অসামান্যভাবে ইহার উদরাময়ের বিশেষতা ; সর্বদাই বিষ্ঠা নির্গত হওয়ার অনুভূতি থাকায় মল নিঃসরণ হইবার অশঙ্কাপ্রযুক্ত রোগী বাতকর্ম্ম করিতেও ভীত । উদরের বান পার্শ্বে গড়গড় করিয়া ডাকিয়া উঠিলে মলবেগ হয় । অনেক সময়ে বায়ু নিঃসরণ করিতে শিশুর মল নির্গত হইয়া যায় । প্রাতঃকালীন উদরাময়ে ইহা সাল্ফার, প্রজ্ঞা এবং লাল সহ তুলনীয় । সাল্ফারের ঠায় ইহার রোগীও প্রত্যয়ে শয়ত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি মলত্যাগ করিতে যায় । আহায়ে ইহার রোগের বৃদ্ধি হইলেও দিবসে রোগী মলত্যাগ করে না । ফসফরিক এসিডেও মলদ্বারের দুর্বলতা আছে এবং বায়ু নিঃসরণ কালে বিষ্ঠা বাহির হইয়া পড়ে । মূত্র ত্যাগ করিতেও এলোজের রোগীর মল নিঃসরণ হয় এবং মলত্যাগের সঙ্গে অর্শের বাল বাহিরে আইসে । ইহার বিষ্ঠা পীতবর্ণ, কাদার ঠায়, থানা থানা এবং জলবৎ ; মলত্যাগের পূর্বে অধোদরের পাশাপাশি ভাবে এবং নাভির চতুঃপার্শ্বে কামড়ানি বেদনা হয় ; মলত্যাগকালে বেদনা থাকে, কিন্তু সাধারণতঃ মলত্যাগের পরে তাহার উপশম হয় । পিপার মুখ হইতে অতি বেগের

সহিত জল পড়ার ছায়া নির্দ্বন্দ্বপ্রাপ্তি প্রজ্ঞার উদরাময় গো-বীজের টীকা বা গনরিষার পর জন্মিয়া থাকে।

অর্শরোগ বা হিমরয়েড্‌স্, পাইল্‌স্।—এলোজ্‌ অর্শ-
রোগের অত্যন্ত প্রধান ঔষধ। আঙ্গুরগুচ্ছের ছায়া থোলো থোলো
অর্শগুটির বহিনিঃসরণ ইহার প্রদর্শক। অনেক সময়েই ইহার অর্শ
হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হয় এবং ঠাণ্ডা জল প্রয়োগে যন্ত্রণার লাঘব
হইয়া থাকে; মিউ এসির তাহা উষ্ণ জলে হ্রাস পায়। মলদ্বারে স্পষ্ট
জ্বালা থাকে এবং অল্প যেন চাঁছা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে
উদরাময় পবণতা সহ মলদ্বারের প্রসিদ্ধ অসামান্যতা বর্তমান থাকে।
কোষ্ঠবদ্ধ থাকায় কলিনসসনিহা ইহা হইতে প্রভেদিত হয়।

রেট্যানিহা—মলদ্বার জ্বালা করে এবং কঠিন মলত্যাগে অর্শের
বলি নির্গত হয়। মলদ্বারের জ্বালা, বিদারণ, এবং সরলাস্ত্রের
বেদনা ও স্পর্শসহিষ্ণুতা ইহার প্রদর্শক।

ক্যাপ্‌সিকাম্—রক্তস্রাবযুক্ত অর্শরোগে মলত্যাগকালে মলদ্বারে
জ্বালান্না বেদনা, চুলকনা, চন্‌চনি এবং ছল-
বৈধাবোদ্র ইহার প্রদর্শক।

ফক্‌ৎ রোগ।—এলোজ্‌ ফক্‌তের স্রাববৃদ্ধি হওয়ায়
প্রভূত পরিমাণ পিত্ত নিঃসৃত হইলে হরিদ্রাবর্ণ উদরাময় জন্মে ও উদরে
কামড়ানি বেদনা হয়। ইহাতেও সিপিহা ছায়া উদর যন্ত্রনিচয়ে
রক্ত ধাবিত হওয়ায় তথাকার শিরামণ্ডলী শোণিতপূর্ণ হয় এবং যান্ত্রিক
উত্তেজনা জন্মে। কিন্তু সিপিহা যান্ত্রিক শিথিলতা ও দগিয়া
যাওয়াভাবের পরিবর্তে ইহাতে সরলাস্ত্রাদির সম্পূর্ণ অবশতা থাকে। জরায়ু
ও সরলাস্ত্র প্রভৃতি যন্ত্রে গুরুত্বের ও বুলিয়া পড়ার অনুভূতি জন্মে এবং
মলদ্বার দুর্বল হইয়া পড়ে।

৩। কনভ্যালেরিয়া মেজাস্ (Convallaria Majus) ।

তুলনীয়া ঔষধ :—ডিজিট্যালিস্ ।

সাধারণ ক্রিয়া :—কনভ্যালেরিয়া প্রগাঢ়রূপে হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করায় তাহার ক্রিয়াবিশৃঙ্খলা ও নাড়ীস্পন্দনসংখ্যার হ্রাস হইলে ফল স্বরূপ বমন ও পতন বা কোলাপ্স লক্ষণ উপস্থিত হয় ।

ইহার ঔষধ গুণপরীক্ষায় হৃৎপিণ্ড শব্দের ক্ষীণতা, জাগুলার শিরা হইতে রক্তহীনতার মন্ডর শব্দ, হৃৎপ্রদেশে বেদনা, এবং তাহাতে যেন থর থর কম্প ভাব জন্য (Fluttering) একরূপ অস্বস্তির অনুভূতি প্রভৃতি উপন্ন হইয়াছিল ; কিছু শ্রমের কার্য্য করিলে হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার রোধ এবং তাহার পুনরারম্ভে মূর্ছা ও বিবমিষার অনুভূতিও ইহার পরীক্ষোৎপন্ন লক্ষণ ।

চিকিৎসা ।

হৃদ্রোগ—ক্রিয়াগত বা ফাংসন্যাল হৃৎপিণ্ড রোগ এবং যন্ত্রগত বা অর্গ্যানিক হৃৎকপাটরোগ ।—অধুনা হৃদ্রোগের অনেকগুলি নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে । কিন্তু তন্মধ্যে অনেকেরই হোমিওপ্যাথিসম্মত ঔষধগুণ পরীক্ষা হয় নাই ; শোণিত-যন্ত্রে তাহাদিগের স্বাভাবিক বা ফিজিয়লজিক্যাল ক্রিয়ানুসারে তাহারা হৃদ্রোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে । এজন্য প্রকৃত পক্ষে তাহাদিগকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ শ্রেণীভুক্ত করা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না । তথাপি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকমণ্ডলী এ রোগে তাহাদিগের ব্যবহার করিয়া থাকেন বলিয়া আমরা নিম্নে তাহাদিগের বিষয় উল্লেখ করিলাম ।

আমাদিগের বর্তমান আলোচ্য ঔষধ কনভ্যালেরিয়ার হোমিওপ্যাথিতে পরীক্ষোৎপন্ন হৃৎপিণ্ড লক্ষণের বিষয় আমরা উপরে

উদ্ধৃত করিয়াছি, এবং তদনুসারেই হৃদ্রোগচিকিৎসায় ইহা প্রযোজিত হইয়া থাকে ।

অত্যন্ত মূত্রস্রাব, উদরী প্রভৃতি শোথ এবং অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ, বর্তমান থাকিলে হৃৎকপাটরোগে কন্‌ভ্যালেরিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে । হৃদ্রোগঘটিত কুস্কৃসের শোথরোগের অনেক রোগী ইহার সেবনে উপশম পাইয়া বহুকাল পরে শয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল । মাইট্রেল বা দ্বিপক্ষহৃৎকপাটের রোগ বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ, হৃৎকম্প এবং শোথরোগগ্রস্ত রোগী ইহা দ্বারা অনেক উপকার লাভ করিয়াছে । কন্‌ভ্যালেরিয়া লক্ষণে হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে উপরি উক্ত অস্বস্তি জন্মে বলিয়া ইহা তামাক বা সিগারেট সেবন জগ্‌ হৃদ্রোগে প্রযুক্ত হইতে পারে ।

এডনিস্‌ ভার্গ্যালিস্‌—ইহা ধমনীদণ্ডের আততভাবের বৃদ্ধি করে এবং নাড়ীস্পন্দনসংখ্যার হ্রাস এবং হৃৎপিণ্ডসংকোচনের শক্তিবৃদ্ধি করিয়া হৃদস্পন্দন নিয়মিত করে । হৃদ্রোগে ইহার প্রয়োগ জগ্‌ এ পর্য্যন্ত কোন কুফল দৃষ্ট হয় নাই । ইহা অতি শীঘ্র মূত্রবৃদ্ধি করিয়া থাকে । হৃৎপিণ্ডস্বকীয় অগ্নাগ্ন ক্রিয়ায় ইহা ডিজিটালিসের তুল্য ।

লাইকোপাস্‌ ভার্জিনিকাস্‌—অবসাদক অথবা উত্তেজক ঔষধের অপব্যবহার বশতঃ হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনাপ্রবণতা সহ দৌৰ্ব্বল্যে, এবং অত্যন্ত হৃদ্বৃদ্ধি রোগে এবং পেশীদুৰ্ব্বলতায় লাইকোপাস্‌ উপকারী । হৃদ্রোগ ঘটিত হাঁপরোগের ইহা বিশেষ ঔষধ মধ্যে গণ্য ।

কলিন্সনিয়া—ইহাও হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনাপ্রবণতার ঔষধ এবং ডিজিটালিস্‌ ও লাইকোপাসের ঠায়ই ফললাভ হয় ।

স্ট্রোপেহ্রাস্—দুর্বলতা, হৃদবিরুদ্ধি এবং উত্তেজনা প্রবণতা প্রভৃতি হৃৎপিণ্ড-রোগে ধমনীমণ্ডলের আতত অবস্থা এবং নির্ঝাধ মূত্রস্রাব থাকিলে **স্ট্রোপেহ্রাস্** উপকার করে। সম্ভবতঃ কিড্‌নি বা বৃক্করোগ নিবন্ধন হৃৎপিণ্ড বিকারে ইহা উপযোগী ঔষধ মধ্যে গণ্য হইতে পারে ।

ক্র্যাটিগাস্ অকুসিয়া ক্যান্থা—হৃৎপিণ্ডক্রিয়া ক্ষীণ ও অনিয়মিত এবং নাড়ী ক্ষুদ্র ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট হইলে **ক্র্যাটিগাস্** উপকার করিয়া থাকে । রোগী বোধ করে যেন হৃৎপিণ্ডক্রিয়া স্তব্ধ হইয়া যাইবে ।

স্পাটিন্ সাল্‌ফেট—ইহা ক্ষীণ হৃৎপিণ্ডবিশিষ্ট বাতপ্রকৃতির ও গুল্মবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তির ঋতুসন্ধিকালীন রোগে উপযোগী ।

কিড্‌নি বা বৃক্করোগ—হৃৎপিণ্ডরোগের ফলস্বরূপ কিড্‌নিরোগ জন্মিলে **কন্‌ভ্যালেরিয়া** দ্বারা উপকার হয় । হৃৎপিণ্ডক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত ও অনিয়মিত থাকে এবং হৃৎপিণ্ডের দ্বিপক্ষ-কপাট বা মাইটাল ভাল্‌ভের অসম্পূর্ণতা বশতঃ স্বচ্‌ শোথ বা এনাসার্কি এবং উদরী জন্মে ।

এপসাইনাম্—মূত্রের অল্পতা থাকিলে **এপসাই** জলশোথ-রোগের দমন রাখিতে পারে । ইহা অন্তঃসত্ত্বাবস্থার অচৈতন্ত্য বা কোমা এবং সর্বাঙ্গীণ আক্ষেপ দূর করিতে সক্ষম ।

৪ । **লিলিয়াম্ টিগ্রিনাম্ (Lilium Tigrinum)** ।

উপচয়—সন্ধ্যাকালে ; আত্মসংযমহীনতা বশতঃ রজনীতে ।

উপশমন :—দিবসে ; বিশুদ্ধ বায়ুতে ; কম্নে লিপ্ত থাকিলে ; উষ্ণ গৃহে ।

সম্বন্ধ :—লিলিয়ামের কার্য্যপ্রতিষেধক—হেলনিয়াম্ (এটিভার্সন), নাক্স (উদরশূল) ।

ভুলনীয ঔষধ :—এলো, এপিগ্, বেল, ক্যাষ্টাস, ক্যাছা, সিমিসি, হেলনি, ইথের, নাক্স ভ, প্লাটি, পড, পাল্, সিপি, স্পাইজি, সালফ ।

সাধারণ ক্রিয়া :—জীজননেদ্রিয় এবং হৃৎপিণ্ডে লিলিয়াম্ টিগ্রিণামের প্রভূত আক্রমণ হয় ; প্রথমোক্ত যন্ত্রের ইহা উত্তেজনা ও নাতিপ্রবল প্রদাহ এবং ফলস্বরূপ জরায়ুর নানাবিধ স্থানচ্যুতিদোষ ঘটায় । জীজননেদ্রিয়ের প্রক্ষিপ্ত (Reflex) ক্রিয়া দ্বারা ইহা হৃৎপিণ্ডের অবসাদ, উত্তেজনাপ্রবণতা এবং হৃৎকম্প প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত করে । জরায়ুপ্রদেশে তৈলমারা ও সকলই ফেন চাপিহা বাহির করিহা দেওয়ার অনুভূতি ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য ।

লক্ষণ ।

মন ।—মানসিক অবসাদ ; ভীকতা, বিপদাশঙ্কা এবং ক্রন্দন-প্রবৃত্তি । জরায়ুরোগে রোগিণী আত্মার উদ্ধার বিষয়ক চিন্তায় যত্না ভোগ করে । কামোত্তেজনাকালে রোগী অবশ্য কর্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে সম্পূর্ণ অপারগ হইবে বলিয়া অশ্রান্ত ব্যস্ততা বোধ করে । রোগীর শাপ দিতে, প্রহার করিতে এবং অশ্লীল বিষয়ের চিন্তা করিতে প্রবৃত্তি জন্মে এবং এইরূপ মানসিক অবস্থা উপস্থিত হইলে কামোত্তেজনার হ্রাস হয় ।

মস্তক ১—অধিকাংশ সময়ে জরায়ু বিকার প্রযুক্ত শিরঃশূল জন্মে ।
চক্ষু ললাটপ্রদেশে মুছ বেদনা ।

চক্ষু ।—দূরদৃষ্টি এবং নিকটদৃষ্টি । দৃষ্টির গোলমাল হওয়ায় রোগীর
চক্ষু ঢাকিতে ও তাহাতে চাপ দিতে ইচ্ছা হয় ।

বক্ষ এবং হৃৎপিণ্ড ১—হৃৎপিণ্ড প্রদেশে মৃদু চাপবৎ বেদনা ।
রজনীতে শয়ন করিলে হৃৎপিণ্ডবেদনার বৃদ্ধি । বাম বক্ষে . অবিশ্রান্ত
গুরু চাপের অনুভূতি । হৃদপিণ্ডে থর থর কম্পভাব (Fluttering) ।
বাম বক্ষে তীব্র ও ত্বরিত আক্রমণকারী বেদনা ; বোধ যেন হৃৎপিণ্ড
সাঁড়াসীর মধ্যে নিষ্পীড়িত হইতেছে, অথবা পর্যায়ক্রমে হস্তদ্বারা তাহা
দৃঢ়রূপে ধৃত করা ও মুষ্টি শিথিল করা হইতেছে । হৃৎপিণ্ডের থরথরভাব
(Fluttering) অথবা স্পন্দন ।

মল ও মলদ্বার ।—সরলাস্ত্রে চাপ থাকায় অবিশ্রান্ত মল-
ত্যাগেচ্ছা ।—প্রাতকালীন উদরাময়ে পাতলা, পিত্তসংযুক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ ও
ভগ্নক মলত্যাগের অসহনীয় বেগ হইলে রোগী এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা
করিতে পারে না ; মলত্যাগের পূর্বে সরলাস্ত্রে কামড়ানি বেদনা
অথবা চাপ হওয়ায় অত্যধিক ক্লেশ এবং মলত্যাগান্তে মলদ্বার ও সরলাস্ত্রে
চনচনি ও জ্বালা । কোষ্ঠবদ্ধ ।

মূত্রযন্ত্র ১—দিবসে বারম্বার মূত্রত্যাগ ও মূত্রনালীতে জ্বালাযুক্ত
চনচনি । মূত্রস্থালীতে অবিশ্রান্ত চাপ । অবিরত মূত্রত্যাগেচ্ছা থাকিলে
অত্যন্ত মূত্রত্যাগ এবং মূত্রনালীর জ্বালা ও চনচনি ।

স্ত্রীজননেত্রিয় ১—জরায়ুপ্রদেশে গুরুভার, চাপের অনুভূতি
এবং ঠেলমারা উপস্থিত হইলে বোধ হয় যেন বস্তি কোটরস্থ সকল বস্তুই
চাপসহ যোনি পথ দিয়া বাহির হইয়া যাইবে ; যোনি কপাটে হস্তের
চাপ দিলে তাহার উপশম হয় । অন্তাধারপ্রদেশে তীব্র বেদনা । পৃষ্ঠ

এবং দক্ষিণ অণ্ডাধারে বেদনা । অণ্ডাধার চাপিত করিলে টাটানি বেদনা দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর । দক্ষিণ অণ্ডাধারে চর্কণ ও আরুষ্ঠবৎ বেদনা, ভ্রমণ করিলে বর্দ্ধিত । জরায়ু সম্মুখ দিকে হেলিয়া পড়িলে রোগী স্নায়ু-শূল প্রযুক্ত স্পর্শ এমন কি তাহাতে শয্যাবস্ত্রের চাপ এবং সামান্য ঝাঁকি পর্য্যন্ত সহ করিতে পারে না । জরায়ু শরীর ঝুলিয়া পড়ায় মূত্রশালীর অভিমুখে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং তাহার গ্রীবা সরলান্ত্র চাপিত করে । জরায়ু ঠেলমারিলে বাম অণ্ডাধার ও স্তনে বেদনা হয় । যোনিতে পূর্ণতা বোধ হইলে তন্মধ্যে শুড়শুড়িযুক্ত কামানুভূতি জন্মে এবং বাম অণ্ডাধারে ছলবেধবৎ বেদনা হয় । কামেচ্ছার বৃদ্ধি হইলে তাহা শোণিতোচ্ছ্বাসে শেষ হয় । উজ্জ্বল পীতবর্ণ, তীব্র ও ক্ষতকর শ্বেতপ্রদরে কটা দাগ লাগে ।

চিকিৎসা ।

ক্রিয়াবিকারী হৃদ্রোগ বা ফ্রাংসনেন হার্ট্ ডিজিজ্—লিলিয়াম্ ক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ডে কতিপয় বিশেষ দক্ষণ উপন্ন হওয়ায় কোন কোন ক্রিয়াবিকারী হৃদ্রোগের ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে । ইহার হৃৎপিণ্ডবেদনায় রোগী বোধ করে যেন তাহা 'সাঁড়াসী দ্বারা দৃঢ়তাসহ ধৃত হইয়াছে এবং তাহাতে রোগীর হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হয় ! হৃৎপিণ্ড সন্নিহিত স্থানে পক্ষীর পক্ষসঞ্চালনবৎ অনুভূতি বা থরথরভাব এবং রোগীর মুচ্ছার ভাব জন্মে । বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ড দৃঢ়তাসহ চাপিত হইতেছে ও মুক্তি পাইতেছে । ইহা যন্ত্রবিকারী রোগের ঔষধ নহে । হৃৎপিণ্ডের অত্যন্ত দুর্বলতানিবন্ধন উত্তেজনাপ্রবণতা ও স্নায়বিক হৃৎকম্প থাকে এবং বামপার্শ্বে চাপিয়া শয়ন করিলে উপরি উক্ত রোগযন্ত্রণার উপশম হয় । শরীরচালনায়

কণ্ঠের বৃদ্ধি হইয়া থাকে । জরায়ুরোগ প্রযুক্ত স্নায়বিক হৃৎকম্প এবং ক্রিয়াবিকারী হৃদ্রোগের ইহা ঔষধ ।

সাল্‌ফার—হৃৎপিণ্ডমধ্যে অধিকতর শোণিত প্রবেশের অনুভূতি সহ হৃৎকম্প, খাবি খাওয়ার ত্রায় শ্বাস প্রশ্বাস এবং বক্ষকোটর-পেক্ষা হৃৎপিণ্ড যেন অতি বৃহৎ বলিয়া স্থানাভাবের অনুভূতি হইলে সাল্‌ফার উপযোগী ।

উদরাময়—লিলিফ্রাম টিগ্রিশাম্ অবস্থা বিশেষে প্রাতঃকালীন উদরাময় আরোগ্য করিয়া থাকে । মলত্যাগের বেগ হইলে রোগী তাড়াতাড়ি শয্যাভ্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হয় এবং পীত বর্ণ, কোমল বিষ্ঠা ত্যাগ করায় মলদ্বার হাজিয়া যাওয়ার ত্রায় বোধ করে । এস্থলে ইহা প্রাতঃকালীন উদরাময়ের প্রধান ঔষধ সাল্‌ফার সহ তুলনীয় ।

স্রীজননেফ্রিটরোগ—শ্বেত প্রদর বা লুক-রিয়া; সাবইনভলিউশন; রেট্রিভার্সন ও এন্টিভার্সন বা পশ্চাৎ ও সম্মুখপার্শ্বে জরায়ুর স্থানচ্যুতি; জরায়ু ভ্রংশ বা প্রল্যাপ্সাস্—ঋতুস্রাবে লিলিফ্রামের বিশেষ কোন ক্রিয়া দৃষ্ট হয় না । ইহার শ্বেতপ্রদররোগ সিপিফ্রাম শ্বেতপ্রদর সহ তুলনা করা যাইতে পারে । লিলিফ্রামের শ্বেতপ্রদর জলবৎ, পীত, অথবা ঈষৎ পীত কপিশ এবং বিশেষ প্রকারের তীব্র ও হাজাকর । হাজা বা ক্ষতকর শ্বেতপ্রদরচিকিৎসায় ক্রিস্‌ভোজাটি প্রধানতম স্থান অধিকার করিয়াছে । সিপিফ্রাম শ্বেতপ্রদর কচিং তীব্র ও হাজাকর হয় । লিলিফ্রামের জরায়ুরোগে রোগী বড় বাত্যাচ্ছন্ন থাকে । তাহার উদেগ্রবিহীন ব্যস্ততা ও ক্ষিপ্ৰকারিতা দৃষ্ট হয় । আত্মবিশ্বাসহীনতা এবং দৌৰ্বল্য নিবন্ধন

চাঞ্চল্য ইহার বিশেষ মানসিক প্রকৃতি বলিয়া গণ্য। অন্তঃসত্তাবস্থায় এবং প্রসবাস্তিক জরায়ুরোগে ইহা মহৌষধরূপে বিবেচিত। ইহাতে প্রসবান্তে জরায়ু সঙ্কুচিত হইয়া অন্তঃসত্তাবস্থার পূর্বের ত্রায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় না (subinvolution); বৃহত্তর, গুরু এবং শিথিল বন্ধনীযুক্ত থাকে। অধোদরে বা বস্তুকোটরাভ্যন্তরে কিছু বুলিয়া পড়ার ত্রায় ও আকৃষ্টবৎ অনুভূতি জন্মে, এবং পশ্চাৎ অথবা সম্মুখ পার্শ্বে স্থানচ্যুতি হওয়ায় জরায়ু ঝুঁকিয়া পড়িতে পারে (Retroversion and Anteversion)। কখন কখন তাহার উপরি উক্ত অবস্থায় জরায়ুর ভ্রংশ বা প্রল্যাপ্সাস্ উৎপন্ন হইলে বস্তুকোটরাভ্যন্তরে ঠেলমারা ও যোনিপথে জরায়ু নামিয়া আসার অনুভূতি জন্মে এবং রোগিণী যোনি কপাটাঙ্গি স্থানে হস্তের চাপ দ্বারা তাহার বাধা দিতে চেষ্টা করে; সিম্পলিয়া রোগিণী উভয় উরু পরস্পর দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন করিয়া এবং নেউমিউ রোগিণী উপবেশন করিয়া তাহার বাধা জন্মাইবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হয়। এ রোগে অনেক সময়েই উপরি উক্ত লিলিয়াম্ রোগীর মূত্রস্থালীর ও বস্তু কোটরস্থ অগ্নাশ্র যন্ত্রের উত্তেজনা প্রযুক্ত মূত্রস্থালীর কুস্থন এবং মূত্রবেগ ও মলবেগ বর্তমান থাকে। কখন কখন কামপ্রবৃত্তির উত্তেজনা নিবন্ধন রোগী অতি অশ্লীল ব্যবহার করে, সিম্পলিয়া রোগীর পুংসংসর্গে বেদনা হয় বলিয়া তাহাতে ভীতি প্রকাশ করে; নেউমিউ রোগীর যোনিপথ শুষ্ক থাকায় সঙ্গমে বেদনা পায়, এবং তজ্জগ্ৰহী সে সঙ্গমে অনিচ্ছুক থাকে। মিউরেক্স ঔষধেও কামেচ্ছা অতীব প্রবল হয়, কিন্তু তাহাতে বস্তুকোটরের কোন এক স্থানে বেদনা অথবা বেদনার অনুভূতি বর্তমান থাকিয়া অগ্নাশ্র ঔষধ হইতে প্রভেদ জ্ঞাপন করে। লিলিয়াম্ রোগযন্ত্রণার অপরাহ্নকালে বৃদ্ধি হয়, সিম্পলিয়ার তাহা ঐ সময়ে উপশম পায়।

অণ্ডাধারশূল :—লিনিহামে অণ্ডাধারে বেদনা হইয়া থাকে ; এই বেদনা সিম্পিহামে বেদনা হইতে তীব্রতায় অধিকতর । ইহাতে বাম অণ্ডাধারই বিশেষরূপে আক্রান্ত হয় এবং তথা হইতে তীর বেঁধার দ্বারা বেদনা উরুর সম্মুখ ও অভ্যন্তর ভাগ বাহিয়া অধাভিমুখে যায়, রোগীর গুহ্য বায়ুর আক্ষেপ হইতে পারে ।

৫। **প্যারিস্ কয়াড্রিফলিয়া** (*Paris quadrifolia*) ।

সম্বন্ধ :—প্যারিস্ কয়াড্রিফলিয়ার কার্যপ্রতিবেদক—কফিয়া ।

ভুলনীর ঔষধ :—লিডাম, লাইক, রাস্ ।

সাধারণ ক্রিয়া :—প্যারিস্ কয়াড্রিফলিয়া মস্তিষ্ক-মেরুদণ্ডীয় স্নায়ুগুণ্ডল আক্রমণ করিলে স্নায়ুশূল এবং অত্যাশ্রয় স্নায়বিক উত্তেজনার লক্ষণ উৎপন্ন হয় । ইহার সর্বপ্রধান ক্রিয়া ঋসিধ্বস্তপথে দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

লক্ষণ ।

মন :—বহুভাবিতা, বিশেষপ্রকারের উদ্ভাদরোপ ; নির্বোধের দ্বারা আলাপ এবং মূর্খের দ্বারা ব্যবহার ।

মস্তক :—শিরোগর্ধন ও মস্তকে জড়তাব । মস্তকে এবং মস্তক পার্শ্বে বিদ্ধ করার দ্বারা ও একৈক স্থিতিবেদন বেদনা ; পরে ললাটের সম্মুখের গুরুত্ব সম্মুখে নত হইলে বর্দ্ধিত হয় । ললাট এবং ললাটপার্শ্বে সংকোচনকারী চাপ ; মস্তিষ্ক, চক্ষু এবং স্বকের আততভাব এবং অস্থি চাঁচা হওয়ার দ্বারা টাটানিযুক্ত ভাব শরীর চালনায়, উত্তেজিত হইলে অথবা চক্ষুর ব্যবহার করিলে এবং সন্ধ্যাকালে বর্দ্ধিত । দক্ষিণ ললাটপার্শ্বে চাপবেদনার করতল চাপে উপশম । স্পর্শে মস্তকের বাম পার্শ্বের অস্থিতে ঘৃষ্টবেদন ।

স্বাস্থ্যঃ—সম্পূর্ণ অঙ্গে সৃষ্টিবেধবৎ বেদনা । সন্ধিতে সংকোচন-
বৎ চাপ । সম্পূর্ণ অঙ্গেই গুরুত্ব বোধ ।

শ্বাসযন্ত্রঃ—বেদনাহীন সাময়িক স্বরভঙ্গ । স্বরভঙ্গ ও স্বর ক্ষীণ
থাকে, অবিশ্রান্ত গলা খাঁকর দ্বারা শ্লেষ্মার নিষ্ঠীবন এবং স্বরযন্ত্রে
জ্বালা । জ্বং পীত ও আটা শ্লেষ্মানিষ্ঠীবন । বক্ষে কষ্ট হওয়ায় দীর্ঘ
শ্বাস গ্রহণের ইচ্ছা । স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনালীতে আটা শ্লেষ্মা থাকায় অবিশ্রান্ত
গলা খাঁকর এবং শ্বাসরোধ । বক্ষে সৃষ্টিবেধবৎ বেদনা ।

চিকিৎসাঃ—প্যারিস কোয়াড্রিফোলিয়া একটি
নবাবিষ্কৃত ঔষধ । রোগ চিকিৎসায় ইহার প্রয়োগস্থল অতি সঙ্কীর্ণ,
বিশেষতঃ অত্যন্ত প্রচলিত ঔষধ সহ তুলনা দ্বারা প্রয়োগোপযোগিতা
নির্ণয় করা ব্যতীত রোগ চিকিৎসায় ইহার সম্যক উপলব্ধি করা কঠিন ।
স্থানান্তরে তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে ও হইবে ।

৬ । **স্কুইলা, সিলি ম্যারিটিমা** (*Squilla, Scilla Mari-
tima*) ।

সম্বন্ধঃ—স্কুইলা, ব্রায়নিয়ার পরে সুফলপ্রদ ।

ভলনীয় ঔষধঃ—এটি টার্ট, ব্রায়, কষ্টি, সেপা, কেলি কার্ক,
নাক্স ভ, রাস্, মাল্ফ ।

সাধারণ ক্রিয়াঃ—শ্বাসযন্ত্র এবং পরিপাকযন্ত্রপথে স্কুইলার
ক্রিয়া হওয়ায় ইহা তাহাদিগের উত্তেজনা, এমন কি প্রদাহ পর্য্যন্ত উৎপন্ন
করিতে পারে । কিডনি বা বৃককেও ইহার ক্রিয়া আছে ; তজ্জগত
অত্যধিক মূত্রশ্রাব, রক্তসংযুক্ত মূত্রশ্রাব এবং মূত্ররোধ হয় ।

লক্ষণ ।

শ্বাসযন্ত্রঃ—থাইরইড উপস্থির নিম্নপ্রদেশে শুড় শুড়ি হইলে
প্রচণ্ড কাসি হওয়ায় বক্ষপার্শ্বে বেদনা ও শ্লেষ্মার নিষ্ঠীবন হয় এবং শ্বাস

টানিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুলু কাসি আসে। প্রাতঃকালে কাসি হওয়ায় প্রচুর ক্লেদবৎ গয়ার উঠে। কাসিতে বমনের বেগ। গুলু ও প্রচণ্ড কাসিতে উদর যেন বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং কণ্ঠার গুলুতা জন্মে। শ্বাসকৃচ্ছ্র বশতঃ রোগী গভীর শ্বাস গ্রহণে বাধ্য, কিন্তু তাহাতে কাসির উদ্রেক। বক্ষে কষ্ট ও কশাভাব। শ্বাস-কষ্ট জন্ত বক্ষে সূচিবোধবৎ বেদনা হইলে শ্বাস টানিলে তাহা অধিকতর হয়। প্লুরিসি বা ফুসফুসবেষ্টিক্লির প্রদাহ নিবন্ধন বক্ষের সূচিবোধবৎ বেদনা শ্বাস গ্রহণকালে বদ্ধিত।

উদ্ভৱঃ—উদরে এবং মূত্রস্থালীপ্রদেশে বেদনামুক্ত স্পর্শ-সহিষ্ণুতা।

মূত্রযন্ত্রঃ—মূত্রস্থালীতে অবিশ্রান্ত বেদনামুক্ত চাপ। মূত্র-ত্যাগের প্রবল ইচ্ছায় প্রচুর জলবৎ মূত্র-স্রাব। মূত্র লোহিত বর্ণ ও ঘোর। অত্যন্ত মূত্র-স্রাব। মূত্রস্রাবের অত্যন্ত বৃদ্ধি।

চিকিৎসাঃ—কাসি, ব্রঙ্কাইটিস, প্লীহারোগ, মূত্রমেহ এবং অগ্নাত মূত্রবিকারাদি সূইলা চিকিৎসার রোগের বিষয় আমরা স্থানান্তরে বর্ণনা করিয়াছি ও প্রয়োজন বোধ করিলে বর্ণনা করিব।



লেক্চার ৬১ (LECTURE LXI.)

আম্বেলিফেরি জাতীয় ঔষধ নিচয় ।

- ১। ইথুসা সিনেপিয়াম । ২। ইন্থান্সি ক্রকেটা ।
৩। ইরিঞ্জিয়াম একয়াটিকাম্ । ৪। এসাফিটিডা ।
৫। কনায়াম্ মেকুলেটাম । ৬। পেট্রিসিলিনাম্ ।
৭। ফেলাগুয়াম্ একয়াটিকাম্ । ৮। সিকুটা
ভিরোসা । ৯। হাইড্রকটাইল এসিয়াটিকা ।

১। ইথুসা সিনেপিয়াম (*Ethusa Cynapium.*)

সম্বন্ধঃ—ইথুসা যাহার কার্য্য প্রতিষেধক—ওপিয়াম্ । ইথুসার কার্য্য প্রতিষেধক—উদ্ভিজ্জনিচয় ।

ভলনীয়া তৈলঃ—এটি টাট, ক্যাক্সে কার্ব, সিকুটা, ইপিকা, গ্র্যাটি, গ্যাষোজ্, নাক্সম, সাল্ফ, সাল্ফ এসি ।

সাধারণ ক্রিয়াঃ—পূৰ্ব্বকালীন চিকিৎসকগণ ইথুসাকে অতি সাংঘাতিক বিষগুণবিশিষ্ট বস্তু বলিয়া গণনা করিতেন, কিন্তু অধুনা ইহা অতি নিদোষ, বিষগুণহীন বস্তু বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে । তথাপি ইহার উপাদানসহ যে উগ্রগুণবিশিষ্ট তৈল আছে তাহা আমাশয়ান্ত্রিক উত্তেজনা উৎপন্ন করিয়া বিবিধা এবং বমন ও বিরেচনাদি নানাবিধ লক্ষণ উৎপন্ন করিতে পারে । ইথুসা ত্বগুপরি কালশিরা ও সম্পূর্ণ শরীরে কাল এবং নীলবর্ণ কলঙ্ক জন্মাইয়া থাকে । শিশুদিগের দস্তোদগমকালের রোগে ইহা বিশেষ উপকারী ।

লক্ষণ ।

স্নায়ু :—মৃগীবৎ আক্ষেপে রোগীর বৃদ্ধাঙ্গুলি দৃঢ়রূপে করতল-সংগ্ৰস্ত, এবং মুখ লাল, চক্ষু নিম্নদিকে ঘূর্ণিত এবং চক্ষুতারকা বিস্তৃত ও গতিহীন ; চক্ষু স্থিরদৃষ্টিবিশিষ্ট এবং নাড়ী ক্ষুদ্র, কঠিনস্পর্শ ও তরতর গতিবিশিষ্ট ; মুখে গেজলা উঠে এবং দন্তে দস্ত দৃঢ় সংবদ্ধ হয়। অজ্ঞান অথবা প্রলাপাবস্থায় আক্ষেপ হইতে থাকে। অত্যন্ত উৎকর্ষা বশতঃ রোগী অস্থির হয়। অত্যন্ত দৌর্বল্য ; শিশু দণ্ডায়মান হইতে এবং মস্তক উন্নীত রাখিতে পারে না।

মুখমণ্ডল :—মুখের আকৃষ্ণিত অবস্থা, ইহা নাসাপুটে আরম্ভ হইয়া মুখকোণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং মুখমণ্ডলের দৃশ্য অত্যন্ত উৎকর্ষা ও যন্ত্রণাবাজক থাকে।

দন্ত :—দন্তনাড়িতে ছলবেঁধা অথবা ছিন্ন করার ত্রায় বেদনা।

আমাস্য :—খাদ্য বস্তু দৃষ্টি মাত্র বিবমিষার উদ্বেক। বমনের বেগে শ্লেষ্মা উঠে। স্তম্ভপায়ী শিশু স্তম্ভ সহ্য করিতে পারে না, পান মাত্র বেগের সহিত উঠিয়া যায় এবং পরে শিশু দুর্বলতা বশতঃ নিদ্রালু হয়। প্রচণ্ড বেগে ছানা বাঁধা দুগ্ধ ও পনীরবৎ পদার্থের বমন।

উদর :—উদরশূলে বমন ও শিরোঘূর্ণন হয় এবং দৌর্বল্য জন্মে।

চিকিৎসা ।

বমন বা ভমিটি :—শিশুদিগের বমন নিবারণের পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য। ইহাতে শিশু বেগের সহিত সবুজ বর্ণের অতি রূহৎ ছফ্কাপের বমনান্তর দুর্বলতা বশতঃ নিদ্রিত হইয়া-

পড়ে কিন্তু কিছুকাল পরেই ক্ষুধায় নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং দ্রব পান করিলেই পূর্ববৎ বমন হইয়া যায় । বিবিধা বর্ত্তমান থাকায় শিশুর মুখাকৃতির আকৃষ্টবৎ দৃশ্য ।

দন্তোদগমবিকারেও ইথুসা অবস্থাবিশেষে আমা-
দিগের সাহায্যকারী ঔষধ । দন্তমাড়ি ক্ষীত ও লোহিত বর্ণ হইলে যদি উপরি উক্ত বৃহৎ দ্রব চাপের বমন হয়, তাহাতে ইহা অতি শীঘ্র শিশুর রোগারোগ্য সাধনে সমর্থ ।

২ । ইথ্রাছি ক্রকেটা (*Ceanothe Crocata*) ।

উপচয় :—জনসংস্পর্শে ইহার দকল লক্ষণেরই বৃদ্ধি ।

ভুলনীয় ঔষধ :—এগারি, সিকু, ষ্ট্রাম, হাইড্রাস এসি ।

সাধারণ ক্রিয়া :—আর্থেলিকেরি জাতীয় অধিকাংশ ঔষধই বিষগুণ বিশিষ্ট হইলেও ইথ্রাছি ক্রকেটা ক্ষীণতর বিষ গুণযুক্ত বস্তু । ইহা মস্তিষ্কমেরুজ্জের নায়ুনগুলে অতি প্রবল ক্রিয়া প্রকাশ করায় মৃগীবৎ আক্ষেপ এবং মেডুলা অবলঙ্কেটা ও তৎসম্বন্ধিত স্নায়ু পদার্থের প্রদাহ এবং কোমলতা উৎপন্ন করে ।

লক্ষণ ।

মন :—অতিশয় মত্ততা বশতঃ উন্মত্তবৎ প্রচণ্ড প্রলাপ ; উন্মাদ রোগ । হঠাৎ এবং সম্পূর্ণ অচেতত্ত্ব ।

স্নায়ু :—মৃগীবৎ আক্ষেপ । ভয়াবহ সর্কাস্ট্রীন আক্ষেপান্তে অচেতত্ত্ব অথবা গভীর নিদ্রা । সর্কাস্ট্রীন আক্ষেপ বা কন্ভাল্‌সনকালে শিরোবর্ণন, উন্মত্ততা, বিবিধা, বমন, অজ্ঞানতা ও মুখমণ্ডলপেশীর আক্ষেপ বশতঃ মুখের অলীক হাস্যভাব বা “রাইসাস্ মার্ডনিকাস্” এবং চক্ষুগোলক উর্দ্ধবর্ণিত ও তারা বিস্তৃত । হঠাৎ কন্ভাল্‌সন,

হলুস্তস্ত এবং জিহ্বা দংশনের পর সম্পূর্ণ অচেততাবস্থা । আক্ষেপ কালে মুখ স্ফীত ও নীলাভ ; মুখ এবং নাসারন্ধ্র হইতে শোণিত মিশ্রিত বৃন্দ বৃন্দ নির্গত ; আক্ষেপিক শ্বাসপ্রশ্বাস ; অজ্ঞানতা ; নাড়ীর স্ফীণতা এবং প্রভূত দুর্বলতা ।

চিকিৎসা ।

কাসি ।—বক্ষের নিম্নভাগে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড়ি ও শুড়শুড়িয়ুক্ত খুঁখু কাসি ইন্ড্রাস্ত্রি দ্বারা আরোগ্য হওয়ার বিষয় ডাং এলেন্ উদ্ধৃত করিয়াছেন । তাহাতে ঘন এবং বৃন্দবৃন্দ গম্মার নিষ্ঠূত হইয়াছিল ।

মৃগীরোগ বা এপিলেপ্সি ।—ইন্ড্রাস্ত্রি ক্রকেটা লক্ষণে যেরূপ সুস্পষ্ট মৃগীরোগের প্রতিকৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায় তদ্রূপ অত্র কোন ঔষধেই দৃষ্টিগোচর হয় না । ইহার বিবলক্ষণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, ইহা বহুবিধ মৃগীরোগে প্রযোজ্য হইতে পারে । সম্পূর্ণ চৈতন্যের লোপ, মুখের স্ফীতি এবং বৃন্দবৃন্দ এবং ঘোর বর্ণ মুখ এবং চক্ষুতারকার অসম পার্শ্ব বিস্তৃতি, এবং আক্ষেপাবস্থায় হলুস্তস্ত ও অঙ্গসীমার শীতলতা প্রভৃতি ইহার পরিচায়ক লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত ।

ডাং ট্যাঙ্কট ইহার বহুল ব্যবহারে যেরূপ উপকার দর্শন করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

১। শতকরা ৪০ হইতে ৫০ সংখ্যক রোগীর ফিটের প্রবলতার হ্রাস হয় ।

২। কন্ভাল্‌সনের গুরুত্ব কমিয়া যায় ।

৩। ফিটের পূর্বের উন্মাদবৎ লক্ষণের হ্রাস হয় ।

৪। ফিটের পরের নিদ্রাহীনতা, অজ্ঞানতা এবং অবসাদ-
ভাবের হ্রাস হয় এবং দুর্বলতার লক্ষণ অধিককাল স্থায়ী হয় না।

৫। ইন্ডাছি দ্বারা চিকিৎসিত রোগী পূর্ববৎ উত্তেজনাগ্রবণ,
সন্দ্বিগ্ধচিত্ত এবং দোষ অনুসন্ধিৎসু থাকে না।

৬। রোগীকে সহজে শুশ্রূষাদি যত্ন করা যায়।

ডাং ডিউই মৃগী রোগে ইন্ডাছি ক্রোকেটার সষন্ধে যে
বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন তাহার ফল এই যে ইহার ৩^৪ অথবা ৬^৪
ক্রম মূল অরিষ্ট অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ এবং ইহা দ্বারা আরোগ্য
রোগীর সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ভীতি অথবা অশ্রুবিধ মান-
সিকভাববৈপরীত্য জনিত মৃগীরোগে ফিটপরম্পরার আক্রমণ দ্রুত গতিতে
হইলে, এবং “পেটিট মল” বা মূহ অপস্মার, যাহাতে রোগী মুহূর্তকালের
জ্ঞাত চেতনাহীন থাকিয়া অচিরে অবলম্বিত কার্য দ্বারা পুনরারম্ভ করে,
তাহাতে আর্টিমিসিয়া ভলুগারিস দ্বারা বিশেষ ফললাভ
হয়। আর্টিমিসিয়া এবসিন্দিয়ায় এবং সোলেননাম
কেবুলিনেনেন্স দ্বারাও কতিপয় মৃগীরোগ আরোগ্য হইয়াছে।
ডাং ইমনস্ পেমের মতে সোলেননাম দ্বারা মৃগীরোগের ফিটের
সংখ্যার আশ্চর্য্য হ্রাস হইয়া থাকে। ডাং হেলবার্টও ইহার প্রশংসা
করিয়াছেন। বিষাদলক্ষণ ইহার প্রদর্শক।

ভার্বিণা হেস্টেটা—ইহাও মৃগীরোগে উপকারী, কিন্তু ইহার
কোন প্রদর্শক লক্ষণ দৃষ্ট হয় না।

ইণ্ডিগো—বোষ্টনের ডাং কবি ইহার বিশেষ প্রশংসা করেন।

৩। ইরিঞ্জিয়াম একয়াটিকাম (Eryngium Aquaticum)।

সাধারণ ত্রিন্ধাঃ—জননেদ্রিয়ে ইরিঞ্জিয়াম একয়াটিকামের
প্রধান ক্রিয়া হওয়ায় ইহা কামেচ্ছার অবসাদ এবং সঙ্গমশক্তির দুর্বলতা

উৎপন্ন করে । ইহা শ্বাসযন্ত্র এবং মূত্রযন্ত্রপথের স্নৈমিক কিলি আক্রমণ করায় তাহাদিগের উত্তেজনা ও প্রতিস্থায়িক প্রদাহ জন্মে ।

লক্ষণ ।

শ্বাসযন্ত্র :—কুদ কুদ শ্বাসক্বে কাসি হইলে সাদাটে পীত বর্ণের ঘন ও মৃত্যাকার ও অত্যন্ত প্লেগা উঠে ।

মূত্রযন্ত্র :—পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগেচ্ছার সহিত অত্যন্ত পরিমাণে মূত্র-ত্যাগকালে মূত্রনালীতে জ্বালা এবং জ্বালাযুক্ত চন্‌চনি ।

জন্মনেন্দ্ৰিয় :—কামেচ্ছার লোপের পর তাহা পুনরুত্তেজিত হইলে রোগী অশ্রীল স্বপ্ন দেখে এবং স্বপ্নদোষ হয় ; সামান্য কারণেই রেতঃস্রাব হইয়া যায় ।

চিকিৎসা ।

শুক্রনেন্দ্ৰিয় বা স্পার্মাটরিয়াম :—রেতঃ সঞ্চয়ীয় দৌৰ্ব্বল্যেই ইন্‌ডিগ্‌নাম্ একস্মাতিকামেন্দ্ৰ প্রধান প্রয়োগিতা । অতিরিক্ত হস্তমৈথুন জন্ম রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া গণ্য । দিবস এবং রজনী যে কেন সময়ে লিঙ্গোত্থান ব্যতীতই সামান্য কারণে শুক্রস্রাব ।

**মূত্রস্থানী এবং বায়ুনালীর (Bronchi) প্রতি-
শ্চায় রোগেও** ইহার ফলবন্তা শ্রুত হওয়া যায় ।

৪ । এসাকিটিডা (Asafoetida) ।

সম্পদ :—এসাকিটিডার কার্যপ্রতিবেদক—কষ্টিক, ক্যাম্‌ফ, লিঙ্ক, মার্ক, পাল্‌স্‌। ইহার অপব্যবহার হইলে বৈজ্ঞানিক

শ্রোত বা ইলেকট্রিক কারেন্ট প্রয়োগ তাহার কুফল সংশোধন করিতে পারে।

এসাকিটিডা যাহার কার্য্য প্রতিষেধক—মার্ক, পাল্‌স।

সাম্প্রদায়িক ক্রিয়া :—এসাকিটিডার ক্রিয়া বিশেষভাবে জী-জননেদ্রিয় এবং শ্বাসযন্ত্র সংশ্লিষ্ট স্নায়ুগুণ্ডে প্রকাশিত হওয়ায় যে সকল রোগলক্ষণ জন্মে তাহা অগ্নাধারের উত্তেজনা, গুল্মবায়ু, তাণ্ডব এবং এজমা বা হাঁপানি প্রভৃতি রোগের ছায়া স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। ইহা গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত, শ্লেষ্মাপূর্ণ, স্থূলকায় এবং অসাবধান শিশুদিগের রোগের পক্ষে উপযোগী এবং অবস্থাবিশেষে গ্রহিবিবৃদ্ধি, স্নায়ুশূল এবং অস্থিরোগ প্রভৃতি আরোগ্য করে।

লক্ষণ।

মন :—দুর্শ্রুতি বা বদখেয়াল ; খিটখিটে ; আশঙ্কায়িত।

মস্তক :—ললাটপ্রদেশ অভ্যন্তর হইতে বহির্দেশাভিমুখে চাপিত করার ত্রায় বেদনা। ললাটের বাম পার্শ্বের উচ্চতর স্থানের গভীর দেশে একটি মাত্র স্থিতি বিদ্ধ হওয়ার ত্রায় বেদনা। মস্তক বা ললাট-পার্শ্বে আকৃষ্টতাসহ ছিপি বসানের ত্রায় বেদনা ; অধিকাংশ স্থলে বাম পার্শ্বে। দক্ষিণ কর্ণের উর্দ্ধের আকৃষ্টতা, স্থিতিবেধের ত্রায় বেদনায় পরিবর্তিত।

শ্বাস্রু :—গুল্মবায়ুৎ লক্ষণ জন্মিলে গলাভ্যন্তর ও অন্ননাদী প্রদেশে অত্যন্ত কষ্ট। পেশীর আনর্জন ও ঝাঁকি। তাণ্ডব রোগবৎ লক্ষণ। শরীরাকার কুৎসিৎ।

বেদনায় অসাড়তা জন্মে। পেশীতে জালাযুক্ত, চাপবৎ ও খোঁচার ত্রায় বেদনা। শরীর চূর্ণ করার ত্রায় বেদনার রজনীতে বৃদ্ধি। সম্পূর্ণ শরীরেই অত্যধিক গুরুত্ব। স্ফীত কাঠখণ্ড বৈধার ত্রায় বেদনা।

চক্ষু :—উপদংশ জন্ত উপতারার প্রদাহ জন্মিলে রজনীতে মস্তকের চতুর্দিকে দপ্দপানি বেদনা । চক্ষুর কালা ক্ষেত্রের বা কর্ণিয়ার উপরি ভাগে অতি বিস্তৃত ক্ষত হওয়ায় জালা, খোঁচানি অথবা অভ্যন্তর হইতে বহির্দিগাভিমুখীন চাপবৎ বেদনার বিশ্রামে এবং চাপে উপশম । দক্ষিণ চক্ষু চুলকায় । চক্ষুগোলক জালা করে । চক্ষুর উর্দ্ধপ্রদেশে পাশাপাশি ভাবে চিমাটি কাটা ও আকৃষ্টবৎ বেদনা । ক্রুর-উর্দ্ধে গর্ভ করার ঞায় কঠিন বেদনা ।

নাসিকা :—নাসিকা হইতে তুর্গন্ধ শ্রাবের নিঃসরণ, নাসিকাস্থি ক্ষীত ও প্রদাহযুক্ত ; অস্থিক্ত জন্মে ।

শ্রাসহাস্ত্র :—বক্ষের আক্ষেপিক আকৃষ্টতা থাকায় বোধ হয় যেন কুস্কুস্ সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত করা বাইবে না । বক্ষের যন্ত্রণাদায়ক চাপবৎ এবং কনকনানি বেদনা । বক্ষের অভ্যন্তর হইতে বাহিরাভিমুখীন চাপবোধ ।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী :—উপবেশনকালে থর থর হৃৎকম্প এবং ক্ষুদ্র নাড়ী, দ্রুত গতিবিশিষ্ট ও অনিয়মিত থাকে ।

গলাভ্যন্তর :—মুখ, গলাভ্যন্তর এবং অন্ননালীর শুষ্কতা । আমাশয় হইতে গলাভ্যন্তরে একটি গোলাকার পিণ্ড উৎথিত হওয়ার অনুভূতি হইলে রোগী বারম্বার গলাধঃকরণ ক্রিয়া দ্বারা তাহা অধঃ রাখিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য এবং সময়ে সময়ে তাহাতে শ্বাসকষ্ট জন্মে ; অপস্মার বায়ুর গুল্ম । অন্ননালীতে অনুভূতি জন্মে যেন তাহার তরঙ্গায়িতগতি (Peristaltic motion) অধঃ হইতে উর্দ্ধদিকে হইতেছে ।

আমাশয় :—আমাশয়োর্দ্ধের কোটরস্থানে স্পন্দন । আমাশয় ও অগ্নের ক্ষীতি জন্মিলে বোধ হয় যেন অন্ননালীর আক্ষেপিক ক্রিয়া বশতঃ তরঙ্গায়িতগতি উন্টা দিকে হইতেছে । উদগার রক্তনর ব্রাণযুক্ত এবং কটু, তীব্র অথবা পচা আশ্বাদযুক্ত । উদগার উঠে কিন্তু বাতকর্ম্ম মোটেই হয় না ।

উদরঃ—অত্যন্ত উদরক্ষতি। আমাশয়প্রদেশে ও সমগ্র উদরে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার ঠায় পূর্ণতা বোধ হইলে আমাশয়ে পূর্ণতা থাকে এবং উদগার উঠে। উদরপেশী অভ্যন্তর দিকে আকৃষ্ট হইলে উদরপার্শ্বে কন্কন্ করে। উদরে কামড়ানি বেদনা হইলে বায়ু নির্গত হয়। শৈতাসংস্পর্শ হওয়ার ঠায় উদরে বেদনা হইলে বোধ হয় যেন উদরাময় জন্মিবে এবং তাহাতে কাকের ঠায় অতি ক্ষুধার উৎপত্তি।

মূত্রশস্ত্রঃ—মূত্র উষ্ণ এবং নাসিকায় আলায়ুক্ত চন্চলভাব-উৎপাদক ভ্রাণবিশিষ্ট।

শ্রীজননেন্দ্রিয়ঃ—জরায়ু প্রদেশে প্রসববেদনার ঠায় বেদনা হইলে তাহা কর্তন করা ও ঠেলামারার প্রকৃতি ধারণ করে। প্রচুর, ঈষৎ সবুজ, পাতলা এবং দুর্গন্ধ স্বেতপ্রদর। জননেন্দ্রিয়ের ক্ষতি এবং প্রদাহ।

ভ্রুক্—উচ্চ ও কঠিন পার্শ্ববিশিষ্ট, স্পর্শাসহিষ্ণু এবং সহজেই রক্তশ্রাবের প্রকৃতিযুক্ত ক্ষতবিশিষ্ট এবং তাহা হইতে প্রচুর, ঈষৎ সবুজ, পাতলা, দুর্গন্ধ এবং কল্তানির ঠায় শ্রাবও নিঃসৃত হইতে পারে।

চিকিৎসা।

শূল্যবায়ুরোগ বা হিষ্টিরিয়াঃ—এসাকিটিডার শূল্যবায়ুরোগেও অত্যন্ত কতিপয় ঔষধের ঠায় শূল্য বা বাত-শিলার উৎপত্তি, বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য করা হইয়া থাকে। অভ্যন্তর গলদেশে উপরি উক্তরূপ বায়ুর গোলার বর্তমানতার অনুভূতিই এসাকিটিডার প্রধান লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। অন্তের কোন প্রকার অভ্যন্তর শ্রাব রোধ ঘটিলেও যে, এইরূপ বায়ুরোগের লক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহা শিক্ষার্থীদের স্মরণ রাখা উচিত। উদরে বায়ুসঞ্চিত হওয়া ইহার অত্যন্ত প্রধান লক্ষণ; তাহার উর্দ্ধ গতিতে

শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। ফলতঃ আমাশয় হইতে এই উর্দ্ধগামী বায়ু গলদেশে উথিত হওয়াতেই উপরি উক্ত গুল্মের অনুভূতি, এবং অধিকতর আহার ও শরীর চালনায় তাহার বৃদ্ধি। ইহা একরূপ ফাটিয়া যাওয়ার স্থায় অনুভূতি, বোধ হয় যেন সকলই বেগে ফাটিয়া নুথ দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। উপরিউক্ত কারণেই গুল্মবায়ুঘটিত উদরশূলে এসাফ্রিটিডা দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়েটিক—উপরি উক্ত ঔষধের কোন কোন লক্ষণ ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়েটেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাতেও বায়ু সঞ্চিত হয় এবং বলের আকারে তাহা গলদেশে উঠিলে শ্বাসরোধের উপক্রমের উদ্যোগে উপশম থাকে। এসাফ্রিটোরগী অনবরত গিলিয়া গোলা নিম্নে রাখিবার চেষ্টা করে এবং তাহাতেই তাহার শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি পায়। এসাফ্রি রোগী অত্যন্ত অস্থির ও উৎকর্ষাবৃত্ত এবং তাহার মানসিক লক্ষণ পরিবর্তনশীল। ইহাতে পেশীর ঝাঁকি ও আনন্দন দৃষ্ট হয় এবং সম্পূর্ণ শরীর অস্বাভাবিকরূপে স্পর্শসংবিজ্ঞ থাকে। কোন প্রকার স্রাবরোধ বশতঃ গুল্মবায়ু রোগে প্রায়শঃ এসাফ্রি প্রদর্শিত হয়। গলদেশের লক্ষণের প্রাধান্য সর্ব্ব স্থলেই ইহার প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

চক্ষু প্রদাহ—আইরাইটিস বা উপতারা-প্রদাহ :—এসাফ্রিটিডা চক্ষুর প্রদাহ উৎপন্ন করিয়া থাকে। পারদের অপব্যবহার, বিশেষতঃ উপদংশরোগে পারদের অপব্যবহার জন্য আইরাইটিসরোগ সহ চক্ষুর চতুর্দিকের অস্থিতে জ্বালা, দপ্পদপানি বেদনা এবং টাটানি থাকিলে এসাফ্রি দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। এস্থলে অর্রাম ইহার সহিত তুলনার যোগ্য। তাপে অর্রামের এবং চক্ষুগোলকে চাপ দিলে এসাফ্রির রোগের উপশম হয়।

অস্থিরোগ—অস্থিক্ষয় বা কেরিজ্‌—অস্থিক্ষয়-রোগে দুর্গন্ধস্রাব এবং ক্ষতের চতুর্দিকে অসহনীয় টাটানি থাকিলে **এসাকিটিড** তাহা আরোগ্য করিতে সক্ষম। ইহাতে টিবিয়া বা জজ্বার বৃহত্তর অস্থির ক্ষতের এতাদৃশ টাটানি হয় যে, রোগী তত্পরি ঔষধাদির প্রয়োগও সহ করিতে পারে না।

ষ্ট্রিনশিয়ানা কার্বনিকা—লঙ্গ বোনস্ বা দীর্ঘাস্থির ক্ষতরোগে ক্ষয়োৎপাদক উদরাময় জন্মিলে **ষ্ট্রিনশিয়ানা** উপকারী। ইহার অস্থিক্ষতের স্রাব সহ অস্থিখণ্ড নির্গত হয়।

ষ্ট্রিলিঙ্গিয়া—দীর্ঘাস্থির উপদংশজ অস্থিবেষ্ট ঝিল্লি এবং অস্থি-প্রদাহরোগে যন্ত্রণাদির রজনীতে এবং সিক্ত দিনে বৃদ্ধি হইলে ইহা দ্বারা সফল দর্শে। নাতিপুরাতন বা দ্বিতীয়াবস্থার উপদংশজ আব বা নোড রোগ (node) আরোগ্যে ইহা মহৌষধ।

উপদংশ রোগ বা সিম্ফিলিস্—পায়ের নলির বা শিন্‌বোনের (shin bone) উপদংশ রোগে রজনীতে বেদনা হইলে **এসাকিটিড** উপকারী। পায়ের নলিতে ক্ষত হইলে স্পর্শ-সহিষ্ণু বেদনা জন্মে এবং তাহা হইতে পাতলা, দুর্গন্ধ পূর্ণ নিঃসরণ হয়। উপদংশজ অস্থিক্ষত ও অস্থিগুতা বা নিক্রোসিস্‌রোগে রজনীতে অত্যধিক বেদনা থাকিলে **এসাকি** প্রয়োগের আবশ্যকতা জন্মে।

মেজিফ্রিয়ান—উপদংশরোগে রজনীতে অস্থির বেদনা হইলে তল্লিবারণে ইহা অতি মূল্যবান ঔষধ; পায়ের নলীর অস্থিবেষ্ট-ঝিল্লির উপদংশজ প্রদাহে, আক্রান্ত স্থান ক্ষীত হয় ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ দেশ সামান্য স্পর্শেই অত্যন্ত বেদনাবুক্ত থাকে। উপদংশজ স্নায়ুশূল এবং পুষ্পটিকাতেও ইহা উপকারী।

ষ্ট্রিলিঙ্গিয়া—অধিকাংশ স্থলে দীর্ঘাস্থির অতি কঠিন বেদনায়

এবং পায়ের নলীর ও মস্তকের অস্থির অর্কুদ বা নোডের ভগ্নাবস্থ যন্ত্রণায় ইহা উপকারী ।

৫ । কানায়াম্ (Conium) ।

প্রতিদ্রাব্য :—কনায়াম্ ম্যাকুলেটাম্ ।

প্রস্তুতকরণ :—টাটকা চারাগাছের অরিষ্ট বা টিংচার ।

সম্প্রদায়িক :—কনায়াম্ যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—নাই এসি ।
কনায়ামের যাহা কার্য্যপ্রতিষেধক—কফিয়া, নাই এসি, নাই স্পি-
ডাল্ ।

সাধারণ ত্রিক্রিয়া :—কনায়াম্ গতিপ্রদ স্নায়ুস্থত্র, বিশেষতঃ তাহাদিগের সীমান্ত প্রদেশের, আক্রমণ দ্বারা পক্ষাঘাতিক অবস্থা উৎপন্ন করে । ইহা মস্তিষ্কের অসাড়তা উৎপন্ন করায় শিরোবর্ধন, চক্ষু-তারকার বিস্তৃতি এবং সর্বাঙ্গীন আক্ষেপ পর্য্যন্ত জন্মে । গ্রন্থিমণ্ডলে ইহার বিশেষ কার্য্য হওয়ায় তাহার রক্তপূর্ণতা, দড়কচড়াভাব এবং গ্রন্থির উপাদানের যান্ত্রিক পরিবর্তন সংসাধিত হয় । গ্রন্থিতে শেথোক্ত প্রকার কার্য্য হওয়ায় গ্রন্থির গণ্ডমালাবিকাারে এবং কর্কট বা ক্যান্সার রোগে ইহা দ্বারা আমরা মহত্বপূর্ণকার্য্য পাইয়া থাকি । কনায়াম্ ঔষধের বিশেষত্ব এই যে, ইহা বৃদ্ধ, বিশেষতঃ বৃদ্ধ পুরুষ, কঠিনশরীর এবং গণ্ডমালা ও কর্কটরোগগ্রস্ত ব্যক্তির এবং যে সকল শিশুর অকালবৃদ্ধত্ব জন্মিয়াছে তাহাদিগের রোগে উপযোগী ।

লক্ষণ ।

অন্য :—প্রলাপ । কুশ্ণভাববিশিষ্ট বা বদ্ মেজাজী এবং হুঃখিত মানসিক ভাব । চিন্তোন্মত্ততা ঘটিত অবসাদ এবং ওদাসীত্ব । মানসিক চেষ্টা রক্ষা করিয়া যাওয়ার অসামর্থ্য । স্মরণশক্তিহীনতা । কার্য্যে প্রবৃত্তি-

হীনতা । বুদ্ধিহীনতা ; পঠিত বিষয় বুঝিতে কষ্ট । মনুষ্যসঙ্গ করিতে অথবা তাহাদিগের কথা শুনিতে অনিচ্ছা । তাহাদিগকে ভৎসনা করার প্রবৃত্তি ।

মস্তক ১—প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোথানে, ভ্রমণ কালে, বিশেষতঃ শয়নে ও শয্যায় পার্শ্বপরিবর্তনকালেও শিরোবর্ধন । মস্তকে গুরুত্ব । ক্রপদেশে ও নাসিকামূলে অবিশ্রান্ত বিশৃঙ্খলভাব । মস্তকে সূচিবৈধার ত্রায়, ফাটিয়া যাওয়ার ত্রায় এবং ছুরিকাঘাতাদির ত্রায় নানাবিধ বেদনা ।

স্নান ১—সর্বাঙ্গান কম্প । সর্বাঙ্গীন আক্ষেপে স্বাসরোধের আশঙ্কা । সহজেই শ্রান্তি । ভ্রমণকালে হঠাৎ শক্তিহানি ঘটিলে উপবেশনের ইচ্ছা । আক্ষেপ ব্যতীতই পেশীর পক্ষাঘাত । রোগী শক্তিহীন ও মুচ্ছার ভাবগুরু, অল্প ভ্রমণেই ঘেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত । প্রত্যবে শয্যায় থাকিতে পীড়িত ও মুচ্ছার ভাব বিশিষ্ট ; মুচ্ছার আক্রমণ ।

মুখমণ্ডল ১—মূৰ্ছ ও শীতাত ; পাণ্ডুর ; ঘোর লোহিত ও স্ফাতি । রক্তনীতে মুখে ছলবেধ ও ছিন্নবৎ বেদনা । মুখমণ্ডলোপরি সিক্ত এবং বিস্তারশীল দক্ষ । ওষ্ঠে জ্বালা ও তীরবেধবৎ বেদনা, হনুনিম্ন বা সাবম্যাক্লারিগ্রস্থি স্ফীত ও কঠিন ।

চক্ষু ১—দৃষ্টিদৌৰ্বল্য । চক্ষুর দুৰ্বলতা ও বলহীন ভাব হইলে শিরোবর্ধন এবং দৌৰ্বল্য, বিশেষতঃ হস্ত এবং পদের দুৰ্বলতা, রোগী চলিতে মাতালের ত্রায় টলে । চক্ষুতে জ্বালা । কনৌনিকার বিস্তৃতি । চক্ষুপত্রের উর্দ্ধপ্রদেশ জ্বালা করে । চক্ষুর শুভ্র ক্ষেত্র পীতভ । চক্ষুপত্র ভার বস্ত্র দ্বারা চাপিত হওয়ায় ঘেন কষ্টে উত্তোলন করিতে পারা যায় এবং নিদ্রা যাইবার আবশ্যকতা জন্মে । রোগী ধীরতা সহ চক্ষু ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যের জল্প উপযোগী করিয়া লয় ।

কর্ণঃ—কর্ণে টং টং, গুণ গুণ এবং উচ্চ রব প্রভৃতি। কর্ণে এবং কর্ণের চতুর্দিকে সূচিবোধবৎ বেদনা। নাক ঝাড়িলে তাহা বন্ধ থাকার ভায়ে বোধ। কর্ণমল রক্তের ভায়ে লাল।

শ্বাসযন্ত্রঃ—নাসিকা হইতে রক্তশ্রাব। স্বরযন্ত্রের অভ্যন্তরে কোন গুরু স্থান বিড়বিড় করায় প্রায় অবিশ্রান্ত গুরু কাসির উদ্বেজনা। প্রচণ্ড, আক্ষিপক গুরু কাসি প্রায়ই কেবল দিবসে অথবা রজনীতে প্রথম শয়নকালে হইয়া থাকে। উপবিষ্টাবস্থায় ষ্টার্নাম বা বুক্কাহি হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত কোন ধারাল অস্ত্র ঋজুভাবে বক্ষভেদ করিয়া সবলে প্রবেশ করার ভায়ে বেদনা। ভ্রমণকালে প্রত্যেক শ্বাসগ্রহণে দক্ষিণ বক্ষের স্তন সন্নিহিত স্থানে প্রচণ্ড সূচিবোধবৎ বেদনার হস্ত দ্বারা গুরু চাপ দিলে উপশম।

হৃৎশিথিলঃ—হৃৎকম্প; স্পন্দন ক্ষণলোপবিশিষ্ট। কিছু পান করিলে প্রচণ্ড হৃৎকম্প। নাড়ীস্পন্দন পরস্পর অসমশক্তিবিশিষ্ট এবং কখন কখন তাহার স্পন্দনের নিয়মও ভঙ্গ হয়; দ্বি-পত্র বা মাইট্রাল হৃৎকপাটের অসম্পূর্ণতা।

মুখাভ্যন্তরঃ—টনসিলগ্রাহির প্রদাহ। জিহ্বার পক্ষাঘাত হওয়ায় কথা কহিতে কষ্ট।

গলাভ্যন্তরঃ—গলা চুলকাইলে কাসির উদ্বেক।

উদরঃ—বাম কুক্ষিতে সূচিবোধবৎ বেদনা। নিম্নোদরে প্রসবাস্তিক বা ভাদালির বেদনার ভায়ে সংকোচক বেদনা হওয়ায় মলবেগ উপস্থিত হয়।

মলত্যাগঃ—পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মলবেগ। কোষ্ঠবদ্ধ। প্রত্যেক বার মলত্যাগের পর সৰ্ব্বদা দৌৰ্ব্বল্য।

মূত্রবন্ধঃ—রজনীতে বারম্বার মূত্রস্রাব । মূত্রত্যাগান্তে মূত্র ঝরিতে থাকে । মূত্রত্যাগকালে ও তাহার পরে জ্বালা হয় । মূত্রস্রোতের হঠাৎ অবরোধ ঘটে এবং অল্পকাল রুদ্ধ থাকার পর তাহা পুনরায় বহিতে আরম্ভ করে ।

পুংজননেন্দ্রিয়ঃ—লিঙ্গোথানরহিত কামেচ্ছা স্ত্রীলোকের সঙ্গে কোতুক করিতে করিতেও রেতঃস্রবণ । লিঙ্গাগ্রভ্রকের চুলকনা হইলে কামবিষয়ক চিন্তা ব্যতীতই শরীরাবস্থাপনের প্রত্যেক পরিবর্তনে শুক্রস্রাব হয় । অণ্ডকোষের ক্ষীতি ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ঃ—যোনির গভীর স্থানে কঠিন চুলকনা । শ্বেত প্রদরস্রাবের পূর্বে কটিদেশের দুর্বলতা এবং পক্ষাঘাতের অনুভূতি ; কটির উভয় পার্শ্ব হইতে প্রসববেদনার ত্রায় সংকোচক বেদনা আগিলে ঘন ঢগ্ধের ন্যায় স্রাব ; শুভ্র ও তীব্র শ্লেষ্মাস্রাবে জ্বালা উপস্থিত করে । ঋতুরোধ ঘটে অথবা ঋতু বিলম্বে হয় । জরায়ু, অণ্ডাধার এবং স্তনের দড়কড়াভাব । ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা । ঋতুস্রাবের পূর্বে স্তনের টাটানি ও ক্ষীতি । কামেচ্ছার প্রবলতা জন্মিলে স্তন কুঁচকিয়া যায় । বাম স্তনে সূচিবেধবৎ বেদনা । অণ্ডঃসংস্থাবস্থায় ভয়াবহ বিবমিষা ও বমন । স্তনে অর্কবৃন্দ জন্মিলে বিদ্ধবৎ বেদনার রজনীতে বৃদ্ধি হয় এবং গ্রন্থি স্পর্শে বেদনায়ুক্ত থাকে ।

পুস্ত্রঃ—অসংকলকাস্থিহরের মধ্যবর্তী স্থানে বেদনা । দণ্ডায়মানাবস্থায় কটিপশ্চাদ্দেশে সূচিবেধবৎ বেদনা হইলে কটিকশেৰুকাস্থির মধ্য দিয়া আকৃষ্টতা বোধ ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গঃ—সকল অঙ্গেরই কম্প । হস্তাঙ্গুলিপৃষ্ঠের চুলকনা । অঙ্গাদি চালনা করিতে কষ্ট ; রোগী চলিতে পারে না । দৌর্জল্যের অনুভূতি হওয়ায় ভ্রমণকালে দক্ষিণ উরুর কম্পও হইতে পারে । প্রথমে নিম্নাঙ্গের এবং পরে উর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত জন্মে ।

চিকিৎসা ।

বিষাদোন্মত্ততা বা হাইপকণ্ড্রাসিস ;—কাম-প্রবৃত্তির অপরিমিত পারিতৃপ্ত সাধন অথবা অববাহিতাবস্থায় শুক্রধারণের চেষ্টা কন্যাস্থানমের বিষাদোন্মত্ততা বা মানসিক অবসাদবায়ুর কারণ । ইহার ক্রিয়ায় আমরা অবসাদবায়ু সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক দেখিতে পাই । রোগী যাহার পর নাই দুঃখভারাক্রান্ত বোধ করে ।

জিঙ্ক অক্সাইড—ইহা কন্যাস্থানমের তুল্য ঔষধ । প্রভেদ এই যে কন্যাই সম্পূর্ণরূপে অবসাদকর, জিঙ্কাম উত্তেজনা-মিশ্রিত অবসাদকর ভাৱের ঔষধ ।

শিরোঘূর্ণন বা ভার্টিগো ;—বৃদ্ধ এবং অত্যধিক তাম্র-কুটসেণী ব্যক্তিদিগের শিরোঘূর্ণনরোগে কন্যাস্থান উপযোগী ঔষধ । মস্তিষ্কের রক্তহীনতা জন্ম রোগ হইলেও স্থলবিশেষে ইহা দ্বারা উপকার হয় । একরূপ শিরোঘূর্ণনরোগগ্রস্ত ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট পদার্থের দিকে অনিমেষ তাকাইয়া থাকিলে বোধ করে যেন তাহা চক্রবৎ ঘূর্ণিত হইতেছে । গাত্রোৎখান করিতে অথবা সিঁড়ি দিয়া নামিতে অত্যন্ত দুর্বলতা নিবন্ধন নিদ্রা যাইবার প্রবৃত্তি জন্মে । মস্তিষ্কে অসাড়তা বোধ হওয়ায় অজ্ঞানবৎ অহুত্বের শরনাবস্থায় অথবা শস্যায় পাশ্চপলিবর্তন করিতে বৃদ্ধি হয় ।

এম্ব্রা প্রিসিলা—বৃদ্ধদিগের স্নায়বিক শিরোঘূর্ণনে ইহা উপকারী ।

আইওডিন—ইহাও বৃদ্ধদিগের মস্তিষ্কের পুরাতন রক্তাধিক্য নিবন্ধন শিরোঘূর্ণন নিবারণ করিতে সমর্থ ।

কাসি বা কফ ;—ক্ষয়কাসের রোগী গম্বার উঠাইয়া ফেলিতে না পারায় গলিতে বাধা হইলে কন্যাস্থান উপকারী । ডাং ফ্যারিংটন

বলেন “দিবাভাগের অতি যন্ত্রণাকর কাদিতে ইহা ফলপ্রদ” । ডাং ডিউইর মতে অতি যন্ত্রণাকর শুষ্ক কাসির শয়নে, সন্ধ্যাকালে এবং রজনীতে বৃদ্ধি হইলে ইহা উপযোগী ।

হৃদ্রোগ—হৃৎপিণ্ডদৌৰ্বল্য :—হৃৎপিণ্ডের ত্বৰ্ণলতা বশতঃ নাড়ী ক্ষণে পূর্ণ ও নিয়মিত এবং পরস্পরেই অতি কোমলস্পর্শ, ত্বৰ্ণল এবং অনিয়মগতি হইলে কন্যাস্থায়ী হৃৎপিণ্ডপেশীর বলাধান করিয়া তাহার সংশোধন করিতে পারে । বৃদ্ধিদিগের মধ্যে একরূপ ঘটনা অনেক সময় দৃষ্ট হইয়া থাকে । হৃৎপিণ্ডদেশে হঠাৎ বাঁকি অথবা ধাক্কা (Shock) উপস্থিত হইলে কন্যাস্থায়ী, জিহ্বাম ও অরাম্ সহ তুলনীয় হয় ।

কর্ণমূলগ্রন্থিপ্রদাহ বা মাম্পস্, প্যারটাইটিস্ :—কর্ণমূলগ্রন্থিপ্রদাহে ক্ষীত গ্রন্থি অত্যধিক কঠিনস্পর্শ হইলে কন্যাস্থায়ী প্রযোজ্য । রোগের উপসর্গ স্বরূপ একশিরা বর্তমান থাকিলে অরাম্ ও ক্লিমেটিস্ তাহার ঔষধ ।

কোষ্ঠবদ্ধ বা কনুষ্টিপেশন :—কোষ্ঠবদ্ধরোগে নাক্স ভ দ্বারা সম্পূর্ণ ফললাভ না হইলে কন্যাস্থায়ী তাহার সম্পূর্ণতা লাভন করে ।

শুক্রমেহ বা স্পাস্মাটরিজ্জা :—অপরিমিত ইন্ড্রিয়সেবা প্রযুক্ত শুক্রমেহরোগ চিকিৎসায় কন্যাস্থায়ী সদৃশ মানসিক লক্ষণ ইহার প্রকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে । ইহা অতি পরিস্ফুট চিন্তোদ্বেগলক্ষণ উৎপন্ন করে । স্বভাবতঃ উত্তেজনাপ্রবণতাবিশিষ্ট রোগী শুক্রদৌৰ্বল্য বশতঃ অতিবিবলতাগ্রস্ত হয় । স্বাভাবিক কামেচ্ছার রোধ জন্ত স্বপ্নদোষ হইলে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ ; অশুকোষে বেদনা থাকে, সামান্য উত্তেজনায় কারণ উপস্থিত হইলেই রেতঃক্ষরণ হয় । জিহ্বামের ত্রায় ইহাতে কোন স্থানিক উত্তেজনা হয় না ;

সিম্প্লিসিটতে শারীরিক উত্তাপ (Erethism) জন্মিলে সহজেই শুরু স্থলিত হয় ।

মূত্রস্থলীপ্রদাহ বা সিষ্টাইটিস্—মূত্রস্থলীর পুরাতন প্রদাহরোগে সবিরাম মূর্ধনঃস্রাব হইলে কন্যাস্থান্ উপকার করিয়া থাকে । মূত্রস্রোত চলিতে চলিতে বন্ধ হয়, আবার চলে । ডাং ক্যারিংটন বৃদ্ধদিগের প্রস্টেটগ্রন্থিবৃদ্ধি বশতঃ রোগে ইহা দ্বারা ফললাভ করিয়াছেন ।

স্ত্রীরোগ—স্তনের রক্তাধিক্য ; প্রদাহ ; অর্ববুদ ; কৰ্কট বা ক্যান্সার ; আভিঘাতিক রোগ ইত্যাদি ।—
স্তন সহ কন্যাস্থান্‌এর বিশেষ ক্রিয়াগত সম্বন্ধ আছে । এক্ষণে ইহা স্তনের শোণিতপূর্ণতা অতি শীঘ্র বিদূরিত করিয়া থাকে । প্রত্যেক শৈতাসংক্রমণে নিবন্ধন গ্রন্থিপ্রদাহ জন্মিলেও ইহা তন্নিবারণে উপযোগী । স্তনভ্যস্তরে কৰ্কটরোগের সন্দেহযুক্ত অর্ববুদ ইহার ব্যবহারে অন্তর্দান করিয়াছে । ইহাতে স্তনে বিদ্ধ করার স্থায় বেদনার রজনীতে বৃদ্ধি হয় এবং স্তন স্পর্শে বেদনাযুক্ত থাকে । ডাং ডিউই এস্থলে ঔষধের ৩০ ক্রমের উপর নির্ভর করিতে বলেন । স্তনে হস্তমুষ্ঠাদি দ্বারা প্রহার অথবা গুরুতর চাপ বশতঃ বিশেষ প্রকৃতির কাঠিগ এবং যাহার পর নাই স্পর্শসচিষ্ণু বেদনা জন্মিলেও কন্যাস্থান্ অধিকাংশ স্থলে তাহা আরোগ্য করিয়া থাকে । স্তন এতই বেদনাযুক্ত হয় যে রোগী তাহাতে বস্ত্রসংস্পর্শ অথবা সামান্য ঝাঁকিও সহ করিতে পারে না । এই সকল রোগে স্তনে চুলকনা হওয়া কন্যাস্থান্‌এর অগ্রতম প্রদর্শক ।

গ্রন্থিরোগ—গ্রন্থিবৃদ্ধি ; গ্রন্থির অর্ববুদ, কৰ্কট ; গ্রন্থির আঘাতজ রোগ প্রভৃতি ।—কন্যাস্থান্‌এর

ক্রিয়ার গ্রন্থির বিবৃদ্ধি একটি সাধারণ লক্ষণ বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায় রোগজ গ্রন্থিবিবৃদ্ধি বা এডিননেটা, কক্কট বা ক্যান্সার প্রভৃতি দ্রুত অর্কুদ এবং পেয়ণ, ঘর্ষণাদি আঘাত প্রযুক্ত গ্রন্থিবিশেষের ক্ষতি ও দড়কচড়াভাব প্রভৃতি গ্রন্থিরোগে প্রযোজিত হইয়া ইহা আশানুরূপ ফল প্রদান করিয়াছে। আক্রান্ত গ্রন্থি প্রস্তুতবৎ কঠিনস্পর্শ হয়। এইরূপ ক্ষতি ও কাঠিন্য সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদিগের স্তনে ও জরায়ুতে এবং অণ্ডকোষে দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও কখন কখন উহাতে তীব্রবেদনার ত্রায় বেদনা হইতে পারে, কিন্তু প্রায়শঃ উহা বেদনাহীন থাকে। স্ক্রিনাস-অর্কুদের প্রথমাবস্থায় ইহা দ্বারা ফলাশা করা যায়। আঘাতপ্রাপ্ত গ্রন্থি প্রস্তুতবৎ কঠিন হইলে ইহা তাহা আরোগ্য করিতে সক্ষম। দুর্বল ব্যক্তিদিগের কোষময় বা সেলুলার ঝিল্লির দড়কচড়াভাব, শরীর দৃঢ় হওয়ার পর গ্রন্থির ক্ষতি, বিশেষতঃ স্তনগ্রন্থির বেদনাহীন অথবা ছুরিকাঘাতের ত্রায় বেদনায়ুক্ত ক্ষতি প্রভৃতিতেও ইহা উপকারী। ডাং ডিউক ইহার ৩০ ক্রমেরই বিশেষ পক্ষপাতী কিন্তু তাহার মতে ২০০ ক্রমেও কার্য হইতে পারে।

অধিকাংশ স্থলে গ্রন্থির উপরি উক্ত ক্ষতি ও অর্কুদাদি রোগ বেদনাহীন থাকে এবং বেদনায়ুক্ত হইলেও তাহা ক্ষণস্থায়ী এবং স্থান-পরিবর্তনশীল প্রকৃতিবিশিষ্ট হয় ও রজনীতে বৃদ্ধি পায়। রোগীর উত্তেজনা-প্রবণতার ভাব ইহার প্রদর্শক। এম্পিথ্রিলিওমা শ্রেণির ক্যান্সারেও ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

কাণ্ডুরেজ—ইহা আগাশয়ের ক্যান্সাররোগে বিলক্ষণ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে এবং নানাপ্রকার কার্সিনমা বা কক্কট-রোগেও ইহার ১^২ ক্রমে ব্যবহার উপকার করিয়াছে। ক্ষতযুক্ত ক্যান্সারের ও দ্রুত ক্ষতের ইহা বেদনার হ্রাসকারী ঔষধ।

ব্যারাইটা কার্ব—শরীরের স্থানে স্থানে বসাময় অর্কুদ বা ক্যাটি টিউমার জন্মিলে ব্যারাইটা কার্ব তাহার ঔষধ ।

ফাইটলেস্কা—ইহাতে শরীরের বসা বৃদ্ধি করার ক্ষমতা থাকায় ইহা বসাময় অর্কুদ এবং স্তনের কঠিন ও বেদনায়ুক্ত গুটিকাও আরোগ্য করিতে পারে ।

৬ । পেট্রোসিলিনাম (Petroselinum.)

ভুলনীর ঔষধ ।—ক্যান্স', ক্যানা স্কাট, কপেবা ।

সাধারণ ক্রিয়া ।—মূত্রনালীর শৈথিল্যে পিষ্টোসিলিনাম অতি পারফুট ক্রিয়া প্রকাশ করায় তাহার উদ্বেজনা এবং নাতি প্রবল প্রদাহ উৎপন্ন হয় । এজন্য ইহা নাতিপ্রবল পূয়মেহ বা সাব একিউট গনরিয়া এবং পুরাতন পূয়মেহ বা গ্লিটরোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

লক্ষণ ।

মূত্রাশয় এবং জননেন্দ্রিয় ।—মূত্রনালী হইতে দুগ্ধবৎ তরল পদার্থের স্রাব । মূত্রনালীমুখ শ্লেষ্মায় জুড়িয়া থাকে । মূত্রনালী হইতে পীতবর্ণের স্রাব হয় । মূত্রত্যাগকালে মূত্রনালী মুখসন্নিহিত নেভিকিউলার ফসা বা কোটরস্থান জ্বালা করে । মূত্রনালীর মুখসন্নিহিত নেভিকুলার ফসাতে আকৃষ্টতা ও খোঁচানি হইলে মূত্রত্যাগান্তে তাহা কর্তনবৎ কামড়ানিতে পরিবর্তিত হয় । সম্পূর্ণ মূত্রনালীপথে বিড়বিড়ি ও শড়শড়ি । নেভিকুলার ফসার ঠিক পশ্চাতে চাপবোধ । নেভিকুলার ফসাতে পুনঃ পুনঃ কামোদ্দীপক স্ফুড়স্ফুড়ি । নেভিকুলার ফসা বা মূত্রনালীমুখের নিকটস্থ বিস্তৃত প্রদেশের পশ্চাতে বিড়বিড়ি করিলে পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগেচ্ছা জন্মে । লিঙ্গোত্থান হইলে লিঙ্গ বক্র হইয়া যায় । প্রায়শঃই শেষ রজনীতে শুক্রক্ষরণ হয় ।

চিকিৎসা ।

পূয়মেহ বা পানরিত্ত্বা ।—সাব একুট বা নাতিপ্রবল পূয়মেহ এবং পুরাতন পূয়মেহ বা গ্লিটরোগ মূত্রনালীর নেভিকিলার ফসা (Navicular fossa) হইতে মূত্রস্থানীর গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত আক্রমণ করায় নিষ্কমূলে বেদনা ও উপরি উক্ত অন্যান্য অস্বস্তিকর অনুভূতি জন্মিলে পেট্রিসিলিনাম প্রযুক্ত হয় । মধ্যে মধ্যে হঠাৎ অদমনীয় মূত্রত্যাগেচ্ছা জন্মে ।

৭ । ফেলাণ্ডিয়াম একয়াটিকাম ।

(Phelandrium Aquaticum.)

চিকিৎসা ।

শিরঃশূল বা হেডেঙ্ক ।—যে সকল স্নায়ু মস্তক হইতে চক্ষু মধ্যে যায় তাহাদিগের আক্রমণকারী মস্তক বেদনায় ফেলাণ্ডি-
হামের কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে । ইহাতে মস্তকশীর্ষোপরি বিদীর্ণবৎ অনুভূতি জন্মে এবং চক্ষুর জালা ও জলস্রাব হয় ।

৮ । সিকুটা ভিরসা (Cicuta Virosa.)

সম্বন্ধ ।—সিকুটা বাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—ওপিয়াম ।

বাহ্য সিকুটার কার্য্যপ্রতিষেধক—আণি, ওপিয়াম্ । অধিক মাত্রায় টুবাক ।

ভুলনীর ঔষধ ।—এবসিছ, একন, বেল, কনায়, কুপ্রাশ, ল্যাকেসি, হাইড্রকট ।

সাধারণ ক্রিয়া ।—সিকুটা ভিরসা প্রধানতঃ মস্তিষ্ক মেরুভাজ্য উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করায় ধূমপান এবং মৃগীবৎ

আক্ষেপ, হ্রস্বস্তম্ভ ও স্থানিক, প্রবল ও স্থায়ী এবং ক্ষণিক বা অস্থায়ী আক্ষেপ উপস্থিত করে। ইহার ও নাক্স ভমিকার ক্রিয়ামণ্ডো অতি নিকট সম্বন্ধ থাকিলেও শেষোক্তের চৈতন্ত অক্ষুণ্ণ থাকায় এবং প্রথমোক্তের মস্তিষ্কক্রিয়ার পক্ষাঘাত বশতঃ চৈতন্তের সম্পূর্ণ অভাব হওয়ায় উভয় ঔষধ সমাকরূপে প্রভেদিত হয়।

লক্ষণ ।

মনঃ—ক্রন্দন, কঁকানি এবং বিকট স্বরে চীৎকার। উদ্ভ্রান্ত মানসিক অবস্থা, গীত গাওয়া, হাত্তোদ্দীপক পদবিক্ষেপ এবং চীৎকারে গোলমালের উপস্থিতি। মানসিক স্থৈর্য্য, সৃষ্টি এবং আনন্দ। মানসিক অবসাদ, বুদ্ধিহীনতা, কল্পনার অভাব এবং চৈতন্তের লোপ। দুঃখ বিষয়ক গল্পে অত্যন্ত অভিভূতি, উৎকণ্ঠার ভাব। উত্তেজিত এবং ভবিষ্যৎ বিষয়ের জন্ত আশঙ্কায়িত অবস্থা।

মস্তকঃ—শিরোঘূর্ণন, শরীরঘূর্ণন এবং মূর্তিকায় পতন। মস্তকের ঝাঁকি এবং আনর্জন। মস্তকপশ্চাতে কঠিন শিরঃশূল। ললাটের বহির্দেশে অজ্ঞানকর বেদনার বিশ্রামকালে বৃদ্ধি। মস্তিষ্কের বিকম্পন বা কন্কাসন নিবন্ধন রোগ ; আক্ষেপ।

স্নায়ুঃ—সর্বাঙ্গীন আক্ষেপ বা কন্কালসন হইলে রোগী অচেতন হয় এবং তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও সম্পূর্ণ শরীর ভয়াবহরূপে বক্র হইতে থাকে। কন্কালসনে শরীর পশ্চাদিকে বক্র হয়। মৃগীবৎ আক্ষেপ হইলে ডায়াফ্রামপেশীর প্রচণ্ড আক্ষেপ হওয়ার তায় আমাশয়ের স্ফোতি, হিকা এবং হৃদয়বিদারক চীৎকার, মুখের রক্তিনা, হ্রস্বস্তম্ভ, জ্ঞানের অভাব এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মোচড় ও অনৈচ্ছিক মূত্র নিঃসরণ। ইঠাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনমনীয় ও চালনার অযোগ্য অবস্থা জন্মে। সামান্য স্পর্শে, দারোদাটনের শব্দে এবং উচ্চৈঃস্বরে কথা বলায় প্রবল ও স্থায়ী

আক্ষেপ। স্বপ্নসঞ্চরণ (Somnambulism), স্থির দৃষ্টি এবং জ্ঞানের আংশিক অভাব। কৃষ্ণির উপদ্রবকালে হঠাৎ শরীরের কাঠিগু বাঁকি হইলে পরে শরীরের অত্যন্ত শিথিলতা এবং দৌৰ্বল্য জন্মে। অত্যন্ত বলক্ষয় হয়।

মুখমণ্ডলঃ—মুখ লোহিতবর্ণ, পাণ্ডুর এবং মৃতবৎ দৃশ্যযুক্ত। মুখের ভরাবহ অথবা হান্তজনক ভঙ্গি। মুখমণ্ডলপেশীর আক্ষেপ।

চক্ষুঃ—কোন বস্তুর প্রতি একদৃষ্টে চাহনি। কণীনিকার বিস্তৃতি ও চেতনারাহিত্য। কণীনিকা প্রথমে সঙ্কুচিত পরে বিস্তৃত। দৃষ্ট-বস্তু দুইটি দেখায়। দৃষ্টবস্তু পর্যায়ক্রমে নিকটে আইসে ও দূরে যায়।

মুখগাহবরঃ—দন্তে দন্তে সংবদ্ধতা, হনুস্তম্ভ, দন্ত কিড়িমিড়ি। মুখে বুদবুদ উঠে।

গলাভ্যন্তরঃ—বোধ যেন গলার ছিদ্র জুড়িয়া গিয়াছে, গলাধঃ-করণের ক্ষমতা থাকে না। গলাভ্যন্তরে শুষ্কতা।

আমাশয়ঃ—অত্যন্ত তৃষ্ণা। প্রচণ্ড হিকা। কন্‌ভালসন হইলে বমন। আমাশয়ের হঠাৎ অবসাদিত ভাব (Shock) জন্মিলে রোগী পশ্চাৎ-পার্শ্বে বক্র হয়।

উদরঃ—উদরে গড়গড়, হড়হড় ডাক। উদরের ক্ষতি ও বেদনা।

অলঃ—পুনঃ পুনঃ তরল মলত্যাগ। প্রত্যবে উদরাময় হইলে অদমা মূত্রত্যাগেচ্ছা জন্মে।

হৃৎকঃ—মুখমণ্ডল ও হস্তোপরি মটরের হ্রাস বড় বড় উদ্বেদ স্পর্শে জ্বালাযুক্ত থাকে এবং পরে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যায়। পূয়জননশীল উদ্বেদ জ্বালা করে। দক্ষিণ অংসফলকাস্থির উপরিভাগে লোহিত রসবিষিকা জন্মে এবং তাহা স্পর্শ করিলে জ্বালা হয়।

চিকিৎসা ।

স্বগ্নীরোগ বা এপিনেপ্সিস :— সিন্ধুতার মৃগীরোগে শরীর হঠাৎ শক্ত হওয়ার পর ঝাঁকি এবং প্রচণ্ড বক্রতা ও অবশেষে সম্পূর্ণ বলহানি জন্মে। এই বলহানি ইহার বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য। এ বিষয়ে কেবল চাইনি নাম আসেনি-কোসাম ইহার সমকক্ষ বলিয়া বিবেচিত। ইহার প্রবল ও স্থায়ী (Tonic) আক্ষেপে ষ্ট্রিকনিহ্নার আক্ষেপের ভাণ্ডি জন্মিতে পারে; কিন্তু সিন্ধুতার আক্ষেপকালে রোগীর চৈতন্যের অভাব ঘটয়া মৃগীর আক্ষেপের সাদৃশ্য প্রকাশ করে; অপরে তদ্রূপ হয় না। ইহার রোগে অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ, হস্তস্তম্ভ, মুখমণ্ডলের ঘোর রক্তিনা, মুখে গের্জলা উঠা এবং দেহের পশ্চাদিকে বক্রতা প্রভৃতি লক্ষণ বর্তমান থাকে। স্পর্শ প্রভৃতি আগন্তুক উত্তেজনায় অসহিষ্ণুতাপ্রবণতা ষ্ট্রিকনিহ্না অপেক্ষা ইহাতে স্বল্পতর বলিয়া বিবেচিত হয়। স্থির চক্ষুর একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকা ইহার অত্যন্ত প্রদর্শক; আক্ষেপের পূর্বে ও পরে শরীরের কম্প এবং আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে মস্তকে অদ্ভুত প্রকারের অনুভূতি ইহার অত্যাগত বিশেষ লক্ষণ। ডাং বেজ্ পেনীর আক্ষেপকে কুপ্রোমের বিশেষ ও প্রধানতম লক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করেন।

ধনুষ্ঠকার বা টিটেনাস্ :— ধনুষ্ঠকারে আক্ষেপকালে শরীরের হঠাৎ কাঠিগত এবং ঝাঁকি হওয়ার পর অতিশয় দুর্বলতা জন্মিলে সিন্ধুতা বিশেষ উপকারী ঔষধ বলিয়া গণ্য। ইহাতে অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ ও হস্তস্তম্ভ জন্মে এবং স্পর্শ করিলে ফিট পুনরাগত হওয়ায় রোগী পশ্চাদিকে বক্র হইয়া যায়। অন্ননাণীর আক্ষেপ হয় এবং রোগী কোন নির্দিষ্ট বিন্দুর প্রতি এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকে।

সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ বা কন্ভালসন্স—সূতিকাক্ষেপ ;
কুমিআক্ষেপ ইত্যাদি ।—আমরা ইতিপূর্বে মৃগী এবং ধনুষ্কর
প্রভৃতি রোগে সিন্ধুটাই যে প্রকৃতির আক্ষেপ এবং তদানুসঙ্গিক
লক্ষণের বিষয় বর্ণনা করিয়াছি কুমিরোগ, জ্বর, সূতিকাবস্থা কিম্বা
অন্য যে কোন কারণে কি অবস্থায় উপরি উক্তরূপ আক্ষেপাদি উপস্থিত
হইলে সিন্ধুটাই দ্বারা তাহাতে উপকার প্রত্যাশা করা যায় ।

ত্বকরোগ—অর্কুদরোগ—এপিথিলিয়মা ।—এপিথিলি-
য়মাক্যান্সার বা মারাত্মক কৰ্কটরোগের অর্কুদ মধুর গায় বর্ণবিশিষ্ট
মামড়ি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিলে সিন্ধুটাই আরোগ্য করিতে পারে ।
কলতঃ ডাং ফ্যারিংটন ছইটি এই প্রকারের ক্যান্সাররোগ প্রকৃত পক্ষেই
ইহা দ্বারা আরোগ্য হওয়ার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন ।

মুখের চতুঃপার্শ্বের উদ্ভেদ মধুর গায় হরিদ্রাভ মামড়িতে পরিণত
হওয়ায় তাহার সহিত শ্লশ্ন জুড়িয়া যাইলে সিন্ধুটাই তাহা দূর
করিতে সমর্থ ।

৯ । হাইড্রকটাইল এসিয়াটিকা (Hydrocotyle.) ।

ভুলনীহ্ন ত্বক্ষঃ ।—আর্স, সিলিক, লাইক ।

সাধারণ চিন্তা ।—হাইড্রকটাইল ত্বকে অতীব গুরুতর
ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া বিশেষতা লাভ করিয়াছে । ইহা ত্বকে নানাপ্রকার
কুষ্ঠ, মহাব্যাধি বা লেপ্রসি, লুপাস নামক কঠিন ক্ষত এবং অন্যান্য গুরুতর
রোগের গায় উদ্ভেদাদি লক্ষণ উৎপন্ন করিয়া থাকে ।

ইহার রোগে রোগীর অত্যন্ত মানসিক অবসাদ ও বিষণ্ণতা জন্মে । যেন
একটা সম্পূর্ণ নিরুৎসাহ ও অবসন্নতার ভাব উপস্থিত হয় । রোগী ক্লান্ত
বোধ করে এবং তাহার পেশীমণ্ডলীতে স্থম্ভভাব জন্মে ।

লক্ষণ ।

মূত্রযন্ত্র ও স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ।—মূত্রস্থানীর গ্রীবার উত্তেজনা ; জরায়ুর গ্রীবা লোহিতবর্ণ হইলে তাহাতে তাপ এবং যোনিতে চুলকনা হয় ।

ছক ১—বিসর্পবৎ লোহিতবর্ণ । প্রায় সম্পূর্ণ চক্রাকার হৃৎকলঙ্কের শঙ্কযুক্ত পার্শ্ব কিঞ্চিৎ উন্নত থাকে । উভয় জন্ত্বাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও দীর্ঘ পীতবর্ণ স্থানে এবং মুখে পীড়কা জন্মে । বক্ষে পুয়গুটিকা । ভিন্ন ভিন্ন শরীর স্থানে চিমটি কাটার হ্রাস অনুভূতি । অনেক স্থানে অসহনীয় চুলকনা । প্রচুর ঘর্ম ।

চিকিৎসা ।

লেপ্রসি বা মহাব্যাধি ; টুবার্কুলার বা গুটিকাসংস্কট লেপ্রসি বা কুষ্ঠরোগ ; গোদ ; লুপাস একজুডেনস বা মারাত্মক ক্ষত বিশেষ ; পুরাতন কাউর প্রভৃতি নানা প্রকার হৃৎরোগ এবং উপহৃৎকের বিবৃদ্ধি ও ঘনীভূত অবস্থা প্রভৃতি হাইড্রকটাইল দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে । ফলতঃ উপহৃৎকের বিবৃদ্ধি ও ঘনীভূত অবস্থা এবং তাহার স্থলনই ইহার প্রদর্শক ।

আমি কোন পরিবারস্থ চুইটি ভ্রাতার টিউবার্কুলার লেপ্রসি রোগের চিকিৎসা করি । জ্যেষ্ঠকে এনকাডিহান প্রয়োগ করিয়াছিলাম । তাহাতে তাঁহার কোন ফল হয় না । অবশেষে তাঁহার ক্ষয় কাসিতে মৃত্যু ঘটে । কনিষ্ঠের শরীরের নানা স্থানে ক্ষত হইয়াছিল এবং হস্তাঙ্গুলিতেও ক্ষত ও তাহার বক্রতা জন্মিয়াছিল । হাইড্রকোটাইল ৩০ প্রয়োগে উক্ত বক্রতা ব্যতীত তাঁহার সম্পূর্ণ গাত্রেরই ক্ষত আরোগ্য হওয়ায় তিনি বিশেষ আনন্দিত ও সুস্থবোধ করিয়া-

ছিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই তাঁহার হঠাৎ মৃত্যু হয়, মৃত্যুর কারণ জানা যায় নাই এবং কেহই তাহা বুঝিতে পারে নাই। অত্ৰ একটি প্রায় ৪৫ বৎসর বয়স্ক রোগীর সম্পূর্ণ শরীরের, বিশেষতঃ মুখ, কর্ণাদি এবং জজ্বা ও পদের ত্বক কৰ্কশ, স্থূল ও বিদারণযুক্ত হইয়াছিল। তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উপত্যকেরও জ্বলন হইত। জজ্বা ও পদে শোথবৎ ক্ষীতি ছিল। হাইড্রকটাইলেনের প্রয়োগে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। একটি ভদ্রলোকের প্রতি অমাবস্থা ও পূর্ণিমাতে জ্বর হইত ও তাঁহার কোরন্দ বা ক্ষতাল টিউমারের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছিল। হাইড্রকট দ্বারা জ্বর বন্ধ এবং উক্ত টিউমারলক্ষণও নিদূরিত হইয়াছিল। ২১৩ টি বেরিবারির রোগীর পদের ক্ষীতি জন্ত আমি ইহার প্রয়োগ করায় তাঁহার ফল পাইয়াছিলেন। অত্ৰএব আমি বিবেচনা করি, এই প্রকার রোগে হাইড্রকটাইলেনের যথেষ্ট ব্যবহার দ্বারা উপযুক্ত পরীক্ষা হওয়া উচিত।

লেখচার ৬২ (LECTURE LXII.)

লেণ্ডমিনসি জাতিভুক্ত ঔষধনিচয় ।

১। ডলিকস্। ২। ফাইজষ্টিগ্‌মা ৩। মেলি-
লটাস্।

১। ডলিকস্ (Dolichos Pruriens.)

ভুলনীর ঔষধ :- ক্যাক্সে কা ; চেলি, হিপার সা, রেনাস্ক বা,
পড, রাস, সাল্‌ফ ।

সাধারণ ক্রিয়া :- ডলিকস্ যক্লং আক্রমণ করে এবং তাহার
ফলস্বরূপ ঝাঝা বা জড়িস্, কোষ্ঠবদ্ধ এবং শুভ্রবর্ণ বিষ্ঠা দৃষ্টিগোচর হয় ।

লক্ষণ ।

স্নায়ু :- রসবিষিকায়ুক্ত বিসর্পিকা রোগান্তে স্নায়ুশূল ।

চক্ষু :- পীতাত চক্ষু ।

মন :- দন্তোদগম অথবা অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ । শুভ্র-
বর্ণ বিষ্ঠা ।

শ্বাসযন্ত্র :- রজনীতে শয়ন করিলে কাসি হয় ।

হ্রক :- দ্রষ্টব্য কোন উদ্বেদ ব্যতীতই সম্পূর্ণ শরীরে প্রচণ্ড চুল-
কনা । অঙ্গে ও বাহুতে শুষ্ক, বিনপিকাং চুল কনা ।

চিকিৎসা ।

দন্তোদগম রোগ-আক্ষেপ :- জ্বর :- ডাং ফ্যারিং-
টন বলিয়াছেন যে “দন্তোদগমকালে জ্বর হইলে প্রথমে একমাত্র এক

নাইট প্রয়োগের পরে ডলিকস বাবস্থা করা উচিত ; যে স্থলে এইরূপ সাবধানতার অবলম্বন করা না হইয়াছে তদায়ই পরে সর্ব্বাঙ্গীণ আক্ষেপ হইয়াছে” । ক্রমিসৎসৃষ্ট আক্ষেপেও ইহা ফলপ্রদ ।

স্রাবা বা ডফ্‌টিস্—স্রাবারোগে গুদ্র্ণ মলত্যাগ হইলে এবং গাত্রে কঠিন চুলকনা জন্মিলে ডলিকস্ উপকারী ।

রসবিন্ধিকায়ুক্ত বিসপিঁকা বা হার্পিস্ জফ্টার।—এ রোগে চুলকনা, জ্বালা এবং জ্বালাযুক্ত চনচনি থাকিলে ডলিকস্ প্রযোজ্য । রোগাবস্থানে যে স্নায়ুগুলি জন্মে তাহাও ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে ।

২ । ফাইজষ্টিগ্‌মা (*Physostigma Benenosum*) ।

উপচর্য—বিশেষতঃ প্রাতঃকালে ; শ্রম করিলে ; মানসিক কার্যে ।

উপশমন্য—মুক্ত বায়ুতে এবং ভ্রমণে ; চক্ষু মুদ্রিত করিলে নিরুপদ্রব শাস্তির অবস্থায় থাকিলে ; উষ্ণ গৃহে বাস করিলে ; ক্যাম্‌ফরের স্রাণ লইলে ; আর্শিকা সেবনে ।

তুলনীয়া ঔষধ্য—এগারি, এট্রপিয়াম, জেল্‌স্, জাব, নাকস্ ভ, ওপিয়াম্, ষ্ট্র্যাম, টেবেকা ।

সাধারণ ক্রিয়া—ফাইজষ্টিগ্‌মা মেরুমজ্জা আক্রমণ করায় শরীর সাধারণের পক্ষাঘাত হয় এবং অনুভব শক্তির অভাব ঘটে । স্বাদ-ক্রিয়ার পক্ষাঘাত অথবা হৃৎক্রিয়োস্তেজক হৃৎস্নায়ুগ্রন্থির পক্ষাঘাত বশতঃ হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার হ্রাস—মৃত্যুর কারণ হয় ; জীবনের শেষদীর্ঘ পর্য্যন্ত স্পর্শানুভূতি এবং জ্ঞানশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যায় । ইহা প্রথমে ক্ষুদ্রতর রক্তবহানাড়ীর সঙ্কোচন এবং পরে প্রসারণ উৎপন্ন করে । সেবন করাই হউক অথবা চক্ষুতে বহিঃপ্রয়োগই হউক ইহা

উপতারাণেশীর আক্ষেপ উৎপন্ন করিলে ক্ষুদ্র ও ঘন ঘন বাঁকি কিশ্বা আনর্তন হওয়ায় কাণীনিকা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। উপরি-উক্ত কারণ বশতঃই ইহার ক্রিয়ায় চক্ষুর দূর ও নিকট দৃষ্টিবিষয়ক ক্রিয়া সামঞ্জস্যের বিশৃঙ্খলা ঘটে। গতিদ্রব্যাসূচীয়ার পক্ষাঘাত বশতঃ স্থানিক উত্তেজনায় পেশীহস্ত্রের অবিশ্রান্ত আনর্তন হয়। উপরিউক্ত কারণেই অনৈচ্ছিক পেশীর (Involuntary muscles) ধনুষ্কারণ আক্ষেপিক অবস্থা হওয়ায় পুনঃ পুনঃ মূত্রস্রাব বমন এবং বিরেচন হইতে থাকে এবং অস্ত্রে পাকলাগায় তাহা গিট বন্ধ হয়। ইহাতে সর্কপ্রকার স্রাবেরই কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইলেও চক্ষুজল এবং মুখলালার বৃদ্ধিই বিশেষতা লাভ করে। চক্ষুতেই ফাইজটিগ্ণার ক্রিয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কণীনিকার সংকোচন ও দৃষ্টির উপযোগী পেশীক্রিয়ার সামঞ্জস্যের বিশৃঙ্খলা হয় এবং কাণীনিকার স্থায়ী সংকোচন ইহাতে ও ওপিয়ামে মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

লক্ষণ।

মনঃ—অসাধারণ মানসিক ক্রিয়োত্তেজনা। একাগ্রতার অভাবে চিন্তা করা কঠিন। আবশ্যকের অধিক বস্তু গৃহে থাকে, কিন্তু কিছুই ঠিক মত থাকে না, রোগী অনবরত তাহার গণনা করে।

মস্তকঃ—মস্তকের বিশৃঙ্খলভাব; শিরোবর্ধন। মস্তকের অব-সন্নতা, গুরুত্ব, নির্ঝোলের হ্রাস ভাব। মস্তকে রক্ত ধাবিত হয়।

স্নায়ুঃ—অত্যন্ত ক্লান্তি এবং অবসন্নতার অহুভূতি; দুর্বলতা। আক্ষেপিক আনর্তন, সম্পূর্ণ শরীরে প্রচণ্ড কম্প, পেশীমণ্ডলীর অত্যন্ত বলক্ষয়। শীতল জলের ভয়ে রোগী স্নান করে না। সম্পূর্ণ শরীরেই ঠাণ্ডা লাগার হ্রাস আড়ষ্টতা ও টাটানি। শরীরের নানাস্থানে কঠিন ও তীক্ষ্ণ বেদনা।

মুখমণ্ডল :—মুখ পাণ্ডুর ; মুখে শোণিতাভা । মুখের দক্ষিণ পার্শ্বে স্নায়ুশূল । মুখপার্শ্বে সংকুচিতবোধ ।

চক্ষু :—প্রথমে দক্ষিণ, পরে বাম চক্ষুর প্রদাহ ; চক্ষুর শুভ্র ঝিল্লি শুষ্ক, লাল এবং ক্ষত ; চক্ষুগোলকে বেদনা ও জ্বালাযুক্ত চনচনি ; চক্ষুপত্র ক্ষতযুক্ত বোধ । চক্ষুতে তীরবেধবৎ তীক্ষ্ণ, বেদনা, আকুষ্ঠতা ও মোচড়ানিবৎ অনুভূতি । চক্ষু পাশাপাশি ভাবে চালনা করিলে টাটায় ও বেদনা করে । বোধ হয় যেন চক্ষুর ইন্টার্ণাল রেট্রোসপেশী ঠিকভাবে কার্য্য না করায় উভয় চক্ষুর অক্ষরেখার সামঞ্জস্য থাকিতেছে না ; জলস্রাব জন্ম চক্ষুতে দুর্বলতা বোধ । দৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত ও ঘোর চক্ষুপরি জ্বালা জ্বালা ভাব ; দৃষ্ট বস্তুনিচয় পরস্পর মিশিয়া যায় ; অবশেষে চক্ষু উপরিভাগে ও উভয় চক্ষুর বাবধান স্থানে মৃৎ বেদনা । চক্ষুদ্ব্যুৎ শুভ্র ও কাল কীটবৎ পদার্থের দৃষ্টি । অক্ষিকোটরের পশ্চাৎ অংশের কনকনানি পশ্চাতে নিক্ষেপে বিস্তৃত হয় এবং পাঠ কালে তাহার বৃদ্ধি হইয়া বিবিধা উৎপন্ন করে । চক্ষুপত্র ভারি বোধ করায় রোগী তাহা উত্তোলন করা সহ্য করিতে পারে না । চক্ষুপত্রের আনন্দন । কণীনিকার সংকোচন । চক্ষুর আলোকাসক্তিসূতা । চক্ষুর ক্রিয়োপযোগিতার ব্যতিক্রম ; দূরের বস্তু নিকটে দৃষ্টি হয় । দৃষ্টির অস্বাভাবিক তেজস্বিতা ; দ্বিভূদৃষ্টি ; দৃষ্টি মলিন এবং অপরিষ্কার, ধূস্রাকার, অস্বচ্ছ ও কোয়াসাবৃত ।

চিকিৎসা ।

স্পাইন্যাল ইরিটেমেন বা পৃষ্ঠবেদনা :—ফাইজটিগ্‌মাতে স্পাইন্যাল ইরিটেমেনের সম্পূর্ণ আদর্শ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় । ইহার লক্ষণে মেরুদণ্ডের জ্বালা ও চাঁড়ক মারা থাকে ; প্রত্যেক মেরুমাঞ্জের স্নায়ুই উত্তেজিত হওয়ার হ্রাস বোধ ; হস্ত ও পদের অসাড়তা ; খল্লীবৎ বেদনা ;—পৃষ্ঠের পেশীনিচয়

অনমনীয় ও কশেকঁকামধাবর্তী স্থান চাপিত হইলে সাল্‌ফারের রোগের দ্বায় বেদনা । অনেক সময়ে নিদ্রাকর্ষণ হইলে হস্ত ও পদাদিতে হঠাৎ ঝাঁকি ।

থেরিডিয়ন্—মেরুদণ্ডে বেদনা থাকায় আঘাত লাগিবার ভয়ে রোগী কাঁতভাবে বাসতে বাধ্য ।

ধনুষ্ঠকার বা টিটেনাস্ :—ফাইজুষ্টিগ্‌মার ধনু-
ষ্ঠকার রোগে অনুভূতিদ্বয় উত্তেজনা প্রবণ থাকায় আগন্তুক উত্তেজনার
প্রাক্ষিপ্ত ক্রিয়ায় আক্ষেপ উপস্থিত হয় ; মেরুদণ্ড ও পদের কাঠি জন্মে,
এবং কণীনিৰ্কা পর্যায়ক্রমে বিস্তৃত ও সংকুচিত হইতে থাকে । বর্ণিত
লক্ষণনিচয়ই ইহার প্রদর্শক বলিয়া অনুমিত হয় । ইহা বাতাত হস্তস্তম্ভাদি
নূনাধিক সাধারণ লক্ষণ বর্তমান থাকে ।

চক্ষুরোগ :—ফাইজুষ্টিগ্‌মার চক্ষুলক্ষণ বিষয়ে উপরে
যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে বোধগম্য হইবে যে, ইহা বহুগত ও ক্রিয়াগত
নানা প্রকার চক্ষুরোগ আরোগ্য করিতে পারে । কাষাক্ষেত্রেও নিকটদৃষ্টি
বিষমদৃষ্টি, বক্রদৃষ্টি, সিলিয়ারিপেশীর আক্ষেপ,
উপতারার নানা প্রকার বিকার এবং চক্ষু কাল-
ক্ষেত্রের বা কর্ণিয়ার প্রদাহ, ক্ষত ও অস্বচ্ছতা
প্রভৃতি ইহা যে আরোগ্য অথবা উপশম করিয়াছে তাহার বিবরণ প্রাপ্ত
হওয়া যায় । উপতারার সংকোচন জন্মাইবার প্রভূত ক্ষমতা থাকায় কণিয়া
সহ সংযুক্ততা ছিন্ন করিতে ব্যবহার সফল হইয়াছে ।

৩। মেলিলোটাস্ (Melilotus Officinalis) ।

উপচয় :—আগত প্রায় ঝটিকাগম্‌কালে ; পরিবর্তনশীল বায়ুতে ;
বর্ষণযুক্ত দিবসে ।

উপশম :—যুক্ত বায়ুমধ্যে ; ভ্রমণে ; শরীরাবস্থাপনের পরিবর্তনে ।

ভুলনীয় ঔষধ :—এমিল নাই, এটি কু, বেল, ক্যাক্টাস্, মন, ফেরাম্, শ্রাঙ্গুই।

সাধারণ ক্রিয়া :—মেলিলোটাস্ স্নায়ুগুণে ক্রিয়া প্রকাশ দ্বারা শোণিত্বয়ের উত্তেজনা উপাস্থত করে। তাহার ফলস্বরূপ মস্তিষ্কের রক্তাধিকা, মুখের রক্তিনা, তীক্ষ্ণ শিরঃশূল এবং কখন কখন নাসিকা হইতে রক্তস্রাব পর্যাস্ত হয়। ইহার ক্রিয়াবীজ “কুমেরিণ” বিষ নাত্রায় সেবন করিলে বিবমিষা, শিরোবৃণন, বমন, অনিদ্রা, মস্তিষ্কের বিশৃঙ্খলতাব এবং তীক্ষ্ণ বেদনা প্রভৃতি বরণা উৎপন্ন হয়। ইহা হৃৎপিণ্ডের অবসাদ উপস্থিত করায় হস্ত পদাদি শীতল হইয়া যায়।

লক্ষণ।

মন :—রোগী কোপনস্বভাব, অধৈর্য্য, অসন্তুষ্ট এবং দোষাত্মসন্ধিৎসু। রোগী অলস, কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে অপারগ, বুদ্ধিহীন এবং উদাসীন। রোগী অধ্যয়ন করিতে অশক্তি, কিছুই মনে রাখিতে পারে না; লিখিতে কথা বা অক্ষর পড়িয়া যায়।

মস্তক :—শরীর চাণনায় শিরোবৃণন। মস্তিষ্কে আন্দোলিতবৎ অন্তর্ভূতি ও ক্লাস্ত ভাবের বেদনা। নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে শিরঃশূলের উপশম। শিরঃশূল হওয়ায় মুখের রক্তিনা ও চক্ষুর রক্ত-পূর্ণতা জন্মে এবং অবশেষে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে তাহার উপশম হয়। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব অথবা ঋতুস্রাব হইলে বমনযুক্ত শিরঃশূলের হ্রাস। সাময়িক স্নায়বিক শিরঃশূল প্রতি সপ্তাহে অথবা প্রতি চতুর্থ সপ্তাহে একবার করিয়া হয় এবং শীত ঋতুতে সংখ্যায় অধিকতর দেখা যায়। প্রবল রক্তাধিক্য বশতঃ মস্তিষ্কের গুরুত্ব, পূর্ণতা এবং দপ্পদপানি জন্মিলে বোধ হয় যেন নাসিকা, চক্ষু এবং কর্ণের মধ্য দিয়া প্রবলবেগে রক্ত ছুটিয়া বাহির হইবে, তাহার সহিত শিরোবৃণন প্রযুক্ত

বিবমিবার শরীর চালনায় বৃদ্ধি হয় । ললাট প্রদেশে দপদপানি শিরঃশূল হওয়ার পূর্বে অত্যন্ত দুর্বলতা জন্মে এবং তীক্ষ্ণ শিরঃশূল হওয়ার পূর্বে মুখের তাপ ও রক্তমা এবং জ্বরভাব উৎপন্ন হয় । পূর্বাহ্ন ৯টা হইতে অপরাহ্ন পর্য্যন্ত দক্ষিণ ললাটের উন্নত স্থানে দপদপানি শিরঃশূল ।

নাসিকা :—নাসিকা হইতে পুনঃ পুনঃ প্রচুর রক্তস্রাব হইলে সাধারণ রোগের উপশম হয় ।

শ্বাসযন্ত্র :—বক্ষের পূর্ণতা নিবন্ধন কাসি । কাসিলে উজ্জ্বল রক্ত উঠে । শ্বাসরোধবৎ বোধ, রোগী যথেষ্ট বায়ু গ্রহণে অক্ষম । বক্ষোপরি গুরুত্বানুভূতিবশতঃ শ্বাসকষ্ট; বক্ষে ও নস্তুকে পূর্ণতা । বক্ষে প্রবল রক্তাধিক্য ।

চিকিৎসা ।

শিরঃশূল বা হেডেক :—শোণিতসঞ্চয়ী শিরঃশূলে মেলিনোটিাসের দ্বারা অনেকেই বিশেষ ফললাভ করিয়াছেন । শিরঃশূলে রোগী বোধ করে যেন ললাট বিদীর্ণ হওয়ায় মস্তিষ্ক বাহির হইয়া যাইবে, শিরঃশূলের তীক্ষ্ণতা এবং দপদপানিতে রোগী প্রায় উন্মত্তবৎ হয়, চক্ষু শোণিতপূর্ণ থাকে এবং শিরঃশূল প্রত্যেক দিন অপরাহ্নে পুনরাবর্তন করে । কখন কখন নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব হইলে শিরঃশূল উপশম পায় । ইহাতে মস্তিষ্কে সিমিসিফুগার তায় আন্দোলিতবৎ অনুভূতি বর্তমান থাকে ।

ব্রাহ্মনিহা—রসবাতগ্রস্ত রোগীদিগের মস্তক বিদীর্ণ হওয়ার তায় অনুভূতিযুক্ত শিরঃশূল ।

ধর্মোন্মাদ, চিত্তোন্মাদ, ফুসফুসের প্রদাহ, শিশুর দন্তোদ্যাম নিবন্ধন আক্ষেপ এবং সূতিকাক্ষেপ প্রভৃতি রোগ ও অবস্থাবিশেষে মেলিনোটিাস দ্বারা আরোগ্য হওয়ার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

লেকচার ৬৩ (LECTURE LXIII)।

ফ্রুফুলেরিয়েসি জাতিভুক্ত ঔষধনিচয়।

- | | | | |
|----|---------------|----|---------------|
| ১। | ইউফ্রেসিয়া। | ২। | গ্র্যাটিয়লা। |
| ৩। | ভার্বেস্কাম্। | ৪। | লেপ্টেগু। |

১। ইউফ্রেসিয়া।

(*Euphrasia Officinalis.*)।

উপচয়।—প্রাতঃকালে ; গৃহমধ্যে ; সন্ধ্যাকালে।

উপশমন।—শয্যাভ্যাগ করিলে ; আহারে ; কাফি পানে।

সম্বন্ধ।—ইউফ্রেসিয়ার কার্য প্রতিবেদক—ক্যাম্ফ, পাল্‌স্।

ভুলনীর ঔষধ।—একন, আর্জে নাই, আর্স, সেপা, কনায়, হিপার সা, কেলি বাই, মার্ক কর. নাক্‌স্‌ ভ, পাল্‌স্‌ ফস্‌, সাল্‌ফ্‌।

সাধারণ ক্রিয়া।—প্রস্থিত ঔষুদগুণ আক্রমণ দ্বারা ইউফ্রেসিয়া শরীরস্থ প্রায় সম্পূর্ণ শৈল্পিক বিল্লিতে, বিশেষতঃ চক্ষু, চক্ষুপুট এবং শ্বাসযন্ত্র পথের উর্দ্ধাংশের শৈল্পিক বিল্লিতে, যে প্রতিষ্ঠায়িক প্রদাহ (Catarrhal inflammation) উৎপন্ন করে, তাহা ইনফ্ল্যেঞ্জা রোগের তুল্য ; এবং তাহাতে যে অত্যধিক জলবৎ স্রাব হয় তাহা এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য।

লক্ষণ।

মস্তক।—মস্তকে বিশৃঙ্খলভাব এবং ঘৃষ্টবৎ বেদনা। ললাটে মৃদু শিরঃশূল।

চক্ষু :—চক্ষুতে জ্বালা ও চক্ষু হইতে জলস্রাব । চক্ষুতে চাপ সহ জলস্রাব । চক্ষুতে পুনঃ পুনঃ জ্বালা ও কানড়ানি, এবং তাহা হইতে কানড়ানি উৎপাদক জলের স্রোত বহে । চক্ষুতে চুলকণা ও জ্বালা হওয়ায় রোগী বারম্বার চক্ষু মিটি মিটি করিতে ও ধৌত করিতে বাধ্য । চক্ষুপুটে কানরাহ রক্তিমতা, জ্বালা এবং ক্ষীতি । বারম্বার চক্ষু মিটি মিটি করিবার প্রবৃত্তি । চক্ষুপত্র স্পর্শসহিষ্ণু ও ক্ষীত । চক্ষু হইতে প্রবৃত্ত জলস্রাব হওয়ায় দৃষ্টির প্রায় সম্পূর্ণ ব্যাঘাত জন্মে । সন্ধ্যাকালে পর্দার মধ্য দিয়া দেখার ত্রায় অস্পষ্ট দৃষ্টি । বোধ যেন চক্ষুর কাল ক্ষেত্র বা কর্ণিকা শ্লেষ্মাবৃত আছে এবং তাহাতে রোগীর দৃষ্টিমালিন্য উৎপন্ন হওয়ায় সে বারম্বার চক্ষুগুদিত করিতে ও চক্ষু পত্রে পত্রে চাপিতে বাধ্য হয় । অত্যধিক আলোকাতঙ্ক । কর্ণিকায় কলঙ্ক, রসবিশ্বিকা এবং ক্ষত । চক্ষুর উপরিভাগে একগাছি কেশ বুলিতেছে বলিয়া বোধ হওয়ায় তাহা পুছিয়া ফেলিবার আবশ্যকতা জন্মে ।

নার্সিকা ।—নার্সিকা হইতে প্রচুর ও স্নিগ্ধ সর্দিস্রাব কালে চক্ষু হইতে বিদাহী জলস্রাব হয় এবং আলোকে বিদ্রোষ জন্মে, সকলই সন্ধ্যাকালে ও রজনীতে বদ্ধিত হয় । শৈতাসংস্পর্শ অথবা কোন স্পষ্ট কারণ ব্যতীতই প্রচণ্ড হাঁচির উদ্ভেদনা জন্মে । প্রাতঃকালে প্রচুর সর্দিস্রাব এবং অত্যন্ত কাসি হইলে গয়ার নিষ্ঠূত হয় ।

স্নায়ু সঙ্কট :—সর্দি জগ্ন প্রাতঃকালে স্বরভঙ্গ । প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলে কাসি হওয়ায় অনেক শ্লেষ্মা উঠে । ইচ্ছা করিয়া থ্যাঙ্ক থ্যাঙ্ক কাসিলে প্রচুর শ্লেষ্মা নিষ্ঠূত হয় । ষ্টার্ণাম অস্থির অধোভাগের বা সম্মুখ বক্ষের নিম্নে চাপবৎ বেদনা হইলে বক্ষের স্থানে স্থানে খোঁচা লাগার ত্রায় ক্ষণস্থায়ী বেদনা ।

শ্রীজননেন্দ্রিয়াঃ—আর্দ্রাবাব ইহলে চক্ষুপদাহ ও নাসিকায় ক্ষত থাকে । এদনায়ুক্ত ঋতুস্রাব এক ঘণ্টা মাত্র স্থায়ী হয় ; ঋতুস্রাবের সময় অনিয়মিত । শ্রীঅঙ্গে শ্লেষ্মাণ্ডিকা বা কণ্ঠমোটা জন্মে ।

ছক্—ছকে চর্মকীল (Warts) জন্মে ।

চিকিৎসা ।

চক্ষুরোগ—যোজকঝিল্লিপ্রদাহ বা কঙ্জাংটিভাইটিস ; গণ্ডমালীয় চক্ষুপ্রদাহ ; অক্ষিপুটপ্রদাহ বা রেফারাইটিস্ ; দানায়ুক্ত বা গ্রাণুলার চক্ষুপুটপ্রদাহ ; চক্ষুপুটপতন বা টেসিস্ ; আইরাইটিস্ বা চক্ষুতারাপ্রদাহ ।—
আঘাতজ এবং গণ্ডমালীয় চক্ষুপ্রদাহে নিম্নলিখিত লক্ষণের বর্তমানতায় ইউফ্রেসিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে :—চক্ষুর কালক্ষেত্রে বা কণিয়োপরি অথবা তৎসন্নিহিত স্থানে অতি ক্ষুদ্রায়তন রসবিধিকানিচয় জন্মে ; চক্ষুর স্রাব তীব্র ও পুরাকার থাকে এবং দৃষ্টির ঘোরত্ব উৎপন্ন হওয়ায় বোধ হয় যেন সন্নিহিত শ্লেষ্মা পর্দাকারে কণিয়ার উপরিভাগে পতিত হইয়াছে । চক্ষু পুছিলে অথবা মিটি মিটি করিলে অস্পষ্ট দৃষ্টির উপশমন হওয়া ইউফ্রেসিয়ার প্রদর্শক । পাঠ করিলেও চক্ষু বেদনা করে ।

ইহার চক্ষুপুটপ্রদাহে চক্ষুপুট, বিশেষতঃ তাহার অভ্যন্তর প্রদেশ লোহিত বর্ণ, রক্তপূর্ণ এবং ক্ষীত ও কালচে লোহিত থাকে, তাহাতে ক্ষত জন্মিতে পারে এবং তাহা ইহিতে ঘন ও বিদাহী স্রাব হওয়ায় গণ্ডদেশ হাজিয়া যায় ; আলোকাতঙ্ক উৎপন্ন ইহলে রোগীর পক্ষে সূর্যালোকাপেক্ষা কৃত্রিম আলোক অধিকতর অসহনীয় হয় ।

দানাবুজ বা প্র্যানুলার পুরাতন চক্ষুপ্রদাহ তরুণ-
 ভাব ধারণ করিলে ইহা তাহা নিবারণ করিতে সক্ষম।

বেলেডনা—কৃত্রিম আলোকে অদৃষ্ণু।

একনাইট—সূর্যালোক সহ করিতে পারে না।

ক্রিস্টিজোতি—ইহার চক্ষুপুট প্রদাহে উষ্ণ জনস্রাব হয়।

রসবাতিক ধাতুগ্ৰস্ত রোগীর শৈতাসংস্পর্শ চক্ষুপুট পতন বা
 টসিসরোপে রাস্ এবং কষ্টির ঞায় স্ফুফেসিহাইও
 ফলপ্রদ। তৃতীয় স্নায়ুগ্ৰের পক্ষাঘাত ইহার রোগের কারণ রূপে
 বর্তমান থাকে।

স্ফুফেসিহাই ও আণিকা—আঘাতজ কঙ্জাটিভাইটিস্ রোগের
 আণিকা মুখ্য ঔষধ হইলেও স্রাব যদি বিদ্যাতী থাকে এবং
 চক্ষুতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসবিকী জন্মে, সে স্থলে স্ফুফেসিহাই উপযুক্ত
 বলিয়া বিবেচিত।

আইরাইটিস্ বা উপতারৌষরোপ রসবাতোৎপন্ন
 হইলে স্ফুফেসিহাই তাগর ঔষধ। আলোকে উপতারার প্রতিক্রিয়া
 হয় না এবং প্রদাহোৎপন্ন স্রাব মিশ্রিত হওয়ায় একুয়াসাইটমার (চক্ষু
 মধ্যস্থ স্ফুজ জলভাগ) সমল হইয়া যায়। চক্ষু হইতে তীব্র জনস্রাব এবং
 আঘাতে জালাযুক্ত ও স্থচি এবং তীরবেধার ঞায় বেদনা থাকে।

নাসিকা সর্দি বা করাইজাঃ—স্ফুফেসিহাইর
 সর্দিতে নাসিকা এবং শ্বাসযন্ত্রের উর্দ্ধ ভাগের শ্লেষ্মিক ঝিল্লি আক্রান্ত
 হয়। সর্দিরোগে ইহার নাসিকাস্রাব সম্পূর্ণ স্নিগ্ধ ও উগ্রতাহীন,
 কিন্তু তাহার আনুসঙ্গিক চক্ষুজলস্রাব অত্যন্ত তীব্র
 ও হাজাকর। সেপার ঞায় ইহাতেও নাসিকা ও চক্ষু হইতে
 প্রচুর জনস্রাব হয়, কিন্তু সেপার নাসিকাস্রাব তীব্র ও

প্রদাহ উপস্থিত হইলে তাহা বস্তিযন্ত্র পর্য্যন্ত ধাবিত হয় এবং মূত্রযন্ত্রের বিশেষ আক্রমণ সংঘটিত হয় ।

লক্ষণ ।

আমাশয়ঃ—খাদ্য বস্তুতে ঘৃণা ; উদ্গার । শিত্ত মিশ্রিত বস্তুর বমন এবং পীতবর্ণ, তিক্ত ও অম্ল জলের অনা-
হাসসাপ্র্য বমন । বিবমিষা চাইলে আমাশয়ে শৈত্যানুভূতি জন্মে
এবং তাহা জলপূর্ণ বোধ হয় ।

উদরঃ—উদরে অত্যন্ত ডাক ও গড়গড় শব্দ । উদরে কামড়ানি
বেদনা এবং অস্বস্তি বোধ ।

মল ও মলদ্বারঃ—মলদ্বারের সংকোচন এবং তাহাতে চুলকণা
কেবল পীতবর্ণ ঈষৎ সবুজাভ জলবৎ উদরাময়ের পরে
মলদ্বার জ্বালা করে । অবস্থানুসারে বেগে সবুজবর্ণ, বুদ্ধ-
যুক্ত জলবৎ মলত্যাগ ; বেদনাহীন মলত্যাগ ; কখন বা উজ্জ্বল
হরিদ্রা বর্ণ জলবৎ বিষ্ঠাযুক্ত মলত্যাগান্তে শীতের অনুভূতি এবং
কখনও বা পাতলা, তরল ও হরিদ্রাবর্ণ বিষ্ঠার উদরাময় হয় । পুতিগন্ধযুক্ত
আম নির্গত হইলে সরলান্ন এবং মলদ্বারের উত্তেজনা জন্মে ।

মূত্রযন্ত্রঃ—মূত্রত্যাগকালে ও পরে মূত্রনলীতে জ্বালা । মূত্র
অত্যন্ত এবং ঈষৎ লাল থাকে এবং কিছুকাল স্থিরভাবে রাখিলে ঘোলা
হইয়া যায় ।

চিকিৎসা ।

উদরাময়ঃ—প্রচুর ঈষৎ পীত জলবৎ মল কলের নল হইতে
নির্গত হওয়ার ঞ্চায় প্রবল বেগে নির্গত হইলে প্র্যাতিফ্রেন্স তাহার
ঔষধ । উষ্ণ হটক বা না হটক, অতিরিক্ত জলপানই ইহার উদরা-

ময়ের কারণ বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালেই এই উদরাময়ের প্রারম্ভ বোধিত পায়। ইহা প্রধানতঃ ক্রটন টি, ইলেন্ট এবং শডর সমক্ৰিয়া ঔষধ। অনেকের মতে উদরে শীতের অনুভূতি ইহার প্রদর্শক।

৩। ভার্কেষ্কা (Verbascum Thapsus.)

সম্বন্ধ।—ভার্কেষ্কানের কার্য্য প্রতিষেধক—ক্যান্ফর।

ভুলনীর ঔষধ।—নাক্‌ম্‌ ভ, প্যাটি, ঠেনাম্‌।

সাধারণ ক্রিয়া।—ভার্কেষ্কা মতিষ্ক-হেঁকমজ্জের স্নায়ুগুলে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া শিরঃশূল এবং মুখমণ্ডলীয় স্নায়ুশূল উৎপন্ন করে। চিকিৎসা কার্য্যে ইহা সম্পূর্ণ নিদিষ্ট প্রকারের গলাভাঙ্গা ও গুচ্ছ কাশি বিশেষে প্রদর্শিত হয়।

লক্ষণ।

স্নায়ু।—শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ছিন্নবৎ ও স্থচিবোধবৎ বেদনা। রোগী অত্যন্ত গা মোড়ামুড়ী দেয় ও হাই তোলে। আহাৰ করিলে অত্যন্ত নিদ্রালুতা জন্মে। সম্পূর্ণ শরীর শীতল থাকে।

মুখমণ্ডল।—বাম গণ্ডাস্থি ও গণ্ডের অগ্রাংশে অস্থিতে প্রচণ্ড, অস্ত্রানকর এবং চাপ হওয়ার হায় অথবা আতত ভাবের বেদনার চাপে, মুক্ত বায়ুতে, দমকা বাতাসে, বায়ুর তাপের পরিবর্তনে অথবা মুখপেশীর চালনায় বৃদ্ধি। চিবুকের ত্বকে, ম্যাসিটার পেশীতে এবং কণ্ঠায় প্রচণ্ড আতত বা টান টান ভাব।

শ্বাসযন্ত্র।—উচ্চৈঃস্বরে পাঠ কালে স্বরভঙ্গ। সদি হইলে স্বরভঙ্গ ও বক্ষের কষ্ট উপস্থিত হয়। বক্ষে স্থচিবোধবৎ বেদনা। বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে এবং রজনীতে গভীর, গলাভাঙ্গা, গুচ্ছ অথবা ফাঁপা শব্দের কাসি।

মূত্রযন্ত্র।—পুনঃ পুনঃ প্রচুর মূত্রস্রাব হইবার পরে তাহার পরিমাণ
অল্প হইয়া যায়।

চিকিৎসা।

স্নায়ুশূল বা নিউরেন্‌জিয়া।—জাইগম্যাটিক বা গণ্ডের
অস্থিতে চাপ ও আততবৎ বেদনা চাপে, চর্কণে এবং শীতল বায়ু স-
স্পর্শে বদ্ধিত হইলে **ভার্বেস্কাম্** ফলপ্রদ। বেদনায় বোধ যেন
আক্রান্ত শরীরস্থান সাঁড়াসি দ্বারা পেষণ করা হইতেছে; কথা বলিলে
ও হাঁচিলে তাহার বৃদ্ধি হয়।

ক্যালুমিয়া—শৈতাসংস্পর্শ নিবন্ধন স্নায়ুশূল উর্দ্ধচ্যুতের দন্তনিচয়
আক্রমণ করিলে **ক্যালুমিয়া** উপকারী। বিদারবৎ বেদনার, ক্লান্তি
ও মানসিক উত্তেজনায় বৃদ্ধি হয় এবং তাহা দক্ষিণ পার্শ্বে অধিক
থাকে।

প্রসপ্যাল্‌জিয়া বা মুখমণ্ডলীয় স্নায়ুশূল।—আক্রান্ত
শরীরান্তঃ সাঁড়াসির চাপে ভগ্ন হওয়ার ঠায় বেদনা কথা কহিলে, হাঁচিলে,
বায়ুর তাপ পরিবর্তনে এবং প্রতিদিন পূর্বাঙ্ক ৯টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত সময়ে
বদ্ধিত হইলে **ভার্বেস্কাম্** উপকার করে।

কাসি বা কফ।—স্বরগন্ধ ও শ্বাসনলী বা ট্রেকিয়ার রোগবশতঃ
কর্কশ, কঠিন, এবং থ্যাক্ থ্যাক্ শব্দের কাসিতে রোগীর স্বর ভগ্ন ও
গভীর কর্কশ স্বর জন্মিলে **ভার্বেস্কাম্** উপযোগী। ইহার সন্ধিরোগে
মুখমণ্ডলীয় স্নায়ুশূল জন্মে।

৪। লেপ্ট্যাণ্ড্রা (Leptandra Virginica.)

সাধারণ ক্রিয়া।—যকৎ এবং অন্ত্রপথে লেপ্ট্যাণ্ড্রার প্রধান
কার্য্য হওয়ায় ইহা তাহাদিগের শ্রাবণক্রিয়ার বৃদ্ধি করে। প্রচুর

আলকাতরার ঝায় কাল এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ মলত্যাগ
ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

লক্ষণ।

মনঃ—যক্কুরোগ জন্মিলে রোগী নিরুৎসাহ ও নিদ্রালু থাকে।

মস্তকঃ—ললাটদেশে অবিশ্রান্ত, মূহ শিরঃশূল; শিরোগূর্ধন;
উদরে বেদনা।

মুখগহ্বরঃ—প্রাতঃকালে জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ লেপযুক্ত। প্রাতঃ-
কালে বিশেষতা হীন ও অপ্রীতিকর স্বাদ জন্মে।

আমাশয়ঃ—পিত্ত বমন, হরিদ্রাভ জিহ্বা, যক্কুদেশে তীরবেধবৎ
বেদনা এবং কাল বিষ্ঠা।

উদরঃ—যক্কুতের কনকনানি মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং
পিত্তকোষপ্রদেশে অধিকতর। নাভি দেশে কনকনানি এবং উদরের
ডাক ও মলত্যাগের বেগ, প্রচুর, কৃষ্ণবর্ণ এবং পুতিগন্ধ মলত্যাগ করিলে
উপশমিত হয়। প্রাতঃকালে নিম্নোদরে কষ্টপ্রদ ডাক হইলে ইহার
বিশেষতাব্যুক্ত মলত্যাগ হয়।

মলঃ—স্রোত বহিয়া প্রচুর, কাল এবং দুর্গন্ধ মলত্যাগ। বিষ্ঠার
প্রথমাংশ কঠিন, কাল এবং থানা থানা থাকে, পরে নরম ও থস্‌থসে
মলত্যাগ হয়।

প্রদর্শক লক্ষণঃ—কাল ও দুর্গন্ধ বিষ্ঠা ইহার
শ্রেষ্ঠতম বিশেষতা।

চিকিৎসা।

যক্কুরোগঃ—লেপ্ট্যাণ্ড্রার যক্কুরোগে দক্ষিণ
কুক্কিদেশে, বিশেষতঃ তাহার পিত্তকোষস্থানে, মূহ কনকনানি বেদনা

হয় এবং তাহা যকৃতের পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করে । অনেক সময়েই যকৃতের কনকনানি বেদনাকালে তাহাতে টাটানিও থাকে, কখন, বা রক্তাধিক্য অধিকতর হইলে যকৃতে ও তৎসন্নিহিত স্থানে জালাযুক্ত কষ্ট উপস্থিত হয় । অনেক সময়েই এই জালা ও কষ্ট আমাশয় ও উদর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় । যকৃৎরোগের অবশ্যসম্ভাবী উপসর্গ স্বরূপ উপরি-উক্ত নিদ্রালুতা ও উৎসাহহীনতা উপস্থিত হয় এবং রোগী কাল ও দুর্গন্ধ মলত্যাগ করে । ইহা সহরবাসী আলস্যপরতন্ত্র ব্যক্তিদিগের জন্ত বিশেষ উপযোগী ঔষধ ।

উল্লেখ্যঃ—যকৃৎরোগের আনুসঙ্গিক লক্ষণ স্বরূপ কাল, প্রায় আলকাতরার ছায় বিষ্ঠার উদরাময় হইলে **লেপট্যাগ্ৰা** প্রযোজ্য হয় । ইহার সহিত নাভিদেশে জালা ও অতি যন্ত্রণাপ্রদ উদর শূল থাকে । অবস্থা বিশেষে কর্দমবর্ণ বিষ্ঠা, নাভিদেশে জালা এবং পিত্তের বমন হইয়া থাকে । জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ অথবা অধিকাংশ স্থলে কাল লেপযুক্ত হয় কিম্বা তাহার মধ্যাংশ বাহিয়া কৃষ্ণাভ কটা এবং কাল থাকে । উপরি উক্ত লক্ষণের বর্তমানতায় ইহা **শিত্তজ্বর** এবং **টাইফয়েড** ফিবারেও প্রযুক্ত হইতে পারে ।

লেকচার ৬৪ (LECTURE LXIV.)

কনিফেরি জাতীয় ঔষধনিচয়।

- ১। এবিস্ ক্যানাডেন্সিস্ । ২। এবিস্ নাইগ্রা ।
৩। স্যাবাইনা ।

১। এবিস্ ক্যানাডেন্সিস্ (*Abies Canadensis*) ।

ভুলনীয় ঔষধ :—ইঙ্ক, কপেবা, নাক্‌স্‌ ভ, ইয়ে, টেরিবি ।

সাম্প্রদায়িক ক্রিয়া :—শৈথিল্যিক ঝিল্লি, বিশেষতঃ আমাশয়ের শৈথিল্যিক ঝিল্লিতে এবিস্ ক্যানাডেন্সিসের ক্রিয়া হওয়ায় তাহার প্রতিক্রিয়ায়ক অবস্থা জন্মে ।

লক্ষণ ।

আমাশয় :—মুখের শুষ্কতা । আমাশয়োর্দ্ধপ্রদেশে চৰ্ব্বণ-বৎ বেদনা, অতি ক্ষুধার অনুভূতি এবং মূচ্ছার ভাব । মাংস, লোণাবস্তু এবং অন্যান্য স্থূল খাদ্যে লালসা । পরিপাকশক্তি অপেক্ষা আহারের যৌক অধিকতর থাকে । অন্ত্রের মোচড় হইয়া বিবমিষা । আমাশয় এবং আমাশয়োর্দ্ধ প্রদেশে ক্ষীতি ও জালা ।

ক্ৰীজননেন্দ্রিয় :—চিন্তা হয় যেন “জরায়ু কোমল ও দুর্বল” বোধ হইতেছে । জরায়ুশরীরোপরি (Fundus) টাটানি বেদনার চাপে উপশম ।

চিকিৎসা :—উপরি লিখিত লক্ষণানুসারে এবিস্ কেনা আমাশয়াজীর্ণ ও তদানুযায়িক জ্বর প্রভৃতি এবং জরায়ুভ্রংশরোগ আরোগ্য করিয়াছে ।

২। এবিস নাইগ্রা (Abies Nigra) ।

তুলনীয় ঔষধ :- ব্রায়, ক্যাম, ইগ্নে, নাক্স ড, ল্যাক্টিক এসি ।

সাধারণ ক্রিয়া :- এবিস নাইগ্রা প্রধানতঃ আমাশয়ের শৈথিল্যক বিপ্লিতে ক্রিয়া প্রকাশ করায় পরিপাক বিশৃঙ্খলা এবং তৎফল স্বরূপ অনেক লক্ষণ উৎপন্ন হয় ।

লক্ষণ ।

মন :- অত্যন্ত অবসাদিত এবং বিষম্বৃত্যগ্রস্ত ; বাত প্রকৃতি বিশিষ্ট রোগী চিন্তা করতে কিম্বা পাঠ করিতে অশক্ত ।

আমাশয় :- অস্বাভাবিক ক্ষুধা এবং রজনীতে নিদ্রাহীনতা । প্রাতঃকালে ক্ষুধার সম্পূর্ণ অভাব, কিন্তু অপরাহ্নে ও রজনীতে থাকে প্রবণ আকাঙ্ক্ষা । পূর্ণ ভোজন করিলে বেদনা হয় ; আমাশয়ের চতুঃপার্শ্বে অবিশ্রান্ত কষ্টানুভূতী বশতঃ বোধ যেন সকলই গিট দ্বারা আবদ্ধ আছে ; রোগী দুর্বল হইলেই তাহার বৃদ্ধি । বোধ যেন আমাশয়ে একটা অজীর্ণ, অতিসিক্ত কঠিন ডিম রহিয়াছে ;

মল :- কোষ্ঠি বদ্ধ ;

প্রদর্শক লক্ষণ :- রোগীর অনুভূতি জন্মে যেন কোন দুম্পাত্য বস্তু আহাৰ করায় আমাশয়ের হৃৎপিণ্ড সীমান্ন (বন্ধদেশে) আটকাইয়া রহিয়াছে ; অনেক চিকিৎসকই এবিস্ নাইগ্রার এই প্রদর্শক লক্ষণ প্রমাণিত করিয়াছেন ।

লেক্চার ৬৫ (LECTURE LXV) ।

সোলেনেসি জাতীয় ঔষধ ।

১। ক্যাপ্সিকাম । ২। টেবেকাম ।

১। ক্যাপ্সিকাম্ ।

(Capsicum Annum) ।

সম্বন্ধ :—ক্যাপ্সিকাম্ বাহার কার্যপ্রতিষেধক—ক্যালাডি, সিন্ধো, কফিয়া ।

ক্যাপ্সিকামের পরে প্রযোজ্য—সবিরাম জরে সিনা ।

ভুলনীয় ঔষধ :—আর্জে নাই, আর্স, বেল, ক্যালাডি, ক্যাস্টা, সিন্ধো, ক্রোটন, ইগ্নে, লাইকো, মার্ক কর, নেট মিউ, নাক্স, ভ, পাল্স, রাস্, ভেরেট এ ।

সাধারণ ক্রিয়া :—ক্যাপ্সিকাম কেবল মাত্র শৈথিল্যিক ঝিল্লি, বিশেষতঃ পরিপাক যন্ত্রপথের শৈথিল্যিক ঝিল্লিতে ক্রিয়া প্রকাশ করিলে তৎফলস্বরূপ তাহার তীব্র উত্তেজনা, রক্তাধিক্য এবং প্রদাহ উৎপন্ন হয়। ইহা স্বাস্থ্যযন্ত্রপথের শৈথিল্যিক ঝিল্লিতেও প্রায় এইরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহা যে জরোৎপাদন করে তাহা ম্যালেরিয়া জ্বর সদৃশ প্রতীয়মান হয়। ক্যাপ্সিকামের প্রদাহ শরীরোপাদান বা টিস্যুধ্বংসপ্রবণ হওয়ায় তাহা ক্ষত, পুয়শোথ এবং গভীরোপাদান ধ্বংসকারিতার পর্যাবসিত হয়। ক্যাস্টারিসের ত্রায় ইহাও মূত্রযন্ত্রপথ দ্বারা নিঃসারিত হওয়ায় তাহার উত্তেজনা এবং মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রবেগ প্রভৃতি জন্মে।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী :—প্রচণ্ড হৃৎকম্প । হৃৎপিণ্ডক্রিয়া দুর্বল । রজনীতে থাকিয়া থাকিয়া হৃৎকম্প হওয়ায় হৃদগের কষ্ট এবং উভয় স্বন্ধ মধ্যস্থ স্থানে বেদনা হয় । নাড়ী ক্ষীণ, কোমলস্পর্শ এবং ধীরগতি ; তর্কোদ্য, ক্ষুদ্র এবং ক্ষণলোপবিশিষ্ট ।

প্রদর্শক লক্ষণ ।—প্রচণ্ড ও মৃত্যুকল্প বিবমিষা, মৃতবৎ পাণ্ডুরতা এবং সম্পূর্ণ শরীরে শীতল স্বর্ণের বর্তমানতা প্রভৃতির শরীর চালনায় বুদ্ধি ও তাহার আনুষঙ্গিক শিরোবৃর্ন প্রভৃতি দুর্বলতার লক্ষণ ইহার সাধারণ রোগের প্রদর্শক ।

চিকিৎসা ।

ধনুষ্ঠকার বা টিটেনাস্ :—গ্রীবা এবং পৃষ্ঠপেশীর অনমনীয়তা ও পশ্চাদিকে মস্তকের আকৃষ্টভাব, চক্ষুপুট ও চর্কণক্রিয়াসাধক পেশীর (Masseter muscle) সংকোচন, স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনালীপেশীর আক্ষেপ বশতঃ হিস্ হিস্ শব্দের শ্বাসপ্রশ্বাস, পদ্যায়ক্রমিক, প্রবল ও ক্ষণস্থায়ী আক্ষেপের পর সম্পূর্ণ শরীরের শিথিলতা ও কম্পাদিত ভাব, অস্ত্র ও মূত্রপথাদির সংকোচন, অভ্যন্তর দিকে উদর পেশীর আকৃষ্টতা এবং উপরিউক্ত লক্ষণ জনিত আনুষঙ্গিক তীব্র বেদনা, বিবমিষা, শীতল ঘ্রাস্ত্র ও শ্বাসরোধ বশতঃ ত্বরিত পতনাবস্থা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে ধনুষ্ঠকাররোগে টেবেকাম ও নিকোটিনাম উপযোগী হয় । ইহার শ্বাসরোধকর আক্ষেপবিশিষ্ট ধনুষ্ঠকার আক্ষেপের স্ট্রীকনিয়ার আক্ষেপ অপেক্ষা হাইড্রোসাইয়ানিক এসিডের আক্ষেপের সহিতই অধিকতর সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় ।

সি-সিকনেস্ বা আর্গব বমন :—টেবেকামের বিবমিষা ও বমনের আর্গব বমন এবং শকটারোহণ জন্ত বমন সহ অতি আশ্চর্য্য

সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। কার্যক্ষেত্রেও উচ্চ ক্রমের টেবেকাম্ এ রোগের অবস্থাবিশেষে যথেষ্ট উপকার দর্শাইয়া থাকে।

কলেরা বা ওলাওটাঃ—ভেরেট্রাম এ, সিকেলি অথবা ক্যাস্ফর প্রয়োগ কলেরার উদরাময় বন্ধ হওয়ার পরেও যদি বিবমিষা এবং শীতল ঘর্ম থাকিয়া যায় তাহাতে টেবেকাম্ উপকার করিয়া থাকে। এই বিবমিষার আলুযঙ্গিক লক্ষণ রূপে উদরপ্রদেশে জ্বালাময় তাপ এবং তদ্ব্যতীত শরীররাশে শীতল ঘর্ম থাকে। রোগী ক্রমাগত উদর অনাবৃত করে। এস্থলে ইহা হাইড্রসা এসি, ভেরেট এ, ক্যাস্ফর সহ ভুলনীয় হয়।

মূত্রশূল ও ফাঁসবদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধি।—মূত্য়কল্প বিবমিষা, বমন ও ক্রন্দন উদরাময় থাকিলে টেবেকাম্ মূত্রশূল ও ফাঁসবদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে উপকারী হয়।

উপরে টেবেকামের যে সকল লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে তাহাতে বোধগম্য হইবে যে লক্ষণগত সাদৃশ্য থাকিলে ইহা মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল, শ্বাসকৃচ্ছ, এঞ্জাইমা পেকটরিস্ বা হৃদশূল এবং অজীর্ণ প্রভৃতি রোগে উপকার করিতে পারে। অধিকাংশ স্থলেই মূত্য়কল্প বিবমিষা ও বমন, সর্বদাঙ্গীন শীতল ঘর্ম এবং শারীরিক শিথিলতা প্রদর্শকরূপে বর্তমান থাকে।



লেকচার ৬৬ (LECTURE LXVI)।

জান্তব ঔষধ—অফিডিয়া জাতি।

১। ক্রোটেলাস্ হরিডাস্। ২। গ্রাজা ট্রিপু-
ডিয়ানস্। ৩। ইল্যাপ্‌স্ কেরোলিনাস্।

১। ক্রোটেলাস্ হরিডাস্ (Crotalus Horridus.)।

সম্বন্ধঃ—ক্রোটেলাসের কার্য প্রতিষেধক—এমনিয়া, ক্যান্ফর,
এল্কোহল, বিকীর্ণ তাপ।

ল্যাকেসিসে ত্বক্ শীতল ও চটচটে, ক্রোটেলাসে তাহা শীতল ও শুষ্ক
থাকে। ইল্যাপ্‌স্ দক্ষিণ দৃষ্টি আক্রমণ করিলে কাল রক্ত নিষ্ঠ্যত হয়।

ভুলনীয় ঔষধঃ—এপিস্, অর্স, ক্যান্সা, কার্ক ভে, চেলি,
ইল্যাপ্‌স্, ল্যাকেসিস, গ্রাজা, টেরেন্ট্।

সাধারণ ক্রিয়াঃ—ল্যাকেসিস্ প্রভৃতি সর্পবিষের গায় ক্রোটে-
লাসেরও প্রাথমিক বা মৌলিক ক্রিয়া মস্তিষ্ক-মেরুদণ্ডের স্নায়ুকেন্দ্রে
প্রকাশ হইয়া থাকে। ল্যাকেসিসের ক্রিয়া বর্ণনায় যেরূপ প্রদর্শিত
হইয়াছে ইহা তদনুরূপই পরোক্ষভাবে শোণিতের বিশ্লেষণ, তাহার
তত্ত্বজ্ঞান বা ফাইব্রিন পদার্থের ধ্বংস, শোণিত স্রাব এবং কালশিরা প্রভৃতি
উৎপন্ন করিয়া সর্পবিষ নাত্রেরই ক্রিয়ার সাধারণ ঐক্যতার পরিচয় দেয়।
ক্রোটেলাসের প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহার বিষলক্ষণের পীতজ্বরলক্ষণ
সহ সাদৃশ্য থাকায় উক্ত রোগের চিকিৎসায় প্রযোজিত হইলে ইহা
সুফলপ্রদান করে।

লক্ষণ ।

চক্ষুঃ—চক্ষুতে এবং সম্পূর্ণ শরীরে হরিদ্রাবর্ণ । চক্ষুর চতুঃপার্শ্বে নাগবর্ণ চক্র । চক্ষু হইতে শোণিতের নিঃসরণ । অস্পষ্ট দৃষ্টি । চক্ষুতে জ্বালা । চক্ষুর একদ্ব্যস্ হিউমার বা সম্মুখগহ্বরস্থ স্বচ্ছ রসভাগ ঘোণাটে । চক্ষুর্দ্ধে চাপ ও কষ্ট ।

কর্ণঃ—উচ্চ শব্দে অসহিষ্ণু । উচ্চ শব্দের অনুভূতিহীনতা । স্নায়বিক বধিরতা ।

শ্বাসযন্ত্রঃ—স্বরভঙ্গ স্বর দুর্বল এবং কর্কশ । নাতি-প্রবল কাসিতে রক্তবৃদ্ধ শ্লেষ্মার নিগ্ধবন । কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস । হৃৎপিণ্ডক কাসি নিবন্ধন দুর্বলতা, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ও মুখের স্ফীতি, মুখের নীলাভা অথবা পাণ্ডুরতা, আক্রমণের পর কিছু কাল পর্য্যন্ত থাকিয়া যায় ; বৃদ্ধদিগের বক্ষ শোথ এবং জ্বর ও প্লাহাজ্বর বা এণ্ড জন্ড শ্বাসকষ্ট ।

মুখগহ্বরঃ—জিহ্বার স্ফীতি ও প্রদাহ ।—জিহ্বা এবং গলাভাণ্ডরে সংকোচন নিবন্ধন বাকরোধ ।

পলাতাত্তরঃ—গলা শুষ্কতা প্রযুক্ত তৃষ্ণা । কোন কঠিন বস্তু গলাধঃকরণ অত্যন্ত কষ্ট ।

মূত্রযন্ত্রঃ—মূত্রনলী হইতে রক্তস্রাব । পিত্তমিশ্রিত মূত্রের পীত অথবা দীপং লোহিতাভ পীত বর্ণ । টাইফয়েড জ্বর, ডিফথেরিয়া প্রভৃতি রোগে লালামেহ জন্মে এবং শোণিতমিশ্রিত হওয়ায় মূত্র ধূম্রাকার থাকে ।

অঙ্গঃ—স্বক হরিদ্রাবর্ণ ; শ্রাবা বা জিওস্ ; সেপ্তিসিমিয়া বা রক্ত-বিষাক্ততা । স্বকের নানাপ্রকার টাইফয়েড বা পচনলক্ষণযুক্ত উদ্ভেদ ।

চিকিৎসা ।

রসরক্ত প্রভৃতি শারীরিক উপাদানের পচনশীলতাবিশিষ্ট সাংঘাতিক জরবিকার ও ক্ষত প্রভৃতি নানাবিধ রোগে সম্পূর্ণ শরীর অথবা

ব্যধিগ্রস্ত যন্ত্রবিশেষের শোণিতস্রাবপ্রবণতা দৃষ্ট হইলে ক্রোটে-
ল্যাস প্রযুক্ত হয়। শোণিত রসাদির ধ্বংসকারী বহুব্যাপক অথবা
স্বল্পব্যাপক যে কোন রোগে ল্যাক্সেসিস প্রভৃতি ইহার
সমশ্রেণীর অত্যন্ত সর্পবিষও প্রযোজ্য, মূলতঃ তাহাতেই ইহারও
প্রয়োগ হইয়া থাকে। তুলনাসৌকর্য্যার্থে আমরা ল্যাক্সেসিস-
রোগ বর্ণনাকালে ইহারও অধিকাংশ রোগের আলোচনা করিয়াছি।
তাহা তত্তৎ স্থানে দ্রষ্টব্য। ফলতঃ সাংঘাতিক আরক্ত জ্বর, বিশেষতঃ
নাসিকা হইতে রক্তস্রাব এবং কৃষ্ণলোহিত ও স্পর্শে বেদনাব্যুক্ত অথবা
পচা ক্ষতবিশিষ্ট (Gangrenous) টনসিল গ্রন্থি থাকিলে; ডিক্টিরিয়া;
রক্তস্রাবযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ এবং লেপা হাম; টাইফয়েড ও রক্তস্রাবযুক্ত
ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নানাবিধ সাংঘাতিক জ্বর; বিষাক্ত ক্ষত নিবন্ধন
পারিমিয়া, সেপ্টিসেমিয়া প্রভৃতি রক্তদোষযুক্ত সাংঘাতিক জ্বর, এবং দ্রুতি
ত্বাৰা রোগ এবং শরীরের নানা স্থান হইতে পচা রক্তস্রাববিশিষ্ট বহুবিধ
রোগের পক্ষে ইহা উপযোগী ঔষধ।

সাংঘাতিক পীতজ্বর বা ইয়ালফ্রিবাইরেব লক্ষণ
সহ ক্রোটেলাস্ লক্ষণের বিশেষ ঐক্যতা থাকায় তাহার চিকিৎসাতেও
ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। কাল বস্তুর বমন, দুর্বলতা-
জ্ঞাপক মুহু প্রলাপ; পীতবর্ণ ত্বক এবং শরীরের সর্ববিধ বাহু দ্বার
হইতে রক্তস্রাব, এমন কি সম্পূর্ণ ত্বকের ঘর্ষগ্রন্থি হইতে রক্তস্রাব বা
রক্তময় ঘর্ষ প্রভৃতি সাংঘাতিক লক্ষণ উপস্থিত হইলে ইহা উপকারী।
এ রোগ শরীরে যে হরিদ্রাবর্ণ উৎপন্ন করে তাহা ত্বাবারোগাপেক্ষা
রক্তের শোচনীয় ও সাংঘাতিক বিষাক্ত অবস্থারই অধিকতর পরিচয় দেয়।
ক্যাডমিয়াম্ সালফেও কাল বমন হয় বলিয়া তাহা
ক্রোটেলাস্ সহ তুলনীয়।

শোণিতস্রাবপ্রবণতা; শারীরিক উপাদাননিচয়ের পচিবাহ্য

(Putrescence) ; প্রভূত দুর্বলতাদি টাইফয়েড লক্ষণ ; রক্ত অথবা পিত্তের বমন ; জিহবার শুষ্ক, কটা ও বিদীর্ণ অবস্থা অথবা তাহার মধ্য বাহিয়া পীত ও কটা বর্ণ এবং পার্শ্বে লোহিতাভার বর্তমানতা এবং মূত্রের স্বল্পতা ও প্রায় গভীর কাল বর্ণের ত্রায় কৃষ্ণাভা অথবা কখন মূত্রের সম্পূর্ণ রোধ ইহার প্রদর্শক বলিয়া গ্রহণ করা যায় ।

২। ভাজা (Naja Tripudians.)

সম্ভ্রমক :- ভাজার কার্গা প্রতিষেধক—তাপ, এলকহল, সল্ট ।

ভুলনীয় ঔষধ :- এপিস্, আর্স, ক্যাষ্টাস্, ক্রটন টি, হিপার মা, ল্যাকেসি, মার্ক ।

সাধারণ ক্রিয়া :- ল্যাকেসিস্ প্রভৃতি অত্যাশ্রম্পর্ষবিষের ত্রায় ভাজা মেঃমজ্জা-মাস্তক্ষায় স্নায়ুগুণ্ড আক্রমণ করিলেও নিউমোগ্যাষ্ট্রিক এবং গ্লসো-ফ্যারিঞ্জিয়াল স্নায়ুতেই ইহার বিশেষ ক্রিয়া হইয়া থাকে । এজ্ঞা শোণিতের পচন ও অধিকতর তারল্য নিবন্ধন কালশিরা ও রক্তস্রাব প্রভৃতি স্পর্ষবিষের সাধারণ লক্ষণ ব্যতীতও ইহা বিশেষ স্বাসকষ্ট ও জ্বংপিণ্ডযন্ত্রণা উৎপন্ন করিয়া থাকে ।

লক্ষণ ।

মন :- আত্মহত্যার প্রবৃত্তিস্চক উন্মাদ রোগ । প্রলাপ । রোগী হঃখিত এবং চিন্তাশ্রিত ; মানসিক অস্থৈর্য্য ; বিষন্নতা ; রোগী কাল্পনিক ক্ষতি এবং দুর্ভাগ্য-বিষয়ে চিন্তা করিয়া আপনাকে অনুখী করে ।

হৃৎপিণ্ড এবং ন্যাড়ী :- হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে অবসাদ এবং অস্বস্তির অনুভূতি । হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে তীব্র বেদনা । হৃৎপিণ্ডের থর থর বা পক্ষীর পক্ষচালনাবৎ গতি এবং হৃৎকম্প । হৃৎস্পন্দন শ্রুত হওয়া যায় ।

ন্যাড়ী ধীরগতি, তাহার ছন্দ এবং বেগ অনিয়মিত ; দুর্বল, স্তব্ধবৎ ; কচিং বোধ্য ।

গলাভ্যন্তর :—গলমধ্যে অনেক শ্লেষ্মার সঞ্চয়। গলমধ্যে চাপ ও গলরোধ। গলমধ্যে কর্কশ ও টাছা ভাব। শ্বাসরোধের অহুভূতি প্রযুক্ত রোগীর গলা চাপিত বোধ। গলমধ্যে ও গলগহ্বরে শুষ্কতা ও সংকোচন। গলার বাম পার্শ্বে টাটানি ও চিমটি কাটার ভাব। অন্ননালীর সংকোচন বশতঃ গেলা কষ্টকর অথবা অসম্ভব। গলগহ্বরের কৃষ্ণলোহিতবর্ণ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় :—বাম অণ্ডাধারে থল্লীবৎ বেদনা। পাতলা ও শুভ্র স্বেত প্রদর। শুষ্কচক্ষুর হাস।

জ্বর :—শরীর শীতল এবং পতন বা কোলাপ্সলক্ষণযুক্ত। অঙ্গনিচয় শীতল, পদ বরফবৎ শীতল। মুখমণ্ডলে জ্বালাযুক্ত তাপ। রোগী অত্যন্ত অসুস্থ, উষ্ণ থাকে এবং জ্বরভাবযুক্ত বোধ করে।

চিকিৎসা।

ডিফ্‌থেরিয়া বা মারাত্মক গলক্ষত :—গলগহ্বরের কৃষ্ণলোহিতবর্ণ, পুতিগন্ধ প্রশ্বাস এবং গলাভাজা কাসি প্রভৃতি লক্ষণে ইহা ল্যাটেক্সিসিসান্দি সর্পবিষের তুলা। ল্যাটেক্সিসিসে কণ্ঠার অত্যধিক স্পর্শাসঙ্কুতা; শূন্য গলাধঃকরণ ক্রিয়ায় ও কঠিনাপেক্ষা তরল বস্তু গলাধঃকরণে বেদনার আধিক্য এবং নিদ্রায় রোগের বৃদ্ধি; **স্রাজ্জার** রোগের স্বরযন্ত্র আক্রমণ, তজ্জন্ত শ্বাসরোধের অহুভূতি নিবন্ধন রোগীর কণ্ঠা চাপিত বোধ, স্বরযন্ত্র এবং শ্বাসনলীতে কাঁচা বা অবদরনভাবের অহুভূতি এবং হৃৎপিণ্ড আক্রমণে তাহার পক্ষাঘাতের উপক্রম প্রভৃতি উভয় ঔষধের প্রভেদক। হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাতের উপক্রম হইলে রোগীর শরীর নীলবর্ণ হইয়া যায়; সে খাবি খাওয়ার ভ্রায় অবস্থায় নিদ্রোখিত হয়; এবং তাহার নাড়ী ক্ষণলোপবিশিষ্ট ও সূত্রবৎ থাকে। ডিফ্‌থেরিয়া রোগে হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হওয়ায় উপরি উক্ত

লক্ষণনিচয় উপস্থিত হইলে ডাং পেট্রন ভ্রাজার প্রয়োগে বিশেষ ফল লাভ করিয়াছেন।

ফলতঃ হৃৎশূল বা এঞ্জাইনা পেট্টোরিস্, হৃৎকম্প, হৃৎকপাটবিকার, হৃৎপিণ্ডপ্রদাহ এবং হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাতিক অবস্থা প্রভৃতি হৃৎপিণ্ডের নানাবিধ ক্রিয়াগত ও উপাদানগত রোগে অত্যন্ত সর্পবিষাপেক্ষা ভ্রাজার অধিকতর সম্বন্ধ থাকাই অনুমিত হয় এবং কার্যক্ষেত্রেও ইহা অধিকতররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাতের উপক্রম, হাঁপানিলক্ষণের উপস্থিতি, হৃৎপিণ্ডের কম্পাদিতভাব এবং অধিকন্তু যন্ত্রগত রোগে খুবখুবক কাসের আক্রমণ ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য। রোগীর শ্বাসরোধের ভাব শয়ন করিলে অথবা নিদ্রাস্থে বদ্ধিত হয়।

৩। ইল্যাপ্স (Elaps Corallinus)।

সম্বন্ধঃ—সাধারণভাবে ইল্যাপ্স সমশ্রেণীর সর্পবিষ সহ প্রায় সর্ব বিষয়েই তুল্য।

সাধারণ ক্রিয়াঃ—অত্যন্ত সর্পবিষক্রিয়া সহ ইল্যাপ্স ক্রিয়ার সাধারণ সাদৃশ্য থাকা বাতীত ইহার ক্রিয়ার বিশেষতা সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জ্ঞাত নহি। তবে রোগচিকিৎসা সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইল তাহা ইহার রোগারোগ্যালক্ষ বহুদশিতার ফল।

চিকিৎসা কর্ণরোগ—প্রতিশ্রায় ; কাণপাকা।—
ইল্যাপ্সের কর্ণসন্ধি রোগে কর্ণে কাল থইল জন্মে, কর্ণনাদ হয় ও কর্ণ পাকিয়া উঠে। ইহার তরল পূয়ের বর্ণ পীতভস্মবর্ণ এবং রক্তমিশ্রিত। ইহা ল্যাকেসিস এবং ক্রাউলেনাস সহ তুলনীয়।

লেকচার ৬৭ (LECTURE LXVII.)

জান্তব ঔষধশ্রেণী ।

ম্যামালিয়া বা স্তন্যপায়ী জীবোৎপন্ন ঔষধ ।

১। ক্যাস্টরিয়াম্ । ২। হিপ্‌মেন্‌স্ । ৩। ক্যাস্টর ইকুই । ৪। মস্‌কাস্ । ৫। মেফিটিস্ । ৬। ল্যাক্‌কেনিয়াম্ । ৭। ল্যাক্‌ডিফ্লোরেটাম্ ।

উপরি উক্ত ঔষধনিচয়ের পরীক্ষা আশাহরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খতা সহ না হইলেও রোগচিকিৎসায় তাহাদিগের উপকারিতা সম্বন্ধে আমরা নিতান্ত অজ্ঞ নহি । চিকিৎসক বিশেষের বহুদশিতালব্ধ জ্ঞানের উপর আনাদিগের এই সকল ঔষধ বিষয়ক জ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত । অতএব নিম্নে এই সকল ঔষধের লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বিবৃত হইল, চিকিৎসক-মণ্ডলের ভবিষ্যৎ অনুসন্ধানের উপরে যে তাহার উৎকর্ষ নির্ভর করে তাহা বলা বাহুল্য ।

১। ক্যাস্টরিয়াম্ (Castorium.) ।

(বিভার নামক সামুদ্রিক জন্তুবেশেষের লিঙ্গত্বকের শুষ্কীভূত শ্রাব) ।

সাম্প্রদায়িক ক্রিয়াঃ—ক্যাস্টরিয়ামের যথেষ্ট পরীক্ষা না হইলেও ইহার লক্ষণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্থিরীকৃত হইয়াছে ।

বাতপ্রকৃতির উত্তেজনা প্রবণ জ্বীলোক, যাহারা কোন কঠিন রোগাক্রমণের পর প্রতিক্রিয়াশক্তির অভাব বশতঃ গুল্মবায়ুরোগাক্রান্ত হয়, তাহাদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী । নিম্নে ইহার লক্ষণ বিবৃত হইতেছে ।

লক্ষণঃ—ক্যাস্টরিয়ামের লক্ষণ—বাতপ্রকৃতিবিশিষ্ট, আশঙ্কান্বিত এবং বিমর্ষ রোগিণী ঋতুশ্রাবকালে চঞ্চলতাগ্রস্ত হয় । ছিন্নবৎ বেদনার

ঘর্ষণে বা চাপে উপশম । ঋতুকালে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ছিন্নবৎ চাপ । বায়ু কর্তৃক উদরস্ফীতি, ঋতুকালে কুঁচকিতে আকৃষ্টবৎ অনুভূতি এবং মলত্যাগেচ্ছা । নাভির চতুঃপার্শ্বে কর্তনবৎ বেদনা । রক্তসংযুক্ত আমের মলত্যাগ, অথবা সাদাটে জলবৎ উদরাময়ে মলদ্বারের জ্বালা । মলত্যাগের পূর্বে কর্তনবৎ উদরশূলের চাপে অথবা রোগী দ্বিভাঁজ হইলে উপশম ।

চিকিৎসা ।

শিরঃশূলঃ—বাতপ্রকৃতির স্ত্রীলোকদিগের টাইফয়েড জ্বরান্তে জৈবপ্রতিক্রিয়াশক্তি পুনরাগত না হওয়ায় শিরঃশূল-প্রবণতা জন্মে । শিরঃশূলে মস্তক বন্ বন্ করে । মস্তকত্বক্ স্পর্শসহিষ্ণু এবং কীট বিচরণৎ অনুভূতিযুক্ত থাকিলে কাষ্টরিয়াম্ প্রযুক্ত হয় ।

উদরশূলঃ—ভাবপ্রণতা বিশিষ্ট স্ত্রীলোকদিগের স্বাভাবিক উদরশূলে শরীরের পাণ্ডুরতা, শীতল ঘর্ম্ম এবং হঠাৎ দৈহিক শক্তির অভাব বশতঃ পদ শীতল হইলে ডাং ট্রোঘোঁ কাষ্টরিয়াম্ প্রয়োগ করিতেন ।

আর্ন্তবাতাব বা এমেনরিয়াঃ—আর্ন্তবাতাবরোগে বেদনায়ুক্ত উদরস্ফীতি জন্মিলে এবং জরায়ুর সংকোচন সহ কুশ্ল বশতঃ ফোঁটায় ফোঁটায় রক্তস্রাব হইলে ডাং ট্রোঘোঁ কাষ্টরিয়াম্ প্রয়োগের ডাং টিষ্ট্ অনুমোদন করিয়াছেন ।

উদরাময়ঃ—দুর্বল ও বাতপ্রকৃতির শিশু, যাহারা গ্রীষ্মতাপে অথবা দস্তোদগমকালে অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়ে, তাহাদিগের জলবৎ অথবা সবুজ আমযুক্ত উদরাময়ের যদি প্রচলিত ঔষধদ্বারা কোন উপকার না হয়, কাষ্টরিয়াম্ প্রয়োগোপযুক্ত ।

২। হিপমেনস্ (Hippomanes Mancinelle.)।

লক্ষণঃ—প্রলাপ; গলক্ষত রোগে গলায় এবং অন্ননলীতে সংকোচন নিবন্ধন রোগী কিছু গলাধঃকরণ অসমর্থ; চক্ষুপট মূদ্রিত করিলে চক্ষুজ্বালায় বৃদ্ধি। স্বকে রসবিষিকা জন্মে।

চিকিৎসাঃ—উপরিউক্ত লক্ষণানুসারে স্কার্লেটিনা বা আরক্ত জ্বরের হিপমেনস্ দ্বারা উপকার হইয়াছে।

৩। ক্যাক্টর ইকুই (Castor equi.)।

চিকিৎসাঃ—ঘোটকের ক্ষুরের অভ্যন্তর ভাগে যে লোহিতবর্ণ পদার্থ জন্মে তাহাকে ক্যাক্টর ইকুই বলা যায়। ইহা স্তনাগ্রের ক্ষত রোগে ব্যবহৃত হওয়ায় ফল দর্শাইয়াছে। স্তনের বোঁটা ফাটিয়া যায়, কর্কশ হয়, এমন কি দুর্দশাগ্রস্ত বোঁটা বুলিয়া পড়ে।

৪। মস্কাণ্, মুগনাভি, কস্তুরী (Moschus, Musk.)।

সম্ভবঃ—মস্কাণ্ বাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—থিয়িডিয়ন (শিরঃশূল জন্মাইলে)।

লক্ষণ।

মন এবং স্নায়ুঃ—রোগী সুরাপানোন্মত্তবৎ উত্তেজিত; নাড়ী পূর্ণ এবং দ্রুত; শরীরতাপ কিঞ্চিৎ বদ্ধিত; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য; উন্মত্তবৎ প্রলাপ, শৃঙ্খলাহীন দ্রুত কথা; শুষ্ঠ নীলবর্ণ এবং মুখমণ্ডল পাণ্ডুর হইয়া যেপর্য্যন্ত রোগী অজ্ঞানাবস্থায় ভূপতিত না হয় কটুবাক্য বলিয়া থাকে; কোন প্রকার শব্দ হইলেই রোগী চমকিয়া উঠে; মৃত্যু সম্বন্ধীয় উৎকর্ষা; উৎকর্ষা জন্মিলে মুচ্ছার ভাব; মুচ্ছায় শরীরের শীতলতা, মুখের পাণ্ডুরতা এবং সম্পূর্ণ অচৈতন্য; শুষ্কবায়ু-রোগবৎ লক্ষণ; পানোন্মত্তবৎ প্রলাপ কথন; নিদ্রাহীনতা; পেশীর

আনর্ডন ; শারীরিক ক্রিয়াবৈষম্য বা এট্যাক্সিয়া ; মুখের আশ্চর্য্যাবৃত্ত ভাব ; ক্ষুদ্র, ক্ষণস্থায়ী আক্ষেপ অপেক্ষা প্রবল ও স্থায়ী আক্ষেপ অধিকতর।

চিকিৎসা।

গুল্মবায়ু বা হিষ্টিরিয়া।—মস্কাস্ গুল্মবায়ু রোগের লক্ষণমধ্যে মূচ্ছাই প্রধান। এসাফিটিডা, ককুল্যাস, ইপ্সেসিয়া, এবং নাকস মস্কোটা প্রভৃতি ঔষধের গুল্ম-বায়ুতেও মূচ্ছাই হইয়া থাকে, কিন্তু রোগলক্ষণের মধ্যে মূচ্ছাই প্রধান স্থানীয় হইলে অধিকাংশ স্থলে, মস্কাস্ লক্ষণসহ সাদৃশ্য প্রকাশ করায় রোগের উপস্থিত কালে ইহা উপযোগী। ধনুষ্ঠঙ্কার-বৎ আক্ষেপ, অজ্ঞানতা এবং পুনঃ পুনঃ মূচ্ছাইর আক্রমণ ইহার প্রদর্শক স্থানীয় লক্ষণ। কথিত লক্ষণ উপস্থিত থাকিলে ডাং হিউজের মতে ইহা সর্বোৎকৃষ্ট এবং ডাং হেবারস্বিথের মতে গুল্মবায়ু রোগে ইহা অত্যন্ত বিষম বলিয়া গণ্য। পেশীর আনর্ডন এবং বক্ষের প্রচণ্ড আক্ষেপ অথবা সংকোচন বর্তমান থাকে। মুখে গঁজলা উঠে, রোগী নীত বোধ করে এবং তাহার মুখ নীলবর্ণ হইতে পারে। মস্কাস্ রোগী প্রচুর ও ফেফাসে মূত্রত্যাগ করে, তাহার “গ্লোবাস্ হিষ্টিরিকাস্ বা গুল্ম”, শিরঃশূল এবং উদর স্ফীতির লক্ষণ উপস্থিত হয়। অনেক সময়েই সহানুভূতিশীল বা সিম্প্যাথটিক স্নায়ুগুলের উদরস্থ মোলার প্লেব্রাস্ বা স্নায়ুজালের উপর বায়ুর চাপ ইহার মূচ্ছাই এবং অচেতনের কারণ বলিয়া অনুমিত হয়; এই সকল রোগীর বেগে উদগার উঠিলে রোগের উপশম হয়। অদম্য হাস্য এবং মনভাবের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনে পর্যায়ক্রমে আনন্দ ও দুঃখের উপস্থিতিও ইহার লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

কামপ্রবৃত্তির বৃদ্ধি হওয়ায় কামোন্মাদার লক্ষণ উপস্থিত থাকিতে পারে। গুল্মবায়ুঘটিত হিকা ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে এবং গুল্ম-বায়ু-গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের উচ্চ শব্দের উদ্গারের পক্ষে ইহা সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। মস্কাস্ গুল্মবায়ুরোগী বড় কলহপ্রিয় বা কটুভাষী, এবং কলহ করিতে করিতে রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। প্যালান্ডিহাম ঔষধও কটুভাষিতা এবং তিরস্কার করার জন্ম খ্যাত। সংক্ষেপতঃ আক্রমণ, পর্য্যায়-ক্রমিক ক্রন্দন ও হাত্ত, গ্লবাস হিষ্টিরিকাস্ বা গুল্মের বর্তমানতা, প্রচুর ফেকাসে মূত্রত্যাগ এবং হঠাৎ অজ্ঞানতার উপস্থিতি প্রভৃতি গুল্মবায়ু-রোগলক্ষণ মস্কাসের পরিচায়ক বলিয়া জানিতে হইবে। জাস্তব পদার্গোৎপন্ন অগ্নাশ্র ঔষধমধ্যে ক্যাস্টরিহাম ও মস্কাসের ত্রায় বহুতর স্নায়বিক দুর্বলতা ঘটিত অসতিষ্কৃতা দি গুল্মবায়ুর পূৰ্ণরূপ লক্ষণ পক্ষে উপযোগী। যাহাদিগের শরীরের অবস্থা গুল্মবায়ুরোগাক্রমণের আশঙ্ক্যবৃত্ত বলিয়া অনুমিত হয় তাহাদিগের সেই অবস্থার সংশোধনে ইহা ফলপ্রদ ঔষধ।

ল্যারিজিস্মাস ট্রাইডুলাস্ ; আক্কেপিক হাঁপানি ; ফুসফুসের আশঙ্কিত পক্ষাঘাত ; এঞ্জাইনা পেক্তুরিস্ বা হৃৎশূল ; হৃৎ-শব্দক কাসিস্ ; হৃৎকম্প ।—এই সকল স্নায়ু বৈকারিক রোগেও অবস্থা বিশেষে মস্কাস্ উপকারী। এই সকল রোগের সহিত অনেক সময়েই গুল্মবায়ু লক্ষণের আভাস থাকে। খর্ খর্ শব্দবিশিষ্ট নিঃশ্বাস থাকিলে এবং আহারে ও হাত্তে রোগের আক্রমণ হইলে ল্যারিজিস্মাস ট্রাইডুলাস রোগে (ইহার অধিকাংশ রোগে স্বরঘন্ত্র ও বক্ষের সংকোচন থাকায় শ্বাসরোধের উপক্রম হয়), আক্রমণ হঠাৎ হইলে এবং আনুসঙ্গিক লক্ষণ স্বরূপ শ্লেষ্মাপূর্ণ বক্ষে ঘড়ঘড়ি

থাকিলে ও বক্ষের খল্লীবৎ অবস্থায় তাহার সংকোচন বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ, জন্মিলে হাঁপানিরোগে, বক্ষে সংগৃহীত অত্যধিক শ্লেষ্মা, নিষ্ঠূত করিবার কষ্টজনক ফুস্ফুসের পক্ষাঘাতের উপক্রমে, বক্ষের অতিশয় কশাভাব উপস্থিত হওয়ায় অনবরত দীর্ঘশ্বাস গ্রহণের প্রবৃত্তিবৃত্ত জ্বংশূল রোগে, যৎপরোনাস্তি শ্বাসকৃচ্ছ ও শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়িযুক্ত হৃৎশব্দক কাসিতে এবং শ্বাসকৃচ্ছ ও মৃত্যুকল্প উৎকর্ষ প্রকাশক হৃৎকম্পরোগে *অস্ফাস্* উপযোগী ঔষধ বনিয়া বিবেচিত হইয়াছে ।

৫ । মেফিটিস্ (*Me phitis Americana.*) ।

তুলনীয় ঔষধ :—এম্ব্রা, আর্স, ককাস্, কবেরলকরা, ড্রসিরা ।

সাম্প্রদায়িক ত্রিফলা :—মেফিটিস্ প্রধানতঃ মস্তিষ্কমেরুজ্জা আক্রমণ করায় নিউমোগাষ্ট্রিক্ স্নায়ু আক্রান্ত হইলে শ্বাসযন্ত্রের আক্ষেপক অবস্থা উৎপন্ন হয় । এজগ্ৰ ইহা হাঁপানি এবং হৃৎশব্দক কাসি প্রভৃতি রোগ-চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইহা ভূমের দেশীয় বিড়ালবৎ জন্তু বিশেষ হইতে উৎপন্ন হয় ।

লক্ষণ :—শ্বাসযন্ত্র—পান করিতে জল স্বরযন্ত্র মধ্যে প্রবেশ করে । মতপায়াদিগের হাঁপানি এবং নিদ্রাকালে গন্ধকের বাষ্পাশ্রাণের দ্বারা হাঁপানি । শ্বাসগ্রহণ কষ্টকর, শ্বাসত্যাগ প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে অথবা তাহাতে খ্যাক্ খ্যাক্ শব্দ উৎপন্ন হয় । বক্ষের অবদারণভাব, স্বরভঙ্গ এবং বক্ষভেদকারী বেদনা থাকায় জলপান করিলে, কথা কহিলে অথবা উচ্চ স্বরে পাঠ করিলে, ফাঁপা স্বরের আক্ষেপিক অথবা গভীর কাসির অবস্থায় শ্বাস টানিলে শ্বাসরোধের অনুভূতি জন্মে ; রোগী নিশ্বাস ফেলিতে পারে না, আহারের কতিপয় ঘণ্টা পর ভুক্ত বস্তু বমন করিয়া

ফেলে ; রোগ লক্ষণ রজনীতে ও শয়ন করিলে বর্দ্ধিত হয় এবং প্রাতঃকালে কাসি সরল হইলে কিঞ্চিৎ গয়ার উঠে।

চিকিৎসা।

হৃৎপিণ্ডক কাসি বা হৃৎপিণ্ড কফঃ—স্বরযন্ত্রের অতি সূক্ষ্ম আক্ষেপযুক্ত হৃৎপিণ্ডক কাসিতে **মেফিটিস্** উপকারী ঔষধ। রজনীতে শয়ন করিলে কাসির বৃদ্ধি হয় এবং তাহাতে শ্বাসরোধের অনুভূতি জন্মিলে শিশু শ্বাস ফেলিতে পারে না। ডাং ফ্যারিংটন বলেন বাহির্দৃষ্টিতে ঔষধ রোগের বৃদ্ধি করে বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃত পক্ষে ইহাতে ভোগকালের খর্বতা জন্মাইয়া থাকে। **মেফিটিস্** রোগে প্রতিগ্রাঘিক অবস্থাপেক্ষা হৃৎপিণ্ডকেরই প্রাধাণ্য থাকে। ইহার শ্বাসরোধকর অবস্থা কাসির সঙ্গে সঙ্গে এবং **করেনলিফাম লিডামের** তাহা কাসির পূর্বে উপস্থিত হয় এবং তাহার পরে রোগী বড় দুর্বল হইয়া পড়ে। **মেফিটিসের** কাসিতে অধিক গয়ার থাকে না। ডাং ফিসার তাহার শিশু চিকিৎসাবিষয়ক পুস্তকে হৃৎপিণ্ডকাসিতে **মেফিটিস্** অপেক্ষা **ন্যাস্প্র্যাথ্যালিন্** অধিকতর প্রশংসনীয় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অত্যন্ত শুষ্ক কাসিতে প্রতিগ্রাঘিক লক্ষণ সূক্ষ্ম না থাকিলে, কাসির আবেশের স্থায়িত্ব কাল অত্যধিক হইলে এবং তাহাতে বক্ষের সংকুচিতভাব বর্তমান থাকিলে ডাং ডিউইও **ন্যাস্প্র্যাথ্যালিনের** উপকারিতা লক্ষ্য করিয়াছেন। অতি যত্নপ্রদ হৃৎপিণ্ডকাসিতে মহাআ হ্যানিমান **লিডামের** বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

হাঁপানিরোগ বা এড্‌হুমাঃ—মৃগপায়ীদিগের হাঁপানিরোগে **মেফিটিস্** কিঞ্চিৎ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। ক্ষয়কাশরোগের শ্বাসকৃচ্ছ, ড্রসিরা দ্বারা প্রশমিত না হইলে ইহার ব্যবহার করা

যাইতে পারে । **রুমেক্স** এবং **ষ্টিক্টাও** এস্থলে দ্রষ্টব্য ।
রজনী ২ টার সময় রোগের বৃদ্ধি হইলে **রুমেক্স** এবং ডাং ব্লেকের
মতে বিদীর্ণবৎ শিরঃশূল উপসর্গযুক্ত রোগে **ষ্টিক্টা** উপযোগী । **মেক্সিটিস**
রোগী বিলক্ষণ শৈত্যসংশ্লিষ্ট । বরফবৎ শীতল জলে গাত্র ধৌত করিলেও
রোগী আনন্দানুভব করে ।

৩ । ল্যাক্‌ কেনিমাম, শ্ব-দুগ্ধ (Lac caninum)

সম্বন্ধ—ল্যাক্‌ কেনিমামের সমক্ৰিয় ঔষধাবলী—এপিস্‌, কনায়,
মিউরেক্স, ল্যাকেসি, কেলি বাই, পালস্‌ সিপি, সাল্‌ফ ।

সাধারণতঃ ইহার একমাত্র ঔষধে উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে ।

সাধারণ ক্রিয়া—ল্যাক্‌ কেনিমাম বিশেষ প্রকারের
স্নায়বিক লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে । ইহার যথেষ্ট পরীক্ষা না হইলেও
উপরি উক্ত স্নায়বিক এবং অগ্নাত্ম শরীরঘনলক্ষণের যে বিশেষতা দৃষ্ট
হয় তাহাতে রোগচিকিৎসায় ইহার নির্বাচন বিশেষ কষ্টসাধ্য বলিয়া
অনুমিত হয় না । নিম্নে আমরা ইহার বিশেষ বিশেষ স্নায়বিক লক্ষণের
উল্লেখ করিয়া রোগ বর্ণন কালে অগ্নাত্ম লক্ষণের যথাযথ বিবরণ করিব ।

মানসিক লক্ষণে রোগীকে অত্যন্ত **বিস্মৃতিশীল** দৃষ্ট হয়, রোগী
কোন বস্তু ক্রয় করিলে তাহা ফেলিয়া চলিয়া যায়, কোন বিষয় লিখিতে
অনেক অনাবশ্যক কথা লিখে অথবা আবশ্যক কথা লিখে না ; শেষের
কথা পরিত্যাগ করে ; লিখিতে বা পড়িতে মনঃসংযোগ করিতে পারে না ;
অত্যন্ত বাতিকগ্রস্ত থাকে ।

বিষম এবং ভরসাহীন রোগী মনে করে তাহার রোগ অসাধ্য ; তাহার
বন্ধু বান্ধব কেহ জীবিত নাই ; বাঁচিয়া ফল নাই ; যে কোন সময়ে ক্রন্দন
করিতে পারে ।

অসন্তুষ্ট এবং উত্তেজনা প্রবণ ; সকল সময়েই, বিশেষতঃ রজনীতে, শিশু ক্রন্দন করে ও চীৎকার করে।

মৃত্যু ভয়ে, উন্মাদ হইবে বলিয়া, সিঁড়ি হইতে পতিত হইবার আশঙ্কায় এবং একা থাকিতে রোগী ভীত হয়।

শরীর অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনা প্রবণ, অস্থির এবং স্পর্শসহিষ্ণু থাকে।

রোগ লক্ষণ এক স্থানে স্থির থাকে না, ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করে, হরিত শরীরের একাংশ হইতে অন্যংশে ধাবিত হয়, কতিপয় ঘণ্টা অথবা দিবসের পর পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে যায়।

চিকিৎসা।

শিরোঘূর্ণন বা ভার্টিগো :—ল্যাক কেনির শিরোঘূর্ণন অতি আশ্চর্য্য প্রকারের। ভ্রমণকালে রোগীর অনুভূতি জন্মে যে, সে উচ্চে বায়ুমাগরে ভাসমান হইতেছে; শয়নাবস্থায় বোধ করে যেন সে শয্যোপরি নাই। ল্যাকেসিস রোগী শয়ন করিলে বোধ করে যেন সে বায়ুমধ্যে ভাসিতেছে, তাহার শরীরে শয্যা সংস্পর্শ হইতেছে না, অথবা সে নিম্নে নামিয়া পড়িতেছে।

পূর্বে বলা হইয়াছে ইহার পরীক্ষোদ্ভূত লক্ষণের তাদৃশ প্রাচুর্য্য নাই অথবা রোগচিকিৎসায় ভ্রূয়ো ব্যবহৃত হইয়া তাহার চিকিৎসকমণ্ডলীতে সর্ববাদিসম্মতরূপে বিশ্বাস বলিয়া গৃহীতও হয় নাই। তথাপি লক্ষণ নিচয়ের অবিরত স্থান পরিবর্তনশীলতা—যাহাতে রোগ প্রাথমিক আক্রমণ স্থান হইতে অন্যংশে যায় এবং পরেই পূর্ব বা তৎসম্মিহিত স্থানে পুনরাবর্তন করে—এবিষয়ে চিকিৎসক মণ্ডলীত ঐকমত্য আছে। ফলতঃ বেদনা ও স্ফীতি প্রভৃতি রোগ লক্ষণের আড়াআড়ি ভাবে পুনঃ পুনঃ

স্থান পরিবর্তন ল্যাক্‌ কেনিন্‌র অকাটা ও অন্তঃসাধারণ প্রদর্শক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । উপরি উক্ত রূপ লক্ষণপ্রকৃতি বর্তমান থাকিলে পিনস বা অজীনারোগে পর্যায়ক্রমে এক নাসিকার রোধ ও অন্তর হইতে শ্রাব, রসবাত বা রিউম্যাটিজম্‌, গলক্ষত, মারাত্মক গলক্ষত বা ডিফথিরিয়া (ক্ষত কাচের তায় মন্থণ ও চক্‌চকে থাকে), ম্যাফাইটিস বা স্তনপ্রদাহ প্রভৃতি প্রনাটক রোগ এবং এমন কি গুল্মবায়ু প্রভৃতি যে কোন রোগ হউক না কেন তাহার আনুষঙ্গিক বেদনাদি লক্ষণের যদি আড়া আড়ি ভাবের স্থান পরিবর্তন শীলতা বর্তমান থাকে ল্যাক্‌ কেনিনাম্‌ তাহা আরোগ্য করিতে সক্ষম ।

রক্তোবাহুল্য বা মেনস্ট্রুজিয়া ।—উজ্জল লোহিতবর্ণ, চটচটে এবং সূতা সূতাভাবের ঋতুশ্রাব অতি শীঘ্রাগত ও অতি প্রচুর হইলে ল্যাক্‌ কেনিন উপকারী । ঋতুর পূর্বে ও ঋতুকালে স্তন ক্ষীণ, বেদনাবৃত্ত এবং স্পর্শসহিষ্ণু থাকে । ক্রকাসের ঋতুশোণিত দ্বিষং ক্রমবর্ণ এবং সূতা সূতা ভাবের হয় । স্তনের ক্ষীণি প্রভৃতিতে ইহা কন্যাস্থান সহ তুলনীয় ।

ফাইসমেট্রা বা যোনির ক্ষীণি ও যোনি হইতে বায়ু নিঃসরণরোগ—ল্যাক্‌ কেনিন আরোগ্য করিতে সক্ষম । এ রোগে ইহা ব্রিমিণ, লাইক, নাক্স ভ স্যাঙ্কুই সহ তুলনীয় ।

সহজ ও উপদংশজ ক্ষতের আকৃতি কাচবৎ মন্থণ ও চাকচিক্যশালী হইলে ল্যাক্‌ কেনিন উপকার করে ।

স্তন্য রোধ করিবার আবশ্যক হইলে ল্যাক্‌ কেনিন দ্বারা তাহা প্রায় নিশ্চিতরূপে সংসাধিত হয় । রুদ্ধ দুগ্ধ পুনরা-

নয়নে ল্যাক ডিফ্লু এবং এস্‌ফি শ্রেষ্ঠ । ভ্যারেন্‌দা-পাতার উষ্ম পোপলিটসও রক্ত দৃষ্টি পুনর'নয়ন করিতে পারে । শিক্ষার্থীদের স্বরণ রাখা কর্তব্য যে ল্যাক কেমিনাম গলাভ্য-স্তরে অনেক লক্ষণ উৎপন্ন করিয়া থাকে ; এজন্ত ইহা তাহার রোগা-রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিগণিত ।

৪ । ল্যাক্ ডিফ্লুরেটাম (Lac Defloratum.)

(শক্তিতে পরিণত দুগ্ধ বা ঘোল)

সাধারণ ক্রিয়াঃ—ডাং ডন্‌কিন ঘোল দ্বারা বহুমূত্র ও লালামেহ বা এন্‌থ্রিম্‌ভারিয়া রোগ চিকিৎসায় আশাতীত ফল লাভ করায় ডাং সোয়ান ইহাকে হোমিওপ্যাথি প্রথানুসারে শক্তিতে পরিণত করেন । তদবধি বহুতর কৃত্রিমত্ব হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক অতি কঠিন কঠিন রোগে ইহার ব্যবহার দ্বারা উপযুক্ত হলে ইহার অমোঘ রোগারোগ্য শক্তির নিঃসন্দিগ্ধ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন ।

আমরা অনেকেই জ্ঞাত আছি কোন কোন ব্যক্তি স্বভাবতঃই দুগ্ধবিদ্বেষী থাকে অথবা যে কোন প্রকার আকারে দুগ্ধ পান করিতে, এমন কি ছানা, মাখন প্রভৃতি দুগ্ধের অংশ বিশেষ দ্বারা প্রস্তুত সামগ্রী তাহারা আহাৰ করিতে পারে না, কিম্বা আহাৰ করিলে রুগ্ন হইয়া পড়ে । এই সকল ব্যক্তি দুগ্ধে বড়ই অসহিষ্ণু থাকে ; দুগ্ধের ঔষধগুণ পরীক্ষায় ইহারাই উপযুক্ত পাত্র । ইহার দুগ্ধ, ঘোলাদি যে কোন প্রকার দুগ্ধ, হইতে প্রস্তুতপদার্থ আহাৰ করিলে যে সকল রোগ লক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহাতেই আমরা ইহার রোগারোগ্যকর ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকি ।

দুগ্ধে অসহিষ্ণু ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের শরীর অত্যন্ত শীতল ও রক্তহীন থাকে । উষ্ণ গৃহপ্রবেশ অথবা উষ্ণ বস্ত্রদ্বারা দেহ আবৃত করা, ইহার কিছুতেই

ইহাদিগেব শরীর উষ্ণ হয় না। ইহারা এতদূর শীতকাতর যে নিকীত গৃহেও বোধ করে যেন গাত্রে পাখার বাতাস লাগিতেছে। ইহারা সিক্ত বায়ুতে বা আব হাওয়াতেও অসহিষ্ণু। ইহাদিগের সম্পূর্ণ শরীরে, বিশেষতঃ মস্তকে, রসবাতজ্জ বেদনা ও স্নানশূল হয়। শিক্ষার্থীদিগের স্রবণ রাখা উচিত যে দ্রুত বিদ্যেবিশিষ্ট ব্যক্তি, “দ্রুত পান করিলেই যাহাদিগের উদরাময় এবং বিবমিষা, বমন, বমনযুক্ত শিরঃশূল ও উদগার প্রভৃতি আমাশয় লক্ষণ উপস্থিত হয়” তাহারাই ল্যাক ডিফ্লোর উপযুক্ত কার্যক্ষেত্র।

লক্ষণ।

মনঃ—ভ্রমোৎসাহ, জীবন রক্ষার্থ চেষ্টাহীনতা; যত্ন হওয়ার নিশ্চিত ধারণা থাকিলেও রোগী তজ্জগত ভীত হয় না।

মস্তকঃ—বমনযুক্ত শিরঃশূল (আমেরিকার) প্রাতঃকালে গাত্রোথান করিলে লগাটদেশে আরম্ভ হইয়া মস্তকপশ্চাতে বিস্তৃত হয় (ব্রায়); ঋতুস্রাবকালীন তীক্ষ্ণ দপদপানি শিরঃশূলে বিবমিষা, বমন, অক্লান্ত, অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ এবং অত্যন্ত দুর্বলতা জন্মে; গোলমাল শব্দে, আলোকে ও শরীরচালনায় বদ্ধিত হয়; মস্তকে কশিয়া ফিতা বাঁধিলে তাহার উপশম হয়; শিরঃশূল হইলে রোগী প্রচুর ফেকাসে মত্ৰত্যাগ করে।

শাস্ত্রঃ—গুল্মবায়ু রোগে বোধ হয় যেন একটি বৃহৎ গোলা বা গুল্ম (Globus hystericus) আমাশয় হইতে উখিত হইয়া গলদেশে যাওয়ায় শ্বাসরোধ করিতেছে (এসফি)। নিদ্রাহীনতা বশতঃ বহুকালস্থায়ী এবং যৎপরোনাস্তি কষ্ট (ককু, নাই এসি) ও অত্যন্ত অস্থিরতা জন্মে এবং কোন কার্য্য করুক বা না করুক রোগিনী

অত্যন্ত শক্তিহীন বোধ করে, ভ্রমণকালে ক্লান্ত হয় । রোগিণী বস্ত্রাবৃত থাকিলেও বোধ করে যেন শরীরোপরি শীতল বাতাস বহিতেছে ; যেন তাহার শয্যাবস্ত্র সিক্ত আছে ।

মল এবং মলদ্বারঃ—নিষ্ফল মলবেগ ; বিষ্ঠা শুষ্ক এবং কঠিন ; বিষ্ঠা বৃহদায়তন ও কঠিন থাকে এবং অত্যন্ত বেগ দিয়া তাহা তাগ করিতে মলদ্বার ক্ষত হয় ও রোগী বেদনায় চীৎকার স্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠে ।

স্ত্রীজননেদ্রিয়াঃ—ঋতুশ্রাব বিলম্বে হয় ; শীতল জলে হস্ত ডুবাইলে ঋতুরোধ ঘটে (কনায়) ; ঋতুশ্রাবকালে এক পেয়ালার দুগ্ধ পান করিলে তৎক্ষণাৎ ঋতুরোধ ঘটিয়া পরের ঋতু কাল পর্য্যন্ত তাহা বন্ধ থাকে (কন্) ।

চিকিৎসা ।

শিরঃশূল বা হেডেক্ঃ—নলাট প্রদেশে তীক্ষ্ণ শিরঃশূল আরোগ্য ল্যাক ডিফ্লুরেটান্ কিঞ্চিত স্বেচ্ছাতি (লাভ) করিয়াছে । শিরঃশূল দপদপানি প্রকৃতিবিশিষ্ট । রক্তহীন স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এই রোগ দেখিতে পাওয়া যায় । রোগিণীর কঠিন কোষ্ঠ বন্ধ থাকে এবং বিবমিষা ও বমন হয় ।

বহুমূত্র, মধুমেহ বা ডাইয়াবিটিস্ মেনিটাস্ঃ—মধুমেহ চিকিৎসায় ননি তোলা (টানা) দুগ্ধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । প্রথমে রোগীর অবস্থা বিশেষে কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক সাধারণ পেয়ালার এক পেয়ালার (অঃ ৬-৮) করিয়া দুগ্ধ পূর্কাকু, মধ্যাকু, এবং রজনীতে পানের ব্যবস্থা করিয়া তাহা সহ হইলে এবং রোগীর অবস্থা ক্রমে উন্নতি লাভ করিলে তাহার মাত্রার বৃদ্ধি করা আবশ্যক । এক্ষণে রোগী

দৈনিক ৪।৫ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ পান করিতে পারে। ফলতঃ আমরা রোগীকে উপরি উক্ত পরিমাণ দুগ্ধ পান করাইয়াছি। শর্করাযুক্ত খাদ্য রহিত করিতে হয়।

জ্বরান্বল্লংশ বা প্রল্যাপ্সাস্ ইউটারাই।—রক্তাল্পতাবিশিষ্ট, পুষ্টিহীন, দুর্বল এবং শীর্ণকায় স্ত্রীলোকদিগের জ্বরান্বর রক্তাধিক্য ব্যতীতও যদি শিথিল জরায়ু স্থানচ্যুত হইয়া বুলিয়া পড়ে ল্যাক ডিফ্লুরেটাম তাহা আরোগ্য করিতে পারে। এনে-ট্রিস্, কলফা, এবিস্ কেনা, ক্যাস্কে ফস্, নেট্‌মিউ, হেলনিয়াস্ এবং নেট্রাম হাইপক্লর প্রভৃতি ইহার অগ্রান্ত ঔষধ।

রক্তদুরোধ বা সাপ্রেসন অব মে-সস্।—শীতল জলমধ্যে হস্ত ডুবাইলে অথবা নানাধিক এক বাটি ঠাণ্ডা ও কাঁচা দুগ্ধ পান করিলে ল্যাক ডিফ্লুর ঋতুরোধ ঘটে। ঔষধের ব্যবহার না করিলে, তৎপরে শীতল জলমধ্যে হস্ত রাখিলে কোনায়ামেও ঋতুরোধ ঘটে। ইহা এ রোগে ফসফরাস সহও তুলনীয় হয়।

জলশোথ বা ড্রপসি।—উপাদানগত হৃৎরোগ, পুরাতন যক্ষ্মবিকার ও বহুকালের লালামেহ বা এম্বুমিউরিয়া প্রভৃতি রোগ জন্ম এবং সবিরাম জরাস্তিক জলশোথরোগ ল্যাক ডিফ্লুরেটাম্ দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে।

অদম্য কোষ্ঠবদ্ধরোগে বিষ্ঠা বৃহদায়তন, শুষ্ক ও কঠিন থাকিয়া পুনঃপুনঃ নিষ্ফল মলবেগ হইলে এবং বেগ দ্বারা অতি কষ্টে মলত্যাগ করিতে মলদ্বার ছিন্ন হওয়ায় যন্ত্রণা বশতঃ রোগী চাঁৎকার স্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলে ল্যাক ডিফ্লুর তাহা আরোগ্য করিয়া থাকে।

ফলতঃ ননী বিবর্জিত অথবা নির্জলা বা অমিশ্র গো-দুগ্ধ রোগীর অবস্থানুসারে ন্যূনাধিক মাত্রায় ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর অন্তর ব্যবস্থা করিয়া আমরা বহুতর অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ, পুরাতন উদ্ভ্রামন, পুরাতন আমরক্ত এবং জলশোথ-রোগ আরোগ্য করিয়াছি। বসাপকৃষ্টতারোগেও এরূপ চিকিৎসায় উপকার পাওয়া যায়; মেদরোগ বা শরীরে বসাদিক্য জন্ম স্থূলতা নিবারণের ইহা অতি প্রকৃষ্ট উপায়। তাহাতে ননী তোলা দুগ্ধই উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা। এরূপ চিকিৎসায় আমরা জল একরূপ বন্ধ করাই শ্রেয় মনে করি, তবে রোগীর নির্বন্ধাতিশয় জন্ম অল্প পরিমাণ জল দেওয়া যাইতে পারে। জলের পরিবর্তে বেদানার রস উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা।

রুসিয়া এবং মধ্য এশিয়া দেশে মধুমেহ, লাল্যমেহ, যক্ষ্মাকান্ধ এবং নানাপ্রকার জলশোথ রোগাদির জন্ম একরূপ চিকিৎসা প্রচলিত আছে, তাহা “কুমিস্ চিকিৎসা” নামে খ্যাত। ঘোটক অথবা গাভীর দুগ্ধ হইতে “কুমিস্” প্রস্তুত হয়। রুসিয়া দেশে ইহার এইরূপ প্রস্তুত প্রণালী—দুই চামচপূর্ণ গোধূমের ময়দা, এরূপ এক চামচ মধু, এক চামচ বিয়ার মত্তের গাঁজলা ও যথোপযুক্ত দুগ্ধ একত্র মিশ্রিত ও কাদার তায় প্রস্তুত করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ স্থানে রাখিয়া দিলে তাহা ফাঁপিয়া উঠে বা উচ্ছলিত হয়। এই বস্তু বস্ত্রের খলিতে প্রিয়া ৭।৮ সের দুগ্ধ পূর্ণপাত্রের উপর ১৬ হইতে ২৪ ঘণ্টা বুলাইয়া রাখিলে খলি হইতে বিন্দু বিন্দু জলবৎ পদার্থ দুগ্ধে পতিত হওয়ায় দুগ্ধ পরিবর্তিত হইলে “কুমিস্” প্রস্তুত হয়। রোগীর অবস্থানুসারে ইহা প্রতিদিন ৪।৫।৬ সের পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করা যায়।

লেকচার ৬৮ (LECTURE LXVIII)

বাট্রাচিয়া জাতিভুক্ত ঔষধ ।

বাফ রেণা (Bufo Rana.) ।

সাধারণ নাম :—কটকটে ব্যাঙ্গ বা টোড (Toad.) ।

ভুলনীয় ঔষধ :—এথাস্ ক্যা, কনায়, ল্যাকেসি, কস্ ।

সাধারণ ক্রিয়া :—বাফের পরীক্ষালব্ধ বিশ্বাসযোগ্য কোন লক্ষণ পাওয়া যায় বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি। ইহার ক্রিয়াবিষয়ে যাহা লিখিত হইল তাহার অধিকাংশই চিকিৎসালব্ধ বহুদর্শিতা ও কিঞ্চিৎ উপরি-উক্ত পরীক্ষা হইতে সংগৃহীত লক্ষণ মাত্র। ইহা প্রধানতঃ মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জের স্নায়ুমণ্ডলে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া বৃদ্ধিবৃদ্ধি এবং গতিপ্রদ স্নায়ুমণ্ডল বিধ্বস্ত করিয়া থাকে। মস্তিষ্কের জ্ঞানস্থানের বিকার বশতঃ রোগীর কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনা হইলে রোগী পশুবৎ আচরণ করে। তাহার মাদক দ্রব্য সেবনের ইচ্ছা জন্মে এবং হস্তমৈথুনের প্রবল ইচ্ছা হওয়ায় সে নিভৃত স্থানের অব্যেগণ করে। প্রবাদ আছে ইহাতে ধ্বজভঙ্গ উৎপন্ন হয় বলিয়া কোন কোন অসত্য স্ত্রীলোক স্বকার্য্য সাধন মানসে স্বামীর ধ্বজভঙ্গ উৎপাদন জন্ত ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকে। ইহার ক্রিয়ায় মুগীবৎ সর্কাজীন আক্ষেপ উৎপন্ন হয়। ইহা অতি সত্ত্বর লসীকামণ্ডলী আক্রমণ করায় রস প্রণালী বাহিনী নীলবর্ণ ক্ষীতি উৎপন্ন হয়; অধিকাংশ সময়ে এই ক্ষীতি কোন ক্ষত হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে; ত্বকে ইহার প্রগাঢ় ক্রিয়া আছে।

চিকিৎসা ।

স্বগীরোগ বা এপিলেপ্সি :—ভীতি ও হস্তমৈথুন অথবা অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা নিবন্ধন মুগীরোগের বাহক অত্যন্ত প্রধান

ঔষধ রূপে গণ্য। ইহার “অরা” অথবা রোগাক্রমণের পূর্বে সতর্ককারী লক্ষণ জনেন্দ্রিয় হইতে উৎথিত হয়, এবং সঙ্গমের অবস্থাতেও রোগের আক্ষেপ উপস্থিত হইতে পারে। ইহার রোগের প্রকারভেদে “অরা” সোলার প্লেক্সাস বা উদরান্তরীণ সহানুভূতিক স্নায়ুজালবিশেষ হইতেও বিস্তৃত হইয়া থাকে। ইহাতে রোগাক্রমণের পূর্বে রোগী উত্তেজনা প্রবণ থাকে, অনেক সময় অসংলগ্ন কথা কহে, এবং অল্পেই ক্রোধাক্ত হয়। কিন্তু অথবা ইন্দ্রিয়সেবা অথবা হস্তমৈথুন প্রযুক্ত রোগ চিকিৎসাতেই বাহ্যিক রোগের প্রকৃষ্ট উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। শিশুদিগের রোগের আক্ষেপকালে মস্তক পশ্চাৎ দিকে আকৃষ্ট হইলেও ইহা দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ডাং লিপি বলেন “ঋতুস্রাবের অবস্থার এবং হঠাৎ ভীতি প্রযুক্ত মূরীরোগে ইহা উপকারী।”

কুমির উত্তেজনা বশতঃ মৃগীবাৎ আক্ষেপকালে অবসাদগ্রস্ত ও দুঃখিত রোগী যদি “নীলবর্ণ” হইয়া যায় তাহাতে ইণ্ডিগো ফলপ্রদ। নাকস ভমিকার গায় বাহ্যিক ও অত্যন্ত উগ্রস্বভাব ও উত্তেজনা-প্রবণ থাকে। এই দুই ঔষধ এবং সিলিসিয়া ও ক্যাস্কে-রিন্ধার “অরা” সোলার প্লেক্সাস হইতে উৎথিত হয়। ‘ষ্টেনামের মৃগীও কুমি আদির প্রতিক্রিয়া ক্রিয়া এবং জনেন্দ্রিয় সংশ্লিষ্ট কারণ হইতে উৎপন্ন হয়।

বাহ্যিক চিকিৎসা অগ্রাগ্র রোগমধ্যে মারাত্মক (Malignant) কৃত এবং তৎসংশ্লিষ্ট লসীকাপ্রণালীর নীলবর্ণ স্ফীতি, স্তনের দড়কচড়া ভাবের স্ফীতি বা কর্কট রোগ সংশ্লিষ্ট স্ফীতি ও মস্তিষ্ককোমলতা প্রধান।

লেক্চার ৬৯ (LECTURE LXIX.)

মেলাস্কা শ্রেণীর জান্তব ঔষধ ।

মুরেক্স (Murex.) ।

কোমল শরীরবিশিষ্ট সামুদ্রিক জন্তুবিশেষের রক্তক পদার্থের থলির রস ।

সাধারণ ক্রিয়া :—মুরেক্স সিপিয়ার অতি নিকট সম্বন্ধযুক্ত বস্তু । বিশেষ যত্নপূর্বক পরীক্ষিত না হইলেও রোগচিকিৎসায় ইহার ক্রিয়াবিষয়ে যতদূর স্থিরীভূত হইয়াছে তাহাতে নিশ্চিতরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় যে সিপিয়ার তায় ইহা ও জরায়ুর রক্তাধিক্য উৎপন্ন করে এবং সিপিয়ার ক্রিয়া সহ ইহার ক্রিয়ার লক্ষণগত অতি ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । আমাশয় স্থানে “দমিয়া যাওয়া” বা “কিছু নাই নাই ভাব” এবং অভ্যন্তরীণ মস্তকনিচয়ের ফোনিপথে তৈলিয়া বাহির হওয়ার অনুভূতি জন্মিলে উপবেশন ও আড়া-আড়িভাবে উরুদয় সবলে সংলগ্ন করিয়া তাহার বাধা দেওয়ার চেষ্টা উভয় ঔষধেই বিদ্যমান আছে । প্রভেদ এই যে মুরেক্সরোগীর অতিশয় ও প্রায় অদম্য সঙ্গমেচ্ছা এবং সিপিয়াতে তাহার অভাব অথবা তাহাতে ঘৃণা বর্তমান থাকে । জননে-ক্রিয় সংস্পর্শে মুরেক্সের সঙ্গমেচ্ছা প্রবলতর হয় । ইহার শ্রাবাদি সিপিয়ার শ্রাবাপেক্ষা অধিকতর থাকে । ইহার ঋতুশ্রাব অধিকতর প্রচুর । রক্তনীতে রোগী চমকিয়া জাগ্রত হয় এবং তাহার প্রচণ্ড মূত্রবেগ হইলে প্রভূত পরিমাণ ফেকাসে মূত্র ত্যাগ করে । সিপিয়াতে এরূপ দৃষ্ট হয় না । উভয় ঔষধেই থাকিয়া থাকিয়া ঋতুশ্রাব হয়, এবং উভয়ই জরায়ুর গ্রীবার রোগে উপকার করে ।

চিকিৎসা ।

মূত্রমেহ বা শলি স্ফুরিয়া :—আমরা উপরে মূত্র-কসের যে মূত্রাধিকার বিষয় উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে রোগী রজনীতে প্রভূত পরিমাণ ফেকাসে মূত্র ত্যাগ করে। ডাং এলেন অগ্র প্রকার মূত্রাধিকার বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছেন; তাহাতে কোন রোগী রজনীতে ভ্যালেরিয়ায়ানের স্রাব পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত পরিমাণ দুর্গন্ধযুক্ত মূত্রত্যাগ করিয়াছিল। তবে বিদিত থাকা উচিত যে প্রচুর মূত্রস্রাবই মূত্রেকসের নিয়মিত ক্রিয়া এবং তাহারই অনেক রোগী ইহা আরোগ্য করিয়া থাকে।

স্তনাস্ফুট বা ম্যামারি টিউমার :—ডাং জসেট মূত্র-কস দ্বারা বহুতর রোগীর ম্যামারি টিউমারের বেদনা, বিশেষতঃ তাহা ঋতুস্রাবকালে বদ্ধিত হইলে, উপশম করিয়াছেন।

স্ত্রীজননেদ্রিসরোগ—মেনরেজিয়া : শ্বেত-প্রদর বা লুকরিয়া ; জরাস্ফুটংশ বা প্রোপ্লামাস্ স্ফুটারাই ; প্রসবান্তিক অসংযত জরাস্ফুট বা সাব ইন্ডলুশন্ অব স্ফুটারাস ; এবং কামোম্যান্ড প্রভৃতি :—মূত্রেকসের রজাধিক্য বা মেনরেজিয়ার বিষয় আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি এবং সিপিছা সহ তাহার প্রভেদও বলিয়াছি।

ফলতঃ জরাস্ফুটংশ রোগেই মূত্রেকস্ বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইহা তাহার সর্বপ্রধান বা প্রায় এক মাত্র ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি দোষ ঘটে না। ইহাতে বস্তিকোটরমধ্যে গুরুত্বানুভূতি জন্মে এবং বোধ হয় যেন উদরযন্ত্রাদির যোনিপথে ঠেলিয়া বাহির হইতেছে ; রোগী তাহার বাধা জন্মাইবার জন্ত বসিয়া আড়াআড়ি ভাবে উরুদ্বয়

কঠিনরূপে সংবদ্ধ করে ; আমাশয়স্থানে খালি বোধ হয় এবং তীক্ষ্ণ বেদনা উর্দ্ধে স্তন পর্য্যন্ত যায় ; কোন কোন রোগীর বেদনা শয়নে বৃদ্ধি হয় এবং সেক্রাম বা বস্তুপশ্চাতের অস্থি কনকন করে ; কাহার বা প্রচুর ও সবুজ অথবা রক্তসংযুক্ত শ্বেতপ্রদর দৃষ্ট হয়, রোগী অস্বাভাবিক-রূপে কামাতুর থাকে এবং তাহার জরায়ু বিবৃদ্ধ, কঠিন ও দড় কচড়া ভাবযুক্ত হয় ; অধিকাংশ রোগীরই উপবেশনাবস্থায় জরায়ুতে টাটানি বোধ হওয়ায় বাস্তকোটরমধ্যে তাহার জরায়ুর অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য অনুভব করে। জরায়ুদংশ হইলে রক্তোচ্ছৃ বা বাধক বেদনা হয়। গর্ভশ্রাব অথবা কৃচ্ছ্রসাধা প্রসবের পর জরায়ুর পুরাতন প্রদাহে জরায়ুতে স্পর্শসাহিষ্ণু বেদনা থাকিলে এবং দক্ষিণ অণ্ডাধার প্রদেশের টাটানি দক্ষিণ বক্ষে বিস্তৃত হইলে মুরেক্স্ উপকারী।

প্রসবান্তে জরায়ু সংকুচিত হইয়া স্বাভাবিক আকারাদিতে পরিণত বা সংযত না হওয়ায় (Sub involution) সরলান্রোপরি গুরু চাপ, অর্শের স্ফীতি, ঈষৎ সবুজাভ-পীতবর্ণ, কখন কখন রক্তসংযুক্ত শ্বেতপ্রদর, কখন বা মলত্যাগকালে ঘোনি-দ্বার হইতে রক্তশ্রাব এবং কতিদেশে অত্যন্ত ক্লান্তি, নিম্নাঙ্গে বেদনা ও জরায়ুতে ছুরিকাঘাতবৎ তীক্ষ্ণ বেদনা প্রভৃতি, জন্মিলে মুরেক্স্ দ্বারা মহত্বপকার হয়। ইহাতে জরায়ুগ্রীবা দপদপ করে।

জরায়ুরোগে মুরেক্সের সিপিহা, লিলিহাম, প্ল্যাটিনাম এবং ক্রিস্টিয়াজেট সহ তুলনার আবশ্যক। সিপিহা অনেকাংশে মুরেক্সের তুল্য হইলেও শ্রাবের আপেক্ষিক স্বল্পতা ও কামেচ্ছার অভাব স্পষ্ট প্রভেদক থাকে। জরায়ুগ্রীবারোগেও উভয় ঔষধমধ্যে বিবিধ সাদৃশ্য আছে ; কিন্তু রুগ্ন স্থানের টাটানির অথবা বস্তুকোটরের ক্ষত স্থানের উপরিভাগে কোন বস্তুর চাপ লাগার অনুভূতি থাকার, তাহা হইতে

ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা উদরে ও বক্ষে ধাবিত হওয়ায় পূর্বকথিত রূপ ঘন পীত অথবা রক্তযুক্ত শ্বেতপ্রদরের বর্তমানতায় **মুরেকস** **সিশিহ্না** হইতে প্রভেদিত হয় ।

মূত্রাধিক্যে **মুরেকস্** **ক্রিস্টিজোটে**র সমকক্ষ ; উভয়েই রজনীতে পুনঃ পুনঃ প্রভূত পরিমাণ মূত্রত্যাগ হয় ; প্রথম ঔষধে মূত্রের প্রচণ্ড বেগ হইলে রোগী চমকিয়া জাগ্রত হয়, শেষোক্তে তাড়াতাড়ির সহিত প্রচুব ও দুর্গন্ধ মূত্রত্যাগ হয় ।

মুরেকস্, **সিশিহ্না** এবং **ক্রিস্টিজোটে**, তিন ঔষধেই সবিরাম ঋতুস্রাব হয় এবং উদরবস্ত্রের ঠেলমাঝাও ইহাদিগের সাধারণ লক্ষণ থাকে ; **সিশিহ্না** এবং **ক্রিস্টিজোটে**র সঙ্গম কষ্টপ্রদ, **মুরেকসে** তাহা অদম্য ; **মুরেকস্** এবং **ক্রিস্টিজোটে** আক্ষেপক ঋতুস্রাবের প্রচুরতা থাকে । **ক্রিস্টিজোটে**র শ্বেত-প্রদর উভয়াপেক্ষাই উগ্রতর ও ক্ষতকর থাকে, এবং সংস্পৃষ্ট স্থানে তাহা হাজা উৎপন্ন করে ।

কামোন্মত্ততায় ইহা **লিলিহ্নাম** এবং **প্লাটিনামে**র সহিত তুলনা করা যায় ।



লেখকচাৰ ৭০ (LECTURE LXX.)

ৰেডিযেটা জাতিয় জান্তব ঔষধ ।

১। কৰেলিয়াম্ ৰুৱ্ৰাম্ । ২। মেডুসা । ৩।
ব্যাডিয়াগা ।

১। কৰেলিয়াম্ (Corallium Rubrum) ।

সাধাৰণ নাম ।—ৰেড কৰাল, ৰক্ত প্ৰবাল ।

ভুলনীয়া ঔষধ ।—বেল, ককাস ক্যাক্টরি, ড্ৰসিরা, মাৰ্ক, নাই
এসি, নাক্‌স্‌ভ ।

সাধাৰণ ক্ৰিয়া ।—কৰেলিয়াম্ ঐছিৰ স্নায়ুমণ্ডল আক্ৰমণ
কৰিয়া স্বাস্থ্যপথৰ প্ৰতিশাযিক অবস্থা উৎপন্ন কৰিলে অত্যন্ত স্বাস-
কৃচ্ছ উপস্থিত হয় এবং বক্ষমধ্যে প্ৰচুৰ শ্লেষ্মাৰ সঞ্চয় হইতে থাকে ।

ইহা ত্বকে যে ক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে তাগাতে সূৰা ও সিফিলিস বা
উপদংশ বিষ-বাষ্পৰ মিশ্ৰিত ক্ৰিয়াৰ আভাস পাওয়া যায় ; প্ৰকৃত পক্ষেও
কাৰ্য্য ক্ষেত্ৰে ইহা তৎ বিষয়ক পৰিচয় প্ৰদান কৰিয়াছে ।

লক্ষণ ।

নাসিকা ।—শুষ্ক সন্ধিতে নাসিকা ৰুদ্ধ থাকে ; নাসাৱদ্ধ, ক্ষত-
যুক্ত । স্ৰাবযুক্ত প্ৰচণ্ড সন্ধিতে গলিত মোমেৰ তায় গন্ধহীন শ্লেষ্মাস্ৰাব ।
নাসিকা হইতে ৰক্তস্ৰাব, ৰজনীতেই অধিক ।

পুং জলনেব্ৰিছ ।—লিঙ্গমুণ্ড এবং লিঙ্গমুণ্ডবেষ্টন্থকেৰ অভ্য-
ন্তৰ প্ৰদেশে স্পৰ্শসহিষ্ণু, লোহিতবৰ্ণ ও ক্ষীত ; তাহা হইতে ঈষৎ

পীতাম্বুজ ও দুর্গন্ধ প্রাপ্য । লিঙ্গমুণ্ডে এবং লিঙ্গমুণ্ডবেষ্টকের অভ্যন্তর প্রদেশে লোহিত ও সমতল ক্ষত জন্মিলে দ্রব্য পীত রস নিঃসৃত হইতে থাকে ।

শ্বাসযন্ত্র :—প্রাতঃকালে গভীর শ্বাস গ্রহণ করিলে বোধ হয় যেন বায়ুনলীপথে বরফবৎ শীতল বায়ুর স্রোত বহিতেছে, তাহাতে কিঞ্চিৎ কাসির উদ্বেক হইলে শ্বাসনলী হইতে অনেক কষ্টে গয়ার তোলা যায় । কষ্টকর ও যন্ত্রণাদায়ক শ্বাসপ্রশ্বাস । থাকিয়া থাকিয়া প্রবল আক্ষেপিক কাসি ।

অবস্থা :—অগুপ্তি, বিশেষতঃ করতলোপরি মস্থ কলঙ্ক । প্রথমে তাহা প্রবালবৎ লোহিত বর্ণ থাকে এবং ক্রমে কৃষ্ণাভা হইলে তাহা উপদংশের দ্বায় বিশেষ পরিচিত তাত্রবর্ণ ধারণ করে (ফ্যারিংটন) ।

চিকিৎসা ।

নাসিকা সর্দি :—ডাঃ হাম বলেন—“আমি বহুদশিতা দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছি যে, কক্সাল পশ্চাৎ নাসিকারন্ধ্রের সর্দিরোগের অগ্রতম উৎকৃষ্ট ঔষধ ; পশ্চাৎ নাসাপথ হইতে বিন্দু বিন্দু স্লেষ্মা গলমধ্যে পতিত হয় । অত্র কোন ঔষধের বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ না পাইলে আমি অধিকাংশ রোগীকেই এই ঔষধ ব্যবস্থা করি । ইহা নিষ্ফল হওয়ার সংবাদ আমি কচিৎ পাইয়া থাকি ।” এস্থলে নেট্রাম কার্ব তুলনীয় ঔষধ ।

হৃৎপিণ্ড কাসি বা হৃৎপিণ্ড কফ :—কঠিন হৃৎপিণ্ডকাসির পক্ষে কক্সাল উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য । কাসির আক্রমণ হইবার পূর্বে শ্বাসরোধের অনুভূতি জন্মে । শিশু খাবি খাওয়ার দ্বায় করিলে তাহার মুখ কাল হইয়া যায় । ইহাতে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, ক্ষণস্থায়ী ও ঘণ্টাধরানবৎ কাসি অতি শীঘ্র শীঘ্র হইতে থাকে তাহাকে

“মিনিট গান্” কাসি বলে। খাবি খাওয়ার তায় ও কর্কশ শব্দের শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা ইহার শ্বাসরোধের অবস্থা প্রকাশিত হয়। বোধ হয় কাসির আক্রমণের পর শিশু নিস্তেজ হওয়ার চলিয়া পড়ে। সম্ভবতঃ ইহা অনেক সময়েই রোগের শেষাবস্থায় উপযোগী, কিন্তু রোগে স্নায়বিক লক্ষণের বর্তমানতা এবং রোগাক্রমণের পূর্বে বক্ষের সংকোচন ইহার অতি আবশ্যকীয় নির্দেশক লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে। ইহার কাকরববৎ নিঃশ্বাসশব্দ বা ছপ্ মেফিটিসের তায় সুস্পষ্ট নহে। ডাং টিষ্ট করেলিয়াম এবং চেলিডনিয়ামকে ছপ শব্দক কাসির চিকিৎসার পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ বলিয়া উপদেশ দিতেন এবং ডাং ডান্হাম কল্লানকে প্রচণ্ড রোগের ঔষধ বলিয়া প্রশংসা করিতেন।

শ্রাঙ্কার বা উপদংশজ ক্ষতঃ—প্রবালের তায় লোহিতবর্ণ, সমতল এবং অতিশয় জড়ভাববিশিষ্ট ও কখন কখন বেদনামুক্ত উপদংশের ক্ষত চিকিৎসায় কল্লান অতি উপকারী ঔষধমধ্যে ধর্তব্য। উপদংশজ কোমল ক্ষত বা শ্রাঙ্ক ইড কিম্বা সফ্ট শ্রাঙ্কার ইহা অতি শীঘ্র ও নিশ্চিত আরোগ্য করিয়া থাকে।

২। মেডুসা বা জেলিফিস (Medusa or Jellyfish.)।

চিকিৎসাঃ—মেডুসা আটিকা স্কুরেন্সের তায় আমবাত আরোগ্যকারী ঔষধ। কিডনিতেও ইহা কিঞ্চিৎ ক্রিয়া প্রকাশ করে।

৩। ব্যাডিগা (Badiaga.)

সাম্প্রদায়িক নামঃ—ফ্রেশ ওয়াটার স্পঞ্জ।

ভুলনীল ঔষধঃ—ব্যারা কা, আয়ডি, কেলি আয়, মার্ক, ফাইটল, সিলিক, স্পাইজি, স্পঞ্জি, সাল্ফার।

সাধারণ ক্রিয়া :—কণিয়াদেশের নির্মূল জলমধ্যস্থ স্পঞ্জ ব্যাডিয়াগা নামে খ্যাত । ইহার উপাদান বিশ্লেষণ করিলে লাইম (চূর্ণ), সিলিকা (বালুকা) ও এলুমিনা (কর্দম) প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই সকল বস্তুর উপরেই ইহার ক্রিয়া নির্ভর করে বলিয়া হানিমান ইহাকে এন্টিসোরিক ঔষধ শ্রেণীভুক্ত করিয়া গিয়াছেন । ইহা শোণিতে ক্রিয়া প্রকাশ দ্বারা যে শারীরিক অবস্থা উৎপন্ন করে তাহা গণ্ডমালা ঘটিত শারীরিক অবস্থার সদৃশ বলিয়া প্রতীয়মান হয় । ইহার ক্রিয়ায় মুখ-মণ্ডলে যে তাম্রবর্ণ উদ্বেদ উঠে তাহা এবং ইহার উপদংশজ বাঘি আরোগ্যের ক্ষমতা ইহাকে এন্টিসিফিলিটিক বা উপদংশবিষ প্রতিষেধক ঔষধ বলিয়াও প্রতিপন্ন করে । ইহা অনেকাংশে স্পঞ্জিয়ার সমক্রিয়া ঔষধ ।

লক্ষণ ।

স্নায়ু :—সম্পূর্ণ শরীরের পেশীর এবং স্বকের স্রষ্টবৎ বেদনা ; স্পর্শে এমন কি বস্ত্র স্পর্শেও পেশী টাটায় ; আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার ত্রায় টাটানি ।

হৃৎপিণ্ড :—হৃৎপিণ্ডের কঠিন থর থর কম্প ; উপবেশন অথবা শয়নাবস্থায়, বিশেষতঃ হঠাৎ মানসিক উল্লাস বা ভাবোত্তেজনা জন্মিলে, শঙ্কান্বিত ভাবের হৃৎকম্প ।

চিকিৎসা :—আমরা ইতিপূর্বে ব্যাডিয়াগার হৃৎপিণ্ড লক্ষণ বিবৃত করিয়াছি । কার্য্যক্ষেত্রেও হঠাৎ উল্লাস প্রভৃতি মানসিক ভাবোত্তেজনা বশতঃ হৃৎকম্প হইলে কফিহা এবং ফসফরা-সের ত্রায় ইহা দ্বারাও উপকার হইয়া থাকে । উপদংশ অথবা পুয়-মেহ নিবন্ধন বাগী বা বিউবোর কুচিকিৎসা হওয়ায় তাহা দড়কচড়া ভাব ধারণ করিলে কার্ব্ব এনিম্যানিলিনের ত্রায় কার্য্য করিয়া ব্যাডিয়াগাও তাহা আরোগ্য করিতে সক্ষম ।

লেকচার ৭১. (LECTURE LXXI).

কীট ও পতঙ্গ পর্যায়ের জান্তব ঔষধশ্রেণী।

- ১। ককাস্ ক্যাক্টাই। ২। সিমেক্‌স্।
৩। ভেস্পা। ৪। ফর্গিকা। ৫। ডরিফরা।
৬। র্যাটা।

১। ককাস্ ক্যাক্টাই (Coccus Cacti.)।

তুলনীয় ঔষধ :—ক্যাচারিস, আয়ডি, কেলি বাই, কেলি
আয়।

সাধারণ ক্রিয়া :—মস্তক-মেরুজ্জের স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ
দ্বারা ককাস কিউনি এবং পরিপাকযন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্রপথে ক্রিয়া প্রকাশ করে।
এই ক্রিয়াফলে আক্রান্ত যন্ত্রাংশের উত্তেজনা এবং প্রদাহ হইলে তাহা
হইতে, বিশেষতঃ গলগহ্বর ও স্বরযন্ত্র হইতে, প্রভূত পরিমাণ আটা এবং
দড়ি দড়ি শ্লেষ্মাস্রাব হয়।

লক্ষণ।

নাসিকা :—পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড হাঁচি। নাসিকা হইতে অত্যধিক
শ্লেষ্মার নিঃসরণ। নাসিকার শুষ্কতা। নাসারন্ধ্রের পার্শ্বে পীতবর্ণ মামড়ি।

শ্বাসযন্ত্র :—বায়ুনলীমধ্যে শ্লেষ্মার সঞ্চয়। বায়ুনলীতে অবদরণ-
ভাব বশতঃ কাসি। স্বরযন্ত্রপশ্চাতে আথ্রোট ফলের ত্রায় বস্তু ঋণ্ড
আবদ্ধ থাকা বোধ হওয়ায় বারম্বার রোগী তাহা গলাধঃকরণ চেষ্টা করিতে
বাধ্য। স্বরযন্ত্রে প্রচণ্ড শুড়শুড়ি হওয়ায় রজনীতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে
রোগী কাসিয়া অনেক আটা শ্লেষ্মা নিষ্ঠূত করে। শুড়শুড়িযুক্ত কাসির

আক্রমণ শ্লেষ্মা উঠিলে শেষ হয় । দন্ত মাজিলে অথবা মুখ ধোত করিলে কাসি পায় । কাসিলে অনেক আটা ও শ্বেতলালাযুক্ত শ্লেষ্মা উঠে । কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস । বক্ষ কষ্ট ও টাটানি । বক্ষপার্শ্বে স্ফিচিবেধার ও খোঁচালাগার ছায় বেদনা ।

গলমধো :—গলমধ্যে ও গলগহ্বরে শুষ্কতা ও জ্বালা । গলমধ্যে কাঁচা ও ছাঁচা বোধ হইলে শ্লেষ্মা নির্ভূত হয় । উপজিহ্বা প্রলম্বিত বোধ হওয়ায় অবিশ্রান্ত গলাখাঁকর । অবিরত গলাগুড়গুড়ি । গলমধোর রোগ লক্ষণ তাপে, বিশেষতঃ শয্যাতাপে, বদ্ধিত । গেলার কষ্ট ।

মূত্রযন্ত্র :—উভয় কিডনিপ্রদেশে মূছ চাপবৎ ও টাটানি বেদনা । মূত্রত্যাগকালে মূত্রনলীতে জ্বালা, মূত্রনলীতে স্ফিচিবেধবৎ বেদনা ও চুলকনা । পুনঃ পুনঃ ও অত্যধিক মূত্রবেগ । বারম্বার ও প্রচুর পরিষ্কার মূত্রস্রাব করিলে সত্ত্বর তাহা আবিল যুক্ত ও অপরিষ্কার হইয়া যায় । মূত্রে ইষ্টকচূর্ণবৎ তলানি পড়ে ।

চিকিৎসা ।

শ্বাসযন্ত্র রোগ—নাসিকাসর্দি : হুপ শব্দক কাসি ; স্বরযন্ত্রপ্রদাহ বা ল্যারিঞ্জাইটিস ; বায়ু-নলীর প্রতিশ্লেষ বা ক্যাটার ; যক্ষ্মাকান্ধ বা থাইসিস্—শ্বাসযন্ত্র রোগ, বিশেষতঃ হৃপিংকাসির চিকিৎসাতেই কক্কাস্ ক্যাঙ্কাইর অধিকতর প্রয়োগ হইয়া থাকে । এই সকল রোগের বিশেষ লক্ষণমধ্যে প্রভূত আটা ও দড়ি দড়ি শ্লেষ্মা উঠা প্রধান স্থানীয় । শ্লেষ্মা নিষ্ঠূত করিতে তাহা সূত্রাকার ধারণ করিলে তাহার এক সীমা মুখসংলগ্ন থাকে ও অপর সীমা স্নতিকান্দ্র স্পর্শ করে ।

কক্কাসেন্ন—হপিং কাসির আবেশে রোগী কাসিয়া পরিষ্কার, দড়ি দড়ি শ্লেষ্মা নিষ্ঠূত করিলে পূর্ববৎ স্থূল ও দীর্ঘ সূত্রের ন্যায় মুখ হইতে গৃহতল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, সহজে মুখ হইতে স্থলিত হয় না । শিশুদিগের এইরূপ কাসি হইলে দেখা যায় যে শিশু কাসিয়া কাসিয়া আটা ও সূত্রবৎ শ্লেষ্মা ভুলিলে নাসিকা ও মুখ হইতে স্থূল সূত্রের আকারে মেজে পর্য্যন্ত বুলিয়া পড়ে ও কিছুকাল দোহুল্যমান থাকিয়া পরে ছিন্ন হইয়া যায় ; শেষ রজনী বা প্রাতঃকালে কাসির আক্রমণ হইলে অনেক সময়েই স্বচ্ছ ও দড়িদড়ি শ্লেষ্মার বমন হইয়া থাকে ।

কাসির পরে উদ্গার উঠা এম্ব্রা প্রিসিয়ান প্রদর্শক । হপিং কাসির পরে যে ব্রঙ্কাইর ক্যাটার বা খাসনলীর প্রতিশ্ৰাব্য অনেকদিন থাকিয়া যায় তাহাতেও কক্কাস্ উপকারী । কক্কাস্ কাসিতে অত্যধিক শ্লেষ্মার আব হওয়ার শিশুর খাসরোধ ঘটে ।

প্রতিশ্ৰাব্যিক বা ক্যাটারেল যক্ষ্মাকাসি বা থাইসিস্ রোগেও দড়ি দড়ি গয়ার নিষ্ঠূত হইলে এবং কণ্ঠস্থির অভ্যন্তরপার্শ্বে তীক্ষ্ণ স্থিতিবেধবৎ বেদনা থাকিলে কক্কাস্ প্রযোজ্য ।

২ । সিমেক্স ল্যাক্টুলেরিয়াস্ (Cemex Lectularius).

চিকিৎসা ।

সিমেক্স ল্যাক্টুলেরিয়াস্ রোগ চিকিৎসার বিবরণ অতীব বিরল । তবে ইহার একটি বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ এই যে, অনুভূতি জন্মে যেন কণ্ঠানিচয় খর্বতা প্রাপ্ত হইয়াছে ;

এই প্রদর্শক লক্ষণ থাকতেই ইহার রোগ নির্ণয় অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়া অনুমিত হয়। উপরি উক্ত কণ্ঠারলক্ষণ (সঙ্কোচনের অনুভূতি অথবা প্রকৃত সঙ্কোচন) নেট্ মিউ, কণ্টিকান্ এবং গুয়েইল্যাকামেও নানাধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে ; অতএব উপরি উক্ত প্রদর্শক লক্ষণ বর্তমান থাকায় সিমেক্স প্রয়োগ করিতে হইলে ইহাকে যে নেট্‌মিউ প্রভৃতি ঔষধ হইতে যত্নপূর্বক প্রভেদ করিতে হইবে তাহা বলা বাহুল্য। কখন কখন উপরি উক্ত রোগীর (সিমেক্স নেট্ মিউ প্রভৃতি) অঙ্গাদির সঙ্কোচন পার্শ্বের কণ্ঠার (flexor side) স্থূল দড়ির দ্বারা কণ্ঠারনিচয়ের বেদনামুক্ত আততভাব উপস্থিত হয় ; এবং তাহাতে রোগী প্রকৃত পক্ষেই ন্যূনাধিক প্রাপ্ত হইতে পারে।

সিরাকুসের ডাং ক্রষ্টার উপরি উক্ত প্রদর্শক লক্ষণ বর্তমান থাকায় হৃষ্ট ক্ষত ও অঙ্গাদির মচুকান প্রভৃতি ইহা দ্বারা অতি সত্ত্বর আরোগ্য করিয়াছেন। কণ্ঠারার খর্বতার অনুভূতি-মুক্ত সবিব্রাম জ্বর সিমেক্স দ্বারা আরোগ্য হওয়ার বিবরণ তাদৃশ বিরল নহে।

৩। ভেস্পা (Vespa) .

৪। ফর্মিকা রুফা (Formica Rufa) .

ভেস্পা এবং ফর্মিকা কীটোৎপন্ন ঔষধ। ইহাদিগের বিষ স্বক সংস্পর্শে আসিলে ত্বকস্থান ক্ষত ও লোহিত বর্ণ হয়, জ্বালা করে এবং তাহাতে গলিত ক্ষতও জন্মিতে পারে। অধিক পরিমাণ বিষ শোষিত হইয়া শরীরাত্তরে প্রবেশ লাভ করিলে মূর্ছার ভাব, দুর্বলতা, শীত, শরীরের শীতলতা, অত্যন্ত অস্থিরতা অথবা অচৈতন্য এবং অবশেষে মৃত্যু পর্যন্ত সংঘটিত হইতে পারে।

চিকিৎসা ।

জরাস্থগ্ৰীবীর চতুর্দিকস্থ ক্ষত ভেঙ্গা আরোগ্য করিয়াছে বলিয়া বর্ণিত আছে ।

লালামেহরোগে মূত্র শোণিতযুক্ত হইলে এবং অত্যধিক মূত্রবেগ থাকিলে ফর্স্টিকা উপকারী ।

ভ্রুকরোগে ত্বকের প্রদাহিক লোহিতবর্ণ, চুলকনা ও জ্বালা থাকিলে এবং অতি সামান্য নির্ধাস (Exudation) ক্ষরিত হইলে ফর্স্টিকা ফলপ্রদ । আক্রান্ত ত্বকস্থান হইতে কিঞ্চিৎ উপত্বক স্থলিত হইয়া থাকে ।

৫ । ডরিফরা (Doryphora).

চিকিৎসা :—আগন্তুক কারণ ঘটিত স্থানিক উত্তেজনা বশতঃ দশ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক শিশুদিগের মূত্রনালীপ্রদাহ উৎপন্ন হইলে ডরিফরা তাহা আরোগ্য করিতে সক্ষম । এতলে ইহা হারাম সাহ তুলনীয় ।

৬ । ব্ল্যাটা ওরিয়েণ্টেলিস্ (Blatta Orientalis).

চিকিৎসা :—পুরাতন হাঁপানি বা এজ্জমারোগে ব্ল্যাটা কিঞ্চিৎ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে । কুচ্ছু, সাধ্য পুরাতন হাঁপরোগে ইহার বিশেষ পরীক্ষা আবশ্যক । ইহার প্রদর্শক লক্ষণ আবিষ্কৃত হয় নাই ।

লেক্চার ৭২ (LECTURE LXXII.) ।

মাকড়সা শ্রেণীর জান্তব ঔষধাবলী ।

১ । ট্যারেণ্টুলা হিস্পানিকা এবং ট্যারেণ্টুলা কুবেন্সিস ।

২ । মাইগেল । ৩ । থিরিডিয়ন । ৪ । এরানিয়া ।

উপরি উক্ত ঔষধনিচয় শোণিত এবং স্নায়ুমণ্ডল উভয়েই ক্রিয়া প্রকাশ করে । ইহারা শোণিত বিষাক্ত করে এবং স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণদ্বারা তাণ্ডব ও গুল্মবায়ু প্রভৃতি রোগলক্ষণবৎ শারীরিক অবস্থা উৎপন্ন করে । ইহাদিগের অত্যাশ্রয় স্নায়বিক লক্ষণ মধ্যে উৎকর্ষা, কম্প, অত্যন্ত অস্থিরতা, অতিশয় স্পর্শসহিষ্ণুতা এবং স্নায়বিক দৌর্বল্য প্রধান । ইহাদিগের ক্রিয়া যে খাভুদোষ উৎপন্ন করে তাহাতে ইহারা অনেকানেক গভীরতাবিশিষ্ট পুরাতন রোগ চিকিৎসায় উপকারী ।

১ । ট্যারেণ্টুলা হিস্পানিকা (Tarentula Hispanica.) ।

প্রতিনাম :—লাইকসা ট্যারেণ্টুলা ।

সাধারণ নাম :—ট্যারেণ্টুলা ।

ভুলনীয় ঔষধ :—এগারি, সিমিসি, মাইগেল, ট্র্যাম ।

সাধারণ ক্রিয়া :—লক্ষণের স্থায়িত্ব এবং প্রবলতার কিঞ্চিৎ তারতম্য ব্যতীত সর্বপ্রকার মাকড়সার বিষই প্রায় সমক্রিয় । ট্যারেণ্টুলাক্রিয়ার প্রভেদ এই যে অত্যাশ্রয় ইহা অধিকতর স্থায়ী । ট্যারেণ্টুলা মস্তিষ্ক-মেরুদণ্ডের স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ করিলে রোগীর অস্থিরতা ও মানসিক এবং শারীরিক অবসাদ জন্মে ; অপরঞ্চ ইহার প্রবলরোগবৎ লক্ষণ এতাদৃশ স্পষ্ট হয় যে কামোদ্ভূততার উত্তেজনা

ঘটিত কম্প অপেক্ষা তাহা অধিকতর কঠিন ও ভয়াবহ দৃশ্য প্রকটিত করে।

ট্যারেন্টুলাক্রিয়ার প্রধান বিশেষতা এই যে সঙ্গীত বা তানলয় মিলিত সূত্বর ইহার আক্রমণোপরি আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া প্রায়শঃ তাঁহার উপশম, কখন কখন তাহার সম্পূর্ণ আরোগ্য সাধনও করিয়া থাকে। কথিত আছে সঙ্গীতের তালে তালে রোগী অঙ্গ চালনা করে এবং অনেক সময়ে তাহা তাহাকে একপ্রকার নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত করে। ইহা জরায়ু ও অণ্ডাধারের বিকার উৎপন্ন করিয়া থাকে।

চিকিৎসা।

তাণ্ডবরোগ বা করিছা :—হঠাৎ ভীতি এবং প্রগাঢ় হৃৎ প্রভৃতি মানসিক ভাববৈপরীত্য ট্যারেন্টুলা হিম্পানিকার তাণ্ডবরোগের অঙ্গচালনার উদ্রেক করিয়া থাকে। তাহাতে দক্ষিণ হস্ত ও পদের চালনা হয় এবং রোগাবেশ রজনীতেও চলিতে থাকে। রোগী অস্থির থাকে এবং অবিশ্রান্ত শরীর চালনা করিতে বাধ্য হয়। তাহার মেরুদণ্ড স্পর্শসহিষ্ণু হয় এবং কম্প থাকে। রোগী হাঁটা অপেক্ষা ভাল দৌড়াইতে পারে। স্বহৃৎ করিছারোগে (grand petit) অক্ষাদিনর কাঠিন্য থাকিলে, সঙ্গীত যদি অন্তমনস্কতা, বিশেষতঃ ফিটের উপশম আনয়ন করে তাহাতে ট্যারেন্টুলা অব্যর্থ ঔষধ।

কোমল ও উত্তেজনাগ্রবণ যুবতীদিগের ভাবুকতা প্রণোদিত তাণ্ডাবেশ নিবারণে ইথ্রেসিয়া ঔষধ; কঠিন এবং অনিবার্য্য রোগপ্রশমনে আর্সেনিক উপকার করিয়া থাকে; রোগী তাহার পদে অত্যন্ত অসোয়াস্তি বোধ করায় শান্তি মানসে শরীরাবস্থাপনের পরিবর্তন করিতে ও চলিয়া বেড়াইতে বাধ্য; দুর্বল বালকবালিকাদিগের মধ্যেই ইহার রোগ অধিকতর দেখা যায়। জিজিহ্সা রোগের অস্থিরতা

সহ শরীর চালনা নিদ্রাবস্থায়। *সিম্পিহ্লাভেও* তাণ্ডবরোগের
 ত্রায় লক্ষণের উপশম হইয়াছে। হঠাৎ ভীতি নিবন্ধন ভাবাবেশোৎপন্ন
 রোগে *লুব্রাসি* ফলপ্রদ; জাগ্রত অবস্থায় অঙ্গাদির ভয়াবহ বক্রতা
 হইতে থাকে; অশান্তিপ্রদ নিদ্রায় অবিশ্রান্ত অঙ্গচালনা নিবন্ধন রোগী
 শয়ন করিয়া, উপবেশন করিয়া কিম্বা দণ্ডায়মান হইয়া কিছুতেই শান্তি
 পায় না। কথা অস্পষ্ট থাকে।

ক্রকাস—ইহার তাণ্ডবরোগ সহ গুল্মবায়ু লক্ষণ উপস্থিত থাকে
 এবং ইহাতে একৈক পেণীর আনর্জন হয়। ইহার লক্ষণের গুল্মবায়ুর
 লক্ষণ সহ বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে।

গুল্মবায়ু বা হিষ্টিরিজিয়া।—জাস্তব ঔষধ মাত্রই প্রায় স্নায়বিক
 লক্ষণ উৎপন্ন করিয়া থাকে, তন্মধ্যে মাকড়সা শ্রেণীর *ট্যারেন্টুলা*
হিম্পানিকা গুল্মবায়ু সদৃশ স্নায়বিক লক্ষণ উৎপাদনে সকলের
 শীর্ষস্থান অধিকার করে। কার্যক্ষেত্রেও ইহা অপস্মার বা হিষ্টিরিয়া রোগে
 উপকারী। অনেক সময়ে রোগীর গুল্মবায়ু আবেশের ভাণ করার ইচ্ছা
 জন্মে, একত্র মনুষ্য নিকটে না থাকিলে অথবা রোগের বিষয় স্মরণ না
 হইলে রোগাবেশ হয় না; রোগীর অপরিমিত ও অদ্ভুত হাস্য
 হয়। অস্থিরতা এবং অঙ্গাদির কম্পই ইহার প্রধান লক্ষণ; রোগী বাধ্য
 হইয়া অবিরতভাবে অঙ্গচালনা করিতে থাকে। ইহার রোগে স্নায়বিক
 বোধাধিক্য, মেরুদণ্ডে ও অণ্ডাধারে স্পর্শসহিষ্ণু বেদনা এবং কামোন্মত্ততা
 বর্তমান থাকে। মাকড়সা শ্রেণীর *থ্রিভিডিফ্লন* এবং *মাইপেলেস*
 গুল্মবায়ুরোগে উপকারিতা দৃষ্ট হইয়াছে। উচ্চ শব্দে রোগের অসহিষ্ণুতা
 লক্ষণের অত্যধিক বৃদ্ধি হইলে *থ্রিভিডিফ্লন* এবং তাহাতে তাণ্ডবৎ
 পেণী আনর্জন থাকিলে *মাইপেল* প্রদর্শন করে। অবিশ্রান্ত হস্তপদ-
 চালনা, সম্ভবতঃ সঙ্গীতে রোগের উপশম, সঙ্কুচিত করার ত্রায় শিরঃশূল
 এবং অপরিমিত ও অদ্ভুত হাস্যভাবের আক্রমণ *ট্যারেন্টুলা*-

রোগের অতি সহজ পরিচায়ক হয়। অত্যধিক পদচালনা (Fidgetiness) ভিত্তিক ভ্যালেন্সিয়ানেন্ট প্রদর্শন করে; গুণ্ণবায়ুরোগের অবস্থায় পুরাতন জরায়ুবিকার থাকিলে এই লক্ষণ সাধারণতঃ উপস্থিত হইয়া থাকে।

স্পাইন্ডাল ইন্নিটেশন বা পুষ্টিবেদনা :—ট্যারেন্টুলা রোগে মেরুমজ্জার রক্তহীনতা ও আক্ষেপিক বেদনা জন্মে। অঙ্গাদির সংকোচন থাকে। সম্পূর্ণ শরীরের শীতলাব সহ জ্বালা এবং সর্বাঙ্গীন আক্ষেপ বা কন্ডালসন্ হয়।

ষ্ট্রীক্‌নিয়া ফসফরিকা—মেরুদণ্ড বাহিয়া কনকনানি ও স্পর্শসাহসু বেদনা থাকে; অঙ্গাদিতে ক্লাস্তি এবং ঘৃষ্টবৎ বেদনা হয়।

স্ট্রীজেননেক্রিয় রোগ—কামোস্মততা; রক্তো-
ক্লচ্ছ বা বাধক; অণ্ডাধারবিস্রব্ধি প্রভৃতি।—এই সকল রোগ সহ ট্যারেন্টুলা হিম্পানিকার বিশেষ স্নায়বিক লক্ষণ বর্তমান থাকিলে ইহা দ্বারা রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলেও রোগী যথেষ্ট উপশম পায়। কামোস্মততারোগে ক্ষিপ্তপ্রায় রোগীর নর্জনবৎ অঙ্গচালনা থাকিলে ট্যারেন্টুলা তাহার উপশম করে। ইহা জ্বরানু ও অণ্ডাধারের বিস্রব্ধি নিবন্ধন কষ্টের ভ্রাস উপন্ন করে। এই সকল রোগে জরায়ুপ্রদেশে বেদনা এবং সঙ্কুচিতবৎ শিরঃশূল থাকে। নিম্নোদরে ও হিপ বা বজ্জগসন্ধিতে জ্বালাযুক্ত বেদনা এবং বস্তিকোটরে অত্যন্ত গুরুত্বের অনুভূতি হয়। প্রচুর ঋতুস্রাবের পর ঘোনিকপাটের উপরে চুলকনা থাকে। রোগী সম্পূর্ণ শরীরে বিশেষতঃ শরীর চালনা করিলে, টাটানি ও ঘৃষ্টবৎ বেদনা বোধ করে। স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ নিজার ব্যাঘাত জন্মে।

২। মাইগেল ল্যাসিয়ডরা (Mygale Lasiodora)

সাধারণ ক্রিয়া ও লক্ষণ :—মাইগেলও ইহার সমশ্রেণীর ঔষধের তায় মস্তিষ্ক মেরুমজ্জের স্নায়ুগুণ্ডল আক্রমণ করায় প্রলাপ ও স্নায়বিক দুর্বলতামূলক আক্ষেপিক লক্ষণাদি উৎপন্ন হয় ।

রোগী কার্য্য কর্ম্মবিষয়ক প্রলাপ কথা কহে ; সম্পূর্ণ রজনী অস্থির থাকে ; উৎকর্থাজনক দৃশ্য দেখে, মৃত্যুভীতি হয় এবং নৈরাশ্র জন্মে ; বিবমিষাকালে প্রবল হৃৎকম্প, দৃষ্টিমালিগ্র এবং সর্ব্বাঙ্গীন দৌর্ব্বল্য ঘটে ; সন্ধ্যাকালে আশঙ্কা প্রযুক্ত সম্পূর্ণ শরীরে কম্পের তায় ভাব জন্মে ; ৩০ মিনিটের জন্ত প্রবল শীত, পরে জ্বরতাপ সহ কম্প দেখা দেয় ; প্রাতঃকালের শিরঃশূল চক্ষুতে এবং ললাটের একপার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তর পর্য্যন্ত স্থানে অধিকতর থাকে ।

স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ মুখমণ্ডলপেশীর আনর্ডন হয়, মূখ এবং চক্ষু শীঘ্র শীঘ্র উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হইতে থাকে ; রোগী মুখের উপরে হস্ত লইতে পারে না, অর্দ্ধ পথ হইতে হস্ত ঝাঁকির সহিত নিম্নে আইসে । রোগী চলিতে টলে ; সম্পূর্ণ শরীরের অবিশ্রান্ত চালনা । আক্ষেপিক উত্থান হইলে লিঙ্গ বক্র হইয়া যায় ।

চিকিৎসা :—উপরি উক্ত লক্ষণ থাকিলে মাইগেল তাণ্ডব প্রভৃতি কতিপয় স্নায়বিক রোগে এবং লিঙ্কোথ্রান বা কর্ডিতে ব্যবহৃত হইয়া ফল প্রদান করিয়াছে ।

তাণ্ডবরোপ বা কর্নিয়া :—মুখমণ্ডলপেশীর আনর্ডন, শরীরের অত্যন্ত পার্শ্বের আক্ষেপ, ঝাঁকির সহিত কথা বলা, নিদ্রাকালে শরীর চালনার বিরতি এবং প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে তাহার পুনরাবর্তন প্রভৃতি নিবন্ধন মাইগেলরোপ খ্যাত হইয়াছে ।

৩। থিরিডিয়ন কুরেসাভিকাম্ (Theridion Curassavicum)।

সম্ভবতঃ—থিরিডিয়নের কার্যপ্রতিষেধক—শব্দে অসহিষ্ণুতা ও বিষলক্ষণের আতিশয্যে, একন ; বিবমিষায়, মন্ডাস্, গ্রাফা। লাইক এবং ক্যাক্সেরিয়ার পরে থিরিডিয়ন স্তূলপ্রদ ।

ভুলনীল ঔষধ—একন, এরানি, বেল, ক্যাক্সে কা, গ্রাফা, ইয়ে, লাইক, স্পিজি, সিপি ।

সাধারণ ক্রিয়া—মস্তিষ্ক-মেরুদণ্ডীয় স্নায়ুশূল আক্রমণ দ্বারা থিরিডিয়ন শিরঃশূল, শিরোগূর্ণন এবং স্নায়ুশূল, উৎপন্ন করিলে তাহার সহানুভূতিক ক্রিয়া বশতঃ আগাশয়বিকার উপস্থিত হইতে পারে। ইহা একটি গভীর ক্রিয়াবিশিষ্ট সরিক ঔষধ। পুনরুৎপাদিকা শক্তির বিকৃতি জন্মাইয়া পুষ্টিবিভ্রাটের ফল স্বরূপ ইহা গ্রন্থির গওমালীয় পরিবর্তন এবং অস্থিকোমলতা, অস্থিকত ও অস্থির ধ্বংস উৎপন্ন করে। ইহার “এন্টিসরিক বা সরানাশক ক্রিয়া” রোগের মূলে প্রবেশ করিয়া তাহার কারণের অপনয়ন করিয়া থাকে ।”

লক্ষণ ।

অন্ন—সময় যেন অধিকতর দ্রুতগামী হয় । সহজেই রোগী চমকিয়া উঠে । কার্যে যুগা জন্মে ।

মস্তক—শিরোগূর্ণন বশতঃ বিবমিষা বমনও হইতে পারে, শীতল ঘর্ষ থাকে এবং শরীর নত করিলে, সামান্য চালনাতে, চক্ষু নিমিলিত করিলে এবং নৌকারোহণে রোগ বর্দ্ধিত । মস্তকের স্থূলত্ব বোধ, রোগী মনে করে মস্তক যেন অগ্র ব্যক্তির, সে তাহা উত্তোলন করিতে পারে না । মস্তক চালনার আরম্ভে শিরঃশূল । ললাটপ্রদেশে প্রচণ্ড শিরঃশূলের মস্তকের দপদপানি তাহার পশ্চাৎ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় । রোগিণী তাহার শিরঃশূলের প্রকৃতি নিজেও বুঝিতে পারে না, বুঝাইয়া

বলিতেও তাহা তাহার বোধগম্য হয় না । বামচক্ষুর উর্দ্ধের ও পাশাপাশি ভাবে ললাটের দপদপানি শয়নাবস্থা হইতে উত্থিত হইলে, কোন ব্যক্তি গৃহতলে ভ্রমণ করিলে এবং সামান্য উচ্চ শব্দে বদ্ধিত । চক্ষুর পশ্চাতে শিরঃশূল এবং কঠিন, গুরু ও মৃদু চাপবৎ বেদনা ।

শ্রাস্ত্র :—হ্রস্বলতা ; অস্ত্রের কম্প ; ঘর্ষ । প্রত্যেক পরিশ্রমের পরই মূর্ছা । শব্দ এবং প্রতিধ্বনি সম্পূর্ণ শরীরमध्ये, বিশেষতঃ দন্ত মধ্যে প্রবেশ করিলে শিরোঘূর্ণন হওয়ায় বিবিধা জন্মে । নিদ্রাকালে দস্তাগ্রে দস্তাগ্র চাপিত হয় ।

নাসিকা :—পুরাতন প্রতিশ্রাব ; হর্গন্ধ, ঘন, পীতবর্ণ অথবা ঈষৎ পীতাভসবুজ শ্রাব ।

শ্বাসযন্ত্র :—দীর্ঘশ্বাস গ্রহণের ইচ্ছা । প্রচণ্ড শ্বাসবেধবৎ বেদনা বক্ষের উর্দ্ধতম প্রদেশে হয় এবং বাম স্বক্কের নিম্নে হইলে তাহা স্বক্ক ভেদ করিয়া গলमध्ये যায় । প্রচণ্ড কাসি হইলে আক্কেপিক কাঁকি সহ মস্তক সম্মুখদিকে এবং জাহ্নু উর্দ্ধদিকে যায় ।

প্রদর্শক লক্ষণ :—সামান্য উচ্চ শব্দের অসহিষ্ণুতা ; শিরোঘূর্ণন, শিরঃশূল এবং আমাশয়-বিকার প্রিডিডেনের সর্ববিধ রোগই যুগপৎ উপস্থিত থাকিয়া প্রভেদক বলিয়া গণ্য হয় । প্রত্যেক শব্দই যেন সম্পূর্ণ শরীর ও দন্ত মধ্যে প্রবেশ করে ।

চিকিৎসা ।

শিরঃশূল, বমনযুক্ত শিরঃশূল বা সিক-হেডেক :—দপদপানিশিরঃশূল, অর্ধশিরঃশূল, বিশেষতঃ বমনযুক্ত শিরঃশূলদি সামান্য উচ্চ শব্দে, এমন কি কেহ গৃহতলে ভ্রমণ করিলে তাহার শব্দে এবং মস্তক চালনা বদ্ধিত হইলে প্রিডিডেন তাহা আরোগ্য করিতে

সক্ষম। শিরঃশূল হইলে মস্তক ঘূর্ণিত হওয়ায় বমন হইতে থাকে। উপরিউক্ত শিরঃশূলের এবং তাহার আনুষঙ্গিক স্নায়বিক লক্ষণের সহিত মাকড়সা পর্যায়ের অন্ত্যাত্ত ঔষধের, বিশেষতঃ ট্যারেন্টুলার রোগের, বিশেষ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু উচ্চ শব্দের অসহিষ্ণুতা ইহাকে অন্যান্য ঔষধ, বিশেষতঃ ট্যারেন্টুলা হইতে অতি স্পষ্টতঃ প্রভেদ করিয়া থাকে।

শিরোগূর্ণন বা ভার্টিগঃ—সামান্য উচ্চ শব্দে, শরীর চালনায় এবং চক্ষু মুদ্রিত করায় শিরোগূর্ণন বদ্ধিত হইলে এবং শিরোগূর্ণনকালে যে বিবমিষার উদ্বেক হয় তাহারও উপরিউক্ত কারণে বৃদ্ধি হইলে থিরিডিহ্নন আরোগ্য করিয়া থাকে। ইহার শিরঃশূল, শিরোগূর্ণন এবং প্রায় সর্ববিধ রোগেই দুৰ্লভতা, কম্প, শীতলতা এবং উৎকর্ষা বর্তমান থাকে।

আৰ্ণব বমন বা সি-সিকনেস্—বাত প্রকৃতির স্ত্রীলোকদিগের সামুদ্রিক বিবমিষায় থিরিডিহ্নন উপকারী। স্ত্রীলোক-গণ জাহাজের ভয়াবহ দোলায়মান অবস্থায় ভীতি প্রযুক্ত চক্ষু নিমিলিত করিলেই মৃত্যুকল্প বিবমিষাক্রান্ত হয়।

এপামফ্রিয়াঃ—সামুদ্রিক বিবমিষা নিবারণে ইহা বিলক্ষণ সুখ্যাতি-লাভ করিয়াছে। ফলতঃ মস্তিস্কীয় বিকারঘটিত বমন উৎপন্ন করা ভিন্ন অস্ত্র কোন রোগে ইহার প্রদর্শক লক্ষণ দৃষ্ট হয় না।

মস্কাকাস বা থাইসিস্—থাইসিস রোগে বাম বক্ষের অতিউদ্ধ অংশ ভেদ করিয়া প্রচণ্ড বেদনায় পৃষ্ঠে মাওয়া থিরিডিহ্ননের প্রদর্শক। ডাং বেক্চ এই লক্ষণের উপরে নির্ভর করিয়া উক্ত ঔষধে রোগারোগ্য করিয়াছেন এবং ডাং ফ্যারিংটনও সফলকাম হইয়াছেন। থিরিডিহ্নন উপরি উক্ত লক্ষণের নিরাকরণ দ্বারা রোগের গতিরোধ অথবা আরোগ্য করিতে সক্ষম।

বাম বক্ষোর্জের বেদনায় মার্ভটাস্, কমুনিস এবং শিক্স্ লিকুইডা থিরিডিফ্রেনের তুল্য ঔষধ । প্রথমেই বেদনা বন্ধ ভেদ করিয়া অংশফলকাহিতে যায় এবং তাহা যক্ষাকাস সংশ্লিষ্ট হইলেও ইহাতে আরোগ্য হইয়া থাকে । শিক্সেসের বেদনা বামবক্ষের তৃতীয় পশ্চকী সহ তাহার উপাধির সংযোগ স্থানে হয়, ইহা নিষ্ফল হইলে এনি-সাম স্টিলেটাম্ বক্ষের বিপরীত পার্শ্বের তৃতীয় পশ্চকীক্রমণের ঔষধ হইলেও নির্ভর যোগ্য ।

অস্থির ক্ষত প্রভৃতি রোগ বা ডিজিজেস্ অব দি বোনস্ :—গণ্ডমালীয় অস্থিরোগ, বিশেষতঃ সাল্ফার ; ক্যালকেরিয়া, লাইকপোডিয়াম্ এবং অত্যন্ত প্রচলিত ঔষধ নিষ্ফল হইলে, ডাং বেক্চ্ থিরিডিফ্রেন প্রয়োগে ফল পাইয়াছেন । ডাং ফ্যারিংটন বলেন, “শিনস বা অজিনারোপের নাসিকাস্থি ক্ষতও সম্ভব ইহা আরোগ্য করিতে পারে”—নাসিকা-স্রাব ঈষৎ পীত অথবা ঈষৎ পীতাত সবুজ, ঘন এবং দ্রব ।

৪ । এরানিয়া ডায়াডেমা (Aranea Diadema) ।

ভুলনীয় ঔষধ :—আর্গি, আর্স, আর্জে মেট, সিড্রন, য়ুকেলি, য়ুপে পার্ফো, সিকেলি, ট্যারেন্টু ।

সাধারণ ক্রিয়া :—মহুশ্বরীয়ে এরানিয়ার বিষক্রিয়া জনিত যে লক্ষণ উপস্থিত হয় তাহা ম্যালেরিয়া বিষক্রিয়ালক্ষণের তুল্য হওয়ায় হোমিওপ্যাথিকিংসাজগতে ইহা ম্যালেরিয়ার ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । শীতাবস্থার প্রাধান্য এবং প্রত্যেক দিবস নির্দিষ্ট সময়ে জ্বরলক্ষণের পুনরাবর্তন ইহার জরের বিশেষত্ব প্রকটিত করে । ডাং ভন গ্রভেল্ এরানিয়াধাতুকে তাঁহার “হাইড্রজিনইড বা রস জনক” ধাতুর আদর্শ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

এই ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের শরীরে জলের অত্যাধিক্য এবং তাপের অত্যন্ততা থাকে । ইহারা আর্দ্রতা ও সিক্তবায়ু অথবা স্থানাদিতে অসহিষ্ণু এবং এবস্থিধ ধাতু বিশিষ্ট শরীর সহজেই ম্যালেরিয়ায় ক্রিয়াক্ষেত্র হয় । অসক্যালসিস্ অস্থিকৃত আরোগ্য করায় ইহার এন্টিসরিক এবং পোষণ বৈকারিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় ।

লক্ষণ ।—অত্যন্ত অবসাদ ও আলস্য । সুনিদ্রার অভাবে পুনঃ পুনঃ নিদ্রাভঙ্গ । সিক্ত স্থানে অথবা আর্দ্র আব হাওয়ায় রোগের বৃদ্ধি । আর্দ্র বাতাস বহিলেই বা আর্দ্র স্থানে যাইলেই শীতের আক্রমণ হওয়ায় অস্থিতে পর্য্যন্ত শৈত্যানুভূতি জন্মে । শীতেরই প্রাধান্য থাকে, তাপ হয় না । সাময়িক রোগ, প্রত্যেক আক্রমণ নির্দিষ্ট একই সময়ে প্রত্যাবর্তন করে ।

রজনীতে শয়নের অব্যবহিত পরেই হঠাৎ সমস্ত দস্তেরই প্রচণ্ড বেদনা ।

উদরে বেদনা হইলে জলবৎ তরল মলত্যাগ হয় এবং উদরের ডাক থাকে । প্লীহা বর্দ্ধিত হয় ।

অস্থিতে, বিশেষতঃ দক্ষিণ জঙ্ঘার বৃহৎ বা টিবিয়াস্থি, গুল্ফাস্থি বা অসক্যালসিস্ এবং দক্ষিণ প্রগণ্ড ও প্রকোষ্ঠাস্থিতে, হিঙ্গ করা এবং খনন করার হ্রাস বেদনা ।

প্রদর্শক লক্ষণ ।—আর্দ্রতা অথবা আর্দ্র আবহাওয়া বা স্থানের অসহিষ্ণুতা, তাহাতে রোগাক্রমণ কিম্বা রোগের বৃদ্ধি এরানিয়ার সম্পূর্ণ নিজস্ব লক্ষণ না হইলেও নেট্রাম্ সাল্ফ, ডাক্সা, নাক্সম, রাস্ এবং রডেডেণ্ড্ প্রভৃতি যে অল্প সংখ্যক ঔষধে এই লক্ষণের বিद्यমানতা দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাদিগের সহিত তুলনা দ্বারা এরানিয়ার প্রযোগিতা নির্ধারণ করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য বলিয়া অনুমিত ।

চিকিৎসা ।

দন্তশূল :—রজনীতে শয়ন মাত্রই, বিশেষতঃ সিক্ত বায়ু বহিলে অথবা সিক্ত দিনে যে দন্তশূলের বৃদ্ধি হয় তাহাতে **এরানিয়া** উপকারী । এস্থলে ইহা **মাক্কুরিয়াসের** তুল্য ।

উদরাময় বা ডায়ারিয়া :—**এরানিয়া**রোগীর উদরাময় সাধারণ রোগমধ্যে গণ্য । জলবৎ তরল বিষ্ঠার উদরাময়ের আত্ম-যজ্ঞিক লক্ষণ রূপে অন্ত্রমধ্যে বায়ু বা গ্যাসের উচ্ছলনবৎ শব্দ (পেট ভুট ভাট করা) থাকিলে **এরানিয়া** তাহার ঔষধ ।

অস্থিরোগ—এরানিয়া প্রধানতঃ অস্ক্যান্সিস বা গুল্ফস্কির অস্থি-আবরক ঝিল্লি বা পেরিঅস্টিয়মের প্রদাহ, অথবা তন্নিবন্ধন অস্থিকৃত বা কেরিজরোগে প্রযোজ্য । কখন কখন রোগী পীড়িত অস্থি বরফের তায় শীতল বোধ করে ।

লেক্চার ৭৩ (LECTURE LXXIII.)

নসোডস্ (Nosodes) বা রোগবীজোৎপন্ন জান্তব

ঔষধাবলী ।

১। এম্ব্রাগ্রিসিয়া । ২। এম্ব্রাসিনাম । ৩।
টুবার্কুলিনাম বা ব্যাসিলিনাম । ৪। মেডরাইনাম ।
৫। সিলিলিনাম । ৬। হাইড্রুফাইনাম ।

১। এম্ব্রাগ্রিসিয়া (Ambra grisia).

উপচয়ঃ—উষ্ণ পানীয় পানে ; উষ্ণ গৃহে ; সজ্জীতে ; শয়নে ;
পাঠ কালে অথবা উচ্চস্বরে কথা বলায় ; বহু লোকসমাগমে ; ভ্রমণে ।

উপশমনঃ—আহারান্তে ; শীতল বায়ুতে ; শীতল খাত্তে ও পানীয়ে ;
শয্যা হইতে গাত্ৰোত্থান করিলে ।

সম্বন্ধঃ—এম্ব্রাগ্রিসিয়ার কার্য্য প্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, কফিয়া,
নাক্‌স্‌ভ, পাল্‌স্‌, ষ্ট্যাফি । এম্ব্রা যাহার কার্য্য প্রতিষেধক—নাক্‌স্‌ভ,
ষ্ট্যাফি ।

ভুলনীয় ঔষধ ।—এগারি, আস্‌, এগাফি, ক্যাম্ফর, সিক-
না, ককুল, কফিয়া, ইগ্নে, লাইক, মঙ্ক, ফস, ষ্ট্যাফি, ভ্যালেরি, জিক ।

সাধারণ ক্রিয়াঃ—এম্ব্রাগ্রিসিয়া সাক্ষাৎ ভাবে ন্নায়ুগুণে
ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া গভীরতাহীন যান্ত্রিক ক্রিয়াবিভ্রাট উৎপন্ন করে ।
তাহাতে প্রধানতঃ স্ত্রীজনেন্দ্রিয়ের অংশ পরম্পরায় উত্তেজনা উপস্থিত হও-
য়ায় নানাবিধ স্নায়বিক এবং শুণ্ণবায়ু রোগলক্ষণ উপস্থিত হয় । ইহা স্নায়-
বিক দৌর্বল্য এবং অবসন্নতা উৎপন্ন করে ; এজন্ত স্নায়বিক দুর্বলতা বশতঃ

প্রতিক্রিয়াশক্তির অভাব হওয়ার নির্বাচিত ঔষধের ক্রিয়া না হইলে ইহা তাহা পরিস্ফুট করিতে সক্ষম। এম্ব্রাগ্রিসিয়া প্রধানতঃ পাতলা, একহারা এবং স্পষ্টতঃ বাতপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তি, যাহাদিগের স্নায়বিক উত্তেজনা শারীরিক পোষণের বিনিময়ে অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধিত হয়, তাহাদিগের এবং বায়ুরোগগ্রস্ত বৃদ্ধদিগের পক্ষে উপযোগী। ফলতঃ রোগীর কোন প্রকার স্নায়বিক লক্ষণ বর্তমান না থাকিলে রোগ চিকিৎসায় ইহা দ্বারা ফলাশা সূদূরপর্যাহত বলিয়া জানিতে হইবে।

লক্ষণ ।

মনঃ—সন্ধ্যাকালে অবস্তব্য মানসিক যন্ত্রণা।

মস্তকঃ—রোগী শিরোধূর্ন বশতঃ শয়ন করিতে বাধ্য হয় এবং আশাশয়ে দুর্বলতা বোধ করে। ললাটের বাম পার্শ্বের ছিন্নবৎ বেদনা মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; এই বেদনা ললাটের দক্ষিণ পার্শ্বের উচ্চ স্থানে এবং বাম কর্ণপশ্চাতেও থাকে। মস্তকের উপরিভাগের অত্যন্ত বেদনাবুক্ত ছিন্নতাব মস্তিষ্কের উপরিভাগের সম্পূর্ণ স্থানে বিস্তৃত বলিয়া বোধ হয় এবং মুখ পাণ্ডুর ও বাম হস্ত শীতল থাকে। মস্তকপশ্চাতে জড়তা ও বিশৃঙ্খলা। কেশ স্থলিত হয়।

নিদ্রাঃ—রোগী রজনৌতে নিদ্রা যাইতে পারে না, কিন্তু কেন তাহা বুঝিতে পারে না। অশান্তি প্রদ নিদ্রায় রোগী উৎকর্ষাজনক স্বপ্ন দেখে। বিরক্তিকর ও উৎকর্ষাজনক স্বপ্ন; রোগী নিদ্রাবস্থায় কথা কহে।

স্নায়ুঃ—মাংসল শরীর্যাংশে আক্ষেপ ও আনন্দন স্নায়বিক রোগেই অধিকতর দেখা যায়। বাহু এবং অঙ্গনিচয়ের সহজেই বিন্‌বিনি ধরে। অত্যন্ত অবসন্নতা। বাম অঙ্গের পক্ষাঘাত। সম্পূর্ণ শরীরের দৌর্বল্য। জাহ্নুর দৌর্বল্যে বোধ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবে; পদের দৌর্বল্যে

তাহাতে অসাড়তা জন্মে ; আমাশয়ের দৌর্বল্যে রোগী শয়ন করিতে বাধ্য ।

শ্রাসযন্ত্র :—প্রচণ্ড আক্ষেপিক কাসির সময় পুনঃ পুনঃ উদগার এবং স্বরভঙ্গ । গলদেশের উত্তেজনা বশতঃ কেবল রজনীতে কাসি । বাম পঞ্জরাস্থির অভ্যন্তর পার্শ্বে বেদনায় প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাকালে কাসিতে বোধ যেন তথায় কিছু ছিন্ন হইয়া আলগা হইয়াছে । থাকিয়া থাকিয়া হৃৎপিণ্ডক কাসি, কিন্তু তাহাতে কাকরবৎ শব্দ হয় না । নিষ্ঠূত গম্মার অভ্যন্ত লবণাক্ত । বক্ষে চাপবৎ অল্পভূতির ছায় কিম্বা বাধ বাধ বোধ । বক্ষে অবদারণ ভাব । বক্ষাভ্যন্তরে শাঁই শাঁই শব্দ । বামবক্ষে ছিন্নবৎ বেদনা ।

মল ও মূত্র :—অত্যন্ত বাতপ্রকৃতিবিশিষ্ট (nervous) স্ত্রীলোক, কোন ব্যক্তি গৃহে থাকিলে মল মূত্রত্যাগে অক্ষম ।

স্ট্রীজেননেভ্রিয়া :—স্ট্রীজেনের প্রচণ্ড চুলকনা তাহা ঘর্ষণ করিতে হয় । ক্ষীত স্ট্রীজেন চুলকায় ও টাটায় । উদর অভ্যন্তর দিকে আকৃষ্ট করিলে অথবা চাপিলে অণ্ডাধারপ্রদেশে স্ফুটবেধবৎ বেদনা । ঋতুর ব্যবধানকালে সামান্য কারণেই, যেমন, কঠিন মলত্যাগে বেগ দিলে বা অভ্যাসের কিছু অধিক ভ্রমণ করিলে, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব । ঋতুস্রাব অতি শীঘ্রাগত ও অতি প্রচুর ।

চিকিৎসা ।

মস্তিষ্ক এবং মেরুসমজ্জার কোমলতা বা সফলিত অব দি ব্রেন এণ্ড স্পাইন :—রোগ বৃদ্ধ বয়সের হউক আর অল্প প্রকার হউক স্নায়বিক লক্ষণের প্রাধান্য দৃষ্ট হইলে উপরি উক্ত রূপ কঠিন ও সাংঘাতিক রোগেও এম্ব্রাগ্রিসিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে ।

শিরোর্বূর্ণন বা ভার্টিগো :—অত্যন্ত বাতপ্রকৃতি-
বিশিষ্ট ও স্মরণশক্তিহীন বৃদ্ধদিগের স্নায়বিক শিরোর্বূর্ণনরোগে **এম্‌স্‌**
প্রিসিল্লা উপকারী। রোগী শরীর চালনা করিলে মাথা ঘোরে, পদ
অস্থির হয় এবং চলিতে টলে।

হাঁপানিরোগ বা এজ্‌ন্‌মা :—হাঁপরোগে হৃৎপিণ্ডবিকার,
শ্বাসকষ্ট, বাম বক্ষে গুরুত্ব অথবা পিণ্ডাকার বস্তুর বর্তমানতার এবং
হৃৎপিণ্ড প্রদেশে ধরধর কম্পতাবের অনুভূতি প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে
এম্‌স্‌ প্রিসিল্লা উপযোগী। রোগ সহ সাধারণতঃ হৃৎকম্প
উপস্থিত থাকে।

কাসি বা কফ ; হৃৎশব্দক কাসি :—সাধারণ অথবা
হৃৎপিণ্ড কাসিতে, কাসির পর উদগারে যদি আমাশয় হইতে প্রচুর
বায়ু উথিত হয় তাহাতে **এম্‌স্‌** প্রযোজ্য। এরূপ কাসির ঔষধ বড়
অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার, এ যাবৎ আবিস্কৃত **এম্‌স্‌**
প্রিসিল্লা, **সালফুরিক এসিড** এবং **ভেরেট্রাম**
এক্সট্রাক্ট, এই তিনটি মাত্র ঔষধের মধ্যে **এম্‌স্‌** শীর্ষস্থান অধিকার
করে।

**স্ত্রীজননেক্রিয়রোগ—রজোবাহুল্য বা মেন-
রেজিয়া ; শ্লেতপ্রদর বা নিউকরিয়া ; সূতিকার
রোগ—কোষ্ঠবদ্ধ :**—**এম্‌স্‌ প্রিসিল্লা**র রজোবাহুল্যরোগ
কখন কখন শীঘ্রাগত হইলেও সাধারণতঃ ঋতুর নিয়মিত কালের ব্যতিক্রম
হয় না। কিন্তু প্রচুর রক্ত স্রাব হয় এবং তাহার আনুষঙ্গিক লক্ষণ
স্বরূপ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ও অবস্থানুসারে পদের শিরার ক্ষীণতা
(পদের ভেরিকোজ ভেইন রোগ বর্তমান থাকিলে) উপস্থিত হয়।
ঋতুস্রাবের নিয়মিত ব্যবধান কালেও শোণিত স্রাব দৃষ্টিগোচর হয়।
ফলতঃ ইহা জরায়ুর নিজ্জীবতা ও শিথিলতা উৎপন্ন করে। সামান্য

উত্তেজনা কিম্বা মলত্যাগে কিঞ্চিদধিকতর বেগ দেওয়ার আবশ্যক হইলেই নির্জীব, শিথিল ও শোণিতপূর্ণ জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হওয়ায় তাহা যোনিদ্বারমুখে নিঃসৃত হইতে থাকে। এম্ব্রার স্বেত-প্রদররোগে প্রধানতঃ দ্রব-নীল অথবা দ্রব-সবুজাভ ধূসর স্লেথাস্রাব হয়।

সূতিকার গ্রহস্থ পাতলা, শীর্ণকায় এবং বাত প্রকৃতির প্রসূতিদিগের কোষ্ঠবদ্ধ রোগে, রোগিনী উৎকর্ষ-যুক্ত ও অস্থির থাকিলে, এবং ধাত্রী অথবা কোন ব্যক্তি সূতিকাগৃহে উপস্থিত হইলে, তাহার সাফাতে, মলত্যাগ যদি বিশেষ কষ্টকর হয় তাহাতে এম্ব্রা উপযোগী ওষধ।

২। এম্ব্রাসিনাম্ (Anthracinum).

সম্ভ্রক :—সমক্রিয় ঔষধ—আর্স, কার্বল এসি, ল্যাকেসি, সিকেলি, পাইরোজি—দূষিত এবং পচা রক্তযুক্ত রোগ।

ভুলনীর ভ্রম :—ককট বা ক্যান্সারের ভয়াবহ বেদনায়, দগ্ধ ব্রণরোগ বা কার্বাঙ্কল অথবা বিসর্প বা ইরিসিপেলাসে আর্স অথবা এম্ব্রাসিন ফলপ্রদ না হইলে ইউফরাসিয়াম প্রযোজ্য।

সাম্প্রদায়িক ক্রিয়া :—এম্ব্রাসিন মনুষ্যশরীরে (গো, অশ্ব এবং ছাগলেও ইহা ভয়াবহ বিষক্রিয়া প্রকাশ করে।) অতি ভয়াবহ বিষক্রিয়া উৎপন্ন করে। পুনরুৎপাদিকাশক্তির গভীরতম বিপ্রলব উপস্থিত হওয়ায় পুষ্টিহানি চরম দশা প্রাপ্ত হয়। শরীরস্থ রস, রক্ত, স্রাব ও নিঃসরণ প্রভৃতি তরলোপাদান এবং পেশী, শৈল্পিক ঝিল্লি, তন্তুবিধান প্রভৃতি অধিকাংশ কঠিনতর দৈহিক পদার্থের বিশ্লেষণ ও পচিব্যবস্থা হয়। দ্রুত পচ্যমান শোণিত কাল, ঘন এবং আলকাতরাবৎ অবস্থাপ্রাপ্ত হইলে তাহা মুখ, নাসিকা, মলদ্বার অথবা

জননেন্দ্রিয় প্রভৃতি বহির্দ্বার হইতে ক্ষরিত হইতে থাকে। শরীরের স্থান স্থানে পচা, শড়া, কাল ও নীলবর্ণ ফোঁকা ও ক্ষত প্রভৃতি উৎপন্ন হইলে তাহা হইতে ক্লেদবৎ দুর্গন্ধ স্রাব নির্গত হয়। এই সকল ক্ষতের অগ্নিদাহবৎ অতি ভয়াবহ জ্বালানুত্ত বেদনা ইহার অতি প্রকৃষ্ট ও বিশেষ লক্ষণ রূপে বর্তমান থাকে। উপরি উক্ত দুর্দশাগ্রস্ত শোণিতের বর্তমানতা এবং বিগলিত ক্ষতাদি হইতে ক্লেদের শোষণ, রোগীর পুয়জ্বর ও সেপ্টিসিমিয়ার কারণ।

চিকিৎসা।

পুণ্ড্রণ, দাহিকা বা কার্ভাঙ্কল; মারাত্মক (Malignant) ক্ষত; পচা, শড়া (Gangrenous) ক্ষত; আঙ্কল হাঁড়া বা ছইটলো; মারাত্মক পুয় জন, ডিসেক্টিং উণ্ডস্ বা শবচ্ছেদোৎপন্ন ক্ষত এবং বিষধর কীট দংশনের ফল প্রভৃতি কঠিন, ও অনেক সময়ে সাজ্বাতিক অবস্থানিত রোগে অতি ভয়াবহ জ্বালানুত্ত বেদনা হইলে এন্ট্রাসিন প্রযোজ্য। ফলতঃ উপরি উক্ত অসহনীয় ও ভয়াবহ জ্বালানুত্ত বেদনাই এন্ট্রাসিনের অতি শ্রেষ্ঠতম প্রদর্শক। অতি কঠিন অবস্থার ক্ষতাদির বর্ণ কাল অথবা নীলাভ। তাহা হইতে পচা ও পুতিগন্ধ ক্লেদবৎ নিঃসরণ নির্গত হয় এবং অধিকাংশ সময়ে ক্ষতস্থান হইতে পচা রস, রক্ত ও বিগলিত মাংসাদি শোষিত হইয়া এবং শরীরে প্রবেশ লাভ করিয়া পুয়জ্বর ও পচা জ্বাত্তব বিষজ্বর বা সেপ্টিসিমিয়া ও তদানুযজিক লক্ষণাদি উৎপন্ন করে। এই সকল রোগের ভয়াবহ অগ্নিদাহবৎ জ্বালা নিবারণে আর্সেনিক্ আমাদিগের একমাত্র অবলম্বন বলিয়া বিদিত ছিল। কিন্তু তাহা বিফল হইলে এক্ষণে আমরা

তাহার পরিবর্তে এছাসিন দ্বারা অধিকাংশ স্থলে সফলকাম হইতে পারি। অনেক বহুদর্শী চিকিৎসক ট্যাবের্ণেটুলাকে ইহার অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন। পচা ক্ষতাদি হইতে পুণ্ড্র বা সেপ্টিক ফিবার উৎপন্ন হইলে আস ও শাইরোজিন, বিষধর কীট দংশনে ল্যাকেসি ও শাইরোজিন, এবং পচা বা টাইফইড্ প্রভৃতি সাংবাদিক জ্বরে অথবা শবচ্ছেদ গৃহের কিসা পচনশীল ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রশ্বাস বায়ুর দুর্গন্ধ আত্মাণের কুফল সংশোধনে শাইরোজিন, এবং আঙ্কুলহাঁড়া রোগের অতি ভয়বাহ অবস্থায় পচন, বিগলন ও অসহনীয় জালাযুক্ত বেদনা নিবারণে আস, কার্বলিক এসি এবং ল্যাকেসি শ্রেষ্ঠতর ঔষধ বলিয়া বিবেচিত।

শোণিতশ্রাবঃ—কাল, পচা, ঘন ও আল্কাভরাৎ রক্ত, মুখ, নাসিকা, মলদ্বার এবং জননেন্দ্রিয় প্রভৃতি শরীরের বহির্দ্বার হইতে নিঃসরণে এছাক্স মহৌষধ; কাল, তরল ও অসংযমিত শোণিতশ্রাবে ক্রোটেনাস্ উপকার করিয়া থাকে।

৩। টুবাকুলিনাম বা ব্যাসিলিনাম্ ।

(Tuberculinum, Bacilinum.)

সম্বন্ধঃ—কার্য্যপূরক—সোরি, সাল্ফ ।

যে স্থলে সোরিনাম, সাল্ফার অথবা বিশেষ যন্ত্রপূরক নির্ধাচিত অথ কোন ঔষধ দ্বারা রোগের উপশম অথবা আরোগ্য না হয়, তাহাতে টুবাকুল্ প্রযোজ্য; হে-ফিবার এবং এজ্‌মারোগে সোরিনামের পরে ইহা ধাতু সংশোধনকারী ঔষধরূপে ব্যবহার্য্য। ইহার চিকিৎসা গুটিকোৎপত্তি রোগের রক্তাধিকার অথবা তরুণ ও প্রবল প্রদাহের অবস্থায় বেল কার্য্যকারী। টুবাকুলিনাম দ্বারা আরোগ্য রোগীর মেদবৃদ্ধি হইলে হাইড্রাষ্টিস্ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়াঃ—টুবাকুলিনাম, ব্যাসিলিনাম এবং ডাং কোশের লিম্ফ এই তিন প্রকার ঔষধই মূলতঃ একই বস্তু হইতে উৎপন্ন এবং সাধারণতঃ ইহার সমক্রিয় বলিয়াই বিবেচিত । ইহাদিগের পরস্পরের ক্রিয়ার যদি কিছু প্রভেদ থাকে তাহা বোধগম্য করা সূদূর পরাহত বলিলেও অত্যাুক্তি দোষ ঘটে না । ডাং স্কাগুয়েল সোয়ান ফুসফুসের টুবাকুল রোগের শুষ্কীকৃত গম্মারের টিটুরেশনকে “টুবাকুলিন,” ডাং জে কমটন বার্ণেট টুবাকুল রোগগ্রস্ত ফুসফুসের শুষ্কীকৃত অংশের টিটুরেশনকে “বাসিলিনাম” বলিয়াছেন এবং ডাং কোশ গোমাংস-গ্রন্থত লেই বা জেলিমধ্যে টুবাকুলকীটাণুর (রোগ বীজ) কৰ্ষণ করিয়া ঐ কীটাণু সম্বলিত রসকে “টুবাকুল লিম্ফ” বলিয়াছেন । সাধারণে ইহাকে “কোশেজ্ লিম্ফ” বলে । ইহা অতি স্থূল প্রয়োগরূপ ও বিপদসঙ্কুল বলিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় না ।

টুবাকুলরোগবীজ পুনরুৎপাদিকা শক্তির অতি শোচনীয় দুয়বস্থা উৎপন্ন করিলে পুষ্টিহানি তাহার চরম সীমায় উপনীত হয় । ইহার পুষ্টি-হানিক্রিয়া কোন শরীরোপাদানে সীমাবদ্ধ থাকে না । শরীরস্থ রস, রক্ত প্রভৃতি তরলোপাদান, সম্পূর্ণ কোমলোপাদান, এমন কি অতীব কঠিন এবং স্থায়ী অস্থি পর্য্যন্ত ইহার ক্রিয়াধীন হইলে তাহারও পুষ্টিহানি বশতঃ তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় । উপরি উক্ত টুবাকুলাস্ রোগবিষাক্রান্ত শরীরে অবস্থাবিশেষে যে সকল লক্ষণ উৎপন্ন হয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ হোমিওপ্যাথির নিয়মে তাহারই অনুসরণ করিয়া টুবাকুলিনাদির প্রয়োগ দ্বারা রোগারোগ্য করিয়া থাকেন । এরূপ ঔষধ “নসোড” শ্রেণীভুক্ত হইলেও যে ইহাদিগকে “আইসপ্যাথিক ঔষধ” বলা হইয়া থাকে তাহা সোরিনাম বর্ণনে আমরা বিবৃত করিয়াছি । আমরা নিয়ে টুবাকুলিনাম বা ব্যাসিলিনামের কতিপয় সাধারণ ও প্রদর্শক লক্ষণ লিপিবদ্ধ করিয়া সংক্ষেপে তাহার রোগের বিষয় উল্লেখ করিব ।

পাতলা বর্ণের মনুষ্য ; নীল চক্ষু, সুন্দরী স্ত্রীলোক ; দীর্ঘাকার, কৃশ, চেপ্টা শরীর ও অপ্রশস্ত বক্ষ ব্যক্তি ; এবং বয়সানুপাতে অধিকতর বুদ্ধি সম্পন্ন এবং শারীরিক দুর্বলতা বিশিষ্ট ব্যক্তি, যাহাদিগের ধাতু টুবার্কুলরোগ-প্রবণ তাহাদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী। রোগ যাহাই হউক, বংশে টুবার্কুলরোগ সংস্রব থাকার বিবরণ থাকিলে যদি যত্নপূর্বক নির্বাচিত ঔষধের ক্রিয়া না হয় সে স্থলে ইহা প্রযোজ্য।

প্রধান প্রধান লক্ষণ :-

রোগ লক্ষণ সর্বদা পরিবর্তনশীল—ক্রমাগত যন্ত্র হইতে যন্ত্রান্তরে যায় ; রোগ হঠাৎই আরম্ভ হয়, হঠাৎই অন্তর্দান করে।

সামান্য শৈত্যসংস্পর্শই সর্দি—এবং তাহার এক অক্রমণের শেষ না হইতেই পুনরাক্রমণ যে কি প্রকারে হয় তাহা রোগী জানিতেও পারে না।

অতি হ্রস্ব গতিতে অতি স্পষ্টতর শীর্ণতা জন্মে—রোগী যথেষ্ট পুষ্টিকর আহার করে, তথাপি শরীর শুষ্ক হইতে থাকে।

রোগী এক স্থানে অধিক কাল থাকিতে ভালবাসে না ; স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে চাহে।

অঙ্গে এবং সন্ধিতে স্থানপরিবর্তনশীল বেদনা ; চলিতে আরম্ভ করিলে প্রথমে অঙ্গাদি অনমনীয় থাকে, চলিতে চলিতে পরে তাহা প্রকৃতিস্থ হয়।

মুক্ত বায়ুর জন্য প্রবল ইচ্ছা হয়, গৃহঘার ও বাতায়ন খুলিয়া দিতে বলে, অথবা অস্থারোহণে প্রবল বায়ুতে ভ্রমণ করিতে চাহে।

বেদনা বাম ফুসফুসের উদ্ধাংশে ভেদ করিয়া পৃষ্ঠে যায়। ঐস্থানের ফুসফুসে গুটিকার (Tubercle) সংস্থিতি হয়।

রোগীর বংশে গুটিকোৎপত্তি রোগের বা
টুবার্কুলোসিসের বিবরণ পাওয়া যায়।

রোগচিকিৎসায় টুবার্কুলিনাম এপর্যন্তও সাধারণ ও প্রচলিত
ঔষধ মধ্যে গণ্য হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয় না, চিকিৎসকমণ্ডলীতে
অত্যাশ্রিত ঔষধের ত্রায় ইহার লক্ষণাদি এবং প্রয়োগ বিষয়ক জ্ঞানের
অভাবই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত। ফলতঃ গভীর
সোরা-বিষ-বাষ্প দূষিত ব্যক্তিতে ঐ বিষ-বাষ্প গুটিকোৎপাদনোগ্রুথ
হইলে অথবা গুটিকা বিষদূষিত ধাতুর ব্যক্তি যে সকল বিশেষ বিশেষ
মানসিক ও শারীরিক লক্ষণ প্রকাশিত করে তাহাই ইহার প্রদর্শক বলিয়া
জানিতে হইবে। টুবার্কুল যেরূপ কোন বিশেষ যন্ত্র বা উপাদান
আক্রমণ করে না, ইহার রোগও তদ্রূপ কোন যন্ত্রবিশেষে আবদ্ধ
থাকে না।

শিরঃশূল :- টুবার্কুলিন শিরঃশূলে চক্ষুর উর্দ্ধপ্রদেশ
হইতে মস্তকপশ্চাৎ পর্য্যন্ত বিস্তৃত তীক্ষ্ণ কর্তনব্যং এবং মস্তক বেড়িয়া
লৌহপতর আটা থাকার ত্রায় বেদনা, পাঠ অথবা সানাত্ত শ্রমে তাহা বৃদ্ধি
পায় এবং চক্ষুর ব্যবহারে বৃদ্ধি পাইলে চসমাতেও তাহার উপশম হয়
না। এই প্রকার শিরঃশূল গুটিকারোগ বিষদূষিত ধাতুর স্কুলের
ছাত্রদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

মস্তিষ্কবেষ্টবিজ্ঞিপ্রদাহ বা মিনিঙ্গাইটিস :-
মস্তিষ্ক অথবা মস্তিষ্কতলবেষ্টবিজ্ঞির তরুণ প্রদাহে রসস্রাবের উপক্রমে
রজনীতে ভ্রমদর্শন এবং ভীতিপ্রযুক্ত চীৎকারসহ নিদ্রোখিত হওয়া
প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে অতি যত্ন পূর্বক নির্কাচিত এম্পিস্,
হেলিবো অথবা সাল্ফারের যদি উপকার না হয় তাহাতে
টুবার্কুল প্রযোজ্য।

উদ্ভাসাম্।—যথেষ্ট আহার সত্ত্বেও শীর্ণতা প্রাপ্ত রোগী প্রত্যুষকালে হঠাৎ অদম্য মলবেগ হইয়া সবলে কৃষ্ণবর্ণ, কটা, জলবৎ এবং দুর্গন্ধ মল পরিত্যাগ করিলে টুবাকুলিন তহার ঔষধ । রোগী দুর্বল হইয়া যায় ও তাহার রজনীষ্ম হয় ।

বভেচোবাহন্য বা বাশ্রক।—অতি শীঘ্রাগত, অতি প্রচুর এবং অত্যধিক কালস্থায়ী স্ফূটশোণিত ভয়াবহ বেদনা সহ মস্তর গতিতে নির্গত হয় এবং রোগিনী গুটিকোৎপত্তি রোগপ্রবণ থাকে ।

স্ককরোপ—পামা বা এক্জিমা।—টুবাকুলার পামারোগে টুবাকুলিনাম উপকারী । ইহার প্রচণ্ড চুলকানি রজনীতে গাত্রবস্ত্র নোচনে এবং স্নানে বদ্ধিত । নামড়ি হইতে প্রভূত পরিমাণ শুভ্র ভূষির হ্রাস শব্দ স্থানিত হইতে থাকে । কর্ণপৃষ্ঠে, কেশযুক্ত শরীররাংশে এবং ঘোঁচযুক্ত ত্বকস্থানে অবদারণভাব ও টাটানি জন্মে এবং তাহা হইতে রস ঝরিতে থাকে ; ত্বক অগ্নিবর্ণবৎ লোহিত । টুবাকুল-বিষদ্রষ্ট রোগীর দ্রুত ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে ।

সম্মাকাকশ ও নিউমনিয়া রোগে টুবাকুলিনামের প্রয়োগিতা স্থানান্তরে বিবৃত হইয়াছে ।

টুবাকুলিনাম সাধারণতঃ নিম্নক্রমে ফলপ্রদ নহে, বরং তাহাতে কুফলেরই আশঙ্কা করা যায় । কোন কোন রোগে চিকিৎসক-বিশেষ ৩০ ক্রমের ব্যবহার করিতে উপদেশ করিয়াছেন, আমরা তাহা ইতিপূর্বে বলিয়াছি । ফলতঃ ইহার ১০০০ (m) হইতে ১০০০০ (cm) পর্য্যন্ত ক্রমই প্রায় সবজন অধুনোদিত ।

মেডরাইনাম্ । (Medorrhinum.)

উপচয়।—রোগের বিষয় চিন্তা করিলে (হেলনি, অকজ্যাল এদি) ; তাপে ; গাত্র আবৃত করিলে ; গাত্র বিস্তার করিলে ; বিদ্যাৎস্ক

অত্যন্ত কঠিনসাধ্য । শিশুর ক্ষয়রোগ জন্মে, শরীর শীর্ণ হইয়া যায় । তাহার হাঁপানি অথবা নাসিকার, কখন চক্ষুপত্রের কদর্যা প্রতিগ্রায় এবং কখন বা মস্তকত্বকে অথবা মুখমণ্ডলে দ্রুত জন্মে এবং শিশু থর্বাক্রান্তি হয় ।

কুচিকিৎসিত এবং অন্তঃপ্রবিষ্ট পূয়মেহ নিবন্ধন ধাতুগত বিকার বশতঃ রোগের যত্নপূর্বক নির্বাচিত ঔষধে উপশম অথবা আরোগ্যের স্থায়িত্ব না হইলে ইহা ফলপ্রদ ।

সোরিনাম যেক্রপ গভীর সোরিক ত্বকরোগ ও শ্লেষ্মিকক্লিম্বিকার সহ সম্বন্ধযুক্ত, মেডরাইনাম তক্রপ গভীর সাইকোটিক মেরুদণ্ডরোগ ও সহানুভূতিক স্নায়ুবিকার সহ সম্বন্ধযুক্ত ।

লক্ষণ ।

মন ।—মানসিক দুর্বলতা ; নাম, কথা অথবা তাহার আদি অক্ষর স্মরণ থাকে না; অতি নিগূঢ় বন্ধুরও নাম জিজ্ঞাসা করিতে হয় ; আত্ম নামেরও বিস্মৃতি জন্মে । রোগী শুদ্ধ বানান করিতে পারে না ; বিশেষরূপে জ্ঞাত নামও কি করিয়া বানান করিবে তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হয় । প্রায়ই গল্পের খেই হারায় । রোগলক্ষণ বলা অত্যন্ত কঠিন, প্রশ্ন ভুলিয়া যায় বলিয়া তাহা পুনঃ পুনঃ বলিতে হয় । কথা কহিতে না কাঁদিয়াই পারে না । মৃত্যুর আশঙ্কা করে ; সর্বদাই আশঙ্কান্বিত, কোন ঘটনা ঘটিবার পূর্বে কষ্টের সহিত তদ্বিষয়ক অনুভূতি জন্মে এবং সাধারণতঃ তদনুরূপই কার্য্য হয় ।

সামান্যেই উত্তেজিত হয় ; দিবসে খিট্ খিটে থাকে, রজনীতে উল্লাস জন্মে । অত্যন্ত অসহিষ্ণু ; খিট্খিটে ; উৎকণ্ঠান্বিত, বাত-প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং অত্যন্ত অসহিষ্ণু ; সামান্য শব্দেই চমকিয়া উঠে ।

সময় যেন কাটিতে চাহে না । রোগী সর্বদাই ত্রস্ত থাকে ; কোন কার্য্য করিতে এত তাড়াতাড়ি করে যে শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়ে ।

অনেক রোগই তৎসম্বন্ধে চিন্তায় বদ্ধিত (বেদনার বিষয় চিন্তা করিলেই তাহার পুনরাবৃত্তি, অক্জ্যালিক এসিড) ।

মস্তক।—মস্তিষ্কে তীক্ষ্ণ ও জ্বালাকর বেদনা, ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক বা সেরিবেলামে অধিকতর থাকে এবং মেরুদণ্ড বাহিয়া বিস্তৃত হয় । মস্তকে গুরুত্বানুভূতি এবং মস্তক পশ্চাৎ পার্শ্বে আরুণ্ড ।

মস্তকের কশাভাব এবং সংকোচন বোধ, সম্পূর্ণ মেরুদণ্ড বাহিয়া নিম্নে যায় । গাড়ির ঝাঁকিতে শিরঃশূল ও উদরাময় জন্মে ।

শ্বাসযন্ত্র।—হাঁপানি ; উপজিহ্বার দুর্বলতা ও আক্ষেপ বশতঃ গলরোধ ; স্বরযন্ত্র এক্রপভাবে রুদ্ধ যে, তন্মধ্যে বায়ু এককালীন প্রবেশ করিতে পারে না, কেবল মুখ চাপিয়া (উবুড় হইয়া) শয়নে এবং জিহ্বা বহিরানয়নে তাহার উপশম । স্বরযন্ত্রের টাটানিতে বোধ যেন তাহাতে ক্ষত হইয়াছে । শ্বাসকৃচ্ছ্র ও বক্ষের সঙ্কোচ বোধ ; সহজে শ্বাস টানিতে পারে কিন্তু শ্বাস নিষ্ক্ষেপের ক্ষমতা থাকে না । অবিশ্রান্ত, কঠিন, শুষ্ক এবং কখন কখন বেদনায়ুক্ত কাসিতে বোধ যেন স্বরযন্ত্রের নৈমিত্তিকঝিল্লি ছিন্ন হইয়াছে ; হাঁড়ির মধ্যে কাসার ভায় গভীর ও ফাঁপা শব্দের কাসি রজনীতে, মিঠহারে এবং শয়নে বদ্ধিত ও অমাস্য চাপিয়া শয়নে হ্রাস । খেতলালাবৎ, বদ্বদ্ব্যক্ত ; ক্ষুদ্র, সবুজ ও তিক্ত, গোলা বস্ত্রখণ্ডের ভায় ; আটা এবং তুলিতে কষ্টকর গম্মার ।

ক্ষুরণোন্মুখ যক্ষ্মাকাশ ; ফুসফুসের অংশবিশেষে কঠিন বেদনা ।

পলাভ্যন্তর।—গলদেশে অত্যন্ত শৈত্যসংস্পর্শ হওয়ার অনুভূতি এবং কষ্টদায়ক অস্থি কনকনানি হইলে গলদেশ টাটায় এবং ক্ষীতি থাকে এবং তাহাতে তরল কিম্বা কঠিন যে কোন প্রকার বস্তু

গলাধঃ করা অসাধ্য। নাসিকার পশ্চাৎ চইতে নিঃসৃত ঘন, ধূসর অথবা রক্তসংযুক্ত শ্লেষ্মায় গলাভ্যন্তর সর্বদাই পরিপূর্ণ থাকে (হাইড্রাষ্ট)।

ক্ষুধা :—আহারের অব্যবহিত পরেই কাকবৎ ক্ষুধা (সিনা, লাইক, সোরি)।

অবিশ্রান্ত তৃষ্ণা, স্বপ্নেও জলপান করে। রোগিনী পূর্বে যে মত্ত ঘৃণা করিত (এসেরাম) তাহা, লবণ (ক্যাল, নেট্রাম), মিষ্টদ্রব্য (সাক্র), এলমগ, বরফ, অম্লবস্তু, কমলালেবু ও কাঁচাকলের জল অতৃপ্তব্য আকাজ্জা প্রকাশ করে।

অন্ত্র ও বিষ্ঠা :—আটা এবং কদমবৎ বিষ্ঠার অন্ত্রে অন্ত্রে ত্যাগ, সরলাস্ত্রভ্রংশের অল্পভূতি হওয়ায় রোগী কোঁথ দিতে পারে না (এলাম্)। অন্ত্রের সংকোচন এবং জড়ভাব হওয়ায় গোল গোল বলের দ্বারা মল ত্যাগ (ল্যাকেসি)। মলত্যাগ করিতে পশ্চাৎপার্শ্বে অনেক বক্র হইতে হয়; মলত্যাগ অতিশয় বেদনায়ুক্ত, বোধ যেন মলদ্বারের পশ্চাৎপ্রদেশে কোন বস্তুখণ্ড আছে; এতই কষ্ট যে রোগী ক্রন্দন করে।

সরলাস্ত্রে তীব্র ও স্থচিবেধবৎ বেদনা। মলদ্বার হইতে লোনা মাছের জলের দ্বারা দুর্গন্ধ রসের নিঃসরণ।

মূত্রবস্ত্র :—রক্তকপ্রদেশে কঠিন বেদনা (পৃষ্ঠশূল), প্রচুর মূত্রস্রাবে উপশমিত (লাইকো)। মূত্রশূলে মূত্রপথের তীক্ষ্ণ বেদনায় বোধ যেন পাথরী নির্গত হইতেছে (বার্কো, লাইকঅক্সি); রোগী বরকের আকাজ্জা করে। মূত্রত্যাগকালে মূত্রশূলী এবং অন্ত্রের বেদনায়ুক্ত কুস্থন।

স্ত্রীজননেদ্রিষ্ট :—অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ, জমাট ও প্রচুর ঋতু-স্রাব; ধৌত করিলেও তাহার কলঙ্ক দূর করা কঠিন হইয়া পড়ে (ম্যাগ্নে

কা)। ঋতুকালে স্তন, বিশেষতঃ স্তনাগ্র, স্পর্শে বরফের ত্রায় শীতল এবং অবশিষ্ট শরীর উষ্ণ ।

যোনি এবং ভগ্নোষ্ঠের তীব্র চুলকনা, তদ্বিষয় চিন্তা করিলে বদ্ধিত । স্তন এবং স্তনাগ্রের টাটানি এবং স্পর্শে বেদনা ।

পৃষ্ঠ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ :—অংশফলকাস্থিহ্রয়ের মধ্যবর্তী পৃষ্ঠ দেশে বেদনা ; সম্পূর্ণ পৃষ্ঠদণ্ড স্পর্শে টাটানিযুক্ত (সিংকো সা) ; গ্রীবা পশ্চাৎ হইতে মেরুদণ্ডের নিম্ন পর্য্যন্ত বিস্তৃত তীব্র জ্বালাযুক্ত তাপ সহ আকৃষ্টবৎ কাঠিষ্ঠ, গাত্র বিস্তার করিলে বদ্ধিত ।

কটিস্থ কশেরুকা স্পর্শে বেদনাযুক্ত । সেকরাম, কক্সিক্স এবং হিপ-সন্ধিপশ্চাতের বেদনা দ্রুতগতিতে চতুর্দিকে বিকীরিত হয় এবং অঙ্গ বাহিয়া নিম্নে যায় । ভ্রমণকালে কেবল জজ্বায় এবং হিপ্ হইতে জানু পর্য্যন্ত স্থানে বেদনা । জজ্বায় গুরুত্ব, তাহা সিনকের ত্রায় বোধ ; জজ্বা এতাদৃশ ভারি যে, চলিতে কষ্ট ; পদ ভাঙ্গিয়া পড়ে । নিম্নাঙ্গ সম্পূর্ণ রজনী কনকন করায় নিদ্রার ব্যাঘাত । **জজ্বা এবং পদ অত্যন্ত অস্থির ও চঞ্চল** (জিক) । বিভ্রাট্টিকার সময় জজ্বা এবং বাহুতে ভয়াবহ কষ্ট ।

জজ্বার বেদনায় তাহা শয্যায় স্থির রাখা যায় না এবং আয়ত্তাধীন না রাখিলে, শিথিল করিয়া দিলে এবং নিদ্রা বাইবার চেষ্টা করিলে বৃদ্ধি হয় ।

জজ্বা ও পদের এবং প্রকোষ্ঠ ও করের শীতলতা । উরু ও গুল্ফ-পশ্চাতের রজ্জুবৎ পেণীতে আকৃষ্টতা ও সংকোচনের অল্পভূতি ; জজ্বা পশ্চাতে ও পদতলে খল্লী । ভ্রমণকালে গুল্ফ সহজেই বাকিয়া যায় (কার্ব এ, লিডাম) ।

হস্তপদের জ্বালা ; হস্ত-পদের জ্বালায় তাহা অনাবৃত করার এবং তাহাতে বাতাস দেওয়ার প্রয়োজন হয় (ল্যাকেসি, সাল্ফ) । জজ্বা এবং

বাহুতে স্নায়ুশক্তির প্রায় সম্পূর্ণ অভাব ; সামান্য শ্রমেই বলহানি ঘটে ।

শরীরের প্রত্যেক সন্ধিরই বেদনায়ুক্ত কাঠিগু । হস্তাঙ্গুলিসন্ধির বৈকল্য, বিবৃদ্ধি ও ক্ষীতি ; গুল্ফসন্ধির ক্ষীতি ও বেদনায়ুক্ত কাঠিগু ; গুল্ফ এবং পদতল উচ্চ স্থান স্পর্শ করাইলে বেদনা করে ।

চিকিৎসা ।

উপরে মেডরাইনামের সাধারণ ক্রিয়া সম্বন্ধে ও তাহার বিশেষ বিশেষ রোগলক্ষণবিষয়ে যাঁহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে বোধগম্য হইবে যে, রোগ যে নামেই অভিহিত হউক না কেন তাহার মূলে পূষ্ম-মেহের কুচিকিৎসার ও তাহা অন্তশুঁখী হওয়ার বা বসিয়া যাওয়ার বিবরণ থাকিলে এবং রোগের ক্ষুরিত অবস্থায় নূনাধিক পূর্বোন্নিখিত লক্ষণ প্রকাশিত হইলে মেডরাইনাম তথায় উপযোগী ঔষধ বলিয়া বিবেচিত । ফলতঃ “সাইকোটিক” রোগের বহু বিস্তৃতি, গভীরতা, বংশানুক্রমিকতা এবং তাহার রূপের বিচিত্রতার বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিলে অনায়াসেই বোধগম্য হইবে যে, রোগের নামাপেক্ষা তাহার পূর্ব বিবরণ, বর্তমান লক্ষণ এবং রোগীর বংশগত রোগ বিষয়ক বিবরণই ঔষধ নির্বাচন পক্ষে অধিকতর সাহায্যকারী । রোগীর হ্রস্বে চৰ্ম্মকীলের এবং জননেদ্রিয় ও গৃহ্যদ্বার প্রভৃতি শরীর-বহির্দ্বারের শ্লেষ্মিক ঝিল্লিতে শ্লেষ্মাশুটিকার (Condylomata) বর্তমানতা ইহার নিশ্চয়্যাক্ষক প্রদর্শক ; ইহাও টুবার্কুলিনামের তায় উচ্চ ক্রমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

শিক্ষার্থীদের স্মরণের কথঞ্চিৎ সাহায্যার্থে এস্থলে মেডরাইনাম চিকিৎস কতিপয় রোগের উল্লেখ করা যাইতেছে :—

অন্তঃপ্রবিষ্ট এবং অপ্রকাশিত পুষ্ণমেহ নিবন্ধন রসবাত ক্ষুদ্র-বাত বা গাউট, স্নায়ুশূল এবং মেরুমজ্জা ও তদ-বেষ্ট বিজ্জিরোগে যাহা মেরুমজ্জার উপাদানগত পরিবর্তন সাধিত করিয়া পক্ষাঘাতও উৎপন্ন করিতে পারে তাহা মেডরাইনাম আরোগ্য করিতে সক্ষম ।

রোগমূলে সাইকসিস্ বা অন্তঃপ্রবিষ্ট পুষ্ণমেহ থাকিলে পুরাতন অণ্ডাধারপ্রদাহ, বস্তিকোটরস্থ কোষময় বিজ্জির প্রদাহ বা পেল্ভিক সেলুলাইটিস্, জরায়ুর এবং অণ্ডাধারের সূত্র-বৎ পদার্থ গঠিত অর্ধুদ বা ফাইব্রাইডস্, কোষ-গর্ভ অর্ধুদ বা সিষ্টস্ এবং উপরিউক্ত রূপ অত্যাশ্রয় রোগে মেডরাই উপযোগী ।

লক্ষণসাদৃশ্য থাকিলে এবং পূর্ববৎ পুষ্ণমেহবিষ রোগের কারণ হইলে ক্রিসাস্, কাসিনামা অথবা ক্যান্সার বা কর্কট প্রভৃতি দুরারোগ্য ও সাজ্বাতিক রোগেও মেডরাইর প্রয়োগ দ্বারা রোগের উপশম এবং অবস্থানুসারে আরোগ্যের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে ।

বংশগত পুষ্ণমেহদ্রুষিত ব্যক্তিদিগের শিশু সন্তানের শিশু ক্ষয়রোগে ; রোগমূলে পুষ্ণমেহবিষদোষ অন্তঃপ্রবিষ্ট থাকিলে লসীকা গ্রন্থি বিবন্ধি ; যক্ষ্মাকাশরোগীর ক্লান্তি, দৌর্বল্য এবং জীবনীশক্তির অবসাদ প্রভৃতি ; সন্ধিবাতিক ও রসবাতিক বেদনা ; কশিয়া বাধায় গায় শরীরের সঙ্কুচিতভাব ; এবং সম্পূর্ণ শরীরে ছুপ্তবৎ টাটানি প্রভৃতিতে মেডরাই উপকার করিয়া থাকে ।

উপরি উক্ত ধাতুদোষযুক্ত ব্যক্তিদিগের কোন সাজ্বাতিক রোগের চরমাবস্থায় শরীরের শীতলতা, প্রচুর শীতল ঘর্ম (গাভ্রাবরণ দূরে

নিষ্ক্ষেপ—ক্যাম্ফ, সিকেলিন) প্রভৃতি পতন বা কোল্যাপ্স লক্ষণ উপস্থিত হওয়ায় রোগী সর্বদা পাখার বাতাস চাহিলে (কার্ব ভে) এবং পরিস্কার বায়ুর আকাঙ্ক্ষা করিলে মেডরাইনাম উপযুক্ত ঔষধ বলিয়া গণ্য ।

শয্যানুভ্রাসাবরোপে রোগী রজনীতে শয্যায় এমনিয়ায় গন্ধযুক্ত প্রভূত পরিমাণ এবং অতিরঞ্জিত মূত্রত্যাগ যদি অপরিমিত কার্যাদি অথবা খেলা এবং দৈনিক তাপ অথবা শৈত্যের অত্যধিক বদ্ধিত অবস্থায় বৃদ্ধি পায় এবং রোগের মূলে সাইকসিস্ ধাতুদোষ থাকায় যত্র-পূৰ্ব্বক নির্বাচিত ঔষধ নিষ্ফল হয় তাহাতে মেডরাইনাম উপকার করিয়া থাকে ।

পুষ্পাতুর পুরাতন বিকারগ্রস্ত জ্বীলোকদিগের ঋতুরোপে, বিশেষতঃ জ্বরায়ুর রক্তস্রাবে এবং বয়ঃসন্ধির ঋতুরোধকালে সপ্তাহ হইতে সপ্তাহান্তর পর্য্যন্ত প্রচুর কৃকবর্ণ, চাপ চাপ এবং দুৰ্গন্ধ শোণিতের হড়্ হড়্ করিয়া স্রাব যদি শরীর চালনায় বদ্ধিত হয় তাহাতে মেডরাইনাম ফলপ্রদ ; রোগীর জরায়ু মারাত্মক (Malignant) রোগগ্রস্ত থাকে ।

এস্থলে বক্তব্য যে, রোগীতে পুরাতন ও অন্তঃপ্রবিষ্ট পুষ্পাতুর বিবরণ থাকুক বা না থাকুক রোগলক্ষণ সহ ঔষধলক্ষণের সাদৃশ্য দৃষ্ট হইলেই মেডরাইনাম দ্বারা উপকারের সম্ভাবনা আছে। প্রভেদ এই যে পুষ্পাতুদোষের অবর্তমানে ঔষধ হোমিওপ্যাথিক মূল ও সাধারণ ক্রিয়ার এবং তাহার বর্তমানে আইসপ্যাথির ক্রিয়ার বশবর্তী হইয়া রোগারোগ্য করে ।

৫। সিফিলিনাম (Syphilinum.) ।

উপচয় :—গোধূলি হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত রজনীতে ।

তুলনীয় ঔষধ :—অরাম, এসাফি, কেলি আয়, মার্ক, কাইটল (অস্থি রোগে ও উপদংশ) ।

সাধারণ ত্রিহা :—মেডরাইনাম যেক্রপ পৃথাতুর এবং টুবাকুলিনাম যেমন টুবাকুলার যক্ষ্মাকাসের রোগবীজোৎপন্ন ঔষধ, সিফিলিনামও সেইরূপ উপদংশরোগবীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । মনুষ্যশরীরে ইহাদিগের ক্রিয়ার এবং উৎপন্ন রোগলক্ষণের বিভিন্নতা থাকিলেও ক্রিয়ার ও রোগের গভীরতা, ব্যাপকতা, এবং গুরুত্ব প্রায় তুল্য । এলোপ্যাথি এবং হাতুড়িয়া মতে অপরিমিত পারদ এবং আয়ডাইড অব পটাসিয়ামের প্রয়োগ এবং অত্র প্রকার কুচিকিৎসা বশতঃ তরুণ উপদংশ রোগের স্থানিক ক্ষত এবং ত্তগুদভেদ অন্তঃপ্রবিষ্ট হইলে শরীরস্থ রস, রক্ত, স্রাবাদি, পেশী, ঝিল্লি ইত্যাদি ও অস্থি, উপস্থি প্রভৃতি সর্বপ্রকার তরল ও কঠিন উপাদান পর্য্যন্ত রোগবিষ-কর্তৃক আক্রান্ত হয় । উপরি উক্ত অন্তঃপ্রবিষ্ট উপদংশ এবং পারদো-পদংশ ঘটত যৌগিক বিষের ক্রিয়া বশতঃ পুনরুৎপাদিকা শক্তি ও পোষণ-ক্রিয়া বিধ্বস্ত হইলে জীর্ণ শরীরের ভিন্ন ভিন্ন শরীরোপাদানে ও যন্ত্রে যে ক্ষত ইত্যাদি পুরাতন রোগ ও রোগলক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহা এবং পুরুষানুক্রমিক উপদংশরোগজীর্ণ শিশুর শৈশবোপদংশ বা ইন্ফ্যান্টাইল সিফিলিস ঘটত যে রোগলক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহা নিম্নে অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে । পূর্ববর্ণিত মেডরাইনাম ইত্যাদি ঔষধের ভ্রাম ইচ্ছাও উপদংশজ রোগচিকিৎসায় হোমিওপ্যাথির শাখা স্বরূপ “আইসপ্যাথি” মতে রোগারোগ্য করে ; এবং উপদংশ রোগকারণ না হইলে, অপিচ রোগলক্ষণের পুরাতন উপদংশরোগলক্ষণ সহ সাদৃশ্য থাকিলে ইহা সাধারণ হোমিওপ্যাথি মতানুসারে প্রযুক্ত ও ফলপ্রদ হয় । কিন্তু ডাং গ্রাস উপরিউক্ত নসোড বা রোগবীজোৎপন্ন ঔষধ-নিচয়ের আইসপ্যাথিক ক্রিয়া হওয়া বিষয়ে বিশেষ সন্দেহই করিয়াছেন ।

তিনি বলেন “আমি নসোড ঔষধ আইসপ্যাথি মতে ব্যবহার করিয়া বিশেষ কোন ফল পাই নাই। কিন্তু যে সকল রোগীর গণরিয়া, সিকিলিস প্রভৃতির কোন বিবরণ নাই, তাহাদিগের রোগে লক্ষণসাদৃশ্য থাকায়, সাধারণ হোমিওপ্যাথি মতে ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ ফল পাইয়াছি”। প্রচলিত মতে উপদংশরোগে অতি যত্নপূর্বক নির্বাচিত ঔষধের ক্রিয়া না হইলে সে স্থলেও ইহা দ্বারা ফললাভ করা যাইতে পারে। এই পর্যায়ের অন্ত্য ঔষধের দ্বায় সিকিলিনামও অতি উচ্চ ক্রমে প্রায়শঃ ১০০০ (m) ১০০০০০ (cm), ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রদর্শক লক্ষণ :—অন্ধকারের আরম্ভ হইতে সূর্যালোকের প্রকাশ পর্য্যন্ত বেদনার বৃদ্ধি ; সকল লক্ষণেরই রজনীতে বৃদ্ধি (মার্ক) ; কেশের স্থানন ; যে কোন প্রকার মত্তের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ; ইহা রোগীর বংশগত দম্ব (এসেরাম, সরি, টুবাকু, সালফ, সাল্ফ এ)।

রোগ এবং বিশেষ রোগলক্ষণ ।

বেদনার ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি এবং তজ্জপেই হ্রাস (ষ্টেনাম) ; বেদনা স্থান পরিবর্তন করায় পুনঃ পুনঃ শরীরাবস্থানের পরিবর্তন করিতে হয়।

তাম্রবর্ণ ও লাল স্বপ্তভেদ নিষ্ক্রিয় থাকে এবং ঠাণ্ডা লাগিলে নীলবর্ণ হইয়া যায়। সম্পূর্ণ শরীরের চরম শীর্ণতা (এব্রটে, আয়ডি)।

রজনীতে জ্বপিশুর মূল হইতে চুড়া পর্য্যন্ত ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা (চুড়া হইতে মূল পর্য্যন্ত, মেডরাই ; জ্বপিশুর মূল হইতে ক্র্যাভিকল অস্থি অথবা স্কন্ধ পর্য্যন্ত, স্পিজি)।

অরণশক্তির হানি ; পুস্তকের, ব্যক্তিবিশেষের অথবা স্থানের নাম অরণ রাখা যায় না ; সংখ্যা গণনা করা কঠিন। রোগী বোধ করে যে

উন্মাদ ; যেন তাহার অর্দ্ধাঙ্গ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে ; ঔদাস্ত এবং অমনোযোগ । রোগী রজনীকে অত্যন্ত ভয় করে কেননা জাগিলেই শারীরিক এবং মানসিক বলহানি অসহনীয় হওয়ায় মৃত্যুই তাহার নিকট বাঞ্ছনীয় বলিয়া বোধ হয় । জাগ্রত হইলে বলক্ষয়ের ভয়াবহ যন্ত্রণা বশতঃ যে কষ্ট পায়, তজ্জগত ভীতি (ল্যাকেসিস্) ।

স্নায়বিক শিরঃশূল রজনীতে নিদ্রার ব্যাঘাত করে এবং প্রলাপ হয় ; ও অপরাহ্ন ৪টার সময় আরম্ভ হইলে রজনী ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত তাহার বৃদ্ধি, এবং রজনী প্রভাতে নিবৃত্তি ।

নবজাত শিশুর তরুণ চক্ষুপ্রদাহ (Acute ophthalmia neonatorum) ; চক্ষুপত্র ক্ষত হয় ও নিদ্রাকালে জুড়িয়া থাকে ; রজনীতে তীক্ষ্ণ বেদনা হইলে ২টা হইতে ৫টা রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার বৃদ্ধি ; প্রচুর পুয়স্রাব ; এবং শীতল জলে চক্ষু ধৌত করিলে রোগের উপশম । “সুপরিয়ার অল্লিক পেশীর” পক্ষাঘাত বশতঃ চক্ষুপুটপতনরোগে চক্ষুপুট বুলিয়া পড়ায় রোগীর নিদ্রানু দৃশ্য জন্মে । দ্বিত্বদৃষ্টিতে একটা পুন্তলির নিয়ে অতৃপুন্তলি দেখিতে পাওয়া যায় ।

দন্তমাড়ির কিনারায় দন্তের ক্ষয় জন্মে ও তাহা ভাঙ্গিয়া যায় ; দন্তের সম্মুখদেশ কোটরবৎ (cupped) এবং পার্শ্ব করাতের তায় কাটা কাটা । দন্ত খর্ব্বাকৃতি ও তাহাদিগের অগ্রভাগ পরস্পর নিকটতর থাকে ।

বহুকালব্যাপী অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ ; সরলাস্ত্র উপাদানগত (organic) সংকোচনে আবদ্ধ বলিয়া বোধ ; পিচকারি ব্যবহার করায় মল নির্গত হইতে প্রসবের তায় কষ্ট (ল্যাক ডি, টুবাকু') ।

মলদ্বার ও সরলাস্ত্রের বিদারণ (Fissure—থুজা) ; সরলাস্ত্রের হারিস বা শুদ্রংশরোগ ; উপদংশের সংশ্রব থাকায় রোগ কষ্টসাধ্য ।

স্বন্ধের অথবা ডেন্টাইডপেশীর সংযোগস্থলের রসবাতরোগের বেদনা পার্শ্বের দিকে হাত উঠাইলে বৃদ্ধি পায় ।

অনিদ্রা ; অস্থি ক্ষত ; মেরুদণ্ডবক্রতা বা কার্ভেচার অব স্পাইন ;
অস্থিবেষ্টিকিল্লি, স্নায়ু এবং সন্ধিতে বেদনা ; ব্রণশোথ ; অঙ্গের পক্ষাঘাত ;
অস্থিবেষ্টিকিল্লির অর্কুদ বা গামেটা ; অস্থির অর্কুদ ; মুখ, গলমধ্য, তালু,
চক্ষুর কালক্ষেত্র বা কর্ণিয়া এবং পদের ক্ষত ; বিষাদবায়ু, উন্মাদরোগ
এবং মানসিক জড়ত্ব ; জরায়ুগ্রীবা ও জরায়ুযুথের ক্ষত এবং পীতবর্ণ
এদের ; স্বরযন্ত্রের ক্ষত ও স্বরলোপ প্রভৃতি ।

৬। হাইড্রফবাইনাম বা লাইসিন ।

(Hydrophobinum or Lyssin)

চিকিৎসা :—হাইড্রফবাইনামের শিরঃশূলরোগী
জলশ্রোতের শব্দ সহ করিতে পারে না, তাহাতে তাহার বেদনার বৃদ্ধি হয় ।
জলের শব্দে গর্ভবতী রমণীর সর্কাস্ট্রীন আক্ষেপ বা কনভাল্‌সন হইলে
হাইড্রফবাইনাম উপকার করিয়া থাকে ।



লেক্চার ৭৪ (LECTURE LXXIV.)

ম্যাগ্নিসিয়া সল্টস্ ।

১। ম্যাগ্নিসিয়া কার্বনিকা। ২। ম্যাগ্নিসিয়া ফস্ফরিকা। ৩। ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়েটিকা।

১। ম্যাগ্নিসিয়া কার্বনিকা (Magnesia Carbonica.) ।

উপশম ঃ—শরীরচালনায় ; মুক্ত বায়ুতে ।

সম্বন্ধ ঃ—ম্যাগ্নিসিয়া কার্বের কার্যপ্রতিষেধক—ক্যাম, পাল্‌স্, মার্কুরিয়াস, নাকস্ ভ, রিয়াম্ ।

কার্যপূরক—ক্যামমিলার ।

তুলনীয় ঔষধ ঃ—আস, এলো, ক্যাঙ্কে কা, ক্যাম, গ্র্যাফা, লাইক, নাই এসি, নাকস্ ভ, ফস্, সিপি, সিলিক ।

সাধারণ ক্রিয়া ঃ—ম্যাগ্নিসিয়া কার্বনিকা প্রধানতঃ অন্ত্রনালীর প্লৈথিক বিলি আক্রমণ করায় তাহার উত্তেজনা ও প্রাতিশ্রাবিক প্রদাহ এবং স্নায়ুজেনেড্রিয় আক্রমণ করিলে স্নাতুশ্রাব সম্বন্ধীয় বিষজ্বালা উৎপন্ন হয় । ইহার রোগী বাতপ্রকৃতি এবং উত্তেজনা প্রবণ । শিশু রোগেই ইহার অধিকতর ব্যবহার দেখা যায় ।

লক্ষণ ।

মস্তক ঃ—চাপিত করার ছায় শিরঃশূল । মস্তকভিত্তিতে শোণিত-ধাবন । কেশের স্থলন । মস্তকের উপরি বৃন্তস্তেদে জন্মিলে বর্ষাকালীন সিক্ত আব হাওয়ায় চুলকায় ।

স্নায়ু—বিদ্যৎকালকবৎ স্নায়ুশূল। মৃগীবৎ আবেশ হইলে সজ্ঞানাবস্থায় পুনঃ পুনঃ অকস্মাৎ পতন। দুর্বলতা, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে অধিকতর। দুর্বলতা ও ক্লান্তি, বিশেষতঃ পাদে অধিকতর এবং উপবেশনাবস্থায় বদ্ধিত। সন্ধ্যাকালে অনেক ক্ষণ বসিয়া থাকিলে অঙ্গের অস্থিরতা জন্মে।

চক্ষু—প্রাতঃকালে চক্ষু জুড়িয়া থাকে। চক্ষুসম্মুখে কাল কাল বিন্দু। কালক্ষেত্র বা কণিয়ার অস্বচ্ছতা। চক্ষুগোলকের ক্ষীতি। চক্ষুর শুষ্কতা অথবা অশ্রুশ্রাব। চক্ষুর প্রদাহ ঘটিত লোহিতবর্ণ, জালা ও ছলবেধবৎ বেদনা এবং দৃষ্টির ঘোরত্ব।

মুখপাছবর—রজনীতে দন্তশূল হইলে রোগী গাত্রোথান করিতে ও ভ্রমণ করিতে বাধা; স্থিরভাবে থাকিলে বেদনা অসহনীয় হইয়া উঠে; শৈত্যে বৃদ্ধি হয় এবং গর্ভাবস্থায় উপস্থিত থাকে। মুখলালা রক্ত মিশ্রিত। মুখাসাদ তিক্ত অথবা অম্ল।

আমাস্র—ফল এবং অম্ল বস্তুতে ইচ্ছা; মাংস খাইতে চাহে; শাকসজ্জীতে ঘৃণা জন্মে। প্রচণ্ড তৃষ্ণা, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে। আমাশয়ে কসিয়া ধরার গায় বেদনা। আমাশয়ে ক্ষতবৎ বেদনা হইলে চাপে অত্যন্ত অসহিষ্ণু থাকে।

উদর—আমাশয়ের ক্ষীতি প্রচুর বায়ু নিঃসরণে উপশম। সম্পূর্ণ উদরে কামড়ানি ও কর্জনবৎ বেদনা এবং গড় গড় ডাক হইলে পাতলা ও সবুজবর্ণ মলত্যাগ, কুহ্নন থাকে না।

মল ও মলদ্বার—সরলাস্ত্রে স্থচিবেধবৎ বেদনা। ভেকের আবাস পুষ্করিণীর উপরিভাগে ভাসমান সবুজ এবং বৃদ্ধবৃদ্ধ ময়লা বা গাঁজলা অথবা ভাসমান মোমখণ্ডের গায় পদার্থযুক্ত বিষ্ঠা প্রত্যেক বার ত্যাগের পূর্বেই উদরের কামড়ানি তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর থাকে। কোষ্ঠবদ্ধ।

জীজননেক্রিয়া :—অতি দিলম্বে অত্যন্ন পরিমাণ ঋতুশ্রাব । ঋতুশ্রাব দিবসাপেক্ষা রজনীতে প্রচুরতর হয় এবং আত্মসঙ্গিক আকুষ্টবৎ জরায়ু বেদনা উদরোপরি চাপে এবং নত হইলে উপশম থাকে । বেদনার সময় ঋতুশ্রাব হয় না তাহার পরে হয় । ঋতু শোণিত, গর্দের শ্রায়, ঘন, উগ্র, কাল এবং আলকাতরার শ্রায় ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ :—স্বন্ধে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে রসবাতিক বেদনা ।

চিকিৎসা ।

চক্ষুরোগ :—মতিহ্যাবিন্দু বা ক্যাটারাক্ট :—ডাঃ ফ্যারিংটন ম্যাগ্রিসিন্ধা কার্ভ দ্বারা দুইটি মতিহ্যাবিন্দু রোগীর আরোগ্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন । ইহার মধ্যে একটি রোগীর পূর্বে ইহাতে শিরঃশূল প্রবণতা ছিল এবং তাহার স্ফোটক হইত । এস্থলে ইহা সিলিন্ধা, কনাস্লাম্, নেট্রিট্রিট এবং কষ্টিকাম সহ তুলনীয় ।

দন্তশূল :—গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের দন্তশূলরোগে ম্যাগ্রিসিন্ধা কার্ভ উপকারী । বেদনা রজনীতে বৃদ্ধি হইলে রোগিণী শয্যাভ্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে বাধ্য ।

অজীর্ণরোগ বা **ডিসপেশিশিন্ধা** :—শিশু ও যুবক উভয়ের অজীর্ণরোগেই অবস্থাবিশেষে ম্যাগ্রিসিন্ধা কার্ভ প্রযোজ্য । শিশু দুগ্ধ পান করিতে চাহে না এবং তাহা পরিপাকও করিতে পারে না । দুগ্ধ পান করিলেই আমাশয়ের বেদনা হয় এবং অজীর্ণবস্থায় তাহা মলসহ নির্গত হইয়া যায় । উদরাময় জন্মিলে শিশু অন্নভ্রাণ, সবুজ ও ক্লেদযুক্ত বিষ্ঠা ত্যাগ করে । উদরাময় না হইলে বিষ্ঠাসহ থানা থানা জিউলির আটার শ্রায় আম থাকে । উদরাময়ের পূর্বে পেট কামড়ানি হইলে

মলত্যাগান্তে তাহার উপশম হয় । পুষ্টিহানি বশতঃ শিশু ক্রমে রোগজীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া যায় ।

যুবা ব্যক্তদিগের অম্লাজীর্ণরোগে (Acid dyspepsia) বক্রংবিকার প্রধান লক্ষণ রূপে বর্তমান থাকে । রোগী সাধারণতঃ কফিশাক, গোল আলু এবং শ্বেতসারময় বস্তু পরিপাক করিতে পারে না । আহারকালে রোগী উৎকণ্ঠাযুক্ত এবং গরম বোধ করে ও গরম হওয়ায় নিদ্রা যাইতে পারে না, তথাপি ঠাণ্ডা লাগিবে বলিয়া শরীর অনাচ্ছাদিত করিতে ভীত হয় ।

উদরশূল বা কলিক :—পূর্বে কথিত চক্ষাজীর্ণরোগগ্রস্ত শিশুর বারম্বার উদরশূল । বয়স্কদিগের ফল এবং শাকসজ্জি আহারে অজীর্ণ জন্ম উদরশূল জন্মে । শিশুর উদরে কামড়ানি হয় এবং শিশু হস্তপদ উর্দ্ধদিকে তুলিয়া বেদনার উপশম পাইতে চেষ্টা করে । ফলতঃ ম্যাগ্নিসিয়া কার্বের উদরশূল অনেকাংশে কলসিন্স রোগসহ তুলনীয় । বিশেষ প্রকারের অম্লাক্ত সবুজ এবং ক্লেদমিশ্রিত মল ত্যাগ হইলে উদরশূলের উপশম হয় অথবা উপরি উক্ত উদরাময়ের পূর্বের পেট-কামড়ানি বেদনার উপশম জন্ম শিশু বিভাঁজ হইতে থাকে ।

উদরাময় বা ডায়ারিয়া :—ম্যাগ্নিসিয়া কার্বের উদরাময়ের বিষ্ঠার বিলক্ষণ বিশেষতা দৃষ্ট হয় । ইহার বিষ্ঠা অম্লাক্ত, সবুজবর্ণ এবং ক্লেদযুক্ত থাকায় রিস্যাম ও ক্যামমিনার বিষ্ঠার সহিত সাদৃশ্য প্রকাশ করে । যে পুষ্করীতে বহুতর ভেক বাস করে তাহার জলোপরি ভাসমান বুদ্ধবুদ্ধ ময়লা বা “ব্যাঙ্ক পুকুরের” জলের উপরের গাঁজলার তায় বিষ্ঠা ইহার উদরাময়ের প্রদর্শক । মলত্যাগের পূর্বে অত্যন্ত পেটকামড়ানি এবং পেটের ডাক উপস্থিত হয় । শিশু ক্রমে ক্ষীণ ও শীর্ণ হইয়া যায় ।

কোষ্ঠবদ্ধ বা কন্ঠিপেশন :—উপরি উক্ত অঙ্গীর্ণরোগ-
গ্রস্ত এবং জীর্ণ, শীর্ণ শিশুর কখন কখন কোষ্ঠবদ্ধ উপস্থিত হয়। অত্যন্ত
উদরশূল হইলে শিশু দ্বিভাঁজ হইতে থাকে এবং অবশেষে কিঞ্চিৎ
কঠিন বিষ্ঠা সহ জিউলির আটার ন্যায় চাপ
চাপ আম নিগত হইলে উদরশূলের নিবৃত্তি হয়।

স্ত্রীজননেদ্রিয়রোগ—ঋতুবিকার : গর্ভাব-
স্থার রোগ :—ম্যাগ্রিসিয়া সল্ট মাত্রেরই ঋতু শোণিত
কৃষ্ণবর্ণ অথবা প্রায় আলকাতরার ন্যায় কাল। ম্যাগ্রিসিয়া
কার্বের ঋতুস্রাব সাধারণতঃ বিলম্বাগত এবং অত্যন্ত। ইহার বিশেষতা-
এই যে, শোণিতস্রাব রজনীতে, শয়নাবস্থায়
অথবা প্রাতঃকালে গাত্রোথান করিবামাত্রই
অধিকতর হয় এবং ভ্রমণকালে রক্ত-
স্রোত বন্ধ হইয়া যায়। ঋতুস্রাব স্বল্লাধিক যাহাই
হউক স্রাবকালে বেদনা থাকে না অথবা বেদনার বিরতিকালে
অধিকতর স্রাব হয়। শোণিত পূর্বকথিত রূপ কৃষ্ণবর্ণ থাকে এবং
তাহা উগ্রতা বিশিষ্ট হয়।

গর্ভাবস্থায় দন্তশূল রোগের পক্ষে ম্যাগ্রি-
সিয়া কার্ব অত্যন্ত প্রধান ঔষধ। এই দন্তশূলের রজনীতে বৃদ্ধি
হইলে রোগিনী শয্যা হইতে গাত্রোথান করিয়া গৃহের চতুঃপার্শ্বে ভ্রমণ
করিতে বাধ্য হয়। রেট্যানিয়াতেও রজনীতে দন্তশূলের বৃদ্ধি
হইলে রোগী গৃহের চতুঃপার্শ্বে অস্থির ভাবে ভ্রমণ করে। ম্যাগ্রিসিয়া
কার্বের কার্যাপুরক ক্যামমিলার কথাও এস্থলে আমাদিগের
স্মরণ পথে আইসে।

নাক্স ভমিকা—বিষাদগ্রস্ত ও খিটখিটে জীলোকদিগের
দন্তশূলে উপকারী।

সিম্পিয়া—গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ইহা উপযোগী ঔষধ। অধিকাংশ সময়ে ২০০ ক্রমে ইহা কার্য্য করিয়া থাকে।
সিম্পিয়া নিষ্ফল হইলে **ওস্পিয়া** প্রযোজ্য।

হেমামেলিস—ইহা “মিল্কলেগ” বা গর্ভাবস্থার পদক্ষীতির পক্ষে অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ।

শিশুকক্ষরোগ বা **ম্যারেস্‌সাস্**—**ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব** শিশুকক্ষরোগের পক্ষে **ক্যাক্সেরিয়ার** ত্রায় অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। দুর্বল ও পুষ্টিহীন এবং রোগজীর্ণ শিশুদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী। শিশু দুগ্ধ পান করিতে চাহে না, করিলেও আমাশয়ে বেদনা হওয়ায় সে তাহা সহ্য করিতে পারে না এবং আচরাৎ অজীর্ণ ও অন্নগন্ধ দুগ্ধের বমন করিয়া ফেলে; দুগ্ধের পানের নূনাধিক কাল পরে কামড়ানি প্রকৃতির উদরশূল জন্মে; এবং অম্লান্ত ও ঘাসের ত্রায় সবুজ বর্ণের মল ত্যাগ হয়। শিশুর আকৃতি জাজ্জল্যমান পুষ্টিহীনতার লক্ষণ প্রকটিত করে। শিশুর সম্পূর্ণ মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত দৃষ্ট হয়, গ্রন্থির ক্ষীতি জন্মে এবং উদর বৃহদায়তন থাকে।

মাক্সুরিফাস্—রোগী শীর্ণ হইয়া যায়, গ্রন্থিনিচয় ক্ষীত হয় ও পাকে এবং শরীরাকৃতি হাবারোগবৎ পীত বর্ণ ধারণ করে। কুহন সহ সন্মুক্তবর্ণ অল্প অথবা জলবৎ মল-ত্যাগ হওয়ায় ইহা **ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব** হইতে প্রভেদিত হয়।

২। **ম্যাগ্নিসিয়া ফস্ফরিকা (Magnesia phosphorica.)**

উপচয়—শীতল বায়ুতে; দমকা ও ঠাণ্ডা বাতাস অথবা প্রবহমান শীতল বায়ু সংস্পর্শে; শীতল জলে স্নান অথবা গাত্র ধৌত করিলে; স্পর্শে।

উপশম—দ্বিভাঁজ হইলে; তাপে; চাপে।

তুলনীয় ঔষধ :—বেল, ফলফা, কলসি, লাইক, ল্যাক
কেনি, পালস, ক্যাম ।

সাধারণ ক্রিয়া :—ম্যাগ্নিসিয়া ফস্ফরিকা হোমিওপ্যাথিক
ঔষধ ভাণ্ডারের আধুনিক সংগৃহীত রত্নবিশেষ । ইহার ঔষধগুণ পরী-
ক্ষার কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া না যাইলেও রোগ চিকিৎসায় ইহা
যে গুণবস্তুর নিদর্শন প্রদান করিয়াছে তাহাতে প্রকৃত পক্ষেই ইহার
হোমিওপেথির অগ্রতম শ্রেষ্ঠ রত্ন নামে অভিহিত করিলে অত্যাতি দোষ
ঘটে না । ইহা স্নায়বিক উপাদানের একটি প্রধান উপকরণ । এ কারণ
ডাঃ স্মুলারের গৃহীত মতানুসারে ম্যাগ্নি ফসের অভাব নিবন্ধন স্নায়ু-
পদার্থের পুষ্টিহানি বশতঃ রোগাৎপন্ন হইলে ইহা তাহার পুষ্টিসাধন
পূর্বক রোগারোগ্য করে । ফলতঃ স্মুলারের উপরি উক্ত মতের প্রতি
দৃষ্টি না করিয়াও হোমিওপ্যাথি মতানুসারে ইহার ক্রিয়ার বিষয়ে যাহা
জানিতে পারা গিয়াছে নিম্নে আমরা তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত
করিলাম ।

একহারা, শীর্ণকায়, কৃষ্ণ বর্ণ এবং অত্যন্ত বায়ুপ্রধান ব্যক্তিদিগের
পক্ষে ম্যাগ্নিসিয়া ফস্ফরিকা বিশেষ উপযোগী ঔষধ । ইহার রোগী
অবসন্ন, ক্লান্ত এবং হৃতশক্তি থাকায় স্বজ্জ্বভাবে উপবেশন করিতে অক্ষম
হয় ।

স্নায়বিক বিকার জন্ত বেদনাদি নানা প্রকার রোগের উৎপত্তি ও
আরোগ্য দ্বারা ইহার প্রধানতম ক্রিয়া প্রকটিত হয় । ফলতঃ ভৈষজ্য
ভাণ্ডারের কোন ঔষধই ইহার ত্রায় বহুধা স্নায়ুশূল এবং স্নায়বিক
লক্ষণ উৎপন্ন করে না । বেদনার প্রকৃতি তীক্ষ্ণ, কর্ত্তনবৎ, ছুরিকা-
ঘাতের ত্রায় এবং তীর ও সূচিবেধবৎ ; বেদনার আক্রমণ এবং
তিরোধান বিজ্যৎ বলকের ত্রায় আসা যাওয়া করে ; বেদনার অসহনীয়
সবিরাম আক্রমণে রোগী ক্ষিপ্তপ্রায় হয় ; সংকুচিতবৎ অল্পভূতি

উৎপাদক বেদনা ত্বরিত স্থান পরিবর্তন করে; আমাশয়, উদর এবং বস্তিকোটরের স্নায়ুশূলরোগে খল্লীবাৎ বেদনা থাকে।

উপরি উক্ত উপচয় ও উপশমের কারণ, রোগীর ধাতুর ও শরীর-কারের বিশেষতা এবং বেদনার প্রকৃতি প্রভৃতি বর্তমান থাকিলে যে যে রোগে ম্যাগ্নিসিয়া ফস্ প্রদত্ত হইয়া থাকে নিম্নে আমরা তন্মুখা হইতে কতিপয় রোগের বিষয় উল্লেখ করিলাম। শিক্ষার্থীদিগের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, অতি যত্নগ্ৰহণ, অনেকানেক, প্রায় নিত্য ঘটনীয় রোগ চিকিৎসায় আশু ফলপ্রদ হোমিওপ্যাথি ঔষধমধ্যে ইহার স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক :—বিছালয়ের ছাত্রীদিগের শিরঃশূল রোগে ম্যাগ্নিসিয়া ফস্ফরিকা উপকারী ঔষধ। মানসিক ভাবোচ্ছ্বাস, অতিরিক্ত মানসিক শ্রম অথবা কঠিন পাঠাভ্যাস এই শিরঃশূলের কারণ, ; ইহা স্যাক্সু ও সিলিনকনের ঔষয় মস্তক পশ্চাৎ হইতে আরম্ভ হইয়া সম্পূর্ণ মস্তকে বিস্তৃত হয়; রোগীর মুখ লোহিতবর্ণ ও শোণিতোচ্ছ্বাসযুক্ত থাকে এবং পূর্বাঙ্ক ১০ হইতে ১১টা অথবা অপরাহ্ন ৪ হইতে ৫টা পর্য্যন্ত রোগের বৃদ্ধি এবং চাপে ও —বাহ্যতাপ প্রয়োগে তাহার হ্রাস হয়।

ধনুষ্ঠকার বা ডিটেনাস :—ডাঃ সি, এন্স ম্যাগ্নিসিয়া ফস্ফের ৩×ক্রম প্রয়োগে অতি সহজ একটি ধনুষ্ঠকার-রোগে ফললাভ করিয়াছিলেন।

ষ্ট্র্যামনিয়ান—ধনুষ্ঠকারের সর্বাঙ্গীণ আক্ষেপকালে শ্বাসনলী-দ্বারের ও বক্ষের আক্ষেপ হইলে এবং আক্ষেপ আনলোক ও স্পর্শে বৃদ্ধি পাইলে ইহা দ্বারা উপকার হয়।

হাইপেরিকাম্—স্নায়বিক অভিব্যাত জন্ম হনুস্তন্তের পক্ষে ইহা উপযোগী ঔষধ ; করতল ও পদতলের ক্ষতের প্রতিষেধক রূপে কার্য্য করিয়া ইহা ধনুষ্ঠকারের বাধা জন্মাইয়া থাকে ।

স্নায়ুশূল বা নিউরেন্‌জিহ্না :—স্নায়ুশূলরোগারোগ্যে ম্যাগ্নিসিয়া ফস্ বিলক্ষণ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে । মুখের দক্ষিণ পার্শ্বের রোগেই ইহার বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে । ইহার সবিরাম, তীব্রবেধ ও কৰ্ত্তনবৎ বেদনা মুখ এবং চক্ষুকোটরের নিম্ন অথবা উৰ্দ্ধাংশ আক্রমণ করে ; স্পর্শে, শীতল বায়ুতে এবং চাপে তাহার বৃদ্ধি ও তাপ প্রয়োগে হ্রাস হয় । যে কোন মস্তক পার্শ্ব ও গ্রীবার পার্শ্বের স্নায়ু-শূলেও ইহা উপকারী ।

এলিফান্‌ সেপা ও হাইপেরিকাম্—অঙ্গচ্ছেদাস্তর ছিন্ন অঙ্গের অগ্রভাগের স্নায়ুশূলে ফলপ্রসূ ।

হুপশকক কাসি বা হুপিংকক :—ডাঃ-সুস্‌নারের টিসু রেমিডির মধ্যে হুপিং কাসির পক্ষে ম্যাগ্নিসিয়া ফস্ প্রধানতম ঔষধ ; রোগ সাধারণ সর্দির গ্রাম আরম্ভ হয় । স্নায়বিক কাসি আক্ষেপ সহ আরম্ভ হইয়া হুপ্ শব্দে শেষ হয় । কোন কোন দেশব্যাপক রোগে ইহা ৩০ ক্রমে কার্য্যকরী হইয়াছে । **কঠিন হুপশকক সহ কঠিন কাসির** আক্রমণ জন্ম মুখের ক্ষীতি ও নীল বর্ণ ইহার প্রদর্শক ।

কেলিসাল্‌ফুরিকাম্—হুপিংকাসির স্বরভঙ্গে কখন কখন ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায় ।

সাল্‌ফুইনেরিয়া নাইট্রেট্—হুপিংকাসির স্বরভঙ্গে, গলমধ্যে ও স্বরযন্ত্রে কাঁচাভাব এবং শিরঃশূল থাকিলে ইহা প্রযুক্ত হয় ।

পরিপাকযন্ত্ররোগ-দস্তোদগ্‌মরোগ ; **দন্ত-শূল** ; **আমাশয়শূল** ; **উদরশূল** :—শিশুদিগের দস্তোদগ্‌ম-

কালের অরহীন আক্ষেপ ম্যাগ্নিসি ফসের প্রদর্শক। বেলনা-ডনার দস্তোদগমকালীন আক্ষেপে অর, মস্তক ও গাত্রের তাপ এবং মুখের রক্তমা থাকে।

ম্যাগ্নি ফসের দন্তশূল বা টুথেক রক্তনীতে হ্রা এবং স্থিরিত স্থান পরিবর্তন করে; আহারে ও পানে, বিশেষতঃ শীতল বস্তু ভক্ষণ করিলে, তাহার রক্তি ও তাপ প্রয়োগে হ্রাস হয়।

ম্যাগ্নি ফসের আমাশয়শূলে আক্ষেপিক অথবা খল্লীবৎ বেদনা হয়; তাহাতে রোগী বোধ করে যেন শরীরের চতুঃপার্শ্বে কশাভাবে বা কঠিন চাপের সহিত হস্ত টানিয়া লওয়া হইতেছে; জিহ্বা পরিষ্কার থাকে।

ম্যাগ্নিসিয়া ফসের বাতজ উদরশূলের বেদনা সবিরাম প্রকৃতি ধারণ করে; তাহাতে রোগী কলসিস্থের তায় দ্বিভাঁজ হইলে এবং কলসি ও প্লাস্মামের উদর কঠিনরূপে চাপিত করিলে, ঘর্ষণে, বিশেষতঃ উদরে তাপ সেক করিলে উপশম পায়। বাতজ উদরশূলে শিশু পদ টানিয়া উদ্ধাভিমুখে উত্তোলন করিলে ইহা তাহার মহোষধ বলিয়া বিবেচিত হয়। ভূমিষ্ঠ শিশুর উদরশূল আরোগ্যে ড্যাং মর্গ্যান ইহার ৩০ ক্রমকে অকাটা ও স্থিরিত ফলপ্রদ অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। যে উদরশূলে শিশু দিনের অর্ধেক সময় কান্দিয়া কাটায় ইহা দ্বারা তাহার উপকার হইতে পারে, “তাপ প্রয়োগে উপশম” ইহার প্রদর্শক।

রক্তোক্ষু, বাধক বা ডিস্‌মেনরিয়া।—বাধকের চিকিৎসায় ম্যাগ্নি ফস প্রায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। ঋতুস্রাবের পূর্বে জরায়ুতে স্নায়ুশূল ও খল্লীবৎ বেদনা হয় এবং তাপ প্রয়োগে বেদনার উপশম ও শরীর চালনা

তাহার রক্তিক ইহার অতি প্রকৃষ্ট প্রদর্শক লক্ষণরূপে বর্তমান থাকে । জরায়ুর স্নায়ুশূলে অ্যাপ্লি ফস সিমিসিফুগার প্রতিদ্বন্দ্বী ঔষধ । জরায়ুর রক্তপূর্ণাবস্থায় খল্লীবৎ বেদনা অ্যাপ্লি ফসের বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য । পর্দা বিশিষ্ট (Membranous) রজোকৃচ্ছুরোগেও ইহা দ্বারা ফল পাওয়া গিয়াছে । এবস্থিৎ রোগ চিকিৎসার উপযুক্ত ঔষধের সংখ্যা অতীব সঙ্কীর্ণ । বরাক্স কোন কোন কোন রোগীকে আরোগ্য করিলেও অনেক স্থলেই তাহা নিষ্ফল হইয়া থাকে এবং কোন কোন রোগীর অবরোধ প্রভৃতি জন্ম “নিম্নাভিমুখে শরীর চালনায় ভীতি”, বাতীত ইহার অন্য উৎকৃষ্টতর প্রদর্শকও দৃষ্টিগোচর হয় না । ক্লিষ্ট-যুক্ত রজোকৃচ্ছুর চিকিৎসা জন্য ডাঃ হেল্ ভাই-বার্ণাম্, ওয়েইসাকাম্ এবং আণ্ডিলেগের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন । তাহাদিগের বিশেষ কোন প্রদর্শক দৃষ্ট হয় না । রজোকৃচ্ছুরোগে কলসি সহ ইহার তুলনা করা যাইতে পারে । তাহাতে বাম অণ্ডাধারে কঠিন বেদনা হওয়ায় রোগী দ্বিভাঁজ হইতে থাকে এবং বেদনা নাভি হইতে জননেদ্রিয়ে যায় ।

ইহার ঋতু শোণিত কৃষ্ণবর্ণ সূত্রবৎ পদার্থ মিশ্রিত থাকে এবং স্রাব শীঘ্রাগত হয় । অ্যাপ্লিসিয়া ফস খল্লীপ্রধান ঔষধ বলিয়া ইহা যোনির আক্ষেপ বা ভ্যাজাইনিস্মাসরোগও অবস্থা বিশেষে আরোগ্য করিতে সক্ষম ।

ক্যাথিটার দ্বারা মূত্রস্রাব করাইবার পর স্নায়বিক উত্তেজনা প্রযুক্ত মূত্রাশ্রিক্য জন্মিলে এবং রক্তনৌমূত্রস্রাব-দোষ সংশোধনে ইহা স্থলবিশেষ উপকার করিয়া থাকে । অন্যান্য রোগ মধ্যে পদের এবং গর্ভবতীর, লেখকের এবং পিয়নো ও ভায়লিন বাদকদিগের খল্লীতে ইহা উপকারী ।

৩। ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়েটিকা । (Magnesia Muriatica.) ।

সম্বন্ধঃ—ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়েটিকার কার্যপ্রতিষেধক—ক্যাম।

তুলনীয় ঔষধঃ—বারা কা, ব্রায়, ক্যাঙ্কে কা, ক্যাম, কনায়, গ্র্যাফা, কেলি কা, লাইক, ম্যাগ্নি কা, মিউ এসি, নেট্ কা, নেট্ মিউ, নাই এসি, নাক্স ভ, পাল্‌স্, সিলিক, সাল্‌ফ ।

সাধারণ ক্রিয়া।—ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়েটিকা গ্রাস্তিলাভে প্রায়শঃই আক্রমণ করিয়া শৈথিল্যে পতিত করে। ইহা স্ত্রীলোকদিগের, বিশেষতঃ বহুকালের গুণ্ণবায়ু ও জরায়ুরোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের এবং শিশুগণের, বিশেষতঃ তাহাদিগের দন্তোদগমকালীন যোগে বিশেষ উপকারী ঔষধ ।

লক্ষণ ।

মন্তক।—ললাটদেশে কশাভাব ও চাপ। সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে উভয় ললাটপার্শ্বে নিম্নোক্তবৎ ও কামড়ানি বেদনায় বোধ যেন অচিরে শিরোগর্ঘন ও জ্ঞানের অভাব হইবে ; হস্ত দ্বারা প্রবল চাপ প্রয়োগ করিলে তাহার উপশম। ললাটের দক্ষিণ পার্শ্বের ছিন্ন ও স্ফুটনবৎ বেদনা চক্ষু পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে এবং চক্ষুদ্বয় এক সঙ্গে চাপিত করিবার আবশ্যকতা জন্মে। মন্তক আবৃত করিলে শিরঃশূলের উপশম হইয়া থাকে ।

স্নান।—গুণ্ণবায়ু ও আক্কেপিক রোগ। অত্যন্ত অনিদ্রাবস্থায় দিবা ও রজনীতে অনেক বার আক্কেপ হয়। সমুদ্রজলে স্নান করিলে অত্যন্ত দুর্বলতা জন্মে। শরীরের দুর্বলতা যেন আশ্রয় হইতে বিস্তৃত হওয়ার আশঙ্কা বোধ হয়। মধ্যাহ্নের আহার কালে মুচ্ছার আক্রমণ, বিবমিষা এবং কম্পের উদগারে উপশম।

নাসিকা :—হৃগন্ধ, পুস্পবৎ স্লেয়াস্রাব । নাসিকার অথবা নাসাপুটের লোহিতাভা ও ক্ষীত স্পর্শে বেদনায়ুক্ত । নাসারন্ধ্রে টাটানি বেদনা ও জ্বালা । নাসারন্ধ্রের মামড়ি স্পর্শে বেদনায়ুক্ত থাকে, নাসারন্ধ্রে ক্ষত দৃষ্ট হয় ।

হৃৎশিঙা :—উপবেশন করিলে হৃৎকম্প হয় ; শরীর চালনায় তাহা নিবৃত্তি পায় ।

উদর :—যকৃতপ্রদেশে তীক্ষ্ণ আকৃষ্টতা এবং আততভাব সহ জ্বালাযুক্ত সূচিবোধবৎ বেদনার চাপে বৃদ্ধি । ভ্রমণকালে অথবা স্পর্শ করিলে যকৃতে চাপযুক্ত বেদনা ও দক্ষিণ পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে তাহার বৃদ্ধি ; যকৃত কঠিন ও বিবদ্ধিত । অবিশ্রান্ত বায়ু নিঃসরণ ।

মল ও মলদ্বার :—অতি কষ্টে এবং ধীরে কঠিন ও অপ্রচুর মলত্যাগ—বিষ্ঠা ছাগলের নাদির ত্যায় গিট গিট ; দন্ধবৎ বিষ্ঠা ছড়াইয়া পড়ে এবং কঠিন বিষ্ঠা আম ও শোণিতরেখা জড়িত থাকে । বিষ্ঠা মলদ্বার পার্শ্ব হইতে ছড়াইয়া পড়ে । মধ্যে মধ্যে পুরাতন উদয়াময় দেখা দেয় ।

স্ত্রীজননেদ্রিয়া :—ঋতু অতি শীঘ্রাগত এবং অতি প্রচুর ; কাল ও চাপ চাপ রক্তস্রাব উপবেশনাবস্থায় অধিক এবং ভ্রমণকালে স্বল্পতর । ঋতুকালে মুখ পাণ্ডুর ও কূচকি বেদনায়ুক্ত থাকে এবং মানসিক অবসাদ জন্মে । জরায়ুর থলী উরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় । শ্বেতপ্রদর হইলে উদরে থলী থাকে ।

চিকিৎসা ।

শিরঃশূল বা হেডেক :—স্নায়বিক এবং শোণিতসঞ্চয়ী উভয় প্রকার শিরঃশূলেই অবস্থাবিশেষে ম্যাগ্রিসিনা মিউ দ্বারা উপকার হইয়া থাকে । শোণিতসঞ্চয়ী শিরঃশূলে বোধ হয় যেন মস্তক

মধ্যে জল ফুটিতেছে অথবা ললাটদেশ অসাড় হইয়া গিয়াছে । ইহার শিরঃশূল কখন কখন ছয় সপ্তাহ পর পর পুনরাবর্তন করে এবং তাহাতে ললাট ও চক্ষুচতুষ্পার্শ্ব বেদনা হওয়ায় বোধ হয় যেন তাহা বিদৌর্ণ হইবে । চালনায় এবং মুক্ত বায়ুতে বেদনার বৃদ্ধি এবং শয়নে, কঠিন চাপে ও বস্ত্রাবরণ দ্বারা মস্তক উষ্ণ রাখিলে তাহার হ্রাস, ম্যাগ্নি মিউ শিরঃশূলের বিশেষ প্রকৃতি । রোগীর শুষ্কবায়ুপ্রকৃতি এবং পূর্ববর্ণিত কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ইহা অমোঘ ঔষধ বলিয়া জানিতে হইবে । কঠিন চাপে শালসের এবং বস্ত্রাবরণে মস্তক উষ্ণ রাখিলে সিলিসিক ও ট্রিনসিয়ানার শিরঃশূলের উপশম হয় ।

পিনসরোগ বা অভিজনাঃ—অস্থিবিকার ও যকৃৎরোগ-গ্রস্ত পুষ্টিহীন এবং খর্বাকৃতি শিশুদিগের পিত্তদোষ বশতঃ শরীরে বিশেষতঃ অঙ্গপুট, মস্তকত্বক প্রভৃতি কেশমুক্ত শরীরাংশের কেশমূলে শঙ্কযুক্ত উদ্ভেদ জন্মিলে নামারক্ক হইতে তীব্র স্রাব নির্গত হইতে থাকে । ম্যাগ্নি মিউ পিনসরোগে নামিকা লোহিতবর্ণ, ক্ষীত এবং শঙ্কাচ্ছাদিত হয় । শিশুর পদঘন্থ হয় কিন্তু ঘর্মে সিলিসিয়ানার ত্রায় দুর্গন্ধ থাকে না ।

যকৃৎরোগ—যকৃৎবিবৃদ্ধি বা এন্লার্জমেন্ট অব দি লিভারঃ—যকৃৎরোগচিকিৎসায় ম্যাগ্নিসিয়া মিউ অগ্রতম প্রধান ঔষধমধ্যে গণ্য হইয়াছে । যকৃৎ বিবৃদ্ধ এবং উদর ক্ষীত হয় । যকৃৎ বেদনা করে এবং দক্ষিণ পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে ও যকৃৎ স্পর্শে তাহার বৃদ্ধি হয় । জিহ্বা বৃহত্তর ও পীতবর্ণ লেপযুক্ত এবং তাহার পার্শ্বে দন্তের ছাপ লাগে । জিহ্বার আয়তনের বৃদ্ধি ও তাহার পার্শ্বে দন্তাগ্রের ছাপের বর্তমানতায় এবং দক্ষিণ পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে বেদনার বৃদ্ধিতে ইহা মার্করিয়াসের তুল্য হইলেও বিষ্ঠার প্রকৃতিতে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ দেখা যায় । ম্যাগ্নিসিয়ানার

বিশ্রা মলদ্বারপার্শ্ব হইতে ছড়াইয়া পড়ে ; পুরাতন যকৃৎরোগে ম্যাগ্নি মিউ এবং তরুণে মার্কারি উপযোগী । তিলি-
ছার (ptelea) যকৃৎবেদনা বাম পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি হয় ;
যকৃচ্ছিরায় শোণিতগতির মন্থরতা বশতঃ কখন কখন পদের শোথ জন্মে ।
যকৃৎরোগ সহ বিশ্রামাবস্থায় হৃৎকম্পের উপস্থিতি
এবং শরীরচালনার তাহার উপশম একটি বিশেষ পরি-
চিত লক্ষণ । যকৃৎরোগ বশতঃ আমাশয়ে সঞ্চিত বায়ুর উদ্ধাভিমুখে চাপ
জগ্ৰ উপরি উক্ত লক্ষণ উপস্থিত হয় ।

রক্তোক্ষুচ্ছ, বা ডিস্মেনরিয়া :—রোগিণীর জরায়ু-
দেশে ঠেল মারা এবং জরায়ুতে আক্ষেপিক বেদনা থাকে । ঋতুশোণিত
কাল এবং প্রায় আলকাতরার গায় হয় এবং হাঁটলে পৃষ্ঠ ও বমিলে উরু
বেদনা করে । জরায়ুর আক্ষেপ এবং মলত্যাগে কষ্ট হইলে শ্বেতপ্রদ-
রের স্রাব দেখা দেয় । কোষ্ঠবদ্ধ ও নূনান্দিক গুল্মবায়ু লক্ষণ উপস্থিত
থাকে । কোন কোন রোগীর যকৃৎবিকার দৃষ্ট হয় ।

শিশুর দন্তোদগমকালীন রোগ :—পুষ্টিহীন, অস্থি-
বিকারযুক্ত এবং খর্বাকৃতি শিশু কষ্টকর দন্তোদগমকালে দুগ্ধ পরি-
পাকের অক্ষম হয় ; দুগ্ধপানে তাহাদিগের আমাশয় বেদনা করে ও
অপরিপক্ক দুগ্ধ মল সহ নির্গত হইয়া যায় ।

লেক্চার ৭৫ (LECTURE LXXV).

ফাঙ্গাস্ (ব্যাক্টেরি ছাতা) শ্রেণীর ঔষধ ।

১। এগারিকাস্ মাস্কেরিয়াম্ । ২। বভিফা ।

৩। আষ্টিলাগা । ৪। সিকেলি কর্ণুয়েটাম্ ।

১। এগারিকাস্ মাস্কেরিয়াম্ (Agaricus Muscarias) ।

উপচয় :—আহারাস্তে ; সঙ্গমাস্তে ; শীতল বায়ুতে ; একাগ্রচিত্ত হইলে ; বিদ্যাময় ঋটিকার পূর্বে (ফস্, সরি) ।

সম্বন্ধ :—এগারিকাসের কার্যপ্রতিষেধক—ক্যান্ধর, কফিয়া, পাল্‌স্, ভাইনাম্, চার্কোল, রাস্, বসা অথবা তৈল ।

তুলনীয় ঔষধ :—ক্যানা ইণ্ড্, সিকু, সিমিসি, কনায়, হায়সা, ল্যাকেসি, জ্যাবরেণ্ড, নাক্‌স্ ভ, ফস্, ফাইজ্, সিকে ক, পাল্‌স্, ট্যারেণ্টু, জিঙ্ক ।

সাধারণ ক্রিয়া :—এগারিকাসের ক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা এস্থলে ডাং টি, এফ্, এলেন্ লিখিত বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি । “শোণিত, শ্বাসপ্রশ্বাস, আন্ত্রিক গতিক্রিয়া এবং শ্রাব-ক্রিয়া এগারিকাস্ দ্বারা প্রবলরূপে আক্রান্ত হইয়া থাকে । ইহা নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুর ঋৎপিণ্ড-সূত্রনিচয়ের উত্তেজনা ও ক্রিয়াশক্তির বৃদ্ধি করে, কৈশিক ধমনীনিচয়ের প্রবল সংকোচন উপস্থিত করে, এবং অস্ত্র, মূত্রস্থলী ও উপতারার পেশীসূত্রনিচয়ের ঋজুতা এবং মন্থণতা উৎপন্ন করে । লালগ্রন্থি, যকৃৎ, প্যানক্রিয়াজ্ এবং আন্ত্রিক শ্লেষ্মিক বিল্লির শ্রাব ইহা দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ইহা কণীকায়

সংকোচন ও স্বাভাবিক দৃষ্টি উৎপাদনোপযুক্ত সামঞ্জস্যভূত পেশীক্রিয়ার আক্ষেপ উৎপন্ন করে। অধিককাল স্থায়ী আক্ষেপের প্রতিক্রিয়ার ফল স্বরূপ অথবা অধিক মাত্রায় সেবনের সাক্ষাৎ ক্রিয়ার ফল স্বরূপ ইহা পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে। ইহাতে শোণিতবহা নাড়ীর স্থায়ী আক্ষেপ বশতঃ স্নায়ুকেন্দ্রের রক্তহীনতা জন্মিলে গতিদ ও অনুভূতিদ স্নায়ু সম্বন্ধীয় নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়।”

ইহার ক্রিয়ায় শোণিত তরলতর এবং শিতা বা ভেইনস্ স্ফীত হয়; শরীর শীতল থাকে। পেশীনিচয় ঘুট বোধ হইলে ভ্রমণে তাহার উপশম হয়। শরীর চালনা করিলে দার্বাস্থ্য, বাম ভজ্বার বৃহত্তর অস্থি ও বাম-কনুইয়ের অস্থিপ্রবর্ধন (condyle) ঘুটবে বোধ করে; এই বেদনা উপদংশ ঘটিলে রোগের বেদনার হ্রাস হইলেও তাহার হ্রাস শয্যাতাপে ইহার বৃদ্ধি না হইয়া বরং উপশম হইয়া থাকে। সন্ধির অস্থি স্থানচ্যুত হওয়ার হ্রাস বোধ হয়। রোগীর মেদবৃদ্ধি জন্মে। গতিদ স্নায়ুকেন্দ্র আক্রান্ত হওয়ায় পেশীর আনর্ডন, তাণ্ডুলক্ষণ এবং সর্কাজীর্ন আক্ষেপ প্রভৃতি এবং অনুভূতিদ স্নায়ুকেন্দ্র আক্রান্ত হওয়ায় মেধমজ্জা ও তর্জিত স্নায়ুতে বেদনা এবং স্পর্শে নৈরুদণ্ডের, বিশেষতঃ তাহার কটিদেশাংশের বেদনা উৎপন্ন হয়।

বিরলকেশ এবং শিথিলত্বক ও পেশীযুক্ত ব্যক্তি এবং ঢুর্বল ও মন্থর-গতির শোণিতসঞ্চালনবিধিষ্ট বৃদ্ধদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী ঔষধ। মস্ত-পায়াদিগের রোগে, বিশেষতঃ তাহাদিগের শিরঃশূল, এবং মস্ত-মাংসাদি সহযোগে আমনোন্দের পরে যে অসুস্থতা জন্মে তাহাতেও স্থলবিশেষে ইহা উপকারী (লোবে, নাক্স, রেণা)। ইহার রোগ একই সময়ে শরীররোক্তের বাম এবং শরীরপ্রাথমিকদেশের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করে।

লক্ষণ।

অন্ন :—ওদাস্য ; প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রবৃত্তিহীন। উপযুক্ত কথা স্মরণ হয় না, রোগী ভ্রান্ত কথা ব্যবহার করে ; রজনীতে নিদ্রা না হইলে ও শ্রমে ইহার দৃষ্টি হয়। প্রলাপে রোগী বাতুলের ছায় অবিরত ভুল কথা বলে ; শয্যা হইতে পলায়নের চেষ্টা এবং অত্যন্ত বল প্রকাশ করে। অত্যন্ত বাকপ্রিয়তা জন্মে এবং মুখ ও গ্রীবাংশের আক্ষেপক গতি দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর থাকায় মস্তক দক্ষিণ দিক পর্য্যন্ত আবৃত্ত হয় ; রোগী আমোদজনক অসংলগ্ন কথা বলে ; পরে শারীরিক অবসন্নতা জন্মে। রোগী বদমেজাজী, একগুঁয়ে, হুঃখিত, দুঃদান্ত ও অদমনীয়।

মস্তক :—গলাটাস্থির উভয় পার্শ্ব হইতে নাসিকামূল পর্য্যন্ত আবৃত্ততা। অর অথবা বেদনা হইলে রোগী সহজেই প্রলাপ বলে এবং মেরুদণ্ডের উত্তেজনা বশতঃ তাণ্ডবৎ লক্ষণ, পেশীর আনর্ডন অথবা পেশীর আক্ষেপ নিবন্ধন মুখের নানাবিধ ভঙ্গি হয় এবং শিরঃশূল থাকে।

শাস্ত্র :—সঙ্গমাস্তে ঢুর্লতা। সম্পূর্ণ শরীরের কম্প। নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাতে বাহুর সামান্য আক্ষেপ। শরীরের আক্ষেপক গতি, সামান্য অনৈচ্ছিক শরীর চালনা এবং একটি মাত্র পেশীর ঝাঁক হইতে সম্পূর্ণ শরীরের নৃত্যবৎ চালনা জন্মিয়া থাকে। চক্ষুগুট এবং চক্ষুগোলকের আনর্ডন ; ঢুর্লতা-প্রযুক্ত জন্তা এবং হস্তের কম্প ; মেরুদণ্ডে টাটানি ; এই সকল লক্ষণ বিভ্রাৎযুক্ত বাটিকা নিকটবর্তী হইলে অধিকতর হয়। জাগ্রতাবস্থার অনৈচ্ছিক শরীর চালনা নিদ্রাবস্থায় নিবৃত্তি পায়। দন্তোদগম-জরের উত্তেজনায় পরে অজ্ঞানতা বশতঃ চক্ষু অর্দ্ধনির্মলিত থাকিলে তাহার শুভ্রাংশ দৃষ্ট হয় ; শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুততর হয় না কিন্তু অনেক সময়েই

প্রশ্বাস গভীর হইলে পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস এবং অঙ্গের অত্যন্ত আক্ষেপিক আনন্দজনক হয়। হস্ত এবং পদের খল্লী ; সর্বাঙ্গীন আক্ষেপে বোধ যেন মেরুদণ্ডে গ্যালাভ্যানিক ব্যাটারি প্রয়োগ করা হইতেছে।

কর্ণ, নাসিকা, মুখ, হস্ত এবং পদ প্রভৃতি নানাস্থানে জ্বালা, চুলকনা ও রক্তমাভা ; শরীরে শনিচয় লোহিতবর্ণ, স্ফীত এবং তপ্ত। অল্পভূতি জন্মে যেন ত্বকে বরফের সংস্পর্শ অথবা বরফের ছায়া শীতল সৃষ্টি এবং তপ্ত সৃষ্টি বিদ্ধ হইতেছে। ত্বকে কীটবিচরণের ছায়া বোধ।

মেরুদণ্ড ও মেরুমজ্জা :—মেরুদণ্ড স্পর্শে বেদনায়ুক্ত, প্রাতঃকালে তাহার বৃদ্ধি। অপারমিত ইন্দ্রিয়সেবা প্রযুক্ত মেরুমজ্জার উত্তেজনা। শরীরের প্রত্যেক চালনা এবং প্রত্যেক বার পার্শ্বপরিবর্তন মেরুদণ্ডের বেদনা উৎপন্ন করে। স্পর্শে মেরুদণ্ড বেদনায়ুক্ত। রোগী চলিতে স্থির থাকিতে পারে না, কোনরূপ বাধা পাইলেই হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যায় ; দণ্ডায়মান হইলে গুল্ফে আঘাত লাগার ছায়া বেদনা। শীতল বায়ুতে অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা।

চক্ষু :—জ্বালা এবং চুলকনা। কণীনিকা বিস্তৃত। চক্ষুগুটির ও চক্ষুগোলকের আনন্দজনক। বাম চক্ষুগোলকে আক্ষেপ এবং কনকনানি। চক্ষুর শ্রম ব্যতীতই তাহাতে দুর্বলতা বোধ। আঁটা ও পীতবর্ণ পিচুটিতে চক্ষুকোণ জুড়িয়া থাকে। পাঠকালে, কোন বস্তুর দিকে বহুক্ষণ তাকাইয়া থাকিলে চক্ষুকোণে জ্বালা এবং চুলকনা ; স্থিতিবেদন বেদনা ; কোয়াসার মধ্যে দেখার ছায়া ঘোর দৃষ্টি। নিকট দৃষ্টি। পাঠের সময় অক্ষর যেন সরিয়া যায় এবং চক্ষু চুলকায় ও জ্বালা করে। লিখিবার সময় কখন কখন চক্ষুসন্মুখে পক্ষীর পক্ষসঞ্চালনবৎ দৃষ্টির দৃষ্টি। শিরোবর্ধন হইলে চক্ষুসন্মুখে উড্ডায়মান মক্ষিকাবৎ পদার্থের দৃষ্টি ; এবং কম্পমান ও বিবিধবর্ণের ছত্রাকার পদার্থের দৃষ্টি। চক্ষুসন্মুখে কাল কলক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু অথবা কোয়াসার ছায়া দৃষ্টি।

চিকিৎসা।

প্রলাপ বা ডিলিরিয়াম :—টাইফইড্ বা সন্নিপাত জ্বর-বিকারের প্রলাপাবস্থায় রোগী অবিরত শয্যাভ্যাগ করিতে চেষ্টা করিলে এবং সম্পূর্ণ শরীরের কম্প থাকিলে, ডাং বেজ এগারিকাসের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। রোগীর বাকপ্রিয়তা জন্মে।

মেরুমজ্জার উত্তেজনা বা স্পাইন্যাল ইরিটেশন :—এ রোগে মেরুদণ্ডে বরফ সংস্পর্শ হওয়ার ন্যায় চন্‌চনি ও জ্বালা এবং শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের, বিশেষতঃ চক্ষুপুটের পেশীর আনর্ন্তন এগারিকাসের বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য। রোগী বোধ করে যেন শরীরে বরফের স্পর্শ বিদ্ধ হইতেছে। মেরুমজ্জের স্নায়ু যে সকল শবীরস্থানে বিস্তৃত তাহাতে মধ্যে মধ্যে ক্ষণস্থায়ী বেদনা প্রভৃতি, স্নায়ুলক্ষণে লিখিত, এই প্রকৃতির প্রায় সম্পূর্ণ লক্ষণই উপস্থিত হওয়ায় তাহার মেরুমজ্জার উত্তেজনা প্রকাশ করে। মেরুদণ্ডের বেদনা স্পর্শে এবং কটির স্নায়ুশূল ভ্রমণে বদ্ধিত।

তাণ্ডবরোগ বা করিহু :—এ রোগ চিকিৎসায় এগারিকাস্ অত্যন্ত ঔষধের শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছে। চক্ষুগোলক এবং চক্ষুপুট প্রভৃতি শরীরের বহুতর স্থানে ইহা পেশী-আনর্ন্তন উৎপন্ন করিয়াছে। ইহার ক্রিয়ায় অঙ্গনিচয়ের তাণ্ডববৎ সঞ্চালনে অঙ্গ-সন্ধিস্থানে যে কোণের ন্যায় আকৃতি এবং অঙ্গাদির যে আক্ষেপিক গতি উপস্থিত হয় তাহা শরীরের এক পার্শ্বে সীমাবদ্ধ থাকে না; তাহাতে শরীরের এক পার্শ্বের উর্দ্ধাঙ্গ এবং অপর পার্শ্বের নিম্নাঙ্গ আক্রান্ত হয়। ট্যারেন্টুলার তাণ্ডবরোগ দক্ষিণ বাহু এবং দক্ষিণ জজ্বা আক্রমণ করে। এগারিকাসের তাণ্ডবরোগে

মেরুদণ্ড, বিশেষতঃ তাহার কটিস্থ অংশ, চাপে বেদনাযুক্ত থাকে ; অঙ্গাদি শীতল ও দুর্বল হয় এবং রোগী স্থির ভাবে পদক্ষেপ করিতে পারে না ; রোগের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোগী শীর্ণ হইতে থাকে এবং তাহার মুখের ভাব জড়ত্ব বাঞ্জক হয় । বামপার্শ্বের তাণ্ডুরোগ সহ রসবাত ও পেশীশূলের সংস্রব থাকিলে অথবা জরায়ুর প্রতিক্রিয়া ক্রিয়া রোগের কারণ হইলে সিমিসিসফুগা প্রযোজ্য ।

এপারিকাসের পেশী-আনর্জন নিদ্রাবস্থায় হওয়া সম্ভব হইলেও জাগ্রতাবস্থাতেই তাহার অতি কঠিন আক্রমণ হয় । ইহার রোগে মস্তক বিলক্ষণ বক্রাধিকায়ুক্ত, কণীনিকা বিস্তৃত এবং মুখ শোণিতাভ-বিশিষ্ট থাকে এবং কথিত আছে প্ৰজনাদযুক্ত ঝটিকার সময় পেশীর আনর্জন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । ডাং বাটলেট এ রোগে **এপারিসিন** (ক্রিয়াবীজ $2 \times$) প্রয়োগের উপদেশ করিয়াছেন ; তাহার মতে **এপারিকাস** কার্যতঃ ফলপ্রদ নহে । চক্ষু এবং চক্ষুপুটের আক্ষেপিক আনর্জন অনেক সময়েই **এপারিকাস** দ্বারা উপকার পাওয়া যায় । অল্পদিন পূর্বে আমার নিকট একটি হিষ্কার রোগী আসিয়াছিল । সে এ স্থানের কোন লোকপ্রতিষ্ঠা চিকিৎসকের চিকিৎসাদীনে সিন্ফুটা প্রভৃতি হিষ্কার প্রচলিত ঔষধ সেবন করায় কিঞ্চিৎকাল করিয়া ভাল থাকিত । অবশেষে আমার চিকিৎসাদীনে আসায় মধ্যে মধ্যে তাহার ঘাড়ের ও বাহুর অল্প ব্যাক ও দৃষ্ট হয় । শ্রবণ করিয়া আমি রোগ স্থানিক তাণ্ডব বলিয়া স্থির করিলাম । **এপারিকাস** ৩০ ব্যবস্থা করায় রোগী অচিরে স্থায়ী আরোগ্য লাভ করিয়াছে । তৎপরি পাকুই বা শীতক্ষোণ্টকের (chilblain) চায় চুলকনায়ুক্ত স্থান থাকিলে অথবা শিশুর মুখ জড়ত্ব বাঞ্জক হইলে **এপারিকাসের** উপযোগিতা অধিকতর নিশ্চয়ায়ক ।

এপারিকাস গৃহ ও দেশব্যাপক (Epidemic) রোগে বিশেষ উপকারী ঔষধ ।

দস্তোদগমবিকারঃ—শিশুদিগের দস্তোদগমকালীন সহজ উত্তেজনাপ্রবণতা, খিটখিটে ভাব এবং অস্থিরতা প্রভৃতি উপশম পক্ষে এগারিকাস্ $1 \times$ ও $2 \times$ বিশেষ উপকারী ঔষধ; চুলকনা ইহার অগ্রতম লক্ষণ ।

২ । বভিষ্টা (Bovista) ।

সম্ভ্রমঃ—বভিষ্টার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাফর ।

আমবাতে রাস প্রদর্শিত হইয়া নিষ্ফল হইলে বভিষ্টা প্রযোজ্য ।

বভিষ্টা আল্কাতিরার বায়ু প্রয়োগের কুফল নষ্ট করে ।

কাফিয়া বভিষ্টাক্রিয়ার বিপুলতা উৎপন্ন করে ।

হাঁপের পরের রনবাতিক বেদনায় বভিষ্টা প্রয়োগের পর এলাম সুফলপ্রদ ।

ভুলনীয়া ঔষধঃ—এলো, কার্ব ভে, ক্যাঙ্কে কা, সিকু, ম্যাগ্নি কা, ম র্ক, কস রাস্, পালম্, সিকেলি, ষ্ট্যাফি, সালফ, ভেবেট এ, আষ্টিলেগ ।

সাধারণ ক্রিয়াঃ—বভিষ্টা মাস্তৃক্ষমেরমজ্জায় স্নায়ুগুণ্ডল আক্রমণ করিলেও প্রধানতঃ হৃৎক এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয়েত বিশিষ্ট ক্রিয়া প্রকাশ করে । ডাঃ এলেনের মতে ইহা দ্বাৰা শোণিত সঞ্চালনের বিকার সাধিত হওয়ায় রোগীর শোণিতস্রাবপ্রবণতা জন্মে । ডাঃ কাউপার থোরেট বলেন “সম্ভবতঃ কৈশিক শিরামণ্ডলীর শিথিলতাই শোণিত স্রাবের কারণ ।

বৃদ্ধা ও কুমারীদিগের হৃৎকম্প এবং বালকদিগের ত্রোতলামরোগে ইহা উপযোগী ।

লক্ষণ ।

মনঃ—অহমনস্কতা, কোন বিষয়ে মন নির্বিষ্ট করা কঠিন ।
কিস্তৃত কিমাকার ভাব, তজ্জগৎ হস্ত হইতে বস্তু স্থানিত হইয়া পড়িয়া

যায়। উত্তেজনা প্ররণতা, কিছুতেই সঙ্কট হয় না। দুঃখিত, বদমেজাজ, সকল বিষয়েই ঘৃণা, পাঠকালে তোতলা কথা হয়।

স্নায়ু :—বাতজ খঞ্জতা। সর্কাদীন অবসাদ, স্নায়বিক বলক্ষয়, বিশেষতঃ সন্ধিতে এক্রপ ঘটে। কশিয়া বস্ত্র পরিধানে অশক্ততা।

নাসিকা :—প্রাতঃকালীন রক্তস্রাব; হাঁচিলে অথবা নাক ঝাড়িলে ফোটায় ফোটায় রক্ত পড়ে। মামড়িযুক্ত নাসারন্ধ্র।

শ্বাসযন্ত্র :—হস্তের যে কোন শ্রমে শ্বাস প্রশ্বাসের খর্বতা। বক্ষে কষ্ট হওয়ায় রোগী গাত্রাবরণ শিথিল করিতে চাহে। হাঁপরোগে মুখ লাল থাকে এবং আক্ষেপিক হাসি ও কান্না হয়।

উদর :—কর্তনবৎ উদরশূলে শীত এবং দস্তের ঠক ঠক শব্দ ও অঙ্গের কম্পের অপরাহ্নে বৃদ্ধি। উজ্জল লোহিত মূত্র সহ উদর-শূলের আহার করিলে উপশম। নাভির চতুর্পার্শ্বে কর্তনবৎ বেদনা।

স্ত্রীজননেদ্রিয় :—ঋতুকালে ও তৎপূর্বে পুনঃ পুনঃ উদরাময়। ঋতু অতি শীঘ্রাগত এবং অতি প্রচুর। কেবলই প্রাতঃকালে অথবা কেবলই রজনীতে রক্তস্রোত নির্গত হইয়া থাকে। স্ত্রী-অঙ্গাভিমুখে বেগ এবং কটি পশ্চাতে গুরুত্ব। ঋতুর বাবধান কালে মধ্যে মধ্যে রক্তস্রাব। ঋতুর কতিপয় দিবস পূর্বে ও পরে ভ্রমণ কালে ঈষৎ পীত, সবুজ এবং উগ্র ও অগুলালার স্নায়ু স্বেতপ্রদর।

জ্বর :—প্রায় সম্পূর্ণ শরীরে আমবাতের উদ্ভেদ, তাহার কোন কোনটির বিস্তার প্রায় দুই ইঞ্চি পরিমাণ; আলকাতরার সংস্পর্শ বশতঃ আমবাত সহ উদরাময়। হস্তপৃষ্ঠের চুলকনা; উজ্জল লোহিতবর্ণ ফুস্ফুড়ি জন্মিলে কর্কশ, কাল্চে লোহিত ও সিক্ত স্থান থাকিয়া যায়।

চিকিৎসা।

উদরশূল বা কলিক :—আহারান্তে ও রোগী দ্বিতীয়া হইলে বভিষ্টার উদরশূল উপশমিত হয় এবং তাহার সহিত লোহিত-বর্ণ মূত্র থাকে।

স্ত্রীজননেদ্রিয়রোগ—রক্তঃস্রাব বা **মেন-রেজিফ্ল্যা** :—বভিষ্টার প্রত্যেক দুই সপ্তাহ পর পর ঋতুস্রাব হয় এবং সামান্য শ্রমেই জরায়ু হইতে শোণিত স্রোত বহে। জরায়ুর শোণিত-স্রাবে সিকেলিন, স্ট্রাবাইনা, ট্রিনিয়াম, আণ্ডিলেপ, মিলিফলিনিয়াম, ফেরাম, ইন্ডিজিফ্লোন এবং কার্ব তেজ বভিষ্টা সহ তুলনায় এবং অধিকাংশ স্থলে ইহারাই রোগ নিবারণে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত। উভয় ঋতুস্রাবের ব্যবধানের ঠিক মধ্য সময়ে জরায়ুর বেদনা অথবা রক্তস্রাবে **হেমামেনিস্** উপকারী। প্রসবাস্তক জরায়ুর স্থানচ্যুতিতে সিকেলিনের অল্প প্রয়োগতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাধারণ লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলে ইহা জরায়ুর **অর্চুদ** বা টিউমাররোগে প্রয়োগোপযুক্ত।

রক্তস্রাব বা হিমরেজ—**নাসিকারক্তস্রাব** বা **এপিষ্ট্যাকসিস্**; **জরায়ুরক্তস্রাব** বা **মেট্র-রেজিফ্ল্যা** :—সম্পূর্ণ কৈশিক শিরামণ্ডলীর শিথিলতা বশতঃ বভিষ্টার রক্তস্রাবের সংঘটন হয়। ইহা নাসিকা এবং জরায়ু হইতে রক্তস্রাব উৎপন্ন করে। ঋতুর ব্যবধান কালে সামান্য শ্রমেই রক্তপূর্ণ জরায়ু হইতে রক্তের স্রোত বহে। ইহাতে “প্রধানতঃ অথবা কেবলই রজনীতে অথবা প্রত্যুষকালে রক্তস্রাব হওয়া” ডাঃ ফ্যারিংটনের মতে বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য। শরীর বাহ্যের শোথ ভাব থাকে।

৭—ইহাতে আংশিক তরল ও আংশিক চাপ বাধা উজ্জ্বল লোহিত রক্তস্রাব ঘটে। জরায়ুর পরীক্ষাকালে অঙ্গুলির স্পর্শেও রক্ত পড়ে। ঔষধের ৬ ক্রম উপকারী বলিয়া বিবেচিত।

থুয়াল্পিস বাস'। প্যাষ্টরিস—ইহা দ্বারাও জরায়ুর রক্তস্রাবে উপকার হইয়াছে।

মিচেল্লা—মূত্ররুদ্ধ, সহ জরায়ু হইতে উজ্জ্বল লোহিত রক্তস্রাব হইলে।

প্লাটিনাম্—বেদনাগীন কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব; আলকাতরার পিণ্ডের ত্রায় আকারে কঠিন, কৃষ্ণবর্ণ চাপ ও তরল রক্ত নির্গত হয়। ইহাতে শরীরায়তন বৃদ্ধির হওয়ার অনুভূতি জন্মিতে পারে।

আমবাত, শীত-পিত্ত বা আর্টিকেরিয়া :—আমবাত রোগকালে উদরানয় উপস্থিত থাকিলে ঐতিষ্ঠ্য উপকারী। মল-ত্যাগান্তে কুহন ও জ্বালা।

৩। আষ্টিলেগ (Astilago.)।

উপচয় :—শরীর চালনায়। উপশমন :—বিশ্রামে।

তুলনীয় ঔষধ। কলফা, দিঙ্ক, ক্রকাস্, সাইক্লে, হেমামেল, ইগ্লে, স্তাবাই।

সাধারণ ক্রিয়া :—মস্তিষ্কমেরুমজ্জায় স্নায়ুগুণ্ডে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া অষ্টিলেগ সাক্ষাৎ ভাবে শোণিত সঞ্চালন যন্ত্রগুণ্ডে আক্রমণ করিলে ধমনী ও কৈশিক-রক্তবহা নাড়ীমণ্ডলীর কালস্থায়ী সংকোচন, এবং শিরী-কৈশিক-রক্তবহা নাড়ীমণ্ডলীর প্রসারণ বশতঃ ধমনী-শোণিত-সঞ্চালনের বাধা, এবং শিরী-শোণিতাধিক্য উৎপন্ন হয়। জীবনেন্দ্রিয়গুণ্ডেই ইহার বিশেষ ক্রিয়া দৃষ্ট হয়; ইহা জরায়ুর সংকোচন, শোণিত-স্রাব ও গর্ভপাত এবং জীবনেন্দ্রিয়নিচয়ের সজীবতার হানি উৎপন্ন করে। ইহা

পরিষ্কর, গৌরাজী, দীর্ঘচ্ছন্দ এবং এক হারা স্ত্রীলোকদিগের ঋতুসন্ধিকালীন রোগে বিশেষ উপযোগী ।

লক্ষণ ।

স্ত্রীজননেদ্রিয়ঃ—জরায়ুস্থে অবিশ্রান্ত কনকনানি । আর্ত-
বাধিক্য এবং জরায়ুর স্থানচ্যুতি ; জরায়ুগ্রীবা ক্ষীত ; তাহার স্পর্শে
রক্তস্রাব । বিবদ্ধিত জরায়ুর ক্ষীত অথবা প্রশস্ত গ্রীবা হইতে অনেক
দিন ধরিয়া কৃষ্ণ বর্ণ রক্ত সহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তচাপ পড়ে । অত্যন্ত ঋতুস্রাব
হইলে অণ্ডাধারের উত্তেজনা হয় । তাহাতে ঠেল মারা থাকিলে বোধ হয়
যেন সকলই জননেদ্রিয় পথে বাহির হইয়া যাইবে । তীক্ষ্ণ বেদনা ক্ষীত
বাম অণ্ডাধারে অধিক থাকে ; বেদনা সবিরাম প্রকৃতির হয় এবং
তারবেগে পদ বাহিয়া দ্রুত তাহার নিম্নদিকে যায় । অণ্ডাধারে জালাময়
বরণা । ঋতুস্রাব প্রচুর এবং পুনঃ পুনঃ হয়, রক্তচাপ পড়ে । দুই ঋতু-
স্রাবের ব্যবধান কালে বামস্তনের নিম্নে এবং পঞ্জরাস্থিপার্শ্ব স্থানে অবিশ্রান্ত
বরণার অনুভূতি ।

চিকিৎসা ।—স্ত্রীজননেদ্রিয়রোগ—ঋতুসন্ধিবিকার ;
শ্বেতপ্রদর বা লুকরিয়া ; অর্বুদ বা টিউমার ; জরায়ু
রক্তস্রাব, অণ্ডাধারশূল এবং অণ্ডাধারের রক্তাধিক্য ।—
ঋতুসন্ধিকালীন শোণিতস্রাবে আষ্টিলেগ ল্যাকে-
সিসের প্রতিদ্বন্দ্বী ঔষধ । শোণিতস্রাব কালে শিরো-
দূর্গন্ধ ইহার প্রদর্শক । ইহার পীত বর্ণ ও দুর্গন্ধ শ্বেতপ্রদর সহ
অণ্ডাধারশূল থাকে । জরায়ুর তন্তুময় অর্বুদ বা ফাই-
ব্রাইড্ টিউমার-রোগের শোণিতস্রাব নিবারণার্থ কিয়দিবস
আষ্টিলেগ ব্যবহারে অর্বুদ অন্তর্দান করিয়াছিল । প্রচুর ঋতুস্রাব
এবং পীতবর্ণ ও দুর্গন্ধ শ্বেতপ্রদর থাকিলে বাম অণ্ডাধারের

স্নায়ুশূলরোগে আষ্টিলেগ উপকারী ঔষধ। অণ্ডা-
ধারের মূহ রক্তাধিক্যও অবস্থাবিশেষে ইহা আরোগ্য
করিয়া থাকে ।

আষ্টিলেগ শোণিতশ্রাবে, বিশেষতঃ জরায়ুর নানাপ্রকার
শোণিতশ্রাবেই সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। সিকেলির রক্তশ্রাব
হইতে ইহার রক্তশ্রাবের প্রভেদ এই যে, ইহাতে শ্রাব উজ্জল লোহিতবর্ণ,
কিয়দংশ তরল এবং কিয়দংশ চাপ চাপ থাকে। রক্তের উপরিউক্ত
প্রকৃতি থাকিলে ঋতুসঙ্কীর্ণকালীন এবং প্রসব কালীন বেদনা, গর্ভপাত
অথবা ঋতুকালীন ও প্রসবাগ্নিক রক্তশ্রাবে আষ্টিলেগ ফলপ্রদ
হয়। ফলতঃ এইরূপ রক্তশ্রাব থাকিলে জরায়ুর অর্ধদ প্রভৃতি যে কোন
রোগসংশ্রবে তাহা হউক না কেন আষ্টিলেগ তাহার ঔষধ বলিয়া
সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। জরায়ুর মূহ শোণিতাধিক্য ইহার রক্তশ্রাবের
কারণ, সিকেলির রক্তশ্রাব রক্তের বিশিষ্টাবস্থা এবং জমাট বাঁধার
শক্তিহানি প্রযুক্ত হয়। পরীক্ষা জগ্জ জরায়ুমধ্যে অতি কোমলতার সহিত
হস্তাঙ্গুলি প্রবেশ করাইলেও যদি রক্তশ্রাব হয় তাহা আষ্টিলেগের
প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। জন্মান্তর পশ্চাদ্রুততা বা রিট্র-
ভার্সন রক্তশ্রাবের কারণ হইলে ইহা তাহার সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার
ক্রিয়ায় জরায়ুর সজীবতা ও শক্তি স্থাপিত হইলে পরীক্ষার্থ অঙ্গুল্যস্পর্শে
জরায়ুর পূর্বতন অস্বাভাবিক কোমলতা এবং স্পঞ্জের ত্রায় ভাব অনুভূত
হয় না। জরায়ুর শোণিত সঞ্চালনের সুশৃঙ্খলা বশতঃ রক্তশ্রাবের উপশম
হয়। ফুস্ফুসের মূহ রক্তশ্রাবেও ইহা উপকার
করিয়াছে।

৪। সিকেলি কর্ণুয়েটাম (Secale cornuatum.) ।

প্রতিনাম।—আগট।

উপচয় :—ঋতুশ্রাবকালে ; তাপে ; যে কোন শরীরাত্মে তাপ প্রয়োগ করিলে ।

উপশম :—শীতল বায়ুতে ; শৈত্য সংস্পর্শে ; আক্রান্ত শরীরাত্মে অনারত করিলে ; ঘর্ষণ করিলে ; ঘর্ম্ম হইলে ।

সম্ভব :—সিকেলির কার্য্য-প্রতিষেধক—ক্যান্ধ, ওপি । সাংঘাতিক কলেরা রোগে সিকেলি কল্‌চিকামের তুল্য । সিকেলি আর্সেনিকের তুল্য, কিন্তু শৈত্য ও তাপের ক্রিয়া বিষয়ে বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট । সিকেলির পরে সিংকনা সূফলপ্রদ । সিনামমাই প্রসব বেদনা বন্ধিত করে, প্রচুর রক্তশ্রাব নিবারণ করে, এজ্ঞ সিকেলির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় ।

তুলনীয় ঔষধ :—আর্স, বেল, কাম, কার্ব ভে, কলফা, কল্‌চি, লাইক, ফন্, প্লাস, পাল্‌স্, রাস্, স্রাবাই, সাল্‌ফ, টেবেক্, অষ্টিলেগ, ভেরেট্ এ ।

সাধারণ ক্রিয়া :—সিকেলি সাক্ষাৎ ভাবে মস্তিষ্ক-মেরু-মজ্জের স্নায়ুগুণে আত প্রগাঢ় ক্রিয়া প্রকাশ করায় সর্ব্বাঙ্গীণ আক্ষেপ ও পেশী আনর্ভন প্রভৃতি নানাবিধ স্নায়বিক লক্ষণ উৎপন্ন হয় । স্নায়ুকেন্দ্রে সাক্ষাৎ বিষক্রিয়া অথবা কৈশিক রক্তবহা নাড়ীর আক্ষেপিক সংকোচন বশতঃ কৈশিক রক্তহীনতা প্রযুক্ত উপরি উক্ত আক্ষেপাদি স্নায়বিক লক্ষণ জন্মিতে পারে । ফলতঃ আন্‌ষ্ট্রাইপ্‌ড্ বা আডাআড়ি ভাবে রেখাঙ্কহীন ও চক্রাকারে বিভক্ত পেশীমুত্রে, বিশেষতঃ কৈশিক ধমনীর এবং জরায়ুর উপরি উক্ত রূপ পেশীমুত্রে, আর্গট অর রাইর বিশেষ আক্ষেপিক সংকোচনক্রিয়া প্রকাশিত হয় । ইহার গৌণ ক্রিয়ায় শোণিতের বিশ্লিষ্টতা উৎপন্ন হইলে রক্ত-কণিকা গলিতাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় শোণিত তরলতর এবং কাল্‌চে বর্ণবিশিষ্ট হইয়া যায় । ইউরোপ খণ্ডের, বিশেষতঃ জর্ম্মণি প্রদেশের কৃষকগণ রাই নামক শস্ত বিশেষের বহুল রূপে বপনাদি কৃষি কার্য্য করায় তাহাদিগের মধ্যে

প্রায়শঃ ইহার অতি পরিষ্কৃত বিযক্রিয়ালক্ষণ বা “আর্গটিজম্” দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । অধিক পরিমাণ বিষের তরুণ ক্রিয়ার ফলস্বরূপ তাহাদিগের বিশেষ প্রকারের প্রবল আক্ষেপ উৎপন্ন হয় । ফলতঃ ইহার পুরাতন বিযলক্ষণই অতি পরিষ্কৃত রূপ ধারণ করে । তাহাতে মধ্যে মধ্যে রোগীর কন্ভালশন হয় এবং প্রায় অবিশ্রান্ত ভাবে পেশী আনর্ডন, ক্ষুদ্রাক্ষেপ ও নৃত্যরোগবৎ লক্ষণ প্রকাশ হইতে থাকে । কৈশিক ধমনী মণ্ডলীর চক্রাকার পেশীর স্থায়ী সংকোচন বশতঃ শরীররাংশ বিশেষে, বিশেষতঃ অঙ্গসাম্য শোণিতের অভাব বশতঃ পুষ্টিহানি ঘটিলে অথবা বিশ্লিষ্ট ও পোষণক্রিয়া রক্ষায় অল্পপৃক্ত শোণিত দ্বারা পুষ্টি রক্ষা না হইলে কিম্বা উভয় কারণের সমবায় তাহাতে বিজাতীয় ক্ষত, অবশেষে টিস্যুধ্বংস বা গ্যাংগ্রিণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয় । ইহা জরায়ুর চক্রাকারে ও তীর্থ্যক ভাবে সন্নিবিষ্ট আন্ট্রাইপ্‌ড পেশীস্থিত সংকোচন ক্রিয়া প্রকাশিত করিলে তাহাতে আক্ষেপিক বেদনাদি উপস্থিত হয় ।

ইহা একহারা, কঙ্কালবশিষ্ট, দুর্বল, উত্তেজনাপ্রবণ, পাণ্ডুর এবং রোগজীর্ণ স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে এবং অত্যন্ত জরাগ্রস্ত ও ক্ষীণ বৃদ্ধদিগের পক্ষে উপযোগী ।

লক্ষণ ।

অস্তিত্বঃ—বুদ্ধিহীন, নিদ্রানু অবস্থা । সমুদায় জ্ঞানেন্দ্రిয়েরই অবসন্নতাব । অস্পষ্ট কৈকানি । মৃদু অথবা উন্মাদবৎ প্রলাপ । অত্যন্ত উৎকর্ষা এবং মৃত্যুভীতি ।

স্বাস্থ্যঃ—আক্ষেপিক পেশীআনর্ডন । সম্পূর্ণ শরীরের বিশৃঙ্খল চালনা । আক্ষেপে হস্তাঙ্গলিনিচয় বহির্দিকে আকৃষ্ট ও বিস্তৃত । পক্ষাবাতবৃত্ত অঙ্গে আক্ষেপিক ঝাঁকি ও চমক । আকৃষ্টক পেশীর বেদনাবৃত্ত সঙ্কোচন । সম্পূর্ণ সজ্ঞানাবস্থায় ধমুষ্ঠকারবৎ আক্ষেপ হইলে

অত্যন্ত বলহীনতা জন্মে। হঠাৎ অত্যধিক শক্তিলোপ ঘটে। ঐচ্ছিক গতিশক্তির অভাব। রোগী বোধ করে যেন সে মকমলের গদির উপরে হাঁটিতেছে; মেরু মজ্জার নিম্নাংশের রোগ নিবন্ধন প্রথমে অনুভূতিদ পরে গতিদ স্নায়ুর পক্ষাঘাত হয়। রজনী ৩টার সময় শরীর দমিয়া যাওয়ার অথবা অবসন্ন হওয়ার ভাব।

ত্বগধঃদেশে কীটবিচরণবৎ অনুভূতি। দেহের সর্ব্বাংশেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পতিত হওয়ার গ্রায় আণা।

চক্ষুঃ—চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট এবং নীলবর্ণ রেখাবেষ্টিত। চক্ষু দেখিতে স্থির, প্রচণ্ড এবং কট মট দৃষ্টিযুক্ত। দৃষ্টিমালিন্য। কণীনিকা সাধারণতঃ বিস্তৃত। শিরঃশূল, শিরোঘূর্ণন এবং কর্ণরব সহ কঠিন এবং কোমল মতিয়া বিন্দু জন্মে।

নাসিকাঃ—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। মুখমণ্ডলঃ—পাণ্ডুর, বসিয়া যাওয়া, মূতের গ্রায় এবং উৎকর্ষার ভাবযুক্ত। ওষ্ঠ ঈষৎ নীল অথবা মূতের গ্রায় পাণ্ডুর। মিথ্যা হাস্যভাবব্যঞ্জক।

গলমন্ডলঃ—গুক্তাযুক্ত। আমাশয়ঃ—অতি ক্ষুধা। প্রচণ্ড, অতর্পণীয় তৃষ্ণা। হিক্কা। বিবমিষা। পিত্তময় বস্ত্র, শ্লেষ্মা, ঘোর কটা ও কাফির গুঁড়ার বর্ণযুক্ত তরল পদার্থ এবং ভুক্ত বস্ত্র ও জলের বমন। রক্ত বমন। মল ও মলদ্বারঃ—সরলাস্ত্র এবং মলদ্বারের পক্ষাঘাত। মলদ্বার সম্পূর্ণ ফাঁক। কটা ও ক্লেদযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, অত্যন্ত দুর্গন্ধ, পাতলা ও জলপাইর গ্রায় সবুজ, অনৈচ্ছিক, অত্যন্ত শক্তি হানিকর এবং দূষিত উদরাময়ে বারম্বার মলত্যাগ হয়। অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব। কোষ্ঠবদ্ধ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ঃ—ঋতুস্রাব অতি প্রচুর এবং অধিক কাল স্থায়ী। জরায়ু হইতে কাল, তরল এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ রক্তস্রাবের সামান্য শরীর চালনায় বৃদ্ধি। জরায়ুতে আঘাত প্রাপ্তবৎ বেদনা। জরায়ুর ভয়ানক

বিশৃঙ্খল সংকোচন। জরায়ু এবং দক্ষিণ অণ্ডাধার রক্তাধিকায়ুক্ত এবং স্পর্শে বেদনাবিশিষ্ট। জরায়ু এবং অণ্ডাধারে বেদনা। অধিকাংশ সময়ে তৃতীয় মাসে গর্ভস্রাবের উপক্রম। গর্ভস্রাবান্তে জরায়ুর সংকোচন হয় না এবং পাতলা, কাল ও দুর্গন্ধ স্রাব হয়। যোনির শৈথিল্যিক ঝিল্লিতে প্লেটের স্রাব কৃষ্ণবর্ণ পচা ক্ষত বা গ্যাংগ্রিণ। প্রসবান্তিক স্রাবের রোধ হওয়ার জর ও জরায়ুর প্রদাহ। স্তনের রোধ।

প্রদর্শক লক্ষণ।

১। গাত্র স্পর্শে অত্যন্ত শীতল বোধ হইলেও গাত্রাবরণ সহ্য করিতে পারে না (আর্সের বিপরীত)।

২। অসাড়তা, কীটবিচরণবৎ অনুভূতি এবং পক্ষাঘাত ; শরীরের সর্বাংশেই ইন্দুর বিচরণের ন্যায় অনুভূতি ! সর্বাস্থিই জ্বালা করে এবং বোধ হয় যেন তাহাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পতিত হইতেছে।

চিকিৎসা।

মেরুমজ্জার উত্তেজনা বা স্পাইনেল ইরিটেশন।—পৃষ্ঠবেদনা বা ব্যাকেক্ ; সর্বাস্থীন আক্ষেপ বা কন্-ভাল্শন ; মৃগী রোগ বা এপিলেপ্সি ; কশেরুকামজ্জের ক্ষয় বা লোকোমোটর এটাক্‌সি ; পক্ষাঘাত বা প্যারা-লিসিস্।—সিকেন্সিট্রিন্সাস য়ে, মেরুমজ্জের উত্তেজনা উৎপন্ন হয় আমরা ইতিপূর্বে তৎবিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি। ফলতঃ এই উত্তেজনার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় এবং তাহার প্রতিক্রিয়া ও ক্রমবদ্ধি মেরুমজ্জের ক্ষয়বশতঃ উপরিউক্ত বিবিধ প্রকার রোগলক্ষণ অথবা

রোগ উৎপন্ন হয় । মেরুমজ্জের উত্তেজনায় মেরুদেশে, বিশেষতঃ কটিদেশে, অত্যন্ত যন্ত্রণাপ্রদ বেদনা হয় এবং হঠাৎ “কট্” করিয়া উঠে ।

সিকেলির সর্বাঙ্গীণ আক্ষেপ বা কন্-ভালশনে কখন শরীর কঠিন অথবা অনমনীয় হইয়া উঠে, কখন বা শরীরের কাঠিগু এবং শিথিলতা পর্যায়ক্রমে হইতে পারে ; উপরিউক্ত অবস্থা হস্তাঙ্গুলিতেই অধিকতর লক্ষিত হইয়া থাকে । হস্ত দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ হয় অথবা হস্তাঙ্গুলিপরিম্পরা প্রসারিত হইয়া অত্যন্ত ফাঁক হইয়া যায় । মুখমণ্ডলপেশীর আনর্ডন হইতে থাকে । পেশী-আনর্ডন মুখে আরম্ভ হইয়া সর্কশরীরে বিস্তৃত হয় । উদরের পেশীর সংকোচনবশতঃ উদর অভ্যন্তরাভিমুখে আকৃষ্ট হইতে থাকে । মূত্রস্থালীগ্রীবীর সংকোচন হওয়ায় মূত্ররোধ ঘটে । বমনের বিলক্ষণ বেগ হয় কিন্তু অধিক বমন হয় না । আনাশয়ের প্রচণ্ড সংকোচন ।

সিকেলির স্নায়ুরোগের আক্ষেপ হঠাৎ আরম্ভ হইয়া অতি দ্রুত গতিতে আবর্তন করিতে থাকে । তাহাতে অতি শীঘ্র রোগীর শক্তির ক্ষয় ও মেরুমজ্জের স্নায়ুর পক্ষাঘাত ঘটে ।

আর্গট অব রাইর বিষক্রিয়ালক্ষণে লোকোমোটার এটাক্সিসরোগের অতি স্পষ্ট সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে । রোগের প্রধান তিন লক্ষণ “১। জানু সন্ধিতে বাঁকির অভাব ; ২। বেদনাকালে অঙ্গে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়ার ছায়া জালা ; ৩। অনৈচ্ছিক অঙ্গচালনা” প্রভৃতি ইহার বিবলক্ষণেও উপস্থিত হইয়া থাকে ।

সিকেলিরোগী চলিতে চলিতে চলে অথবা হস্তপদের লঘুতা না থাকায় সে চলিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হয় । নিম্নাঙ্গ সংকুচিত থাকায় রোগী চলিতে টলে । গতিক্রিয়া রোগীর আয়ত্তাধীন থাকে না । অঙ্গের কম্প হয়, কখন বা কম্পসহ বেদনাও থাকে । হস্তপদে কীটবিচরণবৎ

অম্লভূতি জন্মে । অঙ্গসীমায় অসাড়তা হয় । শরীরে অত্যধিক তাপের অম্লভূতি হওয়ায় রোগী গাত্রাবরণ রাখিতে চাহে না । উপরিউক্ত লক্ষণ-নিচয় সর্বাঙ্গীণ ক্ষয়রোগেও দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং যথাসময়ে প্রযুক্ত হইলে সিকেলিন মেরুমজ্জার শীর্ণতা নিবারণ দ্বারা রোগ আরোগ্যক্ষম হয় ।

উপরে আমরা মেরুমজ্জের উত্তেজনার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় যে সকল লক্ষণ বিবৃত করিলাম, মেরুমজ্জার সম্পূর্ণ ক্ষয়ে তাহারা পক্ষাঘাতে, বিশেষতঃ মূত্রস্থানী এবং সরলান্ত্রের পক্ষাঘাতে, পর্যাবসিত হয় ; এই অবস্থায় শরীরের শীর্ণতা (Tabse) ঘটে এবং তাহার স্থানবিশেষে পচা ক্ষত বা গ্যাংগ্রিন উপস্থিত হয় ।

কলেরা বা ওলাউঠা রোগ :—কলেরা রোগের পতন বা কোলাপ্স অবস্থায় সিকেলিন প্রয়োগতা উপস্থিত হয় । রোগীর শারীরিক শীতলতা থাকিলেও শৈত্যব্যবহারে অদম্য ইচ্ছা জন্মে এবং তাহাতে কথঞ্চিৎ শান্তি পায় ; আর্সেনিকরোগীর তাপ উপশমপ্রদ । শিশু-কলেরায় রোগী জলবৎ, প্রচুর, দুর্গন্ধ এবং অজীর্ণ ভুক্তবস্তুরক্ত বিষ্ঠা ত্যাগ করায় অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে ; প্রভূত পরিমাণ মল ফিন্‌কি দিয়া বা সরু ধারে বেগে নির্গত হয় ; স্বক্ সঙ্কুচিত, শুষ্ক এবং শীতল থাকে ; রোগীর নাড়ী থাকে না, গাত্র শীতল হয়, কিন্তু সে গাত্রবস্ত্র রাখিতে চাহে না ; আক্ষেপিক পেশীঅানর্জন, হস্তাঙ্গুলি নিচয়ের ফাঁক হইয়া যাওয়া, চক্ষুর কোটরপ্রবেশ এবং মুখাকৃতির বসা ও সঙ্কুচিতভাব প্রভৃতি এ রোগে সিকেলিন প্রদর্শক লক্ষণ বলিয়া গণ্য ।

স্ত্রীজননেফ্রিটরোগ—জরায়ুর শোণিতস্রাব বা ইউটেরাইন হিমরেজ ; শ্বেতপ্রদর বা ক্লোরিয়া :—জরায়ুর শোণিতস্রাবের ঔষধনিচয়মধ্যে সিকেলিন স্কপুল্‌সেটাম শ্রেষ্ঠতম বলিয়া বিবেচিত । ইহার বেদনাহীন, ক্লম্বর্ণ,

তরল রক্তের মূহ (passive) শ্রাব শরীর চালনায় বর্ধিত হয় ; কিন্তু রোগিণী পূর্বকথিতরূপ সমুচিতত্বক ও শীর্ণকায় হইলে এবং সহজে শীতল হইয়া যাইলে ও ত্বকে কীটবিচরণবৎ অমুভূতি থাকিলে ইহার অধিকতর উপযোগিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

উপরিউক্ত শরীরাকৃতি এবং ধাতুবিশিষ্ট স্ত্রীলোকদিগের রজাধিক্য ও জরায়ুদ্রব্রণরোগ থাকিলে যদি কটাসে, দুর্গন্ধ এবং রক্তশ্রাবযুক্ত শ্বেতপ্রদর জন্মে তাহাতে সিকেলি উপকারী ।

আর্সেনিক—দুর্বল এবং বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের দুর্বলতাজনক পুরাতন শ্বেতপ্রদর রোগের শ্রাব উগ্র, হাজাকর এবং পীতবর্ণ থাকিলে আর্সেনিক উপযোগী । কর্কট বা ক্যানসার প্রভৃতি রোগ জগ্ৰ বলাপহারক শ্বেতপ্রদর ।

ডিষ্টেন্টাস—ইহা লুকরিয়া রোগের হানিমানবাবহুত অগ্রতম ঔষধ । ইহার আঠা ও শ্লেষ্মায়ুক্ত শ্রাব স্ত্রীঅঙ্গে বেদনায়ুক্ত ক্ষত এবং মলদ্বারে চুলকনা উৎপন্ন করে ।

গর্ভাবস্থার ও প্রসবান্তিক বিকার—গর্ভপাত বা মিস্ক্যারেজ ; প্রসব বেদনা বা লেবর ; আবদ্ধ জরায়ুকুসুম বা রিটেণ্ড প্ল্যাসেন্টা ;—ক্ৰীণ এবং রোগজীর্ণ স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাবস্থার প্রথমাংশে গর্ভশ্রাবের উপক্রম হইলে সিকেলি দ্বারা উপকার পাওয়া যাইতে পারে । জরায়ুপেশীর অত্যধিক বৃদ্ধিজগ্ৰ গর্ভের শেষাবস্থায় গর্ভপাতের সম্ভাবনা থাকিলেও ইহা তাহার বাধা জন্মাইতে সক্ষম । শীঘ্র শীঘ্র প্রসব বেদনার আক্রমণ, প্রভূত পরিমাণ কাল ও তরল রক্তশ্রাব, রোগিণীর ফেকাসে ও বসিয়া যাওয়া মুখশ্রী, অঙ্গসীমায় চনচনি ও কীটবিচরণবৎ অমুভূতি এবং বায়ুর আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি এ স্থলে সিকেলির প্রদর্শক ।

হৃৎস্পন্দ, রক্তহীন ও রোগজীর্ণ স্ত্রীলোকদিগের অতি ক্ষীণ প্রসব-বেদনাবশতঃ অথবা তাহার অভাবে প্রসবের বাধা জন্মিলে সিকেলিন প্রসবের সাহায্য করিয়া থাকে । ইহাদিগের জরায়ু অত্যন্ত শিথিল, থসথসে ও স্নৈয়িক ঝিল্লিৎ পাতলা প্রতীয়মান হয় এবং প্রত্যেক বেদনাকালে মুচ্ছার ভাব ও নাড়ীর হৃৎস্পন্দতা বা লোপ ঘটে ।

জরায়ুর আউয়ার গ্লাস্ কন্ট্রাকশন (Hourglass contraction, ডামরিক সংকোচন) বশতঃ জরায়ু-কুসুম নির্গমনের বাধা জন্মিলে সংকোচন প্রকৃতিস্থ করিয়া সিকেলিন দুলনির্গমনের সাহায্য করে ।

রক্তস্রাব বা হিমরেজঃ :—রোগজীর্ণ, শীর্ণ এবং সংকীর্ণ-হৃৎক বিশিষ্ট স্ত্রীলোকদিগের জরায়ু অথবা যে কোন শরীরগহ্বর হইতে কৃষ্ণবর্ণ, পাতলা ও দুর্গন্ধ শোণিতের মুছ স্রাব হইলে সিকেলিন তাহার ঔষধ । ইহাদিগের অঙ্গ চন্ চন্ করে, তাহাতে কীটবিচরণৎ অন্তর্ভূতি থাকে এবং গাত্র শীতল থাকিলেও ইহারা গাত্রাবরণ মোচন করিতে চাহে । কৃষ্ণবর্ণ, পাতলা শোণিত অনবরত চুষাইয়া পড়ে ।

রক্তহীনতা বা এনিমিয়া :—সিকেলিনের পুরাতন বিষক্রিয়ায় ক্রমবদ্ধিষ্ণু রক্তহীনতা জন্মে । ইহার বিশেষ প্রকারের রোগজীর্ণ অবস্থায় রক্তহীনতা, পাণ্ডুরতা এবং শরীরে ত্বাবার ত্রায় বর্ণ দৃষ্ট হয় । সিকেলিনের রক্তকণিকার অবস্থা নিবন্ধন বিপ্লষ্ট ও গলিত রোগীর রক্তহীনতায় শরীরান্ধাংশেবের মৃত্যু বা প্যাথপ্রিণ হইতে পারে এবং সম্পূর্ণ শারীরিক জীবনীশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ।

ক্ষত বা আন্সার :—সিকেলিনের আলায়ুক্ত ক্ষত শৈত্যে এবং আর্সের তাপে উপশমিত হয় ।

লেক্চার ৭৬ (LECTURE LXXVI.)

বার্বেরিডেসি শ্রেণীর ঔষধ।

১। বার্বেরিস্। ২। কলফাইলাম।

৩। পডফাইলাম।

১। বার্বেরিস ভল্লারিস (Berberis vulgaris)

সম্ভবতঃ—বার্বেরিস্ যাহার কার্যপ্রতিষেধক—একন। বার্বেরিসের কার্যপ্রতিষেধক—কাম্ফর।

ভুলনীয় ঔষধ—এলো, আর্স, ব্রায়, ক্যাপ্সি, চেলিড, সিমিসি, সিক, ক্রিয়াট, ডাইয়ক্স, আইরিস্, নাক্স ভ, পাল্‌স্, পড, সিলিক, জিক্‌।

সাধারণ ত্রিফলা—বার্বেরিস্ গ্রীষ্ম ঋতুতে ক্রিয়া প্রকাশ করে। এই ক্রিয়ার সাফাৎ ফলস্বরূপ কৈশিক শিরামগুলি শোণিতপূর্ণ হইলে কিড্‌নি বা বৃক্ক ও মূত্রস্থলী, পরে যকৃৎ এবং অবশেষে ইহাদিগের ও অন্ত্রাশ্রয় শরীরাত্মক ঝিল্লি এবং পেশীমণ্ডলী বিশেষরূপে আক্রান্ত হওয়ায় নিম্নলিখিত রোগলক্ষণ উৎপন্ন হয়। কিড্‌নিপ্রদেশে বেদনার উৎপত্তি ইহার অতি সুস্পষ্ট লক্ষণ ; ইহা পিত্তপ্রাবের বৃদ্ধি করে।

লক্ষণ।

চক্ষু—চক্ষুতে জালাযুক্ত বেদনা, রক্তমা এবং শুষ্কতা ; চক্ষু কামড়াইয়া উঠে।

উদর—পিত্তকোষস্থানে ভয়ঙ্কর খোঁচানি এবং চাপযুক্ত বেদনা। উদরের বাম পার্শ্বে খোঁচানি বেদনা হইলে প্রায়শঃ

কটিদেশ, অথবা কুচকি, যকুৎ, গ্ৰীহা, কিম্বা আমাশয় পর্য্যন্ত, বিস্তৃত হয়। গভীর দেশে খোঁচানি অথবা ছিন্নবৎ বেদনা হইলে মেরুদণ্ডের নিকটস্থ কটির অস্থি অথবা ইলিয়াম হইতে তির্য্যকভাবে অভ্যন্তরাভিমুখে তৃকাশ্চি বা সেক্রাম্ পর্য্যন্ত যায়। বাম কটিদেশে স্থচিবৈধবৎ বেদনা হইলে কটি বাহিয়া যাইয়া অধাভিমুখে তীরবেগে বহির্দিকে স্ত্রীমূত্রনলী-পার্শ্বে যায়।

মল ও মলদ্বার :—ছাগলের নাতির অনুভূতি কঠিন ও অত্যন্ত বিষ্ঠা। জলবৎ উদরাময়। মলদ্বারের চতুর্স্পার্শ্বে স্থানে ক্ষত থাকার ঞায় প্রচণ্ড জালাযুক্ত বেদনা। অর্শ থাকিলে মলত্যাগের পূর্বে, সময়ে ও পরে জালাযুক্ত বেদনা।

মূত্রযন্ত্র :—অগ্নতর কিড্‌নিতে খোঁচা ও খননের অনুভূতি এবং ছিন্ন করার ঞায় অথবা দপদপানি বেদনা। মূত্রস্থলীতে জালাকর বেদনা। কিড্‌নি হইতে মূত্রস্থলী ও মূত্রপথ (urethra) পর্য্যন্ত প্রচণ্ড খোঁচানি ও কর্ত্তনবৎ বেদনা। মূত্রত্যাগকালে ও পরে মূত্রপথে কর্ত্তনবৎ বেদনা এবং জালা। মূত্রত্যাগান্তে কিঞ্চিৎ মূত্র থাকিয়া যাওয়ার অনুভূতি। স্ত্রীমূত্রপথের স্থচিবৈধবৎ বেদনা মূত্রস্থলীতে আরম্ভ। মূত্রত্যাগ করিতে কোমর ও হিপসন্ধিস্থানে বেদনা। ফেকাসে ও হরিদ্রাবর্ণ মূত্রে ঈষৎ স্বচ্ছ জিউলির আঠার ঞায় তলানি, তলানি-হীন অথবা ঘোলা, স্তরে স্তরে সংলগ্ন, কর্দমবৎ, প্রচুর, শ্লেষ্মাময় তলানিযুক্ত মূত্র, অথবা মূত্রে সাদাটে ধূসর এবং কিছুকাল পরে ঈষৎ লাল ময়দার ঞায় তলানি। মূত্র উজ্জল হরিদ্রাবর্ণ; রক্তের ঞায় লোহিত এবং প্রচুর শ্লেষ্মাময় তলানিযুক্ত মূত্র।

স্ত্রীজননেত্রিকা :—যোনিতে জালা এবং টাটানি বেদনা ও তাহা স্পর্শে বেদনাযুক্ত। অত্যন্ত ঋতুস্রাবে বেদনা থাকে এবং তাহা শ্লেষ্মা অথবা রক্তসংযুক্ত হয়।

পৃষ্ঠ ১—অধঃ পৃষ্ঠে ঘূৰ্ণবৎ বেদনা, কাঠিগ্ৰ এবং খঞ্জতা জন্মে ; রোগী আসন হইতে কষ্টে উত্থিত হয় । উপবেশন অথবা শয়নাবস্থায় পৃষ্ঠবেদনার বৃদ্ধি ।

অক্ষ ১—দক্ষিণ স্কন্ধের বাতজ, অবশ্যকর বেদনাকালে বাম অক্ষিতে সূচিবেধবৎ বেদনা । নিম্নাঙ্গে ছিন্ন ও সূচিবেধবৎ অথবা দপদপানি কিম্বা ঘূৰ্ণবৎ বেদনা ।

চিকিৎসা ।

যক্ষ্মরোগ—পিত্তশিলা ১—দক্ষিণ পার্শ্বের উপপার্শ্বকার কিনারা হইতে বিশেষ প্রকারের বিদ্ধ করার দ্বায় বেদনা তীরবেগে উদর-মধ্যে যাইলে পিত্তশিলা বা গলষ্টোনরোগে **বার্বেৰিস্** উপযোগী । রোগসহ পূৰ্ব্বকথিত কিড্লি ও মূত্রপথের বেদনা এবং মূত্রত্যাগে জ্বালা ও মূত্রের তলানি প্রভৃতি থাকা **বার্বেৰিসের** নিশ্চয়াত্মক প্রদর্শক ।

ভগন্দর বা ফিষ্টুলা ইন্ এনো ১—পুনঃ পুনঃ অথবা অবিশ্রান্ত মলত্যাগেচ্ছাসহ মলত্যাগে মলদ্বার চতুষ্পার্শ্বে ক্ষত থাকার দ্বায় প্রচণ্ড জ্বালা হইলে ভগন্দর রোগে **বার্বেৰিস্** দ্বারা উপকার হইতে পারে ।

মূত্রযন্ত্ররোগ—মূত্ররেণু ও মূত্রশিলা অথবা ইউরিনারি গ্রেভেল ও ষ্টোন ১—মূত্রযন্ত্রলক্ষণ ব্যতীত অত্র কোন যন্ত্রের রোগে **বার্বেৰিসের** প্রয়োগ অতীব বিরল বলিয়াই অনুমিত হয় । ফলতঃ অত্র কোন রোগেও উপসর্গরূপে মূত্রযন্ত্র-রোগলক্ষণের বর্তমানতাই প্রায় স্থলেই **বার্বেৰিসের** নিশ্চয়াত্মক প্রদর্শক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে । ইহার উপরিউক্ত মূত্রযন্ত্ররোগে পৃষ্ঠে এবং কিডনির গভীরদেশে স্পষ্ট কনকনানি ও কঠিন ছিন্নবৎ

বেদনা হইলে পৃষ্ঠ এবং মূত্রনালী বা যুরেটার বাহিয়া নিম্নাভিমুখে মূত্রস্থলীতে যায় এবং মূত্রস্থলীতেই আবদ্ধ না থাকিয়া তথা হইতে কর্তনবৎ বেদনা বিস্তৃত হইয়া মূত্রপথ বা যুরিথ্রাতে উপস্থিত হয়। পৃষ্ঠ হইতে মূত্রনালীবাহিত বেদনা অতি প্রচণ্ড হইয়া থাকে এবং রোগী নত হইলে ও শয়ন অথবা উপবেশন করিলে তাহার বৃদ্ধি এবং দণ্ডায়মান হইলে উপশম হয়। বেদনা প্রযুক্ত মূত্রস্থলীতে মূত্রবেগ হওয়ায় রোগী অনবরত মূত্রত্যাগ করে, কিন্তু তথাপি মূত্রস্থলী সম্পূর্ণ খালি বোধ হয় না। মূত্রস্থলী কনকন করে। মূত্র ঈষৎ লোহিতবর্ণ থাকে এবং তাহাতে শ্লেষ্মা, শৈথিল্যক বিল্লির উপদ্রব বা এপিথ্যালিয়ান এবং লিথেট স্টেটের ঈষৎ লাল তলানি পড়ে। প্যারা ল্যাম্বার মূত্র অপেক্ষা ইহার মূত্র অধিকতর ক্লেদযুক্ত। মূত্রত্যাগকালে হিপ্সক্সিপ্রেদেশে বেদনা হওয়াও বাবেরিসের একটি বিশেষ লক্ষণ। কক্সাস্ ক্যান্টাইর কতিপয় লক্ষণ, বিশেষতঃ কিড্‌নি প্রদেশ হইতে বিস্তৃত ছিন্নবৎ বেদনা, বারম্বার মূত্রবেগ, মূত্রে যুরিক এসিডের তলানি এবং ক্রমবৎ মূত্র প্রভৃতি বাবেরিস-লক্ষণসহ তুলনীয়। জননেদ্রিয়রোগের ও মূত্রযন্ত্ররোগের অনেক ঔষধের লক্ষণ পরস্পর অতীব ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য প্রকাশ করায় অতি যত্ন পূর্বক তাহাদিগের প্রভেদ নিরূপণ করা আবশ্যিক। বাবেরিসের পৃষ্ঠবেদনা যেন অত্যাশ্রিত ঔষধ অপেক্ষা অধিকতর এবং কিড্‌নির গভীরতর দেশ আক্রমণ করে বলিয়া অনুমিত হয়। যান্ত্রিক নিজ্জীবতা বা “এটনি” ইহার রোগের কারণ।

লিথিমিয়া বা মূত্রেণুরোগ (Lithæmia)।—অনেকানেক মূত্রেণু রোগগ্রস্ত রোগীর মূত্রাকৃতি বাবেরিসের মূত্রতুল্য হইলেও পূর্ববর্ণিত কর্তন এবং ছিন্নবৎ ও বিশেষতায়ুক্ত পৃষ্ঠবেদনা বর্তমান না থাকিলে ইহা কদাচিৎ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই বেদনা কিড্‌নি প্রদেশে

ভন্নে এবং তথা ইহাতে মূত্রনলী বাহিয়া মূত্রস্থলী অথবা বস্তিকোটর এবং হিপসন্ধিতে বিস্তৃত হয় । ইহাতে মূত্র তপ্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ অথবা উজ্জল পীত কিম্বা শোণিতের বর্ণবিশিষ্ট থাকে এবং তাহাতে শুভ্র, দ্বৈবৎ ধূসর-বর্ণ, অথবা উজ্জল লোহিত ময়দার ঞায় তলানি, কিম্বা লোহিতবর্ণ রেণু বা দ্বৈবৎ পীত-লোহিত দানা পড়ে ।

পেরিটনাইটিস্ বা অস্ত্রবেষ্টবিম্বি প্রদাহঃ ;
অস্ত্রপ্রদাহ বা এণ্টারাইটিস্ ; জন্মায়ুপ্রদাহ বা
মেট্রাইটিস্ ; শ্লেত প্রদরঃ—ডিজিট্যালিসের আদি
ও বিশেষ ক্রিয়া হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি শোণিতসঞ্চালক যন্ত্রমণ্ডলে হওয়ায় তৎ-
কলস্বরূপ অথবা তৎসংশ্লিষ্ট কতিপয় রোগে ডিজিট্যালিস্ প্রযুক্ত
হইয়া উপকার করিয়া থাকে । বার্বেরিসেরও মৌলিক আক্রমণ
কিড্‌নি এবং মূত্রস্থলীতে হওয়ায় ইহা তৎসংশ্লিষ্ট উপরি উক্ত রোগনিচয়
আরোগ্য করিতে সক্ষম । হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি শোণিতসঞ্চালক যন্ত্ররোগের
বিশেষ লক্ষণ যেরূপ ডিজিট্যালিস্ চিকিৎসা রোগের প্রদর্শক,
বার্বেরিস্ চিকিৎসা রোগে তদ্রূপ মূত্রযন্ত্রের বিশেষ লক্ষণ প্রদর্শক
হইয়া থাকে ।

স্ফোটিক বা বইল্‌স্—বার্বেরিসের ক্রিয়ায়
স্ফোটিকে স্বরিত পূর্য উৎপন্ন হওয়ায় তাহা সত্তর আরোগ্য হয় । ইহাতে
স্ফোটকের পুনরাবর্তন হয় না ।

সাল্‌ফারঃ—ইহা গণ্ডমালাদোষগুক্ত রোগীর স্ফোটকের ঔষধ ।

ফাইটল্যাঙ্কা—স্ফোটকের অমোঘ ঔষধ বলিয়া প্রশংসিত ।

লাইকপোডিয়াম—ডাঃ আইভ্যানসের মতে বেল,
আণিকা ও লাইকা স্ফোটকের প্রধান ঔষধ ।

এস্‌সিনাম—ডাঃ ক্লার্কের মতে ইহা ধারাবাহিক স্ফোটক
উৎপত্তি নিবারণের ঔষধ ।

২। কলফাইলাম থ্যালিকট্রাইডিস ।

(*Caulopyllum Thalictroides*) ।

তুলনীয় তমস্র :—এ ক্টয়া স্পাই, সিমিসি, পাল্‌স্‌, স্যাভাডি, সিকেলি ।

সাম্প্রদায়িকক্রিয়া :—কলফাইলাম স্ত্রীজনেনদ্রিয়ের পেশী-উপাদানে, বিশেষতঃ তাহার গতিদ্বায়ুতে, এবং তদ্ব্যতীতও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেশী এবং সন্ধিতে ক্রিয়া প্রকাশ করে । ইহা স্ত্রীলোকদিগের রোগেই বিশেষ উপযোগী ।

লক্ষণ ।

স্রাব :—যৌবনকালীন তাণ্ডব রোগ । স্ত্রীলোকদিগের, বিশেষতঃ রসবাতরোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের যৌবনাবস্থার ঋতুস্রাব-সম্বন্ধীয় অনিয়ম ঘটিলে গুল্মবায়ু অথবা মৃগীর ত্রায় আক্ৰেপ হয় । প্রসবের পর জরায়ুর রক্তাধিক্য এবং পশ্চাৎপার্শ্বে স্থলন বা রিট্রভার্সন নিবন্ধন শরীরনিয়াক্ষের অর্দ্ধাঙ্গ হইলে তাহাতে আংশিক অসাড়তা জন্মে, এবং রোগীর শীর্ণতা, রক্তহীনতা ও সর্বাসঙ্গীণ দুর্বলতা, উৎপন্ন হয় ।

স্ত্রীজনেনদ্রিয় :—বোধ হয় যেন জরায়ুতে রক্তাধিক্য জন্মিয়াছে, তন্নিবন্ধন আমাশয়নিম্ন উদরপ্রদেশে পূর্ণতা এবং আততভাব থাকে । জরায়ু এবং আমাশয়ের নিম্নপ্রদেশের নানা অংশে আক্ৰেপিক বেদনা হয় । জরায়ুর পশ্চাৎপার্শ্বে স্থলন বা রিট্রভার্সন হইলে ঋতুকালীন উদরশূল জন্মে । ঋতুস্রাবের রোধ হইলে জরায়ুর আক্ৰেপ অথবা নিজ্জীবতা জন্মে । গুল্মবায়ুগ্রস্ত স্ত্রীলোকের বাধক বা রক্তকচ্ছ, থাকিলে আক্ৰেপ এবং যোনিতে উপক্ষত হয় । আশঙ্কিত গর্ভশাতে জরায়ুতে মূত্র, অনিয়মিত এবং আক্ৰেপিক বেদনা জন্মে । অসম্পূর্ণ ও আক্ৰেপিক প্রসববেদনা

সর্বদিকেই ছুটিয়া যায়, কিন্তু নিম্নাভিমুখীন চাপ হয় না। জরায়ুগ্রীবাব
আক্ষেপিক কাঠিগ্রবশতঃ অসম্পূর্ণ প্রসববেদনায় সামান্যচিমটান প্রকৃতির
বেদনা হয়। গর্ভস্রাবের পরে অথবা স্রুতিকাবস্থায় মুদ্র শোণিতস্রাব
হইতে থাকে। জরায়ুর নিজ্জীবিতাবশতঃ প্রসবাস্তিক স্রাব অধিক-
কালস্থায়ী হয়। জরায়ুর সবিরাম সঙ্কোচন। দুর্বল ও প্রলম্বিত প্রসব
বেদনার পর ভাদালির ব্যথা। গর্ভস্রাব অথবা প্রসবের পর জরায়ুর
স্বাভাবিক পূর্বাবস্থা হয় না।

অঙ্ক ১—মণিবন্ধে এবং অঙ্গুলিসন্ধিতে কঠিন বেদনা। অঙ্গুলি-
নিচয় অত্যন্ত অনমা থাকে, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিলে অঙ্গুলিসন্ধিতে কর্ভনবৎ
বেদনা জন্মে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির রসবাত। বাহু এবং জঙ্ঘায় অবিশ্রান্ত
ভাবের চঞ্চল বেদনা, কতিপয় মুহূর্তে মাত্র কোন এক স্থানে স্থির
থাকে। বাহু, জঙ্ঘা, হস্ত এবং পদের সন্ধিতে আকুষ্টবৎ বেদনা।

চিকিৎসা।

আমরা স্থানান্তরে অত্রাণ ঔষধ উপলক্ষে কলফাইলামের
রোগসম্বন্ধে বক্তব্য বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরুজ্জি-
না করিয়া তৎবিষয়ের অবশিষ্টাংশের উল্লেখ করিলাম। অত্রাণ ঔষধ
সম্বন্ধেও আমরা অনেকাংশে এই নিয়ম অবলম্বন করিয়াছি এবং করিব।

রক্তকৃচ্ছ, বাধক বা ডিসমেনোরিয়া।—কল-
ফাইলামের আক্ষেপিক রক্তকৃচ্ছ বা বাধকে ঠেলমারা প্রকৃতির
বেদনা হয়। প্রসববেদনার প্রথমাবস্থার গায় ইহা জরায়ুর অবিশ্রান্ত
আক্ষেপ উৎপন্ন করে; ঋতুর স্রাবের পরিমাণ প্রায়শঃ স্বাভাবিক থাকে।
কলফাইলামের সবিরাম আক্ষেপিক বেদনা কুচকিতে, তল্লিকটস্থ
স্থানে অথবা বক্ষে এবং সময়ে অঙ্গনিচয়ে যায়। উভয় ঋতুস্রাবের
ব্যবধানকালে প্রদত্ত হইলে ইহা উপরিউক্ত আক্ষেপিক বেদনার

উপকার করিয়া থাকে । রজঃকৃচ্ছ্র নিবন্ধন গুল্মবায়ুরোগে শরীরের নানা-
দিকে বেদনা তীরবেগে ছুটিয়া যায় ।

ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়েটিকা—ইহাও জরায়ু-আক্ষেপের
অন্ততম ঔষধ ।

অন্তঃসত্তাবস্থার বিকারঃ—গর্ভাবস্থায় কষ্টদায়ক ও
বিরক্তিকর বেদনার উপশমে এবং জরায়ুর অসহিষ্ণুতাব্যঞ্জক আক্ষেপাদির
দূরীকরণ দ্বারা কষ্টনিবারণে এবং ভাবী প্রসবের সৌকর্য্যার্থে পাল্‌স ও
সিমিসির ত্রায় কলফাইলানামও আমাদিগের বিশেষ
সাহায্যকারী ঔষধ । সবিরাম বেদনা নিবারণে ইহা উপযোগী ।
জরায়ুরোগের প্রতিক্রিপ্ত ক্রিয়া বশতঃ স্নায়ুশূল যদি সবিরাম প্রকৃতি ধারণ
করে তাহাতে আমরা কলফাইলানাম হইতে উপকার প্রত্যাশা
করিতে পারি । ইহার তীক্ষ্ণ ও খল্লীবৎ বেদনা মূত্রস্থলী, কুচকি এবং
নিম্নাঙ্গে উপস্থিত হয় । প্রসবের কিয়দিবস পূর্বে হইতে গর্ভিণী
ফল্‌স পেইনস্ অথবা পালোটি কিস্মা অনীক
প্রসববেদনায় অস্থিত ও অনিদ্রাদির ক্লেশ সহ নিম্নোদর হইতে
নিম্নাভিমুখে বেদনায়ুক্ত ঠেলমারা থাকিলে কলফাই তাহাতে ফল প্রদ ।
কলতঃ ফল্‌স পেইনের পক্ষে ইহা অমোঘ ফলপ্রদ ঔষধ বলিয়াই
জানিতে হইবে ।

প্রসববেদনা বা লেবর এবং প্রসবান্তিক
বেদনা, ভাদালির ব্যথা বা আফ্টার পেইনস্ ।
—বেদনার সবিরাম প্রকৃতিবশতঃ প্রসবের বিরক্তিকর এবং অস্বাভাবিক
বিলম্ব কলফাইলানাম সংশোধন করিয়া থাকে । ইহার বেদনা তীব্র
ও খল্লীবৎ এবং মূত্রস্থলী, কুচকি ও দেহের নিম্নসীমা আক্রমণ করে । বাত-
প্রকৃতির অসহিষ্ণু জীলোক বেদনায় নিতান্তই অধৈর্য্য হইয়া উঠিলে
এবং জরায়ুর অত্যধিক নিজ্জীবতা বশতঃ মোটেই প্রসববেগ না

বোধ যেন মলত্যাগকালে জননেন্দ্রিয় বাহির হইয়া আসিবে। কনকনানি ও ঠেলমায়া বেদনা হইলে জরায়ুভ্রংশ সংঘটিত হয়। ঘন এবং স্বচ্ছ আমযুক্ত স্বেতপ্রদর।

চিকিৎসা ।

দন্তোদগমকালীন রোগ ১—স্থলবিশেষে দন্তোদগমবিকার চিকিৎসায় পডফাইলাম বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধমধ্যে গণ্য। মস্তিষ্কে ইহার কোন কার্য না থাকিলেও দন্তোদগমের অথবা উদরের কিম্বা উভয়েরই বিকারের সহিত সহানুভূতিপ্রযুক্ত নিদ্রিতাবস্থায় বিলাপবৎ স্বরে কেঁকানি এবং আবদারের স্বরে মুহূ ক্রন্দন প্রভৃতি মস্তিষ্কীয় উত্তেজনার লক্ষণ পডফাইলাম প্রদর্শন করে। বিশেষ প্রকৃতির উদরাময় ইহার অগ্রতম প্রদর্শক; রোগী দন্ত কিড়িমিড়ি করে এবং পশ্চাদিকে নির্ক্ষিপ্ত মস্তক লুপ্তিত হইতে থাকে। উপরি উক্ত প্রতিক্রিয়া-ক্রিয়া বশতঃ মস্তিষ্কের উত্তেজনার ফলস্বরূপ সর্বাঙ্গীণ আক্কেশ বা কন্‌ভাল্‌শন এবং ক্লেদযুক্ত ও চিত্রাবচিত্র উদরাময়ে পডফাইলাম কলুচি সহ তুলনীয় হয়।

যক্কৎ-রোগ ১—যক্কৎরোগচিকিৎসায় পডফাইলাম অগ্রতম মহৌষধ। ইহার ক্রিয়ায় প্রথমতঃ যক্কৎ উত্তেজিত হইলে প্রভূত পিত্তস্রাব হয় এবং শেষাবস্থায় প্রতিক্রিয়াবশতঃ যক্কতের জড়ত্ব এবং তদানুসঙ্গিক শ্রাবালক্ষণ জন্মে। উপরি উক্ত গৌণক্রিয়ানিবন্ধন ক্রিয়াবসাদ অথবা পুরাতন রক্তাধিক্যবিশিষ্ট, বিবৃদ্ধ যক্কৎ ও উদরাময়-রোগে পডফাইলাম উপযোগী। ক্ষীত, স্পর্শে বেদনায়ুক্ত যক্কৎ, পীতবর্ণ মুখমণ্ডল ও চক্ষু এবং বিষাদ মুখ ইহার প্রকৃষ্ট লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত। জিহ্বা শুভ্র অথবা পীতবর্ণ লেপযুক্ত থাকে এবং পিত্ত জমাট বাধায় পিত্তশিলা উৎপন্ন হইতে পারে। উদরাময় হয় কিন্তু

কখন কখন কোষ্ঠবদ্ধ হইলে বিষ্ঠা কর্দমবর্ণ থাকে। অনেক বিষয়ে *আকু'র্রিয়াস্* সহ ইহার সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্ত ইহা “উদ্ভিদপারদ বা ভেজিটেবল মার্কারি” নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহাতে মার্কারি, যাক্কা, ষ্ট্র্যাম, ব্লাস্ এবং *আর্সেনিকেস্* গ্রায় জিহ্বাপার্শ্বে দস্তুর ছাপ লাগে। ইহার রোগী হস্ত দ্বারা অনবরত যকৃদ্দেশ ঘর্ষণ করে। ফলতঃ পোর্টালশিরা সংযুক্ত উদরযন্ত্রমণ্ডলের ও শিরার জড়ত্বনিবন্ধন রোগনিচয়ে *শডফাইলান্* প্রদর্শিত হয়। ইহার লক্ষণমধ্যে কোষ্ঠবদ্ধ, কর্দমবর্ণ বিষ্ঠা, গ্রাবা এবং আলস্ত প্রধান বলিয়া গণ্য।

উদরাময়ঃ—*শডফাইলান্* প্রাত্যহিক উদরাময়ের অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার জলবৎ, পীতবর্ণ, প্রচুর এবং বেদনাহীন উদরাময় রজনী ৩টা হইতে প্রাতঃকাল ৬টা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যে কোন সময়ে রোগের সহিত হড়্ হড়্ করিয়া নির্গত হয় এবং দিবসের অবশিষ্টাংশ রোগী স্বাভাবিক মলত্যাগ করে। আহারাশ্বেই মলত্যাগ হওয়ায় ইহা *সিংকনা* এবং *কলসিস্* সহ তুলনীয়; এবং উদরশূল থাকিলে তাহা তাপে ও সম্মুখে বদ্ধ হইলে উপশম হওয়াতেও ইহা *কলসিস্*ের সমকক্ষতা প্রকাশ করে। উদরাময়ের ফলস্বরূপ উদর ও সরলান্তের, বিশেষতঃ *সরলান্তের দুর্ধ-লতার অনুভূতি* ইহার বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। হালিশ্য বাহির বা *গুদভ্রংশ* হওয়ায় ইহা *ইয়েসিয়া কার্ব* ভেজৎ এবং *হেমানেলিস* সহ তুলনীয় হইলেও ইহাতে মলত্যাগের পূর্বে তাহার সংঘটন প্রভেদক রূপে বর্তমান থাকে। *শডফাইলান্* এবং *এলোর* উদরাময় কখন কখন শিরঃশূলসহ পর্যায়ক্রমে হয়। অনেক সময়ে উদরাময়ে অজীর্ণভুক্তবস্তুর মলত্যাগ হওয়ায় ইহা তাহার লক্ষ্যশ্রেষ্ঠ ঔষধ চাক্সনা এবং *ফেনামেন* অহুকরণ করে।

শিশুদিগের উদরাময়ে মলশাস্ত্রের অধোদেশে মলদ্বার
স্থান পদার্থ স্থিতিয়া পড়াও ইহার অত্যন্ত প্রদর্শক লক্ষণ
মধ্যে পরিগণিত ।

পডফাইলাম কোন কোন বিষয়ে, যেমন যক্ষ্মে বিকারে ও
জিহ্বায় দন্তছাপের বর্তমানতায় মালু রিহাসের সহিত তুলনীয়
হইলেও শেখোক্তের মলত্যাগে কুহনের উপস্থিতি,
এবং প্রথমোক্তের উদরাময়ের প্রত্যয়ে স্বন্ধি, জল-
বৎ, লেইর স্থান হরিদ্রাভ অথবা অজীর্ণ মলের
বেগে নিঃসরণ, বেদনাহীনতা এবং মলত্যাগান্তে
সরলাস্ত্রের দুর্বলতা উভয়কে যথেষ্টরূপে প্রভেদিত করে ।

পডফাইলাম শিশুউদরাময়ে বিশেষরূপে উপযোগী ; কিন্তু
তাহার অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ঔষধ ক্যাক্কেরিয়া কার্বনিকার ধাতু
এবং শরীরের নির্দিষ্ট আকারাদি, ও ফসফরিক এসিড রোগে
পডর স্থায় স্থায়িত দুর্বলতার অভাব ইহাদিগের প্রভেদ জ্ঞাপন করে ।

কলেরা বা ওলাউটা ।—কলেরা মর্কাস বা সাংঘাতিক
কলেরা রোগে, বিশেষতঃ শিশুকলেরারোগে অনেক সময়ে আমরা পড-
ফাইলাম দ্বারা বিশেষ উপকার পাই । ইহাতে বেদনাহীন
জলবৎ মল বেগের সহিত হড়্ হড়্ করিয়া নির্গত হয় এবং আহাৰ্য্যে
স্বণা জন্মে । ইহাতে প্রত্যয়ে অজীর্ণভুক্তবস্তুর মলত্যাগ হইতে পারে ।
শিশুকলেরার পতনাবস্থায় রোগীর ঘর্ম্মসিক্ত দেহের পেশীর শিথিলতা এবং
রোগের আনুষঙ্গিক মস্তিষ্কলক্ষণে শিরঃস্রাবাদি হইতে পারে ।

আইরিস ভার্সি—শেষ রজনী ২টা হইতে ৩টার মধ্যে
জলবৎ, দীর্ঘ পীতাভ সবুজ মলত্যাগ হয় এবং রোগী ভুক্তবস্তু ও অন্ন
পদার্থ বমন করে । মুখ হইতে মলদ্বার পর্যন্ত জালা ইহার অত্যন্ত
প্রদর্শক ।

ইন্লেটেব্রিস্যাম্—শিশুকলেরায় জলপাইর ত্রায় সবুজ রঙ্গের জলবৎ উদরাময় স্থরিতবেগে নির্গত হয় ।

ক্রটন টি—প্রচুর, পীতবর্ণ অথবা জলবৎ উদরাময় আহার অথবা পানে বদ্ধিত ।

ইশিকা—বমন ইহার সর্বপ্রধান লক্ষণ । জলবৎ, ঈষৎ পীত উদরাময়ে উদরশূল থাকে এবং বমন ও উদরাময় পর্যায়ক্রমে হয় ।

কোষ্ঠবদ্ধ বা কনষ্টিপেশন।—শিশুদগের পূর্ববর্ণিত যকৃৎধিকারনিবন্ধন কোষ্ঠবদ্ধ রোগে ১২ ক্রমের পডফাইলাম উপকার করিয়াছে । কোষ্ঠবদ্ধ রোগে ইহা ভেরেট এ, ওপি এবং ত্রায় সহ তুলনার উপযুক্ত ।

জ্বর—পিত্তশ্লেষ্মাজ্বর বা বিলিয়াস্ রেমিটেণ্ট ফিবার ।

—জ্বর রোগে সাধারণতঃ পডফাইলামের প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হয় না । তবে স্বল্পবিরাম জ্বরে পিত্ত লক্ষণের প্রাধান্যসহ উদরাময়াদি লক্ষণ বর্তমান থাকিলে ইহা দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায় । শীতের পূর্বে পৃষ্ঠশূল ও তাপাবস্থায় ঘন্য এবং বহুভাষিতাযুক্ত প্রলাপের জরাস্থেও বিস্মৃতি, প্রচণ্ড শিরঃশূলসহ অত্যধিক তৃষ্ণা এবং পাণ্ডুরতা, পর্যায়ক্রমিক শিরঃশূল ও উদরাময়, পচাটে আশ্বাদ, যকৃৎস্থানে পূর্ণতা ও মোচড়ানি বেদনা এবং পিত্তসংযুক্ত উদরাময় ইহার সাধারণ লক্ষণ । আমি এইরূপ একটি রোগীকে পডফাইলাম দ্বারা অতি সহজে আরোগ্য করিয়াছি ।

লেক্চার ৭৭ (LECTURE LXXVII.)

ইরিডেসি জাতীয় ঔষধ শ্রেণী ।

১। ক্রকাস। ২। আইরিস ভার্সিকোলার।

১। ক্রকাস্ স্যাটিভাস (*Crocus sativus*)।

উপচয় :—প্রাতঃকালে। উপশম।—মুক্ত বায়ুতে।

সম্বন্ধ—ক্রকাসের কার্যপ্রতিষেধক—একন, বেল, ওপি।

ভুলনীয় ঔষধ :—একন, বেল, ক্যাঙ্কে কা, ইয়ে, ইপিকা, নাক্‌স্‌ ভ, ওপি, প্লাটি, পাল্‌স্‌, রাম্‌ ক্রটা, স্যাভাডি, সিপি, মাল্‌ফ, জিক্‌ ।

সাধারণ ক্রিয়া :—ক্রকাস্‌ মস্তিষ্কমেরুজ্জের স্নায়ুগুলোর আক্রমণদ্বারা মস্তিষ্কে উত্তেজনা এবং রক্তাধিক্য উৎপন্ন করিলে গুল্ম-বায়ুলক্ষণযুক্ত উন্মাদরোগ জন্মে। ইহার অত্যন্ত ক্রিয়ার জরায়ুতে শিরা-শোণিতাধিক্য জন্মিলে যে শোণিতস্রাব হয় তাহার কৃষ্ণবর্ণ এবং তন্তু-জানোৎপন্নসূত্র পূর্ণতা ও জমাট বাঁধার প্রকৃতি ইহার বিশেষ লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত। শরীরের বহু স্থান হইতে কাল, আটা ও চাপ চাপ রক্তস্রাব হয়।

।

মন :—দোলাহমান মানসিক ভাব; রোগী ক্রোধাক্র, তখনই অনুতাপগ্রস্ত ; অবসাদ এবং আনন্দ ; খিটখিটে এবং উৎসাহ-পূর্ণ। শাস্তিস্থান, উৎকর্ষাপূর্ণ এবং দুঃখিত। আমোদ এবং উল্লাসসহ উন্নততা, গাঁত গাহিবার প্রবল ইচ্ছা, অসাধারণ হস্তপরিহাস, প্রত্যেক

ব্যক্তিকেই চুঘন করিতে চাহে । লিখিতে চেষ্টা করিলে ভাবের অভাব হয় ।

স্নায়ুঃ—অনুভূতি জন্মে যেন কোন ভীষণত্ব পদার্থ শরীরের নানাস্থানে লক্ষ প্রদান করিতেছে ; কঠিন শারীরিক পরিশ্রম করার গ্রায় সন্ধ্যাকালে অত্যধিক বলক্ষয় এবং আলস্য হইলে অত্যন্ত নিদ্রালুতাসহ বোধ যেন চক্ষুপত্র ক্ষীত হইয়াছে ; সাহিত্য সম্বন্ধীয় কার্যে লিপ্ত হইলে তাহার উপশম হয় । পেশীনিচয়ে ঝাঁকি ; এটেকক পেশীগুচ্ছে ঝাঁকি ।

চক্ষুঃ—চক্ষুপরি শ্লেষ্মার জাল থাকার গ্রায় বোধ হওয়ায় রোগী পুনঃ পুনঃ চক্ষু মিটি মিটি করিতে ও মুছিতে বাধ্য । চক্ষুতারকার অত্যন্ত বিস্তৃতি । বোধ হয় যেন চক্ষুতে কামড়ানকর ধুম রহিয়াছে । পর্দা কর্তৃক চক্ষু আবৃত থাকার গ্রায় সচরাচর অপেক্ষা আলোক অস্পষ্ট বলিয়া বোধ হয় । অনুভূতি জন্মে যেন চক্ষুতে অবিশ্রান্ত জল আসিতেছে । অনেক ক্রন্দন করিলে যেরূপ হয় চক্ষুতে তদ্রূপ অনুভূতি । অধিক পাঠের পর চক্ষুতে টাটানিযুক্ত জালা ; তাহাতে ঘোর দৃষ্টি জন্মিলে পুনঃ পুনঃ চক্ষু মিটি মিটি করিতে হয় । মধ্যে মধ্যে চক্ষুপটদ্বয় পরস্পর দৃঢ়রূপে চাপিত করার প্রবৃত্তি । উর্দ্ধ চক্ষুপুটের আনর্ভন । বেদনা চক্ষু হইতে মস্তকশীর্ষে যায় ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ঃ—বেদনা এবং জননেন্দ্রিয়াভিমুখে চাপ হওয়ায় বোধ যেন ঋতুস্রাব হইবে । সামান্য শরীরচালনাতেই জরায়ু হইতে কাল, আটা ও তন্তুযুক্ত রক্তচাপের স্রাব ।

চিকিৎসা

শুষ্কবায়ু বা হিষ্টিরিয়াঃ—ক্রকাস তাণ্ডবরোগ-লক্ষণযুক্ত হিষ্টিরিয়া উৎপন্ন করে অথবা ইহার শুষ্কবায়ুতে উদ্গাদবৎ

রাস্ম ; চক্ষুতে হাতুড়ির আঘাতবৎ ও.ঝাঁকি লাগার দ্বায় বেদনা হইলে
 ব্রুকাস ; এবং ললাটপার্শ্বে ছগবেধবৎ বেদনায় ত্রুজা প্রযোজ্য
 হয়। সেনেপা শোষণ ক্রিয়ার সাহায্যদ্বারা অক্ষিমূকুরের ভগ্নাবশেষ
 করিয়া থাকে এবং দৃষ্ট পদার্থ শোণিতরঞ্জিত প্রতীয়মান হইলে
 ষ্ট্রুশিয়ামের প্রয়োগ হয়।

রজঃকৃচ্ছ্র, বাধক বা ডিস্‌মেনরিয়া :—কৃষ্ণ-
 বর্ণ, তন্তুমুক্ত, চাপ চাপ শোণিতস্রাববিশিষ্ট
 রজঃকৃচ্ছ্ররোগে ব্রুকাস প্রযুক্ত হয়। রোগিণীর অনুভূতি
 জন্মে যেন উদরে জীবন্ত পদার্থ চলিয়া বেড়াই-
 তেছে।

২। আইরিস ভাসিকোলর (Iris Versicolor)

সম্বন্ধ :—আইরিসের কার্যপ্রতিবেদক—নাক্স ভ।

তুলনীয় ঔষধ :—এলো, এটি ক্রু. আর্স, লায়, কলচি,
 আয়ডি, ইপিকা, নাক, পাল্‌স্‌, পড, ফাইটল, ভেরেট্‌ এ, স্ত্রাঙ্গু, মাল্‌ফ।

সাম্প্রদায়িক ক্রিয়া :—গ্রহনগুণ এবং আমাশয়ান্বপথের নৈঋতিক
 বিপ্লিতে আইরিস ভাসিকোলরের বিশেষ ক্রিয়া হওয়ায় তাহাদিগের
 অস্বাভাবিক ক্রিয়োত্তেজনা।

দীর্ঘদিনের রোগ হই

উ

পথে

ফলে তাহা-

চতুর

য়ে।

গত

।

মস্তক :—সন্ধ্যাগমে, বিশ্রামে এবং শীতল বায়ুতে অথবা কাসিলে ললাটের দক্ষিণ পার্শ্বে মূহ্ দপ্‌দপানি অথবা তীরবেধবৎ বেদনা ও বিবমিষার বৃদ্ধি। এবং পরিমিত শরীরচালনায় তাহার হ্রাস হয়। মূহ্ এবং ললাটের গুরুত্ববোধক শিরঃশূলসহ চক্ষুর জড়তা ও ক্রুর উর্দ্ধদেশে বেদনা থাকে। ললাট এবং মূর্দ্ধায় কনকনানি হওয়ায় বোধ হয় যেন মস্তকোদ্ধিভাগ বিচ্ছিন্ন হইবে। ললাটপার্শ্বে, অধিকন্তরূপে তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে তীরবেধবৎ বেদনা, এবং মস্তকত্বকে সঙ্কোচনবৎ অনুভূতি। মস্তকত্বগুণি সপুষ্ট দুসকুড়ি।

আমাশয় :—ক্ষুধার অভাব। পুনঃ পুনঃ শূণ্য অথবা স্বাদহীন বায়ুর উদ্‌গার। বিবমিষা এবং অত্যন্ত অম্ল ও তরল পদার্থের বমন। শিশুদিগের ভুক্ত বস্ত, পিত্ত এবং টুক্কের বমন। আমাশয়স্থানে অত্যন্ত জ্বালাময় কষ্ট।

উদর :—অস্ত্রে তীব্র কর্তনবৎ বেদনা। বায়ুনিঃসরণে উদরবেদনার উপশম। উদরশূলের, উপশম জন্ত রোগীর সম্মুখে বক্র হইতে বাধা।

মল ও মলদ্বার :—পাতলা এবং জলবৎ উদরাময়; কোমল, পীতবর্ণ উদরাময়ের উদর ডাকে, কিন্তু বেদনা থাকে না; কুস্থনে শোণিত এবং আমের নিঃসরণ। পুনঃ পুনঃ জলবৎ মলতাগ হইলে মলদ্বার জ্বালা করে এবং কুস্থন দিতে ও নিম্ন দিকে ঠেল মারিতে প্রবৃত্তি হয়। মলত্যাগান্তে মলদ্বার অগ্নিদগ্ধ হইতেছে বলিয়া বোধ। প্রাতঃকালে মলদ্বারের টাটানি থাকায় বোধ যেন তন্মধ্যে কাঁটা ফুটিয়া আছে। মলদ্বারে কষ্ট থাকায় বোধ হয় যেন মলদ্বারভ্রংশ ঘটিয়াছে। কোষ্ঠবদ্ধ।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক এবং অর্ধশিরঃশূল, ‘আধকপালি’ মাথাব্যথা বা হেমিক্রেনিয়া।—আমাশয়, যক্ষ্ম বা পিত্তের

বিকার আইরিস শিরঃশূলের কারণ। ইহাতে শিরঃশূলের সঙ্গে সঙ্গে আংশিক দৃষ্টিলোপ বা দৃষ্টিমানিহ্ন হওয়া প্রদর্শক লক্ষণ বলিয়া গণ্য ; এই লক্ষণে ইহা জেলুস্ শিরঃশূল সহ তুলনার যোগ্য। শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং কলেজের প্রফেসর বা অধ্যাপকদিগের ছয় দিবসের মানসিক পরিশ্রমের জন্ত মস্তিষ্কীয় শ্রান্তি বশতঃ প্রত্যেক রবিবারের সাময়িক শিরঃশূল রোগে ইহা উপকারী। বেদনা চক্ষুর্দ্ব্যপ্রদেশের উচ্চস্থান বা সুপ্রা অবিটালপ্রদেশে, বিশেষতঃ এক এক সময়ে চক্ষুর এক এক পার্শ্বে এবং সাধারণতঃ দক্ষিণ চক্ষুর্দ্ব্যপ্রদেশে হয়। দপদপানি অথবা তীক্ষ্ণপ্রকৃতিবিশিষ্ট বেদনার অতিবৃদ্ধিসময়ে প্রচুর পরিমাণ তিক্ত অথবা অম্ল বমন। ফলতঃ বাহ্যতে দাঁত টকিহ্না বাহ্য একপ অম্ল পদার্থের বমনই ইহার বিশেষতা। ইহার শিরঃশূল শরীরচালনা, শীতল বায়ু এবং কাসিতে বদ্ধিত এবং মুক্তবায়ুমধ্যে অম্ল-ব্যাগামসাধ্য কার্যে উপশমিত হয়। অবিশ্রান্ত বিবমিষাযুক্ত “সিক্‌হেডেক” বা সবমন শিরঃশূলের আইরিস অগ্রতম মহৌষধ।

পলিমিহ্না—সবমন শিরঃশূল সম্পূর্ণ মস্তক আক্রমণ করে এবং তাহার সহিত বিবমিষা অথবা বমন থাকিতে পারে।

বমনরোগ বা ভমিটিং।—দস্তের অন্নতাকারক অতিশয় অম্ল পদার্থের বমনের সাময়িক আক্রমণে আইরিস ভাস উপকারী।

যক্ষ্ম রোগঃ—যক্ষ্মদেশে টাটানি, পিত্তবমন, চক্ষু এবং স্বকের পীতবর্ণ বা ত্রাবা এবং শিরঃশূল প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত যক্ষ্ম রোগে আইরিস উপকারী। অপরিমিত আহার বশতঃ রোগ জন্মিলে ইহা নাকসুভ, পালস্ এবং চান্সনা সহ তুলনীয়।

লেক্চার ৭৮ (LECTURE LXXVIII.)

স্পিজিলিয়া (Spigelia) ।

প্রতিদ্রব্য :—স্পিজিলিয়া এস্ট্রিমিয়া ?

জাতি :—লোগ্যানেসি ।

উপচয় :—শরীরচালনায় ; উচ্চ শব্দে ; শ্বাস টানিলে ; স্পর্শে ; চক্ষু স্পর্শিত করিলে ; পূর্বাঙ্ক ১০টা হইতে ১২টা পর্যন্ত ।

উপশম :—অপরাক্ত ৩টা অথবা ৪টার সময় ।

সম্বন্ধ :—স্পিজিলিয়ার কার্য্যপ্রতিষেধক—অরাম, ককুল, ক্যাম্ফ, পাল্‌স্‌। স্পিজিলিয়া যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—মার্ক ।

তুলনীয় ঔষধ :—একন, আর্নি, বেল, ব্রায়, ক্যাষ্টাস্‌, ক্যাক্সে কা, সিমিসি, সিক্স, সিনা, ডিজিট, কেলি কা, ক্যান্ডিয়া, লরসি, লাইক, মার্ক, নাব্‌স্‌ ভ, ফস্‌, পাল্‌স্‌, রাস, সিপি, সাল্‌ফ, জিক্স । স্পিজির পরে প্রযোজ্য—আর্স, ডিজি, কেলি কা । (হৃৎপিণ্ডরোগে) সিমিসি, জিক্স । একনের পরে (এণ্ডোকার্ডাইটিস্‌) স্পিজি ।

সাধারণ ক্রিয়া :—জৈবকার্য্যবিধায়িনীশক্তিপ্রদ (Nerves of animal life) এবং অন্তর্ভূতিদ্রব্যীয় এবং চক্ষু ও হৃৎপিণ্ডের তাণ্ডব এবং পৈশিক উপাদানে স্পিজিলিয়ার প্রধান ক্রিয়া । ইহা স্নায়বিক উত্তেজনা উৎপন্ন করায় গতিদ্রব্যীয় কার্য্যক্ষেত্রে মুখমণ্ডলপেশীর আক্ষেপিক গতি, পেশীকম্পন বা “সাবসল্টাস্‌ টেণ্ডনাম্‌” এবং সর্বাঙ্গীণ আক্ষেপ এবং অন্তর্ভূতিদ্রব্যীয়রাজ্যে বিশেষতঃ পঞ্চম স্নায়ুতে স্নায়ুশূল জন্মে । উপরি উক্ত স্নায়বিক আক্ষেপিক গতি, স্নায়ুশূল এবং চক্ষুতে ও হৃৎপিণ্ডে

ইহা দ্বারা উৎপাদিত রসবাতিক অবস্থা ইহার প্রধান ক্রিয়ামধ্যে পরি-
গণিত।

লক্ষণ।

মস্তক :—ললাটদেশের অভ্যন্তর হইতে বহিরাভিমুখে চাপবৎ বেদনা হওয়ায় সম্পূর্ণ মস্তকের জড়তা। মস্তকের চতুর্পার্শ্বে, বিশেষতঃ সম্মুখে, নত হইলে কশিয়া ফিতা বাঁধা থাকার অনুভূতি। ললাটে, মস্তকের পশ্চাতে এবং মূর্দ্ধার বাম পার্শ্বে গর্ভ করার ঞায় বেদনা শরীর-চালনায় ও উচ্চ শব্দে বদ্ধিত এবং শয়নে উপশমিত হয়। ললাট-পার্শ্বের ও ললাটের ছিন্নবৎ বেদনা চক্ষুরাভিমুখে বিস্তৃত এবং শরীর-চালনায়, বিশেষতঃ পদস্থগন হইলে বদ্ধিত হয়। মস্তক ঘূর্ণিত করিলে মস্তিষ্ক আলগা বোধ হয়। চাপিতবৎ শিরঃশূল ললাটের দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর থাকে, চক্ষু পর্য্যন্ত আক্রমণ করে, এবং শরীরচালনা, গোল-মাল শব্দ, বাঁকি অথবা মলত্যাগের কৌথানিতে বদ্ধিত হয়। ললাটের দক্ষিণের উচ্চ প্রদেশের অভ্যন্তরে ও উর্দ্ধে ললাটগহ্বর ভেদ করিয়া তীর বেঁধার ঞায় বেদনা। শ্নাযুশূলের বেদনা মস্তকের অংশ হইতে অংশান্তরে যায়। বোধ হয় যেন মস্তক বেগে কাটিয়া থগু থগু হইবে। সাময়িক শিরঃশূল। মস্তিষ্কের কম্প চালনায় ও সবল পদনিষ্ক্ষেপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; জল পতনের অনুভূতি। মস্তকত্বকের টাটানি ও চালনায় স্পর্শসাহ্যুতার বৃদ্ধি।

শ্নাযু :—অস্থির; রজনীতে রোগী অঙ্গনিচয় স্থির রাখিতে পারে না। স্পর্শে শরীরে বেদনার অনুভূতি; শরীরাংশ স্পর্শ করিলে শীতল বোধ; অথবা শরীরের মধ্য দিয়া চন্‌চন্‌ করিতে থাকে। গাত্রোত্থান করিতে শরীর ভারী বোধ হয় ও টাটায়।

চক্ষু :—চক্ষুর চালনায় তাহাতে বেদনার অনুভূতি যেন

তাহা চক্ষুকোটরাপেক্ষা বৃহত্তর। চক্ষু হইতে তীব্র, তীব্রবেধবৎ এবং কৰ্ণনবৎ বেদনা প্রত্যেক পার্শ্বে বিকীর্ণ হয়। দক্ষিণ চক্ষুগোলকের চুলকনা ঐ চক্ষু ঘর্ষণ করিলে পুনরাবর্তন করে। চক্ষুগোলকে, বিশেষতঃ তাহা ঘূর্ণিত করিলে, তীক্ষ্ণ চাপবৎ বেদনা। চক্ষুকোটরের গভীর দেশে চক্ষুশূল। ঘোর দৃষ্টি।

নাসিকা :—পশ্চাৎ নাসারন্ধ্র হইতে প্রচুর শ্লেষ্মা বহিয়া পড়ায় রজনীতে শ্বাসরোধ হয় ; শ্লেষ্মা কখন শুভ্র কখন বা হরিদ্রাভ থাকে। নাসিকার পশ্চাতে শুড়শুড়ি হওয়ায় বোধ হয় যেন তাহা কেশ দ্বারা স্পর্শ করা হইতেছে, অথবা তাহার পাশাপাশি ভাবে মূহ বাতাস বহিতেছে।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী :—সম্মুখে নত হইতে, উপবেশন করিতে, অথবা প্রাতঃকালে শয্যাভাগ করার পরে, গভীর শ্বাসগ্রহণে, অথবা শ্বাসরোধ করিলে হৃৎপিণ্ডের প্রচণ্ড, দ্রষ্টব্য, এবং শ্রবণযোগ্য স্পন্দন হইলে মানসিক উৎকর্ষাবাজক বক্ষঃকম্প হয়। হৃৎকম্প। কুসুম-চূড়া-প্রদেশে গুরুত্বসহ কনকন করিলে বোধ হয় যেন তাহা ভেদ করিয়া ধারে স্থলাগ্র ছুরিকা বসান হইতেছে। কখন কখন হৃৎপিণ্ডে নাড়ীস্পন্দনের সমসাময়িকরূপে স্থিতিবেধবৎ বেদনা হয়। নাড়ী দুর্বল, অনিয়মিত এবং কম্পারিত থাকে।

উদর :—উদরে সংকুচিত হওয়ার ভ্রায় কামড়ানি হইলে উৎকর্ষ ও শ্বাসকষ্ট। উদরে তীক্ষ্ণ স্থিতিবেধবৎ বেদনা। বিদীর্ণ হওয়ার ভ্রায় উদরবেদনার সন্ধ্যাকালে মলত্যাগের পূর্বে বৃদ্ধি ; তাহার পরে কিঞ্চিৎ হ্রাস।

মলদ্বার :—মলদ্বার ও সরলান্ত্রে চুলকনা এবং শুড়শুড়ি। মলদ্বার ও জননেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্তী স্থানে বা পেরিনিয়ামে গর্ভ করার ভ্রায় ও স্থিতিবেধবৎ বেদনা।

চিকিৎসা ।

শিরঃশূল বা হেডেক্‌ :—মস্তকের স্নায়ুশূলরোগে স্পিজিফিক লিঙ্গা এবং স্যাক্সুইনেলিঙ্গা প্রধান স্থান অধিকার করে । প্রথমোক্ত মস্তকের বাম এবং শেষোক্ত তাহার দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ জন্ম প্রসিদ্ধ । ইহার স্নায়ুশূল বামচক্ষুর্দ্ব্যপ্রদেশ আক্রমণ করে এবং সূর্য্যের গতির অনুগামী হয় অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ে আরম্ভ, মধ্যাহ্নে সর্ব্বোচ্চ তীক্ষ্ণতায় উত্তীর্ণ এবং সূর্য্যাস্তে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় । অনেক সময়ে অল্পভূতি জন্মে যেন মস্তকের শীর্ষ মুক্ত বা ফাঁক রহিয়াছে ; বেল্লাড-ন্যার গ্রাফ ইহাতেও উচ্চ শব্দে ও শয্যার ঝাঁকিতে বেদনার বৃদ্ধি হয় এবং তদ্ব্যতীতও সম্মুখে নত হওয়া ও বায়ুর পরিবর্তন (change of weather) ইহার বেদনাবৃদ্ধির কারণরূপে বর্তমান থাকে । বেদনার সম্পূর্ণ স্নায়ুশূল প্রকৃতি এবং বামপার্শ্ব আক্রমণ ইহার প্রদর্শক বলিয়া গণ্য । সূর্য্যের গতিসহ সম্বন্ধ থাকায় ইহা নেট মিউ, জেলস্ এবং প্লানইন সহ তুলনীয় ।

স্নায়ুশূল বা নিউরেলজিঙ্গা :—ডাঃ বেয়ার মুখ-মণ্ডল স্নায়ুশূলের (প্রসপলজিঙ্গার) চিকিৎসায় স্পিজিফিকলিঙ্গাকে শীর্ষস্থান প্রদান করেন । ইহার রসবাতিক স্নায়ু-শূল হেঁচকাটানের গ্রাফ ও ছিন্নবৎ প্রকৃতিবিশিষ্ট ; এবং সিক্ততা, চাপ, চালনা এবং সংস্পর্শ প্রভৃতিতে বর্দ্ধিত হইলে শরীরভাস্তুর দিয়া ভৌতিকম্পের ন্যায় থরথর ভাব প্রেরিত হয় । ইহার আক্রমণ সাময়িক এবং তাহাতে হৃৎপিণ্ডস্থানে ব্যাকুলতা এবং অস্থিরতা জন্মে, অথবা আক্রমণের পূর্বে হৃৎকম্প হয় । ললাটের, চক্ষুকোটরের এবং উর্দ্ধ চুম্বালের ও দন্তের স্নায়ু বেদনার আক্রমণস্থান থাকে । অনেক সময়েই অল্পভূতি জন্মে যেন চক্ষু অতি বৃহৎ হইয়াছে । ক্র-স্নায়ুশূল অথবা বামপার্শ্বস্থ মুখমণ্ডল-

স্নায়ুশুলের, বিশেষতঃ প্রসপেলজিয়ায় বেদনা মস্তকপশ্চাৎ হইতে মস্তকোর্দ্ধ বাহিয়া আসিলে ও বেদনার প্রকৃতি জ্বালাযুক্ত ও খোঁচার ছায় হইলে এবং তাহা বায়ুর পরিবর্তনে বৃদ্ধি পাইলে স্পাইজিফ দ্বারা উপকার হইতে পারে । সাধারণতঃ পুরাতন রোগে ইহার প্রয়োগ হয় না ।

কলুচিকাম্—ইহার বেদনাও বাম পার্শ্ব আক্রমণ করে এবং তাহাতে এক প্রকার পক্ষাঘাতিক দুর্বলতা জন্মে, কিন্তু স্পাইজিলিয়ার ছায় উগ্রতা থাকে না ।

সিমিসিসিউপা—জরায়ুরোগের প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়া নিবন্ধন চক্ষুর্দ্ধ স্নায়ুশূল ; রজনীতে বেদনার বৃদ্ধির প্রকৃতিবিশিষ্ট পেশীশূলে এবং রসবাত প্রকৃতির স্ত্রীলোকদিগের মুখমণ্ডলস্নায়ুশূল বা প্রসপেলজিয়াতে (যাহা অপরাহ্নে উপস্থিত হয় ও রজনীতে অন্তর্দান করে) সিমিসি দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায় । বাম স্তন্যধঃ বেদনা অধিকাংশ সময় অগুণ্ধারোগ বশতঃ জন্মে এবং সিমি তাহার উপকার করে ।

হৃদ্রোগ—হৃদহির্বেষ্টপ্রদাহ ; হৃদস্তরবেষ্ট প্রদাহ ; হৃদ্বিরুদ্ধি ; হৃৎকম্প প্রভৃতি—হৃৎপিণ্ডের নানা-প্রকার রোগযন্ত্রণার উপশমনার্থ স্পাইজিফ উপযোগী । প্রবল হৃৎপিণ্ড-প্রদাহ বা একিউট কার্ডাইটিস্ এবং হৃদহির্বেষ্টপ্রদাহ বা পেরিকার্ডাইটিস্‌রোগের ঔষধমধ্যে ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ । হৃৎপিণ্ড হইতে তীব্র বেদনা তীব্র-বেধবৎ ছুটিয়া পৃষ্ঠে এবং হৃৎপিণ্ড হইতে বিকীর্ণ বেদনা হস্ত ও মেরুদণ্ড বাহিয়া নিম্নাভিমুখে এবং বক্ষোপরি যায় । হস্ত কিম্বা শরীরের কোন প্রকার চালনা হইলেই হৃৎকম্প । হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে করতল স্থাপনে রণৎকার বা পারিং শব্দের উপলব্ধি । নাড়ীস্পন্দন ক্ষণলোপবিশিষ্ট এবং হৃৎস্পন্দনের সমসাময়িক ; হস্তের যৎসামান্য গতি হইলেই রোগের বৃদ্ধি । স্নায়ুশুলের উপসর্গরূপে হৃৎপিণ্ডলক্ষণ উপস্থিত হইলে তন্নিবারণেও স্পাইজিফ আবশ্যকতা জন্মে । অনিয়মিত ও বিশৃঙ্খল হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার

শাস্তিবিধানেও ইহা উপযোগী। কখন কখন ইহার হৃৎস্পন্দন শ্রবণগোচর হয়; দীর্ঘকাল ব্যাপী পৰ্কতাদি উচ্চ স্থানে আরোহণ নিবন্ধন হৃদবিসৃদ্ধি বা হাইপারট্রফিতে স্পন্দনের উচ্চশব্দ শ্রুতিগোচর হইলে আর্স তাহার ঔষধ। হৃৎরোগের তরুণাবস্থায় স্পাইজি প্রদত্ত হয়।

রসবাতজ হৃদস্তরবেষ্টপ্রদাহে অনেক সময়েই স্পাইজি কার্য্য করিয়া থাকে। হৃৎশূল বা এঞ্জাইনা পেট্টরিসরোগেরও ইহা উপশমকারী। হৃৎপিণ্ডপ্রদাহে একর পর ইহা প্রয়োজ্য। হৃৎপিণ্ডরোগের, বিশেষতঃ তাহার কপাটের যান্ত্রিক রোগের (Valvular disease), এবং হৃদ্বিসৃদ্ধির পুরাতন অবস্থায় ইহা ফলপ্রসূ।

কুমিরোগঃ—উদরে কুমির বর্তমানতাপ্রযুক্ত উত্তেজনাঘটিত বক্রদৃষ্টি, শরীরের ঝাঁকি, মুখের পাণ্ডুরতা, চক্ষু বেড়িয়া নীল বর্ণমণ্ডল এবং নাভির চতুর্দিকস্থ উদরশূল জন্ম মূর্ছার ও বিবমিষার ভাব প্রভৃতি কুমিরোগলক্ষণে স্পাইজি উপকারী। ইহার মলে আম, বিষ্ঠা ও কুমি থাকে। ইহার মূল আরকে নেকড়া ভিজাইয়া তাহার আত্মাণ দিলে কুমি জন্ম সর্বাঙ্গীণ আক্ষেপ দূর হইতে পারে।

ইগ্নেসিয়া—মলদ্বারে কীটবিচরণের অন্তর্ভুক্তি ও বিড় বিড়ির জন্ম শিশু অস্তির হইলে প্রয়োজ্য।

ইণ্ডিগো—সূত্রবৎ কুমি থাকায় শিশু বিষাদবায়ুগ্রস্ত হইলে এবং নাভিদেহে তীব্র বেদনা থাকিলে যদি শিশুর কন্ভাল্‌সন হয়।

স্ট্রাবাডিনা—বিবমিষা, বমন এবং উদরশূলযুক্ত কুমিরোগে।



লেকচার ৭৯ (LECTURE LXXIX.)

জাতি—ভার্কিনেসি ।

এগাস্ ক্যাষ্টাস্ (Agnus Castus.)

সাধারণ ক্রিয়াঃ—এগাস্ ক্যাষ্টাস্ জননেন্দ্রিয় সহ বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত বস্তু । প্রাথমিক উত্তেজনা ব্যতীতই ইহা জননেন্দ্রিয়-ক্রিয়ার অবসাদ ঘটায় এবং জননেন্দ্রিয়ের দুর্বলতা বশতঃ ধ্বজভঙ্গ ঘটে । এজন্ত পূর্বকালে কামেচ্ছার দমন জন্ত স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে ইহা ব্যবহৃত হইত ।

লক্ষণ ।

মনঃ—অশ্রমনস্কতা ; কিছুই মনে থাকে না । পাঠে মনঃযোগ হয় না । উদাসিন্ধ ; দুঃখ ; মৃত্যু নিকট বলিয়া ভীতি ; সাহসহীনতা ।
স্নানঃ—বিষাদবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তির আক্ষেপিক রোগ । যন্ত্রণাঘটিত দুর্বলতাবৎ প্রচণ্ড দৌর্বল্যে মানসিক অবসাদবশতঃ স্তনের রোধ । শরীর ঘৃষ্ট-বৎ বোধ ।
পুংজননেন্দ্রিয়ঃ—কামেচ্ছার হ্রাস, প্রায় অভাব । লিঙ্গ এতাদৃশ শিথিল যে কামবিষয়ক চিন্তার উত্তেজনায় তাহা উত্তিত হয় না । অণুকোষ শীতল, স্ফীত, কঠিন এবং বেদনায়ুক্ত । লিঙ্গ ক্ষুদ্র ও থস্‌থসে । কামেচ্ছা ব্যতীতই লিঙ্গের ক্ষীণ উত্থান । রজনীতে স্ত্রীসঙ্গের পরে অত্যন্ত ও প্রায় গন্ধহীন শুক্র স্রোত বহিয়া পড়ে ; তাহা বলে নিষ্কিপ্ত হয় না । পুরাতন পুয়মেহ বশতঃ ধ্বজভঙ্গ । পীত বর্ণ মূত্রনালীস্রাব । পুরাতন পুয়মেহ থাকায় কামেচ্ছা অথবা লিঙ্গোত্থান হয় না । মলবেগের সহিত প্রেষ্টেট গ্রন্থির স্রাবের নির্গমন । স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ঃ—স্বচ্ছ ষেতপ্রদর হইলে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়াংশনিচয় শিথিল থাকে । সঙ্গমে অনিচ্ছা । স্তনের অত্যন্ততা ; অথবা তাহার রোধ ।

চিকিৎসা—পুংজননেন্দ্রিয়রোগ—নাতি

প্রবল এবং পুরাতন পুয়মেহ,

ধ্বজভঙ্গ্য—বৃদ্ধ এবং অপরিমিত কামসেবা বশতঃ অকালবৃদ্ধ ব্যক্তি (যাহারা অতিরিক্ত কামসেবায় রত থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছে) গ্রন্থাস ক্যাপ্টাস রোগের কার্যক্ষেত্র । পুনঃ পুনঃ পুয়মেহ বা গণরিয়ার আক্রমণও ইহাদিগের শুক্রমেহরোগের অন্ততর কারণ । পুয়মেহরোগের প্রবল ও তরুণাবস্থায় ইহা উপকারী নহে । তাহার কথঞ্চিৎ পুরাতন বা নাতিপ্রবল অবস্থায় শ্রাব পীতবর্ণ পুয়বৎ আকার ধারণ করিলে এবং ক্যাস্‌হ্যারিস্ সদৃশ কামোত্তেজনার অভাব হইলে গ্রন্থাস ক্যাপ্টাস উপযোগী ।

সিপিহা—জ্বীলোকদিগের পুয়মেহ রোগের প্রবল লক্ষণ প্রশমিত হইলে ডাং হিউজ্ সিপিহা উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন । ডাং র'র মতে ইহা অনেক স্থলেই প্রদর্শিত ।

টুসিলেগো—পুয়মেহ রোগে ইহা বিশেষ প্রশংসালভ করিয়াছে, কিন্তু ইহার কোন প্রদর্শক লক্ষণ দৃষ্ট হয় না ।

অপরিমিত কামসেবা এবং তদানুসঙ্গিক আমোদাদির উপভোগ নিবন্ধন অকালবৃদ্ধ ও বৃদ্ধ ব্যক্তি শুক্রমেহরোগগ্রস্ত হইলে অত্যন্ত বিবল-চিত্ত, উদাসীন, অনন্যযোগী এবং আত্মসম্মানহীন হইয়া পড়ে ও অতিরিক্ত রেতঃক্ষয় হেতু দুর্বলতা জন্মে । এই সকল ব্যক্তির কামেচ্ছা ১৮ বৎসরে যজ্ঞপ প্রবল, ৬০ বৎসর বয়সেও তজ্জপই থাকে ; কিন্তু তখন শক্তির অভাব হইয়া যায় । গ্রন্থাসের পক্ষাঘাতিক **ধ্বজভঙ্গ্য** সঙ্গের ইচ্ছা এবং শক্তি উভয়েরই অভাব হয় এবং জননেন্দ্রিয় শীতল হইয়া যায় ।

নাফার লুতিহা—ইহাতে কামেচ্ছার অভাব থাকে ; কাম বিবয়ের চিন্তা করিলেও লিঙ্গোথান হয় না । নিদ্রাবস্থায় এবং জননেন্দ্রিয়ের দুর্বলতা বশতঃ শুক্রক্ষরণ ।

লেকচার ৮০ (LECTURE LXXX.)

রুটেসি জাতীয় ঔষধ নিচয়।

১। রুটা। ২। টিলিয়া ট্রিফলিয়েটা।

৩। জ্যান্থক্সাইলাম্। ৪। জ্যাবরেণ্ডাই।

১। রুটা গ্র্যাভিয়লেন্স্ (Ruta Graveolens.)

উপচয়ঃ—শীতল এবং সিক্ত বায়ুতে সাধারণতঃ বেদনার বৃদ্ধি।

উপশমঃ—শরীরচালনায়।

সম্বন্ধঃ—রুটার কার্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর। রুটা যাহার কার্য-প্রতিষেধক—মার্ক।

ভুলনীর ঔষধঃ—এমন কার্ক, আর্গি, ব্রায়, ক্যাক্সে কা, ইউফ্রে, লাইক, মার্ক, মেজি, ফস্ এসি, ফাইটল্, পাল্‌স, রাস্, সিপি, সিলিক্, সাল্‌ফ।

সাধারণ ক্রিয়াঃ—অস্থিবেষ্ট, অস্থি, সন্ধি এবং উপাস্থিতে রুটার প্রধান ক্রিয়া হওয়ায় ইহা উপরি উক্ত দেহোপাদানে রসবাতসদৃশ রোগলক্ষণ উৎপন্ন করে। চক্ষু সহও ইহার বিশেষ ক্রিয়াসম্বন্ধ থাকায় ইহা তাহাতেও রসবাতিক পরিবর্তন আনয়ন করিয়া থাকে। ইহা জরায়ুও অতি গভীররূপে আক্রমণ করায় তাহাতে শোণিতগতির বৃদ্ধি ও পেশীর সংকোচন হইলে জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব হয়। উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে ইহা গর্ভপাত উৎপন্ন করিতে পারে।

লক্ষণ।

চক্ষুঃ—চক্ষুর অভ্যন্তর কোণে এবং নিম্ন চক্ষুপত্রের উপরিভাগে চুলকনা; চক্ষু ঘর্ষণ করিলে চন্‌চন্‌ করে; চক্ষু জলপূর্ণ। চক্ষুর

উপস্থিতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা। চক্ষুকোটরের গভীর প্রদেশে চাপ। নিম্ন চক্ষুপুটে থলী হওয়ার পর প্রচুর জলস্রাব। সূক্ষ্ম সূচিকর্ষ অথবা অত্যধিক পাঠ করিলে, কিম্বা অত্র প্রকারে চক্ষুর অপরিমিত পরিশ্রম হইলে চক্ষু জ্বালা করে, কনকন করে, তাহার ক্লান্তিবোধ হয় এবং দৃষ্টির মালিগ্রা ঘটে; সন্ধ্যাকালে চক্ষুর ব্যবহার করিলে রোগযন্ত্রণার বৃদ্ধি। বাম চক্ষু-নিম্নে শীতলতা।

স্নায়ু :—উরু দুর্বল থাকার ত্রায় রোগী চলিতে টলে; ভ্রমণকালে অঙ্গাদি বেদনা করে। আছাড় পড়া অথবা আঘাত লাগার ত্রায় সম্পূর্ণ শরীর ঘৃষ্ট বোধ হয় এবং তাহা অঙ্গসন্ধিতে অধিক থাকে। স্থির থাকিলেও জ্বালাযুক্ত এবং চর্কণবৎ অস্থিবেদনা সিক্ত বায়ু বহিলে বদ্ধিত।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ :—গ্রীবা এবং স্বন্ধে মোচড় লাগা বা ঘৃষ্ট হওয়ার ত্রায় বেদনা। মেরুদণ্ডে আঘাত পাওয়ার ত্রায় বেদনা এবং তাহার খঞ্জতা; কটিবাতের ত্রায় বেদনা। মেরুদণ্ডের সর্বনিম্ন সীমান বা কক্সিক্স্ অস্থিতে ঘৃষ্ট হওয়ার ত্রায় বেদনা কটিপশ্চাৎ বা তৃকাস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অধিক ভ্রমণের পর উপবেশন করিতে পশ্চাৎ কটির উর্দ্ধে খননবৎ বেদনায় বোধ যেন তাহা ঘৃষ্ট হইয়াছে; ভ্রমণ করিতে থাকিলে ভাল বোধ, দণ্ডায়মান এবং উপবেশনাবস্থায় পুনরাবর্তন। মেরুদণ্ড বাহিয়া তাহার নিম্ন পর্য্যন্ত শীতল।

অঙ্গনিচয় :—অঙ্গনিচয়ে, সন্ধিতে এবং অস্থিতে বেদনা হওয়ার আঘাত পাওয়ার ত্রায় অথবা আছাড় পড়ার ত্রায় বোধ। ভ্রমণ করিতে একবার এপাশে একবার ওপাশে পড়িয়া যায়; জজ্বা ভার বহিতে পারে না, উরুতে স্থিরতা বা শক্তি থাকে না। সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে বা নামিতে পা ভাঙ্গিয়া পড়ে। গুল্ফসন্ধিতে মোচড় লাগার ত্রায়, কিম্বা তাহার অস্থির স্থানচ্যুতিবৎ (Dislocation)

অথবা তাহাতে ক্ষত হওয়ার ভায়ে বেদনা । পদের অস্থিতে বেদনা হওয়ায় রোগী সবলে পদক্ষেপ করিতে পারে না ।

চিকিৎসা :—চক্ষুরোগ—দৃষ্টিদৌর্বল্য বা **এস্ট্রেনশাইয়া** ।—হৃদয় হৃদিকর্ষ প্রভৃতিতে চক্ষুর অতিপরিশ্রম, বস্ত্র-বিশেষে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে দ্রবল চক্ষু পেশীর সমঞ্জসীভূত ক্রিয়া উৎপাদনে টানাটানি হওয়ায় চক্ষুর জালা, কনকনানি ও তাহার নিম্নপুটে আক্ষেপ এবং দৃষ্টিদৌর্বল্য ও অগ্রাগ্র নানা প্রকার ক্রিয়াবিকারী চক্ষুরোগ আরোগ্যে **ব্রুটা** উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

আঘাতজ রোগ বা ইঞ্জুরী :—মোচড় লাগার পুরাতন ফলস্বরূপ অস্থির সন্ধি এবং উপস্থিতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা উপশম করিতে **ব্রুটা** উৎকৃষ্ট ঔষধমধ্যে পরিগণিত । মণিবন্ধ এবং গুল্ফসন্ধিতে মোচড় লাগার কুফলসংশোধনে ইহার বহিরাভ্যন্তরীণ উভয়বিধ প্রয়োগই উপকারী চিকিৎসা বলিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছে । **আর্নিকা** যেক্রপ পেশী এবং অগ্রাগ্র কোন কোন উপাদানের, **ব্রুটা** তদ্রূপ কণ্ডুরা, স্নেহস্রাবী কোষ (Bursa) এবং সন্ধির আঘাতজ রোগের পক্ষে উপকারী । মণিবন্ধসন্ধির উপরিস্থ গ্রন্থির প্রদাহ, কণ্ডুরায় মোচড় লাগায় অঙ্গ বিশেষের দ্রবলতা ও চলৎশক্তির অভাব ইহা আরোগ্য করিয়া থাকে এবং এই সকল রোগ-লক্ষণের আবহাওয়ার পরিবর্তনে বা তাহার সিক্ততায় বৃদ্ধি **ব্রুটার** অন্যতম প্রদর্শক হয় ।

২ । টিলিয়া ট্রিফলিয়েটা (*Ptelea Trifoliata.*) ।

উপচয় :—দক্ষিণ পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে (কাউপার থোয়েট); শরীরচালনায় ; উষ্ণগৃহমধ্যে ভ্রমণে ; প্রাতঃকালে ; জাগ্রত হইলে ; আহারান্তে । **উপশমন :—**মুক্তবায়ুমধ্যে ; দক্ষিণ পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে (হেরিং) ।

ভুলনীয় ঔষধ :—বার্বেরিসু, হাইড্রাস্ট, মার্ক, নাক্স ভ, পড ।

সাধারণ ক্রিয়া :—টলিয়ার প্রধান ও প্রাথমিক ক্রিয়া পরিপাকযন্ত্রপথের শৈল্পিক বিক্লিতে হওয়ায় ইহা অজীর্ণ এবং পিত্তলক্ষণ উৎপন্ন করে । যকৃৎ, আমাশয় এবং অন্ত্রপথের রক্তাধিক্য জন্মে । গোণ ক্রিয়ায় ইহা ফুসফুসের রক্তাধিক্য উৎপন্ন করে । ইহার ক্রিয়ার বিশেষ প্রবলতা নাই । অতীব মন্থর গতিতে ইহার ক্রিয়া বিস্তৃত হইয়া নানা প্রকার পুরাতন রোগলক্ষণ উৎপন্ন করে ।

লক্ষণ ।

মস্তক :—মস্তকের বিশৃঙ্খলভাব ; শিরোগূর্ণন ; মস্তক ফিরাইতে, অথবা হঠাৎ চালনায় উহার বৃদ্ধি । ললাট চূর্ণ করার ন্যায় বেদনার সম্মুখ লোহিতবর্ণ হয় এবং স্বভাব ত্রস্ত ভাব ধারণ করে । অবিশ্রান্ত ও মুহু শিরঃশূল ভ্রমণে বদ্ধিত । মস্তকপশ্চাতের শিরঃশূল ললাটের চক্ষুর্দ্বিপ্রদেশে যায় । মস্তিষ্কমূলে চাপ ও ঘূর্ণন অনুভূতি ।

উদর :—শীত যকৃৎ চাপিলে টাটায় এবং তাহার মুহু কনকনানি বেদনা । যকৃদ্দেশে ভার চাপা বোধ ; কনকনানি, কষ্ট এবং মুহু বেদনা ও গুরুত্বের দক্ষিণ পার্শ্বে চাপিয়া শয়নে উপশম ; বাম পার্শ্বে ফিরিতে আকৃষ্টতার অনুভূতি । যকৃতে তীব্র কর্তনবৎ বেদনা গভীর শ্বাসগ্রহণে বদ্ধিত । উদরে টাটানি এবং কনকনানি বেদনা । নাভিদেশের স্পন্দন জংস্পন্দনের সমসাময়িক । উদর গড়গড় করে, কামড়ায়, তাহাতে শূল হয় এবং বায়ু সরে ।

মন :—অন্ন, কঠিন বিষ্ঠা অত্যন্ত বেগ দ্বারা নির্গত করিতে হয় । উদরাময় পিত্তসংযুক্ত, পাতলা ও কৃষ্ণবর্ণ এবং মলসংযুক্ত ।

চিকিৎসা ।

শিরঃশূল :—ডাঃ কপ্ ললাটদেশের শিরঃশূলে তিলি-

হ্রাসকে অদ্বিতীয় ঔষধ বলিয়া মনে করেন। এস্থলে ইহা নাক্স ভমিকা সহ তুলনীয়। ইহার ললাটবিদীর্ণকরার গ্রায় মস্তকবেদনা ইশিকাতেও দৃষ্ট হইয়া থাকে ; কিন্তু তাহার প্রভেদরূপে বিবমিষা ও বমন উপস্থিত হয়।

যক্কজোগ—রক্তাধিক্য ; বিব্রন্ধি ;—যক্কতের রক্তাধিক্য এবং বিব্রন্ধি রোগে টিলিয়া অতি স্পষ্ট লক্ষণ দ্বারা নির্ধাচিত। কিন্তু নবাবিক্ত এবং স্বল্পপ্রয়োজনীয় ঔষধের তালিকাভুক্ত হওয়ায় ইহা চিকিৎসকমণ্ডলীর যথাযোগ্য মনযোগ আকর্ষণে অক্ষম হইয়াছে। যক্কদেশের কনকনানি ও গুরুত্বের বাম পার্শ্ব চামিয়া শয়নে অত্যন্ত ব্রন্ধি এবং বাম পার্শ্বে ফিরিতে গুরুবস্ত টানিয়া নামানের গ্রায় বা আকৃষ্টতার অনুভূতি ইহার বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ। ব্রাহ্মনিহাতেও বামপার্শ্বে শয়ন করিলে কষ্টের বৃদ্ধি ও আকৃষ্টভাবের অনুভূতি হয় ; কিন্তু দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে রোগী তাহার উপশম বোধ করে। অ্যাগ্রেসিয়া মিউরিহেটিকাতেও যক্কধিকার জন্ম পিত্তলক্ষণ আছে, কিন্তু রোগী মাক্কুরিয়াসেসহ গ্রায় দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে তাহার কষ্টকর লক্ষণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অ্যাগ্রেসিয়া কোষ্টবদ্ধে, মার্ক উদরাময়ে বিশেষতা লাভ করে। নাক্স ভর গ্রায় টিলিয়াতেও পর্যায়ক্রমিক কোষ্টবদ্ধ এবং উদরাময় থাকিতে পারে।

৩। জ্যাঙ্কসাইলাম (Xanthoxylum.)

তুলনীয় ঔষধ।—বেল, সিমিসি, জেলুদ।

সাধারণ ক্রিয়া।—জ্যাঙ্কসাইলাম স্নায়ুগুণে ক্রিয়া প্রকাশ করিলে অনুভূতিপ্রদ স্নায়ুর উত্তেজনা ও কার্যতৎপরতার বৃদ্ধি

হয়। ইহা গতিপ্রদ স্নায়ুতে স্নানতর ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহার গোণ-ক্রিয়াফলস্বরূপ গতিপ্রদ এবং অনুভূতিপ্রদ উভয়বিধ স্নায়ুর পক্ষাঘাত অথবা নিশ্চেষ্ট ভাব উপস্থিত হইলে জীবনিশক্তি অবসাদগ্রস্ত হয়। শৈথিল্যকবিলি, পেশী এবং গ্রন্থিল উপাদান সকলই ইহার বিশেষ ও উত্তেজক কার্য্যধীন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে, ইহার ক্রিয়ার অতি প্রয়োজনীয় বিষয়মধ্যে জীবননেদ্রিয়লক্ষণ স্মরণীয় বলিয়া বিবেচনা করা যায়। কেননা ইহা জীবলোকের অতি শীঘ্র এবং অতি প্রচুর ঋতুস্রাব সহ কঠিন স্নায়ুশূল উপস্থিত করায় রোগ বাধক বা রজোকৃচ্ছ, রোগের প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়।

লক্ষণ ।

স্নানু।—স্নানু খোঁচার ত্রায় বেদনা; শরীরে বৈছাতিক স্রোত প্রবেশের ত্রায় কাঁকি বা শক্ (Shock); শরীরের বাম পার্শ্বে অধিকতর অসাড়তা থাকে। অনুভূতিপ্রদ স্নায়ুতে ঔষধের বিশেষ ক্রিয়া হইলেও ইহা জীবনিশক্তির সুস্পষ্ট অবসাদ উৎপন্ন করায় প্রতিক্রিয়াশক্তির অভাব ঘটে।

স্ত্রীজননেদ্রিয়।—অণ্ডাধারের (ovary) বেদনা জননেদ্রিয়ার জুরেল স্নায়ু (genitocrural nerves) বাহিয়া নিম্নাভিমুখীন হয়। স্নায়ুশূল প্রকৃতির রজঃকৃচ্ছরোগে ভয়াবহ কষ্ট ও বেদনা সহ ঋতুস্রাব, আত শীঘ্রাগত ও অতি প্রচুর, এবং শিরশূল ও উরুর সন্মুখে নিম্নবাহী বেদনা; রোগী গুল্মবায়ুলক্ষণযুক্ত, অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ হয় এবং সহজেই চমকিয়া উঠে। উপরিউক্ত প্রকারের প্রসবাস্তিক বেদনায় প্রচুর প্রসবাস্তিক বা লোকিয়ার স্রাব।

চিকিৎসা।—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাক্ষেত্রে জল্যাঙ্ক সাইলান একমাত্র রজঃকৃচ্ছরোগ বা বাধক

বেদনায় বিশেষ উপকার প্রদর্শন করিয়াছে। বেদনা অতি ভয়া-
বহরূপে যন্ত্রণাপ্রদ ও আলায়ুক্ত এবং তাহা ক্রুরেল স্নায়ু দ্বারা উরু বাহিয়া
নিয়াভিমুখীন হইলে উরু যেন অবশ হইয়াছে বলিয়া অনুভূতি জন্মে।
সাধারণতঃ ঋতুস্রাব প্রচুর থাকে এবং জরায়ুতে অতি যন্ত্রণাপ্রদ ঠেলমারা
বেদনা হয়। জ্যাঙ্কসাইলামের বেদনা সাধারণতঃ শরীরের
বামপার্শ্ব আক্রমণ করিলেও ইহা দক্ষিণ অণ্ডাধার আক্রমণ করিয়া থাকে।
বাধকের বেদনা স্নায়ুশূলপ্রকৃতিবিশিষ্ট। ডাং হেল বলেন যে ইহা
দ্বারা উপকার পাইতে হইলে বেদনার স্নায়বিক প্রকৃতি অধিকতর
থাকার প্রয়োজন। ইহার রোগাক্রমণের পূর্বদিন বামচক্ষু প্রদেশে শিরঃ-
শূল হইতে পারে। একহারা, কোমলাঙ্গী ও বাত প্রকৃতির স্ত্রীলোক-
দিগের পক্ষে ইহা উপযোগী।

৪। জ্যাবরেণ্ডাই (Jaborandi)।

ভুলনীয় ঔষধ।—এগারি, এট্রপি, এমিল নাই, ফাইজ।

সাধারণ ক্রিয়া—ঔষধপরীক্ষার্থ জ্যাবরেণ্ডাই সেবন করা-
ইলে অচিরে মুখমণ্ডল লোহিতবর্ণ ধারণ করে এবং মুখলালার স্রাব ও
ঘর্ম আরম্ভ হইয়া কতিপয় ঘণ্টা থাকিলেও এক ঘণ্টার মধ্যেই স্ত্রের
পরিমাণ হ্রাস হইয়া যায়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুজলের অতিশয় বৃদ্ধি ও
নাসিকা হইতে প্রচুর স্রাব হয়; এবং গলগহ্বর, শ্বাসনালী এবং বায়ু
নালী বা ব্রঙ্কাইরও স্লেম্মাস্রাবের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কণীনিকা সংকুচিত
এবং দৃষ্টিসামঞ্জস্যকারী পেশী ক্রিয়ার অক্ষিপ। লালস্রাব ও ঘর্ম নিবৃত্তি
হওয়ার পরে শরীরশীতল, বিশেষতঃ মুখ এবং গলগহ্বর অত্যন্ত শুষ্ক
হওয়ার প্রভূত তৃষ্ণা উপস্থিত হয়। শোণিতগতির বৃদ্ধি হইলেও ধমনীর
স্রাবতত্ত্বাবের খর্বতা এবং শরীরতাপের হ্রাস জন্মে।

চিকিৎসা—অনেক সময়ে কলেরা প্রভৃতি তরুণ রোগের

পতনাবস্থার এবং থাইসিস্ প্রভৃতি সাংঘাতিক পুরাতন রোগের
 ঘর্ষ জ্যাবরেণ্ডাই দ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে। অন্তঃ-
 সন্তাবস্থায় কষ্টপ্রদ মুখলালাস্রাবের ইহা অত্যন্ত
 ঔষধ। মফিয়া দ্বারা পিত্তশিলা জনিত উদরশূল নিবারণের পর কোন
 রোগীর প্রভূত মুখলালার স্রাব জন্ম প্রগাঢ় বিবমিষা ও ভয়বহ বমন
 হওয়ায় তাঁহার অতি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল। আমি তাঁহাকে এক
 মাত্রা জ্যাবরেণ্ডাই ৩০ ব্যবস্থা করায় প্রায় ২ মিনিটের মধ্যেই
 তিনি সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিয়া সুনিদ্রাগত হইয়াছিলেন। ঋতু-
 সন্ধিকালীন শোণিতোচ্ছ্বাস এবং তাহার আত্ম-
 ষঙ্কিত প্রচুর ঘর্ষ, শরীরসীমার শীতলতা, বিবমিষা ও বমন ইহা আরোগ্য
 করিয়াছে; কর্ণমূলগ্রন্থির ক্ষীতি ও প্রদাহ,
 বিশেষতঃ তাহা অণুকোষে স্থানান্তরিত হইলে, ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়।
 ফলতঃ নানা প্রকার দৃষ্টিবিভ্রাট সংশোধনেই ডাং এলেনের মতে
 ইহা বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে, যথা—চক্ষুর সিলিয়ারী পেশীর
 আক্ষেপ; মতিয়াবিন্দুঘটিত দৃষ্টিদোর্বল্য; চক্ষু গোলকাদির গঠন বিকার
 জন্ম দৃষ্টিসম্পাদনীয় সামঞ্জস্যের অভাব বশতঃ দৃষ্টিদোর্বল্য; বক্রদৃষ্টি—
 যাহাতে সুস্থ চক্ষু দ্বারা বস্তুবিশেষ দর্শনকালে টেরা চক্ষু অভ্যন্তর দিকে
 ঘূর্ণিত হয়; বিশেষ করিয়া বক্রদৃষ্টির অস্ত্রচিকিৎসার পর।



লেক্চার ৮১ (LXXXI.)

ইরিকেসি জাতীয় ঔষধশ্রেণী।

১। রডডেণ্ড্রন।

২। চিমাফিলা।

৩। ক্যাল্মিয়া।

৪। লিডাম।

১। রডডেণ্ড্রন (Rhododendron Chrysanthemum.)।

উপচয়ঃ—প্রাতঃকালে; বিশ্রামকালে; বিহ্বল ঝটিকার পূর্বে; সিক্ত এবং শীতল বায়ুতে; ঝটিকাবিশিষ্ট এবং শীতল দিবসে।

উপশমঃ—শয্যার উর্দ্ধে অঙ্গ আকৃষ্ট রাখিলে।

সম্বন্ধঃ—রডডেণ্ড্রনের কার্যপ্রতিষেধক—ব্রায়, ক্যাম্ফ, ক্লিমে, রাস্।

ভুলনীয় ঔষধঃ—অরাম, ব্রায়, ক্যাক্ ক্য, ক্লিমে, কনা, ক্যাল্মিয়া, লিডাম, লাইক, মার্ক, নাক্ ভ, পাল্, রেনাল্, রাস্, সিপি, সিলিক, সাল্ফ।

সাধারণ ক্রিয়াঃ—তান্তব এবং পৈশিক উপাদানে রডডেণ্ড্রনের ক্রিয়া হওয়ায় ইহা শরীরের সন্ধিবাতিক এবং রসবাতিক অবস্থা উৎপন্ন করে। অণ্ডকোষ এবং উপকোষের (Epididymis) আক্রমণ দ্বারা ইহা তাহাদিগের প্রদাহ, স্ফীতি ও দড়কচড়া ভাব উপস্থিত করে।

লক্ষণ।

পুংজননেন্দ্রিয়ঃ—মলদ্বার হইতে অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত আকৃষ্টবৎ বেদনা। অণ্ডকোষ উর্দ্ধে আকৃষ্ট, স্ফীত এবং বেদনায়ুক্ত। অণ্ডকোষ, বিশেষতঃ উপকোষ স্পর্শে তীব্র বেদনায়ুক্ত। অণ্ডকোষ নিষ্পেষিতবৎ বেদনা সহ পর্যায়ক্রমিক আকৃষ্টতা। অণ্ডকোষের, বিশেষতঃ দক্ষিণ অণ্ডকোষের স্ফীতি ও দড়কচড়াভাব সহ প্রচণ্ড আকৃষ্টবৎ বেদনা উদর

এবং উরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত । দক্ষিণ অণ্ডকোষে খোঁচা ও স্থিতিবেধবৎ বেদনা । অণ্ডকোষবেষ্টনকে চুলকনা এবং তৎসন্নিহিত প্রদেশে তাপ ।

গ্রাবা ও পৃষ্ঠ :—প্রত্যুষে শয্যায় থাকিতে অথবা গাত্রোত্থান করিলে গ্রীবাংশচাতে রসবাতিক বেদনা এবং কাঠিষ্ঠ । কটিদেশে ঘূষ্টবৎ বেদনার রজনীতে ও বর্ষণযুক্ত দিবসে বৃদ্ধি । পৃষ্ঠে মোচড়লাগার ত্রায় অথবা বক্র হইয়া বসিয়া থাকার ত্রায় বা অনেকক্ষণ পৃষ্ঠ চাপিয়া শয়ন করিয়া থাকার ত্রায় বেদনা । উপবেশনাবস্থায় পৃষ্ঠবেদনার শরীর-চালনায় হ্রাস এবং নত করায় বৃদ্ধি ।

অক্ষহান্দি :—সমুদয় অঙ্গেই রসবাতিক, আকৃষ্টবৎ এবং ছিন্ন করার ত্রায় বেদনার বিশ্রামে এবং ঝটিকা ও বর্ষণযুক্ত দিবসে বৃদ্ধি । সন্ধিতে মোচড় লাগার ত্রায় বেদনা এবং ছিন্ন ও আকৃষ্টবৎ বেদনাও হয় । অধিকাংশ সময়ে প্রগণ্ড ও জজ্বার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানের অস্থিবেষ্টবিজ্লিতে আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ বেদনার রজনীতে, বিশ্রামে এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনে বৃদ্ধি । হস্তের তাপ ; দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা এবং অনামিকা অঙ্গুলিতে চুলকনা সহ বিসর্পবৎ রক্তিমতা ।

প্রদর্শক লক্ষণ :—রডেডেণ্ডের প্রধান-প্রকৃতি এই যে সিন্ধু, শীতল ও ঝটিকান্বুক্ত দিবসে, বিশেষতঃ ঝটিকার সমহ্রাসপেক্ষা তাহার অব্যবহিত পূর্বে, যখন বায়ু বিছ্যৎপূর্ণ বা বিছ্যৎ ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে তখন রোগের বৃদ্ধি হয় । বায়ুর বৈছ্যতিক অবস্থার সহিত সম্বন্ধ থাকায় ইহা কস, নেট্ কা এবং দিলিসিয়া সহ তুলনীয় । বিশ্রামকালে রোগ-যন্ত্রণার বৃদ্ধি এবং শরীর চালনার অবস্থায় তাহার হ্রাস হওয়ায় ইহা রাস সহ তুলনীয় । কিন্তু রডেডেণ্ডের রোগ গভীরতর উপাদান আক্রমণ করায় ও বিছ্যৎযুক্ত ঝটিকা সহ তাহার বৃদ্ধির সম্বন্ধ থাকায় রাস হইতে প্রভেদিত হয় ।

চিকিৎসা।

মুক্ষপ্রদাহ, একশিরা বা অর্কাইটিস্—পুরাতন একশিরা রোগে ক্ষীত ও দড়কচড়াভাবযুক্ত অণ্ডকোষ ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত এবং শীর্ণ হইতে থাকিলে রডডেণ্ড দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়। অণ্ডকোষে শোষিত হওয়ার অথবা ছেঁচা লাগার স্রাব বেদনা ইহার প্রদর্শক লক্ষণ।

অরাম—পুরাতন একশিরা রোগে অণ্ডকোষরজ্জুতে স্নায়ুশূল হইলে এবং রোগ দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর থাকিলে ইহা উপযোগী।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—দক্ষিণ অণ্ডকোষরজ্জুতে জালাযুক্ত ও সৃচি বেষবৎ বেদনা এবং দক্ষিণ অণ্ডকোষে আকৃষ্টবৎ বেদনা হইলে ইহা প্রয়োগযোগ্য।

২। চিমাফিলা (Chimaphila Umbellata.)।

ভুলনীয় ঔষধ—একন, এপিস, এপসাই, ক্যানা, স্টাট, ক্যাস্টা, ইকুইসি।

সাধারণ ক্রিয়া এবং লক্ষণ—চিমাফিলা, মূত্রযন্ত্র আক্রমণ করায় তাহার, বিশেষতঃ মূত্রস্থালীর প্রতিশ্রায়িক প্রদাহ উৎপন্ন হয়। উপরিউক্ত প্রদাহ জন্ত মূত্রের বর্ণের অতীব গভীরতা জন্মে এবং দুর্গন্ধ মূত্রে অধিক পরিমাণে দড়ি দড়ি শ্লেষ্মার অথবা রক্তসংযুক্ত শ্লেষ্মার এবং প্রচুর শ্লেষ্মার তলানির বর্তমানতা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে। মূত্রত্যাগ করিতে জালা হয় ও মূত্রপথ ঝলসিয়া যায় এবং মূত্রত্যাগের পূর্বে ও পরে অত্যন্ত কুহন থাকে।

চিকিৎসা—উপরিউক্ত লক্ষণযুক্ত মূত্রক্লেচ্ছ রোগে চিমাফিলা অত্যন্ত প্রধান ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। মূত্র-রোধ (Retention of urine); শিশুদিগের মূত্রাঘাত

(Suppression of urine) ; এবং মূত্ররোধকারী প্রোটোগ্রহিপ্রদাহ প্রভৃতি রোগের ইহা প্রশংসিত ঔষধ ।

৩। ক্যাল্মিয়া ল্যাটিফলিয়া (Kalmia Latifolia.)

সম্ভবতঃ—ক্যাল্মিয়ার কার্যপ্রতিষেধক—একন, বেল ।

ভুলনীয় ঔষধ :—একন, বেল, মিসিসি, ডিজি, হিপার সা, কেলি সন্টস, স্পাইজি, রাস্। হৃৎপিণ্ড রোগে স্পাইজিলিয়ার পর ক্যাল্মিয়া সফলপ্রদ (হেরিং) ।

সাধারণ ক্রিয়া :—ক্যাল্মিয়ার প্রধান আক্রমণফলস্বরূপ হৃৎপিণ্ড স্পন্দনের শক্তির ও সজ্জার হ্রাস জন্মে এবং নাড়ী ধীর গতি ও দুর্বল হইয়া যায়। শ্বাস্ এবং পেশীমণ্ডলে ইহার ক্রিয়া হওয়ায় ইহা শ্বাসশূল এবং রসবাতিক বেদনা, চন্‌চনি, অসাড়তা ও অস্থিরতা উৎপন্ন করে। ইহার রসবাতিক বেদনার বিশেষতা এই যে তাহা সন্ধি হইতে সন্ধি অন্তরে যায়, অতি তীব্র বেদনা গুল্‌ফ সন্ধি অধিকতর আক্রমণ করে এবং সামান্য চালনায় বেদনার বৃদ্ধি হয় ।

লক্ষণ ।

স্বাস্ :—পেশীনিচয়ের দুর্বলতা । রোগী সর্বপ্রকার শ্রমসাধ্য-কার্যই পরিত্যাগ করে, কষ্টে উপর তলায় যাইতে পারে । শ্বাসশূলে দুর্বলতাই এক মাত্র সাধারণ লক্ষণ থাকে । উদরাময়ে শ্রান্তি ও শিরো-ঘূর্ণন জন্মে । হৃৎকম্প হইলে শরীরের কম্প ও লোমহর্ষণ হয় । বেদনায় দক্ষিণ বাহুর অত্যন্ত কাঠি জন্মে । খোঁচার শ্বাস, ছিন্নবৎ, চাপিত করার শ্বাস অথবা নিম্নাভিমুখীন তীব্রবেধবৎ বেদনা । বেদনায় আক্রান্ত অংশে অসাড়তা জন্মে অথবা বেদনা অন্তর্হিত হইলে অসাড়তা থাকিয়া যায় ।

চক্ষু :—চক্ষু সম্মুখে মিটি মিটি আলোকের দৃশ্য । অসম্পূর্ণ দৃষ্টি ।

চক্ষুতে বেদনা, চক্ষু ঘূর্ণিত করিলে বদ্ধিত । চক্ষুর চতুঃপার্শ্বে এবং চক্ষু-পুটে কাঠিহের অহুভূতি । চক্ষুতে স্থচিবোধবৎ বেদনা ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাদী ১—হৃৎকম্প হইলে উৎকর্ষা, শ্বাসকষ্ট এবং মুচ্ছার ভাব জন্মে । ধীরে দিড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতেও হৃৎপিণ্ডের থরথর কম্পভাব । হৃৎপিণ্ডদেশে রসবাতিক বেদনা । নাদী ধীরগতি এবং ক্ষীণ ; অনিয়মিত ; দ্রুত আঘাতকারী, কিন্তু দুর্বল ।

হৃৎপিণ্ডবিসৃদ্ধি এবং রসবাতের পর হৃৎকম্পের অকস্মণ্যতা অথবা ঘনীভূত অবস্থা । হৃৎপিণ্ডের রসবাত নিবন্ধন তীরবেধ ও ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা, হৃৎপিণ্ড হইতে বক্ষ ভেদ করিয়া বাম অংসফলকাঙ্ক্ষি পর্য্যন্ত যাওয়ায় হৃৎপিণ্ডের প্রচণ্ড আঘাত হইতে থাকে ।

শুষ্ঠি ১—রজনীতে শয়নাবস্থায় পৃষ্ঠে বেদনা । মেরুদণ্ডে অতি-শয় তাপ ও জ্বালাগুক্ত ও অবিশ্রান্ত বেদনা, কখন কখন কটিদেশে অধিকতর । শ্রোণিতে তীব্র অথবা আকুষ্টবৎ বেদনার শরীর চালনায় ও সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি । সন্ধ্যাকালে শয়নাবস্থায় কটিতে পক্ষাঘাতিক বেদনা এবং খঞ্জতা ।

অক্ষনিচয় ।—বাম বাহুতে বেদনা । বাম বাহুতে চাপবোধ । সন্ধিনিচয় তপ্ত, লোহিত এবং স্ফীত । বজ্রকণ বা হিপসন্ধি হইতে পদ পর্য্যন্ত অঙ্গে রসবাতিক বেদনা । শ্বাসুশূলবৎ বেদনা গ্রীবা হইতে দক্ষিণ বাহু বহিয়া কনিষ্ঠা অথবা অনামিকা অঙ্গুলি পর্য্যন্ত যায় ।

অঙ্গুর । শীত ও তাপের দ্বারিত পরিবর্তনশীলতা । কম্পে শরীরের শীতলতা কখন থাকে, কখন বা থাকে না ।

চিকিৎসা ।

শ্বাসুশূল বা নিউরেল্জিয়া ১—শৈত্যসংস্পর্শ জনিত শ্বাসুশূলরোগে ক্যালিয়া উপকারী । ইহার বিদারণকারী বেদনা

উর্ক চুম্বালের দস্ত পর্য্যন্ত আক্রমণ করে এবং তাহা দক্ষিণপার্শ্বে অধিকতর থাকে ; মানসিক শ্রান্তি এবং উত্তেজনায় বর্দ্ধিত । ক্যালুমিসিয়া ও ক্রিসোজেনোটের স্নায়ুশূলে জ্বালা থাকে ।

ভাবেঙ্কাম্—ইহার গণ্ডাস্থির স্নায়ুশূলে চাপ ও আততাব থাকে এবং চাপে, চর্কণে ও শীতলবায়ুসংশ্লেবে তাহার বৃদ্ধি হয় ।

রোগী বোধ করে যেন আক্রান্ত শরীরংশ চূর্ণবিচূর্ণ এবং সাঁড়াশির মধ্যে পিষ্ট হইয়াছে ; হাঁচিলে ও কথা বলিলে তাহার বৃদ্ধি ।

হুংরোপ বা হার্টডিজিটজ—হাইপারট্রফি অব দি হার্ট বা হৃদ্বিরুদ্ধি।—হৃৎপিণ্ডবৃদ্ধিরোগে, বিশেষতঃ তাহা রসবাত ঘটিত হইলে ক্যালুমিসিয়া ফলপ্রদ । ইহাতেও হৃদরোগের সাধারণ লক্ষণ, “বাম হস্তের অসাড়তা” বর্তমান থাকে । ক্যালুমিসিয়ারোগে হৃৎপিণ্ড প্রদেশে অত্যন্ত বেদনা ও অবস্তব্য যন্ত্রণা, কথঞ্চিৎ শ্বাসকষ্ট, হৃৎকম্প, এবং আমাশয়প্রদেশ হইতে হৃৎপিণ্ড অভিমুখে চাপ থাকে । হৃৎপিণ্ডক্রিয়া অনিয়মিত হয় এবং তাহার প্রত্যেক তৃতীয় অথবা চতুর্থ আঘাতের লোপ ঘটে । বক্ষঃ ভেদ করিয়া অংশফলকাঙ্ক্ষি পর্য্যন্ত তীর বেঁধার স্থায় বেদনা । বহিঃপ্রহোপ দ্বারা স্থানিক রসবাত রোগ বসাইয়া দিলে যে হুংরোপ জন্মে তাহার পক্ষে ক্যালুমিসিয়া উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত । ক্যালুমিসিয়ার নাড়ীস্পন্দন মন্থর হইলেও ডিজিট্যানিসের তুলা নহে ।

ফাইটল্যান্ডার হৃৎপিণ্ডরোগে দক্ষিণ বাহুর চন্টনি ও অসাড়তা জন্মে, কিন্তু বাম বাহুর ঐরূপ লক্ষণে ক্যালুমিসিয়া, রাস এবং একনাইট প্রধান স্থান অধিকার করে ।

রসবাত নিবন্ধন তরুণ হৃৎবেষ্টঝিল্লিপ্রদাহ বা পেরিকার্ডাইটিসরোগে তীব্র বেদনায় শ্বাসাভাব উৎপন্ন করিলে ক্যালুমিসিয়া তাহার ঔষধ ।

ডাং হেরিং বলেন, ছৎস্পন্দনের অতি বৃদ্ধি নিবারণে ক্যালমিয়া বিশেষ সাহায্য করে ।

রসবাতরোগ বা রিউম্যাটিজম।—স্থানপরিবর্তন-শীল রসবাতরোগের ঔষধমধ্যে ক্যালমিয়া অগ্রতম। বক্ষের রসবাতরোগের, অথবা সন্ধির রসবাত বা গাউটরোগ, সম্ভবতঃ বহিঃ প্রয়োগের ঔষধ ব্যবহারে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া বা বসিয়া বাইয়া ছৎপিণ্ড আক্রমণ করিলে, ইহা তাহার বিশেষ ঔষধ বলিয়া পরিগণিত। ইহার ছিন্নবৎ জজ্বার বেদনায় ক্ষতি ও জ্বর থাকে না, কিন্তু অতিশয় দৌর্জল্য থাকায় ইহাকে কলুচিকাম সহ তুলনা করা যায়। ক্যালমিয়ার বক্ষদেশের বেদনা তাঁর বেঁধার ছায় নিম্নাভিমুখী হইয়া আমাশয় ও উদরে প্রবেশ করে। গ্রীবাংশী টাটায় এবং পৃষ্ঠ খঞ্জতা প্রাপ্ত হয়। হেরিং বলেন “ক্যালমিয়ার রসবাত শরীরের উদ্ধাংশ হইতে নিম্নাংশে যায়,” কিন্তু ডাং ফারিংটনের মতে নিডামের ছায় সর্বাবস্থাতেই এই বেদনা নিম্ন হইতে উদ্ধাংশে গমনী হয়। যাহাই হউক, ইহার রসবাতিক বেদনা হস্তের উদ্ধাংশে ও পদের নিম্নাংশে অধিকতর থাকে এবং নিদ্রার প্রারম্ভে তাহা বর্দ্ধিত হয়। ক্যালমিয়ার প্রদাহিক রসবাতরোগ স্থানপরিবর্তনশীলতা বশতঃ সন্ধি হইতে সন্ধি অন্তরে যায় এবং তাহাতে প্রবল জ্বর, অসহনীয় বেদনা ও ছৎপিণ্ড আক্রমণের প্রবণতা থাকে এবং অঙ্গচালনায় বর্দ্ধিত হয়। ছৎকপাটে সঞ্চিত পদার্থ (deposit) সম্বন্ধে ক্যালমিয়া এবং লিথিয়াম কার্বনিকাম আমাদিগের সর্বাগ্রগণ্য ঔষধ। নিডাম এবং ক্যালমিয়া ব্যতীতও রসবাতরোগে ব্রডডেপ্তন আমাদিগের অগ্রতম উপকারী ঔষধ। আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রোগের ছাসবদ্ধি ব্রডের বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ;

ব্রাসের ঠায় ইহারও বেদনার বিশ্রামে বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।
লিডামের ঠায় ব্রডের রোগও বিশেষরূপে ক্ষুদ্র সন্ধি আক্রমণ
করে । ক্যালুমিয়াও ক্ষুদ্র সন্ধি আক্রমণ করে, কিন্তু লিডাম
অথবা ব্রডের ঠায় তাহার কোন বিশেষ প্রভেদক নাই । ডাল-
কামারাত্ত রসবাতরোগের একটি প্রধান ঔষধ, হঠাৎ বায়ুর পরিবর্তন
ইহার বেদনার বৃদ্ধির কারণ ।

৪ । লিডাম্ (*Ledum palustre*)

সম্ভব ।—লিডাম্ যাহার কার্যের প্রতিষেধক—আল্‌কহল, এপিস,
সিংক । লিডামের কার্যের প্রতিষেধক—ক্যাম্‌ফর ।

সাধারণ ব্রিস্কা ।—রসঝিল্লি শৈথলঝিল্লি ও তান্তুবোপাদন
এবং অস্থিবেষ্টঝিল্লি ও ত্বক্ লিডাম্ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় উপরিউক্ত
উপাদানাদির যে প্রদাহ জন্মে, তাহা সন্ধিবাত অথবা রসবাতিক
প্রকৃতি ধারণ করে । তাহাতে স্রাবের বৃদ্ধি এবং ঘনত্ব জন্মিলে উপাদানে
নিরেট পার্শ্ববস্তৃত্বের সংস্থাপনা হয় । রক্ত শরীরান্তের শীর্ণতা এবং
সম্পূর্ণ শরীরে শোধবৎ ক্ষীতি জন্মে । রসবাত ও ক্ষুদ্রবাত বা গাউটরোগ
প্রবণতাবিশিষ্ট এবং অমিত-সুরাপান-ভগ্ন-স্বাস্থ্য ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা
উপযোগী ।

লক্ষণ ।

স্নানু ।—উৎকর্ষার ভাব এবং মুচ্ছার ফিট । অঙ্গনিচয় এবং
সম্পূর্ণ শরীর ঘুট বা আঘাত প্রাপ্তবৎ বেদনায়ুক্ত । অঙ্গাদি জ্বালা
করে বলিয়া ও তাহার তাপ জন্ত শয্যার তাপ সহ্য হয় না,
রোগা অনাবৃত হইতে চাহে । বেদনা আক্রান্ত শরী-
রাংশ হঠাৎ পরিবর্তন করে ; বেদনার প্রকৃতি
খোঁচান ঠায়, ছিন্ন, এবং দন্দদপানিবৎ ।

চক্ষু। আলোকাসহিষ্ণুতা ; কণীনিকার বিস্তৃতি। জ্বালাযুক্ত ও হাজার জলস্রাব। কঙ্কাংটাইভা বা যোজক ঝিল্লিতে কালশিরা।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরযন্ত্রের শুভ্রশুভ্রি বশতঃ কাঁপা শব্দযুক্ত, যন্ত্রণাকর এবং আক্ষেপিক কাসি ; কাসির পূর্বে রোগীর শ্বাসাতাব ঘটে, পরে মস্তক ঘূর্ণিত হওয়ায় রোগী টলিতে টলিতে চলে ; দুইবারের চেষ্টায় সম্পূর্ণ শ্বাস গ্রহীত হয় ; অপরাহ্ন ১২ টার পরে ও প্রাতঃকালে দুর্গন্ধ, পুয়বৎ অথবা রক্ত ও বুদ্ধবুদ্ধযুক্ত রক্ত নিষ্ঠ্যত হয়।

প্রীবা ও পৃষ্ঠ।—উপবেশনাবস্থা হইতে গাত্রোত্থানকালে পৃষ্ঠ এবং কটির বেদনায়ুক্ত অনমনীয়তা ; অসফলকাঙ্ক্ষিদেহেও ঐরূপ বেদনা।

উদ্ধ্বাস।—অঙ্গের রসবাতিক ও ছিন্নবৎ বেদনার চালনায় বৃদ্ধি। বৃদ্ধাবস্থায় হস্তচালনায় অথবা কিছু ধারণে যেরূপ কম্প হয়, হস্তের তদ্রূপ কম্প। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের প্রথম সন্ধিতে গর্ত করার ছায় বেদনা। হস্তাঙ্গুলির পংক্তিঅস্থি (phalanges) বেষ্টাঝিল্লি বেদনায়ুক্ত।

নিশ্বাস।—বাম হিপসন্ধিপশ্চাতে মোচড় লাগার ছায় বেদনায় বোধ যেন পেশীনিচয় স্থানচ্যুত ; চলিতে অথবা স্পর্শে বেদনার বৃদ্ধি। ভ্রমণকালে জাহ্নুসন্ধিতে স্ফীতি এবং টানটান ভাব ও খোঁচা লাগার ছায় বেদনা। জাহ্নুসন্ধির কড়কড়ানি। টনটনে বেদনা ও স্ফীতি পায়ের ডিমের উর্দ্ধে বিস্তৃত ও সন্ধ্যাকালে বর্দ্ধিত প্রাতঃকালে জংঘার কাঠিগ্র। ভ্রমণকালে জাহ্নুর দুর্বলতা ও কম্প। জাহ্নু-সন্ধিতে টাটানি ও ছিন্নবৎ বেদনা। গুল্ফসন্ধিতে মোচড় লাগার বা পদস্থলন হওয়ার ছায় বেদনা, চালনায় বর্দ্ধিত। পদের এবং তাহা হইতে জাহ্নু পর্য্যন্ত স্থানের স্ফীতি। পদ ভারি ও ক্লান্ত এবং অনমনীয় ও কঠিন। ভ্রমণে পদতলের বেদনায় যেন তাহা ফুট হইয়াছে।

পদ নিক্ষেপ করিলে তাহার বৃদ্ধাঙ্গুলির তলদেশ স্ফীত, কোমল ও ঘৃষ্টবৎ বোধ । পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে সূচিবোধবৎ বেদনা ।

অজ্ঞানিচয় । সন্ধির উপরে বেদনায়ুক্ত ও কঠিন গুটিকা বা নোড ও চূর্ণ কঙ্করবৎ পিণ্ডাকার পদার্থ । জাহ্নু এবং মনিবন্ধসন্ধিতে চাপযুক্ত বেদনা । ক্ষুদ্র সন্ধির রসবাত । রসবাত নিম্নাঙ্গে আরম্ভ হইয়া উঠে যায় । রজনীতে শয্যায় গাত্রচালনা করিলে সমস্ত সন্ধিতে পক্ষাঘাতিক বেদনা । অঙ্গাদি অসাড় ও তাহাতে ঝিন্ঝিনি । শরীরের নানা বিধ স্থান ও সন্ধির বেদনার ওয়াইনমত্তাপানে বৃদ্ধি ।

ভ্রুকু ।—তৃণ্ডুভেদে কীটদংশনবৎ জালা ও হল বিক্ৰবৎ বেদনা ।

চিকিৎসা ।

রসবাতরোগ বা রিউম্যাটিজম এবং গাউট বা ক্ষুদ্র বাত ।—রসবাত ও গাউটরোগের, বিশেষতঃ গাউটের, নিডাম অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে গণ্য । শরীরের নিম্ন হইতে বেদনার শরীরোর্ধ্বে যাওয়া ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রদর্শক । কলফাইলান্ এবং অত্রাত্ত কতিপয় ঔষধের এবং ইহারও ক্ষুদ্র সন্ধি সহ বিশেষ আকর্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় । তাহাতে গুটিকা জন্মে এবং বেদনা উজ্জগামী হয় । শয্যাতাপে বেদনার বৃদ্ধি । সন্ধিমধ্যে অল্প রসক্ষরণ হয় এবং তাহা শুষ্ক ও কঠিন হওয়ায় পূর্ব কথিত বর্তূল (Nodosities) জন্মে । নিডাম, কলুচিকামের হায়ই, সন্ধিতে প্রবল ও ছিন্নবৎ বেদনা উৎপন্ন করে ; আক্রান্ত অঙ্গের দুর্বলতা এবং উপরিভাগে শীতলতা ও অসাড়তা জন্মে । কোন প্রকার উদ্বেদ কিম্বা স্ফীতি অথবা জ্বর ব্যতীত রসবাতিক রক্তমা (Erythema Nodosum) জন্মিলে নিডাম তাহা আরোগ্য করিয়া থাকে । পদের এক প্রকার কঠিন ও অদম্য স্ফীতি নিডাম দ্বারা আরোগ্য হয় । কণ্ঠতঃ নিম্নলিখিত কতিপয় বিশেষ লক্ষণ দ্বারা এ রোগে নিডাম

পরিচিত হইয়া থাকে, যথা:—১। বেদনার উর্দ্ধগতি। ২। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিতে “বর্তুল” বা নোডের সংস্থাপনা। ৩। শয্যাভাপে রোগের বৃদ্ধি। ৪। চালনায় বেদনার বৃদ্ধি। অধিক মাত্রায় কন্‌চিকাম প্রয়োগ নিবন্ধন কুফল নষ্ট করিতে ইহা সক্ষম।

সন্ধিবাত বা আর্থ্রাইটিস্,—লিডাম্‌ গাউটের ভায় নানা প্রকার সন্ধিরোগও আরোগ্য করিতে সক্ষম। ইহাতে পদ নিক্ষেপ করিলে পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ স্ফীত হয়, টাটায় এবং বেদনা করে ও তাহার আকৃষ্টবৎ বেদনা ভাপে, চাপে ও চালনায় বর্দ্ধিত হয়। ব্রাহ্মনিহ্না সহ ইহার প্রভেদ এই যে তাহাতে সন্ধি অভ্যন্তরে ইহা অপেক্ষা অধিকতর রসক্ষরণ হয়; হিপসন্ধির তাপযুক্ত স্ফীতিতে ইহা ব্রাহ্মনি অপেক্ষা অধিকতর উপকারী। লিডামের সর্বপ্রকার বেদনারই উর্দ্ধদিকে গতি। পূর্বে বলা হইয়াছে ইহা কন্‌চির কুফল নষ্টকারী। এজন্ত এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসিত রোগীর প্রথম হোমিওপ্যাথিক ঔষধ লিডাম্‌ হওয়া সঙ্গত, কেননা এলপ্যাথগণ কন্‌চির বহুল ব্যবহার করাই সম্ভব। ইহা স্মরণীয় যে, শীতলতা সহ লিডামের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, কেননা ইহার সর্ববিধ রোগলক্ষণ-সহই শীতলতা বর্তমান থাকে। গুল্মেইহা-কামেও সন্ধিতে বর্তুল জন্মে, কিন্তু তাহাতে অঙ্গসীমায় ছিন্নবৎ বেদনা এবং পেশীর সংকোচন হয়। জালুসন্ধিতে গাউট প্রকৃতির প্রদাহও ইহা উপকারী।

মাস্তকপ্রদাহ (শিবানুগু, স্নেহস্রাবী ঝিল্লিপ্রদাহ।) বা সাইনভাইটিস্,—অভিঘাত বশত: তরুণ সাইনভাইটিস্‌ রোগে সন্ধিভ্যন্তরে রসক্ষরণ হইলে লিডাম্‌ প্রযুক্ত হয়; আক্রান্ত শরীরংশ স্পর্শসহিষ্ণু থাকে, তাহাতে কনকনানি ও ছিন্নবৎ বেদনা হয়, কিন্তু জ্বর প্রায় থাকে না। নাতিপ্রবল জালুসন্ধিরোগের ইহা বিশেষ উপযোগী ঔষধ।

কলুচিকাম—চাপে স্পষ্টতর স্থিতিস্থাপক-কোমলতা (Fluctuation) বিশিষ্ট এবং জড় প্রকৃতির সন্ধিস্থিতিতে ইহা উপকারী। সন্ধির কাঠি জন্মে এবং সন্ধিতে জলশোথ (Hydrarthrosis) প্রবণতা থাকে।

রক্তশ্রাব বা হিমরেজ।—জরায়ুর বহুপদার্থ দ বা পলিপাস হইতে রক্তশ্রাব হইলে নিডাম উপকারী। এস্থলে ইহা ভিক্ষা মাইনর ও ফস্ সহ তুলনীয়। মতপায়ী এবং রসবাতধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের রক্তকাসিতে উজ্জল লোহিত ও সফেন রক্ত নিষ্ঠূত হইলে ইহা দ্বারা ফলাশা করা যায়। মতপায়ীর রোগে ওশিহাম ইহার সহিত তুলনীয় ঔষধ।

আম্বাতজ রোগ বা ইঞ্জুরিজ।—স্বস্মাগ্র, অস্ত্রবিদ্ধ ক্ষত এবং কোষময় ঝিল্লিহীন শরীরাংশের ক্ষত আরোগ্যে নিডাম উপযোগী। বৃহজ্জাতীয় মশা (Mosquito) এবং অণ্ডাণ্ড কীটপতঙ্গের দংশন ও ছলবেধ বশতঃ পীড়ার উপশমেও ইহা উপকারী। আর্নি, ক্যালেনডুলা, ষ্ট্যানিসেসপ্রিয়া এবং হাইপিরিকাম প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা চিকিৎসার অনুপযোগী স্থলে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন ছেঁচালাগা ক্ষতে আর্নি, ছিন্ন ক্ষতে হাইপিরিকাম এবং ক্যালেনডু, ছুরিকাদি ধারাল অস্ত্রের কর্তনে ষ্ট্যানিসেসপ্রিয়া; তজ্জপ সড়কি, পেরেক প্রভৃতি স্বস্মাগ্র অস্ত্রের বেধা জগ্ন ক্ষতে নিডাম দ্বারা প্রকৃষ্টতর উপকার হয়। ক্ষুরের ক্ষত এবং তজ্জগ্ন সর্বাঙ্গীন আক্ষেপ ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে। জরের তাপ-কালেও শীতলতার বর্তমানতা ইহার প্রদর্শক হইতে পারে। সূচির খোঁচা ও নেকড়ে ইন্দুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র জন্তুর দংশন নিবন্ধন কঠিন বিষাক্ত ক্ষত ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে।

ডাং গ্রাস বলেন—“মৃষ্টাঘাত জগ্ন চক্ষুর কালশিরা “ব্ল্যাক আই” আরোগ্যে কোন ঔষধই নিডাম ২০০র সনকক্ষ নহে।”

লেক্চার ৮২ (LECTURE LXXXII.)

উফর্বিয়েসি জাতিভুক্ত ঔষধশ্রেণী ।

১। ক্রোটন । ২। উফর্বিয়াম্ রেজিনিফেরা ।

৩। উফর্বিয়া করলেটা । ৪। ষ্টিলিজিয়া ।

৫। এক্যালিফা ইণ্ডিকা ।

১। ক্রোটন টিগলিয়াম (Croton Tiglium) ।

সম্বন্ধ ।—ক্রোটন কার্যপ্রতিষেধ করে—রাস বিষক্রিয়ার ।

সাধারণ ক্রিয়া ।—ক্রোটনের সর্বপ্রধান ক্রিয়া অল্পপথে ও স্বক্বে লক্ষিত হইয়া থাকে । অল্পপথ হইতে প্রভূত রক্তাধু নিঃসারণ দ্বারা ইহা প্রচুর, জলবৎ উদরাময় এবং স্বক্বে ইহা সুস্পষ্ট পামা বা এক্জিমার উদ্ভেদবৎ উদ্ভেদ উৎপন্ন করে ।

উদ্ভেদ, বিষ্ঠা এবং মলদ্বার ।—পূর্ণ এবং ক্ষীত উদরের নাভির চতুর্দিকে কামড়ানি বেদনা । উদরে অস্বস্তিপ্রদ শূন্যতা ও অতি ক্ষুধাবোধ ; উদরের ডাক । অস্ত্রে, বিশেষতঃ উদরের বাম পার্শ্বে, গড়গড় করায় বোধ যেন অস্ত্রে কেবলই জল রহিয়াছে । অল্পমধ্যে জলপতনবৎ শব্দ । অনেক বায়ু সহ হঠাৎ বিষ্ঠার নিঃসরণ । নাভিতে চাপ দিলে নিম্নে মলদ্বার পর্য্যন্ত একরূপ বেদনার অনুভব এবং মলদ্বারে একরূপ অবিশ্রান্ত বহিরাভিমুখীন চাপ । অবিশ্রান্ত মলবেগ থাকার পরে দুর্গন্ধ ও মলিন সবুজ বর্ণের লেইর স্তায় মল হঠাৎ বেগের সহিত সরলান্ত্র হইতে দূরে নিষ্ক্ষিপ্ত হয় ; অতিশয় পাতলা ও দ্রব হরিদ্রাভ বিষ্ঠা বেগে নির্গত । বেদনাহীন জলবৎ উদরাময় ।

স্ট্রীজেননেল্লিয়া ।—কঠিন এবং ক্ষীত স্তনাগ্রবেদনা অংশ-ফলকাস্থিতে যায় । স্তনাগ্র স্পর্শে টাটানিযুক্ত স্তনদানকালে স্তনাগ্র ভেদ করিয়া যন্ত্রণাপ্রদ বেদনা ঐ পার্শ্বেরই অসংফলকাস্থিতে যায় ।

স্ক্রফ ।—অণুকোষবেষ্টের বাম পার্শ্বের বিপরীত উরুতে স্পর্শে ও ভ্রমণে বেদনা ও টাটানিযুক্ত, লোহিত বর্ণ এবং সিক্ত ত্বকস্থান হইতে দুর্গন্ধ রসের নিঃসরণ । রক্তিমাবিশিষ্ট ত্বকে চুলকনা ও বেদনাযুক্ত জ্বালা এবং রসবিস্রিকা ও পুষ্পটিকা জন্মে ; পুষ্পটিকা শুষ্ক হইয়া যায় এবং তাহা হইতে উপত্বকস্ফলন হয় । কণ্ডুযুক্ত পুষ্পটিকা ।

চিকিৎসা ।

উদরাময় ; **উদরশূল** ;—হোমিওপ্যাথি মতে **ক্রোটিন** উদরাময়ের সজ্ঞোফলপ্রদ এবং প্রায় নিত্যপ্রয়োজনীয় ঔষধমধ্যে গণ্য । ঈষৎ পীতবর্ণ জলবৎ মল কলের মুখ হইতে সবেগে দূরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার স্রাব সরলান্ত্র হইতে দূরে নিক্ষেপ হওয়া, ইহার বিশেষ প্রকারের উপসর্গ স্বরূপ বিবমিষা ও বমনের বর্তমানতা এবং আহারে ও পান্যান্তেই মল-ত্যাগের স্বক্ষি, এ রোগে ক্রোটিনের প্রদর্শক । উদরশূল বর্তমান থাকিলে তাহা কলসির উদরশূল সহ তুলনীয় । উদরাময়ে ইহার প্রয়োগস্থল নির্ণয় করিতে হইলে নিত্য প্রয়োজনীয় অন্ত্রাত্ম কতিপয় ঔষধ সহ ইহার তুলনা করা আবশ্যক । তাহাতে প্রথমেই **ইলেন্টেরি** আমাদিগের স্মরণপথাক্রম হয় । এই ঔষধের বৃদ্ধবুদ্ধ প্রচুর অতি-সারের বিষ্ঠা অতি বেগের সহিত নির্গত হয় এবং তাহার পূর্বে উদরে কর্তনবৎ বেদনা, শীতভাব, অত্যন্ত দুর্বলতা ও উদরশূল উপস্থিত হইয়া থাকে । এই উদরাময় সর্বদাই বেগে নিঃসরণশীল এবং কখন

কখন জলপাইর বর্ণের ত্রায় সবুজ। দ্বিতীয় ঔষধ প্র্যাটিহোলার বেগে নিঃসরণশীল জলবৎ উদরাময়ের বিষ্ঠা কলের মুখ হইতে জল পড়ার ত্রায় সরলান্ত হইতে হড়হড় করিয়া পড়ে, বিষ্ঠা পীতাভসবুজ ও বৃদবৃদযুক্ত থাকে এবং আনুষঙ্গিকরূপে উদরমধ্যে শৈত্যের অনুভূতি জন্মে। তৃতীয় জ্যাকট্রিকার জলবৎ উদরাময়ে জলবৎ বিষ্ঠা ও প্রভূত বায়ু বেগে নিঃসরণ হয় এবং তাহার সহিত উদর ক্ষীতি এবং দুর্বলতা থাকে। চতুর্থ স্থানীয় প্যাশোভেলিষ্টা বেগের সহিত এককালীন বা এক দমে নিঃসরণ হওয়ার পরে রোগীর কষ্টের বিলক্ষণ উপশম বোধ হয়। বিষ্ঠা পাতলা ও জলবৎ।

সংক্ষেপতঃ পীতবর্ণ জলবৎ বিষ্ঠা হঠাৎ দূরে নিক্ষিপ্ত হওয়া এবং আহারে ও পানে রোগের বৃদ্ধি ক্রোটনের; উদরে কর্তনবৎ বেদনা, শীতের অনুভূতি এবং দুর্বলতা ও উদরশূল হওয়ার পর বৃদ-বৃদযুক্ত ও প্রভূত তরল বিষ্ঠার বেগে নিঃসরণ ইলেন্টের; পীতাভ-সবুজ, জলবৎ ও বৃদবৃদযুক্ত বিষ্ঠা যেন কলের মুখ হইতে বেগে ত্যাগ হওয়া, উদর মধ্যে শীতল বোধ এবং অত্যধিক পরিমাণ, অপেক্ষাকৃত উষ্ণ জলপান রোগের কারণরূপে বর্তমান থাকা প্র্যাটিহোলার; অতি বেগবান্ জলশ্রোতের ত্রায় মলনিঃসরণ, জলবৎ ও শ্বেত লালার ত্রায় প্রভূত পরিমাণ জলবৎ বমন এবং বোতল হইতে উদর মধ্যে জল ঢালার ন্যায় শব্দ জ্যাকট্রিকার; এবং কথঞ্চিৎ প্রলম্বিত একমাত্র চেষ্টায় এক যোগে সম্পূর্ণ বিষ্ঠার নিঃসরণ এবং নিঃসরণের পরে উদর হইতে কোন কষ্টদায়ক বস্তু বহিনিষ্কাশ্য হইয়া যাওয়ার অনুভূতি প্যাশোভেলির প্রদর্শক।

ছকরোগ-কাউর, পামা বা একজিমা; ছক্কাপীড়কা বা মিলুকক্রাষ্টস্—লোহিত বর্ণ বৃক্কৃমির উপরি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসবিম্বিকা উৎপন্ন হইলে ও তাহাতে ভয়ঙ্কর

চুলকনা থাকিলে ক্রোটন দ্বারা উপকার হয় । এই সকল উদ্ভেদ অণুকোষবেষ্ট ত্বক ও উরুমধ্যবর্তী স্থানে উৎপন্ন হইলে মূত্রসঞ্চয়ী কষ্ট থাকে । ক্রোটনের রসবিষিকার কোন কোনটি রুহদায়তন হয়, অপরগুলি গলিয়া যাওয়ায় ত্বকস্থান লোহিতবর্ণ ও আর্দ্র থাকিয়া যায় । কচিং রসবিষিকা পুয়গুটিকায় পরিণত হইলে অবশেষে তাহাতে ধূসরবর্ণ মামড়ি জন্মে । ক্রোটন সদৃশ উদরাময় বর্তমান থাকিলে ঈষৎ পীত মামড়িবৃত্ত ছন্দ্রসীড়কা ইহা আরোগ্য করিতে পারে ।

উফর্বিয়াম রেজিনিফেরা ।

(Euphorbia Resinifera)

সাধারণ ক্রিয়া—ইহার সমক্রিয় ক্রোটন ও জ্যাট্রফা প্রভৃতি প্রভূত অতিসারোৎপাদক বস্তুর ত্রায় উফর্বিয়াম রেজিনিফেরাও পরিপাকপথে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া বমন ও বিরেচনাদি যাবতীয় কলেরা সদৃশ লক্ষণ উৎপন্ন করে । ইহা মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য উৎপন্ন করিলে প্রবল উন্মাদলক্ষণ উপস্থিত হয় । ডাং হেম্পেলের মতে আমাশয় ও অন্ত্রের যতই উত্তেজনা থাকুক না কেন উপরি উক্ত প্রকৃতির মস্তিষ্ক লক্ষণ এবং মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য অথবা উত্তেজনার অভাবে ইহা রোগ-চিকিৎসায় ফলপ্রদ হয় না । ইহা শ্বাসযন্ত্রপথের শৈল্পিকঝিল্লিতে প্রবল উত্তেজনা ও প্রদাহ উৎপন্ন করে এবং ত্বকে ক্রিয়া প্রকাশ করিলে হাম, বসন্তাদি এবং বিসর্পিকাবৎ উদ্ভেদ জন্মে ।

লক্ষণ ।

মন—বিষাদবায়ু ; উৎকণ্ঠা ; আশঙ্কা । মস্তিষ্কে প্রচণ্ড রক্তাধিক্য বশতঃ প্রবল উন্মাদবৎ লক্ষণ উৎপন্ন হয় ; এবং নাড়ী অনিয়মিত ও দ্রুত থাকে ।

নাসিকা—শ্বাসযন্ত্র :—পুনঃ পুনঃ হাঁচি ; শ্বাসযুক্ত নাসিকা-

সর্দি । কঠা অথবা বক্ষের গুড়গুড়ি জন্ম হক্ হক্ করিয়া গুরু কাসি ।
কঠকর শ্বাসপ্রশ্বাস । বক্ষের বাম পার্শ্বে সৃচিবৈধবৎ বেদনা ।

মুখগহ্বরাদি শরীরাঙ্গকষত্বে ;—শুভগর্ভ দস্তে যেন ক্ষু
বসানের ও ঝাঁকির ছায় বেদনায় তাহা উৎপাটিত হওয়ার অনুভূতি ।
শীতল জলের তৃষ্ণা । উদ্যার ; পুনঃ পুনঃ হিক্কা । বিবমিষা ও
বমন । আমাশয়ে জ্বালা । আমাশয়ে আক্ষেপিক সংকোচন এবং
কামড়ানি । উদর বসিয়া যায় । পেট ডাকিলে বায়ুনিঃসরণ । বায়ু
কর্জক প্রচণ্ড ও আক্ষেপিক উদরশূল । প্রচুর উদরাময় ও বমন ।
বিষ্ঠা প্রচুর, উদরানয়ের ছায়, অন্তরক্তরোগের ছায়, উচ্ছলিত এবং
পাতলা ও জলবৎ ; বিষ্ঠা লেইর ছায়, ঈষৎ পীত এবং কর্দমাকার ।

স্রব্ধ ;—বিসর্পবৎ প্রদাহ ; বৃহৎ কোষ্ঠা ঈষৎ পীত রসপূর্ণ ।
ত্বক ও তদধঃকোষময় বিস্তারিত প্রচণ্ড প্রদাহ । ত্বকে পুণ্ডটিকা ও পামা
প্রভৃতির ছায় উদ্ভেদ ; তাহাতে পচাক্ত বা গ্যাংগ্রেন । জ্বালাবৃত্ত চুল-
কনা হইতে নিঃসৃত রসে ত্বক খাইয়া যায় ।

চিকিৎসা ;—আমাশয়ান্ত্রিক প্রদাহ ; অতি-
সার ও অব্যাপক (Sporadic) কলেরা প্রভৃতি রোগে
উপসর্গ স্বরূপ মস্তিস্কের উত্তেজনা ও প্রবল রক্তা-
শ্রিক্য, এবং প্রচণ্ড প্রলাপ ও উন্মাদবৎ লক্ষণ বর্তমান
থাকিলে উর্কসিয়াম দ্বারা তাহার উপকার হয় । দেশ-
ব্যাপী সর্দি বা ইনফ্লুয়েঞ্জারোগে অত্যন্ত হাঁচি, চক্ষুর
জলস্রাব, হাজাকর নাসিকাস্রাব এবং হক্ হক্ শব্দের কাসি হইলে ইহা
তাহার ঔষধ । পূর্ববিত্ত লক্ষণযুক্ত দন্তশূল ইহা আরোগ্য করি-
য়াছে । গণ্ডস্থলের বিসর্পরোগে রসবিশ্লিকা জন্মিলে
ও অত্যন্ত জ্বরতাপ থাকিলে তাহার পক্ষে ইহা উপকারী
বলিয়া কথঞ্চিৎ খ্যাতি লাভ করিয়াছে । পুষ্কশোথ, বিসর্প-

জাতীয় প্রদাহ, পুরাতন ও জড়ভাবাপন্ন স্ফুট এবং পচাস্ফুট বা প্যাংগ্রিওনেও ইহা কার্যকারী । কক্ক'টি বা ক্যান্সাররোগে ইহার বহিঃপ্রয়োগ উপকারী । কথিত আছে ইহা বিশেষ প্রকারের এপিথিমিলিয়োসা বা কক্ক'টিরোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছে ।

৩ । উফর্বিয়া করুলেটা (*Euphorbia Corolata*) ।

সাধারণ ক্রিয়া এবং লক্ষণ :—উফর্বিয়া করুলেটা প্রধানতঃ পরিপাক যন্ত্রের শৈথিল্যবিশিষ্ট এবং ত্বকেও নানাদিক ক্রিয়া প্রকাশ করে । প্রথমে ভুক্ত বস্তু এবং আমাশয়স্থ অত্যাগ্ন বস্তু, পরে প্রভূত পরিমাণ শ্লেষ্মামিশ্রিত জল এবং কলেরার বিষ্ঠার দ্বারা পরিষ্কার (তড়ুল ধৌত) জলের দ্বারা পদার্থের প্রবল বমন এবং তাহার অব্যবহিত পরেই অল্প সময় ব্যবধানবিশিষ্ট পর্যায়ক্রমিক প্রভূত উদরাময় ও বমন হইয়া থাকে ; তাহার অনুবর্ত্তিক লক্ষণস্বরূপ অস্ত্রের বেদনায়ুক্ত আক্ষেপ, প্রভূত উৎকর্ষা এবং মূত্রার অনুভূতি প্রযুক্ত মুচ্ছা ও দৌর্ব্বল্যের ভার উৎপন্ন হয় ।

চিকিৎসা :—উপরি উক্ত লক্ষণ থাকায় উফর্বিয়া অব্যাপক বা স্থানিক ও ব্যক্তিবিশেষের কলেন্দ্ৰা, বিশেষতঃ শিশু-কলেন্দ্ৰা আরোগ্য করিয়াছে । ইহা আমাশয়ে খামচানির অনুভূতি এবং শীতল ঘণ্মযুক্ত ও মূত্রাক্লম বমনোদ্বেষ্ট, এবং বমন আরোগ্য করে । ঈষৎ নীলাভ স্ফুট শেযাবস্থায় কাল অথবা পচাস্ফুটে পরিণত হইলে লক্ষণানুসারে তাহার উফর্বিয়া করুলেটা, অর্স, সিলিকেলি, সিলিক, প্লাস্ম, এবং কার্ব ভে প্রভৃতির অণু-তম দ্বারা উপকার হয় ।

৪ । ষ্টিলিজিয়া সিল্ভ্যাটিকা (*Stilingia Sylvatica*) ।

উপচয় :—অপরাহ্নকালে ; সিন্ধু বায়ুতে ; শরীর চালনায় ।

সাধারণ ক্রিয়া :—অস্থিবেষ্টবিশিষ্ট এবং তাণ্ডবোপাদান ষ্টিলি-

জিয়া দ্বারা অতি গুরুতর রূপে আক্রান্ত হওয়ায় যে বেদনায়ুক্ত কঠিন গুটিকা (Node), অস্থিবেদনা এবং রসবাত লক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহা পুরাতন উপদংশ এবং রসবাত সংশ্রবীয় লক্ষণসহ তুল্য এবং এই উভয় প্রকার রোগে ইহা উপকার প্রদান করিয়াছে । স্বরযন্ত্রের উপাস্থি এবং শ্বাসযন্ত্রপথের শৈথিল্যকবিল্লিতেও ইহার ক্রিয়া আছে এবং তৎ ফল স্বরূপ ইহা স্বরযন্ত্র এবং বায়ুনলীর উত্তেজনা ও প্রদাহ উৎপন্ন করে । ইহা লসীকাগ্রস্থি আক্রমণ করিলে তাহার আকার এবং শ্রাব বর্দ্ধিত হয় ও শ্রাবের গুণের কলুষতা জন্মে । স্বক কাউরবং উদ্ভেদযুক্ত হয় এবং তাহাতে যে ক্ষত জন্মে তাহা হইতে প্রভূত শ্রাব নির্গত হয় ।

লক্ষণ ।

স্নায়ুঃ—শারীরিক অস্বস্তির ভাব ; নিদ্রালুতা ; সাধারণ কষ্টানুভূতি । স্নায়ুশূল ।

শ্বাস যন্ত্রঃ—স্বরযন্ত্রপ্রদেশের সংকোচনে গলগহ্বরে ছল বেধবৎ বেদনা ও জ্বালা । শ্বাসনলীর শুড়শুড়ি জন্ম সন্ধ্যার প্রাকালে অত্যন্ত শুষ্ক কাসি । বোধ যেন শ্বাসনলীর উপাস্থিতে অকস্মণ্যতার অনুভূতি হইতেছে । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, হক্ হক্ শব্দবিশিষ্ট, গভীর, সরল এবং আক্ষেপিক কাসি ।

মূত্রযন্ত্রঃ—কিডনিপ্রদেশে কঠিন ও অল্পগ্র বেদনা । আম্ল মূত্রনালীতে প্রচণ্ড ও তীব্র চন্‌চনি সহ জ্বালাময় এবং জ্বালাকর বেদনার মূত্রত্যাগে বৃদ্ধি, মূত্র-ত্যাগ কঠিন হইয়া পড়ে এবং কিডনিতে মৃদু বেদনা উপস্থিত হয় ; মূত্রনালীর বেদনা এতাদৃশ কঠিন যে, তাহাতে রোগীর ঘর্ষ বাহির হইয়া পড়ে ।

অঙ্গাদিঃ—সন্ধ্যাকালে দক্ষিণ কনুইসন্ধিতে এবং দক্ষিণ জজ্বায় কনকনানি এবং দপদপানি প্রকৃতির বেদনা ও টাটানি । হস্তে হস্তাঙ্গুলি পর্য্যন্ত বিস্তারশীল তীব্র তীব্রবেধবৎ বেদনা । প্রগণ্ডের

উপরিভাগে এবং আভ্যন্তরীণ একতৃতীয়াংশে তীরবেধবৎ বদনা । হিপু বা বজ্জণসন্ধি, জজ্বা এবং পদে ও অধিকাংশরূপে শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বে কনু্কনানি বেদনা । জানুসন্ধি নিম্নস্থ জজ্বায় জ্বালা ও চুলকনা । অঙ্গাদিতে উদ্ভেদ, ক্ষত এবং অস্থিবেষ্টিক্সি হইতে প্রবর্দ্ধন ।

চিকিৎসা :—দ্বিতীয়াবস্থায় বা সেকেণ্ডারি উপদংশ জনিত দীর্ঘস্থির রোগের চিকিৎসায় ষ্টিলিঞ্জিফিয়া সিন্‌ত্যাটিকা বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে । ইহার বেদনা রক্তনীতে এবং সিন্‌ত্ৰ দিবসে বদ্ধিত হইয়া থাকে । লক্ষণগত মাদৃগ্‌নুসারে সেকেণ্ডারি সিফিলিস বা দ্বিতীয়াবস্থার উপদংশ এবং তৎফল স্বরূপ অস্থিবেষ্টের উপদংশ রসবাত, অস্থিগুটিকা বা নোড্‌, পুরাতন রসবাত, উপদংশরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের প্রুর্কসী বা সাইয়াটিকা, স্রবযন্ত্রপ্রদাহ বা ল্যারিঞ্জাইটিস্‌, বিশেষতঃ তাহা যদি উপদংশ দোষসংস্থ হইয়া, পারদ দ্বারা অস্থিবেষ্টপ্রদাহ এবং পুয়মেহ প্রভৃতি রোগ ইহা আরোগ্য করিতে সক্ষম ।

৪ । এক্যালিফা ইণ্ডিকা (Acalypha Indica) ।

সাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ এবং চিকিৎসা :—শ্বাস-যন্ত্রই এক্যালিফার ক্রিয়ার একমাত্র লক্ষণ । এই ক্রিয়ার ফলস্বরূপ শুষ্ক কাসি হইলে তাহাতে শোণিত নিষ্ট্যুত হয় এবং তাহাই ইহার একমাত্র প্রদর্শক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে ।

ডাং আর্থার ক্রিফোর্ডের মতে রক্তকাসি বা ফুসফুসের রক্তস্রাবে কোন ঔষধই এক্যালিফা সহ তুলনীয় নহে ; শুষ্ক কাসির আক্রমণের পরে বেগে রক্ত নিষ্ট্যুত হয়, শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন ঘন বহে এবং রক্ত উজ্জ্বল থাকে । ডাং হেলের মতে প্রাতঃকালে পরিষ্কার এবং সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণবর্ণ চাপ চাপ রক্ত নিষ্ট্যুত হইলে ইহা উপকারী ।

লেক্চার ৮৩ (LECTURE LXXXIII.)

ক্যাপ্রিফলিয়েসি জাতিভুক্ত ঔষধ।

১। স্যাম্বুকাস। ২। ভাইবার্গাম্ অপুলাস্।

১। স্যাম্বুকাস নাইগ্রা (Sambucus Nigra)

উপচয়ঃ—বিশ্রামকালে। উপশমনঃ—শরীর চালনায় ; শয্যা হইতে উত্থান করিয়া উপবেশন করিতে।

সম্বন্ধঃ—স্যাম্বুকাসের কার্যপ্রতিষেধক—আর্স, ক্যাম্ফর। স্যাম্বুকাস্ বাহার কার্যপ্রতিষেধক—আর্সেনিকের অপব্যবহারের। স্যাম্বুকাস্ বাহার পরে সফলপ্রদ—ওপিয়ামের।

সাধারণ ক্রিয়াঃ—স্যাম্বুকাস বিশেষরূপে শৈল্পিক ঝিল্লি, শ্বাস-যন্ত্র এবং ত্বকে ক্রিয়া প্রকাশ করিলে শ্বাসযন্ত্রে অবরোধক প্রতিষ্ঠায় এবং ত্বকে প্রচুর এবং দুর্বলকর ঘর্ম উৎপন্ন হয়।

লক্ষণঃ—শ্বাসযন্ত্র-ক্রিয়াতে স্বরযন্ত্রে অনেক আর্চ ও গর্গদের ত্র্যয় শ্লেষ্মা জন্মিলে স্বরভঙ্গ। আমাশয়ের চাপ, বিবমিষা ও দুর্বলতা জন্ম বক্ষের কষ্ট। বাম বক্ষের স্তনাগ্রনিয়ে কষ্ট ও সৃচিবেধবৎ বেদনা। মধ্যরজনীর পর শ্বাসরোধের আক্রমণ হইলে হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় রোগী উপবেশন করে, নীলবর্ণ হইয়া যায় এবং খাবিখাওয়ার ত্র্যয় শ্বাসপ্রশ্বাস হয়। শিশুদিগের ঘন ঘন শাঁই শাঁই শব্দের শ্বাসপ্রশ্বাস ও শ্বাসরোধকর কাসি হওয়ায় তাহারা ক্রন্দন করিতে থাকে। স্যাম্বুকাসের মূত্রযন্ত্রক্রিয়ায় পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগেচ্ছা হইলে প্রচুর মূত্র-ত্যাগ হয়। মূত্রের অধঃদেশে গুরু তলানি পড়ে।

চিকিৎসা :—শ্বাসযন্ত্ররোগই **অ্যাস্মুকাসের** প্রধান কার্য-স্থল। ইহার প্রকৃতিবিশিষ্ট শ্বাসরোধক কাসির মধ্য রক্তনীর পরে এবং মস্তক নত অবস্থায় রক্ষা করিয়া শয়নে বৃদ্ধি। উপরি উক্ত লক্ষণযুক্ত স্বর-যন্ত্রপ্রদাহরোগে আক্ষেপ হইলে **অ্যাস্মুকাস** উপ-কারী। কিন্তু রোগে স্বরযন্ত্রের জলশোথ বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ, এমন কি শ্বাসরোধের উপক্রম হইলে **এপিসের** প্রয়োজনীয়তা জন্মে। ফলতঃ স্বরযন্ত্রে শোথ জন্ম সাংঘাতিক শ্বাসরোধের ক্লোরিন একমাত্র অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। স্বরযন্ত্রের যক্ষ্মারোগে স্বরভঙ্গ, চিমে শ্লেষ্মাস্রাব এবং রক্তনীর শেষভাগে কাসির আক্রমণ থাকিলে **ড্রসেরা** তাহার ঔষধ। কাসির প্রকৃতি এবং তাহার বৃদ্ধির কাল উপরি লিখিত রূপ থাকিলে **ক্লুপ** বা **স্মুংরী কাসি** ও **হুপশকক কাসি** প্রভৃতি নানাবিধ শ্বাসযন্ত্ররোগে এবং বিশেষ প্রকৃতির মূত্র ও ঘর্ম্ম থাকিলে **কিডনি** বা **বৃক্কের** তরুণ প্রদাহ ঘটিত **জলশোথ** বা **ড্রপসিরোগে** **অ্যাস্মুকাস** ফলপ্রদ।

২। ভাইবার্গাম্ অপুলাস (*Viburnum Opulus.*)

উপচয় :—সন্ধ্যাকালে ও রক্তনীতে ; উষ্ণ গৃহে ; আক্রমণ বাম পার্শ্বে অধিকতর। **উপশমন :**—মুক্ত বায়ুতে ; গাত্র চালনায় ; চাপিত করিলে।

সাধারণ ক্রিয়া :—মস্তিষ্কমেরুমজ্জের স্নায়ুশূল দ্বারা জীজন-নেদ্রিয়ে ভাইবার্গাম গভীর ক্রিয়া প্রকাশ করিলে জরায়ুতে শোণিত সঞ্চয় বশতঃ, অথবা তাহার স্নায়ুশূল জন্ম রক্তকৃচ্ছবৎ অবস্থা উৎপন্ন হয়।

লক্ষণ :—ঋতুস্রাবকালে শিরঃশূল এবং পুনঃপুনঃ প্রচুর ও পরিষ্কার মূত্রত্যাগান্তেও রোগীর বোধ হয় যেন মূত্রশ্রোত বহিতেছে।

ঋতুস্রাবের পূর্বে জরায়ুতে কঠিন ঠেলমারাবেদনা, উরুর সমুখের পেশীতে আকৃষ্টতা ও কটিদেশে এবং জ্বীজননেঞ্জিয়ার কেশযুক্ত স্থানের উর্দ্ধে কনকনানি ; অগ্নাধারে কখন কখন তীর বেঁধার ছায় তীর বেদনা ; বেদনার জন্ত রোগিণী এতদূর উত্তেজিত হয় যে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না ; নিম্নোদরে এবং জরায়ু ভেদ করিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণাকর, খল্লীবৎ এবং উদরশূলের ছায় বেদনা ; বেদনা পৃষ্ঠে আরম্ভ হইলে পৃষ্ঠ বেড়িয়া যায় ও জরায়ুতে খল্লী হইয়া শেষ হয় ; সন্ধ্যার প্রথম ভাগে এবং শুষ্ক গৃহে বেদনার বৃদ্ধি ও মুক্ত বায়ুতে এবং শরীর চালনাকালে হ্রাস ।

ঋতুস্রাবকালে বিবিধা । খল্লীবৎ বেদনা এবং অত্যন্ত স্নায়বিক অস্থিরতা ; বোধ যেন প্রাণবায়ু শরীর পরিত্যাগ করিবে ও হৃৎস্পন্দনের রোধ ঘটিবে ; বেদনায় বোধ যেন পৃষ্ঠ ভগ্ন হইবে ; ঋতুস্রাব অনেক সময় বন্ধ থাকে ও চাপের আকারে পুনরারম্ভ হয় ; অতাল্ল, পাতলা এবং সাদাটে ঋতুস্রাব হইলে মস্তক শূন্য বোধ । উপবেশন করিবার চেষ্টা করিলে মূচ্ছা । বস্ত্রবস্ত্রে রক্তাধিক্য হওয়ার অনুভূতি জন্মিলে বোধ যেন ঋতুস্রাব উপস্থিত হইবে । শ্বেতপ্রদর সাধারণতঃ পাতলা, পীতশুভ্র অথবা বর্ণহীন, মলত্যাগকালে নিঃসৃত হইলে ঘন, শুভ্র এবং শোণিত-রেখাযুক্ত ।

চিকিৎসা ।

রক্তক্লম্ব, বাধকবেদনা বা ডিস্‌মেনরিয়া ।—
ভাইবার্ণামের রোগে ঋতুস্রাবের পূর্বে ইঠাৎ জরায়ুপ্রদেশে বেদনা এবং ঋতুস্রাবকালে পৃষ্ঠ বেদনা হয় । স্নায়ুশূলঘটিত এবং আক্কেপিক বাধকবেদনায় ইহা সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে, একজন্ত চিকিৎসকদিগের মনোযোগ আকর্ষণযোগ্য । ডাং হেল উপরি উক্ত রক্তক্লম্বরোগে ইহাকে অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন ।

আক্ষৈশিক প্রকৃতির বেদনাই ইহার প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। গুল্মবায়ুর রোগীর আক্ষৈশিক মূত্রকৃচ্ছ্র, জন্মিলেও ইহা ফলপ্রদ।

কটিতে এবং কটিসম্মুখে ঠেলমারা এবং কনকনানি বেদনা, আমাশয়াদঃপ্রদেশে যন্ত্রণাপ্রদ, খল্লীবৎ এবং উদরশূলের ত্রায় বেদনা, অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনার ভাব এবং মধ্যে মধ্যে অগ্নাধারে তীরবেধবৎ বেদনার আক্রমণ, এ রোগে ইহার প্রদর্শক লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত।

সিপিহ্নার ত্রায় ভাইবার্ণামের বেদনাও বস্তিদেহ বেড়িয়া যায়, ইহাতেও আমাশয়ে শূল ও খালি খালি বোধ আছে, কিন্তু ইহার ঠেলমারা অধিকতর প্রচণ্ডতায়ুক্ত, এবং তাহার চরম বৃদ্ধিতে জরায়ুর তীব্র খল্লী হইয়া থাকে। রোগচিকিৎসায় বহুদশিতাই ইহার প্রয়োগ-সম্বন্ধে প্রধান অবলম্বন বলিয়া জানিতে হইবে।

গর্ভপাত বা মিস্ক্যারেজঃ—গর্ভশ্রাবের উপক্রমে যদি বেদনা পৃষ্ঠ বেড়িয়া ও নিম্নোদর ভেদ করিয়া উরুমধ্যে যায় তাহাতে ভাইবার্ণাম অনেক সময়েই বেদনা নিবারণ করিয়া গর্ভশ্রাবের রোধ করে। যাহাদিগের অন্তঃসত্ত্বার প্রথমাবস্থায় পুনঃ পুনঃ গর্ভশ্রাব হয় ইহা তাহাদিগের পক্ষে উপযোগী।

সিপিহ্না—রোগিনীর উত্তেজনাপ্রবণ প্রকৃতি, স্ত্রীজননেদ্রিয়োপাদানের শিথিলতা এবং মলদ্বারে গুরুত্বের অনুভূতি থাকিলে গর্ভপাত নিবারণে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য।

বেলেডোনা—গর্ভপাতের উপক্রমে প্রচুর, উজ্জল ও উষ্ণ রক্তশ্রাব, পৃষ্ঠবেদনা, শিরঃশূল, শরীরের প্রচণ্ড কনকনানি এবং এই ঔষধিতে জরায়ুর যে, বিশেষ প্রকারের কুহন, তাহার বর্তমানতায় ইহা গর্ভপাতের বাধা জন্মাইতে পারে।

লেকচার ৮৪ (LECTURE LXXXIV.)

পলিগণেসিজাতীয় ঔষধ ।

১। রিয়াম । ২। রুমেক্স ।

১। রিয়াম অফিসিনেলিস (Rheum officinalis)

সম্বন্ধ । রিয়ামের কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম, ক্যাম্ফ, কলসি, মার্ক, নাক্স ভ, পাল্‌স্‌ । রিয়াম যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাস্টা, ম্যাগ্নে ক ।

সাধারণ ক্রিয়া ।—রিয়াম প্রধানতঃ যকৃৎ এবং অন্ত্রপথে ক্রিয়া প্রকাশ করিলে পিত্তস্রাবের ও অন্ত্রপেশীর ক্রিয়োত্তেজনার বৃদ্ধি হওয়ায় বিঠাসংযুক্ত উদরাময় জন্মে, তাহাতে প্রদাহলক্ষণ উৎপন্ন হয় না । অত্যধিক অল্পভ্রাণযুক্ত মলের উদরাময় ইহার প্রদর্শক ।

লক্ষণ ।—রোগী বহুবিধ বস্তু চাহে কিন্তু তাহা ভক্ষণ করিতে পারে না, দেখিলে ঘৃণা জন্মে । প্রচণ্ড উদরশূলে রোগী দ্বিতাঁজ হইতে বাধা । উদরের আতত ভাব । উদরে কামড়ানি বশতঃ অত্যন্ত মলবেগ হইলে মলত্যাগে তাহার নিবৃত্তি এবং আহার করিলে বৃদ্ধি হয় । পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মলবেগের শরীরচালনায় ও ভ্রমণে বৃদ্ধি । প্রত্যেকবার মল-ত্যাগের পূর্বে উদরশূল । আহারের পর মলত্যাগেচ্ছা । পাতলা লেইর ন্যায় এবং অল্পভ্রাণযুক্ত মলত্যাগের পূর্বে কুহ্নন, মলত্যাগকালে কম্প এবং তাহার পরে উদরশূলবৎ এবং সংকোচনযুক্ত কর্তন-বৎ বেদনা ; পুনঃ পুনঃ বেগের সহিত অর্দ্ধতরল বিষ্ঠার নির্গমন ;

কটা মল সহ শ্লেষ্মা মিশ্রিত থাকে ; মলত্যাগের পরে কুস্থন হয় এবং সরলাস্ত্র ও মলদ্বার অত্যন্ত জ্বালা করে ।

চিকিৎসা।—উদরাময়ই একমাত্র রোগ যাহাতে আমরা রিহানামের প্রয়োগ দেখিতে পাই এবং তাহাতেও ইহার “বিষ্ঠার এবং সম্পূর্ণ শরীরের অত্যন্ত অল্পঘ্রাণ” এই মাত্র লক্ষণ দ্বারা আমরা পরিচালিত হই। রিহানাম উদরাময়ের অত্যাশ্রয় লক্ষণমধ্যে কামড়ানি উদরশূলের পরে কুস্থন ও বুদ্ধবুদ্ধ-স্বস্ত, কটাবর্ণ এবং অল্প বিষ্ঠাভ্যাপের শরীর চালনায় ও আহাৰান্তে বৃদ্ধি প্রভৃতি প্রধান। মলত্যাগ-কালে শীতবোধ এবং তাহার পরে উদরশূলের নিবৃত্তি না হওয়া ইহার প্রদর্শক মধ্যে গণ্য। রিহানাম বিষ্ঠায় অল্পঘ্রাণ থাকে, কিন্তু অত্যাশ্রয় কতিপয় ঔষধেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ক্যাম্পেল কা, ম্যাপ্পেল কা এবং হিপার সালফ উল্লেখযোগ্য। ম্যাপ্পেল কা রিহানামের পরে সফলপ্রদ। তাহার অল্পবিষ্ঠার উপরে ব্যাঙ্কপুকুরের জলের উপরি ভাসমান বুদ্ধ-বুদ্ধস্বস্ত সবুজ পাতলাই হইয়া থাকে। ‘হুর্দলতা’ তাহার অগ্র প্রধান লক্ষণ।

২। রুমেক্স ক্রিস্পাস্ (Rumex crispus)

উপচয়। সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে ; শীতল বায়ুতে ; অপক, শীতল আবহাওয়ায় ।

সাধারণ ক্রিয়া।—শৈথিল্যবিহীন, লসীকাগ্রহি এবং ত্বকে রুমেক্সের ক্রিয়া হইলেও স্বরযন্ত্র এবং শ্বাসনলীর শৈথিল্যবিহীন আক্রমণদ্বারাই ইহা পরিচয় লাভ করিয়াছে। ইহা তাহার স্রাবের দ্রুত জন্মায় এবং চৈতন্যের অস্বাভাবিক প্রার্থ্যা উৎপন্ন করিলেও তাহা প্রদাহে পরিণত হয় না ।

লক্ষণ।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরযন্ত্রাভ্যন্তরে আটা শ্লেষ্মা থাকায় রোগী অবিশ্রান্ত হক্ হক্ করে, কিন্তু তাহাতে উপশম পায় না, রজনীতে তাহার বৃদ্ধি। আহারকালে স্বরযন্ত্রের উত্তেজনা হওয়ায় কাসি পায়। স্বরযন্ত্রে বেদনা ও স্বরভঙ্গ। বারম্বার অহুভব যেন রোগিণী আর শ্বাস গ্রহণ করিতে পারিবে না; যেন বক্ষে বায়ু প্রবেশ করে নাই। কণ্ঠার কোটরবৎ স্থানে শুড়শুড়ি হওয়ায় অবিশ্রান্ত শুষ্ক ও শ্রান্তিজনক কাসির, চাপে শয়নে সন্ধ্যাকালে, বিশেষতঃ শীতল বায়ুর শ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি। গলায় শুড়শুড়ি হইলে হৃৎশব্দক কাসির প্রথমাবস্থার কাসির ত্রায় শুষ্ক আক্ষেপিক কাসি। স্বরযন্ত্রে এবং বুকের মধ্যে (Behind the Sternum) টাটানি ও কাঁচা ভাব। বাম ফুসফুসের উপাদানাভ্যন্তরে সৃষ্টিবেধবৎ বেদনা। উভয় ফুসফুসের সম্মুখেই কনকন করে। জং-পিণ্ডসন্নিহিত বক্ষস্থানে তীব্র সৃষ্টিবেধবৎ বেদনা অথবা জালা গভীর শ্বাস গ্রহণে এবং রজনীতে শয়নে বর্দ্ধিত।

আমাশয়।—আহারের অব্যবহিত পরেই আমাশয়দেশে গুরুত্ব। পুরচার ভোজনের অহুভূতি। আমাশয়গোষ্ঠী কোটরস্থানে চাপ দিলে পূর্ণতার অহুভূতি কণ্ঠা পর্য্যন্ত বিস্তৃত, গলাধঃকরণের চেষ্টায় অধঃ হইলেও তখনই পুনরাবর্তন করে। আমাশয়গোষ্ঠীর কোটর হইতে বেদনা তীব্র বেগে বক্ষে ধাবিত হয়।

মল।—প্রাতঃকালে উদরের বেদনার সহিত পুনঃপুনঃ বেগের পর কটা ও জলবৎ উদরানয়। কোষ্ঠবদ্ধ।

চিকিৎসা।—গলনলী অধঃ কোটর অথবা সূগ্রাষ্টার্ভাল ফসায় শুড়শুড়ি জন্ম শুষ্ক কাসি হইলে কমেক্স্ ক্রম্পাস্ উপকার করিয়া থাকে। স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনলী এই কাসির উৎপত্তি স্থান;

ইহা অদমা ভাবের উৎপাতিক কাসি ; শীতল বায়ুতে ইহার বৃদ্ধি । গাত্রবস্ত্র দ্বারা মুখ আবৃত করায় বায়ু উষ্ণ হইলে কাসির নিবৃত্তি । গভীর শ্বাসগ্রহণেও কাসির বৃদ্ধি হইয়া থাকে । বৃক্কের মধ্যে টাটানি থাকিলে যে অবিশ্রান্ত কাসি হয় এবং যাহাতে স্বরযন্ত্রাভ্যন্তরীণ আটা শ্লেষ্মা গলা খাঁকর দিয়া উঠাইতে পারা যায় না, তাহাতে ইহা উপযোগী । ক্ষয়কেশের রোগীর প্রথমাবস্থার ফুস্ফুস্ভেদকারী সূচিবোধবৎ বেদনা সহ কাসির ইহা উপযোগী ঔষধ । উপদ্রুত-লক্ষণ থাকিলে ইহা ক্ষয়কাসির রোগীর শ্বাসকৃচ্ছ বা হাঁস্পানির উপশম করে । সিল্ভি-সিল্ভাতেও এইরূপ কাসি হয় এবং তাহা কথা কহিলে ও রজনীতে শয়ন করিলে বৃদ্ধি পায় ।

উপরি লিখিত লক্ষণ সাদৃশ্য থাকিলে আন্মানসিক কাসি, সর্দিজ্বরভক্ষ এবং আন্মানসশূল বেদনা বক্ষ অথবা পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে রুমেক্স তাহা আরোগ্য করিতে পারে ।

লেক্চার ৮৫ (LECTURE LXXXV.)

লরেন্সিজাতীয় ঔষধ ।

১। ক্যাম্ফর । ২। সিনামমাম্ ।

১। ক্যাম্ফরা (Camphora.) ।

উপচয় :—রজনীতে ; অন্ধকারে ; শরীর চালনায় ; শৈত্যে অথবা শীতল বায়ুতে । উপশমন :—যুক্ত বায়ুতে ; প্রচুর ঘর্ষে ; বেদনার বিষয় চিন্তা করিলে তাহা অন্তর্দ্বান করে ।

সম্বন্ধ :—ক্যাম্ফরের কার্যপ্রতিষেধক—ওপি, স্পিরিট অব নাইট্রিক ইথর । ক্যাম্ফর যাহার কার্যপ্রতিষেধ করে—ক্যাফ্রা, কুপ্রাম্, স্কুইলা, এবং উদ্ভিদ বিষ মাত্রই ।—চা, কাফি এবং লেমনেড ক্যাম্ফরের কার্যের বাধা জন্মায় না ।

ভুলনীয় ঔষধ :—একন, আর্স, বেল, ক্যাফ্রা, কুপ্রাম, ককুল, কার্ব ভে, হায়দা, ওপি, টেরিবি, সিকেলি, ষ্ট্রাম, ভিরেট এ ।

সাধারণ ক্রিয়া :—ক্যাম্ফর মস্তিষ্কমেরুমজ্জের স্নায়ুগুণ্ডে প্রভূত ক্রিয়া প্রকাশ করে, এবং তাহার ফলস্বরূপ গতিপ্রদ স্নায়ুকেন্দ্র এবং জ্ঞানশক্তির উৎস্বরূপ স্নায়ুগুলের অবসাদ বশতঃ শারীরিক দৌর্বল্য ও দৌর্বল্য ঘটিত উদ্বেজনা প্রবণতালক্ষণ, শিরোগর্ধন, এবং মস্তিষ্কের কষ্ট প্রভৃতি উপস্থিত হয় । ইহার মস্তিষ্কাদি আক্রমণের সমবায় লক্ষণের ফলস্বরূপ সর্বোজ্ঞান আক্ষেপ, গুল্মবায়ু ও মুগীবৎ আক্ষেপ এবং অত্যন্ত বিষলক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহা শৈল্পিককল্পিত আক্রমণ করিলে নাসিকা

সর্দি ও সর্দিজ উদরাময় উৎপন্ন হয় । মুখ, আমাশয় এবং অন্ত্রের শৈথিল্যিক ঝিল্লিতে ইহার আক্রমণ হওয়ায় তাহার জড়তা ও শীতলতা জন্মে এবং তাহারই গোণ ফলস্বরূপ স্বকের বরফবৎ শীতলতা, স্বরবদ্ধ এবং নাড়ীর ক্ষীণতা প্রভৃতি পতন বা কোলাপ্স লক্ষণ উপস্থিত হয় । জন-নেন্দ্রিয় এবং মূত্রযন্ত্রও গোণভাবে ইহার ক্রিয়ার অবশ্যস্বাভাবী ফল প্রকাশ করায় জননেন্দ্রিয় শীতল ও শিথিল হইয়া যায় এবং মূত্রযন্ত্র লক্ষণে মূত্র-কৃচ্ছ্র উপস্থিত হয় । ইহা একটি উদ্ভিগ্ননশীল বস্তু এবং ইহার ক্রিয়াও ক্ষণস্থায়ী । শৈত্য সংস্পর্শ নিবন্ধন রোগে ও কলেরার ছায় উদররোগেই ইহার বিশেষ ক্রিয়া হইয়া থাকে ।

লক্ষণ ।

মনঃ—অত্যন্ত উৎকণ্ঠা এবং যাহার পর নাই অস্থিরতা । চৈতন্তের লোপ । একা থাকিতে, বিশেষতঃ রজনীতে অন্ধকারে একা থাকিতে ভীত । বর্ণনার অতীত দুরবস্থা । ভ্রাস । কম্পিতভাব । ত্বরান্বিতভাব ।

শ্বাসঃ—আক্ষেপের সহিত চক্রাকার গতি (হস্তের চক্রবৎগতি) । পেশী কম্প । সাধারণ অস্বস্তির ভাব । অস্থিরতা । রোগী নিদ্রাভঙ্গে চমকিয়া উঠে এবং পরে ছুঁপিণ্ডের কম্প ও দপদপানি অনুভব করে । অত্যন্ত বলক্ষয় । হঠাৎ অত্যন্ত শক্তিহানি । সম্পূর্ণ শরীর বরফের ছায় শীতল । রোগী বোধ করে যেন গাত্রোপরি শীতল বায়ু বহিতেছে । মৃগীবৎ এবং অত্যাচ্ছ প্রকারের আক্ষেপ । শারীরিক প্রতিক্রিয়া শক্তির অভাব, স্পর্শে চেতনাহীনতা । শীতল, চটচটে ও দুর্বলকর ঘর্ম্ম । বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ খল্লী ।

নাসিকাঃ—হঠাৎ বায়ুর পরিবর্তনে আবদ্ধ সর্দি । ইচ্চি । নাসিকার বোধ । ভ্রমণকালে গৃহের বায়ু নাসিকায় শীতলতর বোধ হয় ।

শ্বাসযন্ত্রঃ—বায়ুপথে শ্লেষ্মা থাকে । শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রায়

সম্পূর্ণ রোধ । আমাশয়োর্ক কোটরস্থানে চাপ নিবন্ধন যেন শ্বাসরোধকর শ্বাসরুদ্ধ । কঠায় চাঁচা বোধ হওয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসি । হক্‌হক্‌ করিয়া শুষ্ক কাসি এবং ভ্রমণকালে বাম বক্ষে স্ফুটবেধবৎ বেদনা ।

পরিপাকযন্ত্র এবং মল :—জিহ্বা শীতল । স্বর ক্ষীণ, ভগ্ন ও বস। আহাৰ্য্যে উদ্‌গার । গলগহ্বরে ও আমাশয়ে জ্বালা, আমাশয়ে শীতলতা । আমাশয়োর্ক কোটরস্থানে চাপবৎ বেদনা । উৰ্দ্ধ ও নিম্নোদরে শীতলতার পরে জ্বালাযুক্ত তাপ । শৈত্যসংস্পর্শ জন্ত উদরশূল ও উদরাময় । কলেরারোগে বিরেচনের অভাব । সরলাস্ত্রের ক্রিয়াহীনতা বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ ।

মূত্রযন্ত্র :—মূত্রে হ্রাস । মূত্ররোধ জন্ত মূত্রস্থালী পরিপূর্ণ ; মূত্ররুদ্ধ । জ্বালাযুক্ত মূত্র । অত্যন্ন মূত্র ।

তনুনেত্রিয় :—পুংরোগীর কামেচ্ছার অভাব হয় ও অণুকোষ বুলিয়া পড়ে । ধ্বজভঙ্গ । স্ত্রীরোগীর সঙ্গমেচ্ছার বৃদ্ধি ।

হৃক :—হামের ন্যায় উদ্ভেদ । উদ্ভেদে বেদনাযুক্ত টাটানি ও জ্বলবেধবৎ বেদনা ।

চিকিৎসা ।

নাসিকা সন্দি বা করাইজা :—সন্দিরোগের পক্ষে ক্যাম্ফর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে গণ্য । সন্দির প্রথমাবস্থায় নাসিকা রুদ্ধ ও শুষ্ক থাকিলে এবং শ্বাসগ্রহণে নাসিকায় বায়ু শীতলতর বোধ হইলে ইহা উপযোগী । প্রথমেই শীত বোধ হইলে ইহা সন্দি অঙ্কুরেই দূর করিতে পারে । ইহা পুরাতন সন্দি যাহা প্রত্যেক বায়ুর পরিবর্তনেই কাঁচা হইয়া উঠে তাহার ঔষধ ; ক্যাম্ফরের জ্বাণ লইলেও চলিতে পারে । রোগী শীত বোধ করে, তাহার ললাটগহ্বর আক্রান্ত হওয়ায় মূহ শিরঃশূল জন্মে ; হাঁচি থাকুক বা না থাকুক জলবৎ

শ্লেষ্মা শ্রাবো ইহা উপকারী । ইহা একত্র সমকক্ষ ঔষধ, তাহার পূর্বেও ব্যবহৃত হইতে পারে । নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে শরীর শীতল হইলেও মুখ এবং চক্ষু বসিয়া যাইলে ইহা উপকারী । এস্থলে ইহা কার্ব ভেজ ও মার্ক সাল্ফা সহ তুলনীয় ।

কলেরা বা ওলাউঠা :—অতি সাংঘাতিক প্রকৃতির বা এসিয়াটিক কলেরার প্রথমাবস্থায় ডাং হানিমান স্বয়ং ক্যাস্ফের ব্যবহারের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ও তাহার উপকারও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন । তিনি ক্যাস্ফেরের মূল অরিষ্টের সেবন ও মালিস রূপে বহিঃ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতেন । ইহার রোগে বমন ও বিরেচন হয় না অথবা কখন কখন অতি অল্প মাত্রায় হয় বলিয়া তাহাকে “ড্রাই কলেরা” বলিয়াও অভিহিত করা হয় । ফলতঃ ইহার কলেরার সাংঘাতিক ও প্রবল বিষাঘাতে স্নায়ুশক্তির অভিবৃতি ঘটায় শরীর যন্ত্রের ক্রিয়া স্তব্ধ হইয়া যায় । বমন রেচনাদি হয় না, যাহা কিছু শ্রাব হয় তাহা উদরে থাকিয়া যায় এবং চর্ঠাৎ দেহ ও জিহ্বার বরফবৎ শীতলতা, দুর্বলতা, পেশীকাঠিন্য এবং স্বর বসিয়া যাওয়া প্রভৃতি পতন লক্ষণ এবং অগ্ননলী ও আমাশয়ে জ্বালা উপস্থিত হয় । ফলতঃ শীতলতা স্রাবাদির শুষ্কতা এবং শরীরের নীলতা ইহার প্রদর্শক বলিয়া বিবেচিত । ডাং এলেন ঘর্ষ থাকিলে অথবা ঘর্ষ আরম্ভ হইলে ইহার প্রয়োগ নিষেধ করেন । তাপে উপশমন ইহার অন্যতম প্রদর্শক ।

হাইড্রসা এসি—স্পষ্টতর পতন বা কলাপ্সলক্ষণ এবং চর্ঠাৎ বিরেচনের অভাব । কলেরার শেষাবস্থার মুছ্রী ও ধনুষ্কারবৎ আক্ষেপ ।

সাল্ফার—কলেরার প্রতিষেধক রূপে ক্লাউসার অব সাল্ফার (গুড়িকা) ঈকিং মধ্যে ব্যবহৃত হয় ।

লক্ষণসাদৃশ্য থাকিলে হাঁপানি, শুষ্ক কাসি, ফুসফুসের রক্তাধিক্য ও বায়ুক্ষীতি প্রভৃতি শ্বাসযন্ত্র রোগে পতন বা কল্যাপ্স লক্ষণ উপস্থিত হইলে, প্রানাপ, উন্মাদ-রোগ ও সর্বাঙ্গীন আক্ষেপে এবং হামাদি বসিয়া মাওয়ায় কল্যাপ্স লক্ষণে ক্যাস্কর সুফলপ্রদ। কলেরা ও অত্যাণ্ড কারণ ঘটিত মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্ররোধেও ইহা ব্যবহৃত হয়। ফলতঃ ক্যাস্কর প্রতিক্রিয়া পুনরানয়নে সক্ষম বলিয়া যে কোন কারণেই হঠাৎ পতন বা কল্যাপ্সলক্ষণ উৎপন্ন হওয়ায় রোগী দুর্বল হইয়া পড়িলে যদি উপযুক্ত লক্ষণ বর্তমান থাকে তাহাতে ক্যাস্কর প্রয়োগের উপযুক্ত।

২। সিনামমাম্, (Cinnamomum), সিনামন।

ভুলনীয়া ঔষধ :—ইরিজিরণ, ইপিকী, মিলিফ, ত্রাবাই।

সাধারণ ক্রিয়া :—মস্তিষ্ক মেরুমজ্জের মায়া দ্বারা সিনামন ধমনীপেশীর শিথিলতা উৎপন্ন করায় প্রভূত পরিমাণ উজ্জ্বল ও লোহিতবর্ণ রক্তস্রাব।

চিকিৎসা :—পদাঙ্গলন প্রভৃতি সামান্য কারণে জ্বরায় হইতে প্রচুর এবং উজ্জ্বল লোহিত রক্তস্রাব ও গর্ভপাত হইলে হোমিওপ্যাথি মতে সিনামন উপকারী; এলপ্যাথি মতে ইহা দ্বারা গর্ভপাত সম্পাদন করা হইয়া থাকে।



লেক্চার ৮৬ (LECTURE LXXXVI.)

আটিকেসি জাতীয় ঔষধ।

১। ক্যানাবিস ইণ্ডিকা। ২। ক্যানাবিস স্যাটিভা।

১। ক্যানাবিস ইণ্ডিকা (Cannabis Indica)।

উপচয়ন :—কফিয়ায় ; আহারকালে ; মত্তে এবং তাম্বাকুটে।
রোগ দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর থাকে। উপশয়ন :—নিশ্বাস বায়ুতে ;
শীতল জলে ; বিশ্রামে।

সাধারণ ক্রিয়া :—ক্যানাবিস ইণ্ডিকা বা গঞ্জিকা মায়ু-
মণ্ডলের প্রবল উত্তেজনাকারী বস্তু। মস্তিষ্কক্রিয়ার বিভ্রাট ঘটাইয়া ইহা
মানসিক বৃত্তি এবং গতিশক্তি উভয়েরই ক্রিয়োত্তেজনা উৎপন্ন করিলে যে
মানসিক ক্ষুধা, উল্লাস ও আনন্দানুভূতি জন্মে, তজ্জগুই গঞ্জিকার জন্মভূমি
ভারতবর্ষে অধিকাংশ মত্ততাপ্রিয় ব্যক্তি গঞ্জিকাসেবক হয়। ফলতঃ
মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতাভাসারে ইহার ক্রিয়ার তারতম্য এবং অবস্থা-
ভেদ হইয়া থাকে। উপযুক্ত কার্যক্ষেত্রে ইহার সম্পূর্ণ উল্লাস ভাবের
ক্ষুধা পাইলে রোগী নিরবচ্ছিন্ন আনন্দমাগরে ভাসমান হয়, অশেষ
সুখস্বপ্ন দেখে এবং দূরত্ব ও সময় বিবয়ে তাহার অসীমত্তের অনুভূতি
জন্মে। স্থল বিশেষে রোগীর মানসিক ভাবের অবস্থানুসারে সে অতল-
স্পর্শ দুঃখমাগরে নিমজ্জিত হয়। ফলতঃ রোগীর সুস্থাবস্থার সদস্য
মানসিক বৃত্তিরই অস্বাভাবিক ক্ষুধা জন্মে। কোন ব্যক্তি ভয়াবহ
উন্মত্তবৎ প্রচণ্ডতা ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, কেহ বা দুঃখ এবং অবসাদের
গভীরতমদেশে নিমজ্জিত হয়। কালব্যাপী গঞ্জিকাসেবীদিগের মধ্যে
ইহার প্রতিক্রিয়া বশতঃ বুদ্ধিহীনতা ও জড়তাব উৎপন্ন হয়। কখন
কখন আক্ষেপ হইয়া থাকে।

লক্ষণ ।

মনঃ—মানসিক বৃত্তিনিচয়ের উত্তেজনা, রোগী অত্যধিক কথা বলে । ভ্রমদৃষ্টি এবং বহু বিধ কল্পনা । রোগী কল্পনায় গীতবাণ শ্রবণ করে, চক্ষু মুদ্রিত করে এবং অসীম সুখচিন্তায় নিমগ্ন থাকে । রোগী মনে করে সে স্থূল হইতেছে । অবক্তব্য যন্ত্রণা ও অত্যন্ত কষ্টের মুক্ত বায়ুতে উপশম । রোগী উন্মত্ত হইবে বলিয়া সর্বদাই ভীত । দূরত্ব ও সময়ের অসীমতা বোধ । স্থির কল্পনা । দূর দৃষ্টি । প্রচণ্ডতা ও উন্মাদবৎ ব্যবহার ।

মস্তকঃ—মস্তক পশ্চাতে অজ্ঞানকর শিরঃশূলে গাত্রোথান করিতে শিরোগূর্ণন বশতঃ রোগী পতিত হয় । মস্তকের পুনঃ পুনঃ অনৈচ্ছিক কম্প ; মস্তকের মধ্য দিয়া প্রচণ্ড ধাক্কা । ললাটে, বিশেষতঃ চক্ষুর্দ্বন্দ্বদেশে মৃত ও আকুষ্টবৎ বেদনা । ললাটে দপদপানি ও কনকনানি বেদনা । ললাটের উভয় পার্শ্বেই কনকনানি বেদনা থাকিলেও দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর ।

শ্রাবঃ—অল্প দূর ভ্রমণেই সম্পূর্ণ দুর্বলতা । রোগী অত্যন্ত দুর্বল বোধ করায় প্রায় কথা কহিতে অশক্তি এবং শীঘ্রই গভীর নিদ্রাগ্রস্ত । নিম্পন্দবায়ুরোগবৎ লক্ষণ (Hysterical catalepsy) । অজ্ঞানাবস্থায় আক্ষেপে সম্মুখদিকে শরীরের বক্রতা ।

মূত্রশ্রাবঃ—হাঁসিতে কিডনিতে বেদনা এবং জ্বালা, কনকনানি ও হৃচিবেধবৎ অমুভূতি । চাপ দিলে, মূত্রনালী হইতে শুভ্র, চক্চকে প্লেগ্মা নির্গত হইতে পারে । প্রচণ্ড ও বেদনাযুক্ত লিঙ্কোথান । মূত্রশ্রাবের পূর্বে, সময়ে ও পরে মূত্রনালীতে জ্বালা এবং বলসান বোধ অথবা ছলবেধবৎ বেদনা । কুহন, কিন্তু এক কোঁটা মূত্রশ্রাবও হয় না । প্রচুর ও বর্ণহীন মূত্র । কিয়ৎকাল বিলম্বে মূত্রশ্রাব । হস্তের

চাপ দিয়া শেষ কতিপয় ফোঁটা মূত্র বাহির করিতে হয় । মূত্রশ্রোতের শেষ হইলে মূত্র ঝরিতে থাকে ।

পুস্তি :—স্কন্ধ এবং মেরুদণ্ডের আড়াআড়ি ভাবের বেদনায় রোগী ঋজু ভাবে চলিতে পারে না, সম্মুখে নত হইতে বাধ্য ।

অক্ষনিচয় :—দক্ষিণ হস্তের ও নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত ।

চিকিৎসা :—হোমিওপ্যাথিক মতে ক্যানাবিস ইণ্ডিকা অধিক ব্যবহার দৃষ্টি হয় না । মানসিক রোগमध्ये কখন কখন উদ্ভ্রাণ ও মদাত্যন্ত্ররোগে ইহার প্রয়োগ হইতে পারে । এই সকল রোগের লক্ষণ উপরে বিবৃত হইয়াছে । মদাত্যন্ত্ররোগে অত্যধিক বাগ্মিতা এবং দূরত্ব ও সমস্ত সম্বন্ধে অসীমতাবের অনুভূতিই ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ ।

অনিদ্রা বা স্লিপনেসনেস্ :—অদম্য নিদ্রাহীনতার পক্ষে ক্যানাবিস ইণ্ডিকা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত । অবস্থা বিশেষে ৫ হইতে ১৫ ফোঁটা মূল অরিষ্ট জলের সহিত প্রয়োগ করিলে স্নায়বিক উত্তেজনা এবং স্নায়ুশূল প্রভৃতির উপশম করিয়া ইহা অতি শীঘ্র শান্তিময় নিদ্রা আনয়ন করে । নিদ্রাভঙ্গে কোন অস্বস্তি থাকিয়া যায় না ।

প্যাসিফ্লুয়া ইন্কার্ণে টা—৩০ হইতে ৬০ ফোঁটা মূল অরিষ্ট মানসিক উত্তেজনা অথবা বেদনা নিবারণ করিয়া সুনিদ্রা আনয়ন করে । প্রয়োজন হইলে ঔষধ পুনঃ প্রদান করা যায় ।

কাস্ফুয়া মন ব্রোমেটা—অতিরিক্ত চাপান জ্ঞান অনিদ্রায় ।

কোকা—মানসিক দৌর্বল্য বা রক্তহীনতা নিবন্ধন অনিদ্রা ; অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং রাত্রিজাগরণ বশতঃ অনিদ্রা ।

এতিনা স্ট্যাটিভা—বাতপ্রকৃতিবিশিষ্ট ও হ্রস্বগীভূত ব্যক্তিদিগের অনিদ্রায় ১০ হইতে ১৫ ফোঁটা মূল অরিষ্ট প্রয়োগে শান্তি

জনক ও স্বপ্নহীন নিদ্রা আনয়ন করে। আণিক্কা এবং জেফলু-
সিনিমিয়ানও নিদ্রাকারক ঔষধ ।

২। ক্যানাবিস স্যাটিভা (Cannabis Sativa.) ।

সম্প্রদায়ঃ—ক্যানাবিস স্যাটিভার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর ।
অধিক মাত্রায় লেবুর রস ।

সাশ্রাব্যতা ত্রিস্রুতাঃ—ক্যানাবিস্ স্যাটিভা প্রধানতঃ মূত্রপথ এবং
লিঙ্গাগ্রাণ্ঠেষ্টকের শ্লেষ্মিকঝিল্লি আক্রমণ করিলে অত্যধিক উত্তেজনা
বশতঃ তাহাতে প্রদাহ জন্মে ও তাহার সম্পূর্ণ শ্লেষ্মিকঝিল্লিপথ হইতে
শ্লেষ্মাস্রাব হয় । উপরি উক্ত লক্ষণাদি পূয়মেহরোগের অতি নিকট
সাদৃশ্য বলিয়া বিবেচিত । ইহার মস্তিষ্কলক্ষণের ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকার
মস্তিষ্ক লক্ষণের ত্রায় কোন বিশেষতা দৃষ্ট হয় না ।

লক্ষণঃ—মূত্রবাহকঃ—কিডনি বা বৃক্কপ্রদেশ হইতে কুচকির
গ্রন্থি পর্য্যন্ত আকৃষ্টবৎ বেদনা এবং আমাশয়োর্দ্ধকোটরস্থানে বিবিধবার
ভাব সহ উৎকর্ষা বোধ । মূত্রপথের সমুখ হইতে পশ্চাদভিমুখে জালা
এবং জালাযুক্ত চনচনি ; মূত্রত্যাগকালে মূত্রপথের পশ্চাদংশে স্থচিবোধ
বেদনা । সম্পূর্ণ মূত্রপথ প্রদাহিত বোধ হয় এবং তাহা স্পর্শে
বেদনাযুক্ত থাকে ; লিঙ্গোত্থান হইলে তাহাতে আততভাবে বেদনা ।
মূত্রত্যাগকালে, বিশেষতঃ তাহার অব্যবহিত পরে মূত্রপথে জালা ।
মূত্রত্যাগের প্রথমে এবং শেষে মূত্রপথ বাহিয়া জালা । মূত্র-ত্যাগ
না করার সময়ে মূত্রপথের অগ্রভাগে জালাযুক্ত বেদনায় রোগী
ক্রমাগত মূত্রত্যাগে বাধ্য । মূত্রত্যাগ না করার সময়ে মূত্রপথের অগ্রভাগে
মূত্রত্যাগেচ্ছার ত্রায় চাপবোধ । মূত্রত্যাগ না করার সময়ে মূত্রপথ
বাহিয়া স্থচিবোধবৎ বেদনা । দণ্ডায়মানাবস্থায় মূত্রপথের পশ্চাৎভাগে
বাঁকিযুক্ত স্থচিবোধবৎ বেদনা । মূত্রশ্রোত ছড়াইয়া পড়ে, স্নিগ্ধ ক্ষীত
থাকে, কিন্তু লিঙ্গোত্থান হওয়া বৃদ্ধিতে পারা যায় না । পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোত্থান

হওয়ার পর মূত্রপথে স্ফিটবেধবৎ বেদনা। ভ্রমণকালে লিঙ্গের ক্ষত অথবা দগ্ধবৎ বেদনা, এবং লিঙ্গমুণ্ড ও লিঙ্গমুণ্ডবেষ্টন্যকের কালচে লোহিতবর্ণ। দণ্ডায়মানাবস্থায় অণুকোষে চাপের ও আকৃষ্টতার অনুভূতি।

চিকিৎসাঃ—পূছনেহ বা গণরিয়ার চিকিৎসা জন্তই ক্যানাবিস্ স্ফাতিভার সুখ্যাতি। কোন কোন চিকিৎসক এ রোগে ইহাকে সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। ডাং গ্রাস রোগের তরুণাবস্থার প্রথম হইতেই ইহার ব্যবস্থা করেন এবং নূনাধিক ৪ দিবসে রোগের প্রবলতার হ্রাস হওয়ায় শ্রাব ঘন ও ঈষৎ সূক্ষ্ম হইয়া আসিলে মার্ক সলন^৩×টিটু দ্বারা আরোগ্য সম্পূর্ণ করেন। ব্যবসার প্রথমাবস্থায় তিনি মূল অরিষ্ট ব্যবস্থা করিতেন, এক্ষণে ১০০০০০ (cm.) ক্রমই অধিকতর উপকারী বলিয়া বোধ করেন। ডাং ফ্রষ্ট ইহার ৩ হইতে ৬ ক্রম ব্যবস্থা করেন এবং তাহাই অনেকে কার্যোপযোগী বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। একর পরে ইহা প্রযোজ্য। ক্যানা সাটে শ্রাব স্বল্পতর এবং আর্জেন্ট নাইতে অধিকতর থাকে। রোগের তরুণ ও প্রবল অবস্থায় শ্রাবের বর্তমানতা, অত্যন্ত জ্বালা, মূত্রত্যাগান্তে মূত্রপথ বাহিয়া চাপিলে বেদনা এবং লিঙ্গমুণ্ডের কালচে লোহিত বর্ণ প্রভৃতি লক্ষণ ইহার প্রদর্শক।

সেট্রিসিলিনাম—হঠাৎ মূত্রত্যাগেচ্ছা, লিঙ্গমূলে বেদনা এবং মূত্রপথে তীব্র চুলকনা হওয়ায় তাহা ঘর্ষণ করিবার প্রবৃত্তি।

ইহাতে “মস্তকোপরি এবং মলদ্বার ও হৃৎপিণ্ড হইতে ফোঁটায় ফোঁটায় শীতল জল পড়ার অনুভূতি” লক্ষণ থাকায় ডাং গ্রাস হৃৎপিণ্ড-প্রদেশে ফোঁটায় ফোঁটায় জলপড়ারূপ বিরক্তিকর লক্ষণ ইহা দ্বারা আরোগ্য করিয়াছেন।

লেক্চার ৮৭ (LECTURE LXXXVII.) ।

এপসাইনেসিজাতীয় ঔষধশ্রেণী ।

১। এপসাইনাম্ কেনাবিনাম্ । ২। ওলিয়েগার ।

১। এপসাইনাম্ কেনাবিনাম্ ।

(Apocynum Cannabinum.)

সাধারণ ক্রিয়া :—এপসাইনাম্ কিড্‌নি বা বৃক্ক, রসঝিলি এবং হৃক আক্রমণ করায় নানাবিধ জলশোথরোগ উৎপন্ন হয়। পৰিপাকঘন্থপথের, বিশেষতঃ অস্থের শ্লেষ্মিকঝিলিতে ইহার ন্যূনাধিক আক্রমণ বশতঃ তাহার স্রাবের বৃদ্ধি হইলে জলবৎ উদরাময় জন্মে । ইহা সরলান্তের ও মূত্রস্থালীর দাররক্ষক চক্রাকার পেশীর দুর্বলতা এবং অর্শ সংক্রবীয় রক্তবহানাড়ীর রক্তাধিকা উৎপন্ন করে । হৃৎপিণ্ডে ইহার দুর্বলতা জনক ক্রিয়াফলে নাড়ীস্পন্দনের দুর্বলতা ও অনিয়ম হয় । ইহার ক্রিয়ায় প্রায় স্রাবমাত্রেরই স্বল্পতা ঘটে ।

লক্ষণ ।

মস্তক :—মস্তকে জলশোথ—মূপ্তি ; অগ্রতর চক্ষুর দৃষ্টিহীনতা ও আংশিক দৃষ্টি ; এক হাত ও এক পদের ক্রমাগত অনৈচ্ছিক চালনা হইতে থাকে ; মস্তকমধ্যে স্রাব আরম্ভ হইলে ললাটদেশ উচ্চতর হয় এবং মস্তকাস্থি নিচয়ের জোড় ফাঁক হইয়া যায় ।

শ্বাসযন্ত্র :—কাসি কখন কখন ক্ষুদ্র ও শুষ্ক এবং কখন তরল ও ঘড়ঘড়িয়ুক্ত হইলে শ্বাসকষ্ট হয় । অল্প আহারেও আমাশয়দেশে ও বক্ষে কষ্টানুভূতি জন্মে । ক্ষুদ্র শ্বাসপ্রশ্বাসে স্বস্তি হয় না । হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা । নাড়ীর মৃদু গতি ।

আমাশয়ঃ—অত্যন্ত তৃষ্ণা, কিন্তু জলপান করিলে আমাশয়ের বেদনা, অথবা জলের তৎক্ষণাত্ বমন! নিদ্রাভঙ্গে তৃষ্ণা। আমাশয়োর্কিকোটর-স্থানে দমিয়া বা ওয়ার ত্রায় বোধ।

মল ও মূত্রঃ—জলবৎ উদরাময়। অল্প মূত্রতাগ, কিন্তু রোগী তাহাতে কষ্ট বোধ করে না। কখন কখন পাতলা রঙ্গের প্রচুর মূত্রতাগ, কোন তলানি পড়ে না।

অঙ্গঃ—উভয় জাহ্নসন্ধিতে কঠিন কনকনানি বেদনা।

চিকিৎসাঃ—উদরী, বক্ষঃশোথ, মস্তিষ্কোদক, ব্রকশোথ বা এনাসার্কি এবং যান্ত্রিক রোগ ভিন্ন হইবে যে কোন কারণোদ্ভূত এবং শরীরের যে কোন স্থানের জল-শোথে নিম্নলিখিত লক্ষণ বর্তমান থাকিলে এপিসাইনাম ঘারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়। লক্ষণ—১। আমাশয়োর্কিকোটরস্থানে শূন্য-ভাবের অনুভূতি; ২। আহারান্তে কষ্ট, ভুক্ত বস্তুর বমনও হইতে পারে; ৩। অত্যন্ত তৃষ্ণা, কিন্তু জলপানে কষ্ট হয় বা বমনে জল উঠিয়া যায়; ৪। হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা ও অনিয়মিত ক্রিয়া এবং নাড়ীগতির মছরতা।

মস্তিষ্কোদক বা হাইড্রকেফেলোস্ঃ—রসখিলি হইতে রসের স্রাবাবস্থায় ইহা উপযোগী। মস্তক বৃহত্তর ও ললাট উচ্চ হইয়া উঠে; শিশুর মস্তকের রক্তাদি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়; বক্রদৃষ্টি, কিন্তু এপিসের ত্রায় কর্কশ চীৎকার থাকে না। ইহা সহজ প্রকারের রোগের ঔষধ; মূত্রাঘাত (Suppression of urine) থাকে। এক হস্তে ও এক পদের অবিশ্রান্ত অনৈচ্ছিক গতি।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দুর্বল ও অনিয়মিত, এবং নাড়ীর স্পন্দন ধীর থাকায় জলশোথ জন্মিলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াপ্রত্যাহ্বান ইহা উপকারী। মূত্রের সম্পূর্ণ অভাব বা স্বল্পতা জন্মে।

কিডনি বা রক্তকের ক্রিয়াদৌৰ্বল্য বশতঃ মূত্রের ক্রাস হওয়ায় জলশোথ জন্মিলে এপসাইনাম্ উপকারী । এপসাইনাম্ ঔষধ পরীক্ষায় প্রথমে মূত্রের পরিমাণের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না, শীঘ্রই মূত্র স্বল্পতর ও তাহার বর্ণ ক্ষুৎ পীত বা শেরিমস্ত-বৎ হইয়া যায় । জ্বংপিণ্ড দুর্বল ও অনিয়মিত ক্রিয়াযুক্ত এবং নাড়ী ধীরগতি ও বিশৃঙ্খল থাকে । আমাশয়দোষকোটরস্থানের “খালি খালি ভাব” ইহার একটি প্রধান লক্ষণ । এ রোগে ইহা দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হইতে দুই প্রকারে ইহার প্রয়োগ করা যাইতে পারে । হল মাত্রায় ব্যবহারে ইহা জ্বংপিণ্ডের ক্রিয়োত্তেজনা দ্বারা মূত্রের বৃদ্ধি করিলে জলশোথের যে উপকার হয় তাহা হোমিওপ্যাথি সম্মত নহে এবং তাহাতে ইহার রোগজ লক্ষণের (Pathogenetic symptoms) প্রতি লক্ষ্য রাখা ও আবশ্যক হয় না । এই প্রণালীরই অনেকে অনুসরণ করিয়া থাকেন বলা বাহুল্য হোমিও নিয়মানুসারে ইহা দ্বারা কল কামনা করিলে ইহার রোগজ লক্ষণানুসরণ করা অপরিহার্য বলিয়াই জানিতে হইবে । ইহাতে অতপনীয় তৃষ্ণা থাকে ও রোগী এক দোণে অধিক পরিমাণ জল পান করে ; আর্সেনিক অতপনীয় পিপাসায় রোগী অল্প অল্প জল বারে বারে পান করে । এপিসেস তৃষ্ণা থাকে না ।

২। ওলিয়েণ্ডার (Oleander.) ।

সম্বন্ধ ।—ওলিয়েণ্ডারের কার্য্য প্রতিবেদক—ক্যাস্কর ।

সাধারণ ক্রিয়া ।—ওলিয়েণ্ডার মস্তিষ্ককেন্দ্রকে মায়ুনডল আক্রমণ করিলে শারীরিক পক্ষাব্যতিক দুর্বলতা এবং দুর্বল ও অনিয়মিত নাড়ীস্পন্দন হয় ; কিন্তু ত্বকের, বিশেষতঃ মস্তকত্বকের, রোগ আরোগ্য জন্মই ইহা হোমিওপ্যাথিতে সাদরে গৃহীত হইয়াছে ।

লক্ষণ।

মস্তক।—মস্তকে উৎকৃণ থাকার ঠায় চর্ষণযুক্ত প্রচণ্ড চুল-
কথা; চুলকাইলে প্রথমে স্বস্তি, কিন্তু পরে জালাযুক্ত চন্‌চনি এবং
অবদারণবৎ ক্ষতের অনুভূতি হয়। মাথার খোলোস উঠিতে থাকে।
মস্তকস্থকে সিক্ত ও কামড়ানিযুক্ত শব্দ এবং চুলকনায়ুক্ত উদ্ভেদ;
মস্তকপশ্চাতেই উদ্ভেদ অধিকতর জন্মে।

আম্বাশয়।—কাকের ক্ষুধার ঠায় অস্বাভাবিক ক্ষুধা হইলে
আহার কালে হস্তের কম্প। ভুক্ত বস্তু এবং দ্রব্য সবুজ জল বমন
করার পর পুনঃ ক্ষুধা এবং দুর্বলতা জন্মে। আমাশয়োদ্বিগতের প্রদেশে
স্পন্দন হইলে তথায় হ্রস্পিণ্ডের স্পন্দন হইতেছে বলিয়া বোধ।

বিষ্ঠা এবং মলদ্বার।—মলত্যাগের পূর্বে, পরে ও তদতি-
রিক্ত সময়েও মলদ্বার জালা করে। পূর্বদিনের ভুক্তবস্তু
পর দিন প্রাতে অজীর্ণাবস্থায় বিষ্ঠা সহ নির্গত
হয়।—তরল, নরম এবং পীতবর্ণ বিষ্ঠা। অনৈচ্ছিক মলত্যাগ। শিশুর
বাতকর্ম্ম সহ মলের নিঃসরণ।

হৃৎক।—শরীরের অনেক স্থানে প্রচণ্ড চুলকনা; উদ্ভেদ
হইতে রক্ত পড়ে, রস ঝরে এবং তাহাতে মামড়ি জন্মে। অনাবৃত করিলে
গাত্র কামড়ায়।

চিকিৎসা।—শিরোঘূর্ণন সহ স্মরণশক্তির দুর্ব-
লতা জন্ত রোগীর কিছুই মনে না থাকিলে এবং সে সহজে প্রশ্নের মর্ম্ম
গ্রহণ করিতে না পারিলে ওলিফ্রেণ্ডার তাহার উপকার করে।
উপরি উক্ত রূপ স্মরণশক্তির বিকার ও শিরোঘূর্ণনলক্ষণযুক্ত পক্ষাঘাতরোগ
ইহা আরোগ্য করিতে পারে। পার্শ্বের দিকে তাকাইলে
যে শিরঃশুলের উপশমন হয়, এক্ষণ শিরঃশুলের
একটি দ্বীযোগীকে ওলিফ্রেণ্ডার আরোগ্য করিয়াছে।

শিশুকলেরা, উদরাময় এবং শিশুক্ষয়রোগে শিশু পূর্ব দিন যাহা আহাৰ করে পরদিন অজ্ঞানবস্থায় তাহাই যদি মল সহ নির্গত এবং প্রত্যেকবার বায়ু নিঃসরণের সঙ্গে যদি মল নিঃসরণ হয় তাহাতে ওলিয়েণ্ডার উপযোগী। ফলতঃ রোগ ওলা-উঠাই হউক আর উদরাময় অথবা শিশুক্ষয়রোগই হউক উপরি উক্ত লক্ষণ বর্তমান থাকিলে ওলিয়েণ্ডার তাহার উপকার করিবে। ফেরাম, আর্স, আর্জেন্ট নাই এবং সিলিকেতেও বিষ্টা সহ অজ্ঞান ভুক্ত বস্তু নির্গত হইয়া থাকে। কিন্তু ওলিয়েণ্ডারের দ্বারা অধিকতর পূর্বের ভুক্ত বস্তুর মলত্যাগের সিংকোর সহিত কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য ভিন্ন অত্র কোন ঔষধে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না।

ছকরোগ—আমবাত বা আর্টিকেরিয়া, দুগ্ধ-পীড়কা বা ব্রাষ্টা ল্যাক্টিয়া।—আমাশয়ান্ত্রিক বিকার নিবন্ধন আমবাত প্রভৃতি তত্ত্বভেদ আরোগ্যে ওলিয়েণ্ডার উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। ত্বক অত্যন্ত স্পর্শসহিষ্ণু থাকে, অন্ন চুল-কাইলেই গরম হইয়া উঠে এবং বেদনা করে। গ্রীবা, অণ্ডকোষবেষ্টক এবং উরু প্রভৃতি স্থানেই ইহার বিশেষ আক্রমণ দৃষ্ট হয়। মস্তকের এবং কর্ণপূত্রের ত্বকে ইহার দৃষ্টপীড়কা জন্মে।

‘ভিক্ষা মাইনর—মুখমণ্ডল ও মস্তকত্বকে কাউর বা একজিমা জন্মিলে কেশ জুড়িয়া চাপ বাঁধে এবং তাহা হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়। মামড়ির নিম্নে শ্রাব আটক থাকে, কেশ স্থলিত হয় অথবা তাহাতে চাপ বাঁধে (Plica polonica)।

ভান্ধলা ট্রিকলর—ডাং হিউজের মতে শিশুদিগের দুগ্ধপীড়কা এবং চর্মদল বা ইম্পিটিগোর ইহা ঔষধ। ইহার মামড়ি হইতে প্রচুর রস ঝরে এবং আনুষঙ্গিক লক্ষণে রোগী দুর্গন্ধ মূত্রত্যাগ করে।

লেক্চার ৮৮ (LECTURE LXXXVIII.)

গ্যামিনেসিজাতিভুক্ত ঔষধ ।

১। এভিনা স্যাটিভা । ২। ষ্টিগ্‌মেটা মেডিস ।

১। এভিনা স্যাটিভা (Avena Sativa) ।

সাধারণ ক্রিয়া এবং চিকিৎসা।—এভিনা সাক্ষাৎ ভাবে মস্তিষ্ক আক্রমণ করিলে পুষ্টিক্রিয়ার বৃদ্ধি হওয়ায় ন্নায়ুশক্তির উৎকর্ষ এবং সম্পূর্ণ শরীরের পুষ্টি সাধিত হয়। ইহা একটি ত্বরিত ক্রিয়াশীল ঔষধ এবং অত্যন্ত উত্তেজক বস্তু অপেক্ষা ইহার ক্রিয়ার স্থায়িত্ব অধিকতর। ন্নায়বিক শক্তির ক্ষয় নিবন্ধন রোগে সাধারণতঃ মূল অরিষ্ট ২ হইতে ৩০ ফোঁটা পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিলে ইহার সাক্ষাৎ বা প্রাথমিক ক্রিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতিরিক্ত মানসিক শ্রম অথবা দৃষ্টিভ্রম এবং মানসিক ক্লেশ বশতঃ মস্তিষ্কীয় দুর্বলতা (Brain fog) ও অত্যধিক কামসেবা অথবা হস্তমৈথুন প্রভৃতি হইতে ন্নায়বিক দৌর্বল্য অপনয়নে উপরি উক্ত মাত্রায় প্রয়োগে ইহা অতি আশ্চর্য্য ফল প্রদান করে। বহুদিন স্থায়ী কামবিষয়ক অপরিমিত অত্যাচার ঘটিত ধ্বজভঙ্গ রোগে ইহা উপকারী; মত্তপায়ীদিগের ন্নায়বিক অসহিষ্ণুভাব এবং অনিদ্রা প্রভৃতি আশঙ্কিত মদাত্ময়লক্ষণ নিরাকরণেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। মর্ফিয়া, অহিফেন এবং তাম্বাকুটাদির অভ্যাস্ত সেবীদিগের পক্ষেও ইহা উপকারী ঔষধ।

২। ষ্টিগ্‌মেটা মেডিস (Stigmata Maydis) ।

সাধারণ ক্রিয়া এবং চিকিৎসা।—মূত্রপথে ষ্টিগ্‌মেটার সাক্ষাৎ ক্রিয়া হওয়ায় ইহা তাহার উত্তেজনা ও প্রতি-

শাণ্ডিক প্রদাহ উৎপন্ন করে। ইহা সেবনে মূত্রের অত্যধিক ক্ষারদোষের সমতা জন্মে। মূত্রস্রাবের ইহা পরিমাণাধিক্য জন্মায়। রোগ চিকিৎসায় আমরা ইহার উপরি উক্ত স্থূল ক্রিয়ারই সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকি। এইরূপে স্থূল মাত্রায় ইহার প্রয়োগ দ্বারা মূত্রের পরিমাণের বৃদ্ধি, ক্ষারদোষের প্রশমন এবং তাহার ফলস্বরূপ মূত্রের উগ্রতার দূরীকরণ ও স্নিগ্ধতা আনয়ন করিয়া আমরা স্টিপ্‌মেটা দ্বারা নিম্নলিখিত রোগের শাস্তি করিয়া থাকি, যথা—মূত্রের লিথিক এসিড ও ফস্‌ফেটিক রেণু—স্ফাথারিওসিস ; মূত্রস্থলী প্রদাহ ; মূত্রাঘাত মূত্ররোধ (Retention), মূত্রকৃচ্ছ, মূত্র শূল এবং পূরমেহ প্রভৃতি । জলশোথরোগেরও সাময়িক উপকার প্রত্যাশায় ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে ।

লেক্চার ৮৯ (LECTURE LXXXIX.)।

ব্যাপ্টিসিয়া (Baptisia Tinctoria.)।

(লেণ্ডমিনসি জাতি)

সাধারণ ক্রিয়া।—শোণিতে ব্যাপ্টিসিয়ার অতি গভীর ও বিশেষ প্রকারের ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। এই ক্রিয়াকালে শোণিতের যে বিশ্লেষিত ও পচিত অবস্থা ঘটে, দৌৰ্ব্বল্যগ্রস্ত ও সাংঘাতিক জ্বরাদি এবং টাইফইড অবস্থাপন্ন রোগীদের শোণিতে আমরা তদ্রূপ দ্রববস্তুই লক্ষ্য করিয়া থাকি। উপরি উক্ত দুর্দশাগ্রস্ত শোণিত পোষিত শ্লেষ্মিকঝিল্লিতে, বিশেষতঃ মুখ, গলা এবং অন্ত্রপথের শ্লেষ্মিকঝিল্লিতে ইহার রোগজ লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহা দ্বারা গতিদ এবং অনুভূতিদ স্নায়ুশক্তির অপচয় বশতঃ উভয় প্রকার স্নায়ুশক্তিরই দুর্বলতা ও হানি ঘটায়, উভয় প্রকার পক্ষাঘাত জন্মে। ইহাতে পরোক্ষ ভাবে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হওয়ায় অতীব দুর্বল ও বিশেষ প্রকারের প্রলাপলক্ষণ উৎপন্ন হয়।

শরীরস্থ যাবতীয় তরল পদার্থের পচনশীলতা জন্মে এবং অত্যন্ত বল-ক্ষয় ঘটে। সন্ধিনিচয়ের টানটান ভাব হওয়ার স্থায় কাঠিন্য জন্মে। সর্ব শরীর টাটায়। শ্রাব এবং শরীরোখিত বাষ্প পুতিগন্ধযুক্ত। শ্লেষ্মিক ঝিল্লি, বিশেষতঃ মুখগহ্বরস্থ শ্লেষ্মিকঝিল্লিতে, ক্ষত জন্মে এবং তাহার দুর্গন্ধ হইতে থাকে।

লক্ষণ।

মন।—চিন্তায় অপ্রবৃত্তি ও শক্তিহীনতা; মানসিক দৌৰ্ব্বল্য ও বিশৃঙ্খলভাব; মত্তপানবৎ মানসিক অস্থৈর্য। রোগী কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারে না; মনে এক রূপ বৈষম্যের ভাব জন্মে,

মানসিক অসংযত ভাব । শরীরাদি ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত থাকার
 স্থায় বোধ হওয়ায় রোগী তাহাদিগকে একত্রিত করিবার জন্ত অস্থির-
 ভাবে চতুর্দিকে শরীর চালনা করে ; রোগী শরীরাদিগুলি একত্রিত
 করিতে পারে না বলিয়া নিদ্রা হয় না ।

নিদ্রা ।—প্রলাপসংযুক্ত স্থপ্তি ; রোগী কোন প্রশ্নের উত্তর
 করিতে করিতেই নিদ্রাগ্রস্ত হয়, অথবা তাহাকে কিছু বলিতে বলিতে
 নিদ্রিত হইয়া পড়ে । শেষ রজনী ২১৩টা পর্য্যন্ত নিদ্রা যায়, পরে সকাল
 পর্য্যন্ত অস্থির থাকে । রোগী নিদ্রালু, জড়বৎ ও ক্রান্ত বোধ করে ;
 চক্ষু অর্দ্ধনিম্নিতভাবে বন্ধ হয় । ভ্রমাবহ স্বপ্ন দেখায় অস্থির থাকে ।

স্রাস্থ ।—রোগী অস্থির ও স্থপ্তিহীন থাকে ; কোন বিষয়েই মন
 আকৃষ্ট রাখিতে পারে না ; সন্ধ্যাকালে এক স্থান হইতে অত্র স্থানে শরীর
 চালনা করিতে চাহে । সম্পূর্ণ শরীরে, অধিকতর নিম্নাঙ্গে, দুর্বলতা
 থাকে । অবসাদ, শয়নে প্রবৃত্তি । সম্পূর্ণ বাম পার্শ্বের পক্ষাঘাত ;
 বাম হস্ত এবং বাহু শক্তিহীন । রোগী শয্যার নিম্নদিকে গড়াইয়া যায়,
 বোধ করে যেন শরীরের শক্তি লোপ হইয়া যাইতেছে । সম্পূর্ণ শরীরে
 অবজ্ঞাব্য রুগ্নভাব ।

স্রাস্রাস্র ।—দক্ষিণ ফুসফুসে টাটান । বক্ষের সংকোচন ও কষ্ট ।

পল্লিপাক্ষত্র, মল ও মলদ্রাব ।—ওষ্ঠ ও দন্তে মল
 ('sordes) সঞ্চয় । জিহ্বার মধ্য বাহিয়া হরিদ্রাবর্ণ ; জিহ্বা প্রথমে
 শুভ্র থাকে এবং শুভ্র লেপের মধ্যে মধ্যে লোহিতবর্ণ জিহ্বাকণ্টক
 (papillae) দৃষ্ট হয়, পরে তাহার মধ্যভাগে হলদেকটা লেপ জন্মে,
 পার্শ্ব লোহিতবর্ণ ও চক্ চকে হয় ; জিহ্বার মধ্য বাহিয়া গুল ও কটাবর্ণ ।
 কটা, টাটানিযুক্ত ও ক্ষত জিহ্বা । মুখের দুর্গন্ধ । মুখে পচা ক্ষত ও মুখ
 হইতে লাল স্রাব । মুখে মামুরকির ঘা এবং মুখ হইতে লালস্রাব ।
 মুখ ও জিহ্বা শুষ্ক । মুখলালার যেন বৃদ্ধি, আটাভাব ও স্বাদহীনতা ।

ক্ষত জত্র গলাভ্যন্তরে সংকুচিত বোধ, বারম্বার গেলার চেষ্টা। গলগহ্বর কালচে লাল ; তাহাতে কৃষ্ণবর্ণ পচা ক্ষত ; টনসিল ও হুইনয়গ্রাহি ক্ষীত ; অসাধারণ বেদনাহীনতা। গলায় শুড়শুড়ি হইলে কাসির উদ্রেক হয় ; উপজিহ্বা প্রলম্বিত থাকে। কেবল তরল বস্তু পান করিতে পারে, কঠিন বস্তু আহ্বারের চেষ্টায় গলরোধ ঘটে। গলমধ্যে অনেক আটা শ্লেষ্মা থাকে, তাহা উঠাইতে বা গিলিতে পারে না। অন্ননালী হইতে আমাশয় পর্য্যন্ত অত্যন্ত সংকুচিত বোধ ; কেবল জল গিলিতে পারে।

আমাশয়স্থলে দমিয়া যাওয়ার ভ্রায় অথবা তদভ্যন্তরে কিছু না থাকার অনুভূতি ; উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে (Iliac region) স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা। উদরপেশী চাপে বেদনায়ুক্ত। পুনঃ পুনঃ অল্প, পাতলা, কৃষ্ণবর্ণ, দুর্গন্ধ এবং উগ্র মলত্যাগ। অত্যন্ত পুতিগন্ধযুক্ত ও দুর্বলকর উদরাময়। বেদনাহীন, লেইর ভ্রায় বিষ্ঠা সহ প্রচুর শ্লেষ্মা থাকে। কৃষ্ণভ কটা শ্লেষ্মা ও রক্তসংযুক্ত মলত্যাগে কুস্থন থাকে এবং মলের পচনশীলতা দৃষ্ট হয়। প্রাতঃকালীন উদরাময়।

ভ্রুক।—হুকে অতিশয় তাপ ও জ্বালা। হাম ও আমবাতের ভ্রায় উদ্ভেদ। সম্পূর্ণ শরীর এবং অঙ্গের উপরিভাগে কাল্‌চেলোহিত কলঙ্ক, শরীরোপরি তাহা স্থলতর থাকে।

চিকিৎসা।

মুখক্ষত, জ্বাড়ি দ্বা বা এফ্‌থি।—শরীরের অতি শোচনীয় দুর্বল অবস্থায় এই মুখক্ষত জন্মে। দস্তমাড়ি শিথিল ও তাহার শ্লেষ্মিক বিল্লি রুগ্ন থাকে এবং তাহা হইতে কৃষ্ণলোহিত ও দুর্গন্ধ রক্ত ক্ষরিত হয় ; মুখে পুতিগন্ধ থাকে এবং মুখ হইতে লাল ঝরে। দস্তমাড়ি ক্ষতযুক্ত ও জিহ্বা ফাটা। উপরি উক্ত রূপ অবস্থান্বিত পায়দ ঘটিত

সাধারণ ও প্রভূতিদিগের এবং যক্ষ্মাকাশ ও মূত্রমেহ প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগগ্রস্ত রোগীর মুখক্ষত ও ইহা দ্বারা আরোগ্য হয় ।

হাইড্রাষ্টিস্—পৃষ্ঠিহীনতা বশতঃ মুখক্ষতের অতৃপ্ত উৎকৃষ্ট ঔষধ । শ্লেষ্মকবিল্লি উন্নত ও ক্ষতনিচয় দ্বারা খচিত এবং জিহ্বা লেপ-বৃদ্ধ থাকে ; পচা ক্ষত ।

যক্ষ্মাকাশ বা হাইসিস্—যক্ষ্মাকাশের শেষাবস্থায় জ্বরের, বিশেষতঃ তাহার সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি হইলে এবং তাহাতে অল্প নিদ্রালতা, জড়িত কথা, এবং মানসিক বিহ্বলভাব থাকিলে ব্যাপ্টিসিয়া দ্বারা উপকার হয় ।

টাইফয়েড জ্বর—আমরা ইতিপূর্বে ব্যাপ্টিসিয়ার লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বিবৃত করিয়াছি তাহাতে বোধগম্য হইবে যে, টাইফয়েড জ্বরলক্ষণ সহ ইহার বিশেষ ও ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে । তথাপি এই জ্বর চিকিৎসায় ইহার প্রকৃত স্থান নিরূপণ করিতে হইলে তাহার অগ্নাত ঔষধ সহ ইহার অতি পূজারূপে তুলনা করার আবশ্যক । ইহার নিদ্রালু ও বুদ্ধির জড়তা আণিকায় এবং কাল অথবা দীর্ঘ কটা জিহ্বালেপ রাসটক্সে আছে । আণিকার দ্বায়ই ইহার রোগী প্রথের উত্তর করিতে করিতে নিদ্রাগত হয় ও শব্দা অতি কঠিন বোধ করে । ফলতঃ উপরি উক্ত দুই ঔষধ সহই ইহার বিশেষ তুলনার প্রয়োজন । শোণিতের বিষাক্ত ও পচিত অবস্থার ঔষধ হইলেও যথোপযুক্ত স্থলে প্রয়োগ করিলে অনেক স্থলে রোগের প্রথমাবস্থাতেও ব্যাপ্টিসিয়া রোগ অক্ষুরে বিনাশ করিতে সক্ষম । ইহার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ—বুদ্ধির জড়তাব্যঞ্জক এবং মনোশান প্রযুক্ত মত্তবৎ ও ক্রমঃবর্ণ মুখাকৃতি (ইহাকে ব্যাপ্টিসিয়ারোগীর অতি বিশেষ লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে) ; রোগী অতীব ক্লান্ত এবং সম্পূর্ণ শরীর ঘৃষ্টবৎ অল্পভূত ; আণিকার

শ্রায় রোগী অস্থির থাকে এবং কোন কোমল স্থানের অনুসন্ধানে শয্যার চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিতে থাকে। চক্ষু নিদ্রার ভাবযুক্ত ও বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক। প্রলাপ উপস্থিত থাকিলে তাহার প্রকৃতি বিলক্ষণ স্বাভাব্য জ্ঞাপন করে; তাহাতে রোগী মনে করে যেন তাহার শরীরে অশান্তি নিচল্ল শব্দ্যমান ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সে তাহা একত্র করিবার জন্য শয্যার চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিতে থাকে; রোগীর প্রভূত বলক্ষয় হয়; জিহ্বার মধ্য বাহিয়া কটাবর্ণের রেখা থাকিতে পারে ও দন্ত কালচে মল বা “সডিস” আবৃত থাকে; প্রস্থাসে হ্রগন্ধ নির্গত হয় এবং শরীরোপ্তিত সর্বপ্রকার বাষ্প এবং আব পৃতিগন্ধযুক্ত থাকে। অর তাপ অধিক এবং নাড়ী দ্রুত; উদরের দক্ষিণ ও নিম্নতর পার্শ্ব বা “ইলিয়-সিকেল” প্রদেশে চাপ দিলে বেদনা করে। ফলতঃ শ্রাবাদির পচা জ্ঞান, রোগীর মত্তভাবে মুখাকৃতি এবং তাহার মানসিক অবসাদ উপস্থিত থাকিলেও অধিকাংশরূপে ইহার প্রলাপলক্ষণের বিশেষত্বের প্রতি দৃষ্টি করিলে ব্যাপ্টিসিয়ার রোগ নির্বাচনে ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা সূত্র বলিয়াই বোধ হয়।

লেক্চার ৯০ (LECTURE XC)

হেমামেলিস ।

(হেমামিলেসি জাতি) ।

হেমামেলিস ভার্জিনিকা (*Hemamelis virginica*) ।

সম্বন্ধ ।—হেমামেলিস্ যাহার কার্য্য প্রতিবেদ করে—পাল্‌স্ ।

সাধারণ ক্রিয়া ।—ব্যবহারতঃ শোণিতবাহী নাড়ী বা শিরামণ্ডলে, বিশেষতঃ সরলাদ্য এবং জননেন্দ্রিয়শিরামণ্ডলে বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া হেমামেলিস্ শিরার বিস্তৃতি, শিরামণ্ডলশোণিতাধিক্য, শোণিতস্রাব এবং পরোক্ষভাবে উপাদান বিশ্লেষণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন করে । ডাঃ হেলের মতে হেমামেলিস্ শিরামণ্ডলের একনাইট স্বরূপ ; অর্থাৎ একনাইট ধমনীমণ্ডলে যে প্রকৃতির ক্রিয়া প্রকাশ করে ইহা দ্বারা শিরামণ্ডলে তজ্জাতীয় ক্রিয়াই হইয়া থাকে । ইহার প্রাথমিক ক্রিয়ায় শিরামণ্ডলের গতিদ্রব্যের আক্ষেপ, উপস্থিত হয় । ইহা উপরি উক্ত রক্তবহা নাড়িতে যে উত্তেজনা উপস্থিত করে কার্য্যতঃ তাহা প্রদাহ উৎপন্ন না করিলেও তাহার সাহায্য করিয়া থাকে । ইহার ক্রিয়ার গৌণ ফলস্বরূপ (প্রতিক্রিয়ায়) উপরি উক্ত গতিদ্রব্যের পক্ষাঘাতিক দুর্বলতা বশতঃ শিরার বিলম্বিতাদির পক্ষাঘাত প্রযুক্ত শিথিলতা হওয়ায় শিরামণ্ডলশোণিতাধিক্য, শিরামণ্ডলশোণিতস্রাব এবং তাহার উপাদানগত পরিবর্তন পর্য্যন্ত হইয়া থাকে । শরীরের যে কোন অংশ হইতে শিরামণ্ডলশোণিতস্রাব ইহার প্রদর্শক ।

।

স্বাস্থ্য ।—শিরা, পেশী ও স্বকে চিমটিকাটা এবং ছল বেঁধার দ্বারা অল্পভূতি । ঘৃষ্টবৎ ও টাটানি বেদনা ।

শ্রাসযন্ত্র।—নাসিকোপরি কশাভাব এবং চক্ষুদ্বয়মধ্যস্থ ললাট স্থানে চাপ হইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব । মূহ রক্তস্রাব । শুভ্রশুভ্রি বৃক্ক কাসিতে শোণিত অথবা গন্ধকের স্বাদ, রক্তের নিঃস্রবনের পূর্বগমী ।

পরিমিশ্রকযন্ত্র এবং বিষ্ঠা।—কাল রক্ত বমন হইলে রোগী কম্পাবিত, ত্বৰ্কল, শীতল এবং প্রচুর ঘর্ম্মসিক্ত হয় ; দ্রুত নাড়ীস্পন্দন হইতে থাকে । আমরক্তের বিষ্ঠায় অসাধারণরূপ অধিক পরিমাণ কাল কাল রক্তের চাপ থাকে । অল্প হইতে অত্যধিক পরিমাণ আল্কাতিরার ত্রায় কাল রক্ত নির্গত । বেদনায়ুক্ত অর্শ হইতে কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব । মলদ্বার চুলকায় ।

পুংজননেন্দ্রিয়।—অণ্ডকোষে তীব্র স্নায়ুশূল । বেদনা দ্রুতবেগে অণ্ডকোষরজ্জু বাহিয়া অণ্ডকোষান্তরে যায় ; একশিরা জন্মে ; আক্রান্ত অংশ টাটায় ও ক্ষীত হয় । শিরাক্ষীতি জন্মে ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়। জরায়ু হইতে প্রবল, উজ্জললোহিত শোণিতস্রাব ; শোণিত জমাট বাঁধে না । জরায়ুর রক্তস্রাবে শিরাক্ষীতি-তের মূহ প্রবাহ । যোনির আক্ষেপ হইলে তাহাতে তীব্র টাটানি থাকে এবং যোনিকপাটে চুলকনা জন্মে । অন্তঃকল্প ঋতুস্রাব, অণ্ডাধারে বেদনা ও টাটানি । সূতিকান্তস্ত ।

প্রদর্শক লক্ষণ।—দ্রষ্ট হওয়ার ত্রায় টাটানি-বেদনার বর্তমানতা ইহার প্রদর্শক হওয়ায় ইহা আণ্ডিকা সহ তুলনীয় ।

চিকিৎসা ।

অর্শরোগ বা শাইলুস্।—অত্যধিক রক্তস্রাবযুক্ত অর্শ-রোগে হেমনামেলিস্ বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়াছে । ডাং হিউজ ইহাকে অর্শের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন ; কার্যক্ষেত্রেও তাহা প্রমাণিত হইয়াছে । তিনি ইহার দ্বিতীয় ক্রমের ব্যবস্থা

করেন । ফলতঃ তপ্তই হউক আর শীতলই হউক ইহার নির্ঘাসের বহিঃ-
প্রয়োগ অতি শীঘ্র অর্শের প্রদাহ এবং টাটানিবেদনার উপশম করে ।
অর্শে অত্যধিক টাটানিবেদনা হেমার সর্বশ্রেষ্ঠ
প্রদর্শক ।

সাল্‌ফার—কোষ্ঠবদ্ধলক্ষণযুক্ত অর্শরোগে মলদ্বারের চুলকনা
ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য । তাহা রজনীতে বদ্ধিত হয় ।

অন্তঃসত্ত্বাবস্থার এবং প্রসবান্তিক রোগ—
গর্ভপাত বা এবর্শন ; প্রসববেদনা ; প্রসবা-
ন্তিক বেদনা, ভ্যাডালির ব্যথা বা আফ্টার
পেইন্স ; সূতিকাস্তস্ত বা ফেগ্‌ম্যাশিয়া ডলে-
ন্স ;—অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় উদরে টাটানিবেদনা, অলোক প্রসববেদনায়
(False labour pains) উদরে টাটানি, টাটানি-বেদনায়ুক্ত জরায়ু-
রসবাতরোগে এবং সূতিকাস্তস্তরোগেও উপরিউক্ত প্রকৃতির বেদনা
রোগিণীর বিশেষ কষ্টের কারণ হইলে হেমামেলিস্ তাহার
শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া গণ্য । ইহার ঈষদ্বাক্ত অরিষ্টের বহিঃপ্রয়োগ অতি
সস্তর বেদনার নিবারণ করে । ফলতঃ আক্রান্ত শরীরাত্মশে
অত্যন্ত টাটানি বেদনার বর্তমানতা এই সকল
স্থলে ইহার প্রকৃষ্টতার প্রদর্শক ।

শোণিতশ্রাব বা হিমরেক্ত ;—শিরারক্তের মূত্র স্রাবে
রক্ত শরীরাত্মশে টাটানি ও দৃষ্টবৎ বেদনা
প্রাকিলে এবং রোগীর অত্যন্ত বলহানি ঘটিলে হেমামেলিস্
অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত । ডাং ডাইন্স ব্রাউন জরায়ুর
রক্তস্রাবে ইহাকে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া মনে করেন এবং রোগা-
রোগোও তাহার ভূয়ো নিদর্শন আছে । শীতাদ বা শাপু'রা
(উপহৃত অধঃদেশে রক্তস্রাব জনিত স্বকে ক্ষুদ্র ও লোহিত কলক) এবং

রক্ত-মেহ বা **হিমেটুরিয়ারোগে** ইহা বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। নাসিকার মধ্যাংশে চাপবোধ সহ নাসিকার রক্তস্রাবে ইহা বিশেষ উপকারী। রক্ত সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ।

পাল্‌সেটিলা—নাসিকা হইতে মুখ রক্তস্রাব এবং নাসিকা হইতে অনুকল্প ঋতুস্রাব।

মাকু'রিয়াস—নাসিকারক্তস্রাব; প্রচুর, কৃষ্ণবর্ণ রক্তের চাপ বাধে।

আর্নিকা—আঘাত জন্ম রক্তস্রাব ব্যতীতও ইহা বর্দ্ধমান শিশুদিগের নাসিকার রক্তস্রাবে উপকারী।

বসন্তরোগ বা **স্মলপক্স**—রক্তস্রাবী বসন্তরোগে হেমা উপকারী ঔষধ।

শিরাপ্রসারণ বা **ভেরিকোজ ভেইনস্‌রোগ**—অক্রান্ত শরীরে অত্যন্ত টাটানিবেদনামুক্ত থাকিলে হেমা দ্বারা রোগ আরোগ্য হয়; এস্থলে ইহার বহিঃ-প্রয়োগ বিশেষ উপকারী।

লেক্চার ৯১ (LECTURE XCI.)

এরাম্ ট্রিফিলাম্ (Arum Triphilum.)

(এরাকেসি জাতি ।)

সম্ভ্রম্ :—মাখনতোলা ঢুন্ধ বা ঘোল ইহার বিবক্রিয়ার প্রতি-
ষেধক ।

সাধারণ ক্রিয়া :—শ্লেষ্মিকাবিলি, বিশেষতঃ মুখ, গলগহ্বর
এবং কিয়ৎ পরিমাণে স্বরযন্ত্র এবং বায়ুনাড়ীর শ্লেষ্মিকাবিলি আক্রমণ
করায় এরাম্ ট্রিফিলাম্ তাহাদিগের প্রদাহ, স্ফীতি এবং ক্ষত জন্মাইয়া
থাকে ।

লক্ষণ ।

অন :—প্রণাশের অবস্থায় রোগী নাসারন্ধ্রে অঙ্কুলি
প্রবেশ করায়; এবং কোন শরীরাত্মক অথবা
নাসিকা খোঁটায় তাহা হইতে রক্তও বাহির হইতে
পারে । উত্তেজনা প্রবণতা ।

নাসিকা :—অপরাহ্নে আবৃত্ত সর্দি হইলে মস্তক এবং মুখের
তাপ,। বাম নাসিকা হইতে অবিশ্রান্ত সর্দিপ্রাব । প্রাতঃকালের
সর্দিতে শোণিতরেখা এবং শ্লেষ্মার কঠিন চাপ; দিবসে পীতবর্ণ
ও বন; জলবৎ অথবা নাসিকার রোধকারী সর্দি প্রাতঃকালে বৃদ্ধি
পায় । আলাযুক্ত, উগ্র ও তরল নাসিকাপ্রাব নাসারন্ধ্র ও উদ্ধোষ্ঠে
ক্ষত উৎপন্ন করে । নাসিকা রুদ্ধ থাকায় মুখদ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস চালা-
ইতে হয় । জলপান করিতে তাহা নাসিকাপথে বাহির হইয়া যায় ।
নাসারন্ধ্র টাটানিযুক্ত ও ফাটা । রোগী অনবরত নাসিকা খোঁটে ।

স্বরশব্দ ও শ্বাসনালী :—অত্যধিক গীত করায় অথবা কথা বলায় স্বরভঙ্গ ঘটে । স্বরের পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন । শ্বাসনালীতে শ্লেষ্মার সঞ্চয় । চিমসা শ্লেষ্মা উঠে । ফুস্‌ফুস্‌ টাটায় ।

মুখগহ্বর ও গলাভ্যন্তর :—ওষ্ঠ ফাটে । ওষ্ঠ খুঁটিতে খুঁটিতে রক্ত বাহির হয় । মুখের কোণ ক্ষতবৃদ্ধ, ফাটিয়া রক্ত পড়ে । জিহ্বামূল ও তালু অবদারিত বোধ । অবদারণভাব ও টাটানিবৃদ্ধ মুখগহ্বর হইতে রক্তস্রাব । মুখ জ্বালা করে ও টাটায় বলিয়া শিশু কিছু পান করিতে চাহে না এবং কিছু পান করিতে দিলেও ক্রন্দন করিতে থাকে । প্রচুর ও উগ্র মুখলালাস্রাব । মুখের শুষ্কতা । হুল্লনিম্নগ্রাধি, বিশেষতঃ বাম পার্শ্বের গ্রাধি ক্ষীণ । কঠায় সংকোচন বশতঃ হাঁচি । গলাধঃকরণক্রমাকালে তালুর বাম পার্শ্বের ক্ষীণ বোধ । তালু এবং গলমধ্যে টাটানি, শুষ্কভাব, জ্বালাবৃদ্ধ বেদনা এবং ক্ষত ।

জ্বক :—(Exanthema) আরন্তজরবৎ অসংখ্য উদ্ভেদ চুলকায় ; পরে তাহার উপত্বক স্থলন হয় ।

প্রদর্শক লক্ষণ :—নাসিকা অথবা ওষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে পুনঃ পুনঃ চিমটাইয়া বা খুঁটিয়া অধিকাংশ সময়ে রক্ত বাহির করা ইহার অনেক রোগে দেখা যায় বলিয়া তাহা এরামের প্রদর্শক বলিয়া গণ্য ।

চিকিৎসা ।

মস্তিষ্কপ্রদাহ এবং মূত্রক্ষয় বা উরিমিয়া-রোগ :—এরাম ট্রিফিলান এই সকল রোগের প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ ঔষধ নহে ; তবে নাসিকাদিতে চিমটিকাটা প্রভৃতি উপরি উক্ত প্রদর্শক লক্ষণের স্পষ্ট প্রকাশ থাকিলে ইহা নিশ্চিত উপকার করে ।

নাসিকাসর্দি বা করাইজ :—এরাম্ ট্রিফিলাম্ সর্দিতে নাসিকা হইতে উগ্র আব নির্গত হওয়ায় নাসিকারন্ধ্র ও ওষ্ঠে ক্ষত জন্মে এবং রোগীর সর্বদাই নাসিকারন্ধ্রমধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইবার ইচ্ছা হয়। কখন কখন চক্ষু এবং নাসিকা উভয় হইতেই পীতবর্ণ ও উগ্র আব প্রবাহিত হয়। তৃষ্ণা থাকে, কিন্তু জলপান করিতে বেদনা লাগে। উগ্র ও তরল আব প্রবাহিত হইলেও নাসিকার সম্পূর্ণ রোধ ঘটিতে পারে। আন্তর্যঙ্গিক লক্ষণ স্বরূপ নিদ্রালুতা এবং হাঁচি-বার প্রবৃত্তি উপস্থিত থাকে। **লাইকতে** দিবারাত্রি নাসিকার রোধ সহ সামান্য ও হাজাকর আব হয়। নাসারন্ধ্রের পশ্চাতের শুষ্কতা এবং অগ্রভাগের আব থাকাও **লাইকর** বিশেষ লক্ষণ মনো গণ্য।

স্বরযন্ত্ররোগ—স্বরভঙ্গ।—গায়ক এবং বক্তাদিগের স্বরভঙ্গ হইলে **এরাম্ ট্রি** উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে হঠাৎ স্বরের পরিবর্তন হওয়ায় তাহা উচ্চ মাত্রায় উঠে। অধিকতর ব্যবহারে স্বর ছিন্ন হয় ও বসিয়া যায়। **সিলিনিহামেরও** সর্বদা স্বর পরিষ্কার করার প্রয়োজন হইয়া থাকে; গীতের আরম্ভেই অথবা বহুক্ষণ স্বরের ব্যবহারের পরেও স্বরভঙ্গ হয়; প্রাতঃকালে স্বরযন্ত্র হইতে প্রচুর ও স্বচ্ছ শ্লেষ্মা নিষ্কৃত হওয়া **সিলিনিহ** বিশেষ প্রকৃতি।

প্র্যাক্‌ফাইটিস্—স্বর আয়ত্তাধীন থাকে না, গান করিতে আরম্ভ করিলেই স্বর ছিন্ন হইয়া ও গলা বসিয়া যায়।

আজের্‌ণ্ট মেট।—স্বরযন্ত্রের জ্বালা ও কাঁচাভাব, কথা কহিলে ও স্বরের অগ্ৰবিধ ব্যবহার করিলে বদ্ধিত হয়। গায়ক এবং বক্তাদিগের স্বরের পরিবর্তন হইলে ইহা উপকারী। স্বরযন্ত্রে প্রচুর ও সিদ্ধ করা শ্বেতসারবৎ নির্যাস থাকে ও তাহা সহজে উঠে।

ব্যাক্সা কার্ব—কণ্ঠার পেশীউপাদানের শিথিলতা বশতঃ স্বরভঙ্গ।

লেব্‌চার ৯২ (LECTURE XCII.)

এলাস্থাস্ (*Ailanthus glandulosa.*)

(সিমারুবেসিজাতি ।)

সাধারণ ক্রিয়া ।—মস্তিষ্ক এবং মস্তিষ্ক মেরুমজ্জের স্নায়ুকেন্দ্রে এলাস্থাসের সাক্ষাৎ ক্রিয়া হওয়ায় ইহা যে, দুর্বল ও সাংঘাতিক অবস্থা উপন্ন করে তাহা অনেকাংশে দুর্বলতামূলক নানাপ্রকার জ্বর ও আরক্ত জ্বরের সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট। ত্বক্‌ সহ ও ইহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় তাহাতে ইহা আরক্তজ্বর বা স্থানে টিনাবৎ উদ্ভেদ উপন্ন করে।

লক্ষণ ।

মনঃ—অর্দ্ধচেতনাবস্থা ; রোগীকে কিছু বলিলে সে তাহা বুঝিতে পারে না। কুসুপ্তি, প্রলাপ এবং চেতনহীনতা। নিদ্রাহীন ও অস্থির রোগীর অবিশ্রান্ত ও অক্ষুট প্রলাপ কথন।

নাসিকা ।—নাসিকা হইতে প্রচুর, পাতলা, উগ্র এবং রক্ত সংযুক্ত শ্রাব। নাসারন্ধ্রে রক্তাধিক্য ; শ্রাব বসিয়া যায়।

মুখগহ্বর ও গলাভ্যন্তর ।—ওষ্ঠ কাণ্‌চলোহিত। দন্তে মল বা স্‌ডিস সঞ্চয়। জিহ্বা শুষ্ক, পাৰ্চমেন্টকাগজের তায় ও ফাটা। গলমধ্য কৃষ্ণাভলোহিত, প্রায় বেগুনে ; ক্ষীত ; টনসিলগ্রন্থি ক্ষীত এবং বহুতর, গভীর ও উগ্রলোহিত ক্ষত দ্বারা খচিত এবং তাহা হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ নিঃসরণ ; গলবহির্দেশ ক্ষীত ও স্পর্শে অসহিষ্ণু। গলা খাঁকর দিলে শ্লেষ্মা উঠে।

চিকিৎসা ।—সাধারণতঃ অতিশয় দুর্বলতা জনক ও সাংঘাতিক প্রকৃতির তরুণ রোগে রোগী হঠাৎ ভয়াবহ দুর্বল ও চেতনহীন হইয়া

পড়িলে এলাস্থাস্ প্রযুক্ত হইতে পারে ; রোগীর গাত্র কৃষ্ণাভ-
লোহিত । লক্ষণগত মাদৃশ থাকিলে ডাং ফ্যারিংটন ইহা হে-ফিবার বা
ওষধিগন্ধজ জরে প্রয়োগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন ।

ফলতঃ অতি সাংঘাতিক প্রকৃতির আরক্তজ্বর বা স্কাৰ্লেট
ফিবারের চিকিৎসা জটিল ইহা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । অতীব
সাংঘাতিক আরক্তজ্বরের অতি কঠিন অবস্থায় ইহা উপযোগী ।
রোগী অজ্ঞানাবস্থায় পতিত থাকে, উদ্বেদ সম্পূর্ণ বাহির হয় না এবং যাহা
বাহির হয় তাহাও কৃষ্ণবর্ণ অথবা কৃষ্ণাভলোহিত ; গলাভ্যন্তর ক্ষীত
ও কৃষ্ণলোহিত এবং গ্রীবাদেশের কোষময় ঝিল্লি প্রদাহিক রসপূর্ণ ও
ক্ষীত । নাসিকা হইতে ক্ষতকর স্রাবের নির্গম হয় । চরম দৌৰ্ব্বল্যগ্রস্ত
এবং নিদ্রালু রোগী পাতলা, রক্তসংযুক্ত ও দুৰ্গন্ধ মলত্যাগ করে এবং
তাহার সর্কবিধ স্রাব নিঃসরণেই পুতিগন্ধ ছাড়ে । উপরি উক্ত রূপ লক্ষণ
থাকিলে ইহা দোষসূক্ত গলক্ষত বা ডিস্ফথিরিয়া
রোগেরও অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত ।

লেকচার ৯৩ (LECTURE XCIII.)

স্ফাঙ্গুইনেরিয়া (Sanguinaria Canadensis)

(প্যাপাভিরেসি জাতি ।)

সম্বন্ধ ।—স্ফাঙ্গুইনেরিয়া যাহার কাণ্যপ্রতিষেধক—ওপি, রাস্ ।

সাধারণ ক্রিয়া ।—প্রধানতঃ স্বাসযন্ত্রশ্লৈষ্মিকবিল্লির আক্রমণ দ্বারা স্ফাঙ্গুইনেরিয়া তাহার উত্তেজনা এবং প্রতিশ্যায়িক অবস্থা প্রকাশ করে । নিউমগ্যাষ্ট্রিকস্নায়ুতে ইহার স্পষ্ট ক্রিয়া বশতঃ ইহা দ্বারা যকৃৎ ও পরিপাকপথ বিকারগ্রস্ত হয় । ইহার ক্রিয়াফল স্বরূপ শোণিত গতির মন্থরতা প্রযুক্ত অঙ্গনিচয় শীতল এবং ত্বক রক্তহীন ফেকাসে হইলে তাহা পরিবর্তনশীল বায়ুতে অসহিষ্ণু হইয়া থাকে । শিরা প্রসারিত ও ঘূর্ণবৎ অনুভূত হয় ।

লক্ষণ ।

মন ।—উৎকর্ষা এবং ভীতি । ক্রোধ বশতঃ উত্তেজনা প্রবণতা ; বিষাদ ।

মস্তক ।—প্রাতঃকালে উপবেশন অথবা নত অবস্থা হইতে উত্থান করিতে এবং ত্বরিত মস্তক ফিরাইলে অথবা উর্দ্ধে তাকাইলে শিরো-বূর্নন । মস্তকে রক্ত ধাবিত হওয়ায় কর্ণে জ্বস্ জ্বস্ শব্দ এবং শোণিতোচ্ছ্বাস । থাকিয়া থাকিয়া মাথার ব্যথা । শিরঃশূল মস্তকপশ্চাতে আরম্ভ হইলে উর্দ্ধে বিস্তৃত এবং দক্ষিণ চক্ষুর উর্দ্ধে স্থায়ী হয় । অধিকাংশ সময়ে ললাটের দক্ষিণপার্শ্বে মস্তক ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় শিরঃশূলের মুক্ত বায়ুতে উপশম । অপরাহ্নকালে মস্তক ও গ্রীবা পশ্চাতে বেদনা । শিরঃশূল, বিবমিষা এবং শীতানুভূতি হওয়ার পর

তাপোচ্ছ্বাস হইলে তাহা মস্তক হইতে আমাশয়ে বিস্তার করে । দপ দপানি শিরঃশূলের তিক্ত বমনে, শরীর চালনায় অথবা নত অবস্থায় বৃদ্ধি ।

স্নান্নুঃ—দক্ষিণ বাহুর খঞ্জতা । দক্ষিণ পার্শ্বের পক্ষাঘাত । আলস্য, জড়ভাব ও ক্লান্তি ; মানসিক অথবা শারীরিক শ্রমবিমুখতা, সিক্ত বায়ুতে বদ্ধিত । মুক্ত বায়ুমধ্যে ভ্রমণকালে অঙ্গনিচয়ের দুর্বলতায় রোগী বোধ করে যেন বক্ষ হইতে উদরে তপ্ত জল প্রবাহিত হইতেছে ।

কর্ণঃ—কর্ণশূলে কর্ণে হল বেধবৎ বেদনা, শিরঃশূল এবং শিরোধ্বর্গন । ঋতুসন্ধিকালে কর্ণে উচ্চ রব ও গুণ গুণ শব্দ এবং আকস্মিক শব্দে কর্ণ অসামঞ্জস্য ।

নাসিকাঃ—সদ্বিতে পুনঃ পুনঃ হাঁচি, নাসিকা হইতে জল-বৎ ও তাত্র সদ্বি নিঃসরণ, নাসিকামূলে ভারিবোধ সহ বেদনা এবং নাসিকা রক্তে চনুচান ও হলবেধবৎ বেদনা ।

শ্বাসযন্ত্রঃ—সন্ধ্যাকালে শয়নের পর শুষ্ক কণ্ঠায় শুড়শুড়ি হইলে শুষ্ক, থ্যা'ক্ থ্যা'ক্ কাসি এবং কীটবিচরণবৎ অন্তত্বৃতি নিম্নাভিমুখী হইয়া বক্ষাভ্যন্তরে যায় । নিদ্রাভঙ্গের পর শুষ্ক কাসি উঠিয়া না বসিলে এবং উর্দ্ধাধপথে বায়ু নিঃসরণ না হইলে নিবৃত্তি হয় না । সদ্বি সহ কাসি হইলে গণ্ডদেশে লোহিত এবং বক্ষ বেদনায়ুক্ত কঠিন শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং বক্ষের সংকোচনে গভীর শ্বাসগ্রহণের ইচ্ছা । বক্ষের উর্দ্ধভাগে আবিশ্রান্ত চাপ ও গুরুত্ব বশতঃ শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট । বৃকাস্থি বা ঠার্গাম এবং দক্ষিণ স্তন্যগ্রের মধ্যবর্তী স্থানে তীব্র, চিমটিকাটার স্থায় এবং পেশীশূলবৎ বেদনা । মধ্যবক্ষে এবং তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে কঠিন বেদনা ও জ্বালা । অপরাহ্ন ৪ টার সময় দক্ষিণ বাহু এবং কণ্ঠাস্থির নিম্ন হইতে জ্বালা নিম্নাভিমুখে শ্বোত বহিয়া

যক্ষ্ম প্রদেশে যায়। দক্ষিণ বক্ষের স্তনাগ্রের নিম্নে তীব্র স্ফুটবেদন বোধনা। চিমসা গম্মার কণ্ঠে নিষ্ঠূত ; লৌহমরিচার বর্ণযুক্ত গম্মার ও অত্যাধিক শ্বাসকুচ্ছ। দক্ষিণ বক্ষ হইতে স্বল্প পর্য্যন্ত বেদনায় হস্ত কণ্ঠে মস্তকোপরি লইতে পারা যায় ; অপরাহ্নে উভয় স্তনের ব্যবধানস্থলে জ্বালাযুক্ত বেদনা দক্ষিণ পার্শ্বে অধিক। শ্বাস বায়ু ও গম্মার যাহার পর নাই দুর্গন্ধযুক্ত।

গলাভ্যন্তর ১—গলাধঃকরণক্রিয়ায় গলমধ্য ক্ষাঁত বোধ হওয়ায় যেন শ্বাস রোধের উপক্রম এবং দক্ষিণ পার্শ্বে তাহা অধিকতর থাকে। গিলিতে বেদনা লাগে। কণ্ঠদেশ শুষ্ক বোধ হইলে জল পানও তাহার উপশম হয় না। কণ্ঠার ছাল ওঠা ও অবদারভাব জন্ম তাহাতে টাটানি বেদনা।

অঙ্গনিচয় ১—দক্ষিণ বাহ ও স্বল্পে রসবাতজ বেদনা নিবন্ধন রোগী হস্ত উত্তোলন করিতে পারে না এবং রজনীতে তাহার বৃদ্ধি।

অঙ্গ ১—যুবতী জ্বীলোকাদগের, বিশেষতঃ তাহাদগের ঋতুস্রাব অত্যন্ত হইলে মুখে উদ্বেদ জন্মে।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক ১—বমনযুক্ত শিরঃশূল বা “সিক্ হেডেকের” স্ফাঙ্কুইনেরিয়া অগতম প্রধান ঔষধ। ইহার বেদনা প্রাতঃকালে মস্তকপশ্চাতে আরম্ভ এবং মস্তকোপরি দেশ বাহিয়া আসিয়া দক্ষিণ চক্ষুতে স্থায়ী হয়। যে পর্য্যন্ত ভুক্ত বস্তু এবং পিত্তের বমন না হয় বেদনার বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং বমন হইলে কখন কখন তাহার উপশম হইয়া যায়। গোলমালে ও আলোকে বেদনার বৃদ্ধি এবং নিদ্রায় উপশম। বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে উপশম জন্ম রোগী ক্ষিপ্তের ত্রায় উপাধানমধ্যে মস্তক প্রবিষ্ট করাইবার চেষ্টা করে। যে সকল

শ্রীলোকের অত্যধিক ঋতুস্রাব হয় তাহাদিগের শিরঃশূলের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী ।

মস্তকে তাপ ও অধিকতর দপদপানি, মুখের রক্তিমতা এবং পদের শীতলতা এবং বেদনা, মস্তক পশ্চাৎ হইতে উর্দ্ধগামী হইয়া চক্ষুতে স্থায়ী হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ **বেলোডনাতে** সুস্পষ্ট না থাকায় তাহা **শ্রাঙ্কু** হইতে বিলক্ষণ প্রভেদিত হয় । **শ্রাঙ্কুশিরঃশূল** শয়নে এবং **বেলেন**র তাহা রোগীকে শয্যায় উঠাইয়া বসাইলে উপশমিত হয় : মস্তকে রক্তাধিক্য জন্ম **বেলেন**র এবং আমাশয়বিকার উক্ত **শ্রাঙ্কু**র শিরঃশূল জন্মে । অনেক সময় **শ্রাঙ্কু**, **জেলস্** ও **ইগোর** এবং নানাদিক রূপে অল্প কতিপয় ঔষধের শিরঃশূলের প্রচুর মূত্রত্যাগে উপশম ।

ম্মুংরিকাসি বা **ক্রুপ** ;—**শ্রাঙ্কুইনেরিয়া**র ক্রুপ রোগে সরসস্থল মধ্যে অলৌক ঝিল্লি (False membrane) জন্মে এবং স্বঃবস্ত্র শুষ্ক, জালাযুক্ত ও স্ফীত বোধ হয় এবং তাহাতে সাঁই সাঁই, হৃদয় শব্দযুক্ত কাস থাকে । **শুষ্কতা ও জ্বালাই ইহার** প্রদর্শক ।

নিউমনিয়া ;—জ্বর, বক্ষের উর্দ্ধাংশে জ্বালা এবং পূর্ণতা, শুষ্ককাসি ও বক্ষে এবং তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে তীব্র খোঁচানিবেদনা, শ্বাস-কুষ্ঠ, এবং **ফসফরাসের** ত্রায় লৌহ মর্টিচার বর্ণের গম্ভীর থাকিলে **নিউমনিয়া** রোগে **শ্রাঙ্কুইনেরিয়া** উপযোগী । ইহাতে, বিশেষতঃ অপরাহ্ন গগুদেশের সীমাবদ্ধ স্থানে জ্বালাযুক্ত তাপ ও রক্তিমতা থাকে । হস্তপদ অত্যন্ত তপ্ত অথবা অত্যন্ত শীতল এবং হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দুর্বল ও অনিয়মিত স্পন্দনবিশিষ্ট । ফুস্কুসের স্ফীতি ও রক্তাধিক্য ইহা **ভেরেট্রাম ভিরিডিস** সমান হইলেও নাড়ীর উত্তেজনা শোষোক্ত ঔষধে অধিকতর থাকে । রোগ সহজে আরোগ্য না হইলে **সাল্ফারের** ত্রায় **শ্রাঙ্কুতেও**

পূর্যযুক্ত গম্মার নিষ্ঠূত হয়, কিন্তু ইহার গম্মার অধিকতর দুৰ্গন্ধ থাকায় রোগী তাহা স্বয়ংও অনুভব করে ।

ফল্ফাকাস বা থাইসিস্ :—**ফ্রাঙ্কুইনেরিয়া** ফল্ফাকাসরোগের প্রলেপক বা হেকটিক্ জ্বর অপরাহ্ন ৪টার সময় বৃদ্ধিত হয় এবং তাহাতে গণ্ডদেশের সীমাবদ্ধ স্থানে রক্তমা, স্বরযন্ত্র ও বক্ষের উর্দ্ধাংশের গুড়গুড়ি জন্ম গুচ্ছ কাসি এবং ইহার বিশেষ লক্ষণ স্বরূপ যেন শোণিত পূর্ণতা বশতঃ বক্ষের উর্দ্ধাংশে জ্বালা ও পূর্ণভাব (*Phthisis florida*) থাকে । দক্ষিণ বক্ষের স্তনাগ্র সন্নিহিত স্থানে তীব্র, স্থচিবোধবৎ বেদনার বর্তমানতা এবং বক্ষপেশীর টাটানি ও শ্বাসকৃচ্ছ ইহার অগ্রতর শ্রেষ্ঠ লক্ষণ । টুবাকল বা গুটিকা সংস্থাপনের পূর্ববর্তী রোগারম্ভকালে এবং রোগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় ইহা উপযোগী ; পুরাতন গুচ্ছ কাসি থাকে এবং কাসি সরলও থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার নিষ্ঠীবন কষ্টকর ; শয়নে কাসি বৃদ্ধি পায় । রোগের পরিণত অবস্থায় গম্মার এবং প্রশ্বাসবায়ু দুৰ্গন্ধযুক্ত, এমন কি রোগীর নিজের নিকটেও দুৰ্গন্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইলে ইহার প্রয়োগের সময় উপস্থিত হয় । এই সময়ে ইহার প্রয়োগে গম্মার নিষ্ঠীবন ও শ্বাসপ্রশ্বাস অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া থাকে । **অফ্‌সীমার অদম্য শীতলতা** এবং **বক্ষমধ্যে জ্বালা** ইহার বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য ।

ফেরান মেট—ফল্ফাকাসের (*Phthisis florida*) প্রারম্ভিক অবস্থার রক্তপ্রাব ।

ল্যাকেসিস্—নিউমনিয়া হইতে ফল্ফাকাস জন্মিলে ।

রসবাত বা রিউম্যাটিজম্ :—**ফ্রাঙ্কুইনেরিয়া** পেশীর প্রদাহ উৎপন্ন করায় তাহাতে যে বেদনা ও ক্ষীতি প্রভৃতি জন্মে তাহা রসবাতরোগবৎ প্রতীয়মান হয় । টাটানিযুক্ত ও কঠিন পেশীতে চঞ্চল অথবা স্থচিবোধবৎ বেদনা জন্মে । ইহাতে গ্রীবা এবং পৃষ্ঠের

পেশী বিশেষরূপে আক্রান্ত । স্বক্কের ডেন্টাইড-পেশীর রসবাতরোগে ইহার বিশেষ আরোগ্যশক্তি প্রকাশিত । এই বেদনার রজনীতে ও শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্তন করিতে বৃদ্ধি । বেদনা এতই কঠিন যে, রোগী হস্ত উত্তোলন করিতে পারে না ।

ম্যাগ্নে কার্ভ—ইহার দক্ষিণ স্বক্কের বেদনার তাপে উপশম এবং শয্যায় বৃদ্ধি ।

ফেরান—স্বক্ক এবং হস্তের উর্দ্ধ অর্দ্ধাংশের পেশীর ছিন্নবৎ বেদনায় রোগী হস্ত উত্তোলন করিতে পারে না ; কিন্তু হস্তের মূচ্চ চালনায় বেদনা ক্রমে অন্তর্দান করে ।

ফেরান ফস—স্বক্কের, বিশেষতঃ দক্ষিণ স্বক্কের রসবাতরোগে ইহা ফলপ্রদ ।

নাক্স মক্ষেতা—বাম স্বক্কপেশীর আক্রমণ ।

বয়োত্রণ বা একনি—বয়োত্রণরোগের, বিশেষতঃ যে সকল স্ত্রীলোকের অত্যন্ত ঋতুপ্রব এবং শোণিত সঞ্চলনের বিশৃঙ্খলা থাকে তাহাদিগের বয়োত্রণরোগে **স্বাস্থ্যইনেনরিয়া** উপকার করে ।

আমরা উপরে **স্বাস্থ্যইনেনরিয়া**র যে কতিপয় প্রধান রোগের বিষয় উল্লেখ করিলাম অবস্থানুসারে তৎব্যতীতও অনেক রোগে ইহা দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় । তন্মধ্যে কতিপয় রোগের বিষয় মিয়ে উল্লিখিত হইল ।

স্ত্রীলোকদিগের ঋতুসন্ধিকালীন শোণিত সঞ্চলনের বিশৃঙ্খলা নিবন্ধন বেদনাদি কণ বিকারে ইহা উপকারী । এস্থলে ইহা **প্লেনইনের** তুল্য । **গুম্বাবাস্কুরোগে** ঘ্রাণে অসাহিষ্ণুতা থাকিলে ইহা তাহার ঔষধ । তাহাতে **স্বাস্থ্য** সহ **ফস**, **ইয়ে**, **ভ্যানেরি** এবং **নাক্স** ভ তুণীয় । উপার উক্ত শোণিত সঞ্চলনবিশৃঙ্খলা বশতঃ মস্তকের বিশৃঙ্খলভাব সহ শিরোধূর্ঘনে রোগী

উপবেশনাবস্থা হইতে গাত্ৰোত্থান করিতে বিবিধা ও মুচ্ছা বাওয়ার
 তায় বোধ করে। ঋতুসন্ধিকালীন নানা প্রকার শোণিত-
 স্রাবোত্ত স্ফুটনৈরিত্তা উপযোগী ঔষধ, তন্মধ্যে জলরাশি
 রক্তস্রাবই প্রধান। শোণিতোচ্ছ্বাস বশতঃ মুখের রক্তমা ও
 তাপোচ্ছ্বাস। ইহার সহিত বমনযুক্ত শিরঃশূল বর্তমান থাকে এবং
 রক্ত উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ, চাপ চাপ ও কখন বা
 দুর্গন্ধযুক্ত ; প্লনইন, এমিল নাই এবং ল্যাক-
 সিস তুলনীয় ঔষধ। শোণিতসঞ্চলন বিশৃঙ্খলাই ইহাদিগের অধিকাংশ
 রোগের কারণ। এজন্য শরীরবৃত্তিবিশেষে রক্তাদিক্য ঘটিলে বিশেষ
 বিশেষ রোগ জন্মে। তরুণ নাসিকাসন্ধিতে পুনঃ পুনঃ
 হাঁচি, চক্ষু উপরি, চক্ষু অভ্যন্তরে এবং নাসিকামূলে বেদনা হইলে এবং
 কাসিতে রজনীতে রোগী উঠিয়া বাসিতে বাধা হইলে এবং উর্দ্ধাধ পথে
 বায়ু নির্গত হওয়ায় কাসির উপশম হইলে ইহা উপকারী। এই সকল
 রোগে রোগী বোধ করে যেন বক্ষ হইতে উষ্ণ স্রোত উদরে যাইতেছে।
 ইন্ফ্লুয়েঞ্জা রোগেরও অবস্থান্তরে ইহা ঔষধ।

স্বরযন্ত্রে রক্তাদিক্য বশতঃ স্বরলোপ জন্মিলে, ইহা দ্বারা তাহা
 আরোগ্য হইতে পারে। কর্ণের এবং জরায়ুর বহুশাখাৰ্জুদ বা
 শলিশাস ইহা আরোগ্য করিয়াছে।

লেকচার ৯৪ (LECTURE XCIV.)

গুয়াইয়াকাম (Guaiacum officinale.)।

(জাইগোফিলিজাতি।)

সাধারণ ক্রিয়া :—গুয়াইয়াকামের ক্রিয়ায় ঘর্ম, মূত্র এবং পিত্ত-
শ্রাবের বৃদ্ধি হয় এবং তান্ত্রবোপাদানে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া ইহা রস-
বাতিক ও সন্ধিবাতিক বেদনা উৎপন্ন করে। রসবাতাক্রান্ত ও বেদনা-
বৃদ্ধ অঙ্গে তাপের অনুভূতি হয়। রোগী শীর্ণ হইয়া যায়। রসবাতরোগ
নিবন্ধন ক্ষীণ ও বেদনাসুক্ত সন্ধিতে তাপ সহ্য হয় না। শ্রাবমাত্রই
তর্গন্ধযুক্ত থাকে।

লক্ষণ :—অত্যধিক পরিশ্রম করার গ্রাস রোগীর, বিশেষতঃ
উরু ও বাহুতে বলক্ষয় ঘটে। সংকুচিত অঙ্গের কাঠিগত বশতঃ তাহা
চালনার অনূপযুক্ত হইয়া যায়। বেদনার প্রকৃতি আকুষ্ট ও ছিন্নবৎ
এবং অনেক সময়েই তাহা, বিশেষতঃ মস্তক বেদনা, সৃচিবৈধার গ্রাস
বেদনায় পর্য্যবসিত হয়।

বোধ হয় যেন চক্ষু ক্ষীণ হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে, চক্ষুপুট
ক্ষুদ্রতর হওয়ায় তাহা আবৃত করিতে পারিতেছে না। বাম বক্ষের
বম্বিঝিলিতে বৈধাবৎ বেদনার (Pluritic stitches) দীর্ঘকাল গ্রহণে বৃদ্ধি
এবং যক্ষাকাসরোগে ইহা বিশেষরূপে লক্ষ্য হইয়া থাকে। মস্তক
চালনা করিলে কুসকূসে তীব্র বেদনা এবং তাহা হইতে তর্গন্ধ পুয় নিষ্ঠূত
হয়। মুখে প্রদাহ জন্মে এবং গলদেশ জ্বালা করে ও টন্সিল গ্রন্থির
আশঙ্কিত প্রদাহভাব লক্ষিত হয়।

রসবাতরোগগ্রস্ত জ্বীলোকদিগের অণ্ডাধারপ্রদাহ হইবার বিশেষ
সম্ভাবনা থাকে।

অঙ্গনিচয়ে ছিন্ন ও হুলবেধবৎ বেদনা সামান্য চালনায় বন্ধিত । সন্ধিবাতে ছুরিকাঘাতের ত্রায় বেদনায় অঙ্গ সঙ্কুচিত অবস্থা প্রাপ্ত । উপবেশন করিলে উরুতে চুলকণার, তাহা চাপিত করার এবং তাহাতে কীট বিচরণবৎ কষ্টের অনুভূতি । বাহু এবং উরুতে ক্লান্তি জন্ম বেদনার ত্রায় বেদনা হওয়ায় রোগী তাহা চালনা করিতে ভীত ।

চিকিৎসা ।

টনসিলাইটিস বা টনসিলগ্রন্থিপ্রদাহ ;—প্রতি-শ্রাবিক টনসিলগ্রন্থি প্রদাহের আরম্ভক অবস্থায় **গুহাইহাকাম** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য । প্রচণ্ড জ্বালা, শিরঃশূল, গলদেশের তাপ, পৃষ্ঠ এবং অঙ্গে শীত ও কনকনানি ইহার প্রধান লক্ষণ ; গ্রন্থিতে অতি শীঘ্র পূর্য জন্মে । শীঘ্র শীঘ্র **গুহাইহাকাম** ১× প্রয়োগ করিলে রোগ অঙ্গুরই বিনষ্ট হইতে পারে ।

গলক্ষত বা সোরথোট ;—গলাধঃগহ্বরদেশের সাধারণ প্রদাহ বা ফ্যারিংজাইটিসরোগ দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর থাকিলে **গুহাইহাকাম** প্রায় অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হয় । ইহার অত্যন্ত প্রদর্শক লক্ষণমধ্যে টনসিলগ্রন্থির ক্ষতি এবং কণ্ঠ্য গুল্লভা বশতঃ গেলার কষ্ট হওয়ায় তাহার সাহায্য জন্ম জলপানের আবশ্যকতা বর্তমান থাকে ; কণ্ঠ্য হুলবেধবৎ বেদনা অথবা মরিচসংস্পর্শবৎ জ্বালা উষ্ণ ও সিক্ত বায়ুতে বন্ধিত ।

শাল্‌সেটিলা—কাল্‌চেলোহিত অথবা জৈষৎ নীলকৃষ্ণের আভা-বৃদ্ধ হওয়ায় গলগহ্বর দেখিতে বিস্তৃত শিরাবৃত বলিয়া বোধ ; গলগহ্বরে চাঁচা, কাঁচা ও গুল্লভাব থাকে কিন্তু তৃষ্ণা থাকে না ।

রসবাতরোগ বা রিউম্যাটিজম্ ।—**গুহাইহাকামে** বহুতর রসবাতিক লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । সন্ধির পুরাতন রসবাতে

সন্ধিতে পিণ্ড বা বর্তুলের সংস্থাপন বশতঃ তাহার বক্রতাди আকার-
ব্রষ্টতা জন্মিলে গুয়েইয়াকাম অতু্যপকারী ; রোগের
প্রথমাবস্থায় প্রয়োজিত হইলে ইহা উপরি উক্ত বর্তুলাদি জমাট
পদার্থ উৎপন্নের বাধা জন্মাইয়া থাকে । কষ্টিকামের পরে
প্রথমেই ইহার নির্দিষ্ট স্থান । ইহার অত্যন্ত বিশিষ্ট লক্ষণ স্বরূপ
কণ্ডুরা বা টেঙনের সংকোচন বশতঃ আকৃষ্ট অঙ্গের আকার ব্রষ্টতা
জন্মে এবং কোন প্রকার চালনায় বেদনার বৃদ্ধি হয় । অত্যাশ্রয় কতিপয়
ঔষধেও সন্ধিতে ঘনীভূত রস জত্র গুটিকার সঞ্চয় হয়, কিন্তু তাহাদিগের
কোনটিতেই ইহার ত্রায় অঙ্গের সংকোচনাবস্থা ঘটে না । সন্ধিতে কাঠিগ্র
ও টাটানি এবং পেশীতে টাটানি ও পারদ এবং উপদংশ ঘটিত রসবাতো
ইহার কার্য্য হইয়া থাকে । পূয়মেহের রসবাতো বহু সন্ধি আক্রান্ত হইলে
তাহারা কঠিন, তপ্ত, ক্ষীত, বেদনায়ুক্ত এবং সংকুচিত হয় এবং সন্ধি
সংসৃষ্ট পেশীবৃন্দ খর্ব্ব হইয়া যায় ।

ফুস্ফুস্বেষ্টবিজ্জিপ্রদাহ বা প্লুরিসিঃ—যক্ষ্মা-
কাসির দ্বিতীয়াবস্থায় পূয়যুক্ত প্লেগ্মার গম্মার থাকিলে যদি প্লুরিসি হয়
তাহাতে গুয়েইয়াকাম উপকারী ।

লেকচার ৯৫ (XCV.)

সার্সা পেরিলা (Sarsa Parila)।

(স্মিলেসি জাতি।)

সম্বন্ধ :—সার্সা যাহার কার্ষ্যপ্রতিষেধক—বেল, মার্ক।

সাপ্রদান ত্রিহা :—সার্সা পেরিলা শোণিতে অতি প্রগাঢ় ক্রিয়া প্রকাশ করিলে ত্বকে দ্রবৎ এবং অত্যাচ্ছন্ন নানাবিধ উদ্ভেদ উৎপন্ন হয়। মূত্রযন্ত্রে ইহার বিশেষ ক্রিয়ার ফল স্বরূপ মূত্রেণুরোগের লক্ষণের দ্বারা লক্ষণ দেখা দেয়। বস্তুতঃও ইহা শেযোক্ত রোগের অতীতম ঔষধ বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে ; ইহার ক্রিয়ায় রোগী বড় শীর্ণ হইয়া যায় এবং লোল ও সংকুচিত ত্বক জন্ম অকালবৃদ্ধবৎ প্রতীয়মান হয়। রোগী গণ্ডমালা ও পৃষধাতু প্রকৃতি বিশিষ্ট থাকে। ক্রমবশতঃ ব্যক্তি ইহার উপযুক্ত কার্ষ্যক্ষেত্র।

লক্ষণ :—প্রত্যেক বক্ষচালনায় পৃষ্ঠ হইতে স্চিবেদৎ বেদনা বক্ষ ভেদ করিয়া যায়। বক্ষের আক্ষেপিক কষ্ট। পুনঃ পুনঃ মূত্র-ত্যাগের ইচ্ছার সহিত অল্প মূত্রত্যাগে জালা। দিবস এবং রজনীতে পুনঃ পুনঃ, প্রচুর এবং ফেকাসে মূত্রত্যাগ। মূত্রে মূত্রেণু অথবা ক্ষুদ্র মূত্রশিলা। অত্যন্ত এবং ঘোলাটে মূত্রত্যাগ মাত্র কদম মিশ্রিত জলের দ্বারা হইয়া যায়। মূত্রশ্রাব শেষ হওয়ার পর কঠিন বেদনা এবং মূত্রের শেষ অংশে রক্ত। কামবিষয়ক স্বপ্ন হইলে রেতঃক্ষরণ, পৃষ্ঠবেদনা, দৌর্ভাগ্য এবং শিরোবর্ণন হয়। কামের অনুভূতি ব্যতীত সামান্য উত্তেজনাতেই শুক্রস্থলন। স্বপ্নদোষে শোণিতক্ষরণ হয়। লিঙ্গ-মুণ্ডত্বকে দ্রবৎ উদ্ভেদ।

সম্পূর্ণ গাত্রেই দ্রবৎ উদ্ভেদ। ত্বকে গভীর জালা ও বেদনায়ুক্ত বিদারণ। কখন কখন, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে শয্যায় এবং প্রাতঃকালে গাত্রোথানে সম্পূর্ণ শরীরে চুলকনা। সিন্ধু উদ্ভেদ হইতে হাজাকর

স্রাব । শুষ্ক এবং লোহিতবর্ণ কুস্কুড়ি কেবল তাপের সংশ্লেষ হইলে চুলকায় ।
কোঁচকান বৃক ।

চিকিৎসা :—মূত্রযন্ত্ররোগের চিকিৎসায় সার্সা পেরিলা
কিঞ্চিৎ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । কিড্‌নির স্নায়ুশূলরোগের
ইহা অগ্রতম ঔষধ । বৃককে মূত্রেণু জন্মিলে অথবা তাহা হইতে ক্ষুদ্র
মূত্রশিলার গমনকালে রক্তকশূল হয় । ডাং হেরিং উপরি উক্ত
রোগে, বিশেষতঃ রোগী রসবাতরোগগ্রস্ত থাকিলে, ইহা দ্বারা অনেক স্থলে
উপকার পাওয়ার বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । লাইকর পরিষ্কার
মূত্রে লোহিত মূত্ররেণু এবং সার্সার অত্যন্ত ও ক্লেদযুক্ত অথবা
স্তরবিশিষ্ট শুষ্ক মূত্ররেণু থাকে । কথিত মূত্রলক্ষণ থাকিলে উভয়
ঔষধই পুরাতন রসবাত আরোগ্যে সক্ষম । মূত্রত্যাগ শেষ
হইলে অত্যন্ত, প্রায় অসহনীয় বেদনার
আক্রমণ সার্সার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রদর্শক বলিয়া গণ্য । এই বেদনা
সহ অনেক সময়েই যে প্রচণ্ড কুহন হয় তদ্বৎ প্রবলকুহন অল্প ঔষধে
বিরল । কখন কখন উপরি উক্ত লক্ষণ সহ রক্তমুক্ত মূত্রস্রাব
হয় । লিঙ্কশেষ্ট্রকের দ্রুতরোগে ইহা উপকারী ।
গ্রীষ্মের দিনে ইহার উদ্ভেদ ক্ষতে পরিণত হয় । পারদ ঘটিত
অস্থিবেদনা দিক্ততায় বদ্ধিত হইলে এবং পারদ, উপদংশ ও
অন্তঃপ্রবিষ্ট পুয়ধাতু হইতে উৎপন্ন শিরঃশূল মস্তক পশ্চাৎ হইতে চক্ষুতে
বিস্তৃত হইলে সার্সা তাহা আরোগ্য করিতে সক্ষম । উল্লেখিত মূত্রপ্রকৃতি;
শারীরিক, বিশেষতঃ গ্রীবার শীর্ণতা এবং বৃকের কুক্ষিতাব থাকিলে
শিশুক্ষারোগে ইহা উপকার করিতে পারে । এস্থলে ইহা
আলুডিন, নেট মিউ এবং এত্রটে সহ তুলনীয় । কামোন্তে-
জনা অথবা রজনীতে রেতঃক্ষরণ জন্ত অণ্ডকোষরজুর ক্ষীতি ও নিম্নপৃষ্ঠ হইতে
অণ্ডকোষরজু বাহিয়া নিম্নগামী বেদনা সার্সা আরোগ্য করিয়া থাকে ।

লেক্চার ৯৬ (LECTURE XCVI.)

ভ্যালেরিয়ানা (Valeriana.) ।

(ভ্যালেরিয়ানেসিজাতি ।)

সম্বন্ধ ।—ভ্যালেরিয়ানের কার্যপ্রতিবেদক—ক্যান্ফার, কফিয়া, পাল্‌স্‌ ।

সাধারণ ক্রিয়া ।—মস্তিষ্কমেরুমজ্জার ক্রিয়া দ্বারা ভ্যালেরিয়ান স্নায়ুতন্ত্রে স্নায়ুকেন্দ্রনিচয় আক্রমণ করিলে প্রবল স্নায়বিক উত্তেজনা উপস্থিত হয় । এই ক্রিয়ার ফল স্বরূপ যে স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রবণতা, বেদনা এবং আক্ষেপ উৎপন্ন হয় তাহাতে ভ্যালেরিয়ান-ক্রিয়ার প্রধান অঙ্গ গুল্মবায়ুরোগলক্ষণের আভাস পাওয়া যায় ।

লক্ষণ ।—অসাধারণ আনন্দানুভূতি । বৃদ্ধির অস্পষ্টতাব । প্রান্তি-মূলক চিহ্না বশতঃ রোগী মনে করে সে অথ কোন ব্যক্তি, তাহার স্থান করিবার জন্য শয্যার পার্শ্বে সরিয়া যায় ; রোগিণী মনে করে তাহার নিকট কোন জন্তু শয়ন করিয়া আছে, তাহাকে আঘাত করিতে পারে । মৃদু প্রলাপকালে অত্যন্ত উত্তেজনা ও কম্প উপস্থিত হয় । সম্পূর্ণ স্নায়ুগুল্মের কম্পান্বিততাব, ঝাঁকি, আনন্দ ও কম্প । শরীরের অনেক স্থানে ক্ষণস্থায়ী ঝাঁকির ঘায় আকৃষ্টতা ।

চিকিৎসা ।—গুল্মবায়ুরোগেই ভ্যালেরিয়ানা-নেত্র প্রধান প্রয়োগ দোষেতে পাওয়া যায় । এলোপ্যাথিমতে এরোগ চিকিৎসায় ইহা প্রধান অবলম্বন বলিলেও বোধ হয় অতুষ্টি দোষ ঘটে না । হোমিওপ্যাথি মতে স্থলবিশেষে ইহা বিলক্ষণ উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয় । আমাশয় হইতে কোন বিষবস্ত্র উৎখিত হওয়ার অনুভূতি

ইহার রোগের একটি প্রকৃষ্ট প্রদর্শক । স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রবণতালক্ষণে ইহা ট্যারেন্টুল্লা সহ তুলনীয় । ট্যারেন্টুল্লার ন্যায়ই ভ্যালেরিয়ানারোগী সর্বদা চঞ্চল থাকে বা শরীর চালনা করে ; কিন্তু এই শ্রম বশতঃ শিরঃশূল জন্মে ও সামান্য বেদনাতেই রোগী মুচ্ছা যায় । উপরিউক্ত “আমাশয় হইতে কোন উষ্ণ বস্তু উথিত হওয়ার অনুভূতি” লক্ষণে স্বাসকষ্ট উপস্থিত হয় ; ভীতি, কম্পভাব এবং জ্ব-কম্পও বর্তমান থাকে । ভ্যালেরিয়ানারোগীর স্নায়ুশৃঙ্খল অত্যন্ত উত্তোজিত থাকায় রোগীর মনোভাবের আনন্দময়তা, উল্লাস এবং গম্ভ-প্রিয়তার দিকে গতি থাকে । ইহাতে গুল্মবায়ুরোগের “গুল্ম বা শ্লোবাস হিষ্টেরিকাস” এবং রসবাতিক বেদনার প্রতিকৃতিবৎ নানাবিধ বেদনা উপস্থিত হয় । সুস্পষ্ট স্নায়বিক চাপ্তাণ্ডাল্য বা কম্পান্বিত ভাব এবং আশ্রয় হইতে উষ্ণ বস্তু উথিত হওয়ার অনুভূতিই ইহার বিশেষ প্রভেদক লক্ষণ । মানসিক ভাবের পর্যায়ক্রমিকতাও ইহার প্রধান স্থানীয় লক্ষণমধ্যে গণ্য । আক্ষেপ অপেক্ষা গুল্মবায়ু ঘটিত অভ্যাসগত মানসিক ও স্নায়বিক লক্ষণের পক্ষেই ইহা বিশেষ উপযোগী । কখন কখন রোগীর ব্রাণেন্দ্রিয়ের ব্রাণে অস্বাভাবিক অসহিষ্ণুতা থাকায় ব্রাণে মুচ্ছার ভাব জন্মে । শ্বাস, ফস, ইমে এবং নাকস ভ তুলনীয় ।

ল্যাম্বেন্স বা প্রুপ্রসী রোগবৎ লক্ষণও ভ্যালেরিয়ানায় দৃষ্ট হইয়া থাকে । ইহার প্রচণ্ড, আকুষ্ঠবৎ, তীব্রবিক্রবৎ এবং ঝাঁক লাগার গ্রায় অঙ্গবেদনা হঠাৎ উপস্থিত হইলে উপবেশনে বর্জিত ও চালনায় উপশ-মিত হয় ! রোগীর কটিদেশে টান লাগার অনুভূতি থাকে । ইহার হ্রাস-বৃদ্ধির কারণও অগ্রাগ্র অঙ্গবেদনার অনুরূপ । ফলতঃ এই সকল বেদনা গুল্মবায়ু লক্ষণ বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে ।

লেকচার ৯৭ (LECTURE XCVII.)

ককুলাস ইণ্ডিকাস্ (Cocculus Indicus.)।

(মিন্সপার্মেসি জাতি ।)

সম্বন্ধ।—ককুলাসের কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, ক্যাম, কুপ্রাম, ইয়ে, নাক্‌স্‌ ভ। ককুলাস্‌ যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—এল্‌কহল, ক্যাম, কুপ্রাম, ইয়ে, নাক্‌স্‌ ভ।

সাধারণ ক্রিয়া।—জৈবক্রিয়াসাধক যন্ত্রমণ্ডলে ককুলাস প্রগাঢ় ক্রিয়া প্রকাশ করিলে গতিদ-স্নায়ুসমূহের বিকার বশতঃ প্রথমে ইচ্ছানুগ পেশীমণ্ডলী এবং পরে চৈতন্যবিধায়িনী স্নায়ুশক্তি আক্রান্ত হইয়া থাকে। উপরি উক্ত উভয় প্রকার স্নায়ুশক্তির বিকলতার ফলস্বরূপ বথাক্রমে পক্ষাঘাত ও ধনুষ্ঠকারবৎ আক্ষেপ এবং শিরোরূর্ণন ও মস্তিষ্কের বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন হয়। স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ যে বিশেষ প্রকারের বিবমিষা ও মূচ্ছার ভাব উপস্থিত হয়, উপরি উক্ত শিরোরূর্ণন সহ তাহা “আর্গব-বমন বা সামুদ্রিক বিবমিষার” সাদৃশ্য প্রকাশ করে এবং তাহার সহিত শিরোরূর্ণন থাকুক বা না থাকুক তাহা নানাবিধ স্নায়বিক এবং গুল্মবায়ুলক্ষণের প্রতিকৃতি স্বরূপ প্রতীয়মান হয়; ককুলাসক্রিয়ার ইহাই বিশেষতা বলিয়া জানিতে হইবে। ইহা অধিকাংশ সময়ে স্ত্রীলোক ও শিশুরোগে উপযোগী।

লক্ষণ।

মন। অবিশ্রান্ত হঃখবিষয়ক চিন্তা, গীত গাহিতে অদম্য ইচ্ছা। স্নরণশক্তির অভাব। উৎকর্ষা, রোগী যেন কোন পাপকার্য্য করিয়াছে। রোগী সহজেই চমকিয়া উঠে।

মস্তক।—মত্ততাবৎ শিরোরূর্ণন; অথবা শয্যা হইতে উত্থান-

কালে বমনেচ্ছায়ুক্ত শিরোগূৰ্ণন ; শিরোগূৰ্ণনকালে মস্তকেৰ জড়তা নিবন্ধন বোধ যেন ললাটদেশেৰ পাশাপাশিভাবে এক খানি তক্তা রহিয়াছে, তাহাতে রোগী শয়ন কৰিতে বাধ্য । মস্তকে শূল ও ফাঁপাভাৱেৰ অন্তৰ্ভূতি । মস্তকেৰ বিশৃঙ্খলা ও অজ্ঞানভাব । বমনেচ্ছায়ুক্ত শিরঃশূল ।

চাপবৎ শিরঃশূলে বোধ যেন মস্তক ফিতা দ্বাৰা চাপিয়া বাঁধা অথবা স্কু বসাইয়া কশা হইতেছে । শিরঃশূলে বোধ যেন চক্ষু ছিঁড়িয়া বাহিৰ কৰা হইতেছে ।

নিদ্রা :—ৰাত্রি পাহাৰা, কাৰ্য্যসম্বন্ধীয় চিন্তা, উৎকণ্ঠা এবং অস্থিরতা প্রযুক্ত অনিদ্রা । শান্তিহীন নিদ্রা ।

স্নান্ধ ।—সামান্য শ্ৰমে অত্যন্ত দুৰ্বলতা নিবন্ধন কষ্টে স্থিৰভাবে দণ্ডায়মান হইলে রোগীৰ দুৰ্বলকৰ ঘণ্টা । রোগী সহজেই চমকিয়া উঠে ও কম্পনে প্রবণতা জন্মে । অস্থিরতা । উষ্ণই হউক, শীতলই হউক মুক্তবায়ুতে অসহিষ্ণুতা । রোগী এতই দুৰ্বল যে, বড় কৰিয়া কথা কহিতে পাৰে না । শৰীৰেৰ বাম পাৰ্শ্বেৰ অৰ্দ্ধাঙ্গ । অস্থিতে আঘাতিত হওয়ার তায়, ছিন্নবৎ ও গৰ্ভ কৰাৰ তায় পক্ষাঘাতিক বেদনা । শৰীৰেৰ চালনাৰ মুচ্ছাৰ ভাব এবং মুখমণ্ডলপেশীৰ আকাৰভ্ৰষ্টতা ।

গ্ৰীৱাপেশীৰ দুৰ্বলতা নিবন্ধন মস্তক ধারণেৰ অক্ষমতা । পদেৰ এবং হস্তেৰ পৰ্যায়ক্ৰমিক ঝিন্ঝিনি । আহাৰকালে হস্তেৰ কম্প । জাহ্নু ভাঙ্গিয়া পড়ে বলিয়া রোগী হাঁটিতে টলে । উপবেশনকালে পদতলেৰ ঝিন্ঝিনি ।

পৰিস্ৰাৱকহস্ত ।—অত্যধিক উদৰ স্ফীতি । আমাশয়স্থানে সংকুচিতবৎ খোঁচানিতে স্বাসাভাব ঘটে । প্রায় মধ্য রজনীতে বায়ু জত্র আক্ষেপিক উদরশূলেৰ বায়ুনিঃসরণে উপশম হয় না, এবং কাসিলে বৃদ্ধি । কুচকিদেহে অন্তৰুদ্ধি হওয়ার তায় বেদনায়ুক্ত ঠেলেমাৰা ।

স্ত্ৰীজন্মনেন্দ্ৰিয় ।—অতি শীঘ্ৰাগত ঋতুশ্ৰাবকালে উদরে খল্লী, স্ফীতি এবং শূল । ঋতুরোধ বশতঃ বন্ধে খল্লী এবং মুচ্ছাজনক বিবৰিষা ।

ঋতুস্রাবকালে এত দূর হ্রস্বলতা জন্মে যে রোগিণী কষ্টে দাঁড়াইতে বা কথা কহিতে পারে। ঋতুস্রাবের স্থলে সিরামরসের ত্রায় ষেতপ্রদরে পূরবৎ, হাজাকর ও তরল পদার্থ মিশ্রিত।

চিকিৎসা ।

শিরঃশূল বা হেডেক।—মস্তকপশ্চাতের শিরঃশূলে কক্কুলাস্ অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই শিরঃশূলের কণকণানি অতি তীক্ষ্ণ, ইহার সহিত প্রায়ই শিরোরোগবর্ণন থাকে এবং ইহা মস্তক-পশ্চাতের নিম্নাংশে আরম্ভ হইয়া গ্রীবাপশ্চাতে যায়। মস্তক অসাড়, শূণ্য এবং জড়ভাবাপন্ন বোধ হয় ও শিরোবর্ণন সহ অবিশ্রান্ত বিবমিষা থাকে। কোন প্রকার শকটারোহণ এই শিরঃশূলের কারণ। কক্কুলাস্ শিরঃশূলের একটি বিশেষ লক্ষণ “মস্তকপশ্চাতের অস্থি বা অক্সিপাট উন্মুক্ত ও বদ্ধ হওয়ার অনুভূতি” ক্যানাবিস ইণ্ডিকার প্রদর্শক, কিন্তু ক্যানাবিস ইণ্ডিকার শিরঃশূলের উপস্থিত-কালের অবিশ্রান্ত ভাবপ্রবণতা দি মানসিক লক্ষণ ইহাতে দৃষ্ট হয় না। ইহার শিরঃশূল প্রায় অবিশ্রান্তভাব ধারণ করে এবং তাহাতে বামচক্ষু ও ললাটের উচ্চতর স্থানে বেদনা থাকে। কক্কুলাস্ শিরঃশূলের মানসিক প্রমে বৃদ্ধি এবং গৃহমধ্যে ও বিশ্রামে উপশম হয়; রোগী অনবরত পশ্চাদ্গিকে মস্তক টানটান করে।

স্পাইন্যাল ইরিটেশন বা মেরুদণ্ডের উত্তেজনা।—কক্কুলাস্ রোটোপে কটিদেশে পক্ষাঘাতিক কণকণানি হয়; রোগী উদরে শূণ্য ও কিছু নাই নাই ভাব বোধ করে। ইহার অত্যন্ত লক্ষণমধ্যে গ্রীবার কাঠি, মস্তকে বেদনা, অনিদ্রা, ইন্দ্রিয়প্রাণের চৈতন্যাদিক, পুনঃ পুনঃ শিরোবর্ণন, অঙ্গনিচয়ের কম্প এবং চাপে মেরুদণ্ডের বেদনা প্রভৃতি প্রধান বলিয়া গণ্য।

সিকেলি—ইহাতে মেরুদণ্ড বা তাহার কণ্টকপ্রবর্দ্ধন চাপিলে বেদনা হয় ।

দুর্বলতা (Debility)।—অনিদ্রা বা রাত্রিজাগরণ বশতঃ মস্তিষ্ক-মেরুদণ্ডীয় স্নায়ুগুণের দুর্বলতায় ককুলাস উপকার করিয়া থাকে । নিদ্রার অভাবে রোগী অবসাদগ্রস্ত ও শক্তিহীন হইয়া পড়ে । রোগীর শুক্রবার জন্ত রাত্রিজাগরণের সহিত দুশ্চিন্তা থাকায় যে সকল ব্যক্তির দুর্বলতা জন্মে তাহাদিগের পক্ষেই ককুলাস বিশেষ উপযোগী ।

কল্‌চিকাম—দুর্বলতা সহ অজীর্ণ থাকিলে ।

সিন্‌নিহ্যাম—অপরিমিত কামসেবা জন্ত ক্লান্তি ও বলহানি জন্মে, রোগী শারীরিক বা মানসিক শ্রমে অশক্ত হয় । ত্বরিত বলহানি বটে ।

এনাকার্ড—অপরিমিত কামসেবা ও পাঠ জন্ত স্নায়বিক দৌর্বল্য । শরীর চালনা করিলেই রোগীর কম্প হয়, সে শয়ন করিয়া অথবা সর্বদা বসিয়া থাকিতে চাহে, এক থানি হাত নাড়িতেও কষ্ট বোধ করে ।

সি-সিক্‌নেস্ বা **আর্গব-বমন**।—অত্যন্ত বিবমিষা ককুলাস বমনের অত্যন্ত বিশেষতা । শরীর চালনা, শরীরাবস্থানের পরিবর্তন, বিশেষতঃ শকট অথবা নৌ-আরোহণে ভ্রমণ ইহার বমনের উত্তেজক । বিবমিষা সহ শিরোবুর্ণন থাকে ও মুচ্ছার উপক্রম হয় ।

উদরশূল বা **কলিক্**।—উদর স্পীত হইলে রজনীতে যে স্নায়বিক উদরশূল জন্মে তাহাতে ককুলাস উপকারী । ইহার ঋতুসংশ্লিষ্ট উদরশূল নিম্নোদর আক্রমণ করে এবং তাহাতে পুনরাক্রমণের প্রবণতা থাকে । শুষ্কবায়ু ঘটিত উদরশূলেও ইহা ফলপ্রদ ।

ইপ্রেসিভা—শুষ্কবায়ুরোগীর উদরশূলে নিদ্রা ভঙ্গ হয় ; মানসিক দুঃখ জন্ত উদরশূল ।

রক্তকৃচ্ছ্র, বাধক বা ডিস্মেনরিয়া ।—অত্যন্ত, অনিয়মিত এবং কষ্টকর ঋতুস্রাবে ককুলাস্ অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য । জরায়ুর খল্লী । প্রচুর ও চাপ চাপ রক্তস্রাবকালে কঠিন শিরঃশূল হইলে এবং সমুদ্রবিবমিষার ত্রায় আমাশয় ক্ষীত ও সংকুচিত হইতে থাকিলে ইহা উপকারী । এই রজোকৃচ্ছ্ররোগে কিঞ্চিৎ স্নায়ুশূল ও রক্তসঞ্চয়ের লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । আক্ষেপিক রক্তঃশূলে **ভেল্লুস** ১× ফলপ্রদ । **ইপ্রেসিসিয়ার** বাধকবেদনা সহ রজোকৃচ্ছ্র ঘটিত উদরশূল হয় অথবা নিম্নোদরে ঠেলমারা থাকে এবং ইহার গুল্মবায়ু ঘটিত প্রসববেদনাবৎ বেদনা চাপে উপশম পায় ।

প্রসবান্তিক বেদনা, ভ্যাডালিয়ার ব্যথা বা **আফ্টার পেইন্স** ।—বেদনা জরায়ু অপেক্ষা উদরে অধিকতর থাকিলে ককুলাস্, বেদনাকালে সরলান্ত্র ও মূত্রস্থালীতে চাপ হওয়ায় নিষ্ফল মলমূত্রবেগ হইলে নাকস্, জরায়ুর টাটানির নিবারণ জন্ত প্রচলিত নিয়মানুসারে **আর্গিনিকা** এবং আরোগ্যলব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া এ রোগে **অ্যান্থ্রক্সিলিন** প্রদত্ত হইয়া থাকে ।

লেকচার ৯৮ (LECTURE XCVIII).

ডায়স্কোরিয়া (Dioscoria.)।

(ডায়স্কোরিয়েসি জাতি ।)

সাধারণ ক্রিয়া :—গ্রন্থিল স্নায়ুগুণ দ্বারা নাভিদেশ আক্রমণ করিয়া ডায়স্কোরিয়া তাহাতে পিত্তশূলবৎ কঠিন উদরশূল উৎপন্ন করে। এই বেদনায় রোগীর দির্ভাজ হইবার প্রবৃত্তি এবং চাপে উপশমনের ধারণা থাকিলেও বস্তুতঃ তাহাতে বেদনার বৃদ্ধি এবং শরীর অধিকতর রূপে প্রসারিত করিলে তাহার বিশেষ উপশম হওয়ায় ইহা ইহার সমক্রিয় কলসিন্ধু হইতে প্রভোদিত হয়।

লক্ষণ :—মূখ হইতে জল স্রাব। অন্ন ও তিক্ত উদগার। প্রভূত পরিমাণ স্বাদহীন উদগার উঠিলে আমাশয়ের কষ্টের উপশম। বিবমিষা। আমাশয়ের অস্বাস্ত প্রযুক্ত মুচ্ছার ভাব। আমাশয়ে পুনঃ পুনঃ তীক্ষ্ণ বেদনা বশতঃ পরিত্যক্ত বস্ত্র শিথিল করিতে হয়। আমাশয়ে জ্বালা। আমাশয়স্থানে তীক্ষ্ণ কর্তনবৎ বেদনা।

যকৃৎ স্থানে কর্তনবৎ বেদনা। যকৃৎপ্রদেশে মূহ ও গুরুত্ববোধক চূর্ণ করার জ্বায় বেদনার সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি। পিত্তকোষপ্রদেশে মূহ ও কঠিন বেদনা। নাভি ও আমাশয়নিম্নদেশে অবিশ্রান্ত কষ্ট হইলে আমাশয় এবং ক্ষুদ্রান্ত্রে কতিপয় মিনিট পর পর কঠিন কর্তনবৎ ও উদরশূলের জ্বায় বেদনা। নাভিদেশে কামড়ানি এবং খল্লীবৎ বেদনা। অস্ত্রাভ্যন্তরে গড়গড় করিয়া ডাকিয়া প্রভূত পরিমাণ বায়ুনিঃসরণ। আহা়াস্তে উদরের বায়ুশূল জন্মে, কিন্তু প্রায় যকৃৎবিকার হয় না। দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ। অস্ত্রে মোচড়ানি ও তীক্ষ্ণ কর্তনবৎ বেদনা। অস্ত্র চাপে

বেদনায়ুক্ত থাকে এবং টাটায় । কুচকির বেদনা অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ।

প্রাতঃকালীন উদরাময়ে তাড়াতাড়ি শয্যাভ্যাগ করিয়া যাইতে হয় ।
প্রাতঃকালে অত্যধিক পাতলা এবং পীতবর্ণ মলত্যাগ ।

অবিশ্রান্ত উত্তেজনা বশতঃ পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোথান । পুংজনেন্দ্রিয়
শীতল ও শিথিল । অণ্ডবেষ্টক্কে ও জননেন্দ্রিয়ের কেশময় স্থানে চূর্ণক
ঘর্ষ । কামেচ্ছার হ্রাস । নিদ্রাকালে শুক্রক্ষরণ ।

চিকিৎসা ।

উদরশূল বা কলিক :—নাভিদেশের ও তৎসন্নিহিত
স্থানের অবিশ্রান্ত বেদনার আবেশে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ প্রকোপে
ডায়ক্সরিসিয়া উপকারী ; বায়ুর সঞ্চয় নিবন্ধন এই আক্ষেপিক উদরশূল
জন্মে এবং দেহ কঠিন রূপে বিস্তৃত করিলে তাহার
উপশম হয় ; কলসিন্ধু উদরশূল শরীর দ্বিভাঁজ
করিলে উপশমিত হইয়া থাকে । বেদনার উপরি উক্ত প্রকৃতি
থাকিলে পিত্তশূল, রসবাতিক শূল এবং স্নায়ুশূল
প্রভৃতি উদরের সর্ব প্রকার শূলেই ইহা ফলপ্রদ । বেদনা বিকীর্ণ হইয়া
বন্ধ এবং পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত যায় । অত্যধিক উদরশূল বর্তমান থাকিলে ইহা
বিশেষ প্রকারের উদরাময়ও আরোগ্য করিয়া থাকে ।

লেকচার ৯৯ (LECTURE XCIX.)

লবেলিয়া ইনফ্লেটা (Lobelia Inflata.)। ইণ্ডিয়ান
টুব্যাক ।

(লবেলিয়েসি জাতি ।)

সংস্কৃত :—লবেলিয়ার কাণ্ডপ্রতিষেধক—ইপিকা ।

সাধারণ ক্রিয়া ।—মানুষ মেরুমজ্জের স্নায়ুগুলে, বিশেষতঃ নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুতে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া লবেলিয়া প্রগাঢ় শক্তি-হীনতা, বিশেষ প্রকারের সর্বদাঙ্গী শিথিলতা, বক্ষের কষ্ট, এবং শ্বাসপ্রশ্বাস ও গলাধঃকরণক্রিয়ার প্রতিবন্ধকতা উৎপন্ন করে । উপরি উক্ত লক্ষণ-নিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমাশয়স্থানে কষ্টানুভূতি, বিবমিষা এবং বমন উপস্থিত হয় ; অবশেষে নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুব পক্ষাঘাত বশতঃ হৃৎপিণ্ড এবং শ্বাস ক্রিয়ার অভাব ঘটিলে কোল্যাপ্‌স বা পতনলক্ষণ এবং মৃত্যু হইয়া থাকে । স্বল্পমাত্রায় সেবন করিলে স্বরবন্ত্র ও বায়ুনলীর আক্ষেপ উৎপন্ন হয় বলিয়া উপরি উক্ত যন্ত্রের আক্ষেপিক রোগে, বিশেষতঃ তাহার সহিত বিবমিষা বর্তমান থাকিলে ইহা প্রয়োগোপযুক্ত ।

লক্ষণ ।—বক্ষের সংকোচন বশতঃ অত্যন্ত কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস । শ্বাস-কৃচ্ছ্র । আমাশয়দেশে দুর্বলতা ও চাপের অনুভূতির সহানুভূতি প্রযুক্ত হৃৎপিণ্ডের ঐরূপ কষ্ট । হৃৎপিণ্ডদেশের গভীর স্থানে সামান্য বেদনা । ক্ষণস্থায়ী অনুভূতি যেন হৃৎপিণ্ডের নিক্রিয় অবস্থা ঘটিবে, হৃৎপিণ্ডের উদ্ধাংশের গভীর দেশে বেদনা । সন্ধ্যাকালে নাড়ী দ্রুত, কিন্তু ক্ষুদ্র ও দুর্বল ; নাড়ী স্বাভাবিক হইতে ধীরতর ।

অবিশ্রান্ত ও প্রচণ্ড বিবমিষা । প্রাতঃকালীন বিবমিষা এক চোক জলপানেই দমন । বিবমিষাকালে মস্তকোপরি শীতল ঘন ।

আমাশয়ে অল্প জন্মে এবং আমাশয়োর্দ্ব্যকোটরস্থান কশিয়া ধরে । বুক-জালা করে ও মুখে জল উঠে ।

চিকিৎসা :—নানা প্রকার আক্সেপিক শ্বাসযন্ত্র-রোগে, বিশেষতঃ হাঁপানিতে বিবমিষা, বমন, অত্যন্ত বল-হীনতা এবং বক্ষের কষ্ট প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে লববেনলিয়া ফলপ্রদ । ইহার হাঁপানি রোগ অনেক বিষয়ে ইশিকারোগের তুল্য । ইহাতে বক্ষে যে কষ্ট ও দুর্বলতা থাকে আমাশয়োর্দ্ব্যকোটরস্থানের চাপানু-ভূতি তাহার মূল বলিয়া অনুমিত । বিবমিষা ও প্রচুর মুখলালার স্রাব । রোগাক্রমণের পূর্বে সম্পূর্ণ শরীরের মধ্যদিয়া এক প্রকার বেঁধাবৎ অনু-ভূতি । ইহা বায়ুনগীসস্বকীয় বা ব্রংকিয়াল পচা-শ্লেষ্মায়ুক্ত বা সেপটিক (Septic) হাঁপানিরোগের বিশেষ উপকারী ঔষধ । ইহার অতিশয় কষ্টজনক শ্বাসপ্রশ্বাস শরীর চালনায় উপশমিত হয় । ইশিকার প্রশ্বাস অতীব কষ্টকর থাকে এবং বমন হইলে তাহার উপশম হয় । আর্সেনিকে হাঁপানি রজনী দ্বিতীয় প্রহরের পরে আক্রমণ করে ।

অতি কঠিন প্রকৃতির বমনরোগে লববেনলিয়া আমাদিগের সাহায্য করিয়া থাকে । বমনকালে মুখমণ্ডল প্রচুর ও শীতল ঘর্মসিক্ত হয় ও প্রভূত মুখলালা ঝরে । গর্ভাবস্থার কথিত প্রকারের বমন ইহা আরোগ্য করিয়াছে । বিবমিষা, প্রচুর ঘর্ম এবং স্পষ্ট দুর্বলতা সহ পুরাতন বমন-রোগে ক্ষুধা ভাল থাকিলে ইহা উক্ত বমন আরোগ্য করিয়া থাকে ।

লেখকতার ১০০ (LECTURE C.)

ফাইটলেকা ডিকেণ্ড্রা (Phytolacca Decandra.)।

(ফাইটল্যাকেসি জাতি।)

উপচয় :—সর্বস্থলেই রজনীতে ও সিক্তদিনে বেদনার বৃদ্ধি।

উপশম :—অধিকাংশ লক্ষণেরই শমনাবস্থায় উপশম; মুক্ত বায়ুতে বেদনার হ্রাস হয়। সম্ভ্রম :—ফাইটলেকার কার্যপ্রতিষেধক—
দ্রবুঃ এবং লবণ; ইথের, সালফ। বিষমাত্রার—ওপিয়াম ও কফি।

সাধারণ ক্রিয়া :—ফাইটলেকার প্রধান ক্রিয়া গ্রন্থিমণ্ডলে, বিশেষতঃ গলাভ্যন্তরের গ্রন্থি ও স্তনে এবং রসঝিল্লি, তন্তু এবং শ্লেষ্মিকঝিল্লি-উপাদানে হইয়া থাকে। কিডনিতে ইহার ক্রিয়া হওয়ায় শরীরে লিথিক এসিডের বৃদ্ধি হয়। অস্থিবেষ্টঝিল্লি ও ত্বকে ইহা যে ক্রিয়া প্রকাশ করে তাহার ফল পারদ, আয়ডাইড অব পটাসিয়াম এবং উপদংশ ক্রিয়াফলের সমান। উপরিউক্ত ক্রিয়া মূলতঃ প্রদাহিক অবস্থা উৎপন্ন করে; এই প্রদাহ তন্তুউপাদানে রসবাতের প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, শ্লেষ্মিক ঝিল্লি এবং গ্রন্থিউপাদানে ক্ষত ও পুয়োৎপাদনপ্রবণতা বিশিষ্ট হয়। আমাশয় এবং অন্ত্রে ইহার গভীর ক্রিয়া নিবন্ধন বমন এবং বিরেচন হইয়া থাকে। ইহাতে শরীরের বসাইপাদানের ক্ষয় হয়, পুয়জননক্রিয়া ক্রত হইতে থাকে এবং পুয় জলবৎ, দুর্গন্ধময় ও রসানির ভাব ধারণ করে; অস্থি প্রদাহযুক্ত এবং ক্ষীণ হয়।

লক্ষণ।

স্বাস্থ্য :—পেশীর পক্ষাঘাতিক অবস্থা নিবন্ধন অত্যন্ত বলক্ষয় ও শয্যাগতভাব। জজ্বার দৌর্বল্য ও গুরুত্ব জন্মিলে রোগী চলিতে টলে।

পর্যায়ক্রমিক ধনুষ্ঠকারবৎ আক্ষেপ এবং শিথিলতা পেশীমণ্ডল অনমনীয় ।

নাসিকা।—নাসারবন্ধ রুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত জলবৎ তরল স্রাবের ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকে । উগ্র স্রাবে হাজা জন্মে ।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—হৃৎশূলে হৃৎপিণ্ড প্রদেশে হঠাৎ বেদনার আক্রমণ ; বেদনা দক্ষিণ বাহুমধ্যে যায় । হৃৎপিণ্ড সন্নিহিত স্থানের চালনাশক্তির অভাব বশতঃ নিদ্রা ভঙ্গ হয়, আর নিদ্রা হয় না । বক্ষে, বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে অত্যন্ত উত্তেজনা হওয়ায় নাড়ী ক্ষুদ্র, অনিয়মিত, কখন বা পূর্ণ কিন্তু কোমল থাকে ।

মুখগহ্বর ও গলমধ্য।—জিহ্বা অত্যন্ত কর্কশ ; শুভ্র এবং রসবিধিকায়ুক্ত পার্শ্ববিশিষ্ট ; তাহার অগ্রভাগ লাল থাকে । গলাধঃকরণক্রিয়াকালে জিহ্বামূলে অত্যন্ত বেদনা । প্রচুর লাল-স্রাব ; লাল আটা জ্বষৎ পীত, দড়ি দড়ি ও ধাতুবৎ স্বাদবিশিষ্ট থাকে । গলা ক্ষতবিশিষ্ট, গলগহ্বর রক্তাধিকায়ুক্ত, কৃষ্ণলোহিত ও শুষ্ক ; টন্সিল-গ্রন্থি ক্ষীত । গলক্ষত জন্মিলে প্রাতঃকালে উপজিহ্বা ক্ষীত হয় এবং গলগহ্বরে ঘন, শুভ্র এবং পীতবর্ণ শ্লেষ্মা জন্মে । গিলিবার সময় বোধ হয় যেন গলদেশে কোন বস্তুখণ্ড আছে, মস্তক বামপার্শ্বে ফিরাইতেও ঐ রূপ বোধ । গলদেশ ও টন্সিলগ্রন্থিতে কাঁচা ও চাঁছাবোধ । গল-মধ্যে শুষ্কতা, টাটানি ও জ্বালা সহ চন্‌চনি এবং কর্কশভাব । গলমধ্যে কর্কশভাব বশতঃ কাসির উদ্রেক ও গলা পরিষ্কার করার জন্য গলার্থীকর দিবার ইচ্ছা । গিলিতে কষ্ট হয় এবং প্রত্যেক বার গিলিবার চেষ্টাকালে অতি যন্ত্রণাপ্রদ বেদনা তীব্রবেগে উভয় কর্ণ ভেদ করিয়া খাবিত হয় ।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবার দক্ষিণ পার্শ্বের গ্রন্থিতে কাঠিন্য । রজনী হই প্রহরের পর গ্রীবার কাঠিন্য জন্মিলে দক্ষিণ পার্শ্বে তাহা

অধিকতর থাকে এবং শয্যায় তাহা বর্দ্ধিত হয় । প্রত্যেক দিন প্রাতঃ-
কালেই পৃষ্ঠ অত্যন্ত অনমনীয় থাকে । কটি এবং কটিপশ্চাতে অবিশ্রান্ত,
মৃদু ও গুরু বেদনা । কটিপশ্চাৎ হইতে তীরবেধবৎ বেদনা দুই হিপসন্ধি
বহিয়া নিম্নে যায় ।

অচ্ছাদি ।—বাহু এবং হস্তে রসবাতিক বেদনা । উভয় উরুর
বহিঃপার্শ্বে স্নায়ুশুলের বেদনা । নিম্নাঙ্গে রসবাতিক বেদনা । জজ্বায়
ক্ষত ও গুটি বা নোড । প্রত্যেক রজনীতে জজ্বার বৃহদস্থি বা টিবিয়ার
অস্থিবেষ্টিক্লিষ্টে বেদনা । শরীরের নানা অংশে স্ফিটবেধবৎ বেদনা সকল
সময়েই বাহু হইতে অভ্যন্তর পার্শ্বে যায় ও বহির্দেশে অবস্থিতি করে । বেদনা
সর্বদাই বহিরাংশে থাকে ।

অক্ষক ।—অনতিপুরাতন ও পুরাতন (সেকেণ্ডারি ও টার্সিয়ারি)
উপদংশজ উদ্বেদ এবং ক্ষত । শব্দযুক্ত উদ্বেদ ; মস্তকত্বকে কীটজ উদ্বেদ ;
লুপাস্ বা বিশেষপ্রকারের ছুষিত ক্ষত ; ক্ষত ।

চিকিৎসা ।

ধনুষ্ঠকার বা টিটেনাস ।—ফাইটলেকার ধনু-
ষ্ঠকাররোগে হস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ এবং পদাঙ্গুলি সঙ্কুচিত হয় ; ওষ্ঠ উন্টাইয়া
দায় এবং তাহার কোণ উর্দ্ধে আকৃষ্ট হওয়ায় দন্ত বাহির হইয়া পড়ে ; এ
লক্ষণে ইহা ক্যান্সার ও স্ট্রীক্‌নিয়া সহ তুলনীয় । মুখমণ্ডলপেশীর
পর্যায়ক্রমিক আক্ষেপ ও শিথিলতা ।

টন্সিলগ্রন্থিপ্রদাহ বা টন্সিলাইটিস্ ।—কৌষিক
বা ফলিকুলার টন্সিলগ্রন্থিপ্রদাহে ফাইটলেকা বিশেষ উপকারী
ঔষধ । ইহাতে জিহ্বামূলে বেদনা থাকে অথবা গিলিবার সময় তাহা কণ
পর্য্যন্ত যায় । টন্সিলগ্রন্থি বিবর্দ্ধিত ও নীলবর্ণ সন্নিহিত শরীর্যাংশ

কৃষ্ণনীল এবং গলমধ্য অত্যন্ত শুষ্ক, জ্বালাময় চ্চননিযুক্ত ও জ্বালা-
বিশিষ্ট থাকে ।

ইগ্লেসিয়া :—ডাং র ইগ্লেসিয়াকে কৌষিক টনসিলগ্রন্থিপ্রদাহের
অমোঘ ঔষধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । ইহাতে টনসিলের উপরিভাগে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও ঈষৎ পীতভক্ত ক্ষত জন্মে এবং গলমধ্যে ছিপি থাকার
অনুভূতি গলাধঃকরণাতিরিক্ত সময়ে বর্জিত হয় ।

গলক্ষত বা সোরথোট :—ফাইটলেঙ্কার গল-
ক্ষতে গলা কাল্চেবর্ণ ও টনসিল কৃষ্ণলোহিত হয়, গলা টাটায় এবং গলাধঃ-
করণে জিহ্বামূলে বেদনা লাগে ; আনুষঙ্গিক লক্ষণরূপে পৃষ্ঠ এবং
অঙ্গনিচয় কনকন করে । অনেক সময়েই ইহাতে গলার দক্ষিণ পার্শ্ব
আক্রান্ত হয় । গলনীর পুরাতন কৌষিক প্রদাহ বা ফলিকুলার
ফ্যারিঞ্জাইটিসরোগে সর্বদা গলা খাঁকর দিয়া গলা পরিষ্কার করিবার
প্রয়োজন হইলে অথবা গলায় উষ্ণ পিণ্ড থাকার অনুভূতি তপ্ত পানীয় পানে
বর্জিত হইলে ইহা উপকারী । তরুণ গলক্ষত রোগে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ পান
করিতে গলমধ্যে অগ্নির গোলা প্রবেশের অনুভূতি থাকায়
আমরা রোগ ফাইটল দ্বারা আরোগ্য করিয়াছি ।

প্র্যাফাইটিস :—পুরাতন গলক্ষতরোগে গলমধ্যে পিণ্ড থাকার
অনুভূতি ।

বাপ্টিসিয়া :—ক্ষতযুক্ত গলপ্রদাহের কণ্ঠ স্থান হইতে তর্গাক
নির্গত হইলে । ক্ষতের অত্যন্ত পচিতাবস্থাই ইহার প্রদর্শক ।

নেট্রাম্ আস :—শব্দেরগৃহের বাষ্প ঘটিত গলক্ষত ।

ডিফ্ থিরিয়া বা মারাত্মক গলক্ষত :—নিম্নলিখিত
লক্ষণযুক্ত ডিফ্ থিরিয়া রোগে ফাইটলেঙ্কা ফলপ্রদান করে,—গলমধ্য
অত্যন্ত প্রদাহযুক্ত ও ক্ষীত ; গলদেশ এতাদৃশ টাটানিযুক্ত ও স্পর্শসহিষ্ণু
যে, কোন বস্তু গলাধঃ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে ; বেদনা তীরবেগে কর্ণে

প্রবেশ করে; জিহ্বা পুরু লেপযুক্ত থাকে ; দুর্গন্ধ প্রশ্বাস বায়ু; স্ফীত গ্রন্থি; নাড়ী দুর্বল, দ্রুত ও উষ্ণতাবুক্ত ; এবং গলদেশে দীর্ঘ ধূসবর্ণের কিল্লি । পৃষ্ঠবেদনা, সম্পূর্ণ শরীরের কনকনানি এবং প্রগাঢ় দুর্বলতা ইহার আনুষঙ্গিক ও বিশেষ লক্ষণ রূপে বর্তমান থাকে । রোগের আরম্ভে দীর্ঘ শীত এবং পালমস্ট্রেয় জ্বালা ইহার প্রদর্শক । ডাং বাট ও ডাং বেজ্ ইহার মূল অরিষ্ট আভ্যন্তরীণ এবং কুলকুচারূপে বাহ্য প্রয়োগের জগ্ৰ ব্যবহার করিতে বলেন । উপরি উক্ত লক্ষণ থাকিলে ইহা অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হয় ।

স্তনরোগ বা ম্যামারি ডিজিজ্—স্তনের উত্তেজনা-প্রবণ অর্ক্য়দে রোগে ফাইটল উপকারী ; স্তন্য পান করাইতে স্তন অত্যন্ত স্পর্শসহিষ্ণু, এবং অত্যধিক দুগ্ধের ক্ষরণ । সহজেই স্তন চাপ বাধিয়া কঠিন (calc) হইয়া যায় ও পাকে ; একপাবস্থায় কোন ঔষধই ইহার সমকক্ষ নহে ; স্তনাগ্র হইতে বেদনা সম্পূর্ণ শরীরে প্রসারিত হইয়া পড়ে । স্তনাগ্রের টাটানিস্কৃত কাটা রোগে ইহা প্রাফল্য ও হিম্পার সহ তুলনীয় । স্তনের রোগে সম্পূর্ণ শরীরের কনকনানি ইহার প্রদর্শক স্থানীয় ।

ক্রটন টি—স্তনাগ্র হইতে বেদনা স্কন্ধমধ্যে যায় ।

ফেলোজিড্রাম্—স্তনাগ্রে স্থচিবোধন বেদনা এবং দুগ্ধবহা নলী বহিয়া বেদনা ।

মিউরেক্স্—ডাং জসেট্ ইহা দ্বারা স্তনের অর্ক্যুদের বেদনা, বিশেষতঃ তাহার পাতুশ্রাবকালে বৃদ্ধি হইলে আরোগ্য করিয়াছেন ।

রসবাতরোগ বা রিউম্যাটিজম্—উপদংশদোষযুক্ত রসবাতরোগেই ফাইটলের বিশেষ ক্রিয়াক্ষেত্র । জাহুসন্ধি ও কহুইসন্ধির অধঃদেশের বেদনাতেই ইহা বিশেষ উপকারী ঔষধ । পেশী

কঠিন ও অকর্ষণ্য ; বেদনা ছুটিয়া বেড়ায় এবং রজনীতে, বিশেষতঃ আর্দ্র দিবসে বৃদ্ধি হয়। স্নায়ুবেষ্টবিাল্লির এবং অস্থিবেষ্টবিাল্লির, ফলতঃ তন্তুউপাদান মাত্রেরই রসবাতরোগে ফাইটল ফলপ্রদ ঔষধ। স্কন্ধ এবং বাহুর রসবাতরোগে, বিশেষতঃ তাহা উপদংশ সংশ্লিষ্ট হইলে ইহা উপযোগী।

কেলি হাই—ইহাও সন্ধির, বিশেষতঃ জাহ্নুসন্ধির রসবাতরোগে উপকারী। জাহ্নু ক্ষীত হয়, টিপিলে লেইর ত্রায় অনুভূতি দেয় এবং বেদনা রজনীতে বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ রোগসহ উপদংশ অথবা পারদের সংশ্লিষ্টতা থাকে।

মাকু'রিসাস—ইহার রসবাতরোগে প্রচুর ঘর্ষ হয় এবং তজ্জন্তু এবং রজনীতে রোগ বৃদ্ধি পায়।

সিলিসিসিয়া—ইহা বংশানুক্রমিক রসবাতরোগের ঔষধ। বেদনার রজনীতে ও রুগ্ন শরীরস্থান অনাবৃত করিলে বৃদ্ধি এবং তাপে হ্রাস হয়।

উপদংশ বা সিম্ফিলিস্—অনেক লক্ষণ দ্বারা ফাইটলেনের উপদংশ সংশ্রব প্রকাশিত হয়, কিন্তু উপদংশজ রসবাতরোগেই ইহার বিশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে ; অস্থি সহ পেশীর সংযোগস্থান বেদনাক্রান্ত হয় ও বেদনার রজনীতে এবং আর্দ্র দিবসে বৃদ্ধি হয়। স্ট্যাফিসেগ্রিয়ার উপদংশলক্ষণ জননেজিয় সন্নিহিত স্থানে কোমল ও সিক্ত উপমাংস এবং শুষ্ক চর্মকীল দ্বারা, সিলিসিসিয়ার তাহা জননেজিয়দেশে পুয়জনক রোগ দ্বারা, এবং শুল্ক পুয়মেহনাশক ঔষধ হইলেও উপদংশরোগগ্রস্ত লিঙ্গমুণ্ড ও লিঙ্গবেষ্টকে প্রাণী উপমাংস অথবা শুভ্র ও কোমল ক্ষত দ্বারা প্রকাশিত হয়।

লেকচার ১০১ (LECTURE CI.)

ইস্কুলাস্ হাইপক্যাস্টেনাম (*Aesculus Hypocastanum.*)

(ত্রাপিগ্যাসি জাতি ।)

সাধারণ ক্রিয়া :—ইস্কুলাসের মৌলিক ক্রিয়ায় যকৃৎ এবং যকৃচ্ছিন্ন বা পোর্টালশিরামণ্ডলী আক্রান্ত হওয়ায় তাহাদিগের রক্তাধিক্য উৎপন্ন হয় । গোণভাবে ইহাতে কোলন, সরলান্ত্রপথ এবং মলদ্বারের প্রাতি-
গ্রাযিক প্রদাহ জন্মে । অশ সংক্রান্ত রক্তবহানাড়ী অতিশয় রক্তপূর্ণ হইলে অতীব গুরুতর অবস্থার অর্শের উৎপত্তি হয় । নিম্নপৃষ্ঠ এবং কটি-
পশ্চাতে কঠিন কনকনানি বেদনা ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য ।

লক্ষণ ।

শ্রাবু : বাহু, জঙ্ঘা এবং মেরুদেশে পক্ষাবাতিক অনুভূতি । রোগী মুচ্ছার ভাব এবং দুর্বলতা বোধ করে ; ক্রান্তি এবং আমাশয়ে মুচ্ছার ভাব ।
নায়ুশুলের বেদনা দ্বারিত স্থান পরিবর্তনশীলতা প্রকাশ করে ।

স্বরযন্ত্র :—স্বরযন্ত্রদ্বারের এবং স্বরযন্ত্র-গলগহ্বরের শৈথিল্যবিধির
শুদ্ধতা বোধ । স্বরভঙ্গ ।

গলমধ্য :—গলমধ্যে শৈত্যসংস্পর্শবৎ শুষ্কতা ও ককর্শতা বা
অবদারণভাব এবং জ্বালা । গলগহ্বরে সংকোচন বোধ । গলাধঃকরণ
কষ্টকর ; গলমধ্যে শুষ্কতা জন্মিলে গেলার ইচ্ছা হয় ।

মল এবং মলদ্বার :—সরলাস্ত্রে সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শলাকা-
পূর্ণবৎ এবং শুষ্কভাবে অস্বাস্ত । সরলাস্ত্রে টাটানি এবং তাহাতে ও
মলদ্বারে জ্বালা, চুলকনা এবং পূর্ণতা বোধ । অশ চীনেবাদামের ত্রায় ও
বেগুণে রঙের ; অর্শে জ্বালাযুক্ত বেদনা ; তাহা সাধারণতঃ অস্রাবী ; পৃষ্ঠে
কনকনানি এবং খঞ্জতা বা তীরবেধবৎ বেদনা ; মলদ্বার স্থলিত বোধ ।

মলত্যাগান্তে সরলান্ত্রে জ্বালা । নিষ্ফল-মলবেগ । স্থূল, কঠিন এবং শুষ্ক
বিষ্ঠার কষ্টে ত্যাগ ; মলত্যাগান্তে মলদ্বার স্থলিত বোধ ।

পৃষ্ঠ :—পৃষ্ঠের অবিশ্রান্ত কনকনানি, কটিপশ্চাৎ এবং হিপসন্ধি
আক্রমণ করে, ভ্রমণে ও সম্মুখে নত হইলে তাহার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং
রোগী উপবেশন করিলে কচিৎ উঠিতে পারে । ভ্রমণকালে পৃষ্ঠ শক্তিহীন
হইয়া পড়ে । ভ্রমণকালে নিম্নপৃষ্ঠে এবং হিপসন্ধিতে ছিন্নবৎ বেদনা । স্বক-
্ষয়ের মধ্যবর্তী স্থানে কনকনানি ।

চিকিৎসা :—অর্শ—যকৃৎ শিরার অথবা উদরের শোণিতাধিক্য
বশতঃ অর্শরোগে ইস্কুল্যাস বিশেষ উপযোগী ঔষধ । এই অর্শ হইতে
রক্তস্রাব হউক বা না হউক সরলান্ত্রে সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
শলাকা থাকার অনুভূতি সর্বস্থলেই প্রদর্শক স্থানীয় । ইহার
অগ্রাচ্ছ লক্ষণ মধ্যে কটিদেশের কনকনানি, বহিনিষ্কাশ্য, বেগুণে রক্তের
অর্শ সহ নিম্নপৃষ্ঠ ও কটিপশ্চাতে বেদনা এবং যকৃৎপ্রদেশে পূর্ণতা প্রধান
স্থান অধিকার করে । পোর্টালশিরামণ্ডলীর রক্তাধিক্য নিবন্ধন অর্শরোগ-
চিকিৎসায় ডাং হিউজ নাক্স ত এবং সাল্ফারের পক্ষপাতী ।

পাল্‌স—ইস্কুল্যাসের পরে প্রযোজ্য । স্থূল রক্তাধিক্য
ও অভ্যন্তরীণ ইহার অস্বাবী অর্শের কারণ । উচ্চ ক্রমে ফলপ্রদ ।

পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধ জগু অর্শ ইস্কুল্যাস আরোগ্য করিতে পারে ।

পৃষ্ঠস্থূল বা ব্যাকেক্ :—অনেক সময় ইস্কুল্যাস দ্বারা
পৃষ্ঠবেদনার উপকার হইয়া থাকে । ইহার বেদনারও সিম্পির বেদনার
তায় ভ্রমণে বৃদ্ধি হয় । অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় পৃষ্ঠবেদনাও ভ্রমণে এবং দেহ সম্মুখে
নত করায় বর্ধিত হইলে অনেক সময়ে ইহা দ্বারা আরোগ্য হয় ।

লক্ষণানুসারে ইস্কুল্যাস স্বরষভের প্রাতিশ্রুয়িক
প্রদাহ এবং গলনলীপ্রদাহে উপকারী ।

লেকচার ১০২ (LECTURE CII.)

ড্রসিরা রটাণ্ডিফলিয়া (*Drosera Rotandifolia.*)।

(ড্রসিরেসি জাতি ।)

সম্বন্ধ :- কার্য্যপ্রতিষেধক—কাম্ফর।

সাধারণ ক্রিয়া :- নিউমগ্যাষ্ট্রিকনায়ুতে ক্রিয়া প্রকাশ দ্বারা ড্রসিরা অতি প্রবলরূপে শ্বাসযন্ত্র আক্রমণ করিলে বিশেষ ফলস্বরূপ যে, আক্কেপিক কাসি উৎপন্ন হয় তাহা ছুশ্বদককাসির প্রতিকৃতি বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। ইতর জন্তুতে ইহা শুটিকোৎপাদক-রোগ বা টুবাকুলসিস্ উৎপন্ন করিয়াছে।

লক্ষণ—শ্বাসযন্ত্র :- শ্রাবী অথবা অশ্রাবী নাসিকাসন্ধিতে বারম্বার হাঁচি ; শ্বাসপ্রশ্বাসকালে স্বরযন্ত্রে ঘৃষ্টবোধ। স্বরভঙ্গ এবং অতি মৃদু স্বর। শ্বাসযন্ত্রে কষ্টানুভূতি ; কথা কহিলেই কণ্ঠার সংকুচিতভাব ; ভ্রমণকালে শ্বাসকচ্ছ হয় না। কথা কহিলে বক্ষ ও কণ্ঠ লক্ষণের বৃদ্ধি। কাসির আক্রমণপরম্পরা এত প্রচণ্ডতা সহ হইতে থাকে যে রোগী ক্রিচ্ছিন্ন শ্বাস গ্রহণে সমর্থ হইয়। স্বরযন্ত্রে বিড়বিড় বশতঃ কাসির উদ্বেক হইলে স্বরযন্ত্রে কোন কোমল বস্তু থাকার অনুভূতি হয় এবং খোঁচার ভায়ে বেদনা গলনিম্নগহ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে যায়। সন্ধ্যাকালে শয়নের অব্যবহিত পরে এবং রজনীতে কাসি হওয়ায় ২টা রজনীতে নিদ্রাভঙ্গ। শুষ্ক আক্কেপিক কাসিতে বমনের ইচ্ছা। কাসির সময়ে এবং পরে ভুক্ত বস্তুর বমন। কাসিলে পূষবৎ অথবা রক্তময় গয়ার উঠে।

গলগহ্বরের গভীর দেশে এবং উপজিহ্বায় কর্কশ ও শুষ্ক বোধ জন্ম

হক্ হক্ কাসি হইলে পীতবর্ণ শ্লেষ্মা নিষ্ঠূত হয় এবং স্বরভঙ্গ থাকিলে, গভীর স্বরে কথা কহিলে এবং কাসিলে বক্ষের কষ্ট হওয়ায় বোধ হয় যেন তাহাতে বায়ু বদ্ধ হওয়ায় নিশ্বাস ফেলিতে পারা যাইতেছে না । কাসিলে ও শ্বাসপ্রশ্বাসে বক্ষপেশীতে স্থচিবোধবৎ বেদনার চাপে উপশমন, রক্ত কাসি ।

চিকিৎসা—**হুপিংকককাসি বা হুপিংকফ**—**ড্রসিরা** হুপিংকককাসির অত্যন্ত প্রধান ঔষধ বলিয়া বিবেচিত । ইহাতে খেউ খেউ করিয়া এত শীঘ্র শীঘ্র কাসি হইতে থাকে যে রোগী শ্বাস গ্রহণের সময় পায় না । সন্ধ্যাকালে কাসির বৃদ্ধি । রোগী গয়ার উঠাইবার যতই চেষ্টা করুক না কেন তাহা বমনবেগ ও বমনে পর্যাবসিত হয় । বিশেষ করিয়া মধ্যরজনীর পরে কাসির বৃদ্ধি হইলে শিশু কাসির সময় আমাশয়দেশ চাপিয়া ধরে । ডাং বেজ বলেন, “হুপিংকানির চিকিৎসাপযোগী আমাদের যত ঔষধ আছে তন্মধ্যে **ড্রসিরা** সর্বাপেক্ষা অধিকতর উপকারী ।” মহাত্মা হানিমান বলিয়াছেন, “**ড্রসিরা** ৩০ দ্বারাই প্রায় প্রত্যেক হুপিংকাসিরোগ আরোগ্য হইতে পারে ।” ফলতঃ তাহা প্রমাণিত হয় নাই । কিন্তু ডাং বেজের মতানুসারে ইহার ১× প্রয়োগে আমরা সর্বোচ্চ ফল পাইতে পারি । উপসর্গহীন রোগে ইহা কার্য্যকরী । ইহা দেশব্যাপী (epidemic) রোগে সর্বত্র ফলপ্রদ নহে ।

যক্ষ্মাকাসির রোগীদিগের **অ্যাক্সেন্সিক কাসি**র সন্ধ্যাকালে, সম্ভবতঃ পুনর্ব্বার মধ্য রজনীর পরে বৃদ্ধি হইলে এবং গয়ার তুলিবার চেষ্টা করিলেই তাহা বমনের বেগে ও বমনে শেষ হইলে **ড্রসিরা** উপকারী ।

লেকচার ১০৩ (LECTURE CIII.)

আর্জেন্টাম্ মেটালিকাম্ (Argentum Metallicum.)

সম্বন্ধঃ—আর্জেন্টাম্ যাহার কার্যের প্রতিষেধক—মার্ক্যারির।
আর্জেন্টামের কার্যের প্রতিষেধক—মার্ক, পাল্‌স্।

সাধারণ ক্রিয়াঃ—পরিপাকযন্ত্রপথ, শ্বাসযন্ত্রপথ এবং জননেন্দ্রিয়-মূত্রপথের শৈথিল্যকবিল্লি, ও সন্ধিতে এবং তাহাদিগের গঠনো-পাদান—অস্থি, উপাস্থি ও বন্ধনী প্রভৃতিতে, উপাস্থির উপরিভাগে, কর্ণের উপাস্থিতে এবং ইউষ্টেচিয়ান টিউব বা নলী, নাসিকা ও উপ-পর্ন্তকা প্রভৃতিতে আর্জেন্টাম্ মেটালিকাম্ প্রধান ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহা মেরুমজ্জের স্নায়ু আক্রমণ করায় শরীরের বহুবিধ স্থানে বেদনা এবং পেশীর আক্ষেপ প্রবণতা উৎপন্ন হয়। ইহা গ্রন্থি যন্ত্র ও হৃৎপিণ্ডেও ক্রিয়া প্রকাশ করে।

লক্ষণঃ—ভ্রমণের পর শক্তিহানি ঘটে ; অসাধারণ ক্লান্তি জন্মে। অত্যন্ত শ্রান্ত হওয়ায় রোগী শয়ন করিতে ও নিদ্রা যাইতে বাধ্য। শরীরাত্যস্তুরীণ যন্ত্রনিচয়ে টাটানি ও আবদারণভাব। প্রাতঃকালে নিদ্রা ভঙ্গে দৌর্জলা বোধ। রোগী রজনীতে অস্থির থাকে। মৃগীবৎ সর্কাস্ট্রীণ আক্ষেপের পর প্রিন্সিপাল্লুস্ত ক্রোশ, লক্ষ্যবান্ধ, এবং নিকটস্থ ব্যক্তিকে প্রহার। রোগাক্রমণ প্রতিদিন অপরাহ্নে প্রত্যাবর্তন করে। পদের ক্ষুদ্রাস্থিনিচয়ে ছিন্নবৎ বেদনা।

কাসলে স্বরযন্ত্রের উদ্ধাংশে অবদারণভাব এবং টাটানি, গলাধঃকরণ কালে তদ্রূপ হয় না। ইহার স্বরভঙ্গ প্রধানতঃ গীতব্যবসায়ী ও বক্তা প্রভৃতির মধ্যেই অধিকতর দেখিতে পাওয়া যায়। স্বরযন্ত্রে খেতসার

(এরাক্রট আদি) সিদ্ধবৎ প্রচুর শ্রাব থাকিলে সহজে উঠান যায় । শ্বাস-
নলীদ্বিখাখস্থলে (at the bifurcation of the trachea) অবদা-
রণভাব এবং স্বরভঙ্গ, স্বরের ব্যবহারে বর্দ্ধিত ।

পুনঃপুনঃ মূত্রত্যাগেচ্ছার সহিত প্রচুর, ঘোলাটে ও মিষ্ট-
স্রাবস্বত্বে মূত্রশ্রাবের রজনীতে বৃদ্ধি ।

বাম অণ্ডাধার ও কটিতে স্ফুটবৎ বেদনা ; বোধ যেন বাম
অণ্ডাধার রহস্তর হইতেছে ; পীতবর্ণ, হাজাকর, কল-
তানির তায় এবং অসহনীয় দুর্গন্ধ স্বেতপ্রদররোগগ্রস্ত জরায়ু নিম্নাভিমুখে
ঠেল মারিলে ও বাম অণ্ডাধারে অত্যন্ত বেদনা
থাকিলে জরায়ুস্থলন জন্মে । জরায়ুরোগে সম্পূর্ণ উদরে ক্ষত থাকার
তায় টাটানির শকটারোহণে বৃদ্ধি ।

চিকিৎসা ;—উপরি লিখিত লক্ষণ অনুসারে স্নগী, স্নাস্থ-
শূল (বেদনা যে স্থানেই হউক তাহার সহিত হৃৎপিণ্ডের পেশীতে
আকোপক নর্ভন থাকিলে), স্বরযন্ত্রের পুরাতন প্রদাহ ও
স্বরভঙ্গ, বহুমূত্র এবং অণ্ডাধারের রক্তাধিক্য ও
বেদনা এবং তাহার সহিত জরায়ুস্থলন প্রভৃতি রোগে
আর্জেন্টাম্ মেটালিকাম্ উপকারী ।

লেক্চার ১০৪ (LECTURE CIV.)

কার্ব এনিমেলিস (Carbo Animalis.) ।

সম্বন্ধ :—কার্ব এনিম্যালিসের কার্যপ্রতিবেদক—আর্স, ক্যাম্ফর, নাক্স ভ, ভাইনাম্ ।

সাধারণ ক্রিয়া :—কার্ব এনিমেলিস প্রধানতঃ গ্রহিমণ্ডল আক্রমণ করায় তাহাদিগের বেদনায়ুক্ত ক্ষীতি, প্রদাহ, দড়কচড়াভাব ও ক্ষত এবং পরিপাকবদ্ধে ক্রিয়া প্রকাশ করিলে অজীর্ণলক্ষণ উৎপন্ন হয় । গ্রহিমণ্ডলে ইহার ক্রিয়ায় অধিকাংশ সময়ে তাহাদিগের যে স্কিরাস্ ক্যান্সার-প্রকৃতির পরিবর্তন সংসাধিত হয় তাহাই কার্ব এনিমেলিসের বিশেষতা বলিয়া পরিগণিত ।

লক্ষণ :—দৌর্বল্য এবং কার্যকরী শক্তির অভাব ; শিরোদেশে বেদনা হওয়ায় বোধ যেন মাথার খুলি ফাটিয়া দাঁক হইয়া গিয়াছে ; রক্তনীতেও ঐরূপ হয় এবং রোগী হস্ত দ্বারা মস্তক ধারণ করে ; দিক্ত দিবসে তাহার বৃদ্ধি ।

প্রবণশক্তির বিশৃঙ্খলা ঘটে ; কোন্ দিক হইতে শব্দ আইসে রোগী তাহা বুঝিতে পারে না ; বধিরতা ।

প্রাতঃকালে গাত্রোথানান্তর স্বরবহ্নের কাঁচাভাব ও স্বরভঙ্গ । স্বরভঙ্গ সন্ধ্যাকালে বর্দ্ধিত । বক্ষ ও স্বরবহ্নের সংকোচন প্রযুক্ত শুড়শুড়িযুক্ত কাসি । সকালবেলা গাত্রোথান করিলে এবং প্রায় সম্পূর্ণ দিন কঠিন কাসি হইলে উদরে বাঁকি লাগায় বোধ হয় যেন উদর স্থলিত হইবে, রোগী তাহা ধারণ করিতে বাধ্য হয় এবং যে পর্য্যন্ত কিছু নিষ্ঠ্য না হয়, আল্গা প্লেয়ার শব্দ হইতে থাকে । বক্ষে জ্বালা ও

চাপবৎ বেদনা । বক্ষের শৈত্যানুভূতি । সবুজ; পুষ্পবৎ এবং ভয়ানক দুর্গন্ধ গম্মার । শ্বাসরোধকারী গলা ভাঙ্গা । কাসিতে মস্তিস্ক ঝাঁকি লাগায় বোধ হয় যেন মস্তকমধ্যে মস্তিস্ক শিথিলভাবে রহিয়াছে ।

উদগারে বহুক্ষণ পূর্বের ভুক্ত বস্তুর আশ্বাদ পাওয়া যায় । বুকের জ্বালা । মাংস ভক্ষণ করিলে অনেক সময় পর্য্যাপ্ত বিবমিষা থাকে । আমাশ-রোদ্ধ কোটিরস্থানে “কিছু নাই নাই ভাবের অনুভূতির” আহ্বার করিলেও উপশম হয় না ।

সরলাস্ত্র এবং মলদ্বারে জ্বালা ও টাটানি । মলদ্বার চাইতে আটা রস ঝরে । অর্শ অত্যন্ত ক্ষীত হয় এবং ভ্রমণকালে জ্বালা করে । বিলম্বে অত্যন্ত বিষ্ঠাত্যাগ । কোমল বিষ্ঠা । মলত্যাগকালে রক্তের নির্গমন ।

মূত্রস্রাবকালে মূত্রনলীতে জ্বালাযুক্ত টাটানি । রক্তনলীতে বারম্বার মূত্রস্রাব ।

রেতঃক্ষরণ ; জননেন্দ্রিয়ের দুর্বলতা ; মানসিক ও শারীরিক শক্তি-হানি । উপদংশ ; বাষি । অণ্ডকোষবেষ্টকের পশ্চাতে আটা ও গন্ধগীন আদ্রতা ।

অতি শীঘ্রাগত ও অতি প্রচুর ঋতুস্রাব । ঋতুস্রাবকালে রোগিনী এতাদৃশ দুর্বল যে কষ্টে কথা কহিতে পারে ; জরায়ুগ্রীবীর দড়কচড়াভাব ও ক্ষত হইলে জ্বালা করে । জ্বালা উরুমধ্যে যায় ; বস্তিদেহে ও কটিপশ্চাতে প্রসববেদনাবৎ বেদনা হইলে ক্রেদ-বৎ ও রক্ত সংযুক্ত স্রাব ; কর্কটরোগ । স্তনের স্ফিরাঙ্ক্যান্ধার বা কর্কট ।

চিকিৎসা—ত্রংকাইটিস বা নলৌষ ; নিউমোনিয়া ; এবং সক্ষমাকাস প্রভৃতি বক্ষরোগের শেবাবস্থায় কুস্কুস্টউপাদানের ধ্বংস এবং গম্মারের পচন আরম্ভ হইলে কার্ব্ব এনি এবং

কার্ব ভেজ, অবস্থাভেদে এই উভয় ঔষধেরই উপযোগিতা দৃষ্ট হয়, এছাড়া বহুপূর্বক তাহাদিগের প্রভেদ নিরূপণের আবশ্যক । শ্বাসরোধ-কর গলাভাঙ্গাকাসিতে মস্তিষ্ক আন্দোলিত হওয়ায় শিথিল থাকার অনুভূতি, বক্ষ মধ্য শীতল বোধ (ত্রিণ) এবং সাধারণতঃ দক্ষিণ ফুসফুসের ধ্বংসাবশেষ গম্বর হইতে সমুজ্জ, পূর্ববৎ ও ভয়াবহ দুর্গন্ধযুক্ত গম্বার নিষ্ঠীবন কার্ব এনির, এবং আক্কেপিক কাসি ও গভীর, কর্কশ অথবা বসা স্বর, বক্ষে স্পষ্টতর জ্বালা, প্রচুর, পীতবর্ণ এবং কার্ব এনি হইতে অধিকতর দুর্গন্ধ শ্লেষ্মার নিষ্ঠীবন (বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের ব্রংকাইটিসে), ও রোগীর পার্শ্ব পরিবর্তনে এবং নিদ্রাবেশে বন্ধিষ্ণু শ্বাসকৃচ্ছের বর্তমানতা কার্ব ভেজিটেবিলিসের প্রভেদক । চক্ষু মুদ্রিত করিলেই কার্ব এনি রোগীর শ্বাসরোধের অনুভূতি জন্মে ।

অজীর্ণ এবং অর্শ।—সুত্বদাত্রী স্ত্রীলোকদিগের দুর্বলতা ঘটত অজীর্ণরোগে রোগিনী কিছু মাত্র আহারেই আমাশয়ের কষ্ট হইলে উভয় কার্বই প্রদর্শিত হইতে পারে । কিন্তু এই অজীর্ণের উপসর্গ “আমাশয় সন্নিহিত স্থানে শৈত্যানুভূতি হস্তের চাপে বা ঘর্ষণে উপশমিত হইলে” কার্ব এনি ; এবং “আমাশয় সন্নিহিত স্থানে গুরুত্ব নিবন্ধন ঝুলিয়া পড়ার দ্বায় অনুভূতি” থাকিলে কার্ব ভেজি উপযোগী । আমাশয়োর্ধ্ব কোটরস্থানে “কিছু না থাকার অনুভূতি আহারে উপশমিত না হওয়া” কার্ব এনির বিশেষ লক্ষণ সিপিহ্না সহ তুলনীয় ।

উপর উক্ত দুর্বল ও জীর্ণশক্তি রোগীর অর্শরোগে সরলান্ত হইতে গন্ধহীন রস ব্য্রিলে কার্ব এনি এবং রসস্রাবের অভাব থাকিলে কার্ব ভেজি প্রযোজ্য ।

উপদংশ বা সিফিলিস ; বাঘী বা বিউবো ;
 এবং অন্যান্য প্রকার গ্রন্থিরোগ।—পারদের অপব্যবহার
 বশতঃ উপদংশরোগ ধাতুগত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে স্থল বিশেষে কার্ভ
 এনি উপযোগী। শরীরে, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে তাম্রবর্ণ কলঙ্ক এবং
 কুচকি ও বগলে দড়কচড়াভাবযুক্ত এবং প্রস্তরবৎ কঠিন গ্রন্থির বর্তমানতা
 ইহার বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য। উপরি উক্ত কাঠিগ্রন্থি রুগ্ন গ্রন্থির চতু-
 স্পার্শ্বস্থ উপাদানেও বিস্তৃত হয়। এরূপ কাঠিগ্রন্থি পুয়মেহজ বাঘীতেও ইহা
 উপকারী। কাঁচা বাঘী কাটিলেও তাহার এই রূপ দ্রববস্থা হয় ও তাহার
 ক্ষত স্থান বিস্তৃত হইয়া থাকে। এস্থলেও কার্ভ এনি উপকারী।

ক্যান্সার, ককট বা মারাত্মক অর্ধদ।—স্তনের
 ফিরাসক্যান্সাররোগে স্তনমধ্যে কঠিন গুটিকা উৎপন্ন হওয়ায় তাহার
 দড়কচড়াভাব ও প্রস্তরবৎ কাঠিগ্রন্থি হইলে এবং ত্বক ঈষৎ নীল ও বৈচিত্র্য-
 বিশিষ্ট থাকিলে কার্ভ এনি দ্বারা উপকার দশে। বগলের গ্রন্থি ক্ষীণ
 হয় এবং স্তনে আকৃষ্টবৎ বেদনা থাকে। **জন্মানুগ্রীবীর**
ক্যান্সাররোগে তাহা দড়কচড়াভাব ও জ্বালাময় বেদনা যুক্ত
 থাকিলে এবং যোনি হইতে পাতলা ও তর্জক্ৰ আব নির্গত হইলে ইহা
 প্রয়োজ্য।

কার্ভলিক এসিড—ক্যান্সাররোগে ইহার আভ্যন্তরিক
 প্রয়োগ বিশেষ রূপে প্রশংসিত হইয়াছে।

সিড্রন—ক্যান্সারের ছুরিকাঘাতবৎ বেদনায় ডাং হেল্মাথ ইহার
 সুখ্যাতি করেন।

লেক্চার ১০৫ (LECTURE CV.) ।

আইয়ারনসল্টস্ ।

১। ফেরাম মেটালিকাম । ২। ফেরাম আয়-
ডেটাম্ । ৩। ফেরাম্ ফসফরিকাম ।

১। ফেরাম্ মেটালিকাম্ (Ferrum Metallicum.) ।

সম্ভ্রম।—ফেরামের কার্য্য প্রতিষেধক—আর্স, সিংক, ত্রিপার
সা, ইপিকা, পাল্‌স্, ভিরেট এ, গিয়া । ফেরাম যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—
কপার, মার্কারি, প্রাসিক এসিড, আর্স, আয়ডি, সিংক ।

সাধারণ ক্রিয়া।—ফেরামের প্রাথমিক ক্রিয়ায় শোণিতের
সজীবতার ও লোহিত কণিকার বৃদ্ধি হইলেও ইহা অচিরে শোণিত
নিষ্কাশক যন্ত্রমণ্ডলে একরূপ বৈকারিক শক্তি প্রকাশ করে যে, তাহাতে তাহার
লৌহ সমীকরণক্রিয়া (Assimilation of Iron.) বিধ্বস্ত হইয়া যায় ।
তাহার ফলস্বরূপ . সম্পূর্ণ শরীরযন্ত্র এবং শরীরোপাদানের পুষ্টিহানি
হওয়ায় শরীরোপাদানের বিশ্লেষিত অবস্থা বশতঃ শোণিতের জলীয়াংশের
বৃদ্ধি এবং তাহার স্বেতলালা বা এল্‌বুমেনের ও লোহিত কণিকার সঙ্খ্যার
হ্রাস হইলে রক্তহীনতা এবং তদানুযায়িক দৌর্জলাদি নিম্নবর্ণিত লক্ষণ
উৎপন্ন হয় ।

শোণিতের উপরি উক্ত অবস্থায় শরীর শীর্ণ হইয়া যায় । লোহিত-
বর্ণ শরীর স্থান পাণ্ডুর হয় । যন্ত্রাদি হইতে ফেকাসে আকারে শোণিত-স্রাব
হইলে তাহা সহজেই থানা থানা জমাট বাঁধে । শোণিতবহা নাড়ী, বিশেষতঃ
নস্তক, মুখ এবং পদের শোণিতবহা নাড়ী ক্ষীণ হয় । রোগী প্রকৃত
পক্ষে রক্তহীন থাকিলেও অসমান শোণিতসঞ্চালন হওয়ায় শরীর

যন্ত্রবিশেষে অলীক রক্তাধিক্য চিহ্ন জন্মে । শোণিতপূর্ণ ধাতু বিশিষ্ট, উগ্রস্বভাব এবং ব্যগ্র ব্যক্তিদিগের মুখমণ্ডল লোহিতাভ থাকে, কিন্তু স্নায়ু শক্তি দুর্বল হয় ।

লক্ষণ ।

মন।—আমাশয়োর্দ্ধ কোটিরস্থানে দপদপানি হওয়ায় উৎকর্ষা ; কার্যাদিতে সামান্য বাধা পাইলেই রোগী উত্তেজিত ; প্রত্যেক ঘটনাই তাহাকে উত্তেজিত অথবা অবসাদিত করে । মানসিক বিশৃঙ্খলা ।

মস্তক।—নিম্নে নামিতে ; শ্রোত জলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ; এবং ভ্রমণ কালে শিরোবর্ণন । মস্তকে রক্ত ধাবিত হওয়ায় শিরার স্ফীতি এবং মুখে তাপোচ্ছ্বাস । মস্তকে হাতুড়ির আঘাতবৎ ও দপদপানি বেদনায় রোগী শয়ন করিতে বাধ্য ।

শ্রাস্ম।—অত্যন্ত দৌর্বল্য, রোগী সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে । শারীরিক উত্তেজনা প্রবণতা বশতঃ রোগী অসহিষ্ণু থাকে । অস্থিরতা ; রোগী ধীরে ভ্রমণ করিতে বাধ্য । রসক্ষয় হইতে পক্ষাঘাত । বেদনার সাময়িক আক্রমণ ।

শ্বাসযন্ত্র।—নাসিকাস্রাব রক্তময়, পূয়বৎ, ঈষৎ সবুজ, ক্রেদের ত্রায় এবং উগ্রতাবিশিষ্ট । রক্তহীন রোগী প্রাতঃকালে মস্তক নত করিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব । কঠিন শ্বাসপ্রশ্বাস এবং বক্ষে কষ্ট বোধ যেন কেহ হস্ত দ্বারা বক্ষচাপিয়া ধরিয়াছে । বক্ষের আড়াআড়ি ভাবে বেদনা থাকায় অস্বস্তিকর শ্বাসপ্রশ্বাস । প্রাতঃকালে শয্যাশিথিল রোগীর কাসিতে রক্ত উঠে । অত্যন্ত, পাতলা ও বৃদবৃদযুক্ত গম্বারে শোণিত রেখা থাকে ; অথবা প্রভূত, পূয়বৎ, পচা, ঈষৎ সবুজ কিম্বা বৃদবৃদ যুক্ত গম্বারের প্রাতঃকালে বৃদ্ধি ।

হৃৎশিষ্ঠ ও নাড়ী :—হৃৎপিণ্ডের দ্রুত ক্রিয়া । পরস্পরা-
গত হৃৎরোগ । সমস্ত শোণিতবহা নাড়ীতেই দপদপানি ; হৃৎপিণ্ডের
চূড়াস্থানে হৃৎকারবৎ শব্দ । নাড়ী ক্ষুদ্র ও দুর্বল এবং ধীরগতি ।

পরিণামক বস্ত্র :—কখন কখন পেটুকের তায় ক্ষুধা, অধিকাংশ
সনয়ে অরুচি ; সর্বদাই উদরের পূর্ণতাব, সর্বপ্রকার খাণ্ডেই অনিচ্ছা ।
দ্বিতীয় প্রহর রজনীতে অথবা প্রাতরাশের পরে ভুক্ত বস্তুর বমন ।
পুনঃ পুনঃ জলবৎ উদরাময়ে কুহন হয় এবং মলত্যাগের পূর্বে
বেদনা থাকিতেও পারে নাও পারে, কিন্তু উদরের কাঁপ সর্বদাই থাকে ;
আগারে অথবা পানে উদরাময়ের বৃদ্ধি । হঠাৎ বেদনা ও গন্ধহীন উদরাময় ।
আহারকালে অজাণ ভুক্ত বস্তুর বেদনাহীন ও অনৈচ্ছিক উদরাময় ।
সরলায়ে স্ত্রবৎ কৃমি ।

স্ত্রীজননেদ্রিয়া :—ঋতুস্রাব অতি বিলম্বাগত, দীর্ঘস্থায়ী এবং
প্রচুর । উদরে প্রসববেদনার তায় বেদনা হইলে জরায়ু হইতে রক্ত-
স্রাব এবং মুখে শোণিতাভাসুক্ত তাপ । কামেচ্ছার হ্রাস ; বক্ষ্যাহ ।
যোনি অত্যন্ত শুষ্ক ; তাহাতে সঙ্গমে অত্যন্ত বেদনা । ঋতুস্রাবের
পূর্বে মস্তকে জলবেধবৎ বেদনা ও কর্ণে ঘণ্টাধ্বনিবৎ শব্দ হইলে জরায়ু
হইতে দীর্ঘাকার শ্লেষ্মাস্রবের নির্গমন । ঋতুস্রাবের পরে এবং ঋতুরোধ
ঘটিলে গুল্মবায়ুলক্ষণ । শ্বেতপ্রদর হৃৎবৎ ও স্নিগ্ধ থাকে অথবা স্ত্রীঅঙ্গে
টাতানিবৃত্ত চুলকনার উৎপন্ন করে ।

অঙ্গনিচয় :—হস্তের এবং জঙ্ঘার জানুপর্ধ্যন্ত ক্ষীতি । প্রতি
রজনীতেই হস্তে ও পদে ছিন্নবৎ বেদনা । স্বন্ধ এবং বাহুর পেশীতে
অবশকর ও ছিন্নবৎ বেদনায় হস্তোত্তোলন অসাধ্য, কিন্তু মৃদু চালনায়
ক্রমশঃ তাহা দূর হইয়া যায় ।

চিকিৎসা :—শিরঃশূল—ফেরামের রোগীর পুনঃ
পুনঃ শোণিতসঞ্চয়িক শিরঃশূল হইলে মস্তকে দপ্পদপানিবেদনা

সাধারণতঃ রক্তহীনতে বর্ধিত। আক্রান্তাবস্থায় মুখ অগ্নিবৎ লোহিতাভ হয় এবং পদ শীতল থাকে। এস্থলে ইহা বেবুল সহ তুলনীয় হইলেও তাহা প্রকৃত শোণিতসম্পন্ন রোগীর এবং ফেরাম্ মিথ্যা শোণিতাধিকাব্যঞ্জক রক্তহীন রোগীর পক্ষে উপযোগী। রক্তহীন, কিন্তু আভ্যন্তরীণ উত্তেজনা প্রবণতাবিশিষ্ট রোগীর উপবেশনাবস্থা হইতে হঠাৎ গাত্রোচ্ছান, জলশ্রোত দর্শন এবং শকটারোহণ প্রযুক্ত শিরোমূৰ্গনের ফেরাম্ উপকার করে।

যক্ষ্মাকাস বা থাইসিসফ্লুরিডারোগে ফেরাম্ মেটে অনেক বিষয়ে ফস্ফরাসের তুল্য বলিয়া বিবেচিত। ফেরামের শোণিতহীনতার শোণিতের উত্তপ্ত ও ফুটন্তভাব (Ebullition) রূপ বিশেষতা থাকে এবং তাহার অসম সঞ্চালন বশতঃ যক্ষ্মারোগগ্রস্ত যুবক যুবতীর সামান্য শ্রমেই বক্ষে শোণিত গতির বৃদ্ধি ও কষ্ট হয়। কঠিন শ্বাসপ্রশ্বাস প্রযুক্ত নাসাপুটের বিস্তৃতি ও দ্রুত ক্রিয়া হইতে থাকে। নাসিকা হইতে পুনঃ পুনঃ উজ্জ্বল-লোহিত ও জমাট রক্তস্রাব এবং রক্তকাসি হয়। ইহার শুষ্ক ও বিরক্তিকর কাসি উষ্ণ বস্ত্র পাতনে স্বস্তি পায়। রোগের অন্ত্য লক্ষণমধ্যে বক্ষে দৃষ্টবৎ ও টাটানি বেদনান্ন অহুভূতি প্রধানতম বলিয়া গণ্য। রোগের অপেক্ষাকৃত শেষাবস্থায় পূয়ের তায়, ঈষৎ সর্জ, দুৰ্গন্ধযুক্ত এবং শোণিতমিশ্রিত গয়ার নিষ্ঠূত হইলেও ফেরাম্ উপকার করে।

ঋতুরোধরোগের অবস্থাবিশেষে ফেরাম্ উপকারী। রক্তহীন ও মৃৎপাণ্ডু বা ক্লরসিসরোগগ্রস্ত জীলোকদিগের ঋতুরোধের অবস্থায় দুৰ্বলতা, অবসাদ, হৃৎকম্প, শারীরিক বিবর্ণতা এবং গুল্ফদেশের শোণিতভাবাদি লক্ষণ থাকিলে ইহা প্রযুক্ত হয়। রোগিণীর মূখমণ্ডল শোণিচ্ছটাযুক্ত বা পাণ্ডুর ও কাল্‌চেলোহিত এবং চক্ষুপার্শ্ব

নীলাভ । অধিক পরিমাণ কুইনাইন ও স্নায়বিক বলকারক ঔষধ সেবনে ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তির পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী ঔষধ ।

রক্তহীনতা ও যুৎপাণ্ডুরোগেরও অবস্থাবিশেষে **ফেরাম মেট** বিশেষ উপকারী ঔষধ । এলপ্যাথিমতে রোগের অবস্থা নির্দিষ্টকালে রক্তহীনতায় প্রভূত পরিমাণ আইয়রনের ব্যবস্থা করায় যে সর্বস্থলে রোগের উপকার হয় না কেবল তাহাই নহে ; পরে ঐ সকল রোগে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাও ক্রিষ্ণ কঠিন সাধ্য হয় । বাহ্য হউক যে সকল বিশেষ লক্ষণ থাকিলে হোমিওপ্যাথিমতে **ফেরাম সুব্য-**স্থিত হয় তাহা আমরা নিম্নে বিবৃত করিতেছি, যথা,—রোগীর আকারে ক্ষণিক ও অলীক রক্তাধিক্য দৃষ্ট হয় ; পরেই উপরিউক্ত শোণিতপূর্ণ আকৃতির পরিবর্তে মুখের পাণ্ডুরতা, যুৎবর্ণ এবং অঙ্গের শোথবৎ ক্ষীণতা প্রভৃতি রোগীর প্রকৃত রক্তশূন্য অবস্থা প্রকটিত করে । **রক্তপূর্ণ** স্থান বিশেষে চাপ দিলে তাহা **রক্তশূন্য হইয়া** তৎক্ষণাৎ পুনঃ **রক্তপূর্ণ হয়** ; চাহন্য এবং নেট মিউর ঝায় ইহা শুক্র, শোণিতাদি রসাপচয় নিবন্ধন রক্তহীনতার ঔষধ নহে । ইহার রোগীর শৈল্পিকবিম্বি পাণ্ডুর থাকে, রোগী সহজেই ক্লান্তি ও অবিশ্রান্ত ভাবে ঈষৎ শীত বোধ করে, আহারান্তে বমন করিতে পারে এবং অপরাহ্ন অথবা সন্ধ্যাকালে প্রলেপক জ্বরবৎ জ্বর (Hectic fever) হয় ও গ্রীবাশিরায় রক্তাধিক্যের দৃংকারবৎ শব্দ শ্রুত হওয়া যায় । রোগ অত্যন্ত কঠিনসাধ্য হইলে **ফেরাম ফস** তাহার উৎকৃষ্টতর ঔষধ বলিয়া বিবেচিত । ডাং সুস্লার প্রথমে **ক্যাঙ্কে ফস** পরে **ফেরাম ফস** ব্যবস্থা করেন । ডাং হ্যাস সহজ ও উপসর্গহীন রোগে **ফেরাম মেটের** প্রশংসা করেন । ডাং হিউজ **ফেরাম ব্রিডাক্ট** টি ১* বা ২* পক্ষপাতী । ডাং লেড্‌লামের মতে **ফেরাম এট্** **স্ট্রিকনিয়া সাইট্রেট** সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ । ডাং জসেট

ফেরাম এসেট অথবা ফেরাম প্রটিকজ্যালেনেটের এবং ডাং হল্‌কুস্‌ ফেরাম ফসেসের ব্যবহার করিতেন । ফলতঃ হোমিওপ্যাথিকমতে একরূপ কোন স্থির ঔষধ থাকিতে পারে না । কেননা সাক্ষাৎভাবে আবশ্যকীয় পরিমাণ লৌহ পূরণ করা চিকিৎসার উদ্দেশ্য নহে । লক্ষণানুসারে স্থলবিশেষে ইহার যে কোনটি প্রদর্শিত হইতে পারে ।

কুইনাইনের অপব্যবহার নিবন্ধন সবিব্রাম জ্বরের তাপের অবস্থায় শোণিতবহা নাড়ীর, বিশেষতঃ মুখমণ্ডল ও ললাটপার্শ্বের শোণিত-বহা নাড়ীর ক্ষীণতা ও দপ্পদপানি শিরঃশূল এবং প্লাহার বিবুদ্ধি, এমন কি জলশোথ পর্যাস্ত থাকিলেও ফেরাম মেট উপকারী ।

সাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ, ও চিকিৎসা।— ফেরাম আয়ডেটাম রোগীতে ফেরামের শোণিতাপ-কৃষ্টতা ও দুর্বলতা এবং আয়ডিনের বিশেষ গণ্ডমালা ও দীর্ঘতা প্রভৃতির মিশ্র লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় । রোগীর মুখ শোণিতপূর্ণ ও লোহিত-বর্ণ থাকে ; অথবা তাহার মুখাকৃতি মৃৎপাণ্ডুরোগবৎ দৃশ্যযুক্ত হয় ; ফেরাম আয়ডেটাম রোগীর মুত্র কৃষ্ণবর্ণ, এবং ঘন ও শুষ্ক তলানি-যুক্ত । মূত্রের বিদাহী গুণ ইহার বিশেষ লক্ষণ একত্ৰ হাম ও আরক্তজ্বর ইত্যাদি উদ্ভেদিক জ্বরের পরিণাম প্রবল স্বক্ককপ্রদাহ বা নেফ্রাইটিসুরোগে ইহা দ্বারা উপকার দর্শে ।

নিম্নলিখিত লক্ষণ থাকিলে ফেরাম আয়ডেটাম শক্তিহীন ও শোণিতা-ধিকায়ুক্ত জরাস্রুর স্থানচ্যুতি, শ্বেতপ্রদর, রক্তো-লোশ এবং স্ত্রীঅঙ্গের চুলকনা প্রভৃতি রোগে উপকার করিয়া থাকে । লক্ষণঃ— নিম্নাভিমুখে অবিশ্রান্ত ঠেলমারার অনুভূতি প্রযুক্ত রোগিনী মনে করে যেন বস্তিকোটর হইতে কিছু বাহির হইতেছে এবং উপবেশন করিলে বোধ হয় যেন জরায়ুর উর্দে কিছু চালিত হইতেছে ; রোগিনী জরায়ু-

গ্রীবা স্পর্শ করিতে পারে। জরাস্মুর পশ্চাৎ বক্রতা, সিদ্ধ স্বেত-সারবৎ স্বেতপ্রদর ও মলত্যাগকালে তন্তুবৎ শ্রাব। যোনি এবং যোনিকপাটের চুলকনা ও টাটানি। স্ত্রীঅঙ্গের ক্ষীতি। গণ্ডমালা ধাতুর স্ত্রীলোকদিগের স্নায়ুপাণ্ডুরোগে, পুত্র জন্মিলে গুটিকোৎপাদক রোগে, এবং সাধারণ গণ্ডমালা রোগেও ইহা উপকারী।

৩। ফেরাম ফস্ফরিকাম (Ferrum Phosphoricum.)।

সাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ, ও চিকিৎসা।—
ফেরাম ফস একটী যৌগিক পদার্থ। ফেরাম এবং ফস্ফরাস্ এই উভয় মূল পদার্থের রাসায়নিক সংমিলনে ইহা উৎপন্ন। মনুষ্যশরীরে ইহার ক্রিয়ায় এই উভয় ঔষধেরই কিঞ্চিৎ নিদর্শন দৃষ্ট হইলেও সাধারণতঃ ইহার ক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিয়াই অনুমিত, অথবা ইহাদিগের ক্রিয়ার স্বাভাব্য সহজে বোধগম্য করা যায় না। এই ঔষধকে সুস্ফার তাঁহার টিঙ্গুরেমিডিভুক্ত করিয়াই হোমিওপ্যাথিচিকিৎসাশাস্ত্রে ইহার স্থান নির্ণয়ের এবং প্রতিপত্তি স্থাপনের কারণ হইয়াছেন। ডাং সুস্ফার প্রদাহিক রোগের চিকিৎসায় ইহাকে 'একনাইটেট'র স্থলাভিষিক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ তরুণ প্রদাহিক রোগে ইহার আরোগ্যশক্তি স্বীকার করিলেও তাহার প্রকৃত অধিকারানুসারে প্রয়োগ দ্বারা যথাযোগ্য ফললাভ করিয়া থাকেন।

ফেরাম ফসের প্রদাহিক জ্বরও এক জরের স্তায় শৈত্য, বিশেষতঃ ঘর্মাক্ত শরীরে শৈত্য সংস্পর্শে হয়; একনরোগী সর্বল, শোণিতসম্পন্ন এবং সুস্থ ও অল্পবয়স্ক, এবং জরাক্রমণে অস্থির, উৎকণ্ঠায়ুক্ত ও মৃত্যুভীতিকাতর। নাড়ী সর্বল, পূর্ণ ও কঠিনস্পর্শ। প্রদাহিক জ্বরের প্রথম রক্তাধিক্যের অবস্থার ইহা ঔষধ। ফেরাম ফসও প্রদাহিক রোগের প্রথম ও রক্তস্রাবাবস্থার পূর্বের ঔষধ। কিন্তু ইহার রোগীতে

আইয়ারণের রক্তহীনতা ও দৌর্বল্য প্রভৃতির নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় ।
 অরকালে শিথিল, কোমলস্পর্শ এবং দ্রুত নাড়ীর
 বর্তমানতা এবং একরূপ ত্রায় উৎকৃষ্টাদির অভাব
 ইহার বিশেষ লক্ষণ ; সাধারণ লক্ষণমধ্যে অরকালে ঘর্ষ হয়, কিন্তু বেদনাদির
 উপশম হয় না এবং তৃষ্ণা ইহার প্রধান লক্ষণ । ফেরাম ফস্ফের
 শৈথিল্যবিল্লি প্রদাহে শিথিল কৈশিকধমনী হইতে সহজে শোণিত ক্ষরণ
 হেতু ও একনের প্রদাহে প্রবল শোণিতসঞ্চলনের চাপে কঠিন কৈশিক
 ধমনীর বিদারণ বশতঃ শ্লেষ্মা শোণিতচিহ্নযুক্ত হয় ।

তরুণ, প্রাতিস্থায়িক যোজকবিল্লিপ্রদাহ বা কঞ্জাংটি-
 ভাইটিস ।—রোগের প্রথমাবস্থায় যোজকবিল্লির শিথিলতা, রক্তপূর্ণতা,
 লোহিতবর্ণ, জ্বালা এবং অস্বাভাব থাকিলে ও চক্ষু চালনায় কষ্টের বৃদ্ধি
 হইলে এক অপেক্ষা ফেরাম ফস্ফ উৎকৃষ্টতর ।

অধিকাংশ সময়ে রক্তহীন ব্যক্তিদিগের কর্ণরোগে, বিশেষতঃ
 কর্ণের রক্তাধিক্য ও প্রদাহে, ফেরাম ফস্ফ উপকারী ।
 কর্ণের প্রবল কনকনানি হয় । ডাং কোপ্ল্যাণ্ডের মতে আদ্রিতাসংশ্রব নিবন্ধন
 কর্ণবেদনার ইহা সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ । ইহাতে শাল্‌সের ত্রায় কর্ণনাদ
 থাকে, কিন্তু বধিরতা থাকে না । বোরাক্সের ত্রায় শব্দে অসহি-
 ক্ষুতা থাকে । দপ্‌দপানি ও তীক্ষ্ণ সৃচিবৈধবৎ বেদনা আবেশে আবেশে হয় ।
 ডাং ওয়ান্সটলের সংক্ষিপ্ত প্রদর্শক লক্ষণ :—১ । প্রদাহের বিস্তারপ্রবণতা ।
 ২ । অজ্ঞাস্ত স্থানের গোমাংসবৎ বর্ণ । ৩ । স্রাবে কষ্টের উপশমভাব ।
 ৪ । পুষ্পবৎ শ্লেষ্মা ও রক্তস্রাবপ্রবণতা । ৫ । আবেশে আবেশে
 বেদনার প্রকোপ ।

কেলি মিউরিন্‌হেটিকাম ।—মুকেচিয়ান নলীর ও
 কর্ণমধ্যের সন্দিরোগে ইহা উপকারী । নলী পরিষ্কার করিয়া ইহা
 বধিরতা, কর্ণনাদ এবং পটহের আকৃষ্টতা দূর করে ও পুরাতন কানপাকা

আরোগ্য করে । ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু বহ্নিব্রতান্ন ইহা ঔষধ । আমাশয়-বিকার সংশ্রবীয় কর্ণের পান্না বা একজিমাভ্রোণে ইহা ফলপ্রদ ।

ম্যাগ্নি ফস—স্নায়বিক কর্ণশুলের শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি এবং তাপে হ্রাস হইলে !

কেলি ফস—মধ্যকর্ণ পাকার ঔষধ ।

নাসিকাসর্দিতে ফেরাম ফস একনাইটের তুল্য হইলেও ইহার আক্রমণ তাদৃশ হঠাৎ এবং প্রবল হয় না এবং তাহার হ্রায় ইহাতে উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা জন্মে না । নাকস ভ ও ক্যাঙ্কে কার্ভের হ্রায় ইহা সর্দি প্রবণতা দূর করিয়া থাকে ।

পূর্বকথিত রূপ জ্বর ও নাড়ীর অবস্থা থাকিলে এবং রোগের প্রাথমিক রক্তসঞ্চয়িক অবস্থাতেই রক্তরেখাকলঙ্কিত স্নেহাস্রাব হইলে ফেরাম ফস ব্রঙ্কাইটিস বা নলৌষ, ক্রূপ বা ফুংগিকাসি, স্নায়বিকপ্রদাহ এবং নিউমোনিয়া প্রভৃতি শ্বাসযন্ত্ররোগে উপকার করে ।

অস্ত্রের ইলিমসিক্যালপ্রদেহ ও অক্ষাত্রের প্রদাহরোগে ফেরাম ফস্ এবং কেলি মিউ বিলক্ষণ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে । ইহাদিগের প্রয়োগ কেবল বহুদশিতার উপর নির্ভর করে । শৈত্যসংস্পর্শ প্রযুক্ত অল্পবেষ্টিকালিপ্রদাহেও ইহা উপকারী ।

ঐশ্বকালে শিশুর হঠাৎ শৈত্যসংস্পর্শ নিবন্ধন ঘর্ষরোধ বশতঃ প্রদাহিক উদ্ভ্রাময়ে, এবং শিশু কলোরাভ্রোণে জলবৎ বিষ্ঠা সহ অজীর্ণ ভুক্ত বস্তু ও শোণিতযুক্ত মলত্যাগে একনের অস্থিরতা দি ও মার্কেস কুহ্নন না থাকিলে ফেরাম ফস প্রযোজ্য । তরুণ প্রদাহিক আমরক্তরোগে একনাইটের অপেক্ষা অধিক রক্ত থাকিলে ও কুহ্নন না থাকিলে ইহা উপকারী ।

লেখচার ১০৬ (LECTURE CVI.)

প্ল্যাটিনাম্ . (Platinum.)।

সম্বন্ধ । প্ল্যাটিনামের কার্য্যপ্রতিষেধক—পাল্‌স্‌ স্পি, নাই, ডাল ।
প্ল্যাটিনাম যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—লেড্‌ বা সৌন্দক বিষক্রিয়ায় ।

সাধারণ ক্রিয়া ।—প্ল্যাটিনাম প্রধানতঃ স্নায়ুক্ষেত্রে ক্রিয়া প্রকাশ করায় মস্তিষ্ক এবং জ্ঞানস্থানের অবসাদ, সর্বাঙ্গীণ স্পর্শজ্ঞানের লোপপ্রবণতা, জড়ত্ব এবং পক্ষাঘাত উৎপন্ন হয় । উপরি উক্ত ক্রিয়াবশতঃ অধিকাংশ স্থলে জ্বীলোকদিগের জননেন্দ্রিয় বিকার, গুল্মাঘাতুলক্ষণ এবং বিষাদবায়ু জন্মে ।

লক্ষণ ।

মন ।—ভ্রান্তি ; রোগিণী সকল বস্তুই অতি ক্ষুদ্র দেখে এবং সকল ব্যক্তিকেই কি বুদ্ধি কি শরীর উভয়তঃ তাহার অপেক্ষা নিকৃষ্টতর মনে করে ; সকলকেই নীচ মনে করিয়া তাহাদিগকে অবজ্ঞাসূচক দয়ার চক্ষে দেখে । রোগিণী মনে করে পৃথিবীতে তাহার কেহ নাই এবং জীবন ভারবহ, কিন্তু তথাপি মৃত্যু নিকট বিবেচনা করিয়া তজ্জন্য ভীত হয় । সামান্য কারণেও অসহিষ্ণুতা থাকে । পর্যায়ক্রমিক আনন্দ ও বিষমভাব ।

মস্তক ।—মস্তকে, বিশেষতঃ ললাটপ্রদেশে, অসাড়তার অনুভূতিতে বোধ যেন থাকিয়া থাকিয়া খল্লীবৎ সংকোচন হইতেছে । ললাটপার্শ্বে, গণ্ডে এবং কর্ণপশ্চাদ্দেশে আততভাব ও অসাড়তার অনুভূতি প্রযুক্ত বোধ যেন জুর পাক দ্বারা মস্তক চাপিয়া একত্র করা অথবা কশিয়া বাধা হইতেছে । মস্তকশীর্ষে অসাড়তা উৎপাদক বেদনা ।

অত্যন্তর ললাটপার্শ্বে শীতলতার অনুভূতি সহ বিড়বিড়ি নিম্নচুমাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

স্নায়ু।—ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানা প্রকার আক্ষেপ। চীৎকার সহ ধনুষ্ট-
কারবৎ আক্ষেপ ও নিস্পন্দবায়ুলক্ষণ (catalepsy) পর্য্যায়ক্রমে হয়।
আক্ষেপ এবং শ্বাসরুদ্ধ পর্য়ায়ক্রমে হইলে শ্বাসরোধের উপক্রম। একৈক
পেশীর আনর্ডন ও কম্প। সবল ও স্থায়ী আক্ষেপে জ্ঞানের অভাব হয়
না। পক্ষাঘাতিক দুর্বলতার বিশ্রামে বৃদ্ধি; অসাড়তা, অনমনীয়তা
এবং শীতলতা। বেদনার ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি ও তজ্রপেই হ্রাস; বেদনা
সহ আক্রান্ত শরীররাংশের অসাড়তা। রোগী বোধ করে যেন শরীর
প্রত্যেক দিকেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

স্বরবাহ্য।—গুরু ও স্নায়বিক কাসিতে শ্বাসরুদ্ধ এবং হৃৎকম্প জন্মে।

পরিপাক বহ্য।—অস্বাভাবিক ক্ষুধা বশতঃ অবজ্ঞাহৃৎক
মানসিক ভাব সহ রাক্ষসের তায় দ্রুত আহার করিলে আমাশয়দেশে বায়ু
জন্মে। উদরে চাপিতবৎ এবং ঠেলামারার তায় অনুভূতি বস্তিদেশ পর্য্যন্ত
বিস্তৃত হয়।

মল ও মলদ্বার।—কোষ্ঠবদ্ধে উদরে দুর্বলতাবোধ সহ পুনঃ
পুনঃ মল বেগ নিবন্ধন অল্প বিষ্ঠার ত্যাগ। দড়কচড়াভাবে, যেন দন্ধবৎ
বিষ্ঠা। নরম কাদার তায় বিষ্ঠা মলদ্বারে লাগিয়া যায়।

স্রীজননেদ্রিয়।—জননেদ্রিয়ে ও তাহার কেশযুক্ত স্থানে
বেদনায়ুক্ত স্পর্শসংযুক্ত এবং অবিশ্রান্ত চাপ হইলে শরীরান্তরে শীত-
ভাব ও মুখ ব্যতীত শরীরের অত্রান্ত বহির্দেশে শীতলতা থাকে। বারম্বার
ঋতুস্রাবের অনুভূতি। অতি প্রচুর এবং কৃষ্ণবর্ণ ও চাপ চাপ ঋতুস্রাব
অতি শীঘ্রাগত হইলে উদরে অত্যন্ত ঠেলমারা ও আকৃষ্টবৎ বেদনা।
দক্ষিণ অণ্ডাধারপ্রদেশে স্থচিবেধবৎ বেদনা। অণ্ডালার (Albumen)
তায় শ্বেতপ্রদর।

বিশেষ লক্ষণ।—১। অহঙ্কার ও আত্মগরিমা ; রোগিণী অন্য ব্যক্তিকে ঘৃণার চক্ষে দেখে ; তাহার নিকট বস্তু সকল অতি ক্ষুদ্রতর প্রতীয়মান হয় ।

২। রোগিণীর জননেন্দ্রিয় অত্যন্ত স্পর্শসহিষ্ণু হইলেও অত্যন্ত সঙ্গমেচ্ছা জন্মে ; অণুধাররোগ প্রযুক্ত কামোন্মত্ততা, জরায়ুভ্রংশ অথবা প্রচুর ঋতুস্রাব ।

৩। বেদনার যে রূপ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি সেইরূপেই হ্রাস (ষ্ট্র্যাম) ; কখন কখন বেদনা সহ অসাড়তা (ক্যাম) ।

চিকিৎসা ।

মানসিক বিকার—কামোন্মত্ততা ; গুল্মবান্ধু ; —প্ল্যাটিনাম রোগীর মানসিক অবস্থা বড়ই আশ্চর্য প্রকৃতি ধারণ করে। ইহার অহঙ্কারাদি মানসিক ভাবের বিষয় ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার অতি বৃদ্ধিতে রোগী যখন মনুষ্যের প্রতি কার্যতঃও তদনুরূপ ব্যবহার করে তখন তাহাকে এক রূপ উন্মাদগ্রস্তই বলা যাইতে পারে। রোগীর অত্যন্ত মৃত্যুভীতি জন্মে এবং সে মৃত্যু নিকট বলিয়া মনে করে। ইহাকে গুল্মবান্ধু মতিত উন্মাদরোগী বলা যায়। ইহাতে রোগীর নিকট সকলই ভয়াবহ প্রতীয়মান হয় এবং সে কোন গুরুতর বিষয়ে চিন্তা অপ্রীতিকর বলিয়া মনে করে।

ইহার গুল্মবান্ধুরোগী আত্মপ্লাঘার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে, তাহার দর্পের সীমা থাকে না, সর্ববিষয়েই সে সকলকে নীচ বলিয়া মনে করে। রোগিণীর চলাফেরাতেও তাহাই প্রকাশ পায়, যেন মহারাজীর ভ্রায় হাব ভাব প্রকাশ করে। এ বিষয়ে ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। কখন কখন

রোগী হো হা প্রভৃতি গোলমালের সহিত অতি উচ্চ হাস্য করে । জনেন্দ্রিয় অত্যন্ত বেদনাবৃত্ত থাকিলেও তাহাতে শুড়শুড়ি হওয়ায় কামপ্রবৃত্তির অসহনীয় উত্তেজনা হইলে রোগিনী উন্নতবৎ হইয়া অতি অশ্লীল ব্যবহার করিতে পারে । তাহার কামোন্মাদরোগ জন্মে । হাহাসাহাস্যমাসের কামোন্মাদের রোগীর উলঙ্গ হইবার প্রবল ইচ্ছা হয়, প্যাটিনাম্ রোগীর অহঙ্কার প্রভেদক থাকে । ইহার সহিত প্যাটিনাম্ রোগীর অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও দান্তিকতার অভাব, তাহাকে অবজ্ঞা করিতেছে বলিয়া সহজেই মনে করা, সহজেই দোষগ্রহণ ও ভৎসনা করা এবং গীতবাঞ্চে উত্তেজিত হওয়া প্রভৃতি তাহাকে প্রভেদ করিয়া থাকে ।

প্যাটিনামের অপস্মাররোগে স্নায়বিক উত্তেজনা হইলে অগ্ননলীর আক্ষেপ এবং শ্বাসরোধের অনুভূতি জন্মে । ইন্সেন্সিয়া-রোগী সাদাসিদে এবং প্যাটিনাম্ রোগী অত্যন্ত গর্বিত থাকে । টিনামের রোগ, সময়ে বিষাদ বাস্কুর প্রকৃতি ধারণ করিলে রোগী দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট থাকে এবং ক্রন্দন করে । স্নায়বিক উত্তেজনায় অতি বৃদ্ধিতে রোগীর নিজস্বাধীনতা জন্মে ।

স্নায়ুশূল বা নিউরেন্জিহা :—খল্লীর শ্বাস ও সংকুচিতবৎ বেদনায় আক্রান্ত শরীর্যাংশে অসাড়তা এবং চন্টনি জন্মিলে প্যাটিনাম্ উপকারী ; রোগীর চক্ষু হইতে প্রচুর জলশ্রাব হয় । নাসিকামূলে অথবা শরীরের যে কোন অংশে বেদনা হইলে বোধ হয় যেন আক্রান্ত শরীরস্থান সাঁড়াসি দ্বারা চাপিত হইতেছে । বেদনার রজনীতে ও বিশ্রামে বৃদ্ধি এবং স্টেনামের বেদনার শ্বাস ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি ও ক্রমে ক্রমেই উপশম হয় । পারদমিশ্রিত ধাতু (Amalgum.) দ্বারা ক্ষত দস্ত পূরণ করিলে মার্কুরিয়াসের শ্বায়ুশূল জন্মে এবং তাহা রজনীতে বৃদ্ধিত হয় । গর্ভযুক্ত দন্তের, বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের

বহু গর্ভযুক্ত দন্তের ঝায়ুশূল সময়ে অতি প্রচণ্ড হইলে ষ্ট্যান্ডিন-সেপ্টিসিয়া তাহার ঔষধ । শুষ্কবায়ুরোগিণীর প্রচুর, ঘন, কাল এবং দুর্বলকর ঋতুস্রাব থাকিলে ঝায়ুশূলরোগে প্ল্যাটিনাম উপযোগী হয় ।

কোষ্ঠবদ্ধ :—সম্পূর্ণ অন্ত্রপথের জড়ত্ব নিবন্ধন বুঝা মলবেগ ও সরলাস্ত্রের অত্যন্ত শুষ্কতা জন্মিলে প্ল্যাটিনাম উপকারী । বোধ হয় যেন বিষ্ঠা সরলাস্ত্রে গাঁদের ছায় লাগিয়া থাকে । দুর্বল উদরে ভারি চাপিয়া থাকার ছায় বোধ হয়, তাহা দূর করা যায় না । ইহা দেশান্তরিত ব্যক্তি ও পথিকদিগের পক্ষে উপকারী বলিয়া বিবেচিত হয় ; একত্র অহুমান করা যাইতে পারে স্বস্থান ত্যাগে যাত্রাদিগের দৈনন্দিন অত্যন্ত ব্যবহারের ব্যতিক্রম ঘটে ইহা তাহাদিগের কোষ্ঠবদ্ধে ফলপ্রদ । সীসকবিষ কর্তৃক কোষ্ঠবদ্ধ ইহা আরোগ্য করে । উদরের দুর্বলতা, পুনঃ পুনঃ মলবেগ এবং শুষ্ক ও অত্যন্ত মলত্যাগ ইহার লক্ষণ । ইথ্রেসিমিয়ার ছায় ইহাতেও সরলাস্ত্রে স্থচিবেদন তীক্ষ্ণ বেদনা থাকে ।

স্ত্রীজননেদ্রিয়রোগ—অর্ন্তবাধিক্য ; রজোকুচ্ছ ; সঙ্গমে বেদনা ; অগুণধারের প্রদাহ, পুরাতন স্থীতি ও কাঠিন্য —প্ল্যাটিনামের গর্ভিত মানসিক ভাব সর্বস্থলেই এবং এস্থলেও বিশেষ প্রভেদক বলিয়া স্মরণ থাকিলে অনায়াসেই ইহার স্ত্রীরোগ নির্ণয় করা যায় । ইহার অর্ন্তবাধিক্যে প্রচুর, কৃষ্ণবর্ণ এবং চাপ চাপ ঋতুস্রাব অতি শীঘ্রাগত হয় ও জননেদ্রিয়ে স্পর্শসহিষ্ণু বেদনা জন্মে । জননেদ্রিয়ের বহিরাভ্যন্তরে অবিশ্রান্ত উত্তেজনা হওয়ায় অনেক সময়ে কামোন্মত্ততা উপস্থিত হইলেও সিপিছা, বেল, ক্রিস্টিজেনাট এবং এপিসেমের ছায় পুরুষসংসর্গ বেদনাযুক্ত হয় । ঋতুস্রাবকালে জরায়ুপ্রদেশে ঠেলমারা উপস্থিত থাকে ।

ক্যামমিনার ঋতুশ্রাবণে ইহারই ত্রায় প্রকৃতিবিশিষ্ট; কিন্তু মানসিক দৃষ্টিতে উভয়কে প্রভেদ করিয়া দেয়। প্যাটিনামে জরায়ুর দড়কচড়াভাব ও জরায়ু ভ্রংশরোগে জন্মে এবং কুচকি ও পৃষ্ঠে অবিশ্রান্ত চাপ এবং জ্বীঅঙ্গে স্পর্শসহিষ্ণু বেদনা। সিপিহা ও প্যাটিনামের রক্তোক্ষতের বেদনা বস্তু বেড়িয়া হয়, বেলোডনার তাহা বস্তু ভেদ করিয়া যায়। জ্বীঅঙ্গ শুষ্ক ও বেদনাবৃত্ত থাকে। অণ্ডাধারের প্রদাহে জালাবৃত্ত বেদনা ও নিম্নাঙ্গে অসাড়তা জন্মিলে প্যাটিনাম উপকারী; ইহা অণ্ডাধারের পুরাতন দড়কচড়াভাবেরও অত্যন্ত ঔষধ।

প্যাটিনামের শিরঃশূলরোগে ত্র্যারেণ্ডুলার ত্রায় মস্তক সংকুচিত বোধ হয়; কিন্তু অধিকন্তু ইহাতে মস্তক নিষ্পে-
ষিতবৎ বোধ হয় এবং খল্লীবৎ বেদনা এবং অসাড়তা থাকে। বেদনার ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি এবং ক্রমে ক্রমেই হ্রাস হয়।

প্যাটিনামের ফিসার অব দি এনাস্ বা মল-
দ্বারবিদ্যারোগে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে মলদ্বারে কীট বিচরণবৎ
অমুভূতি এবং চুলকনা জন্মে।



লেকচার ১০৭ (LECTURE CVII.)

জিঙ্কাম্ মেটালিকাম (Zincum Metallicum.) ।

সম্বন্ধঃ—জিঙ্কামের কার্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, হিপার সা, ইথে। জিঙ্কাম্ যাহার কার্যপ্রতিষেধক—ব্যারা কা, ক্যাম, নাক্‌স্‌ ভ।

সাধারণক্রিয়া।—জিঙ্কাম দ্বারা মস্তিষ্কমেরুমজ্জায় স্নায়ুগুণে অতি গভীর ক্রিয়া হইলে মস্তিষ্ক, মেডুলাঅবলঙ্গেটা এবং মেরুমজ্জায় উত্তেজনার অবস্থা উৎপন্ন হয়। ইহার ফলস্বরূপ প্রলাপ, নানা প্রকার আক্কেপিক লক্ষণ, স্নায়ুশূল এবং অত্যন্ত চৈতন্যাদিক্য জন্মিলে প্রতিক্রিয়ায় মস্তিষ্কের অবসন্নতা এবং অস্থানা স্নায়ু-কেন্দ্রের বলক্ষয় [পক্ষাঘাত] হয়। এই শেষোক্ত ক্রিয়া থাকাতেই জিঙ্কাম হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার ক্রিয়ায় রক্তহীনতা (লোহিত রক্ত কণিকার হ্রাস) জন্মে।

লক্ষণ।—স্মরণশক্তির দুর্বলতা। উৎকর্ষা। মানসিক ক্রিয়ার কাঠি ; চিন্তার অভাব ঘটে এবং মন যেন ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। অধিকাংশ সময়ে সন্ধ্যাকালে খিটখিটে ভাব, বিষণ্ণতা ও রুচ্য-ভাব জন্মে। শিশুকে যাহা বলা যায় সে পুনর্বার বলে। অর্দ্ধশিরঃশূল হইলে মস্তকের ছিন্ন ও হুলবিদ্ধবৎ বেদনা মধ্যাহ্ন আহারের পর বদ্ধিত হয়। মস্তকশার্শ্বের অথবা ললাটদেশের বেদনা চক্ষুপর্ষ্যস্ত বিস্তৃত। মুহ অথবা তীক্ষ্ণ, সবিরাম কিন্তু অদম্য শিরঃশূল। মস্তকশার্শ্ব চাপের মধ্যাহ্নভোজ-নান্তে বৃদ্ধি হয় এবং রোগী বিষাদোন্মত্তভাবে ধারণ করে। মস্তক-

পশ্চাতে গুরুত্ব ও জড়ত্ব। সর্বপ্রকার শিরঃশূলই অন্ন ওয়াইন মত্ত পানেই বর্জিত হয়।

স্নায়ু।—মস্তিস্কীয় ও স্নায়বিক বলক্ষয়; জীবনীশক্তির অসম্পূর্ণতা; রোগী এতাদৃশ দুর্বল থাকে যে হাম, বসন্তাদি উদ্ভেদ পুষ্ট হয় না, ঋতুস্রাবের রোধ ঘটে, মূত্র আসে না এবং কিছু বৃদ্ধিতে অথবা স্মরণ রাখিতে পারে না। স্নায়বিক অস্থিরতা বশতঃ পদের বা নিম্নাঙ্গের চাপকণ্য (Fidgetiness); রোগী অবিরত তাহার চালনা করিতে বাধ্য হয়। আক্ষেপ-কালে মুখমণ্ডল পাণ্ডুর হয়, মস্তকপশ্চাদ্দেশ ভিন্ন অত্র কোন শরীরাংশ তপ্ত হয় না, শারীরিক তাপেরও বৃদ্ধি হয় না, চক্ষুর ঘর্নি এবং দন্তকিড়িমিড়ি থাকে। হস্তবল এবং মস্তকের অথবা এক হস্ত ও মস্তকের গতি-শীলতা। সম্পূর্ণ মেরুদণ্ডের জ্বালা; পৃষ্ঠে বেদনা। অত্যন্ত দুর্বলতা। রোগী পৃষ্ঠ স্পর্শ করা সহ করিতে পারে না। একৈক পেশীর আনর্জন ও ঝাঁকি। অঙ্গনিচয়ের দুর্বলতা ও কম্প; ঋতুকালে এবং লিখিতে হস্তের কম্প।

নিদ্রা।—শিশু নিদ্রাকালে চীৎকার করিয়া উঠে; তাহার সমুদয় শরীরের ঝাঁকি হয়; ভীত অবস্থায় নিদ্রাভঙ্গ হইলে চমকিয়া উঠে; মস্তক এ পার্শ্বে ও পার্শ্বে গড়াইতে থাকে এবং মুখ পর্যায়ক্রমে পাণ্ডুর ও লাল হয়।

চক্ষু।—যোজকঝিল্লির (Conjunctiva) প্রদাহ এবং রক্তিমতা চক্ষুর অভ্যন্তর কোণে অধিকতর থাকে, চক্ষুতে বালুকা পড়ার হ্রায় বেদনা ও তাহার জলস্রাব সন্ধায় এবং রজনীতে বৃদ্ধি পায়; ঋতুস্রাবসময়েও ঐ রূপ হয়।

শ্রাসযন্ত্র।—গুরু এবং আক্ষেপিক কাসিতে শোণিতযুক্ত গম্বীরের

নিষ্ঠীবন সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হয় এবং ঋতুস্রাবের পূর্বে এবং সময়ে কাসির আক্রমণ দেখা যায় । সন্ধ্যাকালে আহারান্তে উদরে বায়ু জন্মিলে খাসকৃচ্ছ্র হওয়ায় গয়ার উঠা বন্ধ হইলে তাহার বৃদ্ধি এবং গয়ার উঠিতে আরম্ভ হইলে হাস হয় ।

পরিপাকযন্ত্র ।—জীবনীশক্তির দুর্বলতা বশতঃ দন্তোদ্ভেদ না হইলে স্নায়বিক উত্তেজনা ও পেশী আনর্জন প্রভৃতি আক্ষেপলক্ষণ দেখা দেয় । কাকের ক্ষুধার ঞায় অতি ক্ষুধায় পেটকের ঞায় আহার করে তথাপি যেন শীঘ্র শীঘ্র আহার করা হয় না । বায়ু জন্ম উদরশূল, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে অধিক হয়, উদর ডাকে ও গড় গড় করে এবং পুনঃ পুনঃ দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হয় । অনৈচ্ছিক উদরাময় ও অচেতনতা উদরাময় ।

মূত্রযন্ত্র ।—ভ্রমণ করিতে, কাসিতে এবং হাঁচিতে অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ । রোগী কেবল বসিয়া পশ্চাদিকে বক্র হইলে মূত্রত্যাগ করিতে পারে ।

পুংজননেন্দ্রিয় ।—সহজে কামোত্তেজনা ঘটে ; দ্বীপঙ্গমকালে অতি শীঘ্র গুরুক্ষরণ হয় অথবা অতি কষ্টে হয় অথবা প্রায় হয় না । কোন কারণ ব্যতীতই অতি প্রচুর গুরুস্রাব হয় এবং জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বশতঃ অণ্ডকোষ আকৃষ্ট থাকে ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ।—রজোরোধ অথবা রজোকৃচ্ছ্র । ঋতুস্রাব আরম্ভ হওয়া মাত্রই রোগিণী সর্বপ্রকারে স্নৃহ বোধ করে ; কিন্তু ঋতুস্রাব বন্ধ হইলে সকল অসুস্থতাই পুনরাবর্তন করে । ঋতুস্রাবকালে ভ্রমণ করিলে বৃহৎ শোণিতচাপ নির্গত হয় । ঋতুস্রাব হইলে অণ্ডাধারের বেদনা উপশম পায় ।

নিশ্বাস ।—পদ বর্ষসিক্ত এবং পদাঙ্গুলী হাজাবিশিষ্ট থাকে ; পদের দুর্গন্ধ ঘর্ষের রোধ হইলে স্নায়বিক উত্তেজনা জন্মে ।

প্রদর্শক লক্ষণ ।—পদের অথবা নিম্নাঙ্গের অবিশ্রান্ত এবং প্রচণ্ড চাঞ্চল্যের অনুভূতি এবং রোগীর অবিরত পদচালনা ।

চিকিৎসা ।

শিরঃশূলঃ—পূর্ববর্ণিত নানা প্রকার শিরঃশূলে জিক্সাম দ্বারা উপকার হয় । কিন্তু ইহার শিরঃশূল অতীব বিরল । সামান্য ওষ্মা-ইনমতাপানে তাহার হ্রাস ইহার প্রদর্শক ।

মস্তিস্করোগ—পুরাতন রক্তহীনতা ; মস্তিস্কের কোমলতা ।—মস্তিস্কের পুরাতন রক্তহীনতা, বিশেষতঃ তাহা অপরি-মিত ব্রোমাইড অব পটাসিয়াম্ সেবন জন্ম হইলে জিক্সাম মেট ফলপ্রদ ওষধ । আরক্তজ্বর ও শিশুকলেরাকালীন মস্তিস্ক বিকারেও ইহা উপকার করিয়া থাকে । মস্তিস্ককোমলতা নিবন্ধন পক্ষাঘাতিক অবস্থাতে জিক্সাম কার্যকারী ।

ব্রাসউক্স—বৃদ্ধদিগের মস্তিস্কের উপাদানগতবিকারে উপকারী । মস্তক চালনা করিলে মস্তিস্কে জলপতনবৎ অনুভূতি । মস্তিস্করোগ বশতঃ পক্ষাঘাতিক কষ্টেও ইহা ফলপ্রদ ।

মস্তিস্কোদক বা হাইড্রকেফালাস্ ।—অধিকাংশ সময়ে শিশুকলেরারোগান্তিক মস্তিস্কোদকরোগে নিম্নলিখিত লক্ষণ উপস্থিত হইলে জিক্সাম প্রযুক্ত হয় :—শিশুর শিরোলুষ্ঠন এবং যেন ভীতি বশতঃ নিদ্রাভঙ্গ ; মস্তকপশ্চাদ্দেশ তপ্ত ও ললাটের শীতলতা ; দন্তকিড়ি-মিড়ি ; চক্ষু আলোকে অসহিষ্ণু ও স্থির দৃষ্টিবিশিষ্ট এবং পলকহীন ; নাসিকার শুষ্কতা ; নিদ্রাকালে পেশীর বাঁকি এবং পদের চঞ্চলতা প্রভিঃ ; বিবর্জিত মস্তকে অত্যন্ত বাহ্যভিমুখীন চাপের অনুভূতি ; শিশু দুর্বল এবং শীতল, মস্তক আবর্তিত করিয়া বালিসের মধ্যে প্রবেশ করায় এবং মধ্যে

মধ্যে চীৎকার করে । ইহা ক্যালকে ফস সহ তুলনীয় । হৃৎস্তেদের অন্তঃপ্রবেশ প্রযুক্ত রোগ ।

স্পাইন্টাল ইরিটেশন বা মেরুদণ্ডেয় উত্তেজনা ।—
জিফ্ফামেনের মেরুদণ্ডের উত্তেজনা প্রসূত লক্ষণের বিষয় আমরা ইতি-
পূর্বে বিবৃত করিয়াছি । তাহাতে বিশেষতঃ পৃষ্ঠের সর্কিনিয় কশেরুকা কন-
কন করিয়া বেদনা করে এবং ভ্রমণাপেক্ষা উপবেশনেই রোগের বৃদ্ধি হয় ।
মেরুদণ্ড বাহিয়া জালা ও অঙ্গের কম্প থাকে । প্রতিক্রিপ্ত কারণে মেরু-
দণ্ডের উত্তেজনা হইলে জিফ্ফাম ভ্যালেন্সিয়ানেট তাহার
ঔষধ ।

সিপিফ্রা—ইহাতেও সর্কিনিয় পৃষ্ঠকশেরুকাতে বেদনা হয়, কিন্তু
উপচয় কারণ বিভিন্ন থাকে ।

ফসফরাস—মেরুদণ্ড স্পর্শে বেদনাযুক্ত ; তাহার দুর্বলতা ;
অঙ্গাদি দুর্বল ; রোগী হাঁটিতে ঠোকর লাগিয়া পড়ে ।

চাইনি সাল্ফ—মেরুদণ্ডের পৃষ্ঠাংশে স্পর্শসহিষ্ণু বেদনা ।
গ্রীবার সর্কিনিয় এবং পৃষ্ঠের প্রথম কশেরুকায় চাপ দিলে বেদনা ।

তাণ্ডবরোগ বা করিফ্রা—তণ্ডুস্তেদ বসিয়া যাইয়া অথবা
ভীতি নিবন্ধন তাণ্ডবরোগে যদি সাধারণ স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং শব্দে
অবিশ্রান্ত চঞ্চল গতি থাকে তাহাতে জিফ্ফাম মেট
উপকারী । ইহার পদচাঞ্চল্য নিদ্রাবস্থাতেও থাকিতে পারে, রোগ শরীরের
দক্ষিণ পার্শ্বই অধিকতর আক্রমণ করে এবং রোগীর মানসিক অবসাদ ও
উত্তেজনা প্রবণতা ওয়াইনমন্ড পানে বর্ধিত হয় । রোগ
পুরাতন হইলে ইহা অধিকতর কার্য্যকারী । জিফ্ফাম ভ্যালেন্সিয়ান-
নেটও ইহার ঔষধ । মানসিক ভাববিকারপ্রযুক্ত রোগে ওপিফ্রাম
ফলপ্রদ ; তাহাতে শরীরের কম্প ও আকুঞ্চক পেশীর বাঁকি হওয়ায় বাহ
বহির্দিকে নিক্ষিপ্ত হইলে শরীর সহ সমকোণ নির্মাণ করে ।

স্নায়ুগুণের ক্রিয়াদৌৰ্বল্য বা নিউরিস্থিনিয়া ।—

অতিশয় দুৰ্বলকর রোগ বশতঃ অবসন্ন জীবনীশক্তি প্রতিক্রিয়াহীন হওয়ায় স্বাস্থ্য পুনঃস্থাপনে অশক্ত হইলে জিহ্বাকাম উপকার করে । সৰ্ব্বনিম্ন পৃষ্ঠকশেরুকাদেশে পৃষ্টবেদনা দ্বারা স্নায়বিক দৌৰ্বল্য প্রকটিত হয় এবং শব্দের অত্যন্ত চঞ্চল গতি ইহার প্রদর্শক থাকে । মেরুদণ্ডে জালা, জলপশ্চাতে কীটবিচরণের অনুভূতি এবং অঙ্গাদির দৌৰ্বল্য ইহার অগ্রাণু লক্ষণ । মেরুদণ্ডলক্ষণ ও দৌৰ্বল্যের প্রাধান্য থাকিলে জিহ্বাকাম শাইক্রেটাম অধিকতর উপযোগী । বিষয়ী ব্যক্তিদিগের মস্তিষ্ক-দুৰ্বলতায় (Brain fag) রোগীর রোগজীর্ণ আকৃতি, পাণ্ডুরতা এবং নিদ্রাহীনতা, নান্দিক অবসাদ ও চিন্তাগ্রস্তভাব থাকিলে জিহ্বাকাম ফসফাইড তাহার ঔষধ ।

পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্ :—পদের বর্ষারোধ বশতঃ মস্তিষ্ককোমলতা নিবন্ধন পক্ষাঘাতরোগে শিরোদূর্ণন ও আক্রান্ত অঙ্গের কম্প, অসাড়তা এবং বিড়বিড়ি জন্মিলে জিহ্বাকাম প্রযোজ্য হইয়া থাকে । ঘর্ষণে রোগ লক্ষণের উপশম এবং ওয়াইনমজ্জ পানে তাহার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় । রোগ সহ স্পষ্ট চক্ষুপুটপতন থাকিতে পারে ।

ইহার রোগে স্নায়বিক দুৰ্বলতা, মস্তিষ্ককোমলতা এবং কম্প থাকায় ইহা ফসফের তুল্য হইলেও তাহার রোগ ওয়াইনমজ্জ বৃদ্ধি পায় না । স্নানস্নান সহও ইহাকে তুলনা করা যাইতে পারে । স্নানস্নানে রুগ্ন অঙ্গ শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়, তাহার অগ্রাণু লক্ষণ জিহ্বাকামের সমান দেখা যায় । স্নানস্নানে ক্ষয়প্রাপ্ত অঙ্গের বেদনা ও উদরশূল পর্যায়ক্রমে হইতে থাকে ।

কাসি বা কফ ।—জিহ্বাকামের আক্ষেপিক কাসিতে বোধ হয় যেন বক্ষ থণ্ড থণ্ড হইয়া জড়সড় হইতেছে । গন্ডার রক্তময় থাকিতে পারে । এরূপ কাসি প্রায়শঃই ঋতুপ্রবের পূর্বে বা সময়ে দেখিতে

পাওয়া যায় । মিষ্ট বস্তু আহারে কাসির বৃদ্ধি হয় । শিশুদিগের জিহ্বাক্ষাম কাসির প্রত্যেক আক্রমণে তাহারা জননেক্রিয়ে হস্ত প্রদান করে ।

চক্ষুরোগ—দৃষ্টিমালিন্য বা এম্ব্লিয়পাইয়া ; কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা ; টেরিজিয়াম বা মাংসবৃদ্ধি ; অঙ্গপক্ষরোগ বা গ্র্যানুলার অফথ্যাল্মিয়া প্রভৃতি ।—তীক্ষ্ণ শিরঃশূল, চক্ষুতরকার সংকোচন এবং প্রত্যেক চক্ষুর অভ্যন্তর কোণে অধিকতর তীক্ষ্ণতা বিশিষ্ট বেদনায় এবং এম্ব্লিয়পাইয়ারোগে জিহ্বা মেট উপকারী । চক্ষুর পুনঃ পুনঃ প্রদাহ হওয়ায় কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা জন্মিলে জিহ্বাক্ষাম সালফ অধিকতর উপযোগী ঔষধ । চক্ষুর অভ্যন্তর কোণে জালাযুক্ত চনচনি ও হলবেধবৎ বেদনা থাকিলে জিহ্বা মেট টেরিজিয়াম আরোগ্য করিতে পারে । চক্ষুপত্রের দানামুস্ত প্রদাহে জিহ্বাক্ষাম মেট অপেক্ষা তাহার সাল্‌ফেটই উৎকৃষ্টতর ঔষধ ।

মুখমণ্ডলস্ফাশূল বা প্রসপ্যাল্‌জিয়া ;—ইহার অতি তীক্ষ্ণ বেদনাকালে চক্ষুপত্রের নীলাভা জন্মিলে জিহ্বাক্ষাম উপকার করিয়া থাকে ।

পরিণাক্ষয়রোগ—উদরশূল ; শিশুকলেরা ; —জিহ্বাক্ষামের উদররোগ অনেকাংশে প্লাস্মামের তুল্য । উভয়েই নাভিদেশে কামড়ানি ও অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ উৎপন্ন করে । প্লাস্মামের উদর-শূলের প্রচণ্ড বেদনা চতুর্পার্শ্বে বিকীরিত, এবং উদরপ্রাচীর অভ্যন্তরাভিমুখে আকৃষ্ট হয় ; জিহ্বাক্ষামের ঐরূপ বেদনা ও আকৃষ্টতা উদরের উভয় পার্শ্বে থাকে ; অনেক রোগীর মূত্রে রক্ত দেখা যায় ; কখন বা মূত্র ঘোলাটে, পচা ও মৃৎবর্ণ হয় এবং তাহাতে জৈব পীত তলানি পড়ে । মূত্রস্থলী পূর্ণ

থাকিলেও রোগী দাঁড়াইয়া পায়ে চাপ না দিলে মৃত্যোগ করিতে পারে না ।
পূর্ববর্ণিত মস্তিষ্কলক্ষণ থাকিলে শিশুকালের পরিশ্রম
মস্তিষ্কোদকরোগে ইহা ব্যবহৃত হয় । ইহাতে শিশু তাড়াতাড়ি
জল পান করে ।

গুক্রমেহ বা স্পার্মাটরিয়া ।—বহুকালব্যাপী অপরি-
মিত ও অব্যথা কামসেবা নিবন্ধন গুক্রমেহ ও বিষাদোন্নততায় জিঙ্কাম
উপকারী । রোগীর পাণ্ডুবর্ণ মুখ বসিয়া যায়, চক্ষু বেড়িয়া নীলবর্ণ
রেখা পড়ে এবং জননেন্দ্রিয়প্রদেশে অত্যন্ত উত্তেজনা থাকায় অণুকোষ
উল্কে আকৃষ্ট হয় । কনাইয়ামে স্থানিক উত্তেজনা থাকে না,
অন্মারোগী অধিকতর বিমর্ষ থাকে ।

প্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—ঋতুবিকার ; জরায়ু-
প্রাণাশ্রিত ; অণুধারশূল ।—জরায়ুর প্রাণাশ্রিত সহ ঋতু-
স্রাবের বিশৃঙ্খলা ও বাম অণুধারের বেদনায় জিঙ্কাম উপকারী ।
ঋতুস্রাবের আরম্ভে সকল লক্ষণেরই উপশম
হয় । অণুধার ও জরায়ুর উত্তেজনা, বহু দিন ব্যাপী দুশ্চিন্তা, শিশুপালন
জন্ত বিশ্রামাভাব বর্ষতঃ স্নায়বিক দৌর্বল্য এবং অস্থিরতা প্রশমনে
জিঙ্কাম্ ভ্যালেরিয়ানেট অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য ।
বেদনাহীন জরায়ুর গুরুত্ব জন্মে । অণুধার স্পর্শে অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত
থাকে । সম্ভবতঃ জরায়ু ও অণুধার উভয়েরই স্থলন হয় এবং উদরাময়
জন্মে । মস্তিষ্কের ক্লাস্তি ও বুদ্ধির বিশৃঙ্খলা এবং অঙ্গচাক্ষুশ্য প্রভৃতি
দেখা যায় । ইহার ২ × এবং ৩ × ক্রম ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

লেক্চার ১০৮ (LECTURE CVIII.)

ক্রিয়জোট (Kreosotum.)

সন্নিবেশ :—ক্রিয়জোটের কার্যপ্রতিষেধক—একন, আস', সিংক, ইপিকা, নাক্স ভ।

সাধারণ ক্রিয়া :—লসীকামণ্ডলে ক্রিয়জোটের ক্রিয়া হইলেও পরিপাকযন্ত্র ও স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের শৈল্পিকবিল্লি এবং ত্বকে ক্রিয়ার প্রাধান্য প্রকাশ পায়। শৈল্পিকবিল্লিতে ইহার বিশেষ ক্রিয়ার ফল স্বরূপ আক্রান্ত শরীরাংশের প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থা ঘটিলে তাহার বিশ্লেষণপ্রবণতা ও ধ্বংসের পরিণাম স্বরূপ ক্ষত উৎপন্ন হয়। ইহাতে যে উগ্র ও ক্ষতকর স্রাব জন্মে তাহাই ইহার বিশেষতা বলিয়া গণ্য। ইহার রোগী ধাতুগত রক্তস্রাবপ্রবণতাবিশিষ্ট; মূহু রক্তস্রাব হয়।

লক্ষণ :—বৃদ্ধা স্ত্রীলোক এবং দীর্ঘাকার, ও শীর্ণকায় ব্যক্তিদিগের পক্ষে ক্রিয়জোট উপযোগী ঔষধ। রোগীর সাধারণ দুর্বলতা থাকে। প্রাতঃকালে অভ্যস্ত সময়ের পূর্বে গাত্রোথান করিলে মূচ্ছার ভাব হয়। অসাড়তা; স্পর্শজ্ঞানের অভাব। দ্রুত শরীরক্ষয়।

চক্ষু :—চক্ষুতে জ্বালা এবং তাপ; প্রাতঃকালে চক্ষু হইতে তপ্তজল স্রাব।

পরিণামকরিতা :—দন্তে আকৃষ্টবৎ বেদনা। আহারের তিন বা চারি ঘণ্টা পরে অজীর্ণবস্থায় সম্পূর্ণ ভুক্ত বস্তুর বমন বশতঃ দৃষ্টিমালিন্য। গর্ভাবস্থায় বৈরূপ হয় তদ্রূপ বিবমিষা। তাহাতে মুখ জ্বালা করে, থু থু উঠে এবং সম্পূর্ণ শরীরের শীতকম্প হয়, কিন্তু তাপ ও তৃষ্ণা হয় না।

মূত্রযন্ত্র :—রোগীর মূত্রবেগে নিদ্রাভঙ্গ হয়, কিন্তু মূত্র ধারণ করিতে না পারায় শয্যায় মূত্রত্যাগ হয় ; অথবা মূত্রত্যাগ করিতেছে বলিয়া স্বপ্ন দেখে ।

স্ত্রীজলনেন্দ্রিয় :—ঋতুশ্রাব অতি শীঘ্রাগত, অতি প্রচুর এবং অতি দীর্ঘস্থায়ী । অতীব দুর্বলকর, বিশেষতঃ জজ্বার দুর্বলকর, পৌতবর্ণের এবং শ্বেতপ্রদর থাকায় বস্ত্রে হরিত্রাবর্ণ দাগ লাগে এবং তাহার উগ্রতা নিবন্ধন বাহ্য স্ত্রীঅঙ্গ চুলকায় ও কামড়াইয়া উঠে । শুভ্র শ্বেতপ্রদরে কাঁচা শস্তের জ্ঞান থাকে । বাহ্য স্ত্রীঅঙ্গের উভয়ার্দ্ধ মধ্যবর্তী স্থানে টাটানি ; বাহ্য স্ত্রীঅঙ্গ ও উরুর মধ্যবর্তী স্থানে টাটানি সহ জালা ও কামড়ানি বেদনা । যোনিকপাটের এবং যোনির প্রচণ্ড চুলকনায় রোগিণী শরীর্যাংশ ঘর্ষণ করিতে বাধ্য হয়, বাহ্য স্ত্রীঅঙ্গ ক্ষীত এবং উষ্ণ, কঠিন ও টাটানিযুক্ত । বাহ্য স্ত্রী-অঙ্গ ও যোনিকপাটের মধ্যবর্তী স্থানে, টাটানি ও জালাযুক্ত চনচনি ।

অঙ্ক :—চুলকনা হইলে সন্ধ্যাগমে তাহা অতি প্রচণ্ডভাবে ধারণ করে । সম্পূর্ণ গাত্রোপরি পূর্ণপূর্ণ উদ্বেদ ।

চিকিৎসা :—দন্তোদগমবিকার উপশম করিতে ক্রিয়াজোটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । অতিশয় বেদনাদায়ক এবং কষ্টকর দন্তোদগম দন্তমাড়ি স্পঞ্জের ত্রায় ও বেদনাযুক্ত ; শিশুর দন্তোদ্বেদ অত্যন্ত কষ্টকর হয় এবং শিশু সম্পূর্ণ রজনী ছটকট ও এ পাশ ও পাশ করে ; দন্ত কাটিয়া বাহির হইলে তত্ক্ষণে ধ্বংস চিহ্ন দৃষ্ট হয় । কোষ্ঠবদ্ধ থাকে অথবা শিশু অজীর্ণ মলত্যাগ করে ॥ **ভিক্ষামরোগী** দন্তোদগমকালে নিদ্রালু থাকে ও তাহার মুখ পাণ্ডুর দেখায় ; মস্তিষ্কলক্ষণ প্রকাশ পায় । অত্যাগ যন্ত্রের উদ্বেজনা বশতঃ বা সহানুভূতি প্রতিক্ষিপ্ত প্রযুক্ত বমনে ক্রিয়াজোটি উপকার করে ।

আহারান্তে অনেক সময় পরে অজীর্ণ ভুক্ত বস্তুর বমন হয়। যক্ষ্মাকাসি, কৰ্কটরোগ বা ক্যান্সার এবং কিডনিরোগ ও গুদ্রবাস্থুর বমনে ইহা ফলপ্রদ। ক্রিন্জ-জোটেইর শয্যামূত্রস্রাবে রোগী প্রস্রাব করিতেছে বলিয়া স্বপ্ন দেখে এবং শয্যায় মূত্রস্রাব করে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—রক্তোবাহুল্য; শ্বেত প্রদর জননেন্দ্রিয়ের স্থানচ্যুতি; জননেন্দ্রিয়ের ক্ষত ও ক্যান্সারক্ষতঃ—ক্রিন্জজোটেইরোগীর সাধারণতঃ প্রচুর ঋতুস্রাব হয় এবং তজ্জগৎ মস্তকে গুনগুন ও উচ্চ শব্দ হইতে থাকে, স্রাবের পূর্বে উদরের স্ফীতি জন্মে। শোণিতস্রাব সবিরাম হইতে থাকে এবং তাহার সহিত পৃষ্ঠের অধোভাগে আকৃষ্টভাব থাকিতে পারে। ইহার স্রাব শীঘ্রাগত ও প্রচুর, সিপিছার তাহা বিদগ্ধাগত ও অত্যন্ত। ঋতুস্রাবের পরে ঘোর কটা এবং দুর্গন্ধ শ্বেতপ্রদর দেখা দেয়। ক্রিন্জজোটে শ্বেতপ্রদরের বিশেষতা এই যে, তাহার অত্যন্ত দুর্গন্ধ এবং উগ্রগুণ স্রাব সংস্পর্শে স্ত্রীঅঙ্গপ্রদেশে হাজা ক্ষত জন্মে; ইহার পূর্বকথিত পীতবর্ণ স্রাব পূর্কোক্ত রূপ চুলকনা প্রভৃতি উৎপন্ন করে এবং তাহাতে আক্রান্ত শরীরংশ স্ফীত, তপ্ত, কঠিন ও টাটানিযুক্ত হয় এবং রোগী দুঃখল হইয়া যায়। এ প্রকার রোগারোগ্যে ইহা বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। স্রাব অনেক দিন থাকিলে তাহাতে কাঁচা শস্তের গন্ধ হয়। স্রাবের উগ্রতা থাকায় ক্রিন্জজোটে সিপিছা ও মিউরেক্‌স হইতে প্রভেদিত হয়। জননেন্দ্রিয়ের স্থানচ্যুতির, বিশেষতঃ জন্মান্ধুল্যশেষর, ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য। পৃষ্ঠে আকৃষ্টতা থাকে এবং ইহার নিম্নাভিমুখীন আকৃষ্টতার শরীর চালনায় উপশম হওয়ায় ইহা সিপিছা এবং নাক্সুভ হইতে প্রভেদিত হয়। জননেন্দ্রিয়ের ক্ষত রোগে দুর্গন্ধ ও ক্ষতকর স্রাব

হইলে এবং জননেত্রিয়ে তাপ, জ্বালাযুক্ত বেদনা ও টাটানি জন্মিলে ক্রিয়জোট তাহার ঔষধ।

ক্রিয়জোটের ত্রকরোগে সন্ধির প্রসারণপার্শ্বে (Ex-tensor side) পুষ্ণুগুটিকা জন্মে।

সিলিনিস্লাম্—ত্বকের ভাঁজে ও গুল্ফ সন্ধিদেখে চুলকনা। কাউরোদ্বেদযুক্ত স্থানের কেশস্থলন।

বরাক্স—ডাং মাকক্ল্যাচ ইহাকে বিচর্চিকা বা সরাস্যাসিস্রোগের নিরাময়িক ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন।

পেট্রিলিস্লাম্—ইহা অমিশ্র পামা বা একজিমার ঔষধ। স্থূল বিষিকা জন্মে। পূয় বরে। ত্বক ও হস্তাঙ্গুলির মস্তক ফাটে। ত্বক কৰ্কশ ও শুষ্ক থাকে, করতল পার্চমেণ্টের হ্রায় হয়। ইহা কাণের পিঠের উদ্ভেদে বিশেষ উপকারী।

লেকচার ১০৯ (LECTURE CIX.)

প্লাস্মাম মেটালিকাম্ (Plumbum Metallicum.) ।

সম্বন্ধ ।—দিসকবিষক্রিয়ার প্রতিষেধক—এলাম্, এলুমিনা, বেল, ককুল, হায়সা, নাক্স ভ, ওপি, প্যাটি, ট্র্যাম, জিক, বিদ্যুৎস্রোতের প্রয়োগ, এলেকট্রল, তৃষ্ণ ।

সাধারণ ক্রিয়া ।—প্লাস্মাম্ মেরুমজ্জাতে অতি প্রবল এবং বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে। এই ক্রিয়ার প্রথমাবস্থায় মেরুমজ্জার উত্তেজনা বশতঃ চৈতন্যধিক্য, স্নায়ুশূলঘটিত আক্ষেপ এবং সর্বদীর্ঘ আক্ষেপ বা কন্ভাল্‌সন উৎপন্ন হয়। স্নায়ু-কেন্দ্রের এইরূপ অবস্থার ফল স্বরূপ মেরুমজ্জার ও মস্তিষ্কের ক্রমশঃ ঘনীভূততা এবং কোমলতা জন্মে, অথবা এই প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ চৈতন্যভাব, পক্ষাঘাত, পেশীক্ষয় এবং মানসিক ও শারীরিক ক্রিয়াজড়ত্ব ঘটে, এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে স্বল্লাধিক সময় অন্তর অন্তর স্নায়ুশূল এবং মৃগী বা তাহাদিগের ত্রায় অত্রবিধ স্নায়ুবিকারলক্ষণ উপস্থিত হয়। কিড্‌নিতেও ইহার সাক্ষাৎ ক্রিয়া হওয়ায় তাহাদিগের দানাবৃত্ত পরিবর্তন উৎপাদক অপকৃষ্টতা (Granular degeneration.) উৎপন্ন করিলে ফল স্বরূপ লালামেহ প্রভৃতি কিড্‌নিরোগ উৎপন্ন হয়। হৃৎপিণ্ড ও যকৃৎ প্রভৃতি যন্ত্রেরও ইহা অপকৃষ্টতা জন্মাইতে পারে। ডাং এলেন বলেন, “ইহা যন্ত্রের উপাদান মধ্যবর্তী তান্তব পদার্থের প্রদাহ উৎপন্ন এবং পরিমাণ বৃদ্ধি করে না।

লক্ষণ ।—মন—অনুভূতির ধীরতা ; ওদাস্ত । স্মরণশক্তির অভাব হওয়ায় রোগী কোন বিষয় বলিতে উপযুক্ত কথা সংগ্রহ করিতে

পারে না । প্রচণ্ড প্রলাপকালে মুখের বিকৃতভাব । গোপনে বিষদানে তাহাকে হত্যা করিবে বলিয়া প্রলাপকালে ভীতি ; রোগী তাহার নিকটস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে হত্যাকারী বলিয়া মনে করে । **মস্তকে**—শিরোধ্বনি ; কনকনানি । মস্তকে, বিশেষতঃ তাহার নিম্নাংশে গুরুত্ব । **স্নায়ু**—পক্ষাঘাত হইবার পূর্বে মানসিক বিকার, কম্প, আক্ষেপ, অথবা বৃহৎ বৃহৎ স্নায়ুপথে তীব্রবেধবৎ, তীক্ষ্ণ এবং ছিন্নবৎ বেদনা হয় ; রোগাক্রান্ত শরীররাংশ শীর্ণ হইয়া যায় ; মণিবন্ধপতন (Wrist-drop—মণিবন্ধের পক্ষাঘাত বশতঃ কর ঝুলিয়া পড়ে) । পুরাতন মৃগীবৎ আক্ষেপ ; ফিটের পূর্বে জজ্বার গুরুত্ব এবং অসাড়তা জন্মে, জিহ্বা স্ফীত হয় । ফিটের পরে মস্তকে অনেক সময় স্থায়ী জড়ভাব জন্মে । **চক্ষু**—পীতভ যোজক ঝিল্লি । **মুখমণ্ডল**—মৃত ব্যক্তির শ্রায় মলিন ও ফেকাসে বর্ণ । অত্যন্ত উৎকর্ষা ও ক্লেশব্যঞ্জক মুখাকৃতি । **হস্তস্তম্ভ** । **পালম্য**—গলাধঃকরণক্রিয়ায় গলার সংকোচন । **পল্লিপাকযন্ত্র**—মিষ্টবাদ । ক্ষুধার অভাব । হিকা । বিবমিষা । ভুক্ত বস্তু, বিষ্ঠা এবং স্রবৎ কটা অথবা স্রবৎ কাল পদার্থের অবিশ্রান্ত বমন ; বমিত পদার্থে শোণিতরেখা থাকিতে পারে । **উদর**—প্রচণ্ড উদরশূল ; উদর মেরুদণ্ডাভিমুখে আকৃষ্ট থাকায় বোধ যেন তাহা দড়ি দ্বারা টানিয়া মেরুদণ্ডে আবদ্ধ করা হইয়াছে । নাভিদেশের অতি যন্ত্রণাপ্রদ বেদনা তীব্রবেগে উদরের ও শরীরের অগ্রাংশে যায় এবং চাপে তাহার কিঞ্চিং উপশম হয় । **মল ও মলদ্রাব**—মলদ্বারের সংকোচন হওয়ায় তাহার উর্দ্ধে আকৃষ্ট হয় । কোষ্ঠবদ্ধে বিষ্ঠা অত্যন্ত, কঠিন, চাপ চাপ অথবা বলের শ্রায় এবং ছাগলের নাদির শ্রায় থাকে ; তাহার বর্ণ কাল্চে অথবা সবুজ হয় এবং তাহা কষ্টে ত্যাগ করা যায় । **মূত্রযন্ত্র**—মূত্রকৃচ্ছ্র ; কেবল বিন্দু বিন্দু মূত্রত্যাগ ; নিষ্ফল মূত্রবেগ ; কষ্টে মূত্রত্যাগ । ঘোরবর্ণ ও অত্যন্ত মূত্র ; মূত্রে খেতলালা বা এষমেন

থাকে এবং তাহা কটাসে, লাল ও ঘোলাটে হয় ; অগ্নাক্ত মূত্রে রক্তের লোহিত কণিকা এবং দীর্ঘ জমাট পদার্থের তলানি থাকে ।

স্ট্রীজননেক্রিস—যোনির আক্ষেপ । স্তন্যদুগ্ধ অত্যন্ত হইয়া যায় ।

প্রদর্শক লক্ষণ :—উদর মেরুদণ্ডাভিমুখে আবৃত থাকায় রোগী এবং দর্শক উভয়ের নিকটেই বোধ হয় যেন তাহা দড়ি দিয়া টানিয়া মেরুদণ্ডে আবদ্ধ করা হইয়াছে । প্লাস্মার অধিকাংশ রোগে এই লক্ষণ উপস্থিত থাকায় ইহা তাহার শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক । দন্তমাড়ির পার্শ্ব বাহিয়া স্পষ্ট নীলবর্ণ রেখাকার কলঙ্ক । “মণিবন্ধ-পতন,” প্রসারক পেশীর পক্ষাঘাত ।

চিকিৎসা :—কখন কখন পূর্ববণিতরূপ প্রচণ্ড প্রলাপ উপস্থিত হইলে প্লাস্মাম দ্বারা তাহার উপশম পাওয়া যায় । ইহার প্রলাপ বেনাডনার তায়ই প্রবলতা বিশিষ্ট এবং নিকটস্থ ব্যক্তিদিককে প্রহার ও দংশন করিতে চাহে । প্রভেদ এই যে ইহাতে মস্তক এবং হস্তের কম্প থাকে, মুখ ও দন্ত প্রভৃতিতে হলুদবর্ণ স্লেথা সঞ্চিত হয় এবং প্রলাপ ও উদরশূল পর্যায়ক্রমে হইতে থাকে । প্লাস্মামের ক্রিয়ায় হৃদীর লক্ষণ উৎপন্ন হয় । তাহাতে প্রথমে পদের প্রায় পক্ষাঘাতিক গুরুত্ব হইলে রোগের আক্রমণ হয় এবং আবেশের পরে পদের পক্ষাঘাত ও নাসিকাস্রব নিদ্রা অনেক সময় থাকিয়া যায় । মস্তিষ্কপদার্থের ঘনীভূততা নিবন্ধন স্থূলত্ব ও মস্তিষ্কের অর্কবৃদ্ধি ইহার রোগের কারণ । ইহা পুরাতন হৃদীরোগের ঔষধ । খীরে জ্ঞানের পুনঃসঞ্চার হওয়া অগ্রতম প্রদর্শক । কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরশূল থাকে । কশেরুকামজেক্ষয় ক্ষয় বা লোকোমটর এটাক্সিয়া রোগের মেরুমজ্জায় রোগজ পরিবর্তনে আমরা প্লাস্মাম লক্ষণের অতি স্পষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাই । ইহাতে অঙ্গের

পক্ষাঘাতের আনুষঙ্গিক রূপে তাহার ক্ষয়, সামঞ্জস্যভূত ক্রিয়ার অভাব ও চৈতন্যহানি এবং ধ্বজভঙ্গ হয় । ইহার অগ্নিস্কুলিঙ্গ সংস্পর্শানুভূতিবৎ বেদনার রজনীতে বৃদ্ধি হইলে কখন কখন এতাদৃশ তীক্ষ্ণতা জন্মে যে, রোগী চীৎকার করিয়া উঠে । ডাং লিলিয়েছাল এ রোগে প্লাম্বাম ফস্ফরিকাম অধিকতর ফলপ্রদ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন । পক্ষাঘাতরোগে আনুষঙ্গিক লক্ষণ স্বরূপ অস্ত্রের ক্ষয় বা শীর্ণতা থাকাই প্লাম্বামের প্রকৃষ্ট প্রদর্শক লক্ষণ বলিয়া গণ্য ।

মণিবন্ধ-পতন, অঙ্গ-সংকোচন সহ পক্ষাঘাত, চক্ষুপুট-পতন, জিহ্বার গুরুত্ব বা পক্ষাঘাত, অস্ত্রের পক্ষাঘাতিক দুর্বলতা বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ এবং ত্বকের পাণ্ডুর, শুষ্ক ও শীতল অবস্থা উৎপাদক সম্ম্যাসরোগ নিবন্ধন পক্ষাঘাত প্রভৃতি নানাবিধ ও নানা অঙ্গের পক্ষাঘাত-রোগে ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে । ডাং বেজ বলেন নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত-রোগে ইহা দ্বারা তিনি কোন উপকার হইতে দেখেন নাই । ফলতঃ ইহা অধিকতর সময়েই উর্দ্ধাঙ্গেরই পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে । সৰ্ব্বম্প-পক্ষাঘাতে ইহা মার্কু'রিস্যাসের তুল্য । প্লাম্বাম এবং হায়সায়ামাস্ এ রোগের প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য । মেরুমজ্জার ঘনীভূততায়ুক্ত স্থূলতা অথবা বসাপকৃষ্টতা প্লাম্বামের পক্ষাঘাতের কারণ । কুপ্রামের পক্ষাঘাত অনেক বিষয়ে প্লাম্বাম-পক্ষাঘাতের তুল্য হইলেও তাহার রোগে অধিকতর খল্লী থাকে ।

প্লাম্বামের কোষ্ঠবন্ধরোগ অতি স্পষ্টতর লক্ষণ দ্বারা প্রকটিত হয় । লক্ষণ—পুনঃ পুনঃ মলবেগ সহ উদরশূল, উদরের আকৃষ্টতা বশতঃ শারিন্দার পেটের ত্রায় খোল হইয়া যাওয়া, মলদ্বার-সংকোচক পেশীর বেদনায়ুক্ত আক্ষেপ বশতঃ তাহার উর্দ্ধ আকৃষ্টতা

এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, কাল, শুষ্ক এবং কঠিন বিষ্ঠার গোলা অতিকষ্টে ত্যাগ হওয়া প্রভৃতি । ইহার রোগে পেশীশক্তি ও অস্ত্রের স্রাবের অভাব ঘটিত হয় ।

নেফ্রাইটিস বা **বৃক্ককপ্রদাহরোগেও** অবস্থা বিশেষে প্লাস্মাম উপযোগী ঔষধ বলিয়া গণ্য । ইহার বৃক্কক বা কিডনিতে দানায়ুক্ত অবস্থা উৎপন্নকারী প্রদাহ জন্মে । মূত্ররোধ বশতঃ কন্তালসন হয় । অগ্নাত্ত লক্ষণমধ্যে জলশোথ, মলিনতায়ুক্ত ফেকাসে মুখ এবং গুল্ফ-সন্ধিদেশের শোথিতভাব প্রধান । এইরূপ পুরাতন রোগে আর্স এবং মার্কারি ও প্রযোজ্য । ডাঃ শুড্নো মূত্রাবাত ঘটিত লক্ষণে কুপ্রাম আর্সের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন । মূত্ররোধ নিবন্ধন আক্ষেপের কুপ্রাম অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । গাউট বা স্কুদ্রবাত, পুরস্রাব অথবা উপদংশরোগ নিবন্ধন লালামেহ-রোগের অরাম উপযুক্ত ঔষধ বলিয়া পরিগণিত । অবস্থা বিশেষে গর্ভপাত নিবারণে প্লাস্মাম সাহায্যকারী ঔষধ । কোন কোন স্থলে ক্রণের আয়তনের বৃদ্ধি সহ জরায়ু শরীরের বৃদ্ধি না হওয়ার জরায়ু ক্রণধারণে অক্ষম হইলে গর্ভপাত হইয়া থাকে । যে সকল স্ত্রীলোকের ইহা অভ্যাস-গত দোষ রূপে উপস্থিত হয় পূর্ক হইতে প্লাস্মাম ব্যবহারে তাহার সংশোধন হইতে পারে ।



লেকচার ১১০ (LECTURE CX.)

ট্রিলিয়াম (Trillium.)

(ট্রিলিয়েসি জাতি ।)

সাধারণ ত্রিন্য়। মস্তিষ্ক-মেরুদণ্ডের স্নায়ুগুণল দ্বারা ট্রিলিয়াম শৈল্পিক ঝিল্লি এবং কৈশিক রক্তবহা নাড়ী, বিশেষতঃ জরায়ুর উপরি-উক্ত নাড়ী, আক্রমণ করিলে শরীরস্থ ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র হইতে প্রবল এবং মৃদু উভয় প্রকার রক্তস্রাব হয় ।

লক্ষণ এবং চিকিৎসা। ট্রিলিয়ামে নাসিকা, দন্তমাড়ি, আমাশয়, অন্ত্র এবং শ্বাসযন্ত্র, বিশেষতঃ জরায়ু হইতে সাধারণতঃ প্রচুর ও উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ রক্তস্রাব হয়। রক্তস্রাবে বোধ হয় যেন কটির উভয় পার্শ্বের সংযোগের (Sacro-iliac synchondrosses) অস্থিদ্বয় সংযোগচ্যুত হওয়ার ফাঁক হইয়া যাইতেছে, রোগী তাহা কশিয়া বাঁধিয়া রাখিতে চাহে। প্রচুর রক্তস্রাব হইলে অস্থিনিচয় ভগ্ন হওয়ার অনুভূতি জন্মে। আক্রান্ত শরীরংশ কশিয়া বাঁধার ত্রায় শিরাতে রাশিকৃত শোণিত সঞ্চিত হওয়ার অনুভূতি জন্মে এবং তাহা জজ্বা ও গুল্ফসন্ধিতে অধিকতর থাকে ।

প্রবল এবং মৃদু উভয় প্রকার শোণিতস্রাব নাসিকা, দন্তমাড়ি, আমাশয়, অন্ত্রপথ এবং বিশেষরূপে জরায়ু প্রভৃতি যে কোন শরীরগর্ভ হইতেই হউক বহুতর চিকিৎসকের মতেই ট্রিলিয়াম তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। ডাং হেল এবং ডাং বাট্ ইহাকে স্যাৰা-ইনা, সিকেলি এবং হেমামেলিস অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর বলিয়া বিশ্বাস করেন। প্রবল নাসিকাশোণিতস্রাবে এবং

রক্ত দস্তম্বাড়া অথবা দস্তম্বাড়াপাটন জনিত ক্ষত দস্তম্বাড়া হইতে রক্তস্রাবে ইহার মূল অরিষ্ট দ্বারা সিক্ত তুলার স্থানিক প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ। আমরক্তরোগ বশতঃ প্রভূত শোণিত স্রাবে এবং রক্তসংযুক্ত উদরাময়ে ইহা উপকারী। সুস্পষ্ট ধাতুগত দোষ ব্যতীতই নিম্নমিত ঋতুস্রাব অত্যধিক পরিমাণ হইলে ডাং ফ্যারিংটনের মতে ইহা তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। তিনি সর্বপ্রকার রক্তস্রাবেই ৬ ক্রমের ঔষধ যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন। ট্রিলিহামের রোগ নির্ণয়ার্থ কোন প্রদর্শক দৃষ্ট হয় না। আরোগ্যলব্ধ বহুদশিতাই ইহা প্রয়োগের মূল ভিত্তি। প্রসবাস্তিক অভ্যস্ত জরায়ু রক্তস্রাবে, পরিশ্রম এবং সৌত্রিক অর্কুদ (fibroid) জনিত জরায়ু হইতে রক্তস্রাবে পূর্বকথিত কটিসন্ধি বিকার বর্তমান থাকিলে ইহা ফলপ্রদ। রোগীর আশ্রয়ের ভাবান্তর হেতু মুচ্ছার ভাব অঙ্গসীমার শীতলতা এবং নাড়ীর দৌর্বল্য থাকে।

লেকচার ১১১ (LECTURE CXI.)

সালফুরিকাম এসিডাম্ (Sulphuricum Acidum.) ।

সালফুরিক এসিড ।

সম্বন্ধ ।—সালফুরিক এসিডের কার্যপ্রতিষেধক—পাল্‌স্‌ । সালফুরিক এসিড বাহার কার্যপ্রতিষেধক—লেড্‌ ওয়াটারের ।

সাধারণ ত্রিহ্না ।—শৈল্পিকবিহ্নি মাত্রই সালফুরিক এসিডের প্রধান কার্যক্ষেত্র হইলেও, পরিপাকযন্ত্রপথ এবং শ্বাসযন্ত্রপথের শৈল্পিকবিহ্নিতেই ইহার ক্রিয়ার বিশেষ প্রকৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে । ইহা ত্বকও আক্রমণ করে । ইহা দ্বারা শক্তির অত্যন্ত অপচয় সংঘটিত হওয়ায় রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে । দৃষ্টতঃ কম্প না থাকিলেও রোগীর আভ্যন্তরীণ কম্পভাব জন্মে । বৃদ্ধাযুক্তি, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক এবং তাহাদিগের ঋতুসন্ধিকাল ইহার উপযুক্ত কার্যক্ষেত্র ।

লক্ষণ ও চিকিৎসা ।

দৌৰ্বল্য ।—উপরউক্ত লক্ষণযুক্ত দৌৰ্বল্য রোগে সালফুরিক এসি উপকারী ।

মদাত্যহ্ন ।—বহুকালের অভ্যস্ত মতপায়ীদিগের রোগে বারম্বার নাক্সাস ভ দ্বারা উপকার হওয়ার পর অবশেষে তাহার আর ক্রিয়া হয় না । রোগীর শোচনীয় স্বাস্থ্যভঙ্গের লক্ষণ স্বরূপ লোলচর্ম্ম, রক্তহীনতা, শীর্ণতা এবং জৈবতাপান্নতা বশতঃ শরীরের শীতলতা উপস্থিত হয় । ইহাতে সালফুরিক এসি আমাদিগের প্রায় এক মাত্র অবলম্বনীয় ঔষধ । রোগী সম্পূর্ণ ভুক্ত বস্তু বমন করে এবং ছইক্ষিমত্ত মিশ্রিত না করিলে জল পর্য্যন্তও পান করিতে পারে না । রোগী অত্যন্ত ত্রস্ত প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং সালফুরিক নাক্সাস ভ ও আর্সেনিক রোগীর ত্রায় ত্রাণিমত্তে প্রবল ঋকাজ্যযুক্ত হয় ।

এন্টিম টার্ট—আমাশয়ের শৈল্পিকবিহ্নির বিকারের প্রাধাত্য

এবং নিউমনিয়ারোগ প্রবলতা থাকিলে; প্রধানতঃ বিষারমতপানজনিত রোগে ; শীতল বর্ষ হয় ।

ক্যাস্পিস্কা—ইহার মূল অরিষ্টের ১০ ফোঁটা মাত্রায় প্রাতঃ-কালীন বমন, আমাশয়স্থানে দমিয়া যাওয়ার ভাব এবং মত্তে অদম্য ইচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণের দমন দ্বারা ইহা ক্ষুধার বৃদ্ধি করে । ত্রাসিতভাব ও কম্পের উপশম করিয়া ইহা স্ননিদ্রা আনয়ন করে ।

এফ্‌থাস্‌ সোর মাউথ্‌ বা ‘জাডী দ্যা’—কঠিন ও স্থায়ী রোগ জন্ম জীর্ণদেহ এবং দুর্বল রোগীর অথবা ক্ষয় বা কলেরারোগ-জীর্ণ দুর্বলীকৃত শিশুদিগের মুখের জাডী যা ইহা দ্বারা আরোগ্য হইতে পারে । ক্ষতের বর্ণ ঈষৎ পীত থাকে এবং মুখ হইতে প্রচুর লালা বয়ে । শিশুর গাত্র হইতে অম্লম্রাণ নির্গত হয় । ভগ্ন অণ্ডের গ্রায ঈষৎ পীত বা ক্রৈদময় মল-তাগ হয় ; অনেক সময় শিশুর কাসি থাকে ও উদগারে তাহার উপশম হয় ।

ডিফ্‌থিরিয়া বা দূষিত গলমূত্র—বিপ্লির প্রাচুর্য্য-হেতু শিশুর কণ্ঠে শ্বাসগ্রন্থাস চলে, সে কথা কহিতে কি কোন শব্দ করিতে পারে না । টন্‌সিলগ্রন্থি দ্বীত ও উজ্জ্বললোহিত এবং শিশু মৃতবৎ পাণ্ডুর হয় এবং কিছু আহার করিলে তাহার নাসিকাপথে বাহির হইয়া যায় ।

টাইফয়েড জ্বর—অত্যন্ত অবসাদগ্রস্ত রোগী ফস্‌ এসি রোগীর গ্রায ধীরে ও কণ্ঠে প্রশ্নের উত্তর করে ; কম্প থাকে না, কিন্তু কম্পের অনুরূপতা থাকে ; মুখমণ্ডল সঙ্কুচিত ও পাণ্ডুর এবং চক্ষু নীলরেখা-বেষ্টিত ; আমাশয়ে শীতলতা ও শিথিলতার অনুরূপতায় উগ্রমত্তে ইচ্ছা যায় । এইরূপ লক্ষণে সাল্‌ফ্‌ এসির উপযোগিতা দৃষ্ট হয় ।

শোণিতস্রাব—রক্তস্রাব নিবারণে সাল্‌ফ্‌ এসি অগ্রাণ্ড এসিড হইতে উৎকৃষ্টতর । ইহা প্রত্যেক শরীরদ্বার হইতে রক্তস্রাব উৎপন্ন করে ; রক্ত তরল ও কৃষ্ণাভ থাকে ।

লেক্‌চার ১১২ (LECTURE CXII.)

ক্যাক্টাস্ (Cactus Grandi florus.) ।

(ক্যাক্টাসিজাতি ।)

সম্বন্ধ ।—ক্যাক্টাসের কার্য্যপ্রতিষেধক—একন, ক্যান্‌ফর, সিঙ্ক ।

সাধারণ ক্রিয়া ।—ক্যাক্টাস বিশেষরূপে হৃৎপিণ্ড এবং
ধমনীর চক্রাকার পেশীস্থত্রে ক্রিয়া প্রকাশ করায় হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনা-
প্রবণতা, স্নায়ুশূল, অ্যাক্‌সেপ, এবং কম্প উপস্থিত হয় । নিউমগ্যাষ্ট্রিক্‌ন্যাস্
দ্বারা ইহা হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্ এবং আমাশয় আক্রমণ করিলে ফুস্‌ফুসের
সংকোচনে এবং আমাশয় লক্ষণে অজীর্ণ ও অন্ন জন্মে । ইহার সবিয়াম
অরাক্রমণে সাময়িকতার অনিয়ম ঘটে (বিপরীত—সিড্রণ) । দেহের
বিভিন্ন অংশে সংকুচিত ভাবে, বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডপ্রদেশ
লৌহ-পতর দ্বারা আবদ্ধ থাকার অনুভূতি
ইহার প্রদর্শক বলিয়া গণ্য ।

লক্ষণ ও চিকিৎসা ।

স্নায়ুশূল ।—ইহা এবং ম্যালেরিয়া ঘটত হে কোন প্রকারের
বেদনা অভ্যন্তকালে আহাৰ না করিলে যদি বৃদ্ধি পায় ক্যাক্টাস্
তাহার ঔষধ ।

হৃৎরোগ- হৃৎশূল বা এঞ্জাইনা পেট্টরিস ;
হৃৎবিবন্ধি ; হৃৎপিণ্ডপ্রদাহ ; হৃৎবহির্বেষ্ট-
বিবন্ধিপ্রদাহ ; হৃৎপিণ্ডের থরথরকম্পতাব
(Fluttering.) ।—ক্যাক্টাস্, লক্ষণ হৃৎপিণ্ডরোগের বিশেষ
প্রকাশক । “হৃৎপিণ্ড যেন লৌহহস্ত দ্বারা দৃঢ়রূপে ধৃত থাকার অনুভূতি”

শীতলতা এবং মুখমণ্ডলপেশীর আক্ষেপ থাকে । হাইড্রোসাইনানিক এসিডের স্থগীরোগে জ্ঞানের লোপ, মুষ্টিবদ্ধ কর, হনুস্তম্ভ, মুখে ফেন উঠা ও গলাধঃকরণক্রিয়ার অসামর্থ্য থাকিলে এবং ফিটের পরে অত্যন্ত নিদ্রালুতা ও দৌর্বল্য আসিলে ডাং হিউজ ইহাকে অমোঘ ঔষধ বলিয়া গণ্য করেন । শিশু খেলা করিতে চাহে না এবং তাহার কিছুই ভাল লাগে না । প্রনুষ্ঠকারের অবিশ্রান্ত ও প্রবল আক্রমণে হাইড্র এসি উপকারী । মুখমণ্ডল, চুয়াল এবং পৃষ্ঠের পেশীতে আক্ষেপ । হনুস্তম্ভ, মুখের অলীক হাস্যভাব এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের বাধা জন্ম শরীরের নীলাভা এবং মুখে ফেনোদগীরণ প্রভৃতি লক্ষণ থাকে । হঠাৎ শরীরের কাঠিন্য জন্মিলে তাহা পশ্চাৎ দিকে বক্র হয় । স্ক্রীকনিয়ান হায় ইহাতে স্পর্শসহিষ্ণুতা বা প্রক্ষিপ্ত কারণের উত্তেজনাশ্রয়তা থাকে না । দুস্তুদুস্তুরোগনিবন্ধন অত্যধিক দুর্বলতা বশতঃ প্রতিক্রিয়াশক্তির অভাব হইলে লরসিরেসাস তাহা পুনরুত্তেজিত করিতে সক্ষম । স্ক্রকাসরোগের শুষ্ক ও বিরক্তিকর কাসির পক্ষে ইহা উপকারী ।

লেকচার ১১৪ (LECTURE CXIV.)

কফিয়া ক্রুডা (Coffea Cruda.)।

(রুবিয়েসিজাতি ।)

সম্বন্ধ :—কফিয়ার কার্য্যপ্রতিষেধক—একন, ক্যাম, ইগ্নে, নাকস্ ভম, পাল্‌স্। কফির অপব্যবহার নিবন্ধন পুরাতন রোগে ক্যাম, ইগ্নে, মার্ক, নাকস্ ভ, সাল্‌ফ্‌। কফি যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম, কলসি, নাকস্ ভ।

সাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ ও চিকিৎসা :—কফিয়া মস্তিষ্ক মেরুমজ্জের স্নায়ুগুণ উত্তেজিত করে, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের এবং জৈব ক্রিয়োদ্দীপনা হওয়ায় ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অত্যন্ত তীক্ষ্ণতা এবং অসহিষ্ণুভাব এবং জৈবক্রিয়াশক্তির রোগজ উত্তেজনা সংঘটিত হয়। এ কারণ রোগীর মানসিক ও শারীরিক অবস্থা এবং তাহার মস্তিষ্কীয় এবং দৈহিক কার্য্যকারিতা অত্যন্ত উত্তেজিত ও উন্নত ভাব ধারণ করে। নিম্নে ইহার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ ও রোগের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে, যথা—

১। ইন্দ্রিয়জ্ঞান মাত্রেরই তীক্ষ্ণতা ; রোগী সহজে ক্ষুদ্র অক্ষর পাঠ করিতে পারে ; শ্রাণ, রসনা এবং স্পর্শেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা জন্মে ; মানসিক এবং শারীরিক ক্রিয়োত্তেজনা ঘটে ; রোগী কল্পনাপূর্ণ থাকে, স্বরিত-কল্পা হয় এবং উপরিউক্ত উত্তেজনা বশতঃ তাহার নিদ্রা হয় না।

২। রোগী অত্যন্ত মানসিক ভাবোত্তেজনাগ্রবণ থাকে ; হঠাৎ কোন আশ্চর্য্য সংবাদে, বিশেষতঃ হঠাৎ আনন্দোৎপাদক সংবাদে সে রোগগ্রস্ত হয়।

৩। রোগী বেদনা সহ করিতে পারে না, তাহাতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠে ; বেদনার অসহনীয় হইয়া পড়ে ; ক্রন্দন করে ; যন্ত্রণায় গড়াগড়ি দেয় ; অত্যন্ত নিদ্রাহীনতা জন্মে ।

৪। অত্যন্ত মানসিক শ্রম, চিন্তা ও গল্প করা প্রভৃতি নিবন্ধন শিরঃশূল ; বোধ যেন মস্তক ছিন্ন অথবা ঠোকর লাগিয়া টুকরা টুকরা হইতেছে ; অর্কিশিরঃশূলে মস্তিষ্কাভ্যন্তরে পেরেক বসানোর স্থায় বোধ ; মুক্ত বায়ুতে শিরঃশূলের বৃদ্ধি ।

৫। ঝাঁকি লাগার স্থায় দন্তশূল ; বরফ দেওয়া শীতল জল মুখে রাখিলে তাহার উপশম এবং মুখে ঐ জল তপ্ত হইয়া উঠিলে বৃদ্ধি ।

৬। কক্ষিয়ার গুচ্ছবায়ুরোগে মস্তক পশ্চাতে পেরেক ঠুকিয়া দেওয়ার স্থায় বেদনা (Clavus Hystericus) থাকে । শূলভাঙ্গা সহ তুলনীয় ।

৭। অত্যন্ত ইন্দ্রিয়বোধাদিক্য এবং দৌর্বল্য থাকিলে সান্নাটিকা বা গুণ্ডনীরোগে কক্ষিয়া প্রদর্শিত হয় । রোগ সহ রোগীর যন্ত্রণায় সামঞ্জস্য থাকে না, সে অসহনশীল হইয়া পড়ে ।

৮। উত্তেজনাগ্রবণ ও বাসপ্রকৃতির স্ত্রীলোকদিগের প্রসব বেদনা অসহনীয় হইলে কক্ষিয়া উপকারী । প্রসব বেদনা হয়, কিন্তু কোন ফল হয় না ।

মানসিক লক্ষণে ইহা একন, ক্যান, ইগ্নে এবং নাক্স ভ সহ তুলনীয় ।

মস্তকে পেরেক ঠুকিয়া বসানের ন্যায় শিরঃশূলে কক্ষিয়া, শূলভাঙ্গা এবং ইগ্নে ; গুচ্ছবায়ুর “ক্লেভাস” বা পেরেক বসানের ন্যায় বেদনা মস্তকপশ্চাতে থাকিলে শূলভাঙ্গা ; এবং প্রসববেদনার অসহনীয়-তা ইহা ক্যান সহ তুলনীয় ।

লেকচার ১১৫ (LECTURE CXV.)

নাক্স মস্কেটা (Nux Moschata.) ।

সম্বন্ধঃ—নাক্স মস্কেটার কার্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, জেলুম, নাক্স ভ। ইহা যাহার কার্যপ্রতিষেধক—আর্স, রড, লর।

সাধারণ ক্রিয়াঃ—নাক্স মস্কেটা স্নায়ুশৃঙ্খলের দ্বারা বিশেষ রূপে পরিপাকযন্ত্রপথ, অণুধার এবং জরায়ু আক্রমণ করিলে কেবল কতিপয় অবিমিশ্র স্নায়বিক লক্ষণ উৎপন্ন হয়। স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ কথঞ্চিৎ রক্তাধিক্য ব্যতীত ইহার ক্রিয়ার যত্ননিচয়ে কোন প্রকার উপাদানগত পরিবর্তন সংঘটিত হয় না; কিন্তু জ্বংপিণ্ডের ক্রিয়ানাশ বশতঃ রোগীর মৃত্যু ঘটিতে পারে। সর্কবিধরোগ সহই আলস্য এবং নিদ্রালুতার বর্তমানতা ইহার প্রকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। ইহা বাত প্রকৃতির ও গুল্মবায়ুরোগপ্রবণ স্ত্রীলোক এবং শিশুদিগের পক্ষে উপযোগী।

লক্ষণঃ—মানসিক ভাব পরিবর্তনশীল। এই মুহূর্তেই হাস্য এবং পর মুহূর্তেই ক্রন্দন। সকল বিষয়েই হাস্যপ্রবণতা। স্মরণশক্তি হীনতা, চিন্তার অক্ষমতা, নিদ্রার ভাব। ক্ষণিক অচেতনতা। বাম ললাটের উচ্চতর স্থানে অল্প স্থল ব্যাপক চাপবৎ শিরঃশূল। দৃষ্ট বস্তু বৃহত্তর প্রতীয়মান হয়। বস্তুনিচয় অতি বৃহৎ অথবা অতি দূরবর্তী বা অতি ক্ষুদ্র দেখায়। মুখ, গুঠ এবং জিহ্বার শুষ্কতা থাকে, কিন্তু তৃষ্ণা থাকে না। মুখলালা তুলার ছায়। জিহ্বার পক্ষাঘাত। অতিশয় ক্ষুধা ও তৃষ্ণা হীনতা। উদরের অত্যধিক স্ফীতি ও ডাক। বিষ্ঠা কোমল থাকিলেও সহজে ত্যাগ হয় না। সিক্ত শীতল বায়ুতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বেদনা।

রোগী অত্যন্ত দুর্বল থাকে ও ক্লান্ত বোধ করে ; সামান্য পরিশ্রম করিলেই নিদ্রালুতা বশতঃ শয়ন করার আবশ্যকতা বোধ করে । পেশী-কম্প ; সোম্বাস্তি হীনতা ; মুচ্ছার উপক্রম ; সামান্য বেদনাতেও ঐক্লব । স্থানে স্থানে, চঞ্চল, সবিব্রাম ও খনন করার ছায় বেদনা । গুল্মবায়ুৎ এবং মূত্রের ছায় সর্বাঙ্গীন আক্ষেপে জ্ঞান থাকে ; শিশু-দিগের উদরাময়ে আক্ষেপ ; নিম্পন্দবায়ু বা ক্যাটালেপসি । ত্বক শীতল বায়ুতে অসহিষ্ণু । রক্তহীনতা ।

চিকিৎসা।—নাক্স মস্কেটার স্বরযন্ত্ররোগ ও অজীর্ণ প্রভৃতির বিষয় আমরা স্থানান্তরে বর্ণনা করিয়াছি । কিন্তু গুল্ম-বায়ু রোগ চিকিৎসাতেই ইহা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে । যে সকল অপস্মাররোগগ্রস্ত রোগী স্বরিং গাভীর্ধ্য হইতে আনন্দের ভাব প্রকাশ করে, তাহাদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী । নিদ্রালুতা, অত্যন্ত উদর স্ফীতি এবং মুখের শুষ্কতা ইহার প্রদর্শক । রোগীর মধ্যে মধ্যে মুচ্ছার উপক্রম হয় এবং সে অল্প শ্রমেই ক্লান্ত বোধ করে । সাধারণতঃ আহাৰাস্তে উদরাগ্নান হইলে লাইক এবং কার্ব ভেজ আমাদিগের স্মরণ পথে আইসে, কিন্তু শেথোক্ত ঔষধদ্বয়ে গুল্মবায়ুর লক্ষণ না থাকায় তাহারা প্রভেদিত হয় । নাক্স মস্কেটার শুষ্ক ও স্নায়বিক কাসিতে বক্ষের কষ্ট এবং মুচ্ছার উপক্রম হয় এবং গুল্মবায়ুর সংশ্রব থাকে । মুচ্ছার উপক্রম হওয়া ইহার অতি সাধারণ লক্ষণ । ডাং বেজ বলেন “গুল্মবায়ু, বিশেষতঃ তাহার গুল্ম বা প্লোবাস হিষ্টিরিকাস্ নিবারণে অল্প ঔষধই নাক্স মস্কেটার ছায় আশু ফলপ্রদ ।” তিনি ৩ হইতে ৬ ক্রমে ঔষধ প্রয়োগ করিতে বলেন । তিনি আরও বলেন “১০ কি ৫ মিনিট পর পর ডাং রুবিনির ক্যাম্ফর চিনির সঙ্গে সেবন করাইলে প্রবল গুল্মবায়ুর ফিট নিবারণ হয়” ।

লেকচার ১১৬ (LECTURE CXVI.)

টেরিবিথিনা (Terebinthina.) ।

সাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ ও চিকিৎসা।—সম্পূর্ণ শৈথিল্যবিশ্লিষ্ট টেরিবিথিনার ক্রিয়া হইলেও, মূত্রযন্ত্রের, বিশেষতঃ কিড-নির শৈথিল্যবিশ্লিষ্টেই তাহার প্রাধিক্য দৃষ্ট হয়। ক্রিয়ার অগভীরতা বশতঃ উপাদান ধ্বংসকরা তরুণ বা পুরাতন রোগে ইহা ফলপ্রদ হয় না। কিডনিপ্রমুখ মূত্র যন্ত্রের ইহা প্রভূত উত্তেজনা ও প্রদাহ উৎপন্ন করিলে কিডনিদেশে প্রচণ্ড জ্বালা ও আকৃষ্টবৎ বেদনা, ক্রেশকর মূত্রকুচ্ছুর পর মূত্রযন্ত্রের টাটানি, রক্ত মেহ, অত্যন্ত মূত্রত্যাগ এবং যন্ত্রণাপ্রদ নিষ্ফোথান প্রভৃতি ইহার মৌলিক এবং অতি শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক উপস্থিত থাকে। ফলতঃ সর্বপ্রকার রোগেই উপরি-উক্ত মূত্রযন্ত্রলক্ষণের বর্তমানতা ইহার প্রদর্শক। অতএব উপরিউক্ত লক্ষণের প্রাধান্য থাকিলে নেফ্রাইটিস্, উপসর্গিক লাল-মেহ, মূত্রস্থলীপ্রদাহ এবং মূত্রনালীপ্রদাহ প্রভৃতি মূত্রযন্ত্ররোগে এবং জলশোথে ইহা প্রযোজ্য। ইহার শ্বাসযন্ত্র পথের রক্তাধিক্য ও অতিশায়িক প্রদাহে তাহার গুণ্যতা ও শ্বাসকৃচ্ছ হয় এবং শোণিতরেখাবৃত্ত স্লেষ্মা উঠে। পরিপাক যন্ত্রপথ আক্রান্ত হইলে জিহ্বার উপত্বক স্থান হওয়ায় তাহা মন্থনতা প্রাপ্ত হয় এবং অতি প্রধান লক্ষণ স্বরূপ প্রভূত উদরাগ্ৰাস জন্মে। ক্ষুধা থাকে না। মধ্যে মধ্যে পেশী আনর্জন হয়। শরীর শীতল ও চটচটে ঘর্ম্মসিক্ত এবং নাড়ী দ্রুত, ক্ষুদ্র, সূত্রবৎ ও দুর্ব্বোধ্য থাকে। উপরিউক্ত উদরাগ্ৰাস ও মূত্র-লক্ষণ বর্তমান থাকিলে ইহা পেরিটনাইটিস ও টাই-ফয়েড্ জ্বর প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য। অস্ত্রের রক্তস্রাবের ইহা অতি প্রধান ঔষধ। মূত্রযন্ত্রের উত্তেজনা লক্ষণ না থাকিলে, কলেরার মূত্রাধাতে ইহার ২ x ক্রম দ্বারা মূত্র আনয়নে আমরা কখনই নিষ্ফল হই নাই।

লেকচার ১১৭ (LECTURE CXVII.)

বোরাক্স (Borax) ।

সম্বন্ধ :—বোরাক্সের কার্যপ্রতিষেধক—কফিয়া, ক্যামা
সাম্প্রদায়িক ত্রিফলা ও লক্ষণ ।—সম্পূর্ণ শৈল্পিককল্পিত, বিশেষতঃ মুখগহ্বর, অস্ত্র, জরায়ু এবং যোনিপথের শৈল্পিককল্পিতে উপকৃত উৎপন্ন করাই বোরাক্সের প্রধান কার্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। খাস-যন্ত্রপাথ এবং ত্বকে ও ইহার ক্রিয়া বিস্তৃত হয় ।

“দোল খেলার ন্যায় অথবা শিঁড়ি বাহিনী অবতরণের ন্যায় নিম্নাতিমুখে গতি হইলে উৎকণ্ঠা সহ তীতিব্যঞ্জকতা” বোরাক্সের অতি বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া গণ্য ; কেননা এরূপ লক্ষণ অত্র কোন ঔষধেই দৃষ্টিগোচর হয় না ।

ইহার অগ্নাত লক্ষণ মধ্যে প্রধান গুলির বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে, যথা—জিহ্বা, মুখগহ্বর এবং গণ্ডের অভ্যন্তর পার্শ্বে উপকৃত বা “জাড়ী ঘা” থাকায় মুখগহ্বরে অত্যন্ত তাপ ও শুষ্কতা। শিশু স্তন্য পান করিতে ক্রন্দন করে। আহার করিতে ক্ষত হইতে রক্তস্রাব হয়। কোমল, ফেফালা পীত ও প্লেগম্য বিষ্ঠাত্যাগ করিলে অত্যন্ত দুর্বলতা জন্মে। শিশু তপ্ত মূত্রত্যাগ করে। মূত্রে তীব্র ও কটু গন্ধ থাকে। শিশু প্রায় ১০।১২ মিনিট পরে পরেই মূত্রত্যাগ করে। এবং তাহার পূর্বে পুনঃ পুনঃ ক্রন্দন ও চীৎকার করে। স্ত্রীজননেদ্রিয়রোগে অণ্ডালাবৎ ঋতুপ্রদরস্রাবকালে তপ্ত জলের স্রোত বহিয়া পড়ার ন্যায় অনুভূতি। ঋতুস্রাব অতি শীঘ্রাগত ও অতি প্রচুর এবং তাহার পূর্বে আমাশয় হইতে কটি পর্যন্ত বেদনা। প্রচণ্ড ও খ্যাৎখ্যাকে কাসিতে

পচাটে আশ্বাদ ও গন্ধযুক্ত গয়্যারের নিষ্টিবন। প্রত্যেক কাসি ও গভীর শ্বাসগ্রহণে বক্ষে স্থিতিবেদবৎ বেদনা।

চিকিৎসা :—ট্রিক্লোইসিস বা বক্র চক্ষু-পত্র-কেশ বা পজ্জের সংশোধনে বোরাক্স প্রায়শঃ সহ তুলনীয়। নাসারন্ধ্রের ক্ষতরোগে নাসিকাগ্র ক্ষীত ও বেদনায়ুক্ত থাকিলে বোরাক্স উপকারী। বক্ষে স্থিতিবেদবৎ বেদনায়ুক্ত কাসিতে ইহা ঔষধ। দক্ষিণ বক্ষের উর্দ্ধাংশে বেদনা অধিকতর থাকে। এরূপ লক্ষণ থাকিলে যক্ষ্মাকাসেও বোরাক্সের অ্যোগ হইতে পারে।

শিশুদিগের মুখের উপক্ষত বা “জাড়ী মা”র বোরাক্স অতি শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া গণ্য। জিহ্বা প্রভৃতি মুখের অগ্রাগ্র অংশে ক্ষত থাকিলেও গণ্ডাভ্যন্তরপার্শ্বেই তাহার অধিকতর আক্রমণ। মুখ তপ্ত ও শুষ্ক থাকে এবং ক্ষত হইতে সহজেই রক্ত পড়ে। শিশু শীর্ণ, পাণ্ডুর ও কাল্চে বর্ণ হইয়া যায় এবং নিদ্রাকালে চমকিয়া উঠে ও হাত ছোড়ে। স্তন্যপায়ী শিশুদিগের জাড়ী ঘায় মুখের শুষ্কতা জহ্ন মুখ দিক্ত না করিলে শিশু স্তনে মুখ দিতে চাহে না—ব্রাহ্মঃ এরাম ট্রির মুখক্ষতে মুখের প্রচণ্ড প্রদাহ হয়, নাসারন্ধ্রের চতুষ্পার্শ্বে টাটানি, মামড়ি ও স্পর্শসহিষ্ণু বেদনা জন্মে। প্রতি-শ্যায়িক মুখক্ষতঃ ইহার উদ্ভ্রামহে শিশু সবুজ অথবা হরিদ্রাভ ও নরম মলত্যাগ করে এবং মলত্যাগের পূর্বে উদ্ভ্র-শূল হয়।

মুখমণ্ডলের, বিশেষতঃ গণ্ডের বিসর্প বা ইন্ডিসিপেনাস রোগে মুখোপরি মাকড়সার জালের অহুভূতি থাকিলে বোরাক্স ফলপ্রদ। বিচর্চিকা বা সোরায়াসিস্রোগে ডাং ম্যাক্ক্যাচি ইহার প্রশংসা করিয়াছেন।

লেকচার ১১৮ (LECTURE CXVIII.)

সিড্রন (Cedron.) ।

(সিমারুবেসিজাতি) ।

সাধারণ ত্রিস্রা ও চিকিৎসা :—মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জের এবং সহানুভূতিক বা সিম্প্যাথেটিক স্নায়ু মণ্ডলের আক্রমণ দ্বারা সিড্রন মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য উৎপন্ন করিলে যে অরাক্রমণ হয় কার্যক্ষেত্রে সবিরাম জ্বরে আমরা তাহার প্রতিকৃতি দেখিতে পাই। এই জ্বর অতি বিশেষ লক্ষণ দ্বারা প্রকাশিত হয় এবং সিড্রন তাহাতে অমোঘ রূপে কার্য্য করে। নিম্ন ও জলাভূমির সিক্তোষ্ণবায়ু এই জ্বরের উৎপত্তির কারণ এবং ঘড়ির কাঁটার নিহমানুযায়ী জ্বরাক্রমণের সাময়িকতা ইহার প্রদর্শক। এই জ্বর বড়ই অদম্য প্রকৃতির, শীঘ্র শীঘ্র পুনরাবর্তন করে এবং ইহাতে প্রচণ্ড মস্তিষ্করক্তাধিক্য থাকে। রোগী অত্যন্ত রক্তহীন হয় এবং তাহার যকৃৎ ও প্লাহার বিবন্ধি জন্মে। সবিরাম স্নায়ুশূল, গুল্মবায়ু এবং তাণ্ডবরোগ চিকিৎসাতেও ইহা কথঞ্চিৎ খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

লেকচার ১১৯ (LECTURE CXIX.)

পেট্রোলিয়াম (Petroleum.) ।

সম্বন্ধ :—পেট্রোলিয়ামের কার্য্যপ্রতিষেধক—ককুল, নাক্স ভ।
পেট্রোলিয়াম যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—সিসকবিষক্রিয়ায় ।

সাধারণ ক্রিয়া ও লক্ষণ । শৈথিল্যকালি এবং ত্বকে পেট্রোলিয়ামের মূল ক্রিয়া । ইহা তাহাদিগের উদ্দীপনা উপস্থিত করে এবং তাহার ফল স্বরূপ যে সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় তাহা আমরা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি, যথা,—রোগী অত্যন্ত উত্তেজনা প্রবণ ও প্রচণ্ড, সহজে দোষ গ্রহণ করে এবং কলহ করে । প্রলাপ বশতঃ মনে করে তাহার পার্শ্বে অত্র কোন ব্যক্তি শয়ন করিয়া আছে অথবা সে দুই ব্যক্তি কিম্বা তাহার এক অঙ্গ দুইটা হইয়াছে । মস্তকপশ্চাতে সিনকের চাপের দ্বায় চাপ ও গুরুত্বের অনুভূতি । চক্ষুপত্রপার্শ্বের এবং ল্যাক্রিম্যালকোষের প্রদাহ ও তাহাতে পু্য সঞ্চার । আমাশয়লক্ষণে প্রাতঃকালে অবিশ্রান্ত বিবমিষা এবং মুখে জল সঞ্চয় ; গাড়ির ঝাঁকিতে অথবা নৌকার চালনায় তাহার বৃদ্ধি । প্রচণ্ড বমন । মলত্যাগান্তে অতি ক্ষুধার নিবৃত্তি । কেবল দিবসে উদরাময় থাকে ও তাহার পূর্বে উদরশূল হয় । স্বরবদ্ধ । রজনীতে শুষ্ক কাসি । হৃৎপিণ্ড-প্রদেশে শীতলতার অনুভূতি । হস্তাঙ্গুলির অগ্রভাগ কর্কশ, বিদীর্ণ ও ফাটযুক্ত ; তাহাতে খোঁচা ও কর্তনব্যং বেদনা ।

সামান্য আঘাতেই ত্বকে ক্ষত জন্মে ও তাহা বিস্তৃত হইতে থাকে । পুরাতন ও সিক্ত কাউর, আক্রান্ত শরীরাংশের হাজাভাব । সম্পূর্ণ ত্বকের স্পর্শসহিষ্ণু বেদনা, বস্ত্রাবৃত হইলেও বেদনা লাগে । ক্ষত হুলবেধব্য বেদনা করে ও তাহাতে মাংস বৃদ্ধি হয় । অনেক সময়ে গভীর ক্ষত জন্মে ও তাহার পার্শ্ব উচ্চ থাকে ।

সাধারণ লক্ষণে অঙ্গ নিচয়ের কিন্ঝিনি এবং কাঠিহ । সন্ধি কড়ু কড়ু

করে ও তাহাতে সন্ধিবাতের কাঠি জন্মে । মুক্তবায়ুতে অনিচ্ছা । সহজেই সন্ধির আক্রমণ । প্রাতঃকালে শয্যায় থাকিতে দুর্বলতা বোধ ।

চিকিৎসা :—চক্ষুপুটপার্শ্বপ্রদাহ বা ব্লেফা-রাইটিস এবং ল্যাক্রিম্যালকোষপ্রদাহরোগে পুষ্ণ সঞ্চায় ও তাহাতে নালীকৃত জন্মিলে পেট্রলিনিয়াম দ্বারা উপকার হয় । মস্তকপশ্চাতে দশদশানি বেদনায় ইহা উপকারী । রোগী রজনীতে শয়ন করিলে পেট্রলিনিয়ামের গুণ কাসির আক্রমণ । ইহা শিশুদিগের মধ্যে অধিকতর ।

আর্গব-বমন বা সি-সিক্‌নেসরোগের পেট্র-লিনিয়াম অতি শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত । ডাং বেজ্ এ রোগে ইহাকে একমাত্র উপকারী ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন । তিনি ইহার ৩x ব্যবহার করিয়া থাকেন । ডাং ডিউই এবং ডাং হিউজের মতেও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ । ইহার আনুবঙ্গিক লক্ষণ--উদ্ধৃদিকে দৃষ্টি করিলে শিরোবর্ণনের বৃদ্ধি ; শকট ও অশ্বরোহণে রোগ বদ্ধিত এবং যদিও কখন কখন পিত্তের বমন হইতে পারে কিন্তু অবি-শ্রান্ত বিবমিষা ও মুখ হইতে জ্বলোদ্গীরণই ইহার বিশেষ লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত । সমুদ্রযাত্রার কিছুকাল পূর্বে হইতে ইহার প্রয়োগ আরম্ভ করিলে ইহা রোগের প্রতিবেধকরূপে কার্য্য করিয়া থাকে । উপরি উক্তরূপ বিশেষ লক্ষণ থাকিলে ইহা গর্ভাবস্থার প্রাতঃকালীন বমনেও উপকারী । রসবাতরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সন্ধি মচকাইলে ইহা দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় । জাহ্নসন্ধির রসবাতরোগে সন্ধির কাঠি ও সংশ্রবীয় খোঁচানিবৎ বেদনা, গ্রীবার অনমনীয়তা এবং মস্তক চালনায় কড়কড় ভাবের অনুভূতির পক্ষে ইহা উপকারী । সহজে নিম্ন চুল্লানের সন্ধিলেপ্ততায় ইহা কলপ্রদ ।

লেক্চার ১২০ (LECTURE CXX.)

রিসিনাস্ কয়ুনিস্ ।

প্রতিনাম y —পামা ক্রিষ্টাই, এরও ।

সাধারণ নাম y —ভারেণ্ডা ।

প্রস্রোপকল্প ।—তৈলজ অরিষ্ট বা “ওলিয়াম্ রিসিনি” এবং
বীজসারোৎপন্ন অরিষ্ট বা “রিসিনাস” ।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম y —সাধারণতঃ $৩ \times$, $৬ \times$ এবং ৩০ ।

তুলনীয় ঔষধ y —জার্ট্রফা, ক্রটন টিগ্, আইরিস্, ভিরেট্রাম,
আস্, বুফর্ক ।

সাধারণ ক্রিয়া ও লক্ষণ y —ক্যাষ্টর অইল বা রেট্রি
তৈল আমাদিগের বিশেষ পরিচিত বস্তু । কেননা বেদনাদি ক্রেশ্বরহিত মুহু
বিরেচক বলিয়া অনেকেই ইহা সহজ কোষ্ঠবদ্ধরোগে সাধারণতঃ ব্যবহার
করিয়া থাকেন । এরওবীজ নিষ্পেষণ দ্বারাই এই স্থায়ী তৈল প্রস্তুত
হইয়া থাকে এবং ইহা হইতেই “ওলিয়াম্ রিসিনি” প্রস্তুত হয় ।
“রিসিনাস” এরওবীজের শাস হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে । রাসায়নিক
প্রক্রিয়া দ্বারা এরওবীজ-সার হইতে “রিসিনিন্” বলিয়া একটি উপকর
এবং “রিসিনিক, ইলয়াডিক ও মার্গারিষ্টিক এসিড” নামে তিনটি অতি
উগ্রগুণ অম্ল প্রাপ্ত হওয়া যায় । শেথোক্ত তিনটি এসিড-উপাদান-
বিশিষ্ট হওয়াতেই এরওবীজ সেবনে বিষ-লক্ষণ প্রকাশ পায় । উপরি
উক্ত বিষের স্থানিক ক্রিয়া বশতঃ কখন কখন আমাশয়াদিক উদীপনা ও

রক্তাধিক্য উৎপন্ন হইলে তদানুযায়িকরূপে প্রাদাহিক উদরাময়রোগবৎ লক্ষণ এবং বমন ও উদরশূলাদি উপস্থিত হইয়া থাকে । আমাশয়োৰ্দ্ধ-বেদনা বিকীর্ণ হইয়া নাভি ও কুক্ষিদেহে যায় । উদরোপরি বেদনা চাপে বৃদ্ধি হয় ।

ফলতঃ পরিপাক-যন্ত্র-পথ সহ এরওবিষের কলেরাবিষবৎ নির্দিষ্ট সম্বন্ধ বশতঃ যে কলেরা সদৃশ লক্ষণ উৎপন্ন হয় তজ্জন্তই ইহা হোমিওপ্যাথি মতে কলেরা চিকিৎসায় সাদরে গৃহীত হইয়াছে । ডাঃ এলেন-উদ্ধৃত এরও-বৌজের বিষ-লক্ষণ হইতে নিম্নে আবশ্যকানুসারে কতিপয় লক্ষণ বিবৃত হইল :—জালাযুক্ত তৃষ্ণা ও মুখলালাস্রাব । গলমধ্যে ও আমাশয়ে জালা । প্রথমে পরিমাণে ও সংখ্যায় অল্প থাকিয়া ক্রমে আমমিশ্রিত সিরামরসের প্রচণ্ড ও প্রচুর ভেদ বমন । পুনঃ পুনঃ জলবৎ মলত্যাগ । বমন এবং বিরোচনে বেদনাহীনতা । অবশেষে ভেদ অবিশ্রান্ত ভাব ধারণ করে এবং কলেরা সদৃশ লক্ষণ উপস্থিত হয় । মূত্রাঘাত (suppression of urine) । অতিরঞ্জিত, স্বপ্ন, গাঢ় ও প্রচুর এলবুমেনপূর্ণ মূত্র । স্বরবদ্ধ । নাড়ী স্বাভাবিক গতিবিশিষ্ট কিন্তু অতি ক্ষুদ্র এবং মণিবন্ধদেশে কখন কখন দুৰ্ব্বোধ্য । বিষ্ঠা রক্তময় হইতে পারে । ভেদ ও বমনকালে গভীর পতন-লক্ষণ বা কোল্যাপ্স । দেহের অঙ্গ ও কাণ্ডভাগের পেশীর খল্লী । চক্ষু আক্ষেপযুক্ত ও উৰ্দ্ধে আকৃষ্ট । শীতলতা ; ললাট শীতল ঘর্ম্মাবৃত । মুখমণ্ডল পাণ্ডুর ও বস। রিসিনাসের যকৃতাক্রমণের লক্ষণ স্বরূপ ভেদ ও বমন কালে কখন কখন পাণ্ডুরোগচিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

প্রদর্শক লক্ষণ :—ভেদ এবং বমনকালে উদরশূলের অভাব রিসিনাসের প্রকৃষ্ট প্রদর্শক । পতনাবস্থা বা কোল্যাপ্স লক্ষণ উপস্থিত হইলে সাধারণতঃ ভেদ ও বমনের স্বপ্নতা বা অভাব ঘটে ; কিন্তু রিসিনাসরোগীর তাহা সমভাবে চলিতে থাকে অথবা বর্দ্ধিত হয় । এজন্ত হীনাঙ্ক বা কোল্যাপ্স অব-

স্থায় ভেদ ও বমন-পূর্ববৎ সমভাবে হইতে থাকা অথবা বর্দ্ধিত হওয়া অনেক স্থলেই রিসিনাসের অস্ত্র প্রদর্শক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে ।

চিকিৎসা ।—উদরাময় ; প্রাদাহিক উদরাময় এবং কলেরা বা ওলাউতা ।—আমরা ইতিপূর্বে ক্যান্টর অইলের লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বিবৃত করিয়াছি তাহাতে বোধগম্য হইবে যে বেদনাহীন উদরাময়ে ওলিফ্রাম রিসিনি দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায় । ফলতঃ উদরাময়ে বেদনার অভাব ও বিষ্ঠার প্রাচুর্য্যই ইহার প্রদর্শক স্থানীয় ।

প্রাদাহিক উদরাময়ে স্থলবিশেষে রিসিনাস আমাদিগের সাহায্য করিয়া থাকে । মৃত্যুভীতি ও অস্থিরতা দি লক্ষণ দ্বারা একনাইট, এবং ভয়াবহ কুহনের বর্ত্তমানতায় মার্ক কর ইহা হইতে প্রভেদিত হয় ।

রিসিনাসের প্রদর্শক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে কলেরার সকল অবস্থাতেই ইহা প্রয়োগোপযুক্ত । ফলতঃ রোগের “পূর্ব্বরূপ অবস্থায়” অগ্র কোন ঔষধ প্রদর্শিত না হইলে অনেক চিকিৎসকই ইহা প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন । কলেরার “বিকাশ” ও “হিমাঙ্কাবস্থায়” ও বেদনার অভাব, বিষ্ঠার প্রাচুর্য্য এবং ক্রমে ক্রমে ভেদ ও বমনের পরিমাণ ও সংখ্যার স্বদ্ধি এবং রোগের শেষ বা পতনাবস্থায় তাহাদিগের অত্যাধিক্য বা অবি-
রাম ভাব ইহার বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া জানিতে হইবে । জ্যাক্ট্রিফার উদ্ভবের প্রচণ্ড ডাক এবং প্রভূত পরিমাণ এলবুমেন সহস্র তরল পদার্থের বমন, আইরি-
সের অত্যন্ত অল্প পদার্থের বমন ও পরিপাক-

ମଥେର ଅଗ୍ନିଦାହବଂ ଜ୍ୱାଳା, ଭିରେଡ୍ରାମେର ଉଦର
ବେଦନାର ବର୍ତ୍ତମାନତା ଏବଂ ସ୍କୁର୍ଫର୍ରିୟମେର ହ୍ୟାଂ ଏକ-
ସୋପେ ପ୍ରଭୂତ ପରିମାଣ ଭେଦ ଓ ବସନ ରିସିନାସ
ହୈତେ ସର୍ବେଷ୍ଠ ପ୍ରଭେଦକ ବଳିଆ ଗଣ୍ୟ ।

ରକ୍ତଭେଦସୁକ୍ତ ବା ବ୍ଲାଡି କଲେରାସ୍ ଏବଂ
କଲେରାସ୍ ଗ୍ରାବା (Jaundice) ଲକ୍ଷଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୈଲେ ଇହା
ଦ୍ୱାରା ଉପକାର ପା ଓୟା ସାହିତେ ପାରେ ।

ପ୍ଲାସ୍ମା—କୋଷ୍ଠବନ୍ଧେର ସହିତ ଚକ୍ଷୁ ଆଦିତେ ଗ୍ରାବାରୋଗ ଲକ୍ଷଣ
ଉତ୍ପନ୍ନ ହୈଲେ ଯଦି ପ୍ଲାସ୍ମାବଂ ଉଦରଶୂଳାଦି ଲକ୍ଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାକେ ତାହାତେ
ଇହା ଫଳପ୍ରଦ । ଶିକ୍ତଶିଳାରୋଗେର ଆତ୍ମସନ୍ଧିକରୂପେ ଉପରିଊକ୍ତ
ଗ୍ରାବା, କୋଷ୍ଠବନ୍ଧ ଏବଂ ଉଦରଶୂଳାଦି ଥାକିଲେ ପ୍ଲାସ୍ମା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ସ୍ଥାୟୀ
ଉପକାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରା ସାୟ ।

ଭ୍ୟାରେଣ୍ଡାପତ୍ର ୨।୩ ଘଣ୍ଟା ଜଳେ ମିଶ୍ର କରିୟା ଓ ଜଳ ଦ୍ୱାରା କର୍ତ୍ତିତସ୍ତର ସ୍ତନ
ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଏବଂ ଅବଶେଷେ ମିଶ୍ର ପତ୍ର ପୁଲଟିମେର ଆକାରେ ସ୍ତନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଲେ
ରକ୍ତ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ପୁନରାବୟବ କରିୟା ଥାକେ । ଉଭୟହି ଔଷଧୁକ୍ତ ଥାକିତେ ପ୍ରୟୋଜ୍ୟ ।

হানিম্যান ব্যবহৃত ঔষধ ও তাহার মাত্রা ।

অরাম মেট। ১২, ৩০
 আয়ডিয়ন। ৩০
 অর্জেন্টাম। ২৪
 অগ্নিকা মন্ট। ৬, ১২, ৩০।
 আর্সেনিকাম এল। ৯, ১৮, ৩০
 ইগ্নেসিয়া। ১২
 ইণ্ডিগো। ৩০
 ইপিক্যাক। ১২
 একনাইট। ১২, ৩০
 এগারিকাস। ৩০
 এগ্রাস। ১৮
 এক্সট্রা। ৩০
 এনাকাডিয়াম। ১৮
 এণ্টিম ফ্রু। ২৪
 এণ্টিম টার্ট। ১২
 এমন কার্ব। ২৪
 এম্ব্রাগ্রিসিয়া। ২৪
 এরানিয়া ডায়া। ৩০
 এপমিন। ৩০
 এসাকিডিড। ৩০
 এসিডাম নাই। ৩০
 এসিডাম ফস। ৩০
 এসিডাম মিউ। ৩০
 এসেরাম ইউ। ৩০
 ওপিয়াম। ১২, ৩০
 ওলিয়াম এনি। ৩০
 ওলিয়াম টেরি। ৩০
 ওলিয়েগোর। ২৪
 ককুলাস। ১২
 কনায়াম মেকু। ২৪
 কফিয়া ফ্রু। ৩০
 কল্চিকাম। ১৮
 কলসিহু। ৩০
 কার্বল এনি। ২৪

কার্বল ভেজ। ১২, ৩০
 কুপ্রাম মেট। ৩০
 কপেবা। ২৪
 করেলিয়াম। ৩০
 ক্যানাবিস স্ত্রাট। ১২, ৩০
 ক্যান্ডারিস। ৩০
 ক্যান্স ফ্রু ভা। ১২
 ক্যাপসিকাম। ৩০
 ক্যামমিলা। ১২
 ক্যান্ফর। ৬, ২৪
 ক্যালাডি সেণ্ড। ২৪
 কেলি কার্ব। ৩০
 কেলি হাই। ২৪
 ক্যাঙ্কেরিয়া এসেট। ২৪
 ক্যাঙ্কেরিয়া কার্ব। ৩০
 ক্যাষ্টরিয়াম। ২৪
 ক্রকাস স্ত্রাট। ১৮
 ক্রিমেটিস। ১২
 গুয়েইয়াকাম। ৩০
 গ্র্যাটিয়লা। ২৪
 গ্রাফাইটিস। ২৪
 চায়না। ৩০
 চেলিডন মেজ। ৩০
 জিকাম মেট। ৩০
 জ্যাসিয়া। ২৪
 টিং সালফ। ২৪
 টুক্টিয়াম মে। ১৮
 টেবেকাম। ১২
 ডাল্‌কামারা। ২৪
 ডিজিট্যালিস। ২৪
 ড্রিসিরা। ১৮
 থুজা। ১২।
 নাইট্রাম। ২৪
 নাক্স ভমিক। ১২, ৩০

নিকলাম । ২৪
 নেট্রাম কার্ব । ২৪
 নেট্রাম মিউ । ৩০
 পাল্‌সেটলা । ২, ৩০
 পেট্রিলিয়াম । ২৪
 পেট্রিলিনাম । ১৮
 প্যারিস কোয়া । ২৪
 প্লাস্‌ম্‌ মেট । ২৪
 প্লাটিনাম । ২৪
 কস্‌ফরাস । ১৮
 ফিলিক্‌স মাস । ১৮
 ফেরাম মেট । ২৪
 ক্যালাপ্তি রাম । ২৪
 বভিষ্টা । ২৪
 বিসমাথ । ১৮
 বেলাডনা । ১২, ৩০
 বরাক্‌স্ । ১৮
 ব্যারাইট। এসেট । ৩০
 ব্যারাইট। কার্ব । ৩০
 ব্রায়নিয়া । ৬, ১৮, ৩০
 ভায়লা ওড । ১৮
 ভার্কেস্কাম । ১৮
 ভিরেট্রাম । ৩০
 ভ্যালেরিয়ানা । ১৮
 মস্কাস । ২৪
 মাকু রিয়াস কর । ২৪
 মাকু রিয়াস ভাই । ২৪
 মাকু রিয়াস সল । ৩০
 মিনিরেস্‌সি টিফ । ২৪
 মিলিফলিয়াম । ১২
 মিলেপ । ২৪
 মিজিরিয়াম । ২৪
 ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব । ২৪
 ম্যাগ্নিসিয়া মিউ । ২৪

যুফুর্বিয়াম । ২৪
 যুফেসিয়া । ১২
 যুভা আস । ৩০
 রাস্টক্‌স্ । ১২
 রিয়াম । ১৮
 রুটা । ১২
 রেনাকুলাস বাল্ । ১৮
 লাইকপোড । ৩০
 লিডাম । ২৪
 ল্যাকেসিস্ । ৩০
 ল্যামিয়াম এল্ । ২৪
 স্টেনাম । ৩০
 স্ট্রাক্সেসেগ্রিয়া । ২৪
 স্ট্রনসিয়ানা । ৩০
 স্ট্রামনিয়াম । ২৪
 সাইক্রেমেন । ২৪
 সার্সাপেল্লা । ২৪
 সালফার । ৩০
 সিকুটা । ২৪
 সিকেলি কার্প । ১৮
 সিনা । ৩০
 সিনাবার । ২৪
 সিপিয়া । ৩০
 সিলিকা । ৩০
 সিলিনিয়াম । ১৮
 স্কুইলা । ৩০
 স্পঞ্জিয়া । ৩০
 স্পিজিলিয়া । ২৪
 স্তাবাইনা । ২৪
 স্তাবাডিলা । ১৮
 স্তাম্বুকাস । ১৮
 হায়সায়ামাস । ১২
 হিপার সাল্‌ফ । ১৮
 হেলিবারাস নাই । ২৪

ভৈষজ্য-সূচীপত্র

স্থান সংক্ষেপার্থ সূচীপত্রে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, এবং পরিশিষ্ট
খণ্ড যথাক্রমে (১), (২), (৩), (৪) ও (৫) সংজ্ঞায় লিখিত হইল।

অক্জ্যালিক এসিড।

অণুকোষপ্রদাহ অর্কাইটিস্। (২)

অরাম। (৪) ৪৪৮

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৪) ৪৫০, ৪৫১।

চিকিৎসা। (১) ৩৬ ২২৭। (২) ৪৯,

২১০, ২৫৩, ৩০৩। (৩) ২৭৬। (৪) ৪৬১

—৪৬৮। (৫) ১৫, ১০২, ২২০, ২২৭,

২৬৬, ৪১৫, ৫৩৩, ৫৪২।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৪) ৪৬০, ৪৬১।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ৪৫২, ৪৬০।

রোগকারণ। (৪) ৪৫১, ৪৫২।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ৪৪৮, ৪৪৯।

সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ৪৫২।

আয়ডিয়াম। (৫) ৪২। ৫০

চিকিৎসা। (১) ১৭, ২২৮, ২৩৯। (৩) ৪৫৭।

(৪) ১১৬, ১১৯, ২৭৯, ৩১০, ৪১৯।

(৫) ৭, ৪৭, ৫৫—৫৯, ৭৮, ১৭৮।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৪৪, ২৪৫। (৫)

৫৪, ৫৫।

লক্ষণ। (৫) ৫১—৫৪।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫০।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫০, ৫১।

আয়ডফর্ম।

চিকিৎসা। (৪) ১১৯। (৫) ৫৯।

আইরিস ভার্শিকলার।

(৫) ৩৯১। ৩৯৪।

চিকিৎসা। (২) ২৫৩, ২৯৮। (৩) ৪৩৮।

(৪) ১৪৮, ৩৭১। (৫) ৩৮৯, ৩৯৫, ৩৯৬।

লক্ষণ। (৫) ৩৯৫।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৯৪।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৯৪।

অার্জেন্টাম্ নাইট্ৰিকাম্। (৪) ৪২১

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৪) ৪২২—

৪২৫।

চিকিৎসা। (১) ১০৭, ১৬৯। (২) ৫৬, ৫৭,

৯২, ২০০, ২০৮। (৩) ৪০, ২১২, ২১৮,

২১৯। (৪) ৫২, ৮১, ৮৫, ২০১,

৩৩৩, ৪৩৮—৪৪৭। (৫) ৫৯, ৭৯, ৮০,

১০৪, ১৮৬, ৪৫০, ৪৫৫

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৯২। (৪) ৪৩৬—

৪৩৮।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ৪২৫—

৪৩৬।

রোগকারণ। (৪) ৪২৫।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ৪২১, ৪২২।

সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ৪২৫।

অার্জেন্টাম্ মেটালিকাম্।

(৫) ৫০৫।

চিকিৎসা। (৪) ৫৮। (৫) ৪৬৯, ৫০৬।

লক্ষণ। (৫) ৫০৫, ৫০৬।

সংজ্ঞাদি। (৫) ৫০৫।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫০৫।

আটিকা ইয়ুরেন্স।

চিকিৎসা। (২) ২১৬। (৫) ৩০১।

আটিনিসিয়া ভালগারিস।

(৫) ১০০।

চিকিৎসা। (২) ২৫৭, ৪০৭। (৫) ১০০,
১০১, ২১৫।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১০০।

আণিকা। (৩) ১০২।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৩) ১১২, ১১৩।

চিকিৎসা। (১) ১৪১, ১৪২, ১৬৭।

(২) ৭৮। (৩) ৭০, ১০৪, ১২৫—১৩৮,
২১৫, ৩২০, ৩৩৯, ৩৪১, ৩৪২, ৩৭৩,
৪৩৯। (৪) ২৭, ৩৯, ৫১, ৫২, ১২৩,
৩৩৫, ৩৩৬, ৩৪১, ৩৪৫, ৩৪৭, ৩৫৫।

(৫) ১৯, ৪০, ৮৯, ৯৫, ২৫৭, ২৬০,
৪০৭, ৪৪৯, ৪৬১, ৪৬৬, ৪৯০, ৫৪৮।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২২। (৩) ৯১, ১২০
—১২৫।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ১১৪—১২০।

রোগকারণ। (৩) ১১৩।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ১০৯—১১২।

সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ১১০—১১৪।

(৪) ২৯৭, ৩০১।

আর্সেনিকাম আয়ডটাম।

চিকিৎসা। (২) ৯০। (৫) ৫৮, ৫৯।

বিশেষ ক্রিয়া। (২) ৮।

আর্সেনিকাম এলবাম। (২) ১।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (২) ৪—৬।

চিকিৎসা। (১) ২৫, ২৯, ৩০, ৪৩, ৪৪,
৪৬, ৮২, ৯৯, ১০৭, ২২৯, ২৪২,
২৯৯, ৩৩৮, ৩৫৪। (২) ৪৮—৯৪, ১৪৪,

১৫৪, ১৫৬, ২০৫, ২০৭, ২২৯, ৩১৪,
৩০৯, ৩৬৮, ৩৯১, ৩৯২। (৩) ৯৩, ৯৮,
১০৩, ১০৫, ১১০, ১৩০, ১৯২, ২৪৭,
২৫৫, ৩০৭, ৩০৯, ৩৭৮, ৪০১, ৪০৬—
৪০৮, ৪১১, ৪১২, ৪১৩। (৪) ৩৫, ৪৩,
৪৪, ৪৫, ৫২—৫৫, ৬০, ৬২, ৭৩, ৬৪,
৯১, ১২২, ১৪৪—১৪৭, ১৭১, ১৮৪,
১৮৬, ২০৭, ২৫৪, ২৫৭, ২৭৮, ৩০১,
৩০৩, ৩০৫, ৩০৮, ৩১১, ৩৪৫, ৩৫৩,
৩৫৬, ৩৭৩, ৩৭৫, ৩৯২, ৩৯৫, ৪১৪,
৪৪৫, ৪৬২। (৫) ২১, ৫৯, ৬৬, ১৪৫,
১৯৪, ১৯৫, ২৪৯, ৩০৯, ৩২৪, ৩২৫,
৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৮৮, ৪০২, ৪৩০,
৫৫৩, ৩৯৩, ৫৪২, ৫৪৫।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১৯, ২৩১, ২৩২,
৩৭০। (২) ৩৯—৪৮, ১৩৬, ১৮৮,
২৪৪, ২৫১, ৩৬৬, ৪৪২। (৩) ২৭,
৬৩, ৬৫, ৩১৬, ২৯১, ২০, ৩৯, ৪১,
৩৯৬, ৩৯৮। (৪) ৭৬, ১৭৯, ১৮০,
১৮১, ২২৭, ২২৮, ২৩৬।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (২) ৮—৩৯।

রোগকারণ। (২) ৬।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (২) ১—৬।

সাধারণ ক্রিয়া। (২) ৬—৮।

আষ্টিলেগ। (৫) ৩৫৭। ৩৬৬।

চিকিৎসা। (২) ২১৩। (৫) ২৬১, ৩৫২,
৩৬৭, ৩৬৮।

লক্ষণ। (৫) ৩৫৯, ৩৬০।

সংজ্ঞা ইত্যাদি—(৫) ৩৬৬।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৬৬।

ইউ (য়ু)পেটেরিয়াম পাপুরিয়াম।

(৫) ১০০। ১১৭।

চিকিৎসা। (১) ৩৭০, ৩৭১। (৩) ৩১৫।
(৫) ১১৭, ১১৮।

ପ୍ରଦର୍ଶକ ଲକ୍ଷଣ । (୧) ୭୧୦, ୭୧୧

ଲକ୍ଷଣ । (୧) ୧୧୧ ।

ସଂଜ୍ଞା ଇତ୍ୟାଦି । (୧) ୧୧୧ ।

ସାଧାରଣ କ୍ରିୟା । (୧) ୧୧୧ ।

ଇଉ(ୟୁ) ପେଟେରିୟାମ୍ ପାର୍କଲିୟେଟାମ୍ ।

(୧) ୧୦୦ । ୧୧୩ ।

ଚିକିତ୍ସା । (୩) ୧୦୩, ୮୦୦ । (୪) ୩୩୨,
୩୫୦ । (୫) ୧୧୫, ୧୧୬, ୧୧୮ ।

ପ୍ରଦର୍ଶକ ଲକ୍ଷଣ । (୧) ୧୧୮ ।

ସଂଜ୍ଞା ଇତ୍ୟାଦି । (୧) ୧୧୩, ୧୧୮ ।

ସାଧାରଣ କ୍ରିୟା । (୧) ୧୧୮ ।

ଇଉ(ୟୁ) ଫର୍ବିୟା କରନେଟା ।

(୧) ୮୨୫ । ୮୩୦ ।

ଚିକିତ୍ସା । (୧) ୮୩୦ ।

ସାଧାରଣ କ୍ରିୟା । (୧) ୮୩୦ ।

ଇଉ(ୟୁ) ଫର୍ବିୟାମ୍ ରେଜିନିଫେରା ।

(୧) ୮୨୫ । ୮୨୮ ।

ଚିକିତ୍ସା । (୩) ୩୨୦ । (୪) ୩୧୮ ।

(୫) ୧୧୨, ୮୨୨, ୮୩୦ ।

ଲକ୍ଷଣ । (୧) ୮୨୮, ୮୨୨ ।

ସାଧାରଣ କ୍ରିୟା । (୧) ୮୨୮ ।

ଇଉ(ୟୁ) ଫେସିୟା ଅଫିସିନ୍ଥାଲିସ ।

(୧) ୨୮୫ ।

ଚିକିତ୍ସା । (୧) ୧୬୬ । (୩) ୧୨୮ । (୪)

୭୧୬, ୮୧୮, ୮୪୩ । (୫) ୧୧୮, ୧୧୫,
୨୮୧—୨୮୨ ।

ଲକ୍ଷଣ । (୧) ୨୮୫—୨୮୧ ।

ସଂଜ୍ଞା ଇତ୍ୟାଦି । (୧) ୨୮୫ ।

ସାଧାରଣ କ୍ରିୟା । (୧) ୨୮୫ ।

ଇଉ(ୟୁ) ଭା ଆସାହି ।

ମୂତ୍ରସ୍ତରୋଗ—ମୂତ୍ରଶିଳାଦି । (୩) ୩୧୮ ।

ଇକୁଇସିଟାମ୍ ହାଇମେଲ ।

ମୂତ୍ରସ୍ତରୋଗ—ମୂତ୍ରପଥେର ଉଦ୍‌ନାମାଦି । (୩)
୩୧୫ ।

ଇଥେସିୟା । (୨) ୩୧୬ ।

ଉପଯୋଗୀ ଧାତୁଆଦି । (୨) ୩୧୮—୩୨୦ ।

ଚିକିତ୍ସା । (୨) ୧୮୮, ୧୮୯, ୧୨୮, ୧୨୯,
୨୮୬, ୩୦୫, ୩୦୮—୩୦୮ । (୪) ୮୨,
୧୧୨, ୨୦୦, ୨୮୦, ୨୮୧, ୨୯୮, ୨୯୯,
୩୮୨, ୪୪୦, ୪୪୫ । (୫) ୩୫, ୮୬,
୨୮୧, ୩୦୨, ୩୮୮, ୩୯୩, ୪୦୨, ୪୧୧,
୪୮୫, ୪୮୬, ୪୯୦, ୫୨୩, ୫୨୪, ୫୫୨ ।

ପ୍ରଦର୍ଶକ ଲକ୍ଷଣ । (୧) ୨୧ । (୨) ୩୨୨, ୧୮୯,
୨୮୬, ୩୨୫—୩୨୮ । (୪) ୧୧୨, ୨୨୮,
୨୨୯ ।

ବିଶେଷ କ୍ରିୟା ଓ ଲକ୍ଷଣ । (୨) ୩୧୫—୩୨୫ ।
(୩) ୨୮ ।

ରୋଗକାରଣ । (୨) ୩୧୮ ।

ସଂଜ୍ଞାଦି । (୨) ୩୧୦—୩୧୨ ।

ସାଧାରଣ କ୍ରିୟା । (୨) ୩୧୮, ୩୨୫ ।

ଇଞ୍ଡିଗୋ ।

ଚିକିତ୍ସା । (୨) ୩୮୮ । (୫) ୨୧୫, ୨୨୮,
୪୦୨ ।

ଇଥୁସା ସାହିନେପିୟାମ୍ । (୧) ୨୧୧ ।

ଚିକିତ୍ସା । (୨) ୨୫୨, ୩୮୮ । (୩) ୧୫୮,
୨୨୮, ୨୨୯ । (୫) ୨୧୨, ୨୧୩ ।

ଲକ୍ଷଣ । (୧) ୨୧୨ ।

ସଂଜ୍ଞା ଇତ୍ୟାଦି । (୧) ୨୧୧ ।

ସାଧାରଣ କ୍ରିୟା । (୧) ୨୧୧ ।

ଇନ୍‌ସ୍‌ଟ୍ରି କ୍ରେକେଟା ।

(୧) ୨୧୧ । ୨୧୩ ।

ଚିକିତ୍ସା । (୩) ୨୧୨ । (୫) ୨୧୮, ୨୧୯ ।

ইপিক্যাকুয়াহা । (২) ৩৭৭ ।

উপযোগী ধাতুআদি । (২) ৩৭৯, ৩৮০ ।

চিকিৎসা । (১) ১১৪, ১৫০, ২৬৮ । (২)

৭৮, ৮০, ৮১, ১৪৮, ১৫৫, ৩৮৮—৩৯৩ ।

(৩) ৪০, ৪২, ৯৬-গ, ৯৭, ১৫৪, ১৭০,

১৭১, ১৭৪, ৩৭৩, ৪১২, ৪৫৮ । (৪) ৯২,

৩০৩ । (৫) ১১, ৪৬, ৩৯০, ৪০৯, ৪৯৪ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ৩৮৭ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (২) ৩৮১—৩৮৬ ।

রোগকারণ । (২) ৩৭২ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (২) ৩৬৯—৩৭১ ।

সাধারণ ক্রিয়া ॥ (২) ৩৮১ ।

ইপমিয়া নিল্ ।

মূত্রশূল । (৩) ৩১৮ ।

ইরিজিরণ । (৫) ১০০ । ১১৩ ।

চিকিৎসা । (৫) ১১৩, ২৬১ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১১৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১১৩ ।

ইরিজিয়াম একোয়াটিকাম ।

(৫) ২১১ । ২১৫ ।

চিকিৎসা । (৫) ২১৬ ।

লক্ষণ । (৫) ২১৬ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২১৫, ২১৬ ।

ইলেটেরিয়াম ।

চিকিৎসা । (২) ৩৯২ । (৪) ১৪৮ । (৫)

২৫১, ৩৮৯, ৪২৬, ৪২৭ ।

ইল্যাপ্স করেলিনাস্ ।

(৫) ২৭২ । ২৭৭ ।

চিকিৎসা । (৪) ৩১ । (৫) ২৭৭ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২৭৭ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৭৭ ।

ইস্কলাস হাইপকাষ্টেনাম ।

(৫) ৫০১ ।

চিকিৎসা । (১) ১০৯ । (২) ২০৭, ২৬১

(৪) ৪৪১ । (৫) ৫০২ ।

লক্ষণ । (৫) ৫০১, ৫০২ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৫০১ ।

একনাইটাম । (১) ১ ।

উপযোগী ধাতুআদি । (১) ৩, ৪ ।

চিকিৎসা । (১) ২২—৪৮, ৫৭, ৫৮,

৭৫, ৭৭,

১০৯ ১১

১৩৬, ১৩৭, ১৫৮, ১৭১, ২৬৪, ২৬৫,

২৬৭, ৩২৬, ৩৪৮, ৩৫৪ । (২) ৪৯,

৬৩, ৭৪, ১৫০, ১৫১, ১৫৭, ১৯৮,

২১৯, ২৬৪, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭৪ ।

(৩) ২৮, ৩২, ৩৬, ৪৯, ৪৩, ১০৬,

১২৬, ১৯৪, ২৮৭, ৩২৬, ৩৩৮, ৪০৭,

৪৫৮ । (৪) ৫৭, ৮২—৮৬, ৮৮, ৯০,

৯২, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ৩০৪, ৩১১,

৩৩৬, ৩৪১, ৩৯৪, ৪১৪, ৪৪৫ । (৫)

১০, ১১, ২০, ৫৬, ৬৪, ৬৬, ১১০,

১২৬, ১৪২, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ২৩৮,

২৩৯, ২৪৮, ৩৯৩, ৪০২, ৪১৮, ৪৪৪,

৪৫০, ৫১৭, ৫১৮, ৫১৯, ৫৪৮,

৫৫২ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ১৬—২২,

(২) ৪০, ৪১, ৪২, ৪৫, ৩৩১,

৩৬৪, ৩৬৬ । (৩) ১২৪, ১৪৯ ;

৪৩৫, ৪৫২ । (৪) ১৩৯ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (১) ৪—১৬ ।

রোগ কারণ । (১) ৪ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (১) ১—৩ ।

একালিকা ইণ্ডিকা ।

(৫) ৪২৫ । ৪৩২ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৫) ৪৩৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া লক্ষণ ও চিকিৎসা । (৫)
৪৩২ ।

একটিয়া রেসিমসা (সিমিসি-

ফিউগা । (৫) ১ ।

চিকিৎসা । (১) ১৪১, ১৪২, ১৫০ । (২)
১৪৮, ২৫৫, ২৬৪ । (৩) ২৮৮ । (৪) ৩৭,
৮৭, ৩৪১ । (৫) ৫—১০, ১৩৩, ২৪৪,
৩৫০, ৩৬২, ৩৮৪ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৫) ৫ ।

লক্ষণ । (৫) ২—৫ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১ ।

সাধারণ ক্রিয়া (৫) ২ ।

একটিয়া স্পাইকেটা ।

(৫) ১ । ১০ ।

চিকিৎসা । (১) ১৪৬ । (২) ৭০, ৭২,
২৮৭ । (৫) ১২, ১৩ ।

লক্ষণ । (৫) ১২ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১০ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১২ ।

এগারিকাস মাস্কেরিকাস ।

(৫) ৩৫৭ ।

চিকিৎসা । (১) ২২৬, ৩৩২ । (২) ১৪৮,
১৫৫ । (৪) ২৭ । (৫) ১৬১—৩৬৩,
৩৯৩ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ৩৩২ । (২) ১৬৬ ।

(৪) ২১ ।

লক্ষণ । (৫) ৩৫৯, ৩৬০ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩৫৭ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩৫৭, ৩৫৮

এগ্রাস ক্যাষ্টাস । (৫) ৪০৩ ।

চিকিৎসা । (১) ৩৪৬ । (২) ২১৭ । (৪) ৮৭ ।

(৫) ১৪৫, ৪০৩, ৪০৪ ।

লক্ষণ । (৫) ৪০৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪০৩ ।

এগ্রাষ্টিউরা ।

ধনুষ্টকার বা টিটেনাস । (৫) ১৬৬ ।

এট্রোপিয়া ।

চিকিৎসা । (১) ৫৯, ৯৫ । (৪) ৮৬ ।

এডনিস ভার্ণেলিস্ । (৫) ১ । ১৬ ।

চিকিৎসা । (৫) ১৬, ২০১ ।

লক্ষণ । (৫) ১৬ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । ১৫ ।

এনাকাডিয়াম ওরিএণ্টাল ।

(১) ৩৮৩ ।

উপযোগী ধাতুআদি । (১) ৩৮৫—৩৮৭ ।

চিকিৎসা । (১) ১৮২, ১৮৩, ৩৮২, ৩৯৩—

৪০০ । (২) ১৩৬, ২০৪ ।

(৪) ২৭, ১৬৫, ২২২, ২৩৮, ৩৪৭,

৪১৬ । (৫) ৬৫, ১৪৫, ৪৮৯ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ৩৯১—৩৯৩ । (২)

১৩৬, ২৯২ । (৪) ১২৯ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (১) ৩৮৭—৩৯১ ।

রোগকারণ । (১) ৩৮৭ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (১) ৩৮৩—৩৮৫ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (১) ৩৮৭ ।

এনিসাম স্টিলেটাম ।

যক্ষ্মাকাশ বা থাইসিস্ । (৫) ৩১৬

এষ্টিমনিয়াম ক্রুডাম

(৩) ১৩৯ ।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৩) ১৪১, ১৪২ ।

চিকিৎসা । (২) ২০৫, ৩৯০, ৩৯১ । (৩)

১৫০—১৫৬, ২৮৩, ২৮৪, ৪৫৯ । (৪)

৪১৫ । (৫) ২১, ২৭, ৫৯, ৯৭ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ২৩০ । (২) ২৪৮,

৪০২, ৪০৩ । (৩) ২৫, ১৪৯, ১৫০ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৩) ১৪৩—

১৪৯ ।

রোগকারণ । (৩) ১৪২ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৩) ১৩৯—১৪১ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৩) ১৪২, ১৪৩ ।

এষ্টিমনিয়াম টার্টারিকাম ।

(৩) ১৫৭ ।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৩) ১৫৯, ১৬০ ।

চিকিৎসা । (১) ১১০, ১৩০, ১৪০, ১৪১,

১৫০, ১৭২, ৩৮০, ৩৮১ । (২)

৩৮৮, ৩৯০ । (৩) ১৫৬, ১৬৯—

১৭৭, ৩৭১, ৩৭২ । (৪) ৩৩৬ । (৫)

৪৭, ৮৯, ৯৮, ১৭৬, ৫৪৫ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ৩৮৭ । (২) ১৬৭—

১৬৯ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৩) ১৬১—১৬৭ ।

রোগকারণ । (৩) ১৬০ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৩) ১৫৭—১৫৯ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৩) ১৬০, ১৬১ ।

এস্ট্রাসিনাম । (৫) ৩১৯ । ৩২৩ ।

চিকিৎসা । (২) ৮৯, ৯১ । (৪) ১২৩ ।

(৫) ৩২৪, ৩২৫, ৩৮১ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩২৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩২৩, ৩২৪ ।

এপমফিয়া ।

অর্ণব বমন (Sea-sickness).

(৫) ৩১৫

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ৩৮৭ ।

এপসাইনাম কেনাবিনাম ।

(৫) ৪৫১ ।

চিকিৎসা । (২) ৮৬ । (৪) ৩০৪, ৩৫৮ ।

(৫) ২০২, ৪৫২, ৪৫৩ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । ৪৫২ ।

লক্ষণ । (৫) ৪৫১, ৪৫২ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪৫১ ।

এপিস্ মেলিকিকা ।

(৪) ২৮১ ।

উপযোগী ধাতু আদি । (৪) ২৮৩, ২৮৪ ।

চিকিৎসা । (১) ২৫, ২৮, ২৯, ৮৩, ৮৫,

৯৮, ১০৭, ১২৬, ১৩৭, ১৩৯, ২৪৭ ।

(২) ৮৬, ২৫২ । (৩) ৩৬, ২৮৯, ৩০৮,

৩১৩, ৩৭০, ৩৮০ । (৪) ৩৯, ৫২, ৫৩,

৫৪, ৫৯, ২৫০, ২৯৭—৩১৪, ৩৩৯,

৩৫৪, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৯৪, ৪১৯ ।

(৫) ২০, ৯৫, ১১৬, ১৩৩, ১৪৩, ৩২৮,

৪৩৪, ৪৫৩, ৫২৪ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ১৮৭, ১৯১, ৪০৩ ।

(৩) ১৬৯ । (৪) ২০, ৭৭, ২৯৫—

২৯৭ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৪) ২৮৫—

২৯৫

রোগকারণ । (৪) ২৮৪, ২৮৫ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৪) ২৮১—২৮৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৪) ২৮৫ ।

এবিম্ ক্যানাডেন্সিস্।

(৫) ২৫৫।

চিকিৎসা। (৫) ২৫৫, ২২১।

লক্ষণ। (৫) ২৫৫।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৫৫।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৫৫।

এবিম্ নাইগ্রা। (৫)

২৫৫। ২৫৬।

চিকিৎসা। (২) ১৫৮, ২০৫। (৩) ২৬। (৫)

২৫৭।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ২৫৬।

লক্ষণ। (৫) ২৫৬।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৫৬।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৫৬।

এব্রটেনাম্ (৫) ১০০। ১০১।

চিকিৎসা। (৫) ১০২—১০৪, ১৭৮, ৪৮৩।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৪৪, ২৪৫।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১০১।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১০১, ১০২।

এব্‌সিষ্টিয়াম্ (৫)

১০০। ১০৪।

চিকিৎসা। (৫) ১০৫, ২১৫।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১০৪।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১০৪, ১০৫।

এভিনা স্যাটিভা।

(৫) ৪৫৬।

সাধারণ ক্রিয়া এবং চিকিৎসা। (৫)

৫৬।

এমনিয়াম কষ্টিকাম। (৫) ৮৩। ৯৭।

চিকিৎসা। (৫) ৮৮, ৯৭, ৯৮।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৯৭।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৯৭।

এমনিয়াম কার্বনিকাম

(৫) ৮৩। ৮৪।

চিকিৎসা। (২) ২০৭। (৩) ৪১০, ৪৫৭।

(৪) ৪৬৬। (৫) ৮৭—৯০, ৯৪, ৯৫।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৮৬, ৮৭।

লক্ষণ। (৫) ৮৫, ৮৬।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৮৪।

এমনিয়াম গামাই।

চক্ষুরোগ। (২) ২৫৮, ৪০৭।

এমনিয়াম ফসফরিকাম।

চিকিৎসা। (৫) ২৯, ৯৮।

এমনিয়াম বেঞ্জোইকাম।

মূত্র ও মূত্রবস্তুর রোগ। (৪) ৫২।

এমনিয়াম ব্রোমেটাম।

(৫) ৮৩। ৯৮।

চিকিৎসা। (৫) ৯৯।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৯৮, ৯৯।

এমনিয়াম মিউরিগেটিকাম।

(৫) ৮৩। ৯০।

চিকিৎসা। (১) ১৩৪। (২) ২৬১। (৪) ২৪৮,

৩৭৬, ৪৪১। (৫) ৮৯, ৯৩—৯৭, ১০৪।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২৪৯। (৫) ৯৩।

লক্ষণ। (৫) ৯০—৯৩

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৯০।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৯০।

এমিল নাইট্রাস।

চিকিৎসা। (১) ৯৬। (৪) ৫৭। (৫) ৪৭৮

এম্‌প্রী গ্রিসিয়া (৫) ৩১৯।

চিকিৎসা। (২) ৩৪৫। (৩) ৩৭৮। (৪) ৮০,

২০৬। (৫) ৮৭, ২২৬, ৩২১—৩২৩।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৫) ৭৮ ।
লক্ষণ । (৫) ৩২০, ৩২১ ।
সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩১৯ ।
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩১৯, ৩২০ ।

এরানিয়া ডায়াডেমা ।

(৫) ৩০৮ । ৩১৬ ।

চিকিৎসা । (৩) ১০৪ । (৪) ৩৪৫ । (৫) ৩১৮ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ৪৪ । (৫) ৩১৭ ।
লক্ষণ । ৩১৭ ।
সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩১৬ ।
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩১৬, ৬১৭ ।

এরাম ট্রিফিলাম ।

(৫) ৪৬৭ ।

চিকিৎসা । (৩) ১৫১, ৩০৯ । (৪) ১৬৮, ৩১৬, ৪১৫ । (৫) ১৯, ১৯৫, ২৪৯, ৭৬৮, ৭৬৯, ৫৫৭ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৫) ৪৬৮ ।
লক্ষণ । (৫) ৪৬৭, ৪৬৮ ।
সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৪৬৭ ।
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪৬৭ ।

এরালিয়া রেসিমসা ।

শাস্যবস্তুরোগ । (৩) ৩৭২ ।

এইরিজিরণ ।

চিকিৎসা । (৩) ৯৭, ৩১৭ ।

এলাস্তাস গ্যাণ্ডুলোসা ।

(৫) ৪৭০ ।

চিকিৎসা । (৪) ৩৫৫, ৩৫৬ । (৫) ৪৭০, ৪৭১ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৩) ১৪৯ ।
লক্ষণ । (৫) ৪৭০ ।
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪৭০ ।

এলাম ।

চিকিৎসা । (৩) ২৪, ২৬১ ।

এলিয়াম সেপা ।

(৫) ১৯২ ।

চিকিৎসা । (১) ১১০, ১১২ । (২) ৫৪ ।
(৪) ২৪০ । (৫) ৯৭, ১৯৪, ১৯৫, ২৪৮, ২৪৯, ৩৫০ ।

লক্ষণ । (৫) ১৯৩, ১৯৪ ।
সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১৯২ ।
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১৯২ ।

এলুমিনা । (৫) ৭৩ ।

চিকিৎসা । (১) ১৬৯ । (২) ৩০১ ।
৪০৭ । (৩) ২১৬, ২২০, ৩৭৩, ৩৭৫, ৪১০, ৬১৩, ৪৪০ । (৪) ২৭, ১৪২, ১৪৯, ২০১, ২৩৬, ৪১৫ । (৫) ৬, ৭৮, —৮২, ১৮৭ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৫) ৭৭, ৭৮ ।
লক্ষণ । (৪) ৭৪—৭৭ ।
সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৭৩ ।
সাধারণ ক্রিয়া । (৭) ৭৩, ৭৪ ।

এলেষ্ট্রিস্ ফ্যারিনসা

স্ত্রীজননেত্রিয় রোগ । (৫) ২৯১ ।

এলো । (৫) ১৯২ । ১৯৫ ।

চিকিৎসা । (৩) ৪২, ৬৬, ৪৪০ । (৪) ২০৩, ২৫০ । (৫) ১০৭, ১৯৮, ১৯৯, ৩৮৮ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৩) ৩৭৬ ।
লক্ষণ । (৫) ১৯৬, ১৯৭ ।
সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১৯৫ ।
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১৯৬ ।

এসাফিটিডা । (৫) ২১১ । ২১৬ ।

চিকিৎসা । (২) ২১৭ । (৩) ২৪ । (৪)

১২২, ১৭১। (৫) ২১৯—২২২, ২৮১, ২৮৮।

লক্ষণ। (৫) ২১৭—২১৯।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২১৬, ২১৭।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২১৭।

এসেটিক এসিড।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৪৪

শিশুক্ষয়রোগ। (৫) ১০৪।

এসেরাম।

অল্প চিকিৎসাস্তিক চক্ষুবেদনা। (২) ৩৪৪

(৫) ৩৯৩।

এম্পারেগাস্।

সংপিণ্ডরোগ। (৪) ৩০৫।

ওপিয়াম। (৩) ৩৬।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৩) ৩৪৮—৩৫০।

চিকিৎসা। (১) ৭২, ৭৪, ২৯৯, ৩০০, ৩০৫, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৮, ৩৫০, ৩৫৪।

(২) ১৪২, ১৬০, ১৬১, ৩০০, ৩৩৭, ৩৩৯। (৩) ১২৬, ১৩৮, ২০৪, ২১৬, ৩৬৫—৩৮০—৪০৮।

(৪) ৫২, ৫৯, ৮৫, ১৪৩, ১৪৯, ৪৪৬।

(৫) ৩৯, ৩৪৭, ৩৯০, ৫৩০।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২১, ২৯৪, ৩৩৩, ৩৩৪। (৩) ১৬৮, ১৬৯, ৩৬৪—৩৬৫।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ৩৫১—৩৬৩।

রোগ কারণ। (৩) ৩৫০।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ৩৪৬—৩৪৮।

সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ৩৫১।

ও(অ)নসুমডিয়ম।

শিরঃশূল। (৪) ৭৮

ওলিয়েণ্ডার। (৫) ৪৫১। ৪৫৩।

চিকিৎসা। (৩) ৯৬৭। (৫) ৪৫৪, ৪৫৫।

ওসাইনাম।

পুয়ধাতু বা গণোরিয়া। (৩) ৩১৮।

ককুলাস্ ইণ্ডিকাস। (৫) ৪৮৬।

চিকিৎসা। (২) ১৬০, ১৯৩, ২১১, ২৫৫, ৩৩১, ৩৩৬, ৩৪০। (৩) ৩০, ১৯৫, ২১৩। (৪) ৪৫, ৭৮, ২৩৪, ৫৩৪।

(৫) ১৪৫, ২৮১, ৪৮৮—৪৯০।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ৬৪, ২১০।

লক্ষণ। (৫) ৪৮৬—৪৮৮

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৮৬।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৮৬।

ককুলাস্ ভিসিকুলোসা।

মুখ ও গল গহ্বরে রোগ। (৫) ১৭৬।

কক্লিয়ারিয়া আর্মো।

মূত্র ও মূত্রযন্ত্র রোগ। (৩) ৩১৮।

কন্ভ্যালেরিয়া মেজাস্। (৫) ১৯২।

২০০।

চিকিৎসা। (৫) ২০০—২০২।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২০০।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২০০।

কফিয়া ক্রুডা। (৫) ৫৫১।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১৯। (২) ১৩৩, ১৩৪, ৩৩৪।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫৫১।

সাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ ও চিকিৎসা। (১)

৩২, ৩৫৪। (২) ২১৫, ৩৩৪, ৩৭৪।

(৪) ৪৪০। (৫) ২৭, ৩০২, ৫৫১, ৫৫২।

কর্ণাস কুরিডা ।

ছররোগ । (৩) ১০২ ।

কলফাইলাম । (৫) ৩ । ৭ । ৩৮২ ।

চিকিৎসা । (১) ১৪৪ । (৩) ৭০, ৭১, ২৮৮ ।

(৪) ৮৭ । (৫) ১০, ১২, ১৪৫, ২৯১,

৩৮৩—৩৮৫, ৪২২ ।

লক্ষণ । (৫) ৩৮২, ৩৮৩ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩৮২ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩৮২ ।

কলসিহ । (৩) ১৭৮ ।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৩) ১৮০ ।

চিকিৎসা । (১) ১০৭, ২৬৮ । (২) ৩৬৮ ।

(৩) ১৯০—১৯৬, ৩১০, ৩৪৫ । (৪)

২৭৮, ৩৪৩, ৩৯৭ । (৫) ২৭, ১০৭,

৩৪৫, ৩৫১, ৩৫২, ৩৮৮, ৪২৬, ৪৯২ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৩) ১৮৮, ১৮৯ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৩) ১৮১—১৮৮ ।

রোগ কারণ । (৩) ১৮১ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৩) ১৭৮—১৮০ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৩) ১৮১ ।

কলিন্সনিয়া ।

চিকিৎসা । (২) ২৬১, ৩৪২ । (৫) ১৯৯,

২০১ ।

কল্চিকাম । (৩) ৫৩ ।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৩) ৫৫ ।

চিকিৎসা । (১) ১৪৪, ১৪৫ । (২) ৬৮, ৭১,

৭৩, ৭৪, ২২০, ৩০৮ । (৩) ৬৪—৭২,

৯৫, ৯৬ ক, ৩১০ । (৪) ৪৭, ৪৮,

৫০, ৫১, ৫২, ১৪২, ২০৭, ৩৪৮ ।

(৫) ৪১, ১২৫, ৪০১, ৪১৯, ৪২২, ৪২৩,

৪২৪, ৪৮৯ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৩) ৬৩, ৬৪ । (৪) ১৮০ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৩) ৫৬—৬২ ।

রোগ কারণ । (৩) ৫৬ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৩) ৫৩—৫৫ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৩) ৫৬ ।

কষ্টিকাম (৩) ৩২১ ।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৩) ৩২৩, ৩২৪ ।

চিকিৎসা । (১) ১১০, ১১২, ৩৫৪ । (২)

১৪০, ২১৭, ২৫৯ । (৩) ৩৫, ১৯৪,

২৮৯, ২৯৯, ২১৫, ৩৩৫—৩৪৫,

৩৭৮ । (৪) ৪৯, ৫৪, ১১৮, ২০৭,

২৪০, ৩৩২, ৩৩৪, ৩৩৪, ৩৩৭, ৩৩৯ ।

(৫) ৯৫, ৯৭, ১৭৫, ২৪৪, ৩০৬, ৩৩৪ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ২০ । (২) ১৩৬,

১৩৭ ।

(৩) ৩৩৪, ৩৩৫ । (৪) ২৭৩ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৩) ৩২৫—৩৩৩ ।

রোগ কারণ । (৩) ৩২৪ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৩) ৩২১—৩২৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৩) ৩২৫ ।

কাণ্ডুরৈজ ।

কৰ্কট বা ক্যান্সার । (৫) ২২৬ ।

কার্ডাস্-মেরিয়ানাস্ । (৫) ১০০।১০৫ ।

চিকিৎসা । (৫) ১০৬, ১০৭ ।

লক্ষণ । (৫) ১০৬ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১০৫ ।

সাধারণ ক্রিয়া (৫) ১০৫, ১০৬ ।

কার্ক্স এনিমেলিস্ । (৫) ৫০৭ ।

চিকিৎসা (১) ২৪৯ । (২) ১৯৩ । (৩) ২৪১

৪১২ । (৪) ৩৩৩ । (৫) ৪৮, ৩৫২,

৫০৮—৫১০ ।

লক্ষণ । (৫) ৫০৭—৫০৮ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৫০৭ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৫০৭ ।

কার্ব ভেজিটেবিলিস । (৩) ৩৮১ ।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৩) ৩৮৩—৩৮৫ ।

চিকিৎসা । (১) ৪৬, ১০০ । (২) ৫৬, ৫৭,

৬৮, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৮, ৭৯, ৮৯, ১৫৯,

২০৪ । (৩) ৩৯, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬-ক,

৩৯৮—৪১৪ । (৪) ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৫২,

৫৫, ৬০, ৬৩, ৬৪, ১১২, ১৫৭, ৩৫৩,

৩৫৬, ৪১৫ । (৫) ৮৮, ৮৯, ৩৩৭, ৩৮৮,

৫০৯, ৫৫৪ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ৯২ । (৩) ২৩৬,

২৩৭, ৩৯৪—৩৯৮, ৪৩০ । (৪) ১৮০,

২০৯, ৪৩৭ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৩) ১০৪, ৩৮৫—

৩৯৪ ।

রোগকারণ । (৩) ৩৮৫ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৩) ৩৮১—৩৮৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৩) ৩৮৫ ।

কার্বন বাইসাল্ফাইড ।

কর্ণরোগ । (৩) ৩৩৯ ।

কার্বলিক এসিড ।

চিকিৎসা । (৩) ৩১, ৩২০ । (৪) ৩৯, ৫২

(৫) ৩২৫, ৫১০ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ৩৯৩ ।

কিউবেবা ।

মূত্র ও মূত্রযন্ত্ররোগ । (৩) ৩১৬ ।

কিউরেয়ার ।

ভ্ৰুরোগ । (২) ৩১৫ ।

কুইলারিয়া ।

নাসিকারোগ । (৪) ৮৩ ।

কুপ্রাম আর্সেনিকোসাম

চিকিৎসা । (৩) ২১৩, ২১৬, ২১৮ ।

কুপ্রাম এসেটিকাম ।

পল্লিপাকযন্ত্রসংস্থষ্ট রোগ । (৩) ২১৮

কুপ্রাম মেটালিকাম । (৩) ১৯৭

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৩) ১৯৯, ২০

চিকিৎসা । (১) ৭৭, ৮২, ১৫০, ৩০৩ ।

(২) ১৪৭, ৩৩৯, ৩৮৯ । (৩) ১৭৫,

২১০, ২২০, ২৪১, ২৫৩, ৩৪১ । (৪)

১৪২, ১৪৪ । (৫) ৪৬, ২৩৪, ৫৪১,

৫৪২ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৩) ২০৯, ২১০, ৩৪৫,

৪০০, ৪০১ । (৪) ১৩৯, ১৪০ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৩) ২০১—২০৯ ।

রোগকারণ । (৩) ২০০ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৩) ১৯৭—১৯৯ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৩) ২০০, ২০১ ।

কুপ্রাম সাল্ফেট ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৩) ২০২ ।

কেঞ্চালাণ্ডিয়া ।

জ্বররোগ । (৩) ১০৩ ।

কক।

চিকিৎসা । (৪) ২৩৮ । (৫) ৪৪৮ ।

কোকাস ক্যাট্টাই ।

(৫) ৩০৩ ।

চিকিৎসা । (৩) ২৫৩ । (৪) ৩৭৫ । (৫)

৩০৪, ৩০৫, ৩৮০ ।

লক্ষণ । (৫) ৩০৩, ৩০৪ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩০৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩০৩ ।

কডিন।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫৪৭।

অক্ষিপুটানর্জন। (৫) ৩৯৩।

ক্যাডমিয়াম।

কোনায়াম ম্যাকুলেটাম।

চিকিৎসা। (৪) ৪৪। (৫) ২৭৪।

(৫) ২১১। ২২২।

ক্যানাবিস ইণ্ডিকা (৫) ৪৪৬।

চিকিৎসা। (২) ২১০, ২৬৪, ৩০৮। (৩)
১০৫, ৩১৬, ৩৭২, ৪৫৭। (৪) ২৮, ৮১,
২৮০, ২৫৩, ৩৪৭। (৫) ২২৬—২৩০,
৩৪৪।

চিকিৎসা। (১) ৩৪। (২) ১৯৭। (৩)
৩২২। (৫) ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৮৮।

লক্ষণ। (৫) ৪৪৭, ৪৪৮।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৪৬।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৪৬।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৪৭।

ক্যানাবিস্ শ্চাতিভা।

লক্ষণ। (৫) ২২২—২২৫।

(৫) ৪৪৬। ৪৪৯।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২২২।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২২২।

কোপেবা।

চিকিৎসা। (৩) ৩১৪, ৩১৫। (৪) ৪৪৭।
(৫) ১১৪, ৪৫০।

পুয়মেহ বা গনোরিয়া। (৩) ৩১৬।

লক্ষণ। (৫) ৪৪৯, ৪৫০।

কোবাপ্ট।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৪৯।

চিকিৎসা। (২) ১৪৮, ১৬২, ১৯৭।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৪৯।

কোব্রা।

ক্যাস্থারিস্। (৩) ২৯৩।

কলেরা বা ওলাউঠা। (৩) ৪০৭।

উপযোগী ষাভু ইত্যাদি। (৩) ২৯৫, ২৯৬।

কোরেলিয়াম কুত্রাম। (৫) ২৯৯।

চিকিৎসা। (১) ৩০৬, ৩২৬, ৩৪৭,
৩৪৯। (২) ৫৬, ৩১৫, ২৬৪। (৩) ৬৭,
১৯৬, ৩০৪—৩২০। (৪) ১৪২, ৩০৭,
০৮, ৩১৪, ৩৫৭। (৫) ১৩৯, ৪০৪।

চিকিৎসা। (৩) ২১৪। (৫) ২৮৪, ৩০০,
৩০১।

লক্ষণ। (৫) ২৯৯, ৩০০।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৯৯।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৯৯।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩০৩, ৩০৪।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ২৯৬—৩০৩।

রোগকারণ। (৩) ২৯৬।

ক্যাস্তাস গ্র্যাণ্ডি। (৫) ৫৪৭।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ২৯৩—২৯৫।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৯৩। (৫) ৫৪৭।

সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ২৯৬।

লক্ষণ ও চিকিৎসা। (১) ৩৬। (৩) ১৩০,
২১৫, ২৪৮। (৫) ২১, ১৪৫, ৫৪৭,
৫৪৮।

ক্যাপ্ সিকাম। (৫) ২৬২।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫৪৭।

চিকিৎসা। (২) ৫২। (৩) ৯৪, ১০৩, ১০
৩০৮, ৩১০, ৩১৬, ৩৭১।

(ক) ১১৬, ৪৬৪। (এ) ১৯৯, ২৬৫—
২৬৬, ৫৪৬।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ৯১। (এ) ২৬৫।
লক্ষণ। (এ) ২৬৩—২৬৫।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (এ) ২৬২।
সাধারণ ক্রিয়া। (এ) ২৬২, ২৬৩।

ক্যামোমিলা (২) ৩৪৯।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (২) ৩৫১—৩৫৩।
চিকিৎসা। (১) ৯৪, ১০৩, ১৬৬, ২৫৫।
(২) ১৫৩, ১৫২, ১৫৬, ১৯৮, ৩১৫,
৩১৬, ৩৩৯, ৩৬৬—৩৭৬। (৩)
১৯১, ১৯৩, ১৯৫। (৪) ৩০৫। (এ) ১০,
২৭, ২৮, ৩৪৫, ৩৪৬, ৫৫২।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১৯। (২) ১২৯, ১৩২,
৩৯৫, ৩৩১, ৩৬৩—৩৬৬, ৪০২, ৪০৩।
(৩) ২৭, ৯০।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (২) ৩৫৩—৩৬৩।
রোগকারণ। (২) ৩৫৩।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (২) ৩৪৯—৩৫১।
সাধারণ ক্রিয়া। (২) ৩৫৩।

ক্যাম্ফরা। (এ) ৪৪১।

চিকিৎসা। (১) ৪৩, ৪৫। (২) ৫৯, ১৫৭।
(৩) ২১৮, ৩১২। (৪) ৬১, ৯২, ১৪৪,
১৪৫। (এ) ১৯৫, ২৭১, ৩৩৭,
৪৪৩—৪৪৫, ৪৯৭।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ৩৯৩। (৪) ১৩৯, ১৪০।
লক্ষণ। (এ) ৪৪২, ৪৪৩।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (এ) ৪৪১।
সাধারণ ক্রিয়া। (এ) ৪৪১, ৪৪২।

ক্যালাডিয়াম।

চিকিৎসা। (২) ৪০৯। (৩) ৪৫। (৪) ৫৭,
৮৭। (এ) ২৮।

ক্যাকেলি আয়ডেটাম।

(এ) ১২০। ১২১।

চিকিৎসা। (৩) ৪, ১৭। (৪) ৩৩, ১৬৬,
১৭১, ৩১০। (এ) ৩০, ১০৪—১২৮।
প্রদর্শক লক্ষণ। (এ) ১২৪।
লক্ষণ। (এ) ১২১—১২৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (এ) ১২১।
সাধারণ ক্রিয়া। (এ) ১২১।

ক্যাকেলি কার্বনিকাম।

(এ) ১২০। ১২৮।

চিকিৎসা। (১) ১৩৮, ১৪৬, ৩৮১। (২)
৩০২, ৩৪৬। (৩) ৯৬, ১৭৪, ৩৪২,
৩৪৩, ৪০৩। (৪) ৫২, ৩৬৬, ৩৬৯,
৩৭৪। (এ) ১৩২—১৩৬, ১৪৭।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১২৮। (২) ২৪০। (এ)
১৩০।
লক্ষণ। (এ) ১২৯—১৩০।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (এ) ১২৮, ১২৯।
সাধারণ ক্রিয়া। (এ) ১২৯।

ক্যাকেলি ক্লরিকাম।

(এ) ১২০। ১৩৬।

চিকিৎসা। (এ) ১৩৮, ১৩৯।
লক্ষণ। (এ) ১৩৬—১৩৮।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (এ) ১৩৬।
সাধারণ ক্রিয়া। (এ) ১৩৬।

ক্যাকেলি নাইট্রিকাম।

(১) ১২০। ১৩৯।

চিকিৎসা। (৩) ৩১৩। (এ) ১৪১, ১৪২।
লক্ষণ। (এ) ১৪০, ১৪১।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (এ) ১৩৯।
সাধারণ ক্রিয়া। (এ) ১৩৯।

ক্যাকেলি পার্ম্যাট্যানিকাম ।

(৫) ১২০ । ১৪২ ।

চিকিৎসা । (৪) ১৮৬ । (৫) ১৪৩ ।

ক্যাকেলি ফস্ফরিকাম ।

(৫) ১২০ । ১৪৩ ।

চিকিৎসা । (৩) ২৫৪ । (৪) ৩৭৫ ।

(৫) ১৪৫, ১৪৬, ৫১২ ।

লক্ষণ । (৫) ১৪৪ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১৪৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১৪৩, ১৪৪ ।

ক্যাকেলি ফেরোসাইয়ানিকাম ।

(৫) ১২০ । ১৪৬ ।

চিকিৎসা । (৫) ১৪৬, ১৪৭ ।

ক্যাকেলি বাইক্রমিকাম ।

(৪) ৩৫৮ ।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৫) ৩৫৮—৩৬০ ।

চিকিৎসা । (২) ৫৬, ৫৮, ১৫২, ২১২,

২২০, ২৫, ২৫৪, ৩০৮ । (৩) ৪১,

৬৭, ১, ৭৫, ২, ৭৬, ৩, ৪ । (৪) ২২ ।

৩৭, ৪৭, ৭৮, ৩০২, ৩৭০—৩৭৮,

৪৬৪ । (৫) ১২৫, ১২৮ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ২৮৪, ২৮৬ । (৪)

৩৬২—৩৭০ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৪) ৩৬১—৩৬২ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৪) ৩৫৮ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৪) ৩৬০, ৩৬১ ।

ক্যাকেলি ব্রোমেটাম ।

(৫) ১২০ । ১৪৭ ।

চিকিৎসা । (৩) ৪৫২ । (৫) ১৫১—১৫৩ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৫) ১৫০, ১৫১ ।

লক্ষণ । (৫) ১৪৮—১৫০ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১৪৭

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১৪৭, ১৪৮

ক্যাকেলি মিউরিয়েটিকাম ।

(৫) ১২০ । ১৫৩ ।

বিবরণ ও চিকিৎসা । (৩) ৩৩৬ । (৫) ১৫৩,

৫১৮, ৫১৯

ক্যাকেলি সাল্ফরিকাম

(৫) ১২০ । ১৫৪ ।

বিবরণ ও চিকিৎসা । (২) ২২০ । (৫)

ক্যালেলুলা ।

চিকিৎসা । (৩) ১৩৪ । (৪) ১২৩, ১৫৫

(৫) ৪২৪ ।

ক্যাকেরিয়া আইওডেটাম ।

(৫, ১৮০ । ১২০ ।

চিকিৎসা । (৩) ২৮১ । (৪) ১২৩, ১৫১ ।

(৫) ৫৮, ১৭৭, ১৮৭, ১২০, ৫০০ ।

ক্যাকেরিয়া আর্সেনিকোসাম ।

বিশেষ ক্রিয়াদি । (২) ৮ ।

ক্যাকেরিয়া এসেটিকা ।

(৫) ১৮০ । ১৮৮ ।

সাধারণ ক্রিয়া ও চিকিৎসা । (৩) ২৮৩ ।

(৫) ১৮৮ ।

ক্যাকেরিয়া কার্বনিকা । (৩) ২৫৬ ।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৩) ২৫৭—২৫৯ ।

চিকিৎসা । (১) ৭৪, ৮০, ৮৫, ১০০, ১০৪,

১১০, ১১২, ১১৫, ১১৮, ১৮৫, ২৩২,

২৪৬, ২৬৩, ২৯৯ । (২) ১৪৬, ১৬২,

২১৩, ২৬৫, ৩৭১, ৪০৯। (৩) ৩০,
৩২, ৩৫, ৪৪, ৪৭, ৪৮, ১৫১, ২৭২—
২৯২, ৪৫৪, ৪৫৭। (৪) ১১৩,
১০০, ১২২, ১২৩, ১৬৭, ২৪৬, ২৪৭,
২৫০, ২৫৬, ৩৪২, ৩৪৮, ৪১৫, ৪১৯,
৪৬৪। (৫) ৬, ৫৯, ৭৮, ১৩৪, ১৭৬,
১৮৬, ১৮৭, ২৯৪, ৩১৬, ৩৪৭, ৩৮৯,
৫১৯।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ১৩৭। (৩) ২৬৯—
২৭২। (৪) ১০৯, ২২৬, ২২৭।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ২৬২—২৬৯।
রোগকারণ। (৩) ২৫৯।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ২৫৬, ২৫৭।
সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ২৫৯, ২৬০।

ক্যাকেরিয়া ফস্ফরিকা।

(৫) ১৮০।

চিকিৎসা। (৩) ৯, ২, ২৮১, ২, ২৩৮, ২,
২, ৪। (৪) ১৭১, ৩৭৭, ৪৪৫। (৫)

১৫. ৫৩০

প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ২৭০। (৫) ১৮৪,
১৮৫।

লক্ষণ। (৫) ১৮১—১৮৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৮০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৮০, ১৮১

ক্যাকেরিয়া ফ্লুয়োরিকা।

(৫) ১৮০। ১৮৯।

চিকিৎসা। (৩) ২৯১। (৪) ১১৭, ৩৪৯
(৫) ৭১, ১৮৯, ১৯০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৮৯।

ক্যাকেরিয়া সালফুরিকা।

(৫) ১৮০। ১৯১।

চিকিৎসা। (৫) ১৯১।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৯১।

ক্যাকেরিয়া হাইপোফস্ফরিকা।

(৫) ১৮০। ১৯০।

পুয়শোথ বা এব্‌সেস। (৫) ১৯০।

ক্যালিয়াক্স ল্যাটিকোলিয়া।

(৫) ৪১৩। ৪১৬।

চিকিৎসা। (১) ৩৬। (২) ২১৫। (৩) ৭০,
৭১, ২। (৪) ৩৩৭, ৩৪১, ৩৪৮,
৩৯৪। (৫) ২৫২, ৪১৭—৪২০।

লক্ষণ। (৫) ৪১৬, ৪১৭।

সংজ্ঞাদি। (৫) ৪১৬।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪১৬।

ক্যাষ্টার ইকুই। (৫) ২৭৮। ২৮০।

চিকিৎসা। (৫) ২৮০।

ক্যাষ্টারিয়াম। (৫) ২৭৮।

চিকিৎসা। (৫) ২৭৯, ২৮২।

লক্ষণ। (৫) ২৭৮, ২৭৯।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৭৮।

ক্যাক্সারিয়া।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৭০, ৩৭১।

ক্রিয়োজোট। (৫) ৫৩৪।

চিকিৎসা। (১) ২৫৫। (২) ১৫৫। (৩)
২৮৩, ২৮৪। (৪) ৩৬, ৪৪২। (৫) ২৭,
৯৬, ২০৬, ২৪৮, ১৯৭, ২৯৮, ৪১৮,
৫২৪, ৫৩৫—৫৩৭।

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ৩৫৭ ।

লক্ষণ । (৫) ৫৩৪, ৫৩৫ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৫৩৪ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৫৩৪ ।

ক্রোকাস্ আটিভাস্ । (৫) ৩৯১ ।

চিকিৎসা । (২) ৩৩৭, ৩৩৮ । (৪)

৪১৫ । (৫) ২৬১, ২৮৭,

৩৯০—৩৯৪ ।

লক্ষণ । (৫) ৩৯১, ৩৯২ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩৯১ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩৯১ ।

ক্রোটন টিগ্‌লিয়াম্ । (৫) ৪২৫ ।

চিকিৎসা । (৪) ১৪৮, ৩৫৭ । (৫) ২৫১,

লক্ষণ । (৫) ৪২৫, ৪২৬ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৪২৫ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪২৫ ।

ক্রোটেলাস্ হরিভাস্ । (৫) ২৭২ ।

চিকিৎসা । (২) ৮৯ । (৪) ২৭, ৩৮, ৩৯,

৫২, ৬২ । (৫) ২৭৩—২৭৫, ২৭৭,

৩৯৫ ।

লক্ষণ । (৫) ২৭৩ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২৭৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৭২ ।

ক্র্যাটিগাস্ অক্সিরিয়াক্যাস্ ।

রূপপিত্তরোগ । (৫) ২০২ ।

ক্রিমোটিস্ ইরেট্টা । (৫) ১ । ১৩ ।

চিকিৎসা । (৩) ৩১৬ । (৫) ১৪—১৬, ২২৭ ।

লক্ষণ । (৫) ১৩, ১৪ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১৩ ।

ক্রোরিণ । (৫) ৪২ । ৪৯ ।

চিকিৎসা ও বিবরণ । (৪) ৩০২ । (৫) ৮৬,

৪৯, ৪৩৪ ।

গল্‌থেরিয়া ।

বক্ষশূল । (৩) ১২৭ । (৫) ১৯ ।

গুয়েইয়াকাম । (৫) ৪৭২

চিকিৎসা । (৩) ১৯৬, ৩৫৯ । (৪) ৩২৯ ।

(৫) ৮, ৩০৬, ৩৫২, ৪৮০—৪৮১ ।

লক্ষণ । (৫) ৪৭২, ৪৮০ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪৭২ ।

গ্যান্‌সোজিয়া ।

উদরাময় । (৫) ৪২৭ ।

গ্রিণ্ডেলিয়া রোবাস্টা

রূপপিত্তরোগ । (৪) ৮৪ ।

গ্র্যাটিয়োলা । (৫) ২৪৫ । ২৪৯ ।

চিকিৎসা । (৫) ২৫০, ২৫১, ৪২৭

লক্ষণ । (৫) ২৫০ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২৪৯ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৪৯, ২৫০ ।

গ্র্যাফাইটিস্ । (৪) ৩৯৯ ।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৪) ৪ —৪০২ ।

চিকিৎসা । (১) ১০৭, ৩৮২, ৩৯৭ । (২)

১৩৮, ১৯২, ২০৯, ২১০ । ৩০২, ৩০৩,

৩০৫ । (৩) ২৮, ৩, ৩, ৪, ৪, ৪ ।

(৪) ৩৩, ৫৮, ১১৮, ১২৩, ৩৭৬, ৪১৩,

—৪২০ । (৫) ৯৭, ৪৬৯, ৪৯৮, ৪৯৯,

৫৫৭ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ১৩৫, ২৩৯, ২৪০ ।

(৩) ৪৪৯, ৪৫০ । (৪) ১১১, ৪১১—

৪১৩ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৪) ৪০২—৪১১ ।
রোগকারণ । (৪) ৪০২ ।
সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৪) ৩৯৯, ৪০০ ।
সাধারণ ক্রিয়া । (৪) ৪০২ ।

গ্ননইন্

চিকিৎসা । (১) ৩১, ৭০ । (২) ৩৫৩, ৩৬৯ ।
(৩) ১২৬, ২৮৭ । (৪) ৫৭, ৭৯, ৩০০,
৩৯৫, ৪৬৩ । (৫) ৪০০, ৮৭৮ ।
প্রদর্শক লক্ষণ । (৩) ১৮৯ ।

চাইনিনাম আর্সেনিকোসান ।

চিকিৎসা । (৩) ১০৬ । (৫) ২৩৪ ।

চাইনিনাম সাল্ফুরিকাম

(কুইনাইন) ।

চিকিৎসা । (২) ৫১, ৫২, ৭৬—৮০ । (৩)
৭৮, ৯৩, ১০০—১০৪ । (৪) ২৩৬, ৩৩৭
(৫) ৫৩০ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ৪৮ ।

চিমাফিল । (৫) ৪১৩ । ৪১৫

চিকিৎসা । (৩) ৩১৭ । (৫) ৪১৫, ৪১৬ ।
সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৪১৫ ।
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪১৫ ।

চেনপোডিয়াম ।

কর্ণরোগ । (৩) ৩৩৯ ।
প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ৩৬৮ ।

চেলিডনিয়াম । (১) ৩৫৬ ।

উপযোগী ধাতু আদি । (১) ৩৫৮—৩৬০ ।
চিকিৎসা । (১) ১৪১, ১৪৬, ২৬৯,
২৭০, ৩৭৪—৩৮২, ৩৯৭ । (৩) ১০৫,
২১৪, ২৪৯ । (৫) ৩০১ ।
প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ২৩১, ৩৬৭—৩৭৪ ।
(২) ১৯১ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (১) ৩৬১—৩৬৭
রোগকারণ । (১) ৩৬০ ।
সংজ্ঞা ইত্যাদি । (১) ৩৫৬, ৩৫৭ ।
সাধারণ ক্রিয়া । (১) ৩৬০, ৩৬১ ।

জিঙ্কাম । (৫) ৫২৬ ।

চিকিৎসা । (১) ৮২, ১০৭, ১৫০, ২০৩,
৩০৪ । (২) ১৯৭, ৩০৮ । (৩) ২৪১,
২৫৩ । (৪) ৫৮, ২০১, ২৩৭, ২৪০,
৩০০ । (৫) ১০৩, ১৮৫, ২২৬, ২২৭,
৫০৯—৫৩৩, ৫৩৫ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৪) ১৮১ । (৫) ৫০৯ ।
লক্ষণ । (৫) ৩২৬—৩২৮ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৫২৬ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৫২৬ ।

জিঙ্কাম পাইক্রেটাম্

স্নায়ুশূল । (৫) ৫৩১ ।

জিঙ্কাম ফস্ফাইড ।

স্নায়ুশূল । (৫) ৫৩১ ।

জিঙ্কাম ভ্যালেরিয়ানাস্ ।

চিকিৎসা । (৫) ৩১১, ৫৩০ ।

জিঙ্কাম সাল্ফুরিকাম ।

চিকিৎসা । (৩) ৩১১ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ৩৮৭ ।

জিজিয়া ।

তাণ্ডব রোগ বা কোরিয়া । (৫) ৩০৯—৩১০ ।

জিজিবেরিস্ ।

মূত্রাঘাত (Suppression of urine) ।
(৩) ৩৭৮ ।

জেলুমিনিয়াম্ । (৪) ৬৫ ।

উপযোগী ধাতু আদি । (৪) ৬৬, ৬৭

চিকিৎসা। (১) ২৫, ২৮, ২৯, ১১১, ২৪২,
৩৫৪। (২) ২১০, ২৫৩, ৩০১, ৩৩৬,
৩৬৮। (৩) ৩১, ৪৪, ১৭০, ২৮৭,
৪০০। (৪) ২৩, ৬০, ৭৭—৯২, ১১২,
১৪৩, ৩৩৩, ৩৩৭, ৩৯২, ৪৪৬।
(৫) ৩৯৬, ৪০০, ৪৭৫।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ৪৮। (৩) ১৪৯
(৪) ৭৫—৭৭।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ৬৮—৭৮।

রোগকারণ। (৪) ৬৭।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ৬৫, ৬৬।

সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ৬৮।

জ্যাট্রিকা।

পরিপাক-যন্ত্র-সংশ্লিষ্ট রোগ। (৪) ১৪৪, ১৪৫,
১৪৭। (৫) ৪২৭।

জ্যাম্বুকাইলাম। (৫) ৪০৫। ৪০৯।

চিকিৎসা। (৫) ৪১০, ৪১১, ৭২০।

লক্ষণ। (৫) ৪১০।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪০৯।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪০৯, ৪১০।

জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪০৫। ৪১১।

চিকিৎসা। (২) ৩০২। (৫) ৪১০।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪১১।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪১১।

টুক্রিয়াম্।

চিকিৎসা। (২) ৪০৯। (৩) ২৯০। (৪) ২৫৬।

টিটেনিয়াম্।

অর্দ্ধ দৃষ্টি। (২) ২৫৮। (৪) ৪৬৩।

টিলিয়া ট্রফলিয়েটা। (৫) ৪০৫।

৪০৭।

চিকিৎসা। (৫) ৩৫৬, ৪০৯।

টুবাঙ্কু লিনাম—বাসিলিনাম। (৫)
৩১৯। ৩২৫।

চিকিৎসা। (১) ১৮০। (৩) ৩২, ২৮১
(৪) ২৪৫। (৫) ১০৪, ৩২৮, ৩২৯।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১৬১।

বিবরণ। (৫) ৩২৫।

লক্ষণ। (৫) ৩২৭, ৩২৮।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩২৬, ৩২৭।

টুসিলেগো।

পূয়মেহ বা গণোরিয়া। (৫) ৪০৪।

টেবেকাম্। (৫) ২৬২। ২৬৭।

চিকিৎসা। (৩) ২১৫। (৫) ২৭০, ৩৭১।

তাম্বুকুট-কফল-প্রতিষেধক। (৫) ২৬৭।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ১৬৮। (৫) ২৭০।

লক্ষণ। (৫) ২৬৮—২৭০।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৬৭।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৬৮।

টেরাপাইনি।

গৃধ্রসী বা সাইয়াটিকা। (৩) ১২৩।

টেরিবিস্থিনা। (৫) ৫৫৫।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৫৫৫।

সাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ ও চিকিৎসা। (৩)

১২৩, ২২৫, ৩৭৭, ৪৫৯। (৪) ৫২, ৫৩,

১৮৫, ৩৩৯, ৩৪৩। (৫) ৪০, ৫৫৫।

টেলুরিয়াম্।

চিকিৎসা। (১) ২৪। (২) ৩১৫।

ট্যারাক্সেসকাম্। (৫) ১০০।

১১৮।

চিকিৎসা। (৪) ৩৫৪। (৫) ১১৯।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৫১।

লক্ষণ। (৫) ১১৯।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৮৮।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১১৯।

টারেন্টুলা। (৫) ৩০৮।

চিকিৎসা। (২) ৩৪৩। (৪) ৬৩, ১২৩।

(৫) ১৩৩, ৩০৯—৩১১, ৩১৫, ৩২৫,
৩৬১, ৩৯৩, ৪৮৫, ৫২৫।

প্রদশক লক্ষণ। (৪) ২২৮।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩০৮।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩০৮, ৩০৯।

ট্রাইফলিয়াম প্র্যাটেস্।

পাণ্ডবেদনা (Plurodynia)। (৩) ১২৭।

ট্রিলিয়াম। (৫) ৫৪৩।

লক্ষণ এবং চিকিৎসা। (৩) ৯৭, ২৮৭। (৫)

২৬১, ৫৪৩, ৫৪৪।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫৪৩।

ট্রিকোরা। (৫) ৩০৩। ৩০৭।

চিকিৎসা। (৩) ৩১৬। (৫) ৩০৭।

ডলিকস্। (৫) ২৩৮।

চিকিৎসা। (৪) ৩৫৭। (৫) ২৩৮, ২৩৯

প্রদশক লক্ষণ। (১) ৩২২।

লক্ষণ। (৫) ২৩৮।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৩৮।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৩৮।

ডাইওক্সরিয়া। (৫) ৪১১।

চিকিৎসা। (৩) ৪১, ৪৪, ১৯৪। (৪)

৮৬, ৪৪৫। (৫) ৪১২।

লক্ষণ। (৫) ৪১১, ৪১২।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪১১।

ডল্‌কামারা। (৩) ৪৪২।

উপযোগী ষাডু ইত্যাদি। (৩) ৪৪৩—৪৪৪।

চিকিৎসা। (২) ২১২, ৩৬৯। (৩) ৩৩৮।

৪০১, ৪৫২—৪৫৯। (৪) ৩০, ৮৯,

৩৩৪। (৫) ৪২০।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২০, ২১। (৩) ৪৫১,—

৪৫২।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ৪৪৫—৪৫১।

রোগকারণ। (৩) ৪৪৪, ৪৪৫।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ৪৪২, ৪৪৩।

সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ৪৪৫।

ডিষ্টেমাস।

শ্বেতপ্রদর। (৫) ৩৭৫।

ডিজিটালিস্। (৪) ৩৭৯।

উপযোগী ষাডু ইত্যাদি। (৪) ৩৮০, ৩৮১।

চিকিৎসা। (২) ৩০৬। (৩) ২৫৩, ৩১৮।

(৪) ৫০, ৫৩, ৮৪, ৮৬, ২৭৮, ৩৯১—

৩৯৮। (৫) ৪১৮।

প্রদশক লক্ষণ। (২) ৩৮৭। (৪) ৩৮৯,

৩৯০।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ৩৮২—৩৮৮।

রোগকারণ। (৪) ৩৮১।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ৩৭৯, ৩৮০।

সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ৩৮১, ৩৮২।

ডিফেনবেকিয়া।

ডিফ্‌গিরিয়া। (৩) ৩০৯।

ড্রিসিরা। (৫) ৫০৩।

চিকিৎসা। (২) ২০২। (৩) ১৭৭, ২১৩,

২১৫, ২৪২। (৪) ২৫৮। (৫) ১০৮,

১১৫, ২৮৪, ৪৩৪, ৫০৪।

লক্ষণ। (৫) ৫০৩, ৫০৪।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫০৩।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫০৩।

থিরিডিয়ন্। (৫) ৩০৮। ৩১৩।

চিকিৎসা। (২) ২৯৮, ২৯৯। (৪) ৩৩৩।

(৫) ২৪২, ৩১০, ৩১৪—৩১৬।

লক্ষণ । (৫) ৩১৩, ৩১৪ ।
সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩১৩ ।
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩১৩ ।

থুজা । (৪) ২৫৯ ।

উপযোগী ধাতু আদি । (৪) ২৬১—২৬৩ ।
চিকিৎসা । (১) ১০৭, ৩০৪ । (২) ২২১,
৩০৩, ৩৪৪ । (৩) ৪৬, ৩১৭, ৪৪০ ।
• (৪) ৩৬, ১০১, ১৬৯, ২৭৪—২৮০,
৩৩৯, ৩৭৮, ৪৪০ । (৫) ৫৯, ১০৭,
১৬০, ১৯৮, ৩৪০, ৩৯৪, ৫০০, ৫৫২ ।
প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ২৯০ । (৪) ১১১,
২৭৩, ২৭৪ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৪) ২৬৪—২৭৩ ।
রোগকারণ । (৪) ২৬৩ ।
সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৪) ২৬৯—২৬০ ।
সাধারণ ক্রিয়া । (৪) ২৬৩, ২৬৪ ।

থ্যাম্পিবাসী প্যাষ্টরিস ।

৥য় রক্তশ্রাব । (৫) ৩৬৬ ।

নাইটি কান এসিডাম । (৪) ১৫০ ।

উপযোগী ধাতু আদি । (৪) ১৫০—১৫৪
চিকিৎসা । (১) ১৬৯, ২২৬, ২৫৩, ২৫৪
(২) ৩৪৬ । (৩) ৪৬, ২৭৬, ২৭৮,
৪১০ । (৪) ২৯, ৩৫, ৩৬, ৪৯, ৫৬,
১২৩, ১৬৫—১৭১, ১৮৫, ২৮০, ৩০
৪১৭, ৪৪৬, ৪৬৪ । (৫) ৫৯, ৮
১২৭, ১৩৪, ২৬৬ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ১৯২ । (২) ২৪৮, ২৪৯
(৪) ১৬৩—১৬৫, ১৮০, ৪৬১ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৪) ১৫৫—১৬৩ ।
রোগ কারণ । (৪) ১৫৪ ।
সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৪) ১৫০—১৫২ ।
সাধারণ ক্রিয়া । (৪) ১৫৪ ।

নাইট্র-মিউ এসিড ।

চিকিৎসা । (৪) ১৮৩ ।

নাক্স ভমিকা । (২) ৯৫ ।

উপযোগী ধাতু আদি । (২) ১০১—১০৪ ।
চিকিৎসা । (১) ৪৮, ১৩০, ১৩০, ১৩৯,
১৪৫—১৪৮, ১৮৩, ২৫০, ২৬৮,
৩৫৪, ৩৯৮, ৩৯৯ । (২) ৫০, ৯০,
১৩৯—১৬৩, ১৯৬, ২০৫, ২০৮, ২৫৩,
২৬০, ২৯৭, ২৯৯, ৩০০—৩০৩,
৩৪৫, ৩৪৭, ৩৭০, ৩৭০ । (৩) ৩৯,
৪০, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৬৫, ৭০, ৯৩-গ,
১৯১, ১৯৩, ১৯৬, ২১৩, ২১৫, ২১৬,
২৪১, ২৪৬, ২৫০, ২৯০, ৩৩৭,
৩৭৩, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৯৯, ৪০২,
৪০৯, ৪১০ । (৪) ৮১, ১১৩,
১৬৯, ২০৫, ২০৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৯১,
৩০৫, ৩৩৯, ৩৭৫, ৪১৬, ৪৭৫ ।
(৫) ১১, ৭৮, ৮০, ১০৭, ১৮৭, ২০৭,
২৮৭, ২৯৭, ৩৪৬, ৪০৯, ৪৭৭, ৪৮১,
৪৯০, ৫০২, ৫১৯, ৫৩৬, ৫৯৫ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ১৩০ । (২) ১০৯—
১৩৯, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৯, ২৪৭, ৩৩০,
৩৩১, ৩৬৪ । (৩) ১৪৯, ২১০, ২৩৮ ।
(৪) ২০৮, ৪৬১ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (২) ১০৬—১০৯ ।
রোগ কারণ । (২) ১০৪ ।
সংজ্ঞা ইত্যাদি । (২) ৯৫—১০
সাধারণ ক্রিয়া । (২) ১০৪—১০৬ ।

নাক্স মস্কেটা । (৫) ৫৫৩ ।

চিকিৎসা । (১) ১৫৮ । (৩) ৪০০, ৪০৩,
৪৪০ । (৫) ২৮১, ৪৭৭, ৫৫৪ ।
প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ১৮৮, ১৯১, ২৪৬,
৩৩৩ । (৫) ৫৫৩ ।

লক্ষণ। (৫) ৫৫৩, ৫৫৪।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫৫৩।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫৫৩।

নাফার লুটিয়া।

শুক্রেমেহ বা স্পার্মাটোরিয়া। (৫) ৫০৪।

নিকোটিনাম।

ধনুষ্টঙ্কার বা টিটেনাস। (৫) ২৭০।

নেট্রাম্ আর্সেনিকোসাম।

চিকিৎসা। (৪) ১৮৬। (৫) ৪৯৮।

নেট্রাম্ কার্বনিকাম।

চিকিৎসা। (২) ২৫৩। (৩) ৪০। (৪)

৪১৫। (৫) ৯৭, ৩০০।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৯৩। (৩) ১৪৯

নেট্রাম্ ফসফরিকাম।

শুক্রেমেহ। (২) ২৬২।

নেট্রাম্ মিউরিয়েটিকাম (২)।

২২২।

উপযোগী ধাতু আদি। (২) ২২৬—২২৮।

চিকিৎসা। (১) ১৪৮, ১৪৯। (২) ৫০,

৭৮, ৭৯, ৮১, ৮২, ৮৮, ১৪০, ১৪৪,

২৫১—২৬৭, ২৬২, ৩০০, ৩১০, ৩১৩,

৩৪২, ৩৪৬। (৩) ১০৫, ১০৬, ২৫০,

৩৪২, ৪১০, ৪৩৮, ৪৫৭। (৪) ৩৩, ৬৯,

৮১, ২৪৯, ৩৩৪, ৩৩৬, ৩৫০, ৩৭১,

৪১৫, ৪৬৩। (৫) ৫৮, ৫৯, ১০৪, ১২১

১৩৩, ১৫৯, ২০৭, ২৬৬, ২৯১, ৩০১

৩৪৪, ৩৯৩, ৪০০, ৪৮৩, ৫১৫।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ১৩৭—১৩৮, ১৮৮

২৪৩—২৫১।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (২) ২২৯—২৪৩

রোগকারণ। (২) ২২৮।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (২) ২২০—২২৬।

সাধারণ ক্রিয়া। (২) ২২৮, ২২৯।

নেট্রাম্ সালফুরিকাম।

চিকিৎসা। (১) ১৪২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫,

১৭৬।

(৩) ৪১, ২৫০। (৪) ২৭৮, ৪১৫।

(৫) ১০৩।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ১৯১। (৪) ২৭০

নেট্রাম্ স্ট্রালিসিলিকাম্

শিরোদূর্ণন। (৪) ৩৩৩

নেট্রাম্ হাইপক্লরিকাম।

চিকিৎসা। (৪) ৩৬। (৫) ২৯১।

নাজা ট্রিপুডিয়ানস্। (৫)

২৭২। ২৭৫।

চিকিৎসা। (১) ১০৭। (৩) ৪০৭। (৪)

(৫) ২৭৬, ২৭৭।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৪) ৪৬১।

লক্ষণ। (৫) ২৭৫, ২৭৬।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৭৫।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৭৫।

থাপ্‌থ্যালিন্।

হৃৎ শব্দক কাসি। (৫) ২৮৪।

থ্রাক্যালিয়াম্। (৫) ১০০। ১০৭।

চিকিৎসা। (২) ৩৬৮। (৩) ১৯৩। (৪)

১০৭, ১০৮।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১০৭।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১০৭।

পডফাইলাম। (৫) ৩৭৭। ৩৮৫।

চিকিৎসা। (১) ১০৭। (২) ৩৯২। (৩)

৪১, ৬৮, ৯৬—ক, ১৯৬। (৪) ১৪৭,

১৪৮, ২০৩, ২৭৯। (৫) ২৫১, ৩৮৭—

৩৯০।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২৩১।

লক্ষণ। (৫) ৩৮৫—৩৮৭।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৮৫।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৮৫।

পলিনিয়া ।

বননযুক্ত শিরঃশূল । (৫) ৩৯৬ ।

পিক্রিক এসিড ।

চিকিৎসা । (৪) ২০০, ২০৫, ২৩৫ ।

পাইনাস্ সিল্ভেস্ট্রিজ্ ।

পদের বক্রতা । (৩) ২৯২ ।

পাইরজিনিয়াম্ ।

চিকিৎসা । (৫) ৩২৫ ।

পাল্‌সেটিল্লা । (২) ১৬৪ ।

উপযোগী ধাতু আদি । (২) ১৬৮—১৭০ ।

চিকিৎসা । (১) ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৯, ১৬৬, ১৮৪, ২৫২, ৩৯৮ । (২) ১৫০, ১৫৩, ১৫৪, ১৬৬, ১৯২—২২১, ২৫২, ২৫৬, ২৫৮, ২৯৮, ৩৯০, ৩৯১ । (৩) ৩০, ৪৬, ৪৭, ৭০, ৯৫, ১৫৫, ২৪৬, ৩১৭, ৩৭৮, ৪৫৭, ৪৫৮ । (৪) ২৩, ২৭, ৮৫, ৮৯, ১৪৩, ১৪৮, ১৬৭, ১৭১, ৩৪৮, ৩৯৪, ৪১৬, ৪১৮, ৪১৯, ৪৪২, ৪৬৩ । (৫) ১১, ২০, ৬৭, ৭৮, ৯৭, ১০২, ১৫৪, ১৫৭, ৩৫৫, ৩৮৪, ৪৬৬, ৪৮০, ৫০২, ৫১৮ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ১২৯, ২৩২, ৩৭৩ ।

(২) ১৮৫—১৯১, ২৪৫, ২৪৭, ৩৮৭ ।

(৪) ৭৭, ১১০ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (২) ১৭৩—১৮৫ ।

রোগকারণ । (২) ১৭২ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (২) ১৬৪—১৬৮ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (২) ১৭২, ১৭৩ ।

পিওনিয়া ।

চিকিৎসা । (২) ২০৭ । (৪) ৪১৭ ।

পিক্স লিকুইডা ।

যক্ষ্মাকাস বা থাইসিস্ । (৫) ৩১৬ ।

পিণ্ডেরিয়া রোবাষ্টা ।

গ্রীহারোগ । (৩) ১০৪ ।

পেট্রিলিয়াম । (৫) ৫৫৯ ।

চিকিৎসা । (১) ৩০৪, ৩৮২, ৩৯৭ । (৩)

৪১ । (৪) ৩৩, ৩৩৬, ৩৪৯, ৪১৪,

৪১৬ । (৫) ৫৩৭, ৫৬০ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৫৫৯ ।

সাধারণ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৫) ৫৫৯, ৫৬০

পেট্রোসিলিনাম । (৫) ২১১ । ২৩০

চিকিৎসা । (৩) ৩১৫ । (৪) ৩৯৭ । (৫)

২৩১, ৪৫০ ।

লক্ষণ । (৫) ২৩০ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২৩০ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৩০ ।

পেস্থরাম সিডইড্ ।

নাসিকাসর্দি । (৩) ২০১ ।

প্যারিরা ব্র্যাভা ।

মূত্ররোগ । (৩) ৩১৯ । (৫) ৩৮০ ।

প্যারিস্ কোয়াড্রিফোলিয়া ।

(৫) ১৯২ । ২০৮ ।

চিকিৎসা । (৪) ২৭, ১১২, ৪৪৩ । (৫) ২০

লক্ষণ । (৫) ২০৮, ২০৯ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২০৮ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২০৮ ।

প্যালাডিয়াম্ ।

চিকিৎসা । (৫) ২৮২, ৫২৩ ।

প্যাসিল্লোরা ।

অনিদ্রা । (৫) ৪৪৮ ।

প্লাস্‌ম ফস্‌ফরিকাম্ ।

লোকোমোটর এটাক্সি । (৫) ৫৪১ ।

প্লাস্‌ম মেটালিকাম্ । (৫) ৫৩৮ ।

চিকিৎসা । (৩) ২১৬, ৩৭৫ । (৪) ৪৯,
২০৪, ২৩৭, ৪৬৭ । (৫) ১৮৭, ৩৫১,
৫৩১, ৫৩২, ৫৪০—৫৪২ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৫) ৫৪০ ।

লক্ষণ । (৫) ৫৩৮—৫৪০ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৫৩৮ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৫৩৮ ।

প্লাটিনাম্ । (৫) ৫২০ ।

চিকিৎসা । (১) ৩৪৭, ৩৫০ । (২) ২৬৪,
৩১২, ৩১৬, ৩৪০, ৩৭৩ । (৩) ২৪১,
৩৭৩, ৪০০, ৪৫৭ । (৪) ১৪২ । (৫)
২৮, ১০, ২৯৭, ২৯৮, ৩৬৬,
৫২০—৫২৫ ।

বিশিষ্ট লক্ষণ । (৫) ৫২০ ।

লক্ষণ । (৫) ৫২০—৫২১ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৫২০ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৫২০ ।

প্লাণ্টেগো মেজর ।

চিকিৎসা । (২) ১৯৮ ।

ফস্‌ফিকা রুকা ও ভেম্পা ।

(৫) ৩৫৩ । ৩০৬ ।

চিকিৎসা । (৫) ৩০৭ ।

বিবরণ । (৫) ৩০৬ ।

ফস্‌ফরাস্ । (৪) ২০৮ ।

উপযোগী ধাতু আদি । (৪) ২১০—২১২ ।

চিকিৎসা । (১) ১০৮, ১১০, ১১২, ১৪০,
১৪৯, ২৩৯, ৩৪৭ । (২) ৫৪, ৮৫,
১৪২, ১৪৮, ১৫৬, ২১২, ২৫৪, ৩১০,

৩৪২, ৩৪৫, ৩৯০ । (৩) ৪১, ৪৮,
১০৮, ১৭৭, ২৭৫, ২৭৯, ২৮০, ২৮৯,
২৯০, ৩৪১, ৩৯৯, ৪৫৪, ৪৫৭ । (৪)
২৭, ১৭১, ২০৫, ২০৭, ২৩১—২৫৮,
২৭৬, ৩৫৩ । (৫) ৫৯, ৬৬, ১২৪,
২৯১, ৩০২, ৪৭৫, ৪৭৭, ৪৮৫, ৫১৪,
৫৩০, ৫৩১ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ৪৫, ৪৭ । (৩) ২৭,
২৭১ । (৪) ২২৬—২৩১, ২৯৬ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৪) ২১৩—২২৬ ।

রোগকারণ । (৪) ২১২ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৪) ২০৮—২১০ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৪) ২১২, ২১৩ ।

ফস্‌ফরিকাম্ এসিডাম্ । (৪) ১৮৭ ।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৪) ১৮৮—১৯০ ।

চিকিৎসা । (২) ৬৮, ৭১, ৭৪ । (৩) ৯৬
—ক, ৯৬—গ, ১০৮, ১৮৩ । (৪)
১২০, ১৮৪, ১৯৯—২০৭, ২৫৭, ৩৫৪ ।
(৫) ১৯৮, ৩৮৯, ৫৪৬ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ২৪৫, ২৯৬ । (৪) ১৯৮,
১৯৯ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৪) ১৯১—১৯৭ ।

রোগকারণ । (৪) ১৯১ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৪) ১৮৭, ১৮৮ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৪) ১৯১ ।

ফাইড্রস্টিগ্‌মা । (৫) ২৩৮ । ২৩৯ ।

চিকিৎসা । (৫) ২৪১, ২৪২ ।

লক্ষণ । (৫) ২৪০, ২৪১ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২৩৯ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৩৯, ২৪০ ।

ফাইটলেকা ডিকেণ্ডা । (৫) ৪৯৫ ।

চিকিৎসা । (৪) ৩৬, ১২৩ । (৫) ১২৫,
৩৮১, ৪১৮, ৪২৭, ৫০০ ।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ১২৪।

লক্ষণ। (৫) ৪২৫—৪২৭।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪২৫।

সাধারণ ক্রিয়া। ৪২৫।

ফেরাম আয়ডেটাম।

(৫) ৫১১। ৫১৬।

সাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ ও চিকিৎসা। (৫)
৫১৬, ৫১৭।

ফেরাম আর্সেনিকোসাম্।

উদরাময়। (৩) ৯৬—খ।

ফেরাম এট্রীক্‌নিয়া সাইট্রেট।

রক্তহীনতা বা এনিমিয়া। (৩) ১০৭।
(৫) ৫১৫।

ফেরাম এসেটিকাম্।

রক্তহীনতা। (৩) ১০৭। (৫) ৫১৬।

ফেরাম প্রোটোক্‌জালেট।

রক্তহীনতা। (৩) ১০৭। (৫) ৫১৬।

ফেরাম ফস্‌ফরিকাম্।

(৫) ৫১১। ৫১৭।

সাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ ও চিকিৎসা। (১) ২৫,
২৬, ১০৯, ১১০, ১১১, ১৩৬, ১৩৮।
(২) ৩৭০, ৩৭১। (৩) ১০৭, ৩১৭,
৩৪৩। (৪) ৮৩। (৫) ৮০, ১৬৭, ১৮৬,
৫১৬, ৫১৭—৫১৯।

ফেরাম মেটালিকাম্। (৫) ৫১১।

চিকিৎসা। (১) ৭০। (২) ৫৮, ৮৮, ১২৭,
২২১, ৩৭৬। (৩) ৯৬—খ, ১০৩, ১০৫,
১০৭। (৪) ৩৪৮, ৪১৯। (৫) ৩৮৮,
৪৫৫, ৪৭৬, ৪৭৭, ৫১৩—৫১৬।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৪৪।

লক্ষণ। (৫) ৫১২, ৫১৩।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫১১।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫১১, ৫১৩।

ফেরাম রিডাক্টাম।

রক্তহীনতা। (৩) ১০৭। (৫) ৫১৫।

ফেলাণ্ডিয়াম্। (৫) ২১১। ২৩১।

চিকিৎসা। (৪) ১১৬। (৫) ২৩১, ৪৯৯।

ফ্লুরোরিকাম এসিডাম। (৫) ৪০। ৬৭।

চিকিৎসা। (১) ২৬০। (৪) ২২২। (৫) ৭১,
৭২।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৭০—৭১।

লক্ষণ। (৫) ৬৮—৭০।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৬৭, ৬৮।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৬৮।

বভিষ্টা। (৫) ৩৫৭। ৩৬৩।

চিকিৎসা। (১) ৩০৫। (২) ২৫২। (৩)
১২৬, ৩৭৩, ৪৫৯। (৪) ৩০৯। (৫)
৩৬৫, ৩৬৬।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ১৮৯।

লক্ষণ। (৫) ৩৬৩, ৩৬৪।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৬৩।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৬৩।

বাক রেণা। (৫) ২৯৩।

চিকিৎসা। (২) ১৪৬। (৪) ১১৩। (৫)
২৯৩, ২৯৪।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৯৩।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৯৩।

বার্কেরিস্‌ ভল্‌গারিস্‌। (৫) ৩২৭।

চিকিৎসা। (১) ১৪৭। (৩) ৪০, ৯৬—গ,
৩১৯। (৪) ৪১৫। (৫) ৩৭৯—৩৮১

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২২৫।

লক্ষণ। (৫) ৩৭৭—৩৭৯।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৭৭।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৭৭।

বালসাম পেরু।

রন্ধাইটিস্। (৩) ৩৬।

বিসমাথ্।

চিকিৎসা। (২) ১৫৮। (৪) ২৪৯, ২৫০,
২৫৭।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ৪৫, ৪৬।

বেঞ্জইকাম এসিডাম।

চিকিৎসা। (৩) ২৫২। (৪) ৫০। (৫) ২৯।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৪) ১৬৪।

বেলাডনা। (১) ৪৯।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (১) ৫১—৫৪।

চিকিৎসা। (১) ২৫, ২৬, ২৭, ৩১, ৪৫,

৪৮, ৬৮—১২০, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫,

১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৫৮, ১৬১, ১৬৬,

১৬৭, ২৩৬, ২৪০, ২৪২, ২৪৭, ২৬৪,

২৬৫, ২৯৫, ২৯৭, ২৯৯, ৩০০,

৩০১, ৩০৫, ৩০৭, ৩০৮, ৩৩৫, ৩৩৯—

৩৪৪, ৩৪৮—৩৫১, ৩৫৪। (২) ১৯৭,

১৯৮, ২৬৪, ৩১১, ৩১২, ৩৩৮, ৩৩৯,

৩৪২, ৩৭১, ৩৭৬, ৪০৭। (৩) ৩২,

৯২, ৯৩, ৯৭, ১২৬, ২১০, ২৪১, ২৫৩,

২৯১, ৩০৮, ৩৭০, ৩৭৩, ৩৭৮, ৪৫৮।

(৪) ২৩, ২৪, ৪৮, ৪৯, ৭৮, ৮৯,

৯০, ৯২, ১৪০, ১৮৫, ২৪৩, ২৫৫,

২৯৯, ৩০৬, ৩১১, ৩১২, ৩১৩, ৩৩৩,

৩৭৫, ৪১৪, ৪৬৪। (৫) ৭, ৪৬, ৫৯,

১২৭, ১৬৬, ১৭৬, ২৪৮, ৩৫১, ৪০০,

৪৩৬, ৪৭৫, ৫১৪, ৫২৪, ৫২৫, ৫৪০।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৬৫—৬৮, ১২৮, ১২৯,

২৯১, ২৯৩, ২৯৪, ৩৩১, ৩৩২, ৩৭৩,

৩৭৪। (২) ১৩৩, ১৯০। (৩) ৬৫,

৯২, ২৩৮, ২৩৯, ৩৭৮। (৪) ২০।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (১) ৫৬—৬৫।

(৩) ২০৪।

রোগকারণ। (১) ৫৪

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (১) ৪৯—৫১।

সাধারণ ক্রিয়া। (১) ৫৪—৫৬।

বেলিস পেরিনিস।

চিকিৎসা। (৩) ১০৫। (৫) ১৫২, ২৬৬।

বোরাক্স্। (৫) ৫৫৬।

চিকিৎসা। (২) ৩৬৯। (৪) ৪১৪। (৫)

৩৫৩, ৫১৮, ৫৩৭, ৫৫৭।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৫৫৬।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫৫৬।

সাধারণ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৫) ৫৫৬, ৫৫৭।

ব্যাড্রিগা। (৫) ২৯৯। ৩০১।

চিকিৎসা। (৩) ৪১৩। (৫) ৩০২।

লক্ষণ। (৫) ৩০২।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩০১।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩০২।

ব্যাণ্টিসিয়া। (৫) ৪৫৮।

চিকিৎসা। (১) ৩০৪। (৩) ৪২, ১৩৬,

১৩৭, ৪৩৯। (৪) ৩৪, ৪০, ৮৩, ৯২,

২০৭, ২৭৬, ৩৫৩। (৫) ৪৩০—৪৬২,

৪৯৮

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২৯২, ২৯৩। (৩) ৯১,

১২৪।

লক্ষণ। (৫) ৪৫৮—৪৬০।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৫৮।

ব্যারাইটা আয়ডেট।

চিকিৎসা। (৫) ৫৮, ১৭৬, ১৭৭।

ব্যারাইটা এসেটিকা। (৫) ১৬৯।

১৭৮।

চিকিৎসা। (৫) ১৭৯।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৭৮।

ব্যারাইটা কার্বনিকা। (৫) ১৬৯।

ক্রিয়া। (৫) ১৬৯, ১৭০।

চিকিৎসা। (৩) ২৭৮, ৩৯৯। (৪)

১১৩, ৪৬৪। (৫) ১৭৪—১৭৮,

১৮৬, ২৩০, ৪৬৯।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ৪৫১। (৪) ১১১।

(৫) ১৭২—১৭৪।

লক্ষণ। (৫) ১৭০—১৭২।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৬৯।

ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকা (৫)

১৬৯। ১৭৯।

চিকিৎসা। (৫) ১৭৪, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৯।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৭৯।

ব্রায়নিয়া। (১) ১২১।

উপযোগী ধাতু আদি। (১) ১২৩—১৩৫।

চিকিৎসা। (১) ২৫, ২৮, ৪৬, ৮৩, ৮৫,

৮৬, ৯১, ১০১, ১০২, ১০৮, ১১০,

১১১, ১১২, ১৩০—১৫০, ২৪২, ২৪৭,

৩৩৬। (২) ১৪০, ১৫০, ১৫১,

১৫২, ১৬০, ২০৭, ২১৩, ২২০, ২৫৯,

৩১০, ৩৭২। (৩) ৩৬, ৪১, ৪৩, ৭০,

৯৬, ১২৭, ১৭৬, ৪৫৪। (৪)

২৩, ৮০, ৯২, ১৪৩, ১৮৫, ২৩৪,

২৪৩, ২৪৪, ২৪৯, ২৫৬, ২৫৮, ৩,

৩১০, ৩১১, ৩৩৫, ৩৩৭, ৩৪০, ৩৪২,

৩৪৫, ৩৪৬, ৩৭৫। (৫) ২০, ৬৬, ৮০,

৮১, ১১৫, ১২৬, ১৩৪, ২৪৪, ৩৯০, ২৯৩,

৪০৯, ৪২৩, ৫৫৭।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১২৮—১৩০, ১৬৮,

৩৬৯, ৩৭৩, ৩৭৪। (২) ১৩৮, ১৫২,

১৯০, ২৪৮, ২৯৫, ৩৬৩, ৩৬৪

৬৩, ১৪৯, ১৮৯। (৪) ৩৩০।

বিশেষ ক্রিয়া। (১) ১২৬—১২৮।

রোগকারণ। (১) ১২৫।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (১) ১০১—১০৩

সাধারণ ক্রিয়া। (১) ১২৬

ত্রিমিয়াম। (৫) ৪২

চিকিৎসা। (১) ১৭০। (৩) ১৩১। ৯১

৩০২, ৩০৩, ৩৪১। (৫) ৮৫—১৯,

৫৬, ১৮৬, ২৮৭।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ২৩৯। (৫) ৪৫

লক্ষণ। (৫) ৪৩—৪৫।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪২, ৪৩।

ব্র্যাটা অরিয়েন্টেলিস। (৫) ৩০৩।

৩০৭।

চিকিৎসা। (৫) ৩০৭।

ভায়লা ওডরেটা।

সন্ধিবাত। (১) ১৪৪।

ভাইবার্গাম অপ্লাস। (৫) ৪৩৩।

৪৩৪।

চিকিৎসা। (২) ৩১১, ৩৭৪। (৫) ৩৫২,

৪৩৫, ৪৩৬।

লক্ষণ। (৫) ৪৩৪, ৪৩৫।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৩৪।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৩৪।

ভায়লা ট্রিকলর।

দ্রব রোগ। (৫) ৪৫৫।

ভার্সিনা হেষ্টিটা

মৃগীরোগ বা এপিলেপ্সি। (৫) ২১৫।

। (৫) ২৪৫। ২৫১।

চিকিৎসা। (৫) ২৫২, ৪১৮।

লক্ষণ। (৫) ২৫১, ২৫২।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৫১।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৫১।

ভিক্সা মাইনর

চিকিৎসা। (৫) ৪২৪, ৪৫৫।

ভেরিওলিনাম

বসন্ত রোগ। (৪) ২৮০।

ভিরেটাম এল্বাম। (৪) ১২৪।

উপযোগী ষাটু ইত্যাদি। (৪) ১২৬—১২৮।

চিকিৎসা। (১) ২২৭, ২২৮, ৩২৫, ৩৩৮,

৩৪৭। (২) ৪৯, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ১৬০,

১২৩, ৩৩৭, ৩৭৬। (৩) ১৭৫, ১৭৬,

১২৪, ২১৯, ২৪১, ২৮৭। (৪) ৬০, ৮৫,

১৪০—১৪৯, ১৮৬, ৪৪৬। (৫) ২৭১,

৩২২, ৩৯০।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২১, ৩৩৪। (২)

৪০২। (৩) ১৮৯। (৪) ১৩৮—১৪০।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ১২৯—১৩৮।

রোগ কারণ। (৪) ১২৮।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ১২৪—১২৬।

সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ১২৯।

ভিরেটাম ভিরিডি।

(৫) ১৫৫, ১৬৩।

চিকিৎসা। (১) ২৫, ২৭, ৮০, ৮১, ৯৯,

১১০, ১১১, ৩৫৩। (৪) ৫৭, ৬৩, ৮৪।

(৫) ১৬৫—১৬৮, ৪৭৫।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ১৬৫।

লক্ষণ। (৫) ১৬৪, ১৬৫।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৬৩।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৬৩, ১৬৪।

ভেম্পা।

(৫) ৩০৩। ৩০৬।

চিকিৎসা। (৫) ৩০৭।

বিবরণ। (৫) ৩০৬।

ভ্যালেরিয়ানা। (৫) ৪৮৪।

চিকিৎসা। (২) ৩৪১, ৩৪৫। (৩) ৩৭৮

(৪) ২৪১। (৫) ২৯৬, ৪৭৭,

৪৮৪—৪৮৫।

লক্ষণ। (৫) ৪৮৪।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৮৪।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৮৪

ভ্যালেরিয়ানেট অব্ জিঙ্ক।

শুষ্কবায়ু বা হিষ্টিরিয়া। (২) ৩৪২, (৫) ৩১১।

মক্সাস্। (৫) ২৭৮। ২৮০।

চিকিৎসা। (২) ৩৪১। (৩) ১৭২, ৩৭৩।

(৫) ২৮১—২৮৩

লক্ষণ। (৫) ২৮০, ২৮১।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৮০।

মাইগেল। (৫) ৩০৮। ৩১২।

চিকিৎসা। (৫) ৩১০, ৩১২।

সাধারণ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৫) ৩১২।

মাকুরিয়াস্ করসাইভাস্।

চিকিৎসা। (১) ১০২, ২৫০, ২৫২, ২৫৬,

২৬১, ২৬৩—২৬৭, ২৭৩। (২) ২০০।

(৩) ৩০৯, ৩১৭। (৪) ৩৯৭। (৫) ১৪,

১২৫, ১৩৯।

মাকুরিয়াস্ ডালসিস্।

চিকিৎসা। (১) ২৪২, ২৫০, ২৬৩, ২৭১।

মাকুরিয়াস্ প্রোটো-আইওডেটাস্।

চিকিৎসা। (১) ১৭৮, ২৫০, ২৫৬, ২৫৮,

২৫৯, ২৬০, ২৭১, ২৭২ । (৪) ৩৭৪ ।

(৫) ১৯ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৩) ২৩৯ । (৪) ৩৭০ ।

মাকু'রিয়াস্ বিন্-আয়ডেটাস্ ।

চিকিৎসা । (১) ২৫০, ২৫৬—২৬০, ২৭১,

।

মাকু'রিয়াস্ ভাইবাস্ ।

চিকিৎসা । (১) ১৩৮, ১৭৭, ২৪৬, ২৫১, ২৬০, ২৬৩, ২৬৭, ২৭০ ।

মাকু'রিয়াস্ সলুবিলিস্ । (১) ১৮৮ ।

উপযোগী ষাত্ত্ব ইত্যাদি । (১) ১৯৩—১৯৭

চিকিৎসা । (১) ৪১, ৯৮, ৯৯, ১০২, ১০৮, ১৩৬, ১৫৮, ১৬২—১৬৯, ২৩৩—২৭৩, ৩০৮, ৩৮০, ৩৮১ । (২) ৫৪ ১৬, ১৪৪, ১৫৬, ২০৮, ২৬৪, ৩৭১

২৭৬, ৩১১, ৩১২, ৩১৬, ৩১৭, ৪৩৮ ।

(৪) ২৯, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৪৩, ৪৮, ২৮০,

৩৭৫, ৩৯৭, ৪১৪, ৪৪২, ৪৬৪ । (৫)

২৯, ১৯৫, ২৬৬, ৩১৮, ৩৪৭, ৩৫৫,

৩৫৬, ৩৮৮, ৩৮৯, ৪০৯, ৪৫০, ৪৬৬,

৫০০, ৫০৩, ৫৪১, ৫৪২ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ২৩০—২৩৩ । (২)

১৮৮, ১৯১ । (৩) ১৪৯ । (৪) ১৮২ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (১) ১৯৮—২৩০ ।

মার্কানির প্রতিষেধক । (১) ২২২—২৩০ ।

রোগকারণ । (১) ১৯৭ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি—(১) ১৮৮ ১৯০ ।

সাধারণ ক্রিয়া—(১) ১৯৭, ১৯৮ ।

মার্টাস্ কন্‌নিন্‌স্ ।

যক্ষাকাস । (৫) ৩১৬ ।

মিউরিয়োটিকাম্ এসিডাম্ ।

(৪) ১৭২ ।

উপযোগী ষাত্ত্ব ইত্যাদি । (৪) ১৭২—১৭৪ ।

চিকিৎসা । (১) ২৪২, ৩৩৮ । (৪) ৩৫, ৬১,

১৬৭, ১৬৮, ১৮২—১৮৬, ৩১৩, ৩৫৩,

৩৯৮, ৪৬৩ । (৫) ১৯৯ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৩) ৩৯৬ । (৪) ১৮০—

১৮২ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৪) ১৭৪—১৮০ ।

রোগকারণ । (৪) ১৭৪ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৪) ১৭২ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৪) ১৭৪ ।

মিডরেক্স্ পার্‌পু'রিয়া । (৫) ২৯৫ ।

চিকিৎসা । (২) ৩০৫ । (৫) ২০৭, ২৯৬—

২৯৮, ৪৯৯, ৫৩৬ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৯৫ ।

মিশ্‌চলা ।

জরায়ু-রক্তশ্রাব । (৫) ৩৬৬ ।

মিনিয়ান্থিস্ (Menyanthes tri.)

চিকিৎসা । (২) ১৯৩, ৩১৮ । (৩) ১০২ ।

(৪) ৬৭, ১১২ ।

মেলিফোলিয়াম । ৫ ১০০ । ১০৯ ।

চিকিৎসা । (১) ৪০ । (২) ২১৩ । (৩)

৯৭ । (৪) ১৮৫ । (৫) ১১০ ।

লক্ষণ । (৫) ১০৯, ১১০ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১০৯ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১০৯ ।

মেজিরিয়াম্ ।

চিকিৎসা । (১) ২২৮ । (২) ৩১৫ । (৪) ৪৯,

১৬৮ । (৫) ২২১ ।

মেডুসা । (৫) ২৯৯ । ৩০১ ।

চিকিৎসা । (৫) ৩০১ ।

মেডোরাইনাম । (৫) ৩১৯ । ৩২৯ ।

চিকিৎসা । (৫) ৩৩৫—৩৩৭ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৩) ২৭ ।

লক্ষণ । (৫) ৩৩১—৩৩৫ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩২৯, ৩৩০ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩৩০, ৩৩১ ।

নেকিটিস্ । (৫) ২৭৮ । ২৮৩ ।

চিকিৎসা । (৩) ২১৮ । (৫) ২৮৪, ২৮৫, ৩০১ ।

লক্ষণ । (৫) ২৮৩, ২৮৪ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২৮৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৮৩ ।

মেলিলোটাস্ । (৫) ২৩৮ । ২৪২ ।

চিকিৎসা । (৫) ২৪৪ ।

লক্ষণ । (৫) ২৪৩, ২৪৪ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২৪৩, ২৪৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৪৩ ।

ম্যাগ্নিসিয়া কার্বনিকা । (৫)

৩৪২ ।

চিকিৎসা । (১) ১৮৫ । (৩) ১৯৪, ১৯৫ ।

(৫) ৯৬, ১৮৬, ৩৪৪—৩৪৭, ৪৩৮, ৪৭৭ ।

লক্ষণ । (৫) ৩৪২—৩৪৪ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩৪২ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩৪২ ।

ম্যাগ্নিসিয়া ফসফরিকা । (৫) ৩৪২ ।

৩৪৭ ।

চিকিৎসা । (২) ২৫৪ । (৩) ১৯৪ । (৫)

৩৪৯—৩৫২, ৫১৯ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩৪৭, ৩৪৮ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩৪৮, ৩৪৯ ।

ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়েটিকা । (৫)

৩৫২ । ৩৫৩ ।

চিকিৎসা । (২) ২৬১ । (৪) ১১৯ । (৫)

২২০, ৩৫৪, ৩৫৬, ৩৮৪, ৪০৯ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৪) ১১০ ।

লক্ষণ । (৫) ৩৫৩, ৩৫৪ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩৫৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩৫৩ ।

ম্যাঙ্গানাম্ ।

চিকিৎসা । (৪) ১৭১, ৪৪৩ । (৫) ২৬ ।

যাকা ফিলামেন্টোসা ।

চিকিৎসা । (১) ১৪৭ । (৫) ৩৮৮ ।

রডডেগুন । (৫) ৪১৩ ।

চিকিৎসা । (২) ১৪৮ । (৩) ৭০, ৭১ ।

(৪) ৩৩৬, ৩৪৬ । (৫) ৪১৫, ৪১৯, ৪২০ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ২৪৭ । (৫) ৪১৪ ।

লক্ষণ । (৫) ৪১৩, ৪১৪ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৪১৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪১৩ ।

রাকেনাস্ ।

উদরাধান । (৩) ২৪৯, ৩৭৭ ।

রাস্টক্সিকোডেগুন ।

(৪) ৩১৫ ।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৪) ৩১৮, ৩১৯ ।

চিকিৎসা । (১) ২৫, ২৯, ৩০, ৩৬, ৪৬,

৯০, ৯৯, ১০০, ১১৫, ১১৭, ১১৯, ১২০,

১৩৩—১৩৬, ১৪৪, ২৪২, ২৬৪, ২৬৬,

২৬৮ । (২) ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭২, ৮৯,

১৯৯, ৩৪৪, ৩৭৬ । (৩) ৩৩, ৩৫, ৪২,

১৩০, ১৩৪, ১৩৭, ১৯১, ২৫৫, ২৭৭,
২৯১, ৩৩৮, ৩৪৪, ৩৪৫, ৪৫৩, ৪৫৯।
(৪) ৪০, ৪৮, ৫০, ৬১, ৬৪, ১৮৪,
১৮৫, ২০৭, ২৫৭, ৩০১, ৩১৩, ৩১৪,
৩৩২—৩৫৭, ৩৯৪, ৪৪২। (৫) --,
২১, ৩১, ১১৬, ১৫৭, ২৪৮, ৩৮৮,
৩৯৩, ৪১৮, ৪২০, ৪৬১, ৫২৯।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১৭, ১৯, ২০, ২১,
২৩১, ৩৭৩। (২) ১৯০, ২৪৭, ৩৬৬।
(৩) ২৪, ১৩৬, ১৫০, ৪৫১। (৪) ২০,
৩৩১, ৩৩২। (৫) ৪১৪।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (১) ১০৭।
(৪) ৩০—৩০।
রোগকারণ। (৪) ৩১৯।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ৩১৫—৩১৭।
সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ৩১৯—৩২০।

রাস্ ভেনিক্যান্স্।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ৩২

রাস্ রেভিক্যান্স্।

চিকিৎসা। (১) ১৪১, ১৪২। (৪) ৩৩৯,
৩৪৮। (৫) ১৯।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৫) ৩২০।

রিয়াম। (৫) ৪৩৭।

চিকিৎসা। (৩) ২৮৪। (৫) ৩৪৫, ৪৩৮।

লক্ষণ। (৫) ৪৩৭, ৪৩৮।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৩৭।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৩৭।

রিসিনাস্ কমুনিস্। (৫) ৫৬১।

চিকিৎসা। (৫) ৫৬৩, ৫৬৪।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৫৬২, ৫৬৩।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫৬১।

সাধারণ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৫) ৫৬১, ৫৬২।

রুটা গ্রাভিয়লেন্স্। (৫) ৪০৫।

চিকিৎসা। (২) ২৫৭, ৪০৭। (৫) ৩৩৫,
৩৩৬, ৪১৫। (৫) ৪০৭।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ১০৪।

লক্ষণ। (৫) ৪০৫—৪০৭

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪০৫।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪০৫।

রুমেক্স্ কু। (৫) ৪৩৭, ৪৩৮।

চিকিৎসা। (১) ১১০, ১১২, ১৪১, ১৪২

(৩) ৪১, ১৭৭। (৪) ১১৫, ১১৬,

২৫৮। (৫) ২৮৫, ৪৩৯, ৪৪০।

লক্ষণ। (৫) ৪৩৯।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৩৮।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৩৮।

রেটানিয়া।

চিকিৎসা। (২) ২৬১। (৪) ১৬৯, ২১
৪১৭। (৫) ১৯৯, ৩৪৬।

রেড সালফুরেট অব মার্কারি।

চিকিৎসা। (১) ২৫১। (৪) ৩৯৮।

রেগাক্সলাস্ বাব্রাস্।

(৫) ১। ১৭।

চিকিৎসা। (১) ১৪১। (২) ১৯৩। (৩)

১২৭, ৩৭১। (৫) ১২, ১৮—২১।

লক্ষণ। (৫) ১৭, ১৮

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৭।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৭, ৩৫৮

রেগাক্সলাস্ স্কিলিরেটাস্।

(৫) ১। ৩০।

চিকিৎসা। (২) ১৯৩। (৫) ৩১, ৩২।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩০, ৩১।

লরসিরেসাম্ ।

(হাইড্রোসারানিক এসিড । ,

চিকিৎসা । (১) ৭৮, ৭৯, ৮০ । (২) ১৪৭, ১৪৮ । (৩) ১৭১, ৩৭২ । (৪) ৬১, ১৮৬, ২০৬ । (৫) ৬৬, ৮৮, ২৭০, ২৭১, ১১০, ৪৪৪ ।

লাইকপাস ভার্জিনিকাস ।

চিকিৎসা । (৫) ২০১ ।

লাইকপোডিয়াম । (৩) ২২১ ।

উপযোগী ষাতু ইত্যাদি । (৩) ২২৪—২২৬ ।

চিকিৎসা । (১) ৯৯, ১০০, ১৭৮, ১৮৩, ১৭৯ । (২) ৫৬, ১৪৪, ১৫৮, ১৬০, ২০৩, ২০৮, ২২১, ২৫৮, ৩০৬, ৩১৫ । (৩) ৩৭, ৩৯, ৪৫, ৯৫, ২৪০—

২০৩, ৪৫৫ । (৪) ৩৬, ৩৯, ৫৬, ৬১, ১১৬, ১৬৭, ১৭০, ২৩৬, ৩৪২, ৩৪৮, ৩৯৬, ৪১৬, ৪৬৩, ৪৪৪ । (৫) ১১, ২৯, ৪১, ১০৪, ১৭৭, ১৮৬, ২৮৭, ৩১৬, ৩৮১, ৪৬৯, ৪৮৩, ৫৫৪ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ৩৬৯, ৩৭১, ৩৭৩ । (২) ১৩৯, ২৪৮, ৪০৪ । (৩) ২৭, ৬৪, ১৬৮, ২৩৬—২৪০, ৩৯৭ । (৪) ২০, ৪৩৭ । (৫) ৯৩ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৩) ২২৭—২৩৬ ।

রোগকারণ । (৩) ২২৬ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৩) ২২১—২২৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৩) ২২৬, ২২৭ ।

লাইনেরিয়া ।

পয়মেহ বা গণরিয়া । (৩) ৩১৫ ।

লাইসিন ।

(৫) ৩৪১ ।

চিকিৎসা । (৫) ৩৪১ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৪) ৩৭০ ।

লিডাম । (৫) ৪১৩ । ৪২০ ।

চিকিৎসা । (১) ৪০, ১৪৪ । (৩) ৭০, ১২৮, ১৩৪, ১৯৬, ৩৪৫ । (৪) ১২০, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৪৮ । (৫) ১০২, ২৮৪, ৪১৯, ৪২০, ৪২২—৪২৪ ।

লক্ষণ । (৫) ৪২০—৪২২ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৪২০ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪২০ ।

লিথিয়াম্ কার্বনিকাম্ ।

চিকিৎসা । (৪) ৪৬৩ । (৫) ৪১৯ ।

লিলিয়াম্ টাইগ্রিনাম্

(১) ১৯২ । ২০২ ।

চিকিৎসা । (২) ২৬৪, ৩০২, ৩১২, ৩১৩ ।

(৩) ২১৬ । (৫) ৯৬, ১৫৯, ১৯২, ২০৫—২০৮, ২৯৭, ২৯৮ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ৩৯২ । (২) ১৮৪ ।

লক্ষণ । (৫) ২০৩—২০৫ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২০২, ২০৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২০৩ ।

লেপ্টাণ্ডা । (৫) ২৪৫ । ২৫২ ।

চিকিৎসা । (১) ২৬১ । (৫) ২৫৩, ২৫৪ ।

লক্ষণ । (৫) ২৫৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৫২, ২৫৩ ।

লবেলিয়া ইন্ফ্রেটা ।

(৫) ৪৯৩ ।

চিকিৎসা । (২) ৩৮৯ । (৫) ৪৯৪ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ৩৮৭ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৪) ৩৮২ । (৫)

৪৯৩, ৪৯৪ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৪৯৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩৮৮, ৪৯৩ ।

লবেলিয়া সিফিলিটিকা

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ৩৬৮ ।

ল্যাক্ কেনিনাম্ ।

(৫) ২৭৮ । ২৮৫ ।

চিকিৎসা । (১) ১৭৮ । (২) ২১৭ । (৩) ৩০৯ । (৪) ২৯, ৩৯, ৩০৬, ৩০৭ ।
(৫) ২৮৬—২৮৮ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ৩৯১ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২৮৫ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৮৫, ২৮৬ ।

ল্যাক্ ডিক্লোরেটাম্ ।

(৫) ২৭৮ । ২৮৮ ।

চিকিৎসা । (১) ২১৭ । (৫) ২৮৮, ২৯০—
২৯১, ৩৪০ ।

লক্ষণ । (৫) ২৮৯, ২৯০ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৮৮, ২৮৯ ।

ল্যাকেসিস্ । (৪) ১ ।

উপযোগী ষাতু ইত্যাদি । (৪) ৩—৫ ।

চিকিৎসা । (১) ৯০, ৯৯, ১০২, ১০৭, ১১০, ১১৩, ১১৫, ১১৬, ১৩৯, ১৭৮, ২৯৬, ২৯৯, ৩৩৮ । (২) ৫৬, ৫৭, ৭৮, ৮১, ৮৯, ৯১, ২১৮, ২৬০ । (৩) ৪০, ৪২, ১০৩, ১৩০, ১৩৬, ১৩৭, ১৭৩, ২৪৪, ২৪৭, ২৫৫, ৩৪২, ৩৭০, ৩৮০, ৪০১ । (৪) ৩১—৬৪, ৮৩, ১০৩, ১৪২, ৩০৬, ৩০৯, ৩১৩, ৩১৪, ৩৪৩, ৩৪৫, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৭৪, ৩৭৬, ৩৯২ ।
(৫) ৪০, ৬৬, ৭৮, ১৪৩, ২৭৪, ২৭৬, ২৭৭, ২৮৬, ৩২৫, ৩১৭, ৪৭৬, ৪৭৮ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ৩৯৩, ৩৩৩ । (২) ১৩৯, ২৮৯, ২৯০ । (৩) ৯১, ৪৩৪ ।

(৪) ১৮—২১, ১৮১, ১৯৯ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (১) ২২৮ । (৪) ৬-১৮ ।

রোগকারণ । (৪) ৬ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৪) ১—৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৪) ৬ ।

ল্যাক্টিকা ভিরোসা ।

(৫) ১০০ । ১০৮ ।

চিকিৎসা । (৪) ৩৭৬ । (৫) ১০৮ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১০৮ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১০৮ ।

ষ্টিক্টা পালমনেরিয়া ।

চিকিৎসা । (১) ২৫৬, ৩৪৫, ৩৭০ ।

(৩) ১৭৬, ৪৫৫ । (৪) ২৫৮ । (৫) ১৭৫, ২৮৫ ।

ষ্টিগ্‌মেটা মেডিস্ । (৫) ৪৫৬ ।

সাধারণ ক্রিয়া ও চিকিৎসা । (৫) ৪৫৬, ৪৫৭ ।

ষ্টিলিজিয়া । (৫) ৪২৫ । ৪৩০ ।

চিকিৎসা । (৫) ২৯, ১১১ । (১) ২২৯ ।

লক্ষণ । (৫) ৪৩১, ৪৩২ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৪৩০ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪৩০, ৪৩১ ।

ষ্ট্রেনাম ।

চিকিৎসা । (১) ৩৭২, ৪০৬ । (৩) ৩৮, ১৯১, ২১৬ । (৫) ২৯৪, ৫২৩ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৩) ১৮৯ । (৪) ২২৯ ।

ষ্ট্যান্ডিসেগ্রিয়া । (৫) ১ । ২১ ।

চিকিৎসা । (১) ৩৪ । (২) ১৪৮, ১৬২, ২১০ । (৩) ৪৫, ১৩৪, ১৯৫, ২১৫, ২৩৯ । (৪) ৩৫, ২৮০, ৩৩৬ । (৫) ২৬—৩০, ৭১৫, ৪২৪, ৫০০, ৫২৪ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ১৩০, ৩৫৭, ৩৯৪ ।

(৩) ১৩০ । (৫) ২৬ ।

লক্ষণ । (৫) ২২—২৬ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২২ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২২ ।

ট্রান্সমিটান্স কার্বনিকাম্ ।

চিকিৎসা। (২) ৩৪৪। (৪) ৫৭, ১১২।
(৫) ৩০, ২২১, ৩২৪।

ট্রফায়াস্ ।

চিকিৎসা। (৪) ২০৪। (৫) ২০২।

ট্রিকনিয়া ।

চিকিৎসা। (৩) ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৬২।
(৫) ২৩৪, ২৭০, ৪২৭, ৫৫০।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ১০২।

ট্রিকনিয়া কন্সক্রিকাম্ ।

চিকিৎসা। (৫) ১৩৩, ৩১১।

ট্রামনিয়াস্ । (১) ২৭৪।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (১) ২৭৭—২৮১।
চিকিৎসা। (১) ৭৩, ৭৪, ৭৮—৮২, ২৯৪—
৩০৯, ৩৩৩—৩৩৬, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩১—
৩৩৩, ৩৩৫, ৩৩৯—৩৪৪, ৩৪৭—৩৫০,
৩৫৩, ৩৯১, ৩৯৫। (২) ৫০, ৩৩২।
(৩) ২১১, ২৪১, ২৫৩, ৩৭৮, ৩৮০।
(৪) ২৭, ৬৩, ১৪২, ২০৭, ২৭৬।
(৫) ৩৪৯, ৩৮৮, ৩৯৩।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২৯১—২৯৪, ৩৪১,
৩৩২, ৩৩৩, ৩৯১। (২) ১৩৩। (৩)
৩৬৪। (৪) ২১।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (১) ২৮২—২৯০।
রোগকারণ। (১) ২৮১।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (১) ২৭৪—২৭৬।
সাধারণ ক্রিয়া। (১) ২৮১, ২৮২।

সাইকুটা ভিরোসা। (৫) ২১১। ২৩১।

চিকিৎসা। (১) ৩৫৮। (২) ১৪১, ৩৪৭।

৪০৬। (৩) ২১২। (৪) ৩০০। (৫)
১৬৬, ২৩৪, ২৩৫, ৩৬২, ৩৯৩।

লক্ষণ। ২৩২, ২৩৩।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৩১।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৩১, ২৩২।

সাইক্রেমেন ।

চিকিৎসা। (২) ২০১, ২১১, ১০২।
(৩) ৯৭, ১০৬।

সায়ানাইড অব্ মার্কারি ।

চিকিৎসা। (১) ২৫৮। (৪) ১৮৬। (৫)
৪৪৪।

সিলিসিয়া। (৪) ৯৩।

(সিলিকন)।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৪) ৯৫—৯৭।
চিকিৎসা। (১) ১৬১, ১৬৮, ২৪৫, ২৪৬,
২৪৮, ২৬৩, ৩০৮। (২) ১৪৪, ২৪৯,
৩৩০। (৩) ২৪, ২৫০, ২৭৬, ২৮৩,
২৮৯, ৩৪৪, ৪৩৮, ৪৫৭। (৪) ৩৩,
১১১—১২৩, ২৫৪, ২৫৫, ৩৭১, ৪১৭,
৪১৮, ৪১৯। (৫) ১৯, ৭১, ১৭৮, ১৮৮,
২৬৬, ২৯৪, ৩৪৪, ৩৪৯, ৩৫৫, ২৩০,
৪৪০, ৫০০।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৯২। (৪) ১০৮—
১১১। (৫) ৪১৪।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ৯৮—১০৮।

রোগকারণ। (৪) ৯৭।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ৯৩—৯৫।

সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ৯৭, ৯৮।

সার্সা পেরিলা। (৫) ৪৮২।

চিকিৎসা। (৩) ২৫২, ৩১৮। (৪) ৩৭৮।
(৫) ১০৪, ৪৮৩।

লক্ষণ । (৫) ৪৮২, ৪৮৩ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৪৮২ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪৮২ ।

সালফার । (৩) ১ ।

উপযোগী ষাত্ত্ব ইত্যাদি । (৩) ৩-৭ ।

চিকিৎসা । (১) ৩০, ৩১, ৮০, ৮৩, ৮৫,

৯৮, ১১৫, ১১৭, ১১৮, ১৩৭, ১৩৯,

১৫৮, ১৬১, ১৭৩—১৭৬, ২৪৬, ৩০৮ ।

(২) ৫০, ৮৪, ৯০, ১৪২, ১৪৬, ১৫৬—

১৫৯, ১৯২, ২০৭, ২১৫, ২১৬, ২৪৯,

৩০০, ৩০৯, ৩৬৪ । (৩) ২৮—৫২,

১০৫, ১৭০, ২০৩, ২৪১, ২৪৭, ২৪৯,

৩৭২—২৭৫, ২৭৭, ২৭৯, ২৮২, ২৮৩,

২৮৮, ২৮৯, ৩১০, ৩১৮, ৩২৬, ৩৩৬,

৩৪৪, ৩৬৫, ৪০০; ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৪০,

৪৪১ । (৪) ৩১, ৬৩, ৭৯, ১২১, ১২৩,

১৭০, ২১৪, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৯, ২৫৪,

৩০৩, ৩০৪, ৩১৪, ৩১৪, ৩১৬, ৩৫০,

৩৭৩, ৩৯৭, ৪১৪, ৪১৯ । (৫) ৭, ৭৮,

১৭৭, ১৮৮, ১৯৮, ২০৬, ৩১৬, ৩২৮,

৩৮১, ৪৪৪, ৪৬৫, ৪৭৫, ৫০২, ৫৪৫ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ৩৯৩ । (২) ৪৭, ১৩৮,

২৮৯, ২৯৪ । (৩) ২৪—২৭, ১৪৯,

১৫০, ২৭১, ৩৬৫, ৪৩০—৪৩৪ । (৪)

১১১, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৬, ৪১২ ।

(৫) ৩৬৯ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (১) ১৫৮ । (৩) ৯—

২৪, ৪৩৬ ।

রোগকারণ । (৩) ৭, ৮ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৩) ১—৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৩) ৮, ৯ ।

সালফুরিক এসিড । (৫) ৫৪৫ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ২৮৯ ।

লক্ষণ ও চিকিৎসা । (২) ৩৩৫ । (৩) ১৩৫,

৩৪৪, ৩৭১, ৪০৩ । (৪) ৩৬, ৫৯, ১৮৬,

৩৩৩, ৩৪৫ । (৫) ৮৯, ৩২২, ৩৩৯,

৫৪৫, ৫৬৬ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৫৪৫ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৫৪৫ ।

সিকেলি কল্লুয়েটাম্ ।

(৫) ৩৫৭ ; ৩৬৮ ।

চিকিৎসা । (২) ৬৩, ৬৪, ৯১ । (৩) ৯৭,

২১৮, ২১৯ । (৪) ৫৫, ১৪৫, ২৩৬ ।

(৫) ৫৯, ৭৯, ২৭১, ৩৩৭, ৩৬৫, ৩৬৮,

৩৭৩—৩৭৬, ৪৩০, ৪৮৯, ৫৪৩ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ৪৭ । (৫) ৩৭২ ।

লক্ষণ । (৫) ৩৭০ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । ৩৬৮, ৩৬৯ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩৬৯, ৩৭০ ।

সিকনা । (৩) ৭৩ ।

(চায়না ।)

উপযোগী ষাত্ত্ব ইত্যাদি । (৩) ৭৩—৭৭ ।

চিকিৎসা । (১) ৪৮, ৭০, ১০০, ২০৬ । (২)

৫২, ৫৮, ৬০, ৬৭, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭৩,

৭৯, ৮৮, ৯২ । (৩) ৪০, ৭৮—৮১,

৯২—১০৮, ২০৩, ২০৪, ২৩৬, ২৩৭,

২৭৫, ৩১৯, ৪০৩, ৪১১, ৪৩৫,

১ । (৪) ২৩, ৪১, ৪৩, ৫৫,

১৮৫, ১৯১, ২০২, ২০৫, ২৩৪, ২৯৭,

৩৩৩, ৩৫০, ৩৯১, ৪১৬, ৪৩৭ ।

(৫) ১৫২, ১৮৫, ৩৮৮, ৪৫৫, ৫১৫ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ১৬০ । (২) ১৩৩,

১৩৪, ২৪৫ । (৩) ৮৯—৯১, ১২৫,

৩৯৭ । (৪) ২৯৭, ৪৩৭ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৩) ৭৮—৮৯ ।

রোগকারণ । (৩) ৭৭ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ৭৩—৭৫।

সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ৭৭, ৭৮।

সিড্রন। (৫) ৫৫৮।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৭০, ৩৭১। (৫) ৫৫৮।

সাধারণ ক্রিয়া ও চিকিৎসা। (২) ৫২

(৩) ৯৩, ১৯৩। (৫) ৫১০, ৫৪৭, ৫৫৮।

সিনা—স্ট্রাটোনাইন।

(২) ৩৯৪।

উপযোগী ষাতু ইত্যাদি। ৩৯৬।

চিকিৎসা। (১) ১৪৭, ১৪৮। (২) ১৫৪,

২৫৭, ২৫৮, ৩৪৮, ৩৮৯, ৪০৪, ৪১০।

(৪) ৩৯১।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ১৩১, ৩৬৪, ৪০২,

৪০৪।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (২) ৩৯৭—৪০২।

রোগ কারণ। (২) ৩৯৬।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। ৩৯৪, ৩৯৫।

সাধারণ ক্রিয়া। (২) ৩৯৬, ৩৯৭।

সিনাবেরিস।

চিকিৎসা। (১) ২৫৩, ২৭৩।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ২৬৬।

সিনামমাম। (৫) ৪৪১, ৪৪৫।

চিকিৎসা। (৩) ১০৬। (৫) ২৬০, ৪৪৫।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৪৫।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৪৫।

সিনিসিয় অরিয়াম্।

(৫) ১০০, ১১০।

চিকিৎসা। (২) ২১৩। (৫) ১১১, ১১২।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ১১১।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১১০।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১১০।

সিপিয়া। (২) ২৬৮।

উপযোগী ষাতু আদি। (২) ২৭০, ২৭৪।

চিকিৎসা। (১) ৩৯৮, ৩৯৯। (২) ১৪২,

১৬৩, ১৯৫, ১৯৭, ২০৯, ২৫৮, ২৬১,

২৬৪, ২৯৬—৩১৫। (৩) ৪৬, ৫২,

২৫১, ২৫২, ২৫৭, ৩৪২, ৩৭০, ৩৯৯,

৪৪০। (৪) ২৭, ৮৩, ১৬৪, ২৪৯, ৩১৪,

৩৩৯, ৩৯৫, ৪৬২। (৫) ৬, ৩৫, ৭৮,

১৩৩, ১৪৬, ১৪৭, ১৫৯, ১৯৯, ২০৬,

২০৭, ২০৮, ২২৮, ২৬০, ২৯৭, ২৯৮,

৩১০, ৩৪৭, ৪০৪, ৪৩৬, ৫০২, ৫২৪,

৫২৫, ৫৩০, ৫৩৬।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৮৮—২৯৬। (৩)

২৭, ৯০। (৪) ১৯, ১৬৪, ২২৯।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (২) ২৭৫—২৮৮।

রোগ কারণ। ২৭৪।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (২) ২৬৮—২৭০।

সাধারণ ক্রিয়া। (২) ২৭৪, ২৭৫।

সিকিলিনাম্। (৫) ৩১৯, ৩৩৭

প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৩৩৯।

রোগ ইত্যাদি। (৫) ৩৩৯—৩৪১।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৩৭, ৩৩৮।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৩৮, ৩৩৯।

সিমেক্স ল্যাটুলেরিয়াস্।

(৫) ৩০৩। ৩০৫।

চিকিৎসা। (৫) ৩০৫, ৩০৬।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৩০৫।

সিন্ফাইটাম্।

চিকিৎসা। (৩) ১৩৫। (৫) ১৮৮।

সিয়ানথাস্ আমেরিকানাস।

মৌহারোগ। (৩) ১০৫।

সিলিনিয়াম্ ।

চিকিৎসা । (৩) ৩০, ৪০, ৪৫, ৩৪১ ।

(৪) ৪৪৩ । (৫) ৪৬৯, ৪৮৯, ৫৩৭ ।

সিলেপিস্ নাইট্রো ।

কুমিরোগ । (২) ৪১০ ।

সুইট স্পিরিট অব্ নাইটার ।

টাইফয়েড ফিবার । (৪) ২০৭ ।

সেনেগা ।

চিকিৎসা । (১) ১৪১, ১৪২ । (২) ৩৪৪ ।

(৩) ৪০০, ৪০১, ৪৫৫ । (৫) ১৯, ৩৯৪ ।

সোরিনাম । (৩) ৪১৫ ।

উপযোগী ষাতু ইত্যাদি । (৩) ৪১৫—৪১৮ ।

চিকিৎসা । (৩) ৩০, ৩৪, ২০৩, ২০৪, ২৭৫,

৩৭৮, ৪৩৫—৪৫১ । (৪) ২০৬, ৩৭১ ।

(৫) ১৯, ১০৪, ৩৩১ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ১৬১, ২৩২ । (৩) ২৫,

২৬, ৪৩০—৪৩৫ । (৪) ১১১ ।

(৫) ৩৩৯ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ (১) ১৫৯ । (৩) ২০৩,

২০৪, ৪২১—৪৩০ ।

রোগকারণ । (৩) ৪১৮, ৪১৯ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৩) ৪১৫ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৩) ৪১৯ ।

সোলেনাম কেরো ।

মৃগীরোগ বা এপিলেপ্সি । (৫) ৪১৫ ।

সুইলা, সিল্য ম্যারিটীমা ।

(৫) ১৯২, ২০৯ ।

চিকিৎসা । (৩) ১৭১, ৪০১ । (৪) ২০৪ ।

(৫) ২১০ ।

লক্ষণ । (৫) ২০৯, ২১০ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২০৯ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২০৯ ।

স্পঞ্জিয়া । (৫) ৫৯৯ ।

চিকিৎসা । (১) ৪০, ১৭১ । (২) ২১০ ।

(৫) ৬৬, ৬৭ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৫) ৬৩ ।

লক্ষণ । (৫) ৬০—৬৩ ।

(৫) ৫৯, ৬০ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৬০ ।

স্পাইঞ্জিলিয়া । (৫) ৩৯৭ ।

চিকিৎসা । (১) ৯৬ । (২) ১৯৩, ২০২,

৪১০ । (৩) ৬৫, ১৯০ । (৪) ২৭৫, ৩৩৩ ।

(৫) ৫৭, ৫৯, ৬৬, ৪০০—৪০২ ।

লক্ষণ । (৫) ৩৯৮, ৩৯৯ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩৯৭ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩৯৭, ৩৯৮ ।

স্পার্টিন মাল্ফেট ।

কুমিরোগ । (৫) ২০২ ।

স্ট্রাকেরাম অক্সিসিথ্যালিস্ ।

চক্ষুরোগ । (৩) ২৭৭ ।

স্ট্রাইনেরিয়া । (৫) ৪৭২ ।

চিকিৎসা । (১) ৭০, ৭১, ১৪১ । (২) ২৯৮,

৩৩৬ । (৩) ৩৭, ৯৪, ১৭৫, ২৯০, ৩৩৯,

৪৫৪ । (৫) ১৬৭, ২৮৭, ৩৪৯, ৪০০,

৪৭৪—৪৭৮, ৪৮৫ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৪) ১৯ ।

লক্ষণ । (৫) ৪৭২—৪৭৪ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৪৭২ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪৭২ ।

স্ট্রাইনেরিয়া নাইট্রেট্ ।

চিকিৎসা । (৪) ১৬৯ । (৫) ৩৫০ ।

শ্রানিকুলা ।

চিকিৎসা । (৪) ১১১ । (৫) ১০৪ ।

শ্রাবাইনা । (৫) ২৫৭ । ২৫৮ ।

চিকিৎসা । (৩) ৯৭ । (৫) ৯৬, ২৫৯—
২৬১, ৩৬৫, ৩৪৩ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৫) ২৫৭ ।

লক্ষণ । (৫) ২৫৮, ২৫৯ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২৫৭ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৫৭ ।

শ্রাবাডিলা । (৫) ১৫৫ । ১৬০ ।

চিকিৎসা । (২) ৪১০ । (৫) ১৬২, ১৬৩,
৪০২ ।

লক্ষণ । (৫) ১৫৫ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৫) ১৫৬ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১৫৫ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১৫৫ ।

শ্রাবুকাস্ । (৫) ৪৩৩ ।

চিকিৎসা । (১) ৪০ । (২) ৩৭০ । (৪)
৩০২ । (৫) ৪৬, ৬৪, ৪৩৪ ।

লক্ষণ । (৫) ৪৩৩ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৪৩৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪৩৩ ।

শ্রালিসিলিক এসিড ।

চিকিৎসা । (৩) ৩৩৯ । (৪) ৩৬ ।

হাইড্রকোটাইল ।

(৫) ২১১ । ২৩৫ ।

লক্ষণ । (৫) ২৩৬ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২৩৫ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৩৫ ।

হাইড্রকবিনাম ।

(৫) ৩১৯ । ৩৪১ ।

হাইড্রাজিয়া ।

পুষ্মেহ । (৩) ৩১৮ ।

হাইড্রাস্টিস্ ক্যানাডেন্সিস্ ।

(৫) ১ । ৩২ ।

চিকিৎসা । (২) ১৫৯, ১৯৮, ২০২, ৩০৫ ।

(৩) ২৪, ৪০, ৪৬, ৯৬—গ । (৪) ২৮০ ।

(৫) ৩৫, ৩৬, ১০৭, ৪৬১ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৪) ৩৬৯ ।

লক্ষণ । (৫) ৩৩—৩৫ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩২ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩২, ৩৩ ।

হাইপেরিকাম্ ।

চিকিৎসা । (৩) ১৩৫ । (৪) ৩৩৬ । (৫)
১৬৬, ৩৫০, ৪২৪ ।

হায়সায়ামাস্ । (১) ৩১০ ।

উপযোগী ধাতু আদি । (১) ৩১৩—৩১৫ ।

চিকিৎসা । (২) ৪৬, ৭৪, ৭৬—৮০, ৮২,

৯০, ১১৫, ১১৭, ১৩৪, ১৭৯, ২৯৭,

২৯৯, ৩০০, ৩৩৪—৩৩৫ । (২) ৩৩৮,

৩৩৯ । (৩) ১৩৭, ৩১৬, ৩৮০, । (৪)

২৭, ৫৯, ১৪২, ২৪৫, ৩৫২ । (৫) ১৫১,

১৭৫, ৩০৭, ৩৯৩, ৫২৩, ৫৪১ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ২৯১, ৩৩১—৩৩৪ ।

(৩) ৩৬৪ । (৪) ২১ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (১) ৩১৫—৩৩১ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (১) ৩১০—৩১৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (১) ৩১৫ ।

হিপমেন্স। (৫) ২৭৮। ২৮০।

চিকিৎসা। (৫) ২৮০।

লক্ষণ। (৫) ২৮০।

হিপার সাল্ফার।

ঔষধোগী ধাতু ইত্যাদি। (১) ১৫৩—১৫৬।

চিকিৎসা। (১) ২৩, ৪০, ৯৩, ৯৪, ৯৮,

৯৯, ১০৮, ১৬১—১৮৭, ২২৩, —২২৫,

২৪৪, ২৪৫, ২৪৮, ২৫৭, ৩০৮। (২)

২৬০, ৩৪৫। (৩) ১৭১, ২৭৬, ৩৩৬,

৪৩৮। (৪) ২৮, ৩৬, ৩৭, ৪১, ৫৬,

১১৭, ১২২, ১২৩, ১৬৮, ৩০৪, ৩৭৩,

৩৭৫, ৪১৪। (৫) ৪৭, ৫৬, ৬৬, ৮০,

১৭৭, ২৬৬, ৪৩৮, ৪৯৯।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২০, ১৬০, ১৬১,

৩৯২। (৩) ৩৩৪, ৪৩৪। (৪) ১১০,

৪৬১।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (১) ১৫৭—১৬০।

(৩) ২৪।

রোগকারণ। (১) ১৫৬।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (১) ১৫৬, ১৫৭।

সাধারণ ক্রিয়া। (১) ১৫৬, ১৫৭।

হেমমেলিস। (৫) ৪৬৩।

চিকিৎসা। (২) ২১০, ২১৩, ২১৫, ২১৬।

(৩) ৪২, ৯৭, ১২৮, ১২৯। (৪) ৬২,

১৮৫, ২৭৮, ২৭৯। (৫) ১১, ৬৭, ১০৭,

৩৪৭, ৩৬৫, ৩৮৮, ৪৬৪—৪৬৬, ৫৪৩।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৪৬৪।

লক্ষণ। (৫) ৪৬৩, ৪৬৪।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৬৩।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৬৩।

হেলিবোরাস। (৫) ১। ৩৬।

চিকিৎসা। (১) ১৩৭। (৪) ৩৬, ৫২, ২৯৯।

(৫) ৩৮—৪১, ৩২৮।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৪৭।

লক্ষণ। (৫) ৩৭, ৩৮।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৭।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৭।

হেলোনিয়াস। (৫) ১৫৫।

চিকিৎসা। (৫) ১৫৭—১৬০, ২৯১।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ১৫৬।

লক্ষণ। (৫) ১৫৫, ১৫৬।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৫৫।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৫৫।

চিকিৎসা-নিৰ্ঘণ্ট

১। অস্থি এবং অস্থি-সংস্ফট রোগ।

১। অস্থি-অৰ্কুদ বা এক্জষ্টসিস্ অব দি বোন্‌স্‌।

অরাম (৪) ৪৬৮।

অরাম মিউ। (৪) ৪৬৮।

কেলি আয়ডি। (৫) ১০৭।

ক্যাক্‌ ফ্লুয়রিকা। (৫) ৭১।

ষ্টিলিঞ্জিয়া। (৫) ৪৩২।

সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।

ফস্‌ফরিক এসিড। (৪) ১২০, ২০৫, ২০৬।

ফ্লুয়রিক এসিড। (৫) ৭১।

মাকু'রিয়াস্‌। (৫) ২৯।

লাইকপোডিয়াম। (৫) ৩১৬।

ষ্টিলিঞ্জিয়া। (৫) ২৯, ২২১, ৪৩২।

ষ্টাফিসেগ্রিয়া। (৫) ২৯।

ট্রুন্‌সিয়ানা কার্ব। (৫) ৩০, ২২১।

ট্রামনিয়াম। (১) ৩০৭।

সাইলিসিয়া। (৪) ১১৯, ১২০, ২৫৪, ২৫৫।

(৫) ৭১।

সার্সাপেরিলা। (৫) ৪৮৩।

সাল্‌ফার। (৪) ২৫৫। (৫) ১৮৮, ৩১৬।

সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।

সিঙ্কাইটাম। (৫) ১৮৮।

২। অস্থি ও অস্থিবেষ্ট ঝিল্লিসংস্ফট

নানাবিধ রোগ।—বাল্যস্থিবিকার বা
রেকাইটিস্‌ ইত্যাদি, অস্থিবেষ্ট প্রদাহ বা পেরি-
অষ্টাইটিস্‌, অস্থিফুত বা কেরিজ এবং অস্থি-
ধ্বংস বা মিক্রোসিস্‌ অব দি বোন্‌স্‌ প্রভৃতি।

অরাম (৪) ৪৬৫, ৪৬৮। (৫) ২৬৬।

অরাম মিউ। (৪) ৪৬৮।

এরানিয়া ডায়াডেমা। (৫) ৩১৮।

এসফিটিড। (৫) ২২১।

কেলি হাই। (৫) ২৯, ১০৭।

ক্যাপ্‌সিকাম। (৫) ২৬৫, ২৬৬।

ক্যাক্‌রিয়া কার্ব। (৩) ২৯১। (৪) ১০০।

(৫) ৩১৬।

ক্যাক্‌রিয়া ফস্‌। (৫) ১৮৮।

ক্যাক্‌রিয়া ফ্লুয়া। (৩) ২৯১। (৫) ১৮৯।

থিৰিডিয়ন। (৫) ৩১৬।

নাইট্রিক এসিড। (৫) ২৬৬।

পাইনাস সিল্‌। (৩) ২৯১।

প্যাটিনাম। (৫) ৩০।

ফস্‌ফরাস্‌। (৪) ২৫৪, ২৫৫।

২। কর্ণ এবং কর্ণ-সংস্ফট রোগ।

১। ইউষ্টেচিয়ান টিউব্‌ ও কর্ণের

সর্দি। (৫) ৫১৮।

২। কর্ণশূল, কর্ণ-প্রদাহ এবং অটরিয়া বা কানপাকা প্রভৃতি।

অরাম। (৩) ২৭৬। (৪) ৪৬৪।

আয়ডিয়াম। (৩) ২৭৬। (৪) ৪১৫।

আর্সেনিকাম্‌। (২) ৫৩, ৭৮।

ইল্যাপস্‌। (৫) ২৭৭।

একনাইট। (২) ১৯৮, ৩৬৯।

কার্ব এনি। (১) ২৪৯।

কার্ব ভেজ। (১) ২৪৮। (৪) ৪১৫।
ক্যাপ্‌সিকাম। (৪) ৪৬৪। (৫) ২৬৫, ২৬৬।
ক্যামিনা। (১) ২৪, ১৬৬। (২) ১২৮,
৩৬৯।

কেলি ফস্‌ফরিকাম। (৫) ৫১৯।
কেলি বাই-ক্রমিকাম। (৩) ২৭৬। (৪)
৩৭২, ৪৬৪

ক্যাকেরিয়া আর। (৫) ১২০।
ক্যাকেরিয়া কার্ব। (৩) ২৭৫, ২৭৬। (৪)
৪৬৪

ক্যাকেরিয়া ফস। (৩) ৪৩৮।
ক্রটেলাস্। (৫) ২৭৭।
গ্র্যাফাইটিস্। (৪) ৪১৫।
টেলুরিয়াম্। (১) ২৪।
ডাল্‌কামরা। (২) ৩৬৯। (৩) ৪৫৪।
নাইট্রিক এসিড। (৩) ২৭৬। (৪) ৪৬৪।
পালসেটোলা। (১) ১৬৬। (২) ১৭৭।
(৫) ৫১৮।

ব্র্যান্টেগো। (২) ১২৮।
ফেরান ফস্‌ফরিকাম্। (৫) ৫১৮।
বেলোডনা। (১) ২৩, ২৪, ১৬৬। (২)
১২৮।

বয়াক্‌স্। (২) ৩৬৯। (৫) ৫১৮।
ব্যারাইটা কার্বনিকা। (৪) ৪৬৪।
মাকু রিগাস্। (১) ২৪৮। (৩) ২৭৬, ৪৩৮।
(৪) ৪৬৪। (৫) ২৬৬।

ম্যাগ্নিসিয়া ফস্। (৫) ৫১৯।
ল্যাকেসিস্। (৫) ২৭৭।
সাইলিসিয়া। (১) ২৪৮। (৩) ২৭৬।
(৪) ১১৫। (৫) ২৬৬।

সাল্‌ফার। (৩) ৩৪, ৪৩৮।

সরিগাম। (৩) ৩৪।
স্ট্রুইনেরিয়া। (৩) ৪৫৪। (৫) ৪৭৮।
হাইড্রাটিস্। (২) ১২৮।
হিপার সাল্‌ফার। (১) ২৪, ১৬৬, ৪৪৮।
(৩) ২৭৬, ৪৩৮। (৪) ৪৬৪। (৫) ২৬৬।

৩। কর্ণ খইল।

কনায়াম। (৪) ২৮।

৪। কর্ণনাদ বা টিনিটাস অরিয়াম।

আণিকা। (৩) ৩৩৯।

কনায়াম। (৪) ২৮।

কটিকাম। (৩) ৩৩৯।

কার্বন বাইসাল্‌ফ্। (৩) ৩৩৯।

ক্রটেলাস্। (৪) ২৮।

ব্যারাইটা মিউ। (৫) ১৭৯।

ল্যাকেসিস্। (৪) ২৮।

সিঙ্কনা। (৩) ৩৩৯।

স্ট্রুইনেরিয়া। (৩) ৩৩৯।

স্ট্রালিসিলিক এসিড। (৩) ৩৩৯।

হিপার সাল্‌ফার। (৪) ২৮।

৫। বধিরতা, ডেফেন্স অব হিয়ারিং

এবং কর্ণরোধ।

আয়ডিন। (৩) ২৭৬। (৪) ৪১৫।

আণিকা। (৩) ৩৩৯।

ইথেসিয়া। (৪) ২৪০।

কার্বন বাই-সাল্‌ফ্। (৩) ৩৩৯।

ক্রটেলাস্। (৪) ২৮।

গ্র্যাফাইটিস্। (৪) ৪১৫।

চেনোপোডিয়াম। (৩) ৩৩৯।

ফস্‌ফরাস্। (৪) ২৪০।

স্ট্রালিসিলিক এসিড। (৩) ৩৩৯।

৩। গ্রাস্তি এবং গ্রাস্তি-সংস্কৃ

রোগ।

১। অণ্ডকোষ গ্রন্থিরোগ।

(পুং জননেন্দ্রিয়রোগ দেখ।)

২। ওভারি-গ্রন্থি-রোগ

(স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ দেখ।)

৩। কর্ণমূলগ্রহি বা প্যারটিড গ্র্যাণ্ড-

প্রদাহ, প্যারটাইটিস বা মাম্পস্

অরাম। (৪) ৪৬৫। (৫) ১৫, ২২৭।

কনায়াম। (৫) ২২৭।

কাক্কে কার্ক। (৪) ৩৪২।

ক্রিমিটস ইরেট্ট। (৫) ২২৭।

জাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।

পাল্‌সেটিল। (২) ২০৩। (৫) ১০২।

বেলাডনা। (১) ৯৬।

মাক্‌রিয়াস্। (১) ২৫৫।

রাস্টকস। (৪) ৩৪১, ৩৪২।

লাইকপোডিয়াম। (৪) ৩৪২।

লাকসিস্। (৪) ৩৪২।

সাইলিসিয়া। (৩) ২৮২, ৩৪৪। (৪) ১১৮, ১১৯, ৪১২

সাল্‌ফার। (৩) ৪৭, ৪৮, ২৮২, ৩৪৪। (৪) ৪১২।

সাল্‌ফুরিক এসিড। (৩) ৩৪৪।

৫। গলগণ্ডরোগ বা গয়টার।

আয়ডিন। (৫) ৫৭।

এপিস। (৩) ২৮২।

ক্যাক্কে কার্ক। (৩) ২৮২।

ব্রোমিন। (৫) ৪৮।

সাইলিসিয়া। (৩) ২৮২।

ম্পঞ্জিয়া। (৫) ৬৭।

৬। গ্রন্থিরোগ বা ডিজিজেন্স অব

দি ম্যাণ্ডস্।

৪। গণ্ডমালা-রোগ বা ফ্রফুলা।

আয়ডিন। (৪) ১১২। (৪) ৫৭, ৫৮।

আয়ডফরম্। (৪) ১১২।

আর্সেনিকাম আয়। (৫) ৫৮।

কষ্টিকাম। (৩) ২৮২, ৩৪৩।

কার্ক এনি। (৫) ৪৮।

ক্যাক্কে আয়ডেটাম। (৫) ৫৮।

কাক্কে কার্ক। (৩) ৪৭, ৪৮, ২৮৮।

(৪) ৪১২।

ক্যাক্কে ফস্। (৩) ২৮২।

গ্র্যাফাইটিস। (৩) ২৮২। (৪) ৪১২।

থুজ। (৪) ২৭২।

ফস্‌ফরাস। (৩) ৩০১।

ফেরাম। (৪) ৪১২।

ফেরাম আই। (৫) ৫৮, ৫১৭।

ব্যারাইটা আই। (৫) ৫৮। (৫) ১৭৭।

ব্যারাইটা কার্ক। (৩) ২৮২।

ব্রোমিন। (৪) ১১২। (৫) ৪৮।

মার্ক সল। (১) ২১৭।

ম্যাগ্নেসিয়া মিউ। (৩) ২৮২। (৪) ১১২।

এলুমিনা। (৩) ৪১৩। (৫) ৮১।

কার্ক এনি। (৩) ৪১৩। (৫) ৪৮, ৩০২, ৫১০।

কার্ক ভেজ। (৩) ৪১৩।

কনায়াম। (৫) ২২৮, ২২৯।

ক্যালি মিউ। (৫) ১৫৩।

ক্যাক্কেরিয়া। (১) ২৪৬। (৪) ৪১২।

ক্যাক্কে আই। (৫) ১২০।

ক্রিমিটস্। (৫) ২২৭।

গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১২।

জাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।

ফাইটলেকা। (৫) ৪২৭, ৪২৮।

ফেরাম। (৪) ৪১২।

ফেরাম কস। (৫) ৫১২।

ব্যাডিয়োগা। (৩) ৪১৩। (৫) ৩০২।

ব্যারাইটা আই। (৫) ১৭৭।

ব্যারাইটা কার্ক। (৫) ১৭৬, ১৭৭।

ব্যারাইটা মিউ। (৫) ১৭৭।

ব্রোমিন। (৫) ৪৮।

মার্ক ভাইভাস। (১) ২৪৬।
মাকু রিয়াস। (১) ২৪৬, ২৪৭।
সাইলিসিয়া। (১) ২৪৬। (৪) ১১২, ৪১২।
সাল্ফার। (১) ২৪৬, ২৪৭। (৪) ৪১২।
(৫) ১৭৭।
স্পঞ্জিয়া। (৫) ৬৭।

৭। টনসিলগ্রন্থিপ্রদাহ বা টনসিলাইটিস্।

অরাম। (৪) ৪৬৫।
ইয়েসিয়া। (২) ৩৪৫। (৫) ১৭৬, ৪২৮।
এপিস মেল। (১) ২৮। (৪) ৩০৫।
এমন মিউ। (৫) ২৪।
ককুলাস ভিসি। (৫) ১৭৬।
কনায়াম। (৫) ১৭৭।
ক্যাকেরিয়া আই। (৫) ১৭৭, ১৮৬।
ক্যাকেরিয়া কার্ক। (৫) ১৭৬।
ক্যাকেরিয়া ফস্। (৫) ১৭৬, ১৮৬।
ক্যাকেরিয়া সাল্ফ। (৫) ১২১।
ফাইটলেকা। (৫) ৪২৭, ৪২৮।
ফেরাম ফস। (৫) ১৮৬।
বেলাডোনা। (১) ২৬—২৯, ২৫৬, ২৫৭।
(৪) ৩০৬। (৫) ১৭৬।
ব্যারাইটা আই। (৫) ১৭৬।
ব্যারাইটা কার্ক। (৫) ১৭৬, ১৭৭, ১৮৬।
ব্যারাইটা মিউ। (৫) ১৭৬, ১৭৯।
ব্রোমিন। (৫) ১৮৬।
মার্ক বিন-আই। (১) ২৫৭।
মাকু রিয়াস। (১) ২৮, ২৯, ২৫৭।
(৪) ৩৭।
লাইকোপোডিয়াম। (১) ২৯। (৫) ১৭৭,
১৮৬।
ল্যাকেসিস্। (১) ২৯। (৪) ৩৭।
সাইলিসিয়া। (৪) ১১৭।
সাল্ফার। (১) ২৮।

হিপার সাল্ফ। (১) ২৮, ২৯, ২৫৭।
(৪) ১১৭। (৫) ১৭৭।

৮। টেব্‌স মেমেটোরিকা বা অস্থ- বেষ্ট-বিল্লি-গণ্ডমালা।

আইওডিন। (৫) ১৭৮।
ব্যারাইটা কার্ক। (৫) ১৭৭, ১৭৮।
সাইলিসিয়া। (৫) ১৭৮।

৯। প্রট্টেটগ্রন্থিরোগ।

(পুং জননেত্রিয় রোগ দেখ।)

১০। বাবী বা বিউবো।

(রতিজ বা ভিনিরিয়েল রোগ দেখ।)

১১। লসীকাগ্রন্থি বা লিম্ফাটিক গ্ল্যান্ডের প্রদাহ।

এপিস। (৩) ২৮৯।
ক্যাকেরিয়া কার্ক। (৩) ২৮৯।
বাকোরেনা। (৫) ২২৪।
মেডোরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
সাইলিসিয়া। (৩) ২৮৯।
সাল্ফার। (৩) ২৮৯।
মাকু রিয়াস। (১) ২২৭।
সাল্ফুরেটেড্‌ হাইড্রজেন। (৫) ৪৯

৪। চক্ষুরোগ বা ডিজিজেক্‌- অব্‌ দি আইজ্‌।

১। অঞ্জনিকা, আজনাই বা ষ্টাইট।
ইউফ্রেসিয়া। (১) ১৬৬।
গ্র্যাকাইটিস। (৪) ৪১৩।
পাল্‌সেটিলা। (২) ১২৮, ১২৯।
ফস্‌ফরাস্‌। (১) ১৬৬।

মাকু'রিয়াম। (১) ১৬৬।

লাইকোপডা। (৪) ৪৬৪।

ট্র্যাক্সিসগ্রিয়া। (৫) ২৭।

সাইলিসিয়া। (৪) ১১৪।

হিপার সাল্ফার। (১) ১৬৬।

২। অনুপেক্ষরোগ বা টেরিজিয়াম।

জিঙ্কাম। (৪) ২৪০। (৫) ৫৩২।

রেট্যানিয়া। (৪) ২৪০।

৩। অন্ধহাদি বিবিধ দৃষ্টিবিপর্যায়।

—অন্ধহ, দৃষ্টিনালিন্দ্র বা দোরদৃষ্টি বা
প্রকোমা, দৃষ্টিনৌর্কল্যা বা এন্ড্রনগাইয়া,
বিষমদৃষ্টি, অর্জদৃষ্টি, দ্বিহৃদৃষ্টি, দূরদৃষ্টি বা
প্রসবাইওপাইয়া, নিকটদৃষ্টি বা মাইও-
পাইয়া প্রভৃতি।

অরাম। (১) ২৫৮। (৪) ৪৬৩।

আর্জেন্ট নাই। (৪) ৪৪৩।

আটিমিসিয়া। (২) ২৫৭, ৪০৭। (৫) ১০১।

আসে নিক। (২) ৫২, ৫৩।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৮।

এপিস। (৪) ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩৩৯।

এমন গাম। (২) ২৫৮, ৪০০।

এলুমিনা। (৪) ৪১৫।

এসাকিটডা। (৫) ২২০।

কষ্টিকাম। (৩) ৩৪০।

কনায়াম। (৪) ২৪০।

গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৪।

চেলিডোনিয়াম। (১) ৩৭৮।

জিঙ্কাম। (৫) ৫৩২।

জেলসিমিয়াম। (৫) ৮০।

জ্যাবরেণ্ডাই। (২) ৩০২। (৫) ৪১২।

ডিটেনিয়াম। (২) ২৫৮। (৪) ৪৬৩।

থুজা। (২) ৩০৩।

নাক্স ভমিকা। (১) ৩০৩।

নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৭, ২৫৮, ৩০২।

(৪) ৪১৫।

পালসেটলা। (২) ১৯৯।

ফস ফরাস্। (৪) ২৩৮, ২৩৯।

কাইজটিগ্‌মা। (৫) ২৪২।

বারাইটা কার্ব। (৫) ১৭৫।

ব্রাইওনিয়া। (১) ১৪৯।

মিউরিয়েটিক এসিড। (৪) ৪৬৩।

রাস্ টকস্। (৪) ৩৩৭।

রুটা। (২) ২৫৭, ৪০৭।

লাইকোপোডিয়াম। (২) ২৫৮। (৪) ৪৬৩,
৪৬৪।

লিথিয়াম কার্ব। (৪) ৪৬৩।

লিগিয়াম। (২) ২৫৮, ২৩২।

লাকেসিস। (৪) ২৭।

সাইক্লোমেন। (২) ৩০২।

সাইলিসিয়া। (৪) ২৪০।

সিল্কোনা। (৩) ৯৩।

সিনা। (২) ২৫৭, ৪০৭।

সিপিয়া। (২) ৩০০—৩০৩।

সিফিলিয়াম। (৫) ৩৪০।

স্ট্রাটোনাইন। (২) ২৫৮, ৪০৭।

৪। অফথ্যালমিয়া কঞ্জাংটিভাইটিস্।

বা যোজকঝিল্লি প্রদাহ—সহজ

বা সিম্পল, পূরধাতুজ বা গণোরিয়েল,
গঙমালীয়া বা কুফুলাস, দানায়ুক্ত বা
গ্রামুলার, পূয়জনক বা প্রুলেন্ট, পূয়-
গুটিকায়ুক্ত বা পাশ্চুলার এবং যোজক
ঝিল্লিসহ রসবিষিকায়ুক্ত বা ফ্লাক্টি-
নিউলার প্রভৃতি।

অরাম। (৪) ৪৬৩।

আর্জেন্টাম নাই। (২) ২০০। (৪) ৪৪১,
৪৪২, ৪৪৩।

অর্গিকা। (৩) ১২৮।
 অসেনিক। (২) ৫২, ৫৩। (৪) ৩০১।
 ইউক্রেসিয়া। (১) ১৬৬। (৩) ১২৮।
 (৪) ৪১৪, ৪৪৩। (৫) ২৪৭, ২৪৮।
 একোনাইট। (১) ৩০, ২৫। (৫) ২৪৮,
 ৫১৮।
 এন্টিম কু। (৩) ১৫১।
 এপিস। (৪) ৩০০, ৩০১, ৩৩৯।
 এলুমিনা। (৪) ৪১৫।
 কঙ্কিকাম। (৩) ৩৪০।
 ক্যালি কার্ব। (৪) ৩৩৯।
 ক্যালি বাই। (৪) ৩০২, ৩৭১, ৩৭২।
 ক্যাকেরিয়া কার্ব। (৩) ২৭৬, ২৭৭।
 ক্রিয়োজোট। (৪) ৪৪২।
 ক্রোমিউস। (৪) ২৮।
 গ্রানাইটিস। (৩) ১৫১। (৪) ৪১৩।
 জিন্ধাম। (৫) ৫৩২।
 জিন্ধাম সাল্ফ। (৫) ৫৩২।
 থুজা। (৪) ২৮০।
 নাইটি ক-এসিড। (৩) ২৭৮।
 নাকস তম। (২) ১৫৫।
 নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৮, ৩০১। (৪) ৪১৫।
 পালসেটিল। (২) ১৯৯, ২০০, ২৫৮।
 (৪) ৪৪৩, ৪৬৩।
 ফস্ফরাস। (১) ১৬৬।
 ফেরাম ফস। (৫) ৫১৮।
 বেলোডোনা। (১) ৯৫।
 মার্কুরিয়াস। (১) ১৬৬, ২৪৯। (৩)
 ১৫১। (৪) ২৮০, ৪৪৩।
 মার্কুরিয়াস ক্লর। (২) ২০০।
 রাস্টক্‌স। (২) ১৯৯। (৪) ৩০১, ৩৩৭,
 ৩৩৮, ৪৪২।
 রুট। (৪) ৪১৫।
 ল্যাক্সিস। (৪) ২৮।
 স্ট্রাক্সিসিয়া। (৫) ২৭।

সাল্ফার। (১) ৩০। (২) ১৯৯। (৩) ৩৪,
 ৩৫।
 সিপিয়া। (২) ২৫৮, ৩০১।
 হিপার সাল্ফ। (১) ১৬৬।

৫। অফথ্যাল্মিয়া নিওনেটোরাম বা নবজাত শিশুর চক্ষুঃপ্রদাহ।

আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৪৪১, ৪৪২।
 পালসেটিল। (২) ২০০। (৪) ৪৪২।
 মার্কুরিয়াস। (৪) ৪৪২।
 সিলিকনিয়াম। (৫) ৩৪০।

৬। অশ্রু-বন্ত্র-রোগ বা ডিজিজেক্‌স্ অব্‌ দি ল্যাক্রিম্যাল এপারেটাস্‌।

পেট্রোলিয়াম। (৫) ৫৬০।
 বেলোডোনা। (১) ৯৫।

৭। অস্ত্র চিকিৎসাস্থে বেদনাদি চক্ষু বিকার।

অর্গিকা। (৩) ১৩৯।
 ইয়েসিয়া। (২) ৩৪৩, ৩৪৪। (৫) ৩৯৩।
 একোনাইট। (১) ৩০। (৫) ৩৯৩।
 এসেরাম। (২) ৩৪৪। (৫) ৩৯৩।
 ক্রোমাস। (৫) ৩৯৩, ৩৯৪।
 জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।
 থুজা। (২) ৩৪৪। (৫) ৩৯৪।
 ব্রাইওনিয়া। (৫) ৩৯৩।
 রাসটক্স। (২) ৩৪৪। (৫) ৩৯৩।
 ট্রুন্সিয়ানা কার্ব। (২) ৩৪৪। (৫) ৩৯৪।
 সেনেগা। (২) ৩৪৪। (৫) ৩৯৪।

৮। আগন্তুক বস্ত্র বা ফরেন বডি সংস্রবে চক্ষুঃপ্রদাহ।

একোনাইট। (১) ৩০। (৩) ৩৪।
 ফেরাম ফস। (৩) ৩৪।
 সাল্ফার। (১) ৩০। (৩) ৩৪।

৯। আঘাতজ চক্ষুপ্রদাহ।

আর্গিকা। (৩) ১২৮। (৫) ২৪৮
ইউফ্রেসিয়া। (৫) ২৪৭, ২৪৮।

১০। উপতারারোগ বা ডিজিজেক্স
অব্দি আইরিস।

অরাম। (৪) ৪৬৩, ৪৬৪। (৫) ২২০।
আর্গিকা। (৩) ১২৮।
ইউফ্রেসিয়া। (৫) ২৪৭, ২৪৮।
এটুপিয়া। (১) ৫৯, ৯৫, ২৫১।
এসাকিটিড। (৪) ৪৬৪। (৫) ২২০।
ক্যালি আই। (৫) ১২৫, ১২৬।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭১।
ক্লিমেটিস। (৫) ১৫।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮২।
টেরিবিহু। (৪) ৩৩৯।
থুজা। (৪) ২৭৬, ৩৩৯।
ফাইজটিগ্‌মা। (৫) ২৪২।
বেলাডোনা। (১) ৫৯, ৬৭, ৯৬।
মার্ক কর। (১) ২৫০। (৫) ১৪, ১২৫।
মার্ক ডাল বা ক্যালমেল। (১) ২৫০।
মার্ক প্রোটো-আই। (১) ২৫০।
মার্করিস্‌বিন আই। (১) ২৫০।
মার্কুরিয়াস্। (১) ২৪৯, ২৫০, ২৫১।
রাস্‌টঙ্ক্। (৪) ৩৩৭, ৩৩৮।
রেড্‌ সাল্‌ফুরেট অব্‌ মার্ক্যারি বা সিনা
বেরিস্। (১) ২৫১।
হেমার্মেলিস। (৩) ১২৮, ১৭৯।

১১। করইডাইটিস বা চক্ষুর রক্ত
নাড়ীময়-বিগ্নিপ্রদাহ।

ক্যালি আই। (৫) ১২৫।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮২।
কস্‌ফরাস্। (৪) ২৩৮।

১২। কণিয়া বা চক্ষুর কালক্ষেত্রের
অস্বচ্ছতা বা ওপেসিটি।

অরাম। (৪) ৪৬৩।
এপিস। (৪) ৩০০, ৩০২।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭১।
ক্যাকেরিয়া কার্ক। (৩) ৩৫, ২৭৬।
চেলিডোনিয়াম। (১) ৩৭৭, ৩৭৮।
জিক্‌ম। (৪) ২৪০। (৫) ৫৩২।
জিক্‌ম সাল্‌ফ্। (৫) ৫৩২।
ফাইজটিগ্‌মা। (৫) ২৪২।

১৩। কণিয়া বা চক্ষুর স্বচ্ছাবরকের
প্রদাহ বা কিরাটাইটিস্

ও ক্ষত।

অরাম। (৪) ৪৬৩, ৪৬৪।
আর্সেনিক। (২) ৫৩।
কটিকাম। (৩) ৩৪০।
ক্যালি আই। (৫) ১২৫, ১২৬।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭১।
ক্যাকেরিয়া কার্ক। (৩) ৩৫, ২৭৬।
ক্রোটোলাস্। (৪) ২৮।
গ্রাফাইটিস্। (৪) ৪১৩।
নাইট্রিক এসিড। (৩) ২৭৮।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২০০।
ফাইজটিগ্‌মা। (৫) ২৪২।
মার্কুরিয়াস কর। (২) ২০০।
রাস্‌টঙ্ক্। (৩) ৩৫।
লাইকোপোডিয়াম। (৪) ৪৬৪।
সাইলিসিয়া। (৪) ১১৪।
সাল্‌ফার। (৩) ৩৪, ৩৫।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।

১৪। কর্ণিয়ার এব্‌সেস্‌, হাইপপিয়ন

বা কর্ণিয়ার পশ্চাৎনিম্নে অর্ধ-

চক্রাকারে পুষ্পসংগ্রহ।

ক্যাকেরিয়া সাল্‌ফ। (৫) ১৯১।

মার্‌কুরিয়াস। (১) ২৪৯

মার্‌কুরিয়াস কর। (১) ২৫০।

১৫। মকোমা বা চক্ষু-রসের

অস্বচ্ছতা বশতঃ ঘোরদৃষ্টি।

অরাম। (৪) ৪৬৩।

জেলসিমিয়াম। (৪) ৮২।

ব্রাইওনিয়া। (১) ১৪৯।

রাস্টক্‌স। (৪) ৩৩৭, ৩৩৮।

১৬। চক্ষুপূট আনর্ভন (Twitching)

বা চোক নাচা, চক্ষু মিটিমিটি।

ইয়েসিয়া। (২) ৩৪৪।

এগারিকাস্‌। (১) ৮২। (২) ১৫৫, ২৫৮।

এগারিসিন। (৫) ৩৬২।

কোডিন। (৫) ৩৯৩।

ক্রোকাস। (৫) ৩৯৩।

ডাল্‌কামরা। (৩) ৪৫৮।

নাল্‌ভমিকা। (২) ১৫৫।

নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৭।

ফাইজিগ্‌মা। (৫) ২৪৩।

সিপিয়া। (২) ৩০০।

১৭। চক্ষুপূট পতন বা টোসিস।

ইউফ্রেসিয়া। (৫) ২৪৭, ২৪৮।

এলুমিনা। (২) ৩০১।

কষ্টিকাম। (২) ৩০১। (৩) ৩৩৮, ৩৩৯।

(৪) ৩৩৭। (৫) ২৪৮।

ক্যান্থিয়া। (৩) ৩৩৮। (৪) ৩৩৭।

জিকাম। (৫) ৫৩১, ৫৩২।

জেলসিমিয়াম। (২) ৩০১। (৪)

৮১, ৩৩৭।

নাক্‌স্‌ ভমিকা। (৪) ৩৩৯।

নেট্রাম মিউ। (২) ৩০১।

প্লাস্‌ম। (৫) ৫৪১।

রাস্টক্‌স্‌। (৪) ৩৩৭। (৫) ২৪৮

সিপিয়া। (২) ৩০০। (৪) ৩৩৭, ৩

সিফিলিনাম। (৫) ৩৪০।

১৮। চক্ষুপূটপ্রদাহ বা ব্রেকারাইটিস্‌।

আর্জেটাম নাই। (৪) ৪৪১, ৪৪২।

ইউফ্রেসিয়া। (৫) ২৪৭, ২

ক্রিয়োজোট। (৫) ২৪৮।

গ্রাফাইটিস্‌। (৪) ৪১৩।

থুজা। (৪) ২৭৬।

পালসেটিল। (২) ১৯৮।

পেটেলিয়াম। (৪) ৪১৪। (৫) ---

বোরাক্‌স্‌। (৪) ৪১৪।

মার্‌কুরিয়াস। (১) ২৪৯। (৪) ৪৪২।

সাল্‌ফার। (৪) ৪১৪।

১৯। চক্ষুপূটবিপর্যাস বা এষ্ট্রোপিয়াম

ও ট্রিকইয়াসিস্‌ চক্ষুপূট বক্র হওয়া

ও চক্ষুকেশ উন্টান।

ক্যাল্‌কেরিয়া ফস। (৩) ৪৩৮।

গ্রাফাইটিস্‌। (৪) ৪১৩, ৪১৪।

বোরাক্‌স্‌। (৫) ৫৫৭।

মার্‌ক সল। (৩) ৪৩৮।

সাল্‌ফার। (৩) ৪৩৮।

সিলিকন। (৩) ৪৩৮।

সরিগাম। (৩) ৪৩৮।

হিপার সাল্‌ফ। (৩) ৪৩৮।

২০। চক্ষুপুটের বিবিধ রোগ।

আর্সেনিক। (৪) ৪১৪।
গ্রাফাইটিস। (৪) ৪১৩, ৪১৪।
থুজা। (২) ৩০৩।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৭।
পেট্রোলিয়াম। (৪) ৪১৪।
বোরাক্স। (৪) ৪১৪।
সাল্ফার। (৪) ৪১৪।
সিপিয়া। (২) ৩০১।

২১। চক্ষুগণি, তারা বা পিউপিলের

ডাইলেটেশন বা প্রসারণ।

বেলাডোনা। (১) ৬৭, ২৯৩।
স্ট্রামোনিয়াম। (১) ২২৩, ২৯৪।

২২। চক্ষুর কালশিরা বা
একিমোসিস।

জাণিকা। (৩) ১২৮।
লিডাম। (৩) ১২৮। (৫) ৪২৪।
হেমামেলিস। (৩) ১২৮।

২৩। চক্ষুর নায়ুশুল।

এমিল নাইট্রাস। (১) ৯৬।
চেলিডোনিয়াম। (১) ৩৫৮।
বেলাডোনা। (১) ৯৬।
স্পাইজিলিয়া। (১) ৯৬।

২৪। চক্ষুরোগ বা ডিজিজের
অব দি আইজ্।

অরাম। (৪) ৪৬৩।
আর্টিমিসিয়া। (৫) ১০১।
আণিকা। (৩) ১২৮, ১২৯।

আর্সেনিক। (২) ৫২। (৪) ৪১৪।
ইউফ্রেসিয়া। (৪) ৪১৪। (৫) ২৪৭,
২৪৮।

ইগ্রেসিয়া। (২) ৩৪৩, ৩৪৪।
একোনাইট। (৪) ৪১৪।
এপিস। (৪) ৩০০, ৩০১, ৩০২।
এলুমিনা। (৪) ৪১৫।
এসাফিটিড। (৫) ২২০।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৯, ৩৪০।
কনায়াম। (৪) ৪১৫

ক্যালি আই। (৫) ১২৫, ১২৬।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭১, ৩৭২
ক্যালকেরিয়া কার্ভ। (৩) ৩৫, ২৭৬—
২৭৮।

ক্যালকেরিয়া ফস। (৩) ৪৩৮
ক্রোকাস। (৪) ৪১৫। (৫) ৩৯৩, ৩৯৪।
গ্রাফাইটিস। (৪) ৪১৩, ৪১৪।
চেলিডোনিয়াম। (১) ৩৭৭, ৩৭৮।
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩২।

জেলসিমিয়াম। (৪) ৮১, ৮২।
জ্যাবরেশ্বাই। (৫) ৪১২।
থুজা। (৪) ২৭৬।

নাইট্রিক এসিড। (৩) ২৭৮।
নাক্স ভমিকা। (২) ১৫৪, ১৫৫।
নেট্রাম কার্ভ। (৪) ৪১৫।

নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৬—২৫৮। (৪) ৪১৫।
পালসেটিলা। (২) ১৯৮—২০০।
পেট্রোলিয়াম। (৪) ৪১৪।
ফস্ফরাস। (৪) ২৩৮, ২৩৯, ২৪০।
ফাইজিগ্‌মা। (৫) ২৪২।

বার্বেরিস। (৪) ৪১৫।
বেলাডোনা। (১) ৯৪—৯৬। (৪) ৪১৪।
বোরাক্স। (৪) ৪১৪।

ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৯।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৪৯—২৫১। (৩) ৪৩৮।
(৪) ৪১৪।

ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব। (৫) ৩৪৪।
 রাস্টক্স। (২) ১২৯। (৩) ৩৫, ২৭৭।
 (৪) ৩৩৭, ৩৩৮।
 রুটা। (৪) ৪১৫। (৫) ৪০৭।
 ল্যাকেসিস। (৪) ২৭।
 ট্র্যাফিসেসিয়া। (৫) ২৭।
 ট্র্যামোনিয়াম। (১) ৩০৮।
 সাল্ফার। (৩) ৩৪, ৩৫, ২৭৭, ৪৩৮।
 (৪) ৪১৪।
 সিপিয়া। (২) ৩০০—৩০৩।
 সিলিকন। (৩) ৪৩৮।
 স্ট্রাকেরাম অফি। (৩) ২৭৭।
 হিপর সাল্ফ। (৪) ৪১৪।
 হেমামেলিস। (৩) ১১৯।

২৫। দৃষ্টদোষল্যা বা এছেনোপাইয়া।

অরাম। (২) ২৫৮।
 আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৪৪৩।
 আর্টিমিসিয়া। (২) ২৫৭, ৪০৭। (৫) ১০১।
 এগারিকাস। (২) ২৫৮।
 এপিস। (৪) ৩০২, ৩৩৯।
 এমনিয়াম গামাই। (২) ২৫৮, ৪০৭।
 ক্যালি কার্ব। (২) ৩০২।
 জেলুমিনিয়াম। (৪) ৮২।
 জ্যাবরেণ্ডাই। (২) ৩০২।
 টিটেনিয়াম। (২) ২৫৮।
 থুজা। (২) ৩০৩।
 নাক্স ভমিকা। (২) ৩০৩।
 নেটাম মিউ। (২) ২৫৭, ২৫৮, ৩০২।
 (৪) ৪১৫।
 পাল্‌সেটিল। (২) ৩০২।
 ফক্ষরাস্। (৪) ২৩৮, ২৩৯।
 রুটা। (২) ৪০৭। (৪) ৪১৫। (৫) ৪০৭।
 লাইকোপোডিয়াম। (২) ২৫৮।

লিলি ? কার্ব। (২) ২৫৮।
 লিলিয়াম টাই। (২) ৩০২।
 সাইক্লোমেন। (২) ৩০।
 সিল্কোনা। (৩) ২৩।
 সিনা। (২) ২৫৭, ৪০৭।
 সিপিয়া। (২) ৩০২, ৩০৩।
 স্ট্রাণ্টোনাইন। (২) ২৫৮, ৪০৭।

২৬। বক্রদৃষ্টি বা ট্র্যাবিস্মাস।

এলুমিনা। (২) ৪০৭।
 জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।
 মা। (৫) ২৪২।
 বেলাডোনা। (২) ৪০৭।
 সাইক্লোমেন। (২) ৪০৭।
 সিনা। (২) ৪০৭।
 স্পাইজিলিয়া। (২) ৪১০।
 স্ট্রাণ্টোনাইন। (২) ৪০৭।

২৭। মতিয়াবিন্দু বা ক্যাটারাক্ট

ম। (৩) ৩৪০। (৪) ২৪০। (৫)
 ৩৪৪।
 কনায়াম। (৪) ২৪০। (৫) ৩৪৪।
 চেলিডোনিয়াম। (১) ৩৭৮।
 জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।
 নেটাম মিউ। (২) ৩৩০। (৫) ৩৪৪।
 ফক্ষরাস্। (৪) ২৩৮, ২৪০।
 ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব। (৫) ৩৪৪।
 সাইলিসিয়া। (৪) ২৪০। (৫) ৩৪৪।
 সিকেলি। (৪) ২৪০।

২৮। মতিয়াবিন্দু বা ক্যাটারাক্ট প্রভৃতি

চক্ষুরোগের অস্ত্র-চিকিৎসাস্থিক অর।
 আর্গিকা। (৩) ১৩৩।
 ইয়েসিয়া। (২) ৩৪৪।
 একনাইট। (১) ৩০। (২) ৩৪৪। (৫)
 ৩৯৩।

এসেরাম। (২) ৩৪৪।
ক্রোকাস। (২) ৩৪৪।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৮।
থুজা। (২) ৩৪৪।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৩০। (৪) ২৪০।
ব্রায়নিয়া। (২) ৩৪৪।
রাস্টক্‌স্। (২) ৩৪৪।
ট্রুন্সিয়ানা। (২) ৩৪৪।
সিপিয়া। (২) ৩০০।
সেনেগ। (২) ৩৪৪।
স্ট্যান্টনাইন। (৩) ২৫৮।

রেটিনা বা চিত্রপত্ররোগ—রেটিনাইটিস
বা চিত্রপত্রপ্রদাহ, রেটিনার বা চিত্রপত্রের
শোণিতাধিক্য, রেটিঙ্কাল এট্রফি বা চিত্র-
পত্রের ক্ষয়, রেটিঙ্কাল এপ্লেসকসি বা চিত্র-
পত্রে রক্তস্রাব এবং রেটিনা বা চিত্রপত্রের
খলন বা ডিটাচমেন্ট প্রভৃতি।

অরাম। (৪) ৪৬৩, ৪৬৪।
আর্গিকা। (৩) ১২৮, ১২৯। (৪) ২৭।
ক্যাঙ্কেরিয়া ফস। (৪) ২৭।
ক্রোটেলাস্। (৪) ২৭।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮২।
নাক্স ভমিকা। (২) ১৫৫।
ফস্‌ফরাস্। (৪) ২৭, ২৩৮, ২৩৯।
বেলাডোনা। (১) ৯৫, ৯৬। (৪) ৪৬৪।
মার্কুরিয়াস্ কর। (১) ১৫১।
ল্যাক্সেসিস্। (৪) ২৭।
সাল্‌ফার। (৪) ৪৬৪।
হোমোলেসিস্। (৩) ১৩৫।

৫। স্বক্‌রোগ বা ডিজিজেস্
অব দি স্কিন।

১। অরগিকা, স্বক্‌রক্তিম্বা বা ইরিথিম্বা
বেলাডোনা। (১) ১১৩।

২। আকুলহাঁড়া বা হুইটলো,
প্যানারিটাম।

আসেনিক। (৫) ৩২৫।
এন্থ্রাসিনাম। (৫) ৩২৪।
এপিস। (৪) ৩১০।
কার্লিক এসিড। (৫) ৩২৫।
ল্যাক্সেসিস্। (৫) ৩২৫।
সিলিসিয়া। (৪) ১২১।

৩। আমবাত, শীতপিত্ত বা হুইলস,
হাইডস্ নেটেলরেনস।

আর্টিকা ইউরেনেস। (৩) ৪৫৯। (৫) ৩০১।
আসেনিকাম। (২) ৩১৪।
ইপিকাক। (৩) ৪৫৮।
একোনাইট। (৩) ৪৫৮।
এটিম ক্। (৩) ৪৫৯।
এপিস। (৪) ৩১৪।
ওলিয়েগোর। (৫) ৪৫৫।
ক্যালি ব্রোমেটাম। (৩) ৪৫৯। (৫) ১০১।
ক্যাঙ্কেরিয়া কার্ব। (৩) ২৯২, ৪৫৯।
ক্রোকাস। (৫)
ক্রোরাল। (৩) ৪৫৯।
টেরিবিঙ্ক। (৩) ৪৫৯।
ডাক্সামারা। (৩) ৪৫৮।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৭।
পাল্‌সেটলা। (৩) ৪৫৮।
বডিষ্টা। (৩) ৪৫৯। (৫) ৩৬৬।
বেলাডোনা। (৩) ৪৫৮।
মেডুসা। (৫) ৩০১।
রাস্টক্‌স্। (৩) ৪৫৯।
সাল্‌ফার। (৪) ৩১৪।
সিপিয়া। (২) ৩০৮, ৩০৯। (৪) ৩১৪।

৪। ইম্পেটিগো বা চর্মদল—

গোলাকার ও চেপ্টা

পূর্ণপূর্ণ উদ্ভেদ।

এটিম টাটা। (৩) ১৭৭।

নেটামিউ। (২) ২৬৭।

ভায়োলা ট্রুক। (৫) ৪৫৫।

সিপিয়া। (৩) ৫১, ৫২।

৫। এডিসম্ভ ভিজি—তৃকুলক

বিশেষ দ্বারা স্পষ্টীকৃত স্নায়বীয় ও

যান্ত্রিক ক্রিয়াবসাদবটিত

দৃষ্টিকিংশ্র রোগবিশেষ।

আর্জেন্টাম নাই। (৫) ৫৮, ৫৯।

আস আইওডোটাম। (৫) ৫৯।

আসেনিকাম। (৫) ৫৯।

এটিম ফ্রু। (৫) ৫৯।

কাকেরিয়া কার্ক। (৫) ৫৯।

(৫) ৫৯।

নাইট্রিক এসিড। (৫) ৫৯

নেটাম মিউ। (৫) ৫৯।

ফরফরাস। (৫) ৫৯।

বেলাডোনা। (৫) ৫৯।

সিকেলি। (৫) ৫৯।

স্পাইজিলিয়া। (৫) ৫৯।

৬। কঙ্কুরোগ, পাঁচড়া বা স্কেবিজ্,

ইচ, সোরো।

কষ্টিকাম। (৩) ৫২।

মাকুরিয়াস। (৩) ৫১।

সালফার। (২) ৩০২। (৩) ৫১, ৫৩।

সিপিয়া। (২) ৩০২। (৩) ৫১, ৫২।

সোরিনাম। (৩) ৪৪১।

হিপার সাল্ফ। (১) ১৮৬।

৭। কণ্ডু, সাধারণ চুলকনা বা

প্ররাইটিস।

ফ্লুয়োরিক এসিড। (৫) ৭২।

রাস্টল। (৪) ৩৫৭।

সিলিনিয়াম। (৫) ৩৩৭।

৮। কাউর, পামা বা এক্জিমা।

আসেনিকাম। (২) ২১, ৩০২।

এটিম ফ্রু। (৩) ১৫৬।

ক্যালি রোমেটাম। (৫) ১৫৩।

কাকেরিয়া কার্ক। (৩) ২২২।

ক্রোটোন টিগ। (৪) ৩৫৭। (৫) ৪২৭, ৫২৮

ক্রিমেটিস। (৫) ১৫, ১৬।

গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪২০।

ট্রাকুলিনাম। (৫) ৩২২।

নেটাম মিউ। (২) ১৬৭।

নেটাম সাল্ফ। (১) ১৭৪।

পেটোলিয়াম। (৫) ৩৩৭।

ব্যারাইটা কার্ক। (৫) ১৭৮।

ভিক্সাইন। (৫) ৪৫৫

মার্ক সল। (৩) ৫১।

মেজিরিয়াম। (২) ৩১৫।

রাস্টল। (৪) ৩৫৭।

রেণাক্স বায়ো। (৩) ১৫৬।

রেণাক্স ফ্রি। (৫) ৩২।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৫) ৩০।

সিপিয়া। (২) ৩১৪।

সিলিনিয়াম। (৫) ৩৩৭।

সরিনাম। (৩) ৪৪১।

হাইড্রকোটাইল। (৫) ২৩৬।

হিপার সাল্ফ। (১) ১৮৬।

৯। কেশশূলন; টাক বা

এলোপেসিয়া, বন্ডনেস।

গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪২০।

নেটাম মিউ। (২) ২২৭, ২৬৫।

ক্লোরিক এসিড । (৫) ৭২ ।
লাইকোপোডিয়াম । (২) ২২৭ ।
সিপিয়া । (২) ২২৭ ।

১০ । চর্মকীলক বা ওয়ার্টস্

কটিকাম । (৩) ৩৪৫ ।
থুজা । (৪) ২৮০ ।
নাইট্রিক এসিড । (৪) ২৮০ ।
মাকুরিয়াস্ । (৪) ২৮০ ।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া । (৪) ২৮০ ।

১১ । স্বক্ৰোগ বা ডিজজেজ্

অব দি স্কিন ।

আর্সেনিকাম । (২) ৯২, ৯২, ৯৪, ৩১৪ ।
ইউ ফক্সিয়াম্ রেজি । (৫) ৪২৯ ।
এনাকাডিয়াম্ । (১) ৪০০ । (৪) ৩৫৭ ।
এটিম জু । (৩) ১৪২, ১৫৬ ।
এপিস । (৪) ৩৫৭ ।
এলুমিনা । (৫) ৮২ ।
ওলিয়েগার । (৫) ৪৫৫ ।
কটিকাম । (৩) ৫২ ।
কিউরেয়ার । (২) ৩১৫ ।
ক্যাথারিস । (৪) ৩৫৭ ।
ক্যালি আই । (৫) ১২৮ ।
ক্যালি ব্রোমেটা । (৫) ১৫৩ ।
ক্যাঙ্ক কার্ব । (৩) ২৯২ ।
ক্রিয়োজোট । (৫) ৫৩৭ ।
ক্রোটন টিগ । (৪) ৩৫৭ । (৫) ৪২৭, ৪২৮ ।

গ্র্যাফাইটিস । (৪) ৪২০ ।
ইবাক্লিনাম । (৫) ৩২৯ ।
টেলুরিয়াম । (২) ৩৭৯ ।
ডলিকস । (৪) ৩৫৭ ।
ডাকামারা । (৩) ৪৫৮ ।
থুজা । (৪) ২৮০ ।
নাক্স ভমিকা । (২) ৩১৪ ।

নেট্রাম মিউ । (২) ২২৮, ২৬৭ ।
স্ফালিয়াম । (৫) ১০৮ ।
পেটোলিয়াম । (২) ২২৮ ।
ফার্মিকা ক্রফা । (৫) ৩০৭ ।
কেরাম আই । (৫) ৫১৬, ৫১৭ ।
ক্লোরিক এসিড । (৫) ৭২ ।
বেলাডোনা । (১) ৫৪, ১১৩ ।
বোরাকস । (২) ৩১৪ ।
বারাইটা কার্ব । (৫) ১৭৮ ।
মাকুরিয়াস । (৩) ৫১ ।

মেজিরিয়াম । (২) ৩১৫ ।
রাসটকস । (৪) ৩৫৭ ।
রেণাক্স বালো । (৫) ২১ ।
রেণাক্স স্কি । (৫) ৩২ ।
লাইকোপোডিয়াম । (২) ৩১৫ ।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া । (৫) ৩০ ।
সাইকুটা । (৫) ২৩৫ ।
সাইলিসিয়া । (৪) ১২১ ।
সালফার । (২) ২৭৫, ৩১৫ । (৩) ৬, ৭, ৫১, ৫২ ।
সিপিয়া । (২) ২৭৪, ৩১৩, ৩১৪ ।
(৩) ৫১, ৫২ ।
সিলিনিয়াম । (৫) ৫৩৭ ।
সরিণাম । (৩) ৪৪১ ।
হাইড্রোকোটাইল । (৫) ২৩৬, ২৩৭ ।
হিপার সাল্ফ । (১) ১৮৬ ।

১২ । স্বকের কড়া বা করণ, কাঠিন্য, কর্কশতা এবং পুয়গুটিকা প্রভৃতি

কুদ্রোগ ।

এটিম জু । (৩) ১৫৬ । (৫) ২১ ।
ক্রিয়োজোট । (৫) ৫৩৭ ।
থুজা । (৪) ২৮০ ।
রেণাক্স স্কি । (৫) ৩২ ।
হাইড্রোকোটাইল । (৫) ২৩৬ ।

১৩। দক্ষ বা রিংওয়ারম, হার্পিস্ । ১৭। পাকুই, শীতফোটক বা
সার্মিনেটাস । চিলড্রেন ।

কষ্টিকাম । (৩) ৫২ ।
টবাকু লিগাম । (৫) ৩২২ ।
টেলুরিয়াম । (২) ৩১৫ ।
ব্যারাইটা কার্ব । (৫) ১৭৮ ।
মাকুরিয়াম । (৩) ৫১ ।
সার্মাপেরিলা । (৫) ৪৮৩ ।
সালফার । (৩) ৫১, ৫২ ।
সিপিগা । (২) ৩১৩, ৩১৪ । (৩) ৫১, ৫২ ।
সরিগাম । (৩) ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৪১ ।

১৪। দুগ্ধপীড়কা বা ক্রাণ্টা ল্যাক্টিয়া ।

গুলিওয়েভার । (৫) ৪৫৫ ।
ক্রোটোন টিগ । (৫) ৪২৭, ৪২৮ ।
গ্র্যাকাইটিস । (৪) ৪২ ।
ভায়োলা টি.ক । (৫) ৪৫৫ ।
ষ্ট্র্যাক্সিসেগ্রিয়া । (৫) ৩০ ।

১৫। নথরোগ বা ডিজিজ্জেল অব

দি নেল্‌স ।

এণ্টিম ক্রু । (০) ১৫৬ ।
ক্রুরোরিক এসিড । (৫) ৭২ ।

১৬। পাদমূলের(Heels) ক্ষতাদি ।

এণ্টিম ক্রু । (৫) ৯৭ ।
এমলিয়াম মিউ । (৫) ৯৬, ৯৭ ।
এরানিয়া ডাই । (৫) ৩১৮ ।
এলিয়াম সেপা । (৫) ৯৭ ।
কষ্টিকাম । (৫) ৯৭ ।
নেট্রাম কার্ব । (৫) ৯৭ ।
পালসেটিল । (৫) ৯৭ ।
ম্যাক্স্যানাম । (৫) ৯৬ ।
সিফিলিয়াম । (৫) ৩৪১ ।
স্ত্রাবাইনা । (৫) ৯৬ ।

এমারিকাস । (৫) ৩৬২ ।

১৮। পৃষ্ঠতল, দাহিকা বা
কার্সাকুল; আঙ্গুলহাঁড়া বা হুইটলো,
প্যানারিটাম, প্যানারিস ; চুষ্ট্রণ বা
ম্যালিগন্যান্ট পাম্‌চুল ; শবশ্ছেদ-
সংস্রবীয় বা ডিসেক্টিং উণ্ডু বা
ক্ষত এবং বিষধর কীটদংশন জনিত
ক্ষত প্রভৃতি ।

আর্গিকা । (৪) ১২৩ ।
আসেনিকাম । (২) ৮৯ । (৩) ৪১৩ । (৫)
৩২৪, ৩২৫ ।
এষ্ট্রসিনাম । (২) ৮৯ । (৪) ১২৩ । (৫)
৩২৪ ।

এপিস । (৪) ৩১০ ।
কার্ব ভেজ । (২) ৮৯ । (৩) ৪১৩ । (৪) ৬৩ ।
কার্বলিক এসিড । (৫) ৩২৫ ।
টারেণ্টুলা ক্রু । (৪) ৬৩, ১২৩ । (৫) ৩২৫ ।
নাইট্রিক এসিড । (৪) ১২৩ ।
ফাইটলেকা । (৪) ১২৩ ।

রাসটক্‌স্ । (২) ৮৯ ।
ল্যাকেসিস । (২) ৮৯ ।
(৪) ৬৩, ৬৪,
১২৩ । (৫) ৩২৫ ।

ষ্ট্র্যামোনিয়াম । (১) ৩০৮ ।
সাইলিসিয়া । (৪) ১২৩ ।

১৯। পোড়া নারাজ বা পেন্‌সিগাস ।

রাসটক্‌স্ । (৪) ৩৫৭ ।
রোণাক্সাস্ বাছো । (৫) ২১ ।
রোণাক্সাস্ ফি । (৫) ৩২ ।

২০। বয়োব্রণ, বয়সফোড়া বা একনি।

এন্টিম জু। (৩) ১৫৬।

এন্টিম টার্ট। (৩) ১৫৬, ১৭৭।

ক্যালি ব্রোম। (৫) ১৫৩।

ক্যাকেরিয়া কার্ব। (৩) ২৯২।

থুজা। (৫) ১৫৬।

জ্বাকালিয়াম। (৫) ১০৮।

জ্বাকুইনেরিয়া। (৪) ৪৭৭।

২১। বিচর্চিকা বা সোরিয়াসিস্।

আর্সেনিকাম। (২) ৩১৪।

আর্সেনিকাম আই। (২) ৩১৪।

বোরাক্স্। (২) ৩১৪। (৫) ৫৩৭, ৫৫৭।

সিপিয়া। (২) ৩১৪।

২২। বিসর্প বা ইরিসিপেলাস।

আইওডিয়াম। (৪) ৪১৯।

আর্গিকা। (৪) ৩৫৫।

আর্সেনিকাম। (৪) ৬৩।

ইউফরাসিয়াম রেজি। (৩) ৩২০। (৪) ৩১৪।

(৫) ৪২৯।

এপিস। (১) ১২০। (৪) ৩১৩, ৩১৪, ৩৫৪, ৪১৯।

ক্যাঙ্কারিস্। (৩) ৩২০। (৪) ৩১৪।

ক্যাঙ্করা। (৪) ৩৫৫।

ক্যালেক্সুলা। (৪) ৩৫৫।

গ্র্যাফাইটিস। (৩) ৩২০। (৪) ৪১৯।

বেলাডোনা। (১) ৯৩, ১১৯, ১২০, ৩০৮।

(৪) ৩১৩। (৫) ৯০।

বোরাক্স্। (৫) ৫৫৭।

ভেরেটাম ভিরিডি। (৪) ৬৩।

রাসটক্স্। (১) ১১৯, ১২০, ৩০৮। (৪)

৩১৩, ৩১৪, ৩৫৪।

রেণাক্সুলাস বাঘো। (৫) ২১।

ল্যাকেসিস। (৪) ৬২, ৩১৪।

ট্র্যামোনিয়াম। (১) ৩০৮। (৪) ৩২, ৬০।

সাল্ফার। (৩) ৫০। (৪) ৬৩।

২৩। মেছেতা, হল্লি প্রভৃতি

নানাবিধ ত্বক্ কলঙ্ক।

কিউরেয়ার। (২) ৩১৫।

নাক্স ভমিকা। (২) ৩১৫।

নাক্যালিয়াম। (৫) ১০৮।

লাইকোপোডিয়াম। (২) ৩১৫।

সাল্ফার। (২) ৩১৫।

সিপিয়া। (২) ৩১৪।

২৪। স্ফোটক বা বয়েল্‌স্।

আর্গিকা। (৩) ১৩৮।

আর্সেনিকাম। (৪) ১২২।

একোনাইট। (১) ৯১, ৯২।

এম্ব্রুসিয়াম। (৫) ৩৮১।

কার্ব ভেজ। (৩) ৪১৩। (৪) ১২২।

ক্যাক্সে সালফুরিকা। (৪) ১২২। (৫) ১৯১।

ফাইটলেকা। (৫) ৩৮১

বাবে'রিস। (৫) ৩৮১।

বেলাডোনা। (১) ৯১, ৯২।

লাইকোপোডিয়াম। (৫) ৩৮১

সাইলিসিয়া। (৩) ৩৪। (৪) ১২১, ১২২, ২৫৪।

সাল্ফার। (৩) ৩৪। (৫) ৩৮১।

হিপার সাল্ফ। (১) ১৮৬। (৪) ১২২।

২৫। হার্পিস্‌জন্টার বা বর্কুলাকার

বিসর্পিকা।

আর্সেনিকাম। (৫) ২১।

ডলিকস্। (৫) ২০৯।

মিনিয়াস্টিস। (৫) ২১।

রাসটক্স্। (৫) ২১।

রেণাক্সু বাঘো। (৫) ২১।

২৬। ক্ষতরোগ বা আলসার।

আসেনিকাম। (৫) ১৭৬, ৪৩০।
ইউফর্বিয়া কর। (৪) ৪০০।
ইউফর্বিয়াম রেজি। (৪) ৪৩০।
কার্ব ভেজ। (৩) ৪১২। (৫) ৪৩০।
ক্যাকেরিয়া সাল্ফ। (৫) ১৯১।
ক্যান্ডর ইকুই। (৫) ২৮০।
ক্রোটেলাস। (৫) ২৭৪।
বাকো রেণা। (৫) ২২৪।
মার্কুরিয়াস। (১) ১৯৬।
সাইলিসিয়া। (৫) ৪৩০।
সিকেলি। (৫) ৩৭৬, ৪৩০।
সিপিয়া। (২) ৩১৪।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।
সিমেক্স ল্যাক্ট। (৫) ৩০৬।
হিপার সাল্ফ। (১) ১৮৬, ১৮৭।

২৭। ক্ষতাক বা সিকেট্রাক্স।

ক্যালি আই। (৫) ১২৮।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ১২৩।
জাফালিয়াম। (৫) ১০৮।
ফাইটলেকা। (৪) ১২৩।
ফ্লুয়োরিক এসিড। (৫) ৭২।
রোমিয়াম। (৫) ৪৮, ৪৯।
সাইলিসিয়া। (৪) ১২৩।
সাল্ফার। (৪) ১২৩।

৬। নাসিকাদি শ্বাসযন্ত্ররোগ।

১। ইডিয়া প্র্যাটিডিস্ বা স্বর যন্ত্র
দ্বার-শোথ।

এপিস। (৪) ৩০২।
ক্লোরিগ। (৪) ৩০২।

২। ইডিয়া পাল্মনাম বা ফুস্ফুসের
শোথ।

ক্যালি আমণ্ডিয়াম। (৫) ২২৬, ২২৭।

৩। ইনফ্লুয়েঞ্জা বা দেশব্যাপক

প্রতিশ্রায়।

আসেনিকাম। (২) ৯১।
ইউপেটোরিয়াম পার্ক। (৪) ৩৩৯। (৫) ১১৫।
ইউফর্বিয়াম রেজি। (৫) ১৬২, ৪২৯।
এলিয়াম সেপা। (৫) ১২৫।
কার্ডাস নোর। (৫) ১০৭।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮৩।
ডাক্সামারা। (৩) ৪৫৪।
ফস্ফরাস্। (৩) ৪৫৪।
ব্যান্টিসিয়া। (৫) ৮৩।
ব্রায়নিয়া। (৩) ৪৫৪।
ভেরেটাম এল। (৪) ১৪২।
রাসটক্‌স্। (৪) ৩৩৯।
সাইক্লোমেন। (৫) ১৬৩।
স্ট্রাইনোরিয়া। (৫) ৪৭৮।
স্ট্রাবাডিল। (৫) ১৬৩।

৪। এফিসিয়া বা ফুস্ফুসের

বায়ুস্বীতি।

এমনিয়াম কার্ব। (৫) ৮৭, ৮৮।
কার্ব ভেজ। (৩) ৪০০।
ক্যাফের। (৪) ৪৪৫।
লাইকোপোডিয়াম। (৩) ২৪৩।

৫। এফিসিয়া এবং স্প্যাজ্‌ম অব দি

লাঙ্গস্ বা শ্বাসরোধ এবং ফুস্ফুস
ও অন্ত্রনালীর আক্ষেপ।

আর্গিকা। (৩) ৩৭৩।
ইপিক্যাক। (৩) ৩৭৩।
ওপিয়াম। (৩) ৩৭৩।
প্র্যাটিনাম। (৫) ৫২৩।
বলিষ্ট। (৩) ৩৭৩।
মস্কাস। (৩) ৩৭৩।

৬। কাসি বা কফ।

আর্গিকা। (৩) ৩৪২।
 আর্সেনিকাম। (৪) ৩০৫।
 ইউপেটোরিয়াম পার্ফ। (২) ৩৮০। (৫) ১১৫।
 ইয়েসিয়া। (২) ৩২০, ৩২৮, ৩৪৫।
 ইণ্ডিগো। (২) ৩৭২।
 ইন্ডাস্ট্রি ক্রো। (৫) ২৮০।
 ইপিক্যাক। (২) ৩৮০। (৩) ১৭০।
 একটিয়া রেসি। (৫) ৮।
 এন্টিম টাট। (৩) ১৭০।
 এপিদ। (৪) ৩০।
 এমনিয়াম কার্ভ। (৫) ৮৭, ৮৮।
 এমনিয়াম ব্রোম। (৫) ৯৯।
 এমনিয়াম মিউ। (৫) ৯৪।
 এম্ব্রুগ্রিসিয়া। (২) ৩৪৫। (৫) ৩২২।
 এরালিয়া রেসি। (৩) ৩৭২।
 এলিয়াম সেপা। (৪) ২৪২।
 এলুমিনা। (৫) ৭৯।
 ওপিয়াম। (৩) ৩৭২।
 কল্টিকাম। (২) ২৫৯। (৩) ৩৪১, ৩৪২।
 কুপ্রাম। (৩) ৩৪১।
 কনায়াম। (৩) ৩৭২। (৫) ২২৬, ২২৭।
 ক্যামমিলা। (২) ৩৬৯। (৪) ৩০৫।
 ক্যান্ধর। (৫) ৪৪৫।
 ক্যালি কার্ভ। (৩) ৩৪২। (৪) ৩৭৪। (৫) ১৩৩, ১৩৪।
 ক্যালি ক্লোরি। (৫) ১৩৯।
 ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৪।
 ক্যাঙ্ক আই। (৫) ১২০।
 চেলিডোনিয়াম। (১) ৩৫৯, ৩৬৭, ৩৭৯।
 জিঙ্কাম। (৫) ৫২, ৫৩১।
 টুবাকু লিনাম। (২) ৩৮০।
 ডাকামারা। (৩) ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৮। (৪) ১।
 ড্রিসিরা। (৩) ৩৪২। (৫) ১০৮, ১১৫।

নাইট্রিক এসিড। (৪) ৩৭৪।
 নাক্স ভমিকা। (৪) ২৪২, ৩০৫, ৩।
 নাক্স মস। (৫) ৫৫৪।
 নেটাম মিউ। (২) ২৫৯। (৩) ৩৪২।
 পেট্রোলিয়াম। (৫) ৫৬০।
 ফসফরাস। (৪) ১১৬, ২৪২।
 ফসফরিক এসিড। (৪) ২০২।
 বেলোডোনা। (৪) ২৪২, ৩৭৪।
 বোরাক্স। (৫) ৫৫৭।
 ব্রায়নিয়া। (২) ২৫৯। (৪) ৩৭৫।
 ডার্কেন্সাম। (৫) ২৫২।
 ভেরেটাম এল। (৫) ৩২২।
 মার্কুরিয়াস। (১) ১২৫। (৪) ৩৭৫।
 রুমেজ ক্র। (৪) ১১৫, ১১৬। (৫) ৪৩৯, ৪৪০।
 লরসিরেসাস। (৩) ৩৭২।
 লাইকোপোডিয়াম। (৪) ১১৬।
 ল্যাক কেমিনাম। (২) ৩৮০।
 ল্যাকেসিস। (৩) ৩৫৬। (৪) ২৯।
 ল্যাক্টিকা। (৫) ১০৮।
 স্টিক্টা। (২) ৩৪৫।
 সাইলিসিয়া। (৪) ১১৫। (৫) ৪৪০।
 সালফুরিক এসিড। (৫) ৩২২।
 সিনা। (২) ৩৯৬।
 সিপিয়া। (৩) ৩৪২।
 সিল। (২) ২৫৯। (৩) ১৭১, ৩৪২। (৫) ২১০।
 স্পঞ্জিয়া। (৫) ৬৩, ৬৪।
 স্ট্রাইনেরিয়া। (৫) ৪৭৮।
 স্ট্রাকাস। (৫) ৬৪, ৪৩৪।
 হায়োসায়ামাস। (১) ৩১৪, ৩৫৫।
 হিপার সালফ। (৩) ১৭১।
 ৭। ঘুরিকশি বা ক্রুপ—সহজ ও
 পর্দাজনক বা মেম্ব্রেনাস।
 আইওডিয়াম। (৫) ৪৭, ৫৫, ৫৬।
 একোনাইট। (১) ৩৯, ৪০, ১৬৯, ১৭০, ১৭১। (৫) ৬৪, ১৬৭।

একটিম টার্ট। (১) ১৭২। (৩) ১৭১। (৫)
৪৭।

এমনিয়াম কষ্ট। (৫) ৯৮।

কষ্টিকাম। (১) ১৭২।

ক্যালি বাই। (১) ২৫৯। (৪) ৩৭৩,
৩৭৪, ৩৭৭।

ফক্ষরাস। (৪) ২৪১, ২৪২।

ফেরাম্ কস। (৫) ১৬৭, ৫১৯।

ব্রোমিয়াম। (১) ১৭০। (৫) ৪৬, ৪৭, ৫৬।

ভেরেট্রাম ভি। (৫) ১৬৬, ১৬৭

মার্ক প্রোটো-আই। (১) ২৫৯, ২৬০। (৪)
৩৭৪

মার্ক বিণ-আই। (১) ২৫৯, ২৬০।

ল্যাকেসিস। (৪) ৩৭৪।

সাইয়ানাইড অব মার্করি। (১) ২৫৯।

শ্লজিয়া। (১) ৪০, ১৭০, ১৭১।

স্ত্রাঙ্কুইনেরিয়া। (৫) ৪৭৫।

স্ত্রাঙ্কুাস। (১) ৪০। (৫) ৪৩৪।

হিপার মাল্ক। (১) ৪০, ১৬৯, ১৭
(৫) ৪৭, ৫৬।

৮। জাণে অসহিষ্ণুতা ও মূচ্ছার ভাব।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৪। (৫) ৪৭৭, ৪৮৫।

নাক্স ভমিকা। (২) ৩৪৫। (৫) ৪৭৭, ৪৮৫।

কক্ষরাস। (২) ৩৪৫। (৫) ৪৭৭, ৪৮৫।

ভ্যালেরিয়ানা। (২) ৩৪৫। (৫) ৪৭৭, ৪৮৫।

স্ত্রাঙ্কুইনেরিয়া। (৫) ৪৭৭, ৪৮৫।

৯। নাসিকাগ্ৰের ক্ষতি।

অরাম। (৪) ৪৬৪।

১০। নাসিকাপ্রদাহ ও ক্ষত।

বোরাকস্। (৫) ৫৫৭

হিপার মাল্ক। (১) ১৬৭, ১৬৮।

১১। নাসিকারক্তস্রাব বা

এপিষ্টাক্সিস্।

আর্গিকা। (৫) ৪৬৬।

এব্রোটেনাম। (৫) ১০২।

ক্যাফর। (৫) ৪৪৪।

কার্কি ভেজ। (৫) ৪৪৪

টিলিয়াম। (৫) ৫৪৩।

পালসেটিল। (২) ১২০। (৫) ৪৬৬।

বভিষ্টা। (৫) ৩৬৫।

ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৯। (২) ৩১০। (৪) ২৫৩।

মার্কুরিয়াস্। (৫) ৪৬৬।

সায়ানাইড অব মার্করি। (৫) ৪৪৪।

সিপিয়া। (২) ৩১০।

হেমামেলিস্। (৫) ৪৬৬।

১২। নাসিকার নানাবিধ ক্ষুদ্র রোগ।

অরাম। (৪) ৪৬৪।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৪।

ক্যাফে ক্রুয়োরিকা। (৫) ১৮৯

নাসিকাসর্দি বা কন্সাইজা।

আর্জেন্টাম নাই। (১) ১৬৯।

আসেনিকাম। (২) ৫৩, ৫৪, ১৫৬। (৫)
১২৪, ১২৫, ২৪৯।

ইউপে পার্ফ। (৫) ১১৫।

। (৫) ১২৪, ১২৫, ২৪৮, ২৪৯।

ইগ্নেসিয়া। (৪) ২৪১।

একোনাইট। (১) ৪৮। (২) ১৫৭।

একটিম ক্রু। (৩) ১৫১। (৪) ৪১৫।

এপিস। (৫) ১৩৩।

এমনিয়াম কষ্ট। (৫) ৮৮।

এমনিয়াম কার্ক। (৫) ৮৭, ৮৮।

এমনিয়াম মিউ। (৫) ৯৪।	পালসেটলা। (১) ২৫২। (২) ১৫৬, ২০০।
এম্‌গ্রিসিয়া। (৫) ৮৭।	পেছোরাম সিড। (২) ২০১।
এরাম টি। (৩) ১৫১। (৪) ৪১৫। (৫) ১২৫, ২৪৯, ৪৬৯।	ফক্ষরাস। (২) ৫৩, ১৫৬। (৪) ২৪১। (৫) ১২৪।
এলিয়াম সেপা। (২) ৫৪। (৫) ১২৪, ১২৫, ২৪৮, ২৪৯।	ফেরাম ফস। (৫) ৫১২।
এলুমিনা। (১) ১৬৯। (৫) ৭৯।	বেলাডোনা। (১) ৪৮, ১০২, ১৬৭।
কার্ক ভেজ। (৩) ৩৯৯। (৫) ৮৮।	ব্যাপ্টিসিয়া। (৪) ৮৩।
কুইলোরিয়া। (৪) ৮৩।	ব্যারাট্টা কার্ক। (৩) ২৭৮।
কোকাস কাঙ্কি। (৫) ৩০৪।	ব্রায়নিয়া। (১) ১৩৯। (৫) ১১৫।
কেরেলিয়াম ক্রব্। (৫) ৩০০।	ব্রমিয়াস্। (৫) ৪৫।
ক্যামিলা। (২) ১৫৬, ৩৬৯।	ভ্যালেরিয়ান। (৪) ২৪১।
ক্যান্ডর। (২) ১৫৭। (৫) ১২৫, ৪৪৩, ৪৪৪।	মার্ক কর। (১) ২৫২।
ক্যালি আয়ডি। (৫) ১২৬।	মার্ক ভাইভাস। (১) ২৫১।
ক্যালি বাই। (৪) ২৯, ৩৭২। (৫) ৮৭, ১২৬।	মাকুরিয়াস। (১) ১৬৭, ১৬৯, ২৫১। (২) ৫৩, ১৫৬। (৫) ১২৫।
ক্যালি মিউ। (৫) ৫১৮।	রাস্টম্। (৪) ৩৩৯।
ক্যাক্সে কার্ক। (৩) ১৫১, ২৭৮, ৪৫৪। (৪) ৪১৫। (৫) ৫১৯।	রেগাক্স ক্রি। (৫) ৩২।
ক্রোরিণ। (৪) ৪৯।	লরসিরেসাস। (৫) ৮৮।
গ্র্যাফাইটিস। (৩) ১৫১। (৪) ৪১৫।	লাইকোপোর্ডি। (৩) ২৪১। (৫) ৪৬৯।
চায়না। (১) ৪৮।	ল্যাকেসিস্। (১) ১৩৯। (৪) ২৮, ২৯, ৮৩।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮২, ৮৩।	লিঙ্কি। (২) ২৫২, ৩৭০।
ডাক্সামারা। (৩) ৪৫৪।	সাইক্রেমেন। (২) ২০১।
ড্রিসিয়া। (২) ২০২।	সাইলিসিয়া। (৪) ১১৫।
নাইট্রিক এসিড। (১) ১৬৯।	সাল্‌কার। (৩) ৩৫।
নাক্স ভমিকা। (১) ৪৮, ১৩৯, ১৪০, ২৫২। (২) ১৫৫, ১৫৬, ৩৭০। (৩) ২৭৮, ৪৫৪। (৪) ২৪১। (৫) ৫১৯।	সিনাবেরিস। (১) ২৫৩। (রেড-আই মার্ক।)
নেট্রাম কার্ক। (৫) ৩০০।	সিনিগিও অরি। (৫) ১১১।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৮, ২৫৯।	সিপিয়া। (২) ৩০৩। (৪) ৮৩।
	স্পাইজিলিয়া। (২) ২০২।
	স্ত্রাক্সইনেরিয়া। (৪) ২৪১। (৫) ৪৭৮
	স্ত্রাক্স কাস। (২) ৩৬৯।
	হাইড্রাট্টিস্। (২) ২০২।
	হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৬৭, ১৬৯।

১৪। নিউমোনিয়া, প্লুরো-নিউমোনিয়া, রেগাঙ্কুলাস বাম্বো। (৫) ২০।

বিলিয়াস নিউমোনিয়া, ব্রংকো-লাইকোপোডিয়াস। (১) ১৪১, ৩৮০। (৩)

নিউমোনিয়া প্রভৃতি।

আরডিয়াস। (৫) ৫৬।

ইপিক্যাক। (৩) ১৭৪।

ইলাপ্স। (৪) ৩১।

একনাইট। (১) ৩২, ১৪০। (৫) ৫৬, ১৬৭, ১৬৮।

এক্টিম টার্ট। (১) ১৪০, ১৪১, ৩৮০, ৩৮১। (৩) ১৭৪। (৪) ২৪৫।

এমনিয়াম কার্ব। (৫) ৮৮।

কার্ব এনি। (৫) ৫০৮, ৫০৯।

কার্ব ভেজ। (৫) ৫০৯।

কুপ্রাম। (৩) ২১৫।

ক্যালি আই। (৫) ১২৬, ১২৭।

ক্যালি কার্ব। (১) ৩৮০, ৩৮১। (৩) ১৭৪।

ক্যালি নাই। (৫) ১৪১, ১৪২।

ক্যালি বাই। (৩) ১৭৫।

চেলিডোনিয়াম। (১) ১৪১, ২৬৯, ২৭০, ৩৬৩, ৩৬৭, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৯, ৩৮০।

জেলসিমিয়াম। (৪) ৮৪।

ইবাকু লিনাম। (৪) ২৪৫।

পাল্‌সেটো। (৫) ২০।

কস্‌ফরাস। (১) ১৪০। (৪) ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫। (৫) ৪৭৫।

ফেরাম ফস। (৫) ১৬৭, ৫১৯।

বেলাডোনা। (১) ৩৭৪। (৫) ১২৭।

ব্রায়নিয়া। (১) ১৪০, ১৪১, ৩৭৪। (৩) ১৭৪। (৪) ২৪৩, ২৪৪।

ব্রমিয়াম। (৫) ৪৭।

ভেরেটাম ভিরি। (৫) ১৬৬, ১৬৭, ৪৭৫।

মাকু রিয়াস। ১২৬, ২৬৯, ৩৮০, ৩৮১।

রাস্‌টক্‌স্‌। (৪) ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩।

ল্যাকেসিস্‌। (৪) ৩০, ৩১।

সাল্‌ফার। (৩) ৩৬, ৩৭। (৪) ৩১।

(৫) ৪৭৫।

। (১) ১৭২।

স্‌কুইনেরিয়া। (১) ১৪১। (৩) ৩৭, ১৭৫।

(৫) ১৬৭, ৪৭৫।

হায়মায়ামাস। (৪) ২৪৫।

হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৭২।

১৫। পিনস, পুতিনস, পুরাতন
সদ্বিরোগ বা অজিনা।

অরাম। (৪) ৪৬৪, ৪৬৫।

আসেনিকাম। (২) ৫৪।

ক্যালি আরডি। (৫) ১২৬।

ক্যালি বাই। (৪) ২৯, ৩৭২। (৫) ১২৬।

গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৫।

গিরিডিয়ন। (৫) ৩১৬।

থুজা। (৪) ২৭৬।

নাইট্রিক এসিড। (৪) ২৯।

ফস্‌ফরাস। (৪) ২৪১।

মার্ক কর। (১) ২৫২।

মাকু রিয়াস। (৪) ২৯।

ম্যাগ্নেসিয়া মিউ। (৫) ৩৫৫।

ল্যাক্‌ কেনিনাম। (৪) ২৯। (৫) ২৮৭।

ল্যাকেসিস্‌। (৪) ২৮, ২৯।

সাইলিসিয়া। (৫) ৩৫৫।

সাল্‌ফার। (৩) ৩৫।

সিপিয়া। (২) ৩০৩।

১৬। পুরিসি, পুরাইটাস বা ফস্‌ফস্‌-

বেষ্ট-ক্লিন-প্রদাহ।

আর্গিকা। (৩) ১২৯।

আস-আরডেটাম। (২) ২০।

আর্সেনিকাম । (২) ৮৯ ।

একোনাইট । (১) ৩৯, ১৩৮ । (৩) ৩৬ ।

(৪) ৩০৪ ।

এপিস । (৩) ৩৬ । (৪) ৩০৩ । (৫) ২০ ।

এব্রোটেনাম । (৫) ১০২, ১০৩ ।

কাস্টারিস । (৩) ৩০৬ ।

চেলিডনিয়াম । (১) ৩৭৩ ।

ফেরাম ফস্ । (১) ১৩৮ ।

বেলাডনা । (১) ৩৭৪ ।

ব্রায়নিয়া । (১) ১৩৬, ১৩৬, ১৩৮, ১৩৯ ।

(৩) ৩৬ । (৪) ৩০৪ । (৫) ২০, ২০২ ।

রেণাক্সাস বালো । (৫) ২০, ২১ ।

সালফার । (৩) ৩৬ । (৪) ৩০৩ ।

হিপার সালফ্ । (৪) ৩০৪ ।

১৭। ফুস্ফুস্ প্রদাহ বা ইন্ফ্রামেশন

অব দি লাজ্জ্ ।

আর্সেনিকাম । (৩) ৩০৭ ।

কাস্টারিস । (৩) ৩০৭ ।

মেলিলোটাস্ । (৫) ২৪৪ ।

১৮। ফুস্ফুস্ হইতে রক্তস্রাব বা

হিমরেজ ফ্রম দি লাজ্জ্ ।

অক্সিলেগা । (৫) ৪৬৮ ।

ইপিক্যাক্ । (৩) ৪১২ ।

একালিকা ইণ্ড্ । (৫) ৪৩২ ।

১৯। ফুস্ফুসে গুটিকাজনন বা টুবাৰ্কু-

লোসিস্ অব দি লাজ্জ্ ।

সিনিসিও অরি । (৫) ১১২ ।

ক্যাক্ আই । (৩) ২৮১ ।

২০। ফুস্ফুসে পুয়সঞ্চার বা সাপুৱেশন

অব দি লাজ্জ্ ।

ওপিয়াম্ । (৩) ৩৭২ ।

ক্যাপ্ সিকাম্ । (৩) ২৪ ।

কার্ক ভেজিটেবিলিস্ । (৩) ২৩ ।

চাইনি সালফ্ । (৩) ২৩ ।

লাইকোপোডিয়াম্ । (৩) ২৪৩ ।

সিঙ্কনা । (৩) ২৩ ।

স্রাঙ্কুইনেরিয়া । (৩) ২৪ ।

২১। ফুস্ফুসে আক্ৰেপ বা স্প্যাজ্জ্

অব দি লাজ্জ্ ।

ইপিক্যাক্ । (৩) ৩৭৩ ।

মস্কাস্ । (৩) ৩৭৩ ।

২২। ফুস্ফুসের পচন, ধ্বংস বা

গ্যাংগ্রিণ অব দি লাজ্জ্ ।

আর্সেনিকাম্ । (২) ২০ ।

ল্যাকেসিস্ । (৪) ২০ ।

২৩। ফুস্ফুসে পক্ষাঘাত বা

প্যারালিসিস্ অব দি লাজ্জ্ ।

ইপিক্যাক্ । (৩) ১৭১ ।

এন্টিম টার্ট । (৩) ১৭১, ১৭২ ।

এমনিয়াম কার্ক । (৩) ১৭২ । (৫) ৮৯ ।

কার্ক ভেজ্ । (৩) ১৭২, ৪০১ ।

ক্যালি আয়ড্ । (৩) ১৭২ ।

ডাক্সামারা । (৩) ৪৫৬ ।

মস্কাস্ । (৩) ১৭২ । (৫) ২৮২, ২৮৩ ।

ল্যাকেসিস্ (৩) ১৭২ ।

২৪। ফুস্ফুসে পুয় বা ব্রণ-শোথ বা

এব্‌সেস্ অব দি লাজ্জ্ ।

আর্সেনিকাম্ । (৩) ২৪ ।

কার্ক ভেজ্ । (৩) ২৩ ।

কুইনি সালফ্ । (৩) ২৩ ।

ক্যাপ্ সিকাম্ । (৩) ২৪ ।

ক্যালি কার্ক । (১) ১২৬ ।

ক্যাক্‌রিয়া সালফ্ । (৫) ১৯১ ।

মাকু রিয়াস্ । (১) ১২৬ ।

ল্যাকেসিস্ । (৪) ৩১ ।

সিক্কোনা । (৩) ৯৩ ।

শ্রাহুইনেরিয়া । (৩) ৯৪ ।

হিপার সাল্ফ । (১) ১৭২ ।

২৫। ফুস্ফুসের প্রসারণ বা

ডাইলেটেশন অব দি লান্গ্‌স্ ।

লাইকোপোডিয়াম । (৩) ২৪৩ ।

২৬। ফুস্ফুসের রক্তাধিকা বা

কঞ্জেশন ।

ক্যান্ডর ; (৫) ৪৪৫ ।

সাল্ফার । (৬) ৩৫, ৩৮ ।

২৭। বক্ষরোগ বা ডিজিজেন্জ্ অব

দি চেষ্ট্ ।

লাইকোপোডিয়াম । (৩) ২৪২, ২৪৩ ।

সিমিসিফুগা । (৫) ৮ ।

২৮। বক্ষ-শূল, বক্ষের বেদনা বা

।

অর্গিকা । (১) ১৪১, ১৪২ । (৩) ১২৭ ।

(৫) ১৯ ।

ক্যালি কার্ব । (১) ১৯৫ ।

গল্‌থেরিয়া । (৩) ১২৭ ।

গুয়েইয়াকাম । (৪) ৩৩৯ ।

চেলিডোনিয়াম । (১) ১৪১, ১৯৫ ।

টিকোলিয়াম প্র্যাটেন্স্ । (৩) ১২৭ ।

ব্রায়নিয়া । (১) ১৩৮, ১৪১ । (৩) ১২৭ ।

মাকু'রিয়াস । (১) ১৯৫ ।

ব্রাসটক্‌স্ । (৩) ৩৩৯ ।

ব্রাস্‌য়েডি । (১) ১৪১, ১৪২ । (৪) ৩৩৯ ।

(৫) ১৯ ।

ক্লোজ্জ্ । (১) ১৪১, ১৪২ ।

রেণাকুলাস বাছো । (১) ১৪১ । (৩) ১২৭ ।

(৫) ২০ ।

রেণাকুলাস স্কি । (৫) ৩২ ।

সিমিসিফুগা । (১) ১৪১, ১৪২ । (৫) ৮ ।

সেনেগা । (১) ১৪১, ১৪২ । (৫) ১৯ ।

২৯। বক্ষ-সর্দি বা ক্যাটার্

অব দি চেষ্ট্ ।

সিপিগা । (২) ৩০৪ ।

৩০। বায়ুনালী-প্রতিশ্রাব্য বা ক্যাটার্

অব দি ত্রংকাই ।

ইরিজিয়াম । (৫) ২১৬ ।

কোকাস ক্যাক্টাই । (৫) ৩০৪, ৩০৫ ।

৩১। ব্রঙ্কাইটিস্ এবং ক্যাপালারি-

ব্রঙ্কাইটিস্—তরুণ ও প্রবল ; পুরাতন

এবং বৃদ্ধের বা সিনাইল প্রভৃতি ।

আর্সেনিকাম । (৩) ৪০১ ।

ইপিক্যাক্ । (১) ১১০, ১১২, ১৫০ ।

(২) ৩৮১ । (৩) ১৭৪ ।

একোনাইট । (১) ১১০, ১১১ । (৪) ৮৩,

৮৪ । (৫) ১৬৭ ।

টার্ট । (১) ১১০, ১১১ । (২)

৩৯০ । (৩) ১৭৩, ১৭৪ । (৫) ৯৮,

১৭৬ ।

এমনিয়াম কষ্ট । (৫) ৯৮ ।

এমনিয়াম কার্ব । (৫) ৮৭, ৮৮ ।

এমনিয়াম ফস্ । (৫) ৯৮ ।

এমনিয়াম মিউ । (৫) ৯৪ ।

এলিয়াম সেপা । (১) ১১০, ১১২ ।

এলুমিনা । (৪) ১৪২ ।

কলচিকাম। (৪) ১৪২।

কটিকাম। (১) ১১০, ১১২। (৩) ৩৪১, ৩৪২। (৪) ১৪২।

কার্ব এনি। (৫) ৫০৮, ৫০৯।

কার্ব ভেজ। (৩) ১৭৩, ৪০০। (৫) ৫০৯।

কোকাস ক্যাঙ্ক। (৫) ৩০৪, ৩০৫।

ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৬।

ক্যাঙ্ক এসেট। (৫) ১৮৮।

ক্যাঙ্ক কার্ব। (১) ১১০, ১১২।

চেলিডোনিয়াম। (১) ৩৭৯।

জেলুমিনিয়াম। (১) ১১১। (৪) ৮৩, ৮৪।

টেরিবিষ্ট। (৫) ৫৫৫।

ডাল্‌কামারা। (৩) ৪০১, ৪৫৪।

নেট্রাম সাল্‌ফ। (১) ১৪২।

পাল্‌সেটলা। (২) ২০২।

পিক্স লিকুইড। (৩) ৩৬।

ফস্‌ফরাস্‌। (১) ১১০, ১১২। (২) ৩৯৯। (৪) ২৪৩।

ফেরাম ফস। (৪) ১১০, ১১১। (৪) ৮০। (৪) ১৬৭, ৫১৯।

বাল্‌সাম পেরু। (৩) ৩৬।

বেগাডোনা। (১) ১০৪, ১০৯, ১১০, ১১২, ১১৩। (৪) ২৪৩।

ব্যারাইটা কার্ব। (৫) ১৭৫, ১৭৬।

ব্রায়নিয়া। (৩) ১১০, ১১১, ১৪২।

ভেরেটাম এল্‌। (৪) ১৪২।

ভেরেটাম ডি। (১) ১১০, ১১১। (৪) ৮৪। (৫) ১৬৬, ১৬৭।

রিউমেক্স্‌। (১) ১১০, ১১২।

লাইকোপোডিয়াম। (১) ৩৭৯। (২) ৩০৩। (৩) ২৪২, ২৪৩।

লাকেসিস্‌। (১) ১১০, ১১৩। (৩) ৪০১। (৪) ৩০।

সাল্‌ফার। (৩) ৩৬।

সিলা। (৩) ৪০১। (৫) ২১০।

সেনেগা। (৩) ৪০১।

হিগার সাল্‌ফ। (১) ১৭১।

৩২। ব্রকোরিয়া বা বায়ু-নালী প্লেগ্মা-শ্রাবাধিক্য।

কার্ব ভেজ। (৩) ৪০১

৩৩। যক্ষ্মাকাস বা থাইসিস্‌।

আয়ডিয়াম। (৫) ১১৭

আসেনিকাম। (৪) ২৪৬।

ইপিক্যাক। (২) ৩৯৩।

এক্টিয়া রেসি। (৫) ৮।

এনাকার্ডিয়াম। (৫) ৬৫।

এনিসাম ষ্টিল। (৫) ৩১৬।

এমনিয়াম মিউ। (৪) ২৪৮। (৫) ৯৪

কার্ব এনি। (৫) ৫০৮, ৫০৯।

কার্ব ভেজ। (৫) ৫০৯।

কোকাস ক্যাঙ্ক। (৫) ৩০৪, ৩০৫।

ক্যানাবিস স্ত্রাটি। (৫) ১৩৪।

ক্যাপ্‌সিকাম। (৪) ১১৬।

ক্যালি আই। (৫) ১২৫, ১২৭, ১৩৪।

ক্যালি কার্ব। (৫) ১৩৪।

ক্যালি নাই। (৫) ১৪১, ১৪২।

ক্যাঙ্কোরিয়া। (২) ২১৩, (৩) ২৭৮, ২৭৯, ২৮০। (৪) ১৬৭, ২৪৬, ২৪৭।

ক্যাঙ্ক আই। (৩) ২৮১।

ক্যাঙ্ক ফস। (৩) ২৮১।

ট্র্যাকু লিনাম। (৩) ২৮১। (৫) ৩২৯।

ডাল্‌কামারা। (৩) ৪৫৫।

ড্রিসিরা। (৪) ১১৭। (৫) ৫০৪।

থিরিডিয়ন। (৫) ৩১৫, ৩১৬।

নাইটি ক এসিড। (৪) ১৬৬, ১৬৭। (৫) ১৩৪।

পাল্‌সেটলা। (২) ২০২, ২১৩। (৩) ১৬৭।

পিক্স লিকুইড। (৫) (ক্ষয়কাস)। ৫৫০।

ফস্‌ফরাস্‌। (৩) ২৭৯, ২৮০, ২৮১। (৪) ২০২, ২৪৫—২৪৮।

কস্করিক এসিড। (৪) ২০২।
 ফেরাম মেট। (৫) ৪৭৬, ৫১৪।
 ফেলাণ্ডিয়াম। (৪) ১১৬।
 বোরাকস্। (৪) ৫৫৭।
 ব্যাপ্টিসিয়া। (৫) ৪৬১।
 ব্রায়নিয়া। (৫) ১৩৪।
 মার্টাস্ কন্। (৫) ৩১৬।
 মিলিফোলিয়াম। (৫) ১১০।
 মেডোরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
 লাইকোপোডিয়াম। (২) ২০২। (৩) ২৪৩,
 ৪৫৫। (৪) ১৬৭।
 ল্যাক্ ডিফ্লে। (৫) ২২২।
 ল্যাকেসিস। (৪) ৩১, ৩২। (৫) ৪৭৬।
 ক্রমেক্স্ কু। (৫) (ক্সকাস।) ৪৪০।
 । (৩) ৪৫৫।
 টেনাম। (৩) ৩৮।
 সাইলিসিয়া। (৪) ১১৬, ১১৭। (৫) ৪৪০।
 সাল্ফার। (৩) ২৭২, ২৮০। (৪) ২৪৬,
 ২৪৭।
 সিনিসিগু অরি। (৫) ১১২।
 সিপিয়া। (২) ২২৮, ২২৯, ৩০৪।
 সেনেগা। (৩) ৪৫৫।
 স্পঞ্জিয়া। (৫) ৬৫, ৬৬।
 স্থানুইনেরিয়া। (৫) ৪৭৬।
 হিপার সাল্ফ। (১) ১৭২। (৫) ১৬৫।

৩৪। রক্তকাস বা হিমপ্টিসিস্

একালিকা ইণ্ড। (৫) ৪০২।
 এণ্টিম টার্ট। (৩) ৩৭২।
 গুপিয়াম। (৩) ৩৭২।
 কার্ব ভেজ। (৩) ৪১১।
 ক্যান্টাস গ্র্যাণ্ড। (৫) ৫৪৮।
 পাল্ সেটিল। (২) ২১৩, ৩১০। (৪) ২৪৩।
 কস্করাস। (২) ২১৩, ৩১০। (৪) ২৪৩।
 সাল্ফার। (৩) ৩৮।

৩৫। ল্যারিজিসমাস্ ট্রাইডুলাস বা কর্ণনালী-দ্বার-আক্ষেপ।

আয়ডিয়াম। (৫) ৪৬।
 ইগ্নেসিয়া। (৫) ৪৬।
 ইপিক্যাক। (৫) ৪৬।
 কুপ্রাম মেট। (৫) ৪৬।
 ক্যালকেরিয়া ফস। (৫)
 ফ্লোরিণ। (৫) ৪৬, ৪৭।
 বেলাডোনা। (৫) ৪৬।
 ব্রমিয়াম। (৫) ৪৩।
 মস্কার। (৫) ২৮২, ২৮৩।
 স্থানুকাস। (৫) ৪৬।

৩৬। স্বাসকৃচ্ছ বা ডিফিকাল্টে রেস্পিরেশন।

আর্সেনিকাম। (১) ৮৫।
 টেবেকাম। (৫) ২৭১।
 সাল্ফার। (৩) ৭।

৩৭। স্বাস-যন্ত্র-রক্ত-শ্রাব।

টিলিয়াম। (৫) ৫৪৩।

৩৮। স্বাসযন্ত্ররোগ।

কোকাস ক্যান্টাই। (৫) ৩০৪, ৩০৫।
 চেলিডোনিয়াম। (১) ৩৭৮, ৩৭৯।
 কস্করাস। (৪) ২০২।
 কস্করিক এসিড। (৪) ২০২।
 বেলাডোনা। (১) ১০৯।
 লোবেলিয়া। (৫) ৪২৪।
 স্পঞ্জিয়া। (১) ১৭১।
 হিপার সাল্ফ। (১) ১৬৮।

৩৯। স্বাসরোধ—সাধারণ এবং নব- জাত শিশুর (এস্ফিকসিয়া নিয়ো নেটোরাম।

আর্গিকা। (৩) ৩৭৩।
 এণ্টিম টার্ট। (৩) ১৭১।

ওপিয়াম । (৩) ৩৭৩ ।
 প্র্যাটিনাম । (৫) ৫২৩ ।
 বভিষ্টা । (৩) ৩৭৩ ।
 লরসিরেসাস্ । (৩) ১৭১ ।

৪০। সেনাইল ক্যাটার বা বৃদ্ধ- দিগের বায়ুনালীর সর্দি ।

লাইকোপোডিয়াম । (৩) ২৪৩ ।

৪১। স্বরভঙ্গ বা হোর্সেনেস্ ।

আর্জেন্টাম মেট । (৫) ৪৭২, ৫০৬ ।
 আণিকা । (৩) ৩৪১ ।
 ইউপে পার্ফোলি । (৩) ৪০০ ।
 এরাম টি । (৫) ৪৬২ ।
 ওপিয়াম । (৩) ৪০০ ।
 কষ্টিকাম । (৩) ৩৫, ৩০০, ৩৪০, ৪৪১ ।
 কার্ক ভেজ । (৩) ৩৯২, ৪০০ ।
 গ্রাফাইটিস । (৩) ৩৪১ ।
 জেলুমিনিয়াম্ । (৩) ৪০০ ।
 নাক্স মস্কেটা । (৩) ৪০০ ।
 প্র্যাটিনাম । (৩) ৪০০ ।
 ফস্ফরাস্ । (৩) ৩৪১, ৩৯২ । (৪) ২৪১ ।
 ক্রমেক্স কৃষ্ণ । (৫) ৪৪০ ।
 সালফার । (৩) ৩৫, ৩৪১, ৪০০ ।
 সিলিনিয়াম । (৩) ৩৪১ । (৫) ৪৬২ ।
 সেনেগা । (৩) ৪০০ ।

৪২। স্বর-বস্ত্র-প্রদাহ বা ল্যারিঞ্জাইটিস্

—তরুণ ও পুরাতন ; ল্যারিঞ্জিয়াল

ক্যাটার বা স্বর-বস্ত্র-প্রতিশ্রাব

এবং স্বর-বস্ত্র-যক্ষ্মা ।

আর্জেন্ট নাই । (৪) ৪৪৩ ।

আর্জেন্টাম মেট । (৫) ৪৬২, ৫৩৬ ।
 আর্সেনিকাম । (৪) ৩৭৩ ।
 ইউপে পার্ফো । (৫) ১১৫ ।
 ইন্ধুলাস হাই । (১) ১০২ । (৫) ৫০২ ।
 একোনাইট । (১) ১০২ । (৫) ৬৪ ।
 এপিস । (৪) ৩০২ । (৫) ৪৩৪ ।
 এমনিয়াম ব্রোম । (৫) ৯৯ ।
 কোকাস ক্যাষ্টাই । (৫) ৩০৪ ।
 ক্যালি বাই । (৪) ৩৭৩ ।
 ক্লোরিন । (৫) ৪৩৪ ।
 টুবাক্ । (১) ১৮০ । (৫) ৩২২ ।
 ডাক্সামারা । (১) ১৮১ । (৩) ৪৫৪ ।
 ড্রিসরা । (৫) ৪৩৪ ।
 প্যারিস কোয়া । (৪) ৪৪৩ ।
 ফস্ফরাস্ । (৪) ২৪১ ।
 ফেরাম ফস । (১) ১০২ । (৫) ৫১২ ।
 বেলাডোনা । (১) ১০২ ।
 ব্রমিয়াম । (৪) ৩০২ ।
 ম্যাঙ্গানিস । (৪) ৪৪৩ ।
 ষ্টিলিজিয়া । (৫) ৪৩২ ।
 সালফার । (৪) ৩৭৩ ।
 সিলিনিয়াম । (৪) ৪৪৩ ।
 স্পঞ্জিয়া । (৫) ৬৪, ৬৫ ।
 স্ত্রাবুকাস । (৪) ৩০২ । (৫) ৪৩৪ ।
 হিপার সালফ । (১) ১৬৮ । (৪) ৩৭৩ ।

৪৩। স্বরবস্ত্র (ল্যারিঞ্জস্) রোগ ।

আর্জেন্টাম । (৪) ৪৪৩ ।
 এরাম টি । (৫) ৪৬২ ।
 টুবাক্ লিনাম । (১) ১৮০ । (৫) ৩২২ ।
 ড্রিসরা । (কৃত) (৫) ৪৩৪ ।
 ফস্ফরাস । (৪) ২৪১, ২৪২ ।
 সিলিনিয়াম । (কৃত) (৫) ৩৪১ ।
 স্ত্রাবুকাস্ । (যক্ষ্মা) (৫) ৪৩৪ ।

৪৪। স্বর লোপ (পক্ষাবান্তিক),

এফনিয়া।

ইউপে পার্কে। (৫) ১১৫।

এমনিয়াম কষ্ট। (৫) ২৮।

কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৮, ৩৩৯।

জেলসিমিয়াম। (৪) ৮১।

নেটাম মিউ। (৪) ৮১।

ফস ফরাস্। (৪) ২৪১।

সালফার। (৩) ৩৫।

সিফিলিয়াম। (৫) ৩৪১।

স্ট্রাঙ্কইনেনিয়া। (৫) ৪৭৮।

৪৫। হাঁপানি, হাঁপ-রোগ বা এড্‌মা।

আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৪৪৩।

আর্সেনিকাম। (২) ৫৫, ৩৮৯। (৪) ৩০৩।

(৫) ৩৭৫। (৫) ৪২৪।

ইপিক্যাক। (২) ৩৮৯। (৪) ৩০৩। (৫)

৪২৪।

এপিস। (৪) ৩০৩।

এম্বাগ্রিসিয়া। (৫) ৩২২।

কার্ব ভেজ। (৩) ৪০১।

কুগ্রাম। (২) ৩৮৯।

ক্যাপ্সিকাম। (৫) ২৬৬।

ক্যাম্ফর। (৫) ৪৪৫।

ক্যালি কার্ব। (৪) ৩৭৫।

ক্যালি নাই। (৫) ১৪১, ১৪২।

ক্যালি ফস্। (৪) ৩৭৫।

ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৫।

ড্রিসিরা। (৫) ২৮৪।

নাকস ভমিকা। (৩) ৪০২।

নেটাম সাল্ফ। (১) ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬।

ব্রমিয়াম। (৪) ৩০৩।

ব্রাটা অরি। (৫) ৩০৭।

মস্কাস। (৫) ২৮২, ২৮৩।

মেকিটিস্। (৫) ২৮৪, ২৮৫।

রুমেকস কু। (৫) ২৮৫।

লাইকোপাস। (৫) ২০১।

লোবেলিয়া। (২) ৩৮৯। (৫) ৪২৪।

ল্যাকেসিস্। (৪) ৩০।

টিষ্টা। (৫) ২৮৫।

ষ্ট্রামোনিয়াম। (১) ৩০৮।

সালফার। (১) ১৭৩—১৭৬।

হিপার সাল্ফ। (১) ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬।

৪৬। ছপশব্দক কাসি বা ছপিং কফ।

আণিকা। (৩) ১০৯।

ইপিক্যাক। (২) ৩৮৮।

কুগ্রাম। (২) ৩৮৪। (৩) ২১৩।

কোকাস ক্যাষ্ট্। (৪) ৩৭৫। (৫)

০৫।

কোরেলিয়াম রুব্। (৩) ২১৪, ২৮৫, ৩০

ক্যালি কার্ব। (৫) ১৩৩, ১৩৪

ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৫।

ক্যালি সাল্ফ। (৫) ৩৫০।

(৩) ২১৪। (৫) ৩০১।

ড্রিসিরা। (৩) ২১৩, ২১৫। (৫) ৫০৪।

স্ট্রাক্থ্যালিন। (৩) ২১৪। (৫) ২৮৪।

ব্রায়নিয়া। (৪) ১৪৩।

ভেরেটাম্‌ এল্। (৪) ১৪৩।

মস্কাস্। (৫) ২৮২, ৩৮৩।

মেকিটিস্। (৩) ২১৪। (৫) ২৮৪, ৩০১।

ম্যাগ্নেসিয়া ফস্। (৫) ৩৫০।

লিডাম। (৩) ২১৫। (৫) ২৮৪।

সিনা। (২) ৩৮৮, ৪০৭।

স্ট্রাঙ্কইনেনিয়া নাইট্রেট্। (৫) ৩৫০।

স্ট্রাক্থাস। (৫) ৪৩৪।

হিপার সাল্ফ। (৫) ৩৭৫।

৭। পরিপাক-যন্ত্র এবং মুখ-

গহ্বরাদি উদর-যন্ত্র-

রোগ।

৯। অজীর্ণ, আমাশয়াজীর্ণ বা ডিস্-

পেপ্টিয়া, ইন্টিজেশন।

আর্জেন্টাম নাই। (৩) ৪০। (৪) ৪৪৪,
৪৪৫

আর্গিকা। (৩) ১৩১।

আসেনিকাম। (২) ২০৫, ৩৯১। (৩)
২৪৭।

ইয়েসিয়া। (২) ৩০৫, ৩৪৬। (৪) ৪৪৫।
(৫) ৩৫।

ইপিক্যাক। (২) ২০৫, ৩৯১।

এক্টিয়া স্পাইকেটা। (৫) ১৩।

এনাকার্ডিয়াম। (১) ১৮২, ১৮৩। (৩)
২৪৬। (৪) ৪১৬।

এন্টিম ফ্রুড। (২) ৩৯১। (৩) ১৪১, ১৫২,
১৫৩।

এবিস্ কেনাডেনসিস। (৫) ২৫৫।

এবিস্ নাইগ্রা। (২) ১৫৮, ২০৫। (৩) ৯৫,
৯৬। (৫) ২৫৭।

এলুমিনা। (৫) ৮৩।

কল্‌চিকাম। (৩) ৬৫, ৯৫।

কার্ব'এনিমেলিস। (৫) ৫০৯।

কার্ব'ভেজ। (২) ১৫৯, ২০৫। (৩) ৩৯,
৯৪, ৯৫, ৪০২, ৪০৩, ৪০৪। (৪)
৪১৬। (৫) ৫০৯।

ক্যাস্টাস গ্রাণ্ড। (৩) ২৪৮।

ক্যামিল্লা। (২) ৩৭২।

ক্যালি কার্ব। (৩) ৯৬, ৪০৩।

ক্যালি ক্লোর। (৫) ১৩৯।

ক্যালি বাই। (২) ১৫৯। (৪) ৩৭৭।

ক্যাঙ্ক কার্ব। (৩) ২৮২—২৮৪।

ক্রিয়োজোট। (২) ১৫৮।

চেলিডনিয়াম। (৪) ৪১৬।

টেবেকাম। (২) ৩৯০।

থেইন। (২) ৩৯৬।

নাক্স ভমিকা। (১) ১৪৫, ১৮৩। (২) ১৫৮,
১৫৯, ২০৫। (৩) ৩৯, ২০৪, ৪০৩।
(৪) ৪১৬।

নাক্স মস্কেটা। (২) ১৫৮। (৩) ২৪৬, ৪০৩।

নেট্রাম কার্ব। (৩) ৪০।

নেট্রাম মিউ। (২) ২৬০। (৪) ২৪৯।

নেট্রাম সাল্ফ। (৩) ৪০।

পালসেটিলা। (১) ১৪৫, ১৮৩, ১৮৪। (২)
২০৪, ২০৫, ৩৯১। (৩) ৯৫, ২৪৬।

ফসফরাস্। (৪) ২৪৯।

ফেরাম। (৪) ৪১৬।

ফ্লুয়োরিক এসিড। (২) ২৬০।

বিস্মাথ্। (২) ১৫৮। (৪) ২৪৯।

ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৫। (৪) ২৪৯। (৫) ৮০।

মিউরেক্স্। (২) ৩০৫।

ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব। (৫) ৩৪৪, ৩৪৫।

লাইকপডিয়াম। (১) ১৮৩। (২) ১৫৮,
৩০৬। (৩) ৩৯, ৯৫, ২৪৫—২৪৮,
৪০৩। (৪) ৪১৬।

লোবেলিয়া। (২) ৩৯০।

ল্যাক্সিস্। (২) ২৬০। (৩) ২৪৭। (৪) ৪০।

ষ্ট্যাক্সিসেগিয়া। (২) ৩৯০।

সাল্ফার। (২) ১৫৯, ৩০৫, ৩০৬। (৩) ৩৮,
৩৯, ৪০, ২৪৭। (৪) ২৪৯।

সালফুরিক এসিড। (৩) ৪০৩।

সিঙ্কনা। (৩) ৯৪, ৯৫, ২৪৭, ৪০৩।

(৪) ৪১৬।

সিপিলা। (২) ৩০৪, ৩০৫। (৩) ২৪৭।

(৪) ২৪৯। (৫) ৩৫।

হাইড্রাষ্টিস্। (২) ৩০৫। (৫) ৩৬, ৩৭।

হিপার সাল্ফ। (১) ১৮৩, ১৮৫। (২) ২৬০।

২। অস্ত্র-প্রদাহ বা এণ্টারাইটিস্।

কল্‌চিকাম। (৪) ৪৮।

বাবে'রিস ভ্জারিস। (৫) ৩৮১।

বেলাডোনা। (৪) ৪৮।

মার্কু'রিয়াস। (৪) ৪৮।

রাস্টক্স্। (৪) ৪৮।

ল্যাকেসিস্। (৪) ৪৮।

হিপার সাল্‌ফ্। (১) ১৬৮।

৩। অস্ত্র-বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা
পেরিটনাইটিস্।

আর্গিকা। (৪) ৫১।

একনাইট্। (১) ১০১। (৩) ৪৩।

কল্‌চিকাম। (৪) ৪৮, ৫০, ৫১।

টেরিবিস্। (৪) ১৪৩। (৫) ৫৫৫।

ডিজিটালিস্। (৫) ৩৮১।

প্লাস্‌ম। (৪) ৫০।

ফেরাম ফস্। (৫) ৫১৯।

বাবে'রিস ভ্জারিস। (৫) ৩৮১।

বেলাডোনা। (১) ১০৩, ১০১, ১১২, ২৬৮।
(৪) ৪৮।

ব্রাসনিয়া। (১) ১০১, ১০২, ১৩৮।
(৩) ৪৩। (৪) ৩৪২।

মার্কু'রিয়াস। (১) ১০১, ১০২, ২৬৮।
(৪) ৪৮।

মার্কু'রিয়াস কর। (১) ১০১, ১০২।

রাস্টক্স্। (৪) ৪৮, ৫০, ৩৪২।

রেনাক্সুলাস বাষো। (৫) ২০।

ল্যাকেসিস্। (১) ১০১, ১০২। (৪) ৪৮,
৫০, ৫১।

সাল্‌ফার। (৩) ৪৩।

৪। অস্ত্র-রক্তশ্রাব বা ব্লিডিং ফ্রম
দি বায়ুয়েল্‌স্।

টেরিবিস্। (৫) ৫৫৫।

ট্রিলিয়াম্। (১) ৫৪৩।

৫। অস্ত্রাবরোধ বা অবষ্ট্রাক্‌শন
অব্‌ দি বায়ুয়েল্‌স্।

ওপিয়াম্। (৩) ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬।

৬। অস্ত্রের পক্ষাবাতিক দুর্বলতা বা
প্যারালিটিক উইকনেস্ অব দি
বায়ুয়েল্‌স্।

প্লাস্‌ম। (৫) ৫৪১।

সিকেলি। (৫) ৩৭৪।

৭। অক্ষাত্তাদি-প্রদাহ বা টাইফি-
লাইটিস্ ও পেরিটাইফলাইটিস্
প্রভৃতি।

কার্লি মিউরিয়েটিকাম্। (৫) ৫১৯।

ফেরাম ফস্‌ফরিকাম্। (৫) ৫১৯।

রাস্টক্সিকোডোণ্‌ন। (৪) ৩৪৩।

৮। অন্ন-নালী-প্রদাহ বা
ইস্‌ফেগাইটিস্।

আসেনিকাম্। (১) ৯৯।

বেলাডোনা। (১) ৯৯।

ভেরেট্রাম ভিরিডি। (১) ৯৯।

রাস্টক্স্। (১) ৯৯।

৯। অর্শ-রোগ বা হিমরয়েডস্,
পাইল্‌স্।

আসেনিকাম্। (২) ২০৭।

ইগেসিয়া। (২) ৩৩০।

ইস্কুলাস হাইপ্। (২) ২০৩। (৫) ৫০২।

এনাকার্ডিয়াম্। (১) ৩৯৯।

এণ্টিম কুডাম্। (৩) ১৫৫।

এটোনাম্। (৫) ১০২।

এমনিয়াম কার্ব্। (২) ২০৭। (৩) ৪১০।

এলুমিনা। (৩) ৪১০। (৫) ৮১।

এলো। (৫) ১৯৯।

কলিন্দসনিয়া। (৫) ১৯৯।

কার্বি এনি। (৫) ৫০৯।	আর্সেনিকাম। (২) ৫৭। (৪) ৪৩, ৪৪,
কার্বি ভেজ। (৩) ৪০৯, ৪১০। (৫) ৫০৯।	৪৫।
ক্যাপ্‌সিকাম। (৫) ১৯৯।	ইপিক্যাক। (১) ২৬৮। (২) ৩৯২। (৩)
গ্রাফাইটিস। (৪) ৪১৬, ৪১৭।	৪২।
নাইট্রিক এসিড। (৩) ৪১০।	একনাইট। (৪) ৪১, ২৬৪, ১৬৫, ২৬৭।
নাক্সভমিকা। (২) ১৬০, ১৬১। (৩)	(৫) ১৪২, ৫১৯।
৪১০। (৫) ৫০২।	এলো। (৩) ৪২, ৬৬।
নেট্রাম মিউ। (৩) ৪১০।	ককুলাস ইণ্ড। (৪) ৪৭।
পালনেটিল। (২) ২০৭। (৫) ৫০২।	কলসিস্থ। (১) ২৬৮। (৩) ১৯৬।
পিওনি। (২) ২০৭, ২০৮।	৩১০।
নিউরিয়েটিক এসিড। (৫) ১৮৩। (৫) ১৯৯।	কলচিকাম। (২) ৩০৮। (৩) ৬৬, ৬৭,
মিলিফোলিয়াম। (৫) ১১০।	৩১০। (৫) ৪৭।
রেটানিয়া। (৫) ১৯৯।	। (১) ২৬৮।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৫১।	কার্বি ভেজ। (৩) ৪০৮, ৪০৯। (৪) ৪৫,
সাল্‌ফার। (২) ১৫৯। (৩) ৪৩, ৪৪।	৪৬, ৪৭।
সিপিয়া। (২) ৩০৭।	ক্যাডমিয়াম। (৪) ৪৪।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৮৫।	কাস্থারিস। (১) ২৬৫। (৩) ৬৭, ১৯৬,
হেমেলেসিস। (৫) ৪৬৪, ৪৬৫।	৩১০, ৩১১।

১০। অসাড় ও অনৈচ্ছিক বা ইন্ডল্যাটারি মল-ত্যাগ।

আয়ডিনাম। (২) ২২৭।	ক্যাপ্‌সিকাম। (৩) ৩১০।
এলো। (২) ২২৭।	ক্যালি ক্লোরিকাম। (৫) ১৩৯।
ওলিয়েগার। (২) ২২৭।	ক্যালি নাইট্রিকাম। (৫) ১৪১, ১৪২।
নেট্রাম মিউ। (২) ২২৭।	ক্যালি বাই। (২) ৩০৮। (৩) ৬৭, ৩১১।
পডফাইলাম। (২) ২২৭।	(৪) ৪৭।
নিউরিয়েটিক এসিড। (২) ২২৭।	ক্যাকেরিয়া। (১) ২৬৩।
হায়সায়মাস। (১) ৩৫৪।	জিক্সাম্‌ সাল্‌ফ। (৩) ৩১১।
	ট্রিলিয়াম। (৫) ৫৪৪।
	ডাক্সামার। (৩) ৪৫৬।
	নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৮।
	নাক্স ভমিকা। (১) ২৬৮। (৩) ৪২, ১৯৬।
	পডফাইলাম। (৩) ১৯৬।
	ফেরাম ফস্‌ফরিকাম। (৫) ৫১৯।
	বেলাডনা। (১) ২৬৪, ২৬৫।
	ব্যান্ডিসিয়া। (৩) ৪২।
	মাক্‌রিয়াস্‌। (১) ৪১, ১০৪, ১৯৪, ২৬২
	—২৬৮। (২) ৩৯২। (৪) ৪৩।

১১। আমরজুরোগ, রক্তমাশয় বা ডিসেটারি—তরুণ ও প্রবল বা একুট, নাতিপ্রবল বা সাব-একুট। পুরাতন বা ক্রনিক সন্নিপাতিক বা টাইফইড।

আর্গিকা। (৩) ১৩১, ১৩২।

মাকুরিয়াস্ কর। (১) ২৬৩—২৬৭।
(৫) ১৩৯।

মাকুরিয়াস্ ডাল্‌সিস্। (১) ২৬৩।

মাকুরিয়াস্ ভাইভাস। (১) ২৬৩, ২৬৭।

মেক্সিয়ারাম। (৪) ১৬৮।

মাসটক্স। (১) ২৬৪, ২৬৬, ২৬৮। (৩) ৪২।
(৪) ৩৪৩, ৩৪৪। (৫) ৪৬১।

ল্যাক্সেসিস। (৩) ৪২। (৪) ৪১—৪৭।

মিলিসিয়া। (১) ২৬৩।

সালফার। (৩) ৪২, ৩১০।

সিঙ্কনা। (৪) ৪১, ৪২।

সিপিয়া। (২) ৩০৮।

হিপার সালফ। (৪) ৪১, ১৬৮।

হেমামেলিস। (৩) ৪২।

১২। আশায়-ককট রোগ বা ক্যান্সার অব দি ষ্টমাক্।

কাগুরেস্কো। (৫) ২২৯।

ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৭।

ফসফরাস। (৫) ২৪২।

১৩। আশায়-প্রদাহ ও ক্ষত বা গ্যাস্ট্রাইটিস্ ও গ্যাস্ট্রিক আল্‌সার।

আর্জেন্টাম নাই। (২) ৫৬, ৫৭। (৪) ৪৪৪,
৪৪৫।

আর্সেনিকাম। (২) ১৪, ১৫, ৫৫, ৫৬,
৫৭। (৩) ৩০৯। (৪) ৩৭৮।

একনাইট। (১) ৪১।

কার্ব ভেজ। (২) ৫৬, ৫৭।

ক্যাস্টারিস। (২) ৫৬, ৫৭। (৩) ৩০৯।
(৫) ১৩৯।

ক্যালি বাই। (২) ৫৬, ৫৭। (৪) ৩৭৭।

ফসফরাস্। (৪) ২৪২।

লাইকপডিয়াম। (২) ৫৬।

ল্যাক্সেসিস। (২) ৫৬, ৫৭।

১৪। আশায় রোগ বা গ্যাস্ট্রিক ডিরেঞ্জমেন্টস্।

আয়ডিয়াম। (১) ৩৮৬।

আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৪৪৪, ৪৪৫।

ইপ্সেসিয়া। (২) ৩৪৬, ৩৪৭। (৪) ৪৪৫।

এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৮২, ৩৮৬। (২) ১৮৪।

ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৭।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব। (১) ১০০।

গ্র্যাফাইটিস্। (১) ৩৮২।

চেলিডনিয়াম্। (১) ৩৮১, ৩৮২।

ডায়স্করিয়া। (৪) ৪৪৫।

নাল্‌ভমিকা। (১) ৩৮৬। (২) ৩৪৭। (৪)
৪৪৫।

পালসেটিলা। (২) ২০৩, ২০৪।

পেট্রিলিয়াম। (১) ৩৮২।

ফসফরাস্। (৪) ২৪২।

বিস্মাথ। (৪) ২৪২, ৪৪৫।

বেলাডিনা। (১) ৯৯।

ব্রায়নিয়া। (৪) ২৪২।

১৫। আশায়-ক্ষত বা ড্রাইনেস্ অব দি ষ্টমাক্।

নাল্‌ভমিকা। (১) ১৪৫।

পালসেটিলা। (১) ১৪৫।

ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৫।

১৬। আশায় হইতে রক্তস্রাব বা ব্রিডিং ফ্রম দি ষ্টমাক্।

ট্রিলিয়াম। (৫) ৫৪৩।

১৭। আশায়-প্রদাহ বা

গ্যাস্ট্রাইটিস্‌ইন্‌ফ্‌লামেশন।

ইউকক্কিয়াম্‌রেজি। (৫) ৪২৯।

**১৮। আমাশয়ের দুর্বলতা বা উইক-
নেস্ অব দি ষ্টমাক্।**

এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৬, ৩৯৮।
গ্র্যাফাইটিস। (১) ৩৯৭।
চেলিডনিয়াম্। (১) ৩৯৭।
পাল্‌সেটিল। (১) ৩৯৮।
পেট্রিলিয়াম্। (১) ৩৯৭।

**১৯। আমাশয়ের শূল বা
গ্যাষ্ট্রাল্‌জিয়া।**

অর্জেণ্টাম্‌ নাই। (৪) ৪৪৪।
ইগ্নেসিয়া। (১) ৩৪০।
এরটেনাম। (৫) ১০৩।
ক্যামমিলা। (২) ৩৭২।
গ্র্যাফাইটিস্। (৪) ৪১৫।
চেলিডনিয়াম্। (৪) ৪১৬।
পেট্রিলিয়াম্। (৪) ৪১৬।
ম্যাগ্নেসিয়া ফস্। (৫) ৩৫১।
ক্লমেকস্। (৫) ৪৪০।

**২০। উদরযন্ত্রাদিপ্রদাহ—অন্ত্র-বেষ্ট
শিল্পিপ্রদাহ বা পেরিটনাইটিস্, অন্ত্রপ্রদাহ বা
এণ্টারাইটিস্, ডাইসেন্টেরিয়াইটিস্ এবং
অন্ত্রাশ্রাদি প্রদাহ বা টিফলোইটিস্ প্রভৃতি।**

আর্গিকা। (৪) ৫১।
কলচিকাম। (৪) ৪৮, ৪৯, ৫১।
ক্যাস্টাস গ্র্যাণ্ড। (৫) ২১।
টেরিবিঙ্ক। (৪) ৩৪৩। (৫) ৫৫৫।
ডিজিট্যালিস। (৫) ৩৮১।
প্রাশ্বাম্। (৪) ৫০।
বার্কেরিস ভল্। (৫) ৩৮১।
বেলাডনা। (১) ১০০, ১০২। (৪) ৪৮।
ব্রায়নিয়া। (১) ১০১, ১০২, ১৩৮, ১৪৬।
(৩) ৪৩। (৪) ৩৪২।
মাকুরিয়াস। (১) ১০২, ২৬৮। (৪) ৪৮।
মার্ক কর। (১) ১০২।

রাসটক্‌স্। (৪) ৪৮, ৫০, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৫১।
রেনাল্‌কু বাষো। (৫) ২১।
ল্যাকসিস। (১) ১০২। (৪) ৪৮, ৫০, ৫১।
সাল্‌ফার। (৩) ৪৩, ৪৪।

**২১। উদর-রোগ বা ডিজিজেক্
অব দি এব্‌ডমেন।**

ইগ্নেসিয়া। (৫) ৪৮৯।
একনাইট। (১) ৪০।
এলুমিনা। (৫) ৮১।
ডাল্‌কামারা। (৩) ৪৫৬।
পাল্‌সেটিল। (২) ২০৬।
প্রাশ্বাম্। (৫) ৫৩২।

**২২। উদরশূল, অন্ত্রশূল, শূলবেদনা
বা কলিক।**

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৭। (৫) ৪৮৯।
ইপিক্যাক। (২) ৩৯১।
একনাইট। (৩) ১২৪।
এলান। (৩) ৩৭৩।
এলুমিনা। (৩) ২১৭। (৫) ৮১।
ওপিয়াম্। (৩) ২১৬, ৩৭৩।
ককুলাস ইণ্ড্। (২) ৩৪১। (৩) ১৯৫।
(৫) ৪৮৯।
কলিসিন্‌হ্। (১) ১০৩। (৩) ১৯৩, ১৯৪,
১৯৫। (৪) ২৭৮, ৩৪৩। (৫) ৩৪৫,
৩৪১, ৪২৬, ৪২২।
কষ্টিকাম্। (৩) ১৯৪।
কুপ্রাম আস্। (৩) ২১৬।
কুপ্রাম মেট। ২১৬।
ক্যামমিলা। (২) ৩৬১। (৩) ১৯৫।
ক্যাষ্টেরিয়াম্। (৫) ২৭৯।
ক্রোটন টিগ্। (৫) ৪২৬, ৪২৭।
জিঙ্কাম্। (৫) ৫৩২।
ডায়স্করিয়া। (৩) ১৯৪। (৫) ৪২২।
ডাল্‌কামারা। (৩) ৪৫৬।

নাকস্ ভমিকা । (৩) ২১৬, ৩৭৩ ।
পালসেটোলা । (২) ২০৬ ।
প্লাবাম । (৩) ২১৬ । (৫) ৩৫১, ৫৪০ ।
প্লাটিনাম । (৩) ৩৭৩
ভট্টা । (৫) ৩৬৫ ।

বেলাডনা । (৫) ১০৩ । (৩) ১৯৪, ২১৬,
৩৭৩ ।

বয়াক্স্ । (৫) ৫৫৭ ।
ভেরেটাম এল্ । (৩) ১৯৪ ।
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব । (৩) ১৯৪, ১৯৫ ।
(৫) ৩৪৫ ।
ম্যাগ্নেসিয়া ফস্ । (৩) ১৯৪ । (৫) ৩৫০,
৩৫১ ।

রাস্ টক্স্ । (৪) ৩৪৩ ।
ষ্টেনাম । (৩) ২১৬ ।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া । (৩) ১৯৫ । (৫) ২৮ ।
সিঙ্কনা । (৩) ৭৬ ।
হায়সা । (১) ৩২৯ ।

২৩। উদরাখান, উদর-ক্ষীতি বা টম্প্যানাইটিস।

ওপিয়াম । (৩) ৩৭৩, ৩৭৬ ।
কল্ চিকাম । (৩) ৫৫, ৩৭৭ ।
কার্ভ ভেজ । (১) ১০০ । (৩) ২৩৬, ২৩৭,
২৪৮, ৩৭৭ । (৫) ৪৫৪ ।
গ্রাফাইটিস । (৩) ২৪৮ ।
চায়না । (১) ১০০ ।
টেরিবিল্ । (৩) ৩৭৭ । (৫) ৫৫৫ ।
নাকস্ ভমিকা । (৫) ৫৫৪ ।
নাকস্ মস্টেটা । (৫) ৫৫৪ ।
বেলাডনা । (১) ১০০, ১০৪ ।
রাফেনাস । (৩) ২৪৯, ৩৭৭ ।
রাস্ টক্স্ । (১) ১০০ ।

লাইকপডিয়াম । (১) ১০০ । (৩) ২৩৬,
২৩৮, ২৪৮, ৩৭৭ । (৫) ৫৫৪ ।
সাল্ ফার । (৩) ২৪৯ ।
হায়সা । (১) ৩২৯ ।

২৪। উদরাময় বা ডাইয়ারিয়া— তরুণ এবং পুরাতন।

আয়ডিয়াম । (৫) ৫৭ ।
আইরিস্ ভাস । (৩) ৯৬ ।
আর্জেন্টাম নাই । (৪) ৮৫, ৪৪৫ । (৫)
আর্গিকা । (৩) ১৩১, ১৩২, ৪৩৯ ।
আসে নিকাম । (২) ৫৯, ১৬৮ । (৩) ৯৬-খ ।
(৪) ৪৩, ৪৪, ৪৫, ১৪৩, ৪৪৫ । (৫) ৪৫৫ ।
ইউফর্কিয়াম রেজি । (৫) ৪২৯ ।
ইথুসা সাই । (৩) ২৮৩, ২৮৪ ।
ইলেটেরিয়াম । (৫) ২৫১, ৪২৬, ৪২৭ ।
ইল্যাপ্স কর । (৪) ৪৭ ।
একনাইট । (৪) ৪৪৫ ।
এর্গটম ক্রুড । (৩) ১৫৩, ১৫৪, ২৮৩, ২৮৪ ।
এপিস । (৪) ২৫০ ।
এব্রটেনাম । (৫) ১০৩ ।
এরানিয়া ডাই । (৫) ৩১৮ ।
এলুমিনা । (৩) ৪৪০ ।
এলো । (৩) ৪১, ৪৪০ । (৪) ২০৩, ২৫০ ।
(৬) ১৯৮, ১৯৯, ৩৮৮ ।
ওপিয়াম (৩) ৩৭৭ । (৪) ৮৫, ১৪৩ ।
ওলিয়াম রিসিনি । (৫) ৫৬৩ ।
ওলিয়েণ্ডার । (৩) ৯৬-খ, ৪৪০ ।
ককুলাস্ ইণ্ড । (৪) ৪৭ ।
কলসিঙ্ক । (৩) ১৯৫, ১৯৬ । (৫) ৩৮৮ ।
কল্ চিকাম । (২) ৩০৮ । (৩) ৯৬-ক ।
(৪) ৪৭ ।

- কার্ব ভেজ। (৩) ৯৬-ক, ৪০৮, ৪০৯।
 (৫) ৪৫, ৪৬, ৪৭।
 কুগ্রাম। (৪) ১৪৪।
 কাডুমিয়াম। (৪) ৪৪।
 কামমিলা। (১) ১০৩। (২) ৩৬১। (৫)
 ২৮, ৩৪৫।
 ক্যাম্ফরা। (২) ১৭২।
 ক্যালি নাই। (৫) ১৪১, ১৪২।
 ক্যালি ফস। (৫) ১৪৬।
 ক্যালি বাই। (২) ৩০৮। (৩) ৪১,
 (৪) ৪৭।
 ক্যাকেরিয়া। (২) ১৭১। (৩) ২৮২, ২৮৩,
 ২৮৪। (৪) ২০৩। (৫) ৩৮৯, ৪৩৮।
 ক্যাকেরিয়া এসেট। (৩) ২৮৩, ২৮৪।
 ক্যালকেরিয়া ফস। (৩) ২৮৩। (৪)
 ৪৪৫।
 ক্যাষ্টরিয়াম। (৫) ২৭৯।
 ক্রিয়োজোট। (৩) ২৮৩, ২৮৪।
 ক্রোটন টিগু। (৫) ২৫১, ৪১৬, ৪২৭।
 গ্রাফাইটিস। (২) ৩০৮।
 চেলিডনিয়াম। (১) ৩৫৯, ৩৬৭।
 জিঙ্কাম। (৫) ১০৩।
 জেল সিমিয়াম। (৪) ৮৪, ১৪৩, ৪৪৬।
 জ্যাট্রফা। (৪) ১৪৪। (৫) ৪২৭।
 টুবাকু লিনাম। (৫) ৩২৯।
 টেব্রিবিহু। (৩) ৯৬-ক।
 টারাক্সেসকাম। (৫) ১১৯।
 ট্রিলিয়াম। (৫) ৫৪৪।
 ডায়স্করিয়া। (৩) ৪১। (৫) ৪৯২।
 ডাল্ কামরা। (৩) ৪৫৬।
 থুজা। (৫) ১৯৮।
 নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৮।
 নাক্স ভমিকা। (১) ১৪৭। (৩) ১৯৬,
 ৩৭৭।
 নাক্স মস্কেটা। (৩) ৪৪০।
 নিকোটিনা। (২) ১৭১।
 নেটাম কার্ব। (২) ১৭১।
 নেটাম সাল্ফ। (৩) ৪১। (৫) ১০৩।
 পডফিলাম। (৩) ৪১, ৯৬-ক, ১৯৬। (৪)
 ২০৩। (৫) ২৫১, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯।
 পাল্ সেটিল। (১) ১৪৩। (২) ২০৬, ২০২।
 (৪) ৮৫, ১৪৩।
 পেট্রিলিয়াম। (৩) ৪১।
 ফস্ ফরাস্। (৩) ৪১। (৪) ৩৫০।
 ফসফরিক এসিড। (৩) ৯৬-ক, ২৮৩।
 (৪) ১৯৯, ২০২, ২০৩। (৫) ৩৮৯।
 ফেরাম। (২) ৫৮। (৩) ৯৬-খ।
 ফেরাম আর্স। (৩) ৯৬-খ।
 ফেরাম ফস। (৫) ৫১৯।
 ফেরাম মেট। (২) ৫৮।
 (৫) ৩৮৮, ৪৫৫।
 বেলাডনা। (১) ১০৩, ১০৪।
 বরাক্স। (৫) ৫৫৭।
 ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৭। (২) ১৭১, ৩৫৭।
 (৩) ৪১, ৯৬, ৯৬-ক। (৫) ১৯৮।
 ব্রমিয়াম। (২) ১৭১।
 ভেরেট্রাম এল্। (২) ১৭১। (৪) ৮৫, ১৪৩,
 ১৪৪।
 মাকু'রিয়াস। (১) ২৬১। (২) ৩৭২।
 (৫) ৩৮৯।
 মাকু'রিয়াস কর। (১) ২৬১।
 মাকু'রিয়াস কর। (১) ২৬১। (২) ৩৭২।
 (৫) ৩৮৯।
 মেজিরিয়াম। (৪) ১৬৮।
 ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব। (৫) ৩৪৫।
 রাসটক্স। (৪) ৩৪৩, ৩৪৪।
 রিয়াম। (৬) ২৮৪। (৫) ৪৩৮, ৩৪৫।
 রুমেক্স কু। (৩) ৪১।
 লাইকপডিয়াম। (২) ১৭১।
 লিলিয়াম টাই। (৫) ২০৬।

লেপ্টাণ্ডা। (৫) ২৫৪
 ল্যাকডিক্সো। (৫) ২২২
 ল্যাকেসিস। (৪) ৪১—৪৭।
 ল্যাক্সেসিগ্রিয়া। (৩) ৪৩২। (৫) ২৮।
 ল্যামনিয়াম। (১) ৩০৯।
 সিলিসিয়া। (৩) ২৮৩। (৪) ১১৭, ১১৮।
 স্নালফার। (২) ১৭২, ৩৭২। (৩) ৪১,
 ২৮২, ২৮৩, ৪৫০। (৫) ১৯৮, ২০৬।
 সিন্ধন। (৩) ৯৬, ৯৬-ক, ৯৬-খ,
 ১৯৬। (৪) ৪১, ৪২, ২০২। (৫)
 ৩০৮, ৪৫৫।
 সিনা। (২) ৪০৫।
 সিপিয়া। (২) ৩৭।
 সরিনাম। (৩) ৪৩৯, ৪৪০।
 হাইড্রক্সিনিয়াম। (১) ৩৪৯।
 হিপার সাল্ফ। (৪) ৪১, ১৬৮। (৫) ৪৩৮।

২৫। উদরাময়—প্রাভূষিক বা মর্নিং ডাইয়ারিয়া।

এলো। (৩) ৪১। (৫) ১৯৮।
 ক্যালি বাই। (৩) ৪১।
 ডায়ক্সিয়া। (৩) ৪১।
 থুজা। (৫) ১৯৮।
 নেটাম সাল্ফ। (৩) ৪১।
 পডফিলাম। (৩) ৪১।
 পেটলিয়াম। (৩) ৪১।
 ফস্ফরাস্। (৩) ৪১।
 ব্রায়নিয়া। (৩) ৪১।
 রুমেক্স কু। (৩) ৪১।
 সাল্ফার। (৩) ৪১। (৫) ১৯৮।

২৬। উদরাময়—মানসিক বিকার

বশতঃ।

আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৮৫।
 ওপিয়াম। (৪) ৮৫, ১৪৩।

জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮৪, ৮৫, ১৪৩।
 পাল্‌সেটিলা। (৪) ৮৫, ১৪৩।
 ভেরেট্রাম এল্। (৪) ৮৫, ১৪৩।

২৭। কলেরা বা ওলাউঠা— এসিয়াটিক প্রভৃতি।

আইরিস ভাস। (৫) ৩৮৯।
 আর্জেন্টাম নাই। (৩) ২১৮, ২১৯।
 আর্গিকা। (৩) ৪০৮।
 আসেনিকাম। (১) ৪৩, ৪৪, ৪৬। (২)
 ৫৮—৬৫, ৩৯২। (৩) ২১৮, ৪০৬,
 ৪০৭, ৪০৮। (৫) ১৪৪—১৪৭।
 (৫) ৩৭৪।

ইউফ্রাসিয়া কর। (৫) ৪৩০।
 ইউফ্রাসিয়াম রেজি। (৫) ৪২৯।
 ইপিক্যাক। (২) ৩৯২। (৫) ৩৯০।
 ইলোটেরিয়াম। (২) ৩৯২। (৫) ৩৮৯।
 একনাইট। (১) ৪২—৪৬। (২) ৬২, ৬৩।
 (৩) ৪০৭। (৪) ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬।
 এন্টিম টার্ট। (৩) ১৮২, ১৮৩।
 এন্থা-গ্রিসিয়া।

ওপিয়াম। (৩) ৪০৮।
 ওলিয়েণ্ডার। (৫) ৪৫৫।
 ক্যাথারিস্। (৩) ৩২২।
 কল্‌চিকাম। (৩) ৬৭, ৬৮। (৪) ৪৮।
 কার্ব'ভেজ। (১) ৪৬। (৩) ৯৬-খ, ৪০৪,
 ৪০৮।

কুপ্রাস আস'। (৩) ২১৮।
 কুপ্রাস এসেট। (৩) ২১৬।
 কুপ্রাস নেট। (৩) ১৭৫, ২১৬—২২০,
 ৪০৬। (৪) ১৪৪।

কোবরা বা স্রাজা। (৩) ৪০৭।
 ক্যাফরা। (২) ৫৯। (৩) ২১৮, ৪০৬, ৪০৭।
 (৪) ১৪৪, ১৪৫। (৫) ২৭১, ৪৪৪।

ক্যালি ব্রোম। (৫) ১৫২।
 ক্যাকেরিয়া কার্ব। (৫) ১৮৬।
 ক্যাকেরিয়া কস। (৫) ১৫২, ১৮৬।
 ক্রোটন টিগ। (৫) ৩৯০।
 জিকাম। (৫) ৫২৯, ৫৩২।
 জ্যাট্রফা। (৪) ১৪৫, ১৪৭।
 জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।
 টেবেকাম। (৫) ২৭১।
 পডফিলাম। (২) ৩৯২। (৩) ৬৮। (৪) ১৪৭। (৫) ৩৮৯।
 প্রনাস স্পাই। (৫) ২৭১, ৪৪৪।
 ফেরাম কস। (৫) ৫১৯।
 ব্রায়নিয়া। (১) ৪৬।
 ভেরেট্রাম এল্। (২) ৬২, ৬৩, ৬৫।
 (৩) ১৭৫, ১৭৬, ২১৮, ২১৯, ৪০৬।
 (৪) ১৪৪—১৪৭। (৫) ২৭১।

রাস্টক্‌স্। (১) ৪৬।
 রিসিনাস কন্। (৫) ৫৬৩।
 ল্যাকেসিস। (৪) ৪৮।
 ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ১০৫।
 সাল্‌ফার। (৩) ৪২, ৪৩। (৫) ৪৪৪।
 সিকেলি। (২) ৬২, ৬৩, ৬৪। (৩) ২১৮, ২১৯, ২২০, ৪০৬। (৪) ১৪৫।
 (৫) ২৭১, ৩৭৪।

সিঙ্কনা। (২) ৬০। (৩) ৯৬-খ। (৫) ১৫২।
 হাইড্রো এসি। (৩) ৪০৭। (৫) ২৭১, ৪৪৪।
 হায়সায়ামাস। (১) ৪৬।

২৮। কলেরা—রক্তময় বা ব্লাডি
 কলেরা।

কার্ব ভেজ। (৩) ৪০৫, ৪০৬।

২৯। কুচকির ফাঁসবদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধিরোগ
 বা ষ্ট্রাম্‌গ্লেটেড ইন্‌ফ্লুইন্‌সাল হাণিয়া।
 নাক্স ভমিকা। (২) ১৬০।
 লাইকপডিয়াম। (২) ১৬০।

৩০। কুমিরোগ বা ওয়ারম্‌স্।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৩০, ৩৪৭। (৫) ৪০২।
 ইঞ্জিগো। (২) ৩৪৮। (৫) ৪০২।
 ক্যালাডিয়াম। (২) ৪০৯।
 ক্যাকেরিয়া কার্ব। (২) ৪০৯।
 টিউক্রিয়াম। (২) ৪০৯।
 ডলিকস্। (৫) ২৩২।
 সাইকুটা। (৫) ২৩৫।
 সিনা। (২) ৪০৮, ৪০৯।
 সিলেপিস নাইগ্রা। (২) ৪১০।
 স্পাইজিলিয়া। (২) ৪১০। (৫) ৪০২।
 স্ট্রাণ্টনাইন। (২) ৪০৮, ৪০৯।
 স্ট্রাবাইনা। (৫) ৪০২।
 স্ট্রাবাডিলা। (২) ৪১০। (৫) ১৬৩।
 হায়সায়ামাস। (১) ৩১৩।

৩১। কোষ্টবদ্ধ বা কন্‌স্টিপেশন।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩১৯। (৫) ৫২৪।
 ইঙ্কুলাস হাই। (৫) ৫০২।
 এনাকাডিয়াম। (১) ৩৯৮, ৩৯৯।
 এন্টিম কুড। (৩) ১৫৪।
 এরটেনাম। (৫) ১০৪।
 এমনিয়াম কার্ব। (৩) ৪১০।
 এমনিয়াম মিউ। (২) ২৬১। (৫) ৯৫।
 এম্‌থ্রাগ্রিসিয়া। (৫) ৩২২, ৩২৩।
 এলুমিনা। (৩) ৩৯, ৪১০। (৪) ১৪৯। (৫) ৮১।

ওপিয়াম। (২) ১০৩, ১৬০। (৩) ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫। (৪) ১৪৯। (৫) ৩৪৭, ৩৯০।

কষ্টিকাম। (৪) ১১৮। (৫) ৯৫।
 কার্ব ভেজ। (২) ১৫৯। (৩) ৪০৯, ৪১০।
 কোনায়াম। (৫) ২২৭।
 গ্র্যাকাইটস্। (২) ৩০৮। (৪) ১১৮, ৪১৬, ৪১৭।

জিকাম। (৫) ১০৩।

টুবাকু লিনাম। (৫) ৩৪০।

থুজা। (৪) ১১১।

নাইট্রিক এসিড। (৩) ৪১০। (৪) ৪১৭।

নাক্স ভমিকা। (১) ১৪৫, ১৪৬, ৩৯৮, ৩৯৯। (২) ১০৩, ১৫৯, ১৬৭, ২০৭, ২৬০, ৩০৭। (৩) ৪৩, ২৫০, ৪০৯, ৪১০। (৪) ১৪৯। (৫) ২২৭।

নেট্রাম মিউ। (২) ২২৭, ২৬০। (৩) ৪১০।

নেট্রাম সাল্ফ। (৫) ১০৩।

পডফিলাম। (৫) ৩৯০।

পালসেটিল। (১) ১৪৬। (২) ২০৭।

পিওনি। (৪) ৪১৭।

প্লাসাম। (৩) ৩৭৫। (৫) ৫৪১, ৫৪২।

প্র্যাটিনাম। (৫) ৫২৪।

ফস্ফরাস। (৩) ৩৭৫। (৪) ২৫১।

ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৫, ১৪৬। (২) ১০৩, ১৬০, ২২৭। (৩) ৩৭৫। (৪) ১৪৮।

ভেরেট্রাম এল্। (২) ১৬০। (৪) ১০৮। (৫) ৩৯০।

ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব। (৫) ৩৪৬, ৩৪৭।

ম্যাগ্নেসিয়া মিউ। (২) ২৬১। (৫) ৪০৯।

রেট্যানিয়া। (৪) ৪১৭।

লাইকপডিয়াম। (২) ১৬০। (৩) ২৫০।

ল্যাক ডিক্লোরেটাম। (৫) ২৯১, ২৯২, ৩৪০।

ল্যাকেসিস। (২) ৪১—৪৭।

সিলিসিয়া। (৩) ২৫০। (৪) ১১১, ১১৮, ৪১৮।

সাল্ফার। (২) ১০৩, ১৬০। (৩) ৪৩, ৩৭৫।

সিপিয়া। (১) ৩৯৮, ৩৯৯। (২) ২৭১, ৩০৭, ৩০৮।

সিফিলিনাম। (৫) ৩৪০।

স্ত্রানিকুলা। (৪) ১১১।

হাইড্রাটস। (২) ১৫৯। (৫) ৩৬।

হিপার সাল্ফ। (১) ১৮২। (৪) ৪১।

৩২। ক্যাক্সাম-অরিস বা পচিচ

মুখ ক্ষত, মামুর্কির ঘা।

আর্সেনিকাম। (২) ৯১। (৪) ৩৫।

ক্রিয়োজোট। (৪) ৩৬।

থুজা। (৪) ৩৬।

নাইট্রিক এসিড। (৪) ৩৫, ৩৬।

নেট্রাম হাইপক্লোর। (৪) ২৬।

ফাইটলেক। (৪) ৩৬।

ব্যান্টিসিয়া। (৪) ৩৪।

মিউরিয়েটিক এসিড। (৪) ৩৫।

লাইকপডিয়াম। (৪) ৩৬।

ল্যাকেসিস। (৪) ৩৪, ৩৫, ৩৬।

ষ্টাফিসেগ্রিয়া। (৪) ৩৫।

সাল্ফুরিক এসিড। (৪) ৩৬।

ম্যালিসিলিক এসিড। (৪) ৩৬।

হেলিবোরাস। (৪) ৩৬।

৩৩। গল প্রদাহ ও গল-ক্ষত বা

সোর থ্রোট।

অরাম। (৪) ৪৬৫।

আয়ডিয়াম। (১) ২৫৬।

আর্জেন্টাম নাই। (৫) ৮০।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৫।

এপিস। (১) ৯৮। (২) ২০৩। (৩) ৩০৮।

এমনিয়াম মিউ। (৪) ৩৭৬। (৫) ৯৪।

এলুমিনা। (৫) ৭৯, ৮০।

ক্যাস্থারিস। (৩) ৩০৭।

ক্যাপ্‌সিকাম। (৩) ৩০৮।

ক্যালি কার্ব। (২) ৩৪৫।

ক্যালি ক্লোরি। (৫) ১৩৮।

ক্যালি বাই। (৪) ৩৭, ৩৭৬। (৫) ১২৮।

ক্যাক্সে ফস । (৪) ৩৭৭ ।
 জেলুমিয়াম । (৫) ৮০ ।
 নাইট্রিক এসিড । (২) ৩৪৬ । (৫) ৮০ ।
 নাক্স ভমিকা । (৫) ৮০ ।
 নেট্রাম আর্স । (৫) ৪২৮ ।
 নেট্রাম মিউ । (২) ৩৪৬ ।
 পালসেটিল । (২) ২০৩ । (৫) ৪৮০ ।
 ফাইটলেক্স । (৫) ৪২৮ ।
 ফেরাম ফস্ । (৫) ৮০ ।
 বেলাডনা । (১) ২৭, ২৮, ১৭৭ ।
 ব্যাপ্টিসিয়া । (৫) ৪২৮ ।
 ভালেয়িয়ানা । (২) ৩৪৬ ।
 মার্ক কর । (১) ২৫৬ ।
 মার্ক প্রোটো-আই । (১) ২৫৬ ।
 মার্ক বিন-আই (১) ২৫৬ ।
 মাকু'রিয়াম । (১) ২৮, ২৯, ২৫৫ । (৪) ৩৭ ।
 লাইকপডিয়াম । ২৯, ১৭৮ ।
 ল্যাক কেলিয়াম । (১) ১৭৮ । (৫) ২৮৮ ।
 ল্যাকেসিস । (১) ২৯, ১৭৮ । (৪) ৩৭ ।
 ষ্ট্রামিয়াম । (১) ৩০৬ ।
 সালফার । (১) ২৮ ।
 সিফিলিনাম । (৫) ৩৪১ ।
 অ্যাম্বুইনোরিয়া নাই । (৪) ৩৭৭ ।
 হিপর সালফ । (১) ২৮, ২৯, ১৬৮ ।
 (২) ৩৪৫ । (৪) ৩৭ । (৫) ৮০ ।

৩৪ । গলক্ষত বা কুইঞ্জি, সাইয়ানাক্সি টনসিলারিজ্ ।

বেলাডনা । (১) ১৭৭ ।
 মার্ক প্রোটো-আই (১) ১৭৮ ।
 মার্ক ভাইবাস । (১) ১৭৭ ।
 লাইকপডিয়াম । (১) ১৭৮ ।
 ল্যাক্ কেলিনাম । (১) ১৭৮ । (৫) ২৮৭ ।

ল্যাকেসিস । (১) ১৭৮ ।
 হিপর সালফ । (১) ১৭৭, ১৭৮ ।

৩৫ । শুদ্রংশ, হালিশ বা প্রোল্যাপ্সাস রেস্তাই ।

ইগ্নেসিয়া । (২) ৩৪৮ । (৫) ৩৮৮ ।
 ইন্ধুলাস হাই । (২) ২৬১ ।
 এলুমিনা (এলাম ?) । (২) ২৬১ ।
 কলিমনিয়া । (২) ২৬১ ।
 কার্ব স্বেজ । (৫) ৩৮৮ ।
 নেট্রাম মিউ । (২) ২৬১ ।
 পডফিয়াম । (৫) ৩৮৮ ।
 রেট্যানিয়া । (২) ২৬১ ।
 সিপিয়া । (২) ২৬১, ৩০৭ ।
 হেমামেলিস । (৫) ৩৮৮ ।

৩৬ । শুহুদ্বারের সঙ্কোচন বা কন্ট্রীকশন অব দি এনাস্ ।

ইগ্নেসিয়া । (৪) ৪২ ।
 ওপিয়াম । (৪) ৪২ ।
 কষ্টিকাম । ৫২ ।
 নাইট্রিক এসিড । (৪) ৪২ ।
 নেট্রাম মিউ । (৪) ৪২ ।
 প্লাস্ভাম । (৪) ৪২ ।
 বেলাডনা । (৪) ৪২ ।
 মেজিরিয়াম । (৪) ৫২ ।
 ল্যাকেসিস্ । (৪) ৪৮, ৪২ ।

৩৭ । ডিক্‌থিরিয়া বা হুষ্ট-গল-ক্ষত
 আসেনিকাম । (২) ৫৫ । (৩) ৩০৯ ।
 ইগ্নেসিয়া । (২) ৩৪৫ ।

এপিস । (৪) ৩৯, ৩০৬, ৩০৭ । (৫) ১৪৩ ।

এমনিয়াম কষ্ট । (৫) ৯৭ ।

এরাম টাই । (৩) ৩০৯ । (৫) ১৬৮ ।

এলাস্থাস । (৫) ৪৭১ ।

কার্বলিক এসিড । (৪) ৩৯ ।

ক্যাথারিস । (৩) ৩০৮, ৩০৯ । (৪) ৩০৭ ।

কম্পসিকাম । (৩) ৩০৮ ।

ক্যালি ক্লোরি । (৫) ১৩৯ ।

ক্যালি পার্মাঙ্গা । (৫) ১৪০ ।

ক্যালি বাই । (১) ২৫৯ । (৪) ৩৭৭ ।

ক্যালি মিউ । (৫) ১৫৪ ।

ক্রোটেলাস । (৪) ৩৯ । (৫) ২৭৪ ।

ডিফেনবেকিয়া । (৩) ৩০৯ ।

নাইট্রিক এসিড । (৪) ১৬৭, ১৬৮ ।

শ্রাজ্জা ট্রি । (৪) ৩৯ । (৫) ২৭৬, ২৭৭ ।

ফাইটলেকা । (৫) ৪৯৮, ৪৯৯ ।

বেলাডন । (১) ৯৭ ।

ব্যাণ্ডিসিয়া । (৪) :

ব্রমিয়াম । (৫) ৪৭ ।

মার্ক কর । (৩) ৩০৯ ।

মার্ক প্রোটো-আই । (১) ২৫৮, ২৫৯, ২৬০ ।

মার্ক বিন-আই । (১) ২৫৮, ২৫৯, ২৬০ ।

মাকু'রিয়াস । (১) ২৫৭—২৬০ ।

মিউ এসিড । (৪) ১৬৮, ১৮২ ।

রাস্টক্স । (৪) ৪০, ৩৫১ ।

রেনাক্স স্ফি । (৫) ৩১ ।

লাইকপডিয়াম । (৩) ২৪৩—২৪৫ ।

(৪) ৩৯ ।

ল্যাক্ কেনিনাম । (৩) ৩০৯ । (৪) ৩৯, ৩০৬

৩০৭ । (৫) ২৮৭ ।

ল্যাকেসিস্ । (৩) ২৪৪, ২৪৫ । (৪) ৩৭, ৩৮,

৪৯ । (৫) ১৪৩, ২৭৬ ।

সায়ানাইড অব মার্ক্যারি । (১) ২৫৮, ২৫৯ ।

সালফুরিক এসিড । (৫) ৫৪৬ ।

হাইড্রসায়ান এসিড । (১) ২৫৮ ।

৩৮ । ডিস্ফেজিয়া বা গল-রোধ ।

কষ্টিকাম । (৩) ৩৩৮

জেলসিমিয়াম্ । (৪) ৮৩ ।

৩৯ । দস্তমাড়িরোগ বা ডিজিজের

অব দি গাম্‌স্ ।

(৫) ৫৪৩ ।

মাকু'রিয়াস্ । (১) ১৯৬, ২০২, ২০০ ।

৪০ । দস্তরোগ ।

আর্গিকা । (৩) ১৩১ ।

কফিয়া ক্রু । (৫) ২৭ ।

ক্যাকেরিয়া ফস্ । (৫) ১৮৫, ১৮৬ ।

ক্যাকেরিয়া ফ্লুয়ো । (৪) ১১৭ । (৫) ১৭১ ।

ক্রিয়োজোট । (৫) ২৭ ।

ফ্লুয়োরিক এসিড । (৫) ৭১ ।

মাকু'রিয়াস । (১) ১৯৪, ২৫৪ । (৪) ৩৩,

৩৪ । (৫) ৩১৮ ।

মেজিরিয়াম । (১) ১৯৪ ।

ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব । (৫) ১৮৬ ।

ল্যাকেসিস । (৪) ৩৩, ৩৪ ।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া । (৫) ২৭

সিলিসিয়া । (৪) ৩৩, ১১৭ ।

সিফিলিনাম্ । (৫) ৩৪০ ।

হিপার সাল্ফ । (৪) ৩৩ ।

৪১ । দস্তশূল বা টুথ্-এক্ ।

আর্সেনিকাম্ । (২) ৭৮ ।

ইউক্সিরিয়াম রেজি । (৫) ৪২৯ ।

ইগ্নেসিয়া । (২) ৩৪৫ ।

একনাইটাম্ । (১) ৩৩ ।

এরানিয়া ডায়া । (৫) ৩১৮ ।

কফিয়া ক্রু । (৫) ৫৫২ ।

ক্যামমিলা । (১) ২৫৫ । (২) ৩৭০, ৩৭১ ।

(৫) ২৭, ৩৪৬ ।

ক্রিয়োজোটি। (১) ২৫৫। (৫) ২৭।

থুজা। (৪) ২৭৭।

নাক্স ভমিকা। (৫) ৩৪৬।

প্ল্যাণ্টেগো মেজর। (২) ১৯৮।

ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৯।

মাকুরিয়াস্। (১) ২৫৪। (৪) ৩৩।

(৫) ৫২৩।

ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব। (৫) ৩৪৪, ৩৪৬।

ম্যাগ্নেসিয়া ফস্। (৫) ৩৫০, ৩৫১।

রাস্টকস্। (৪) ৩৪২।

রেটারিনিয়া। (৫) ৩৪৬।

ল্যাকেসিস্। (৪) ৩৩।

হায়না। (১) ৩২৯।

৪২। দস্তুর ক্ষত বা কেরিজ, নালীক্ষত

বা ফিশচুলা এবং ক্ষয় বা ডিকে

প্রভৃতি রোগ।

এণ্ডিম জু। (৩) ১৫১।

ক্যাক্সেরিয়া ফ্লুয়ো। (৫) ৭১।

থুজা। (৪) ২৭৭।

সিফিলিনাম। (৫)

৪৩। দস্তোৎপাটন জন্তু শোণিত-

শ্রাব।

আর্গিকা। (৩) ১৩১।

ট্রিলিয়াম। (৫) ৫৪৪।

৪৪। দস্তোভেদ (শিশুর) বিকার ও

তদ্ব্যতিত জ্বর এবং আক্ষেপাদি

রোগ।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৩৮।

ইথুসা সাই। (৫) ২১৩।

ইপিক্যাক। (২) ৩৮৮।

একনাইট। (২) ৩৭০। (৫) ২৩৮, ২৩৯।

এগারিকাস। (৫) ৩৬৩।

ক্যামমিলা। (১) ১০৩। (২) ৩৬৮, ৩৭০।

(৫) ২৭।

ক্যাক্সেরিয়া কার্ব। (১) ১০৪। (২) ৩৭১।

(৩) ২৯৩।

ক্যাল্কেরিয়া ফস। (৩) ২৮২।

ক্রিয়োজোটি। (৫) ৫৩৫।

জিস্কাম। (৫) ৫৩৫।

ডলিকস্। (৫) ২৩৮, ২৩৯।

পডফাইলাম। (৫) ৩৮৭।

ফেরান ফস। (২) ৩৭০।

বেলাডনা। (১) ৭৬, ৯০, ১০৩, ১০৪।

(২) ৩৭১। (৩) ২৮১। (৫) ৩৫১।

মাকুরিয়াস্। (১) ১০৪। (২) ৩৭১।

মিলিলোটাস। (৫) ২৪৪।

ম্যাগ্নেসিয়া ফস। (৪) ৩৫০, ৩৫১।

ম্যাগ্নেসিয়া মিউ। (৫) ৩৫৬।

৪৫। ছাবা, পাণ্ডু, কামলা বা

জগ্গিস্।

কার্ডাস মেরি। (৫) ১০৬, ১০৭।

ক্যামমিলা। (১) ১৪৬। (২) ৩৭২।

ক্যালি কার্ব। (১) ১৪৬।

ক্রোটেলাস। (৫) ২৭৪।

চেলিডনিয়াম। (১) ১৪৬, ৩৬০, ৩৬৭, ৩৭৪

ডলিকস্। (৫) ২৩৯।

ডিজিট্যালিস। (২) ৩০৬। (৪) ৩৯৪।

নাক্স ভমিকা। (২) ৩৭২। (৩) ৯৬-গ।

পডফাইলাম। (৫) ৩৮৭।

প্রাঙ্কাম। (৫) ৫৬৪।

ফস্ফরাস। (৪) ২৫১।

বার্বেরিস ভল্লা। (১) ১৪৭।

ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৬। (২) ৩৭২।

মার্ক ভাইভাস। (১) ২৬০।

মাকুরিয়াস। (১) ২৬০, ২৬১। (৫) ৩৮৮,

যাকফিলা। (১) ১৪৭।
লেণ্টাগু। (১) ২৬১।
ল্যাকেসিস। (৪) ৪০।
সাল্ফার। (৩) ৪০, ৯৬-গ।
সিঙ্কনা। (৩) ৪০, ৯৬-গ।

৪৬। পরিপাক যন্ত্র-রোগ।

এপ্টিম জুড। (৩) ১৫২।
কাস্টারিস। (৩) ৩০৯।
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩০, ৫৩৩।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৫।
ম্যাগ্নেসিয়া ফস। ৩৫০, ৩৫১
হিপার সাল্ফ। (১) ১৭৭।

৪৭। পিত্ত-শিলা বা গল্‌ষ্টোন, বিলিয়ারি কাল্কুলাই এবং পিত্ত-শূল বা বিলিয়ারি কলিক প্রভৃতি।

ক। (৩) ৪০, ৯৬-গ।
কার্ডাস মেরি। (৩) ৭৬, ১০৭।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৪।
। (৫) ৪২২।
পডফাইলাম। (৫) ৩৮৭।
মাস্থাম। (৫) ৫৬৪।
বার্কেরিস ভল্লা। (৩) ৪০, ৯৬-গ।
(২) ৩৭২।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৪২।
সাল্ফার। (৪) ৪০।
সিঙ্কনা। (৩) ৪০, ৭৬, ৯৬-গ।
হাইড্রাটিস। (৩) ৪০, ৯৬-গ।

৪৮। প্যাংক্রিয়াসগ্রন্থি-রোগ।

ফসফরাস। (৪) ২৫১।

৪৯। প্রদাহিক উদরশূল বা ইনফ্লামেটরি কলিক।

একনাইটাম। (১) ৪১।

৫০। প্রদাহিক উদরাময় বা ইনফ্লামেটরি বা সামার ডাইয়ারিয়া বা ইংলিশ কলেরা।

একনাইটাম। (১) ৪১, ৪২।
ফেরাম ফস। (৫) ৫১২।
মার্ক করসাইভাস। (৫) ৫৬৩।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৬১।
রিসিমাফস কমু। (৫) ৫৬৩।

৫১। প্লীহারোগ বা এন্‌লার্জমেন্ট অব স্প্লিন।

আর্গিকা। (৩) ১০৪। (৫) ২৬৬।
এরানিয়া ডায়। (৩) ১০৪।
কোনায়াম। (৩) ১০৫।
ক্যাপসিকাম। (৩) ১০৫। (৫) ২৬৬।
চাইনিয়াম সাল্ফ। (৩) ১০৪।
চেলিডনিয়া। (৩) ১০৫।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৬। (৩) ১০৫।
পিণ্ডেরিয়া রোবাস্টা। (৩) ১০৫।
ফেরাম মেট। (৩) ১০৬। (৫) ২৬৬।
বার্কেরিস ভল্লা। (৩) ১০৫।
বেলিস। (৩) ১০৫। (৫) ২৬৬।
সাল্ফার। (৩) ১০৫।
সিঙ্কনা। (৩) ১০৪।
সিড্রন। (৫) ৫৫৮।
সিমনোথাস। (৩) ১০৫।
সিনা। (৫) ২১০।

৫২। ফাঁসবন্ধ-অস্ত্র-বৃদ্ধি-রোগ বা

ষ্ট্রাঙ্গুলেটেড্ হার্ণিয়া।

একনাইটাম। (১) ৪৬।

ককুলাস ইণ্ড। (২) ১৬০।

টেবেকাম। (৫) ২৭১।

নাক্স ভমিকা। (২) ১৬০।

লাইকপডিয়াম। (২) ১৬০।

৫৩। ফিসার অব দি এনাস্ বা মল-

দ্বারের বিদারণ এবং ফিশ্চুলা অব দি

এনাস্ ও রেঙ্টাম বা মলদ্বার এবং

সরলাস্ত্রের নালীক্ষত।

গ্রাফাইটিস। (৪) ৪১৬, ৪১৭।

থুজা। (৫) ৩৪০।

নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৮, ৪১৭।

পিওনি। (৪) ৪১৭।

প্লাম্বিনাম। (৫) ৫২৫।

বার্কেরিস্ ভজা। (৫) ৩৭৯।

রেট্যানিয়া। (৪) ১৬৯, ৪১৭।

সিলিসিয়া। (৪) ১১৮, ৪১৭, ৪১৮।

সিফিলিনাম। (৫) ৩৪০।

স্ট্রাঙ্গু নাইট্রেট্। (৪) ১৬৯।

৫৪। ফ্যারিঞ্জাইটিস্ বা গলকোষ-

প্রদাহ।

ইন্ফুলাস্ হাই। (৫) ৫০২।

৫৫। বমন বা ভমিটিং এবং

বিবমিষা বা নসিয়া—মদ্যপায়ী এবং

গর্ভিণীর প্রাত্যহিক ও অত্যাশ্র

নানাবিধ বমন।

আইরিস ভাস্। (৫) ৩৯৬।

আসেনিকাম। (২) ২৭৪।

কর। (৫) ৪৩০।

ইথুসা। (৩) ২৮৪। (৫) ২১২, ২১৩।

ইপিক্যাক। (২) ৩৮৭।

এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৮৯।

এস্টিম ফ্রুড। (৩) ১৫২, ২৮৪।

কল্চিকাম। (২) ২৭৪।

ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৭।

ক্যাকেরিয়া কার্ব। (৩) ২৮২। (৪) ২৫০।

ক্রিয়োজোট। (৩) ২৮৪। (৫) ৫৩০,

৫৩৬।

টেবেকাম। (৫) ২৭১।

নাক্স ভমিকা। (১) ৩৯৮। (২) ১৫৯,

২৭৪।

পেট্‌লিয়াম। (৫) ৫৬০।

ফস্ফরাস্। (৪) ২৫০।

বিসমাথ। (৪) ২৫০।

লোবেলিয়া। (৫) ৪৯৪।

ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ২৮১।

সিপিয়া। (২) ২৭৪।

৫৬। মুখ-গহ্বরের প্রদাহ ও

ক্ষত বা সোরমাউথ, এফথি বা

জাড়ী বা এবং লালাত্রাব বা

শ্রালিভেশন প্রভৃতি রোগ।

এরাম ট্রাই। (৫) ৫৫৭।

ক্যালি ক্লোরিকাম। (৫) ১৩৮, ১৩৯।

ক্যালি বাই। (৫) ১২৮।

ক্লোরিণ। (৫) ৪৯।

জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।

নাইট্রিক এসিড। (১) ২৫৩, ২৫৪। (৪)

১৬৭।

বরাক্স। (৫) ৫৫৭।

ব্যাপ্টিসিয়া। (৫) ৪৬০, ৪৬১।

ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৯। (৫) ৫৫৭।

মাকুরিয়াস্ । (১) ১৯৪, ১৯৬, ২০২, ২০৩, ২৩১, ২৩৩, ২৫৩, ২৫৪ ।

মিউরিয়েটিক এসিড । (৪) ১৬৭ ।

রেনাক্স স্কি । (৫) ৩১ ।

ল্যাকেসিস্ । (৪) ৩৪ ।

সাল কুরিক এসিড । (৫) ৫৪৬ ।

সিকিলিনাম । (৫) ৩৪১ ।

হাইড্রাণ্ডিস কেনা । (৫) ৪৬১ ।

৫৭। যকৃতের অপকৃষ্টতা—

বসাপকৃষ্টতা প্রভৃতি অপকৃষ্টতা—

রোগ বা ডিজেনারেশন ।

অরাম । (৪) ৪৬৬ ।

ফস্ফরাস । (৪) ২৫১ ।

৫৮। যকৃতের পীতক্ষয় বা

ইয়োলো এট্রিক অব দি লিভার ।

ফস্ফরাস । (৪) ২৫১ ।

৫৯। যকৃতের প্রদাহ, রক্তা-

ধিক্য, বিবৃদ্ধি, ব্রণশোথ বা পূয়-

শোথ বা এবসেস এবং শ্রাবা

প্রভৃতি নানাবিধ রোগ ।

অরাম । (৪) ৪৬৬ ।

আইরিস ভাস্ । (৫) ৩৯৬ ।

আর্সেনিকাম । (২) ১৮৮ ।

ই । (৩) ১৫৪ ।

ইপিক্যাক । (৩) ৪০, ১৫৪ ।

এটিম ক্রুড । (৩) ১৫৪, ১৫৫ ।

এমনিয়াম মিউ । (৫) ৯৪, ৯৫ ।

এলো । (৫) ১০৭, ১৯৯ ।

কার্ডাস মেরি । (৫) ১০৬, ১০৭ ।

চেলিডনিয়াম । (১) ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫,

৩৮১ । (৩) ২৪৯ ।

টলিয়া টিফো । (৫) ৩৫৬, ৪০৯

ডিজিট্যালিস । (২) ৩০৬ । (৪) ৩৯৪, ৩৯৫ ।

নাই-মিউ এসিড । (৪) ১৮৩ ।

নাক্স ভমিকা । (২) ২০৮ । (৩) ৪০

৯৬-গ । (৫) ৪০৯ ।

নেট্রাম সাল্ফ । (৩) ২৫০ ।

পডফাইলাম । (৫) ৩৮৭ ।

পালসেটিলা । (২) ২০৮ । (৩) ১৫৪ ।

ফস্ফরাস । (৪) ২৫১ ।

বার্কেরিস । (৩) ৪০, ৯৬-গ । (৫) ৩৭৯ ।

ব্রায়নিয়া । (১) ১৪৩ । (৩) ১৫৪ । (৫) ৪০৯ ।

মাকুরিয়াস । (১) ২৬০ । (৫) ৩৫৫,

৩৫৬, ৩৮৮, ৪০৯ ।

মাকুরিয়াস ভাই । (১) ২৬০ ।

মিউরি এসিড । (৪) ১৮৩ ।

ন্যাগ্নেসিয়া মিউ । (৫) ৩৫৫, ৩৫৬, ৪০৯ ।

রেণাক্স স্কি । (৫) ৩২ ।

লাইকপড । (২) ২০৮ । (৩) ২৪৯, ২৫০ ।

ল্যাকেসিস । (৩) ৪০ । (৪) ৪১ ।

ল্যাক্টিকা । (৫) ১০৮ ।

সাল্ফার । (৩) ৪০, ৪১, ৯৬-গ ।

সিঙ্কনা । (২) ২০৮ । (৩) ৪০, ৯৬-গ ।

সিড্রন । (৫) ৫৫৮ ।

সিপিয়া । (২) ৩০০, ৩০৬ । (৪) ৩৯৫ ।

(৫) ১৯৯ ।

সিলিনিয়াম । (৩) ৪০ ।

হাইড্রাণ্ডিস । (৩) ৪০, ৯৬-গ । (৫) ৩৬,

১০৭ ।

হিপার সাল্ফ । (১) ১৮৫ ।

৬০। যকৃতের ক্ষয়রোগ বা

সিরোসিস অব দি লিভার ।

অরাম । (৪) ৪৬৬ ।

চেলিডনিয়াম । (৪) ২৪৯ ।

নাই-মিউ এসিড । (৪) ১৮৩ ।
নেটাম সাল্ফ । (৩) ২৪৯ ।
ফসফরাস । (৪) ২৫১ ।
মিউরিয়েটিক এসিড । (৪) ২৮৩ ।
লাইকপড । (৩) ২৪৯ ।

৬১। রক্তাতিসার বা ব্লাডি ডাইয়ারিয়া ।

আর্গিকা । (৩) ১৩১, ১৩২ ।
কার্ব ভেজ । (৩) ৪০৫ ।

৬২। শিশু-কলেরা ।

আইরিস ভাস । (৪) ১৪৮ ।
আর্জেন্টাম নাই । (৪) ৪৪৫ ।
আর্গিকা । (৩) ১৩১, ১৩২ ।
ইপিক্যাক । (২) ৩৮৩ ।
ইলোটেরিয়াম । (৪) ১৪৮ ।
একনাইট । (৫) ৫১৯ ।
এম্ব্রাগ্রিসিয়া । (৩) ৩৭৮ ।
ওপিয়াম । (৩) ৩, ৩ । (৪) ৪৪৬ ।
কার্ব ভেজ । (৩) ৩৭৭ ।
ক্যালি ব্রোম । (৫) ১৫২ ।
ক্যাঙ্ক কার্ব । (৩) ২৮৩ ।
ক্যাঙ্ক ফস । (৫) ১৫২ ।
ক্রেটিন টিগ । (৪) ১৪৮ । (৫) ৩৯০ ।
জিঙ্কাম । (৫) ৫২৯, ৫৩২ ।
জেল্ সিমিয়াম । (৪) ৪৪৬ ।
পলকাইলাম । (৪) ১৪৮ । (৫) ৩৮৯ ।
পালসেটিলা । (৪) ১৪৮ ।
ফেরাম ফস । (৫) ৫১৯ ।
ব্যাপ্টিসিয়া । (৪) ৪৫৬ ।
ভেরেট্রাম এল্ । (৪) ১৪৮,
।। (৩) ৩৭৮ ।
সিঙ্কনা । (৫) ১৫২ ।

সরিনাম । (৩) ৩৭৮, ৪৫৫ ।
হিপার সাল্ফ । (৩) ৪৩৮ ।

৬৩। সামুদ্রিক বমন বা সি-সিকনেস্ ।

এপমর্ফিয়া । (৫) ৩১৫ ।
ককুলাস ইণ্ড । (৫) ৪৮২ ।
টেবেকাম । (৫) ২৭০, ২৭১ ।
থিরিডিয়ন । (৫) ৩১৫ ।
পেটলিয়াম । (৫) ৫৬০ ।

৬৪। হিকা বা হিকাফ, সিঙ্গ্যান্টাস্ ।

ইয়েনিয়া । (২) ৩৪৭ ।
মস্কাস । (৫) ২৮২ ।

৬৫। হিমোটিমিসিন্ বা রক্ত-বমন ।

অষ্টিলেগো । (২) ২১৩ ।
পালসেটিলা । (২) ২১৩ ।
ফসফরাস । (২) ২১৩, ৩১০ ।
মিলিফোলিয়াম । (২) ২১৩ ।

৮। পুং-জননেন্দ্রিয়রোগ ।

১। অণুকোষ বা মুক্-প্রদাহ বা অর্কাইটিস এবং অণুকোষ-সংস্ৰষ্ট বিবিধ রোগ ।

অরাম । (২) ২১০ । (৪) ৪৬৭ । (৫) ১,
৪১৫ ।
এব্রটোনাম । (৫) ১০২ ।
কোনায়াম । (২) ২১০ ।
ক্রিমিটস্ । (৫) ১৫ ।
গ্র্যাফাইটিস । (৪) ৪১৫, ৪১৬ ।
জেল্ সিমিয়াম । (২) ২১০ । (৪) ৮৬ ।
।। (৪) ২৭৭, ২৭৮ ।
পালসেটিলা । (২) ২০৯, ২১
(৪) ৪১৬ । (৫) ৬৭, ৪০২

পেটোলিয়াম। (৪) ৪১৬।
 রডডেগুন। (৪) ৪৬৭। (৫) ৪১৫।
 হাইড্রকোটাইল। (৫) ২৩৭।
 স্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (২) ২১০। (৫) ৪১৫।
 সার্সাপেরিলা। (৫) ৪৮৩।
 স্পঞ্জিয়া। (২) ৪১০। (৫) ৬৬, ৬৭।
 হেমামেলিস। (২) ২, ১০। (৫) ৬৭।

২। জলদোষ বা হাইড্রসিল।
 (জলশোথরোগ দেখ)।

৩। ধবজভঙ্গ বা ইম্পোটেন্স।

এগ্রাস ক্যাস্টাস। (৫) ৪০৪।
 এভিনা স্তাটিভা। (৫) ৪৫৬।
 কোনায়াম। (৪) ২৫৩।
 ক্যাকেরিয়া কার্ক। (৩) ২৮৫।
 গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৮।
 প্লাসাম। (৫) ৫৪০।
 ফসফরাস। (৪) ২৫৩।
 ল্যাকেসিস। (৪) ৫৬।
 সরিনাম। (৩) ৪৪০।

৪। পুং-জননেন্দ্রিয়ের বিবিধ।
 রোগ।

অরাম। (৪) ৫৬৭।
 এগ্রাস ক্যাস্টাস। (৫) ৫০৪।
 রডডেগুন। (৪) ৪৬৭।
 ল্যাকেসিস। (৪) ৫৬।
 সরিনাম। (৩) ৪৪০।

৫। প্যারাকাইমোসিস বা
 উন্টামুদা।

কলসিহ। (৩) ১২৩।
 মার্কুরিয়াস সল। (১) ২৭৩।

৬। প্রাষ্টেটগ্রন্থিপ্রদাহাদিরোগ।

চিমাফিলা। (৫) ৪১৬।
 ডিজিট্যালিস। (৪) ৩৯৬।
 খুজা। (৪) ২৭৭।
 পাল্‌সেটিলা। (২) ২১০।

৭। ফাইমোসিস বা মুদারোগ।

কলসিহ। (৪) ৩৯৭।
 মার্কুরিয়াস সল। (১) ২৭৩। (৪) ৩৯৭।
 সাল্‌ফার। (৩) ৪৬।

৮। ভেরিকোসিল বা অণু-
 শিরারূদ।

পাল্‌সেটিলা। (২) ২১০।
 হেমামেলিস। (২) ২১০।

৯। গুরু-মেহ বা স্পার্মা-
 টোইরীয়া—স্বপ্নদোষ।

অরাম। (২) ৩০৮। (৩) ৪৬৭।
 ইরিঞ্জিয়াম। (৫) ২১৬।
 এগ্রাস ক্যাস্টাস। (৬) ৪৫। (৪) ৮৭।
 (৫) ৪০৪।

কোনায়াম। (২) ৩০৮। (৫) ২২৭, ২২৮,
 ৫৩৩।

কোবাল্ট। (২) ১৬২।
 ক্যাস্থারিস। (৩) ৩১১।
 ক্যালাডিয়াম। (৩) ৪৫। (৪) ৮৭। (৬) ২৮।
 ক্যাকেরিয়া কার্ক। (২) ১৬২। (৩) ৪৪,
 ২৮৪

গ্র্যাফাইটিস। (২) ৩০৯।
 জিঙ্কাম। (২) ৩০৮। (৫) ২২৭, ৫৩৩।
 জেল-সিমিয়াম। (৩) ৪৪। (৪) ৮৬।
 ডায়ফরিয়া। (৩) ৪৪। (৪) ৮৬।
 ডিজিট্যালিস। (৪) ৮৬, ৩৯৭।

নাক্স ভমিকা। (২) ১৬২। (৩) ৪৪।
(৪) ২০৫।

নাক্স লুটিয়া। (৫) ৪০৪।

নেটাম ক্স। (২) ২৬২।

নেটাম মিউ। (২) ২৬২।

পিট্রিক এসিড। (৪) ২০৫।

প্লাটিনাম। (৫) ২৮।

ফসফরাস। (৪) ২০৫।

ফসফরিক এসিড। (৩) ২৬-গ। (৪) ২০৪,
২০৫।

মাক্স রিয়াম। (১) ১৯৬। (৩) ৩২৪।

লাইকপেডিয়াম। (২) ১৬২। (৩) ৪৫,
২৫৩।

লিডাম। (১) ১৯৬।

লিথিয়াম। (২) ১৬২। (৩) ৪৫।
(৫) ২৮।

লুক্সিয়া। (২) ১৬২।

সালফার। (২) ১৬২। (৩) ৪৪।

সাসপেন্ডিয়া। (১) ১৯৬।

সিলিকা। (৩) ২৬-গ। (৪) ২০৫।

সিপিয়া। (২) ৩০৮। (৫) ২২৮।

সিলিনিয়াম। (৩) ৪৫।

৯। প্রদর্শক লক্ষণ এবং
চিকিৎসাসৌকর্যার্থ অন্যান্য।

জাতব্য বিষয়।

১। অনিদ্রা ও অস্থিরতা

প্রভৃতি।

আসেনিকাম। (২) ৩৬৬।

একনাইটাম। (২) ৩৬৬।

এপিস। (২) ৪০৩।

কামমিলা। (২) ৩৬৫।

রাসটক্স। (২) ৩৬৬।

সিনা। (২) ৪০৩।

স্ট্যান্টাইন। (২) ৪০৩।

২। আঘাত বা ইজুরি—রোগ-
কারণ।

আর্গিকা। (১) ২২। (৩) ১১৩, ১২৩।

একনাইটাম। (১) ২২।

রাসটক্স। (৪) ৩৩১।

কামমিলা। (২) ৩৫৩।

৩। অভিসম্পাত ও শপথ করিবার
অদম্য ইচ্ছা।

এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯১।

নাইট্রিক এসিড। (১) ৩৯২।

লিলিয়াম টাই। (১) ৩৯২।

ল্যাক্স কেনিনাম। (১) ৩৯২।

৪। অগ্নাতিশয্য এবং অগ্নিবীজ।

ক্যাকেরিয়া কার্ক। (১) ১৮৫। (৩) ২৭১।

ম্যাগ্নেসিয়া কার্ক। (১) ১৮৫।

রিয়াম। (১) ১৮৫।

হিপার সাল্ফ। (১) ১৮৫।

৫। অসহিষ্ণুতা বা উত্তেজনা প্রবণতা
—মানসিক, ঐন্দ্রিয়িক এবং
স্নায়বীয়।

আর্গিকা। (৩) ২০, ২১।

আসেনিকাম। (২) ৪১, ৩৬৬।

ইগ্নেসিয়া। (২) ১৩২, ৩১৯, ৩৩১।

(৪) ২২৮।

একনাইটাম। (২) ৪১, ৩৩১, ৩৬৬।

এস্টিম ক্রুড। (২) ৪০৩। (৩) ১৪১, ১৪২,
১৫০।

এপিস। (৪) ২০, ২২৬।

কফিয়া। (২) ১৩৩, ১৩৪, ৩৫২।

কলচিকাম। (৩) ৫৫।
 ক্যাপসিকাম। (৩) ৯১।
 ক্যামিলা। (২) ১৩১, ১৩৩, ২৯৫, ৩৫১,
 ৩৫২, ৩৬৩, ৩৬৬, ৪০৩। (৩) ৯০।
 ক্রিমোজোটিম। (২) ৩৫২, ৩৬৪।
 ট্যারেন্টলা। (৪) ২২৮।
 নাক্স ভমিকা। (২) ১০১, ১০২, ১৩১,
 ১৩২, ১৩৩, ৩৩১, ৩৬৩। (৩) ৫৫।
 (৪) ২২৮।
 ন্যাম। (৩) ৯১।
 কক্ষরাস। (৪) ২২৮।
 কক্ষরিক এসিড। (২) ২৯৬।
 বার্কেরিস। (২) ২৯৫।
 বেলডনা। (১) ৬৬। (২) ১৩৩। (৩) ৯০।
 (৪) ২০।
 ব্যাণ্ডিসিয়া। (৩) ৯১।
 ব্রায়নিয়া। (২) ১৩২, ২৯৫, ৩৫১, ৩৬৩।
 রাস্ টক্স। (২) ৩৬৬।
 ল্যাকেসিস। (৩) ৯১। (৪) ২০।
 ট্রাক্সেসিগ্রিয়া। (২) ১৩২, ৪০৪। (৩) ৫৫।
 ট্রামনিয়াম। (২) ১৩৩।
 সিঙ্কনা। (২) ১৩৩, ১৩৪। (৩) ৯০, ৯১।
 সিনা। (২) ১৩১, ৩৫২, ৩৬৪, ৪০৪।
 সিপিয়া। (২) ২৯৫। (৩) ৯০।
 স্ট্যান্টাইন। (২) ১৩১, ৪০৪।
 হিগার সাল্ফার। (১) ১৬০।

৬। অস্থিরতা এবং উৎকর্ষাদি।

আর্সেনিকাম। (১) ১৭। (২) ৪০, ৪১।
 একনাইটাম। (১) ১৬, ১৭। (২) ৪১।
 রাস্ টক্স। (১) ১৬। (৪) ৩৩১।

৭। আত্মহত্যা করণেচ্ছা।

অরাম। (৪) ৪৬০, ৪৬১, ৪৬২।

আর্সেনিক। (৪) ৪৬২।
 নাইটিক এসিড। (২) ১১৪, ১১৫। (৪) ৪৬১।
 নাক্স ভমিকা। (২) ১১৪। (৪) ৪৩১।
 নেট্রাম সাল্ফ। (২) ১১৪, ১১৫।
 স্ট্রাজা। (৪) ৪৬১।
 হিগার সাল্ফ। (৪) ৪৬১।

৮। আশ্রয়মধ্যে কখন ভয়কর
 জালা, কখন বরফবৎ শীতলতা।

কল্চিকাম। (৩) ৬৩।

৯। আহারান্তে রোগের হ্রাস অথবা
 বৃদ্ধি।

এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৩।
 ক্যালি বাই। (২) ১৩৯।
 ক্যাক্সেরিয়া কার্ব। (২) ১৩৯।
 নাক্স ভমিকা। (২) ১৩৯, ১৮৯।
 নাক্স মস্কেটা। (২) ১৩৯।
 পালসেটিল। (২) ১৮৯।
 লাইকপেডিয়াম। (২) ১৩৯।
 ল্যাকেসিস। (২) ১৩৯।

১০। ইচ্ছা ও ঘৃণা এবং মুখাশ্বাদ ও
 মুখ এবং নিশ্বাসের দুর্গন্ধ প্রভৃতি।

আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৪৩৭, ৪৩৮।
 আর্সেনিকাম। (২) ৫।
 এণ্টিম জুড। (৩) ১৬৯।
 এণ্টিম টার্ট। (৩) ১৬৯।

এলো। (৩) ১৬৯।
 ককুলাস। (৩) ৬৪।
 কল্চিকাম। (২) ৫। (৩) ৫৫, ৬১, ৬৪।
 ক্যাক্সেরিয়া কার্ব। (৩) ২৭১।
 নেট্রাম মিউ। (২) ২৫০, ২৬৫।
 নাক্স রিয়ারাস। (১) ২৩১।
 সিপিয়া। (২) ৫।

১১। উদর অথবা বস্তি-কোটর-
যন্ত্রের কিম্বা উভয়ের ঠেলায়ার বা
ঝুলিয়া পড়া।

এগারিকাস। (২) ২৭৩।
নাক্স ভমিকা। (২) ১৬৩।
নেটাম মিউ। (২) ২৬৩, ২৬৪।
প্লাটিনাম। (২) ২৬৪।
বেলাডনা। (১) ১০৩। (২) ২৬৪।
মিউরেক্স। (২) ২৭৩।
লিলিয়াম। (২) ২৬৪, ২৭৩।
সিপিয়া। (২) ২৬৪, ২৭৩, ২৯১, ২৯২।

১২। উদরাদিমধ্যে ক্রণাদি জীবন্ত
পদার্থের বা কোন আগন্তুক পদার্থের
বর্তমানতা বা সঞ্চালনের অনুভূতি।

ক্রোকাস। (৩) ৭।
। (৩) ৭। (৪) ২৭৪।
সাল্ফার। (৩)।

১৩। উদরাদি যন্ত্রাভ্যন্তরে থালি,
কিছু না থাকা অথবা শূন্য বোধ।

ইথেসিয়া। (২) ৩৩২।
এনাকার্ডিয়াম। (২) ২৯২, ২৯৩।
কার্ক ভেজ। (২) ২৯২।
চেলডনিয়াম। (২) ২৭২।
নেটাম কার্ক। (২) ২৯৩।
কস্করাস। (২) ২৭২, ২৯৩।
(৪) ২২৯।
মিউরেক্স। (২) ২৭৩।
ষ্টেনাম। (৪) ২২৯।
সাল্ফার। (২) ২৯৪। (৩) ২৭।
সিপিয়া। (২) ২৭৩, ২৯২, ২৯৪।
সরিলাম। (৩) ২৭।

১৪। উদরাগ্নান বা পেটকাঁপা।

অর্জেন্টাম নাই। (৪) ৪৩৭, ৪৩৮।
আর্সেনিকাম। (২) ৭৪। (৩) ৬৪।
কলচিকাম। (৩) ৬৪।
কার্ক ভেজ। (১) ১০০। (২) ৭৪। (৩)
২৩৬, ২৩৭, ৩৯৬, ৩৯৭।
চায়না। (১) ১০০। (৩) ২৩৬, ২৩৭,
৩৯৭।
কস্করাস। (৪) ১২৯।
বেলাডনা। (১) ১০০। (৩) ৬৪।
রাস্টক্স। (১) ১০০।
লাইকপডিয়াম। (১) ১০০। (৩) ৬৪,
২৩৬, ৩৯৭।

১৫। উদ্বেদ বসিলে বা অন্তঃস্রাবী
হইলে এবং শ্রাব বসিলে রোগ।

আর্সেনিকাম। (২) ৬৪।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ১১১।
থুজা। (৪) ২৭৩।
বারাইটা কার্ক। (৪) ১১১।
সাইলিসিয়া। (৪) ১১০, ১১১।
সাল্ফার। (৩) ৪। (৪) ১১১।
সরিলাম। (৪) ১১১।
স্তানিকুলা। (৪) ১১১।

১৬। ঋতু সন্ধি, বিশেষতঃ বর্ষি-

য়সীদিগের শেষ ঋতুরোধকালের
অথবা তৎপরের অর্শ, শোণিত-
শ্রাব, তাপোচ্ছ্বাস, তপ্তবর্ষ এবং
মূর্দ্ধার জ্বালা ও শিরঃশূল প্রভৃতি।

ক্যালি বাই। (২) ২৯০।
নাইট্রেট অব এমিল। (২) ২৯০।
মেডরাইনাম। (৩) ৫।

ল্যাকেসিস। (২) ২৯০। (৪) ১৮, ১৯। | ১৮। কৃশতা এবং রক্তহীনতা।
 সাল্ফার। (২) ২৮৯। (৩) ৫।
 সাল্ফুরিক এসিড। (২) ২৮৯।
 সিপিরা। (২) ২৮৯। (৪) ১৯।
 স্ফালুইনেরিয়া। (৩) ৫। (৪) ১৯।
 স্তানিকুলা। (৩) ৫।

১৭। ঔষধ ও তাম্রকূট, মল্ল এবং
 অহিফেন প্রভৃতি মাদক দ্রব্যাদির
 অপব্যবহার এবং অত্যাশ্রয় বিবিধ
 কারণজনিত বিষক্রিয়া।

আর্গিকা। (৫) ৮৯।
 আর্সেনিকাম। (২) ৬। (৫) ২৬৭।
 ইয়েসিয়া। (৫) ২৬৭।
 ইপিকাক। (৫) ২৬৭।
 এটিমকুড। (৩) ১৪২।
 এমনিয়াম কার্ব। (৫) ৮৯।
 ক্লিমেটিস। (৫) ২৬৭।
 ক্লরিণ। (৫) ৪৯।
 চেলিডনিয়াম। (১) ৩৬০।
 জেলসিমিয়াম। (৫) ২৬৭।
 টুবাকু'লিনাম। (৩) ৭।
 টেবেকাম। (৫) ২৬৭।
 নাক্স ভমিকা। (২) ১০৪। (৫) ২৬৭।
 প্লাটেগো। (৫) ২৬৭।
 ফস্ফরাস। (৫) ২৬৭।
 ক্লোরিক এসিড। (৫) ৭১।
 বভিষ্টা। (৫) ৮৯।
 লাইকপডিয়াম। (৫) ২৬৭।
 লিডাম। (৫) ৪২৩।
 স্ট্রামনিয়াম। (১) ২৮১।
 সাল্ফার। (৩) ৭, ৮।
 সিন্ধনা। (৩) ৭৭।
 সিপিরা। (৫) ২৬৭।
 সন্নিয়াম। (৩) ৭।

আয়ডিয়াম। (২) ২৪৪, ২৪৫।
 আর্সেনিকাম। (২) ২৪৪।
 এত্রটোনাম। (২) ২৪৪, ২৪৫।
 এসেটিক এসিড। (২) ২৪৪।
 ক্যালি কার্ব। (২) ২৪৫।
 গ্র্যাফাইটিস। (২) ২৪৪, ২৪৫।
 চায়না। (২) ২৪৫।
 নেট্রাম নিউ। (২) ২৪৪, ২৪৫।
 পালসেটোলা। (২) ২৪৫।
 ফস্ফরাস। (২) ২৪৪, ২৪৫।
 ফস্ফরিক এসিড। (২) ২৪৫।
 ফেরাম। (২) ২৪৪।

১৯। “কোমোভিজিল বা টাইফ-
 মেনিয়া”, অচেততাবস্থায় উন্নীলিত
 চক্ষু সহ অস্পষ্ট কথন।

ওপিয়াম। (১) ৩৩৪।
 ভেরেট্রাম এল। (১) ৩৩৪।
 হায়সামামাস। (১) ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৭।

২০। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বা
 এক্ষন ও রি-এক্সন।

একনাইটাম। (১) ১৪, ২৭, ৪৫।
 ওপিয়াম। (১) ১৪৩।
 বেলাডোনা। (১) ৪৫।
 ব্রায়নিয়া। (১) ১৪২।
 ভেরেট্রাম ভিরি। (১) ২৭।

২১। ক্রোধ, শোক, হুঃখ, ভীতি
 অথবা নৈরাশ্র প্রভৃতি মানসিক
 উপশান্ত—রোগ-কারণ।

ইয়েসিয়া। (১) ২১। (২) ৩২০, ৩৩৭,
 ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০।
 ইপিকাক। (২) ৩৬৪, ৩৮০।

একনাইট। (১) ২১। (২) ৩৬৪। (৪) ১২৮।

এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৮৭।

ওপিয়াম। (১) ২১। (২) ৩৩৭, ৩৩৯।

(৩) ৩৫০, ৩৭১, ৩৭২। (৪) ১২৮।

কুপ্রাম। (২) ৩৩৯।

ক্যামসিলা। (২) ৩৩৯, ৩৫২, ৩৬৪, ৩৬৮, ৩৭২, ৩৭৫।

মোনোইন। (২) ৩৩৯।

জেলসিমিয়াম। (৪) ৬৭।

নাক্স ভমিকা। (২) ৩৫২, ৩৬৪।

নেট্রাম মিউ। (২) ২২৮।

পাল্‌সেটিল। (২) ১৭২।

বেলাডনা। (১) ৫৪, ১০৭। (২) ৩৩৯।

ব্রায়নিয়া। (১) ১০৮, ১২৪, ১৪৬। (২) ৩৬৪, ৩৭২।

ভেরেট্রাম এল্। (১) ২১। (২) ৩৩৯। (৪) ১২৮।

ষ্ট্যাক্সিসেগ্রিয়া। (২) ৩৬৪

ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ২৮১।

হায়দ্রোমাস। (১) ৩১৩, ৩১৫, ৩১৬। (২) ৩৩৯।

২২। গলমধ্যে “ক্লক্ ক্লক্” শব্দ।

সিন। (২) ৪০৪।

স্ট্যান্টাইন্। (২) ৪০৪।

২৩। গীতি-বাণ্ড সহ রোগসম্বন্ধ।

একনাইটাম। (১) ৩।

ট্যারেন্টলা। (৫) ৩০৯।

নেট্রাম কার্ক। (১) ৩।

ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ২৯২।

স্ট্রাইন। (১) ৩।

২৪। মৌবাস হিষ্টরিকাস বা গলা

বাহিয়া পিণ্ডাকার বস্তু উঠা।

ইয়েসিয়া। (২) ৩৪০।

এসাকিটিড। (২) ৩৪১।

ভ্যালেরিয়ানা। (২) ৩৪১।

২৫। ঘর্ম্মের স্থান ও ঘর্ম্মপ্রকৃতি।

আর্সেনিকাম। (১) ২৩২।

ওপিয়াম। (৩) ৩৬৫।

কার্ক ভেজ। (২) ৭৩। (৩) ৩৯৫।

ক্যাকেরিয়া কার্ক। (৩) ২৭০।

ক্যাকেরিয়া ফস। (৩) ২৭০।

গ্র্যাকাইটিস। (৪) ১১১।

নাইট্রাম। (১) ২৩২।

বেলাডনা। (১) ৬৮।

ব্যারাইটা কার্ক। (৪) ১১১।

ভেরেট্র এল। (১) ২৩২। (৪) ১৩৯।

মাক্‌রিয়াস। (১) ২৩২, ২৪০।

সিলিসিয়া। (৪) ১১০, ১১১।

সরিগাম। (১) ২৩২। (৪) ১১১।

স্যানিকুলা। (৪) ১১১।

২৬। জাণশক্তির অভাব।

(শুদ্ধ-বায়ু দেখ।)

২৭। জাণশক্তির কষ্টকর প্রথরতাদি।

ককুলাস ইঙ্। (৩) ৬৪।

কল্‌চিকাম। (৩) ৬৪।

২৮। জাণ অসহিষ্ণুতা।

(শুদ্ধ-বায়ু দেখ।)

২৯। চক্ষু ও চক্ষুমণির বা পিউ-

পিলের বিস্তৃতি

বেলাডনা। (১) ৬৭, ২৯৩, ২৯৪।

ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ২৯৩, ২৯৪।

৩০। চাপে রোগের হ্রাস অথবা

বৃদ্ধি।

ক্যালি কার্কনিকাম। (১) ১২৮।

পাল্‌সেটিল। (২) ১৮৮।

কস্ফরাস। (৪) ২৩০।

বেলাডনা। (১) ১২৮।

ব্রায়নিয়া। (১) ১২৮।

৩১। চিকিৎসা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়।

আর্সেনিকাম। (২) ৩৯।

ইয়েসিয়া। (২) ৩৩৪।

ওপিয়াম। (৩) ৩৬৫, ৩৬৯।

নাক্স ভমিকা। (২) ১২৯।

নেট্রাম মিউ। (২) ২৪৩।

পাল্মেসেটোলা। (২) ১৮৫।

সিনা। (২) ৪০৪।

সরিণাম। (৩) ৪৩৫।

স্যাণ্টনাইন্। (২) ৪০৪।

৩২। ছিপি, গৌজ, কাঁটা, গোলা বা

গুস্ত্র, লোহার পতর, ব্যাণ্ডেজ বা

ফিতা এবং জীবন্ত জন্তু প্রভৃতি

স্বাস্থ্যবিধি আশঙ্কক বস্তু

শরীরের স্থানবিশেষে থাকার

জ্ঞান কষ্টপ্রদ লক্ষণ

উৎপাদনের অনুভূতি।

আর্জেন্টাম নাই। (১) ১৬৯, ১৭৭, ৩৯২।

ইয়েসিয়া। (২) ৩৪৫।

এনার্কার্ডিয়াম। (১) ৩৮৭, ৩৯২, ৩৯৩।

এলুমিনা। (১) ১৬৯।

কার্বনিক এসিড। (১) ৩৯২।

ক্যান্সাস। (১) ৩৯২, ৩৯৩।

ক্যালি কার্ব। (২) ৩৪৬।

ডলিকস। (১) ১৭৭, ৩৯২।

নাইট্রিক এসিড। (১) ১৬৯, ১৭৭, ৩৯২।

(২) ৩৪৬। (৪) ১৬৩, ১৬৪।

নেট্রাম মিউ। (২) ৩৪৬।

অ্যালেরিয়াশ। (২) ৩৪৬।

সালু'রিয়াম। (১) ১৬৯।

সিলিসিয়া। (১) ৩৯২।

সাল্ফার। (১) ৩৯৩।

সিপিয়া। (২) ২৭১, ২৭৩, ২৯১, ২৯৪।

হিগ্গার সাল্ফ। (১) ১৬৯, ১৭৭, ৩৯২।

(২) ৩৪৫।

৩৩। জলশোথ বা ইডিমার

বর্তমানতা।

এপিস। (৪) ২৯৭।

৩৪। জলাতক এবং শ্রোত-জল-শঙ্ক-

শ্রবণ ও জল বা তদ্বৎ চাকচিক্য-

শালী বস্তু-দর্শন রোগের বা

রোগবৃদ্ধির কারণ।

ক্যান্থারিস। (১) ৩৪৯।

বেলাডনা। (১) ২৪৪, ৩৪৯।

ট্র্যামনিয়াম। (১) ২২৪, ৩০১।

হাইড্রকবিনাম। (১) ৩৪৯।

হায়সায়ামাস। (১) ৩৪৮, ৩৪৯।

৩৫। জিহ্বালক্ষণের বিশেষত্ব।

আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৪৩৮।

আর্সেনিকাম এল। (২) ২৫১। (৫) ৩১৭,

৩৮৮।

একনাইটাম। (৩) ১৪৯।

এন্টিম ক্রুড। (৩) ১৪৯।

এলাস্থাস। (৩) ১৪৯।

ক্যালি বাই। (৪) ৩৭০।

চেলিডনিয়াম। (১) ১৯৫, ২০২, ২৩১,

৩৭৫।

টারাক্সেসকাম। (২) ২৫১। (৫) ৩১।

নাক্স ভমিকা। (২) ১১৭। (৩) ১৪৯।

নেট্রাম মিউ। (২) ২২৭, ২৫০। (২) ৩১।

পডকহিলাম। (১) ১৯৫, ২০২, ২৪১।

(৫) ৩৮৮।

ব্রায়নিয়া। (৩) ১৪৯।

মার্ক প্রোটো-আই। (১) ২৫৬।
মার্ক রিয়ার। (১) ১২৬, ২০২, ২৩১।

(৩) ১৪৯। (৫) ৩৮৮।

বাক্স ফিলামেন্টা। (৫) ৩৮৮।

রাসটক্স। (১) ১২৬, ২০২, ২৩১। (৫) ৩১,
৩৮৮।

রেণাঙ্কুলাস ফি। (৫) ৩১।

ল্যাকেসিস। (৪) ১১৪।

ষ্ট্রামনিয়াম। (৫) ৩৮৮।

সাল্ফ। (৩) ১৪৯।

সিগিয়া। (২) ২৭৩।

৩৬। জৈবজাপারতা ও শীতানুভূতি।

ক্যাকেরিয়া কার্ক। (৩) ২৭১।

পাল্‌সেটিল। (২) ১২০।

সিলিসিয়া। (৪) ১১০।

৩৭। জৈবরসক্ষয়—রোগকারণ।

সিঙ্কনা। (৩) ৭৬, ৮৯।

সিঙ্কনা সাল্ফ। (৩) ৭৫।

ফস্ফরিক এসিড। (৪) ১২৮।

৩৮। জ্বালা বা বর্ণিং।

এম্‌সিনাম। (৫) ৩২৪।

আসেনিকাম। (২) ৪৬, ৪৭। (৩) ২৭,

৩০৩, ৩২৮। (৫) ৩২৪, ৩২৫।

কার্ক ভেজ। (৩) ৩২৮।

কার্কলিক এসিড। (৫) ৩২৫।

ক্যাঙ্কারিস। (৩) ৩০৩, ৩০৪।

ক্যামিলা। (৩) ২৭।

ফস্ফরাস। (২) ৪৭। (৩) ২৭। (৪) ২২৭।

মেডরাইনাম। (৩) ২৭।

টেরেটুলা কু। (৫) ৩২৫।

লাইকপড। (৩) ২৭।

ল্যাকেসিস। (৫) ৩২৫।

সাল্ফার। (২) ৪৭। (৩) ২৭।

সিকেলি। (২) ৪৭।

৩৯। ডিসক্রেশিয়া, ডার্মাটিসিস
এবং ক্যাকেক্শিয়া।

আসেনিকাম। (২) ২৫।

কোকাস ক্যাঙ্ক। (৩) ২৫৩।

নেট্রাম মিউ। (২) ২৩২।

মার্ক রিয়ার। (১) ১২৯।

লাইকপড। (৩) ২৫১।

৪০। তাপোচ্চাস, ঘর্ষণ ও
মূচ্ছার ভাব।

এমিল নাই। (২) ২৮৯, ২৯০।

ক্যালি বাই। (২) ২৮৯, ২৯০।

ল্যাকেসিস। (২) ২৮৯, ২৯০।

সাল্ফার। (২) ২৮৯। (৩) ২৭।

সাল্ফ এসি। (২) ২৮৯।

সিগিয়া। (২) ২৮৯।

৪১। তৃষ্ণা এবং জলপান।

আসেনিকাম। (১) ৩৫২, ৩৭০, ৩৭১।

(২) ৫, ৪৪, ৪৫।

ইউপে পাপু। (১) ৩৫২, ৩৭০, ৩৭১।

একনাইটাম। (১) ১৬, ১২৯। (২) ৪৫।

এপিস। (২) ১২১। (৪) ৭৭।

ক্যাঙ্কর। (১) ৩৫২।

ক্যান্ডারিলা। (১) ৩৭০, ৩৭১।

চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭০।

জেলসিমিয়াম। (৪) ৭৭।

নাক্স মস্কেটা। (২) ১২১।

পাল্‌সেটিল। (১) ২২, ১২৬। (২) ৭১,

৯১। (৪) ৭৭।

ফস্ফরাস। (২) ৪৫।

বিসমাথ। (২) ৪৫, ৪৬।

বেলাডনা। (১) ১২৯।

ব্রামনিয়া। (১) ১২৯।

মার্ক রিয়ার। (১) ৩২, ১২৬। (২) ১৮২।

(১) ৩৫২, ৩৭০, ৩৭১।

৪২। স্বচ্ছন্দ-বিশিষ্টতা এবং কণ্ঠ-প্রকৃতি।

ইয়েসিয়া। (৩) ২৪।
এলুমিনা (এলাম)। (৩) ২৪।
এসাকিডি। (৩) ২৪।
কার্ক এনি। (৩) ২৪।
ক্যামিলা। (৩) ২৪।
ক্রোটন টিগ্। (৩) ২৪।
গ্র্যাফাইটিস্। (৩) ২৪, ৪৩২, ৪৩৩। (৪)
৪১২, ৪১৩।
ডিজিট্যালিস। (৪) ৩২০।
পালসেটিল। (৩) ২৪।
বোরাক্স। (৩) ২৪।
মাকু রিয়াস। (৩) ২৪।
মেজিরিয়াম। (৩) ২৪।
রাস্টক্স। (৩) ২৪।
লাইকপড। (৩) ২৪।
সালফার। (৩) ২৪, ২৫, ৪৩২, ৫৩৩।
সিলিকন। (৩) ২৪।
সরিনাম। (৩) ২৫, ৪৩২, ৪৩৩।
হাইড্র্যাটিস্। (৩) ২৪।
হিপার সাল্ফ। (৩) ২৪।

৪৩। হ্রস্বলতা বা ডিবিলিটি এবং নিম্ন-চূরাল ঝুলিয়া পড়া প্রকৃতি।

আয়ডিয়াম। (২) ২৪৫।
আসেনিকাম। (২) ৪১, ৪২, ২৪৪।
(৩) ৬৩, ৩২৬। (৪) ১৮১।
এব্রটেনাম। (২) ২৪৪, ২৪৫।
এসেট এসিডাম। (২) ২৪৪।
ওপিয়াম্। (৪) ১৮১।
কলচিকাম। (৩) ৬৩।
কার্ক ভেজ। (৩) ৩২৬।
ক্যালি কার্ক। (২) ২৪৫।
গ্র্যাফাইটিস্। (২) ২৪৪, ২৪৫।

জেলুমিনিয়াম। (৪) ৭৬, ৭৭।
নেটাম মিউ। (২) ২৪৪, ২৪৫।
পালসেটিল। (২) ২৪৫।
ফস্ফরাস্। (২) ২৪৪, ২৪৫। (৪) ২২৭।
ফস্ফরিক এসিড। (২) ২৪৫।
ফেরাম। (২) ২৪৪।
মিউরিয়েটিক এসিড। (৩) ৩২৬। (৪) ১৮০
১৮১।
ল্যাকেসিস। (৪) ১৮১।
সিল্কনা। (৩) ২৪৫। (৩) ৮৯।
সোরিনাম। (৩) ৪৩৫।

৪৪। ধাতু বা কন্সটিটিউশন্।

আর্গিকা। (৩) ১১২।
আসেনিক। (২) ৪, ১৩।
ইয়েসিয়া। (২) ৩১৮, ৩১৯।
একনাইট। (১) ৩, ৪, ৪৩, ৪৪।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৮৫।
কলচিকাম। (৩) ৫৫।
ক্যাফেরিয়া কার্ক। (৩) ২৬৯।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৫৮।
গ্র্যাফাইটিস্। (৪) ৪৭০—৪০২, ৪১১, ৪১২।
নেটাম মিউ। (২) ২২৬।
পালসেটিল। (২) ১৬৮, ১৬৯, ১৭০।
ফস্ফরাস্। (৫) ২১০, ২২৬, ২২৭।
নাক্স-ভমিক। (২) ১০১, ১০২, ১০৬, ১০৮।
বেলাডনা। (১) ৫১, ৫২, ৬৩।
বারাইটা কার্ক। (৫) ১৭২, ১৭৩।
ব্রায়নিয়া। (১) ১২৩।
ট্র্যামনিয়াম। (১) ২৭৭।
সাইলিসিয়া। (৪) ৯৫, ১০৮, ১০৯, ১১
সালফার। (৩) ৩, ৪, ৪৩১।
সিলেলি। (৫) ৩৭০।
সিল্কনা। (৩) ৭৫।
সিনা। (২) ৩২৬।
সিপিয়া। (২) ২৭০।

সোরিনাম। (৩) ৪৩২।

হায়সায়ামাস। (১) ৩১৩।

হিপার সাল্ফ। (১) ১৫৩, ১৫৪।

৪৫। নাসাপুটের পক্ষবৎ চালনা ও
বিস্তার।

এক্টিম টার্ট। (৩) ১৬৮।

চেলিডনিয়াম। (১) ৩৮০।

লাইকপডিয়াম। (১) ৩৮০। (৩) ২৪৯।

৪৬। নিদ্রা, তামসী নিদ্রা ও
নিদ্রালুতাদি এবং নিদ্রাস্তে রোগের
হ্রাস অথবা বৃদ্ধি।

এক্টিম টার্ট। (৩) ১৬৯।

এপিস। (৩) ১৬৯।

ওপিয়াম। (৩) ১৬৯, ৩৬৪।

নাক্স মস্কেটা। (৩) ১৬৯। (৫) ৫৫৪।

ফস্ফরিক এসিড। (৪) ১৯৮।

বেলাডনা। (৩) ৩৬৪।

ল্যাকেসিস। (৩) ২০।

স্ট্রামনিয়াম। (৩) ৩৬৪।

হায়সায়ামাস। (৩) ৩৬৪।

৪৭। পতন, হিমাক্ত বা কোল্যাপ্স-
লক্ষণাদি।

আসেনিকাম। (৪) ১৩৯।

একনাইটাম। (১) ৪৫। (৪) ১৪০।

কার্ব ভেজ। (৩) ৪০৫। (৫) ৩৩৭।

কুপ্রাম মেট। (৪) ১৩৯, ১৪০।

ক্যাফরা। (১) ৪৫। (৪) ১৩৯, ১৪০।

(৫) ৩৩৭, ৪৪২, ৪৪৪।

ক্যালি কেরো-সায়। (৫) ১৪৭।

ল্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।

টেবিকাম। (৫) ২৭১।

ভেরেট্রাম এল। (৪) ১৩৯, ১৪০।

মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৬, ৩৩৭।

সিকেলি। (৫) ৩৩৭।

৪৮। পুরাতন রোগ-বিষ-বান্ধ বা
ক্রণিক ডিজিজ-মায়াজম—সোরা,
মাইকোসিস এবং সিকিলিস।

একনাইটাম। (১) ২৪।

ক্যালি কার্ব। (১) ১৫৯।

ক্যালি বাই। (৪) ৩৬৩, ৩৭৮।

ক্যাকেরিয়া কার্ব। (১) ১৫৮, ১৫৯।

টুবার্কুলিনাম। (১) ১৮০।

ডাক্সামারা। (১) ১৮১। (৩) ৪৪৫।

থুজা। (৪) ১৫৬, ২৬৪, ২৬৫, ২৮০,
৩৭৮।

নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৫৪, ২৮০।

পালসেটিলা। (৪) ৩৭৮।

মাকুরিয়াস। (১) ১৫৮। (৪) ১৫৬, ২৮০।

মেডরাইনাম। (৫) ৩৩১।

রাস্টিক্স। (৩) ৪৪৫।

স্ট্রাক্সেসিগ্রিয়া। (৪) ১৮০।

সার্সি পেরিলা। (৪) ৩৭৮।

সাল্ফার। (১) ১৫৮, ১৫৯, ১৭৩, ১৭৪,
১৭৫। (৩) ৭, ৯—১২। (৪) ২১৪।

সিপিরা। (২) ২৭৪, ২৭৭।

সোরিনাম। (৩) ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭।
(৫) ৩৩১।

হিপার সাল্ফ। (১) ১৫৮, ১৬৭, ১৭২—
১৮০।

৪৯। প্রদর্শক লক্ষণ সম্বন্ধে
বিশেষ বিবরণ।

আর্শিক। (৩) ১২৩।

নাক্স ভমিক। (২) ১২৯, ১৮৫, ১৮৬।

নেট্রাম মিউ। (২) ২৪৩।

পালসেটিলা। (২) ১৮৫, ১৮৬।

সাল্‌ফার। (৩) ২৪।

সিঙ্কনা। (৩) ৮২।

সিনা। (২) ৪০২।

৫০। প্রোডাহের অভাবাদি।

বেলাডনা। (১) ২২১, ৩৩২।

ট্রামনিয়াম। (১) ২২১, ৩৩২।

হায়সায়ামাস। (১) ৩৩২।

৫১। প্রোপ বা ডিলিরিয়াম।

এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩২২।

কুপ্রাম। (৩) ২০৪।

থুজা। (৪) ২৭৪।

বেলাডনা। (১) ৬৬, ২২১। (৩) ২০৪।

ট্রামনিয়াম। (১) ২২১, ২২৩।

হায়সায়ামাস। (১) ২২১, ৩৩৩। (৩) ২০৪।

৫২। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের

পর রোগের বৃদ্ধি।

আসেনিক। (২) ১৩৬।

এগারিকাস। (২) ১৩৬।

এনাকার্ডিয়াম। (২) ৩৬১, ১৩৭।

কষ্টিকাম। (২) ১৩০, ১৩৭।

গ্র্যাকাইটিস। (২) ১৩৭।

নাক্স তমিক। (২) ১৩৫—১৩২।

নেট্রাম মিউ। (২) ১৩৭, ১৩৮।

ব্রায়নিয়া। (২) ১৩৮।

সাল্‌ফার। (২) ১৩৮।

৫৩। প্রেমবিষয়ক নৈরাশ্র ও

দেহাদি।

কস্‌ফরিক এসিড। (১) ৩৩৪।

হায়সায়ামাস। (৪) ১২২।

৫৪। বস্তুর বিশেষ ভাঙ্গনে রোগোৎ-

পত্তি।

আসেনিকাম। (২) ৬, ১৭১।

ক্যাঙ্কর। (২) ১৭২।

ক্যাল্‌কেরিয়া। (২) ১৭১।

চায়না। (২) ১৭১। (৩) ২৪।

থুজা। (২) ১৭১।

নিকোটিনা। (২) ১৭১।

নেট্রাম কার্ব। (২) ১৭১।

নেট্রাম মিউ। (২) ১৭১, ২৬০।

পাল্‌সেটিল। (২) ১৭১, ১৭২, ১৮২।

ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৭। (২) ১৭১।

ব্রমিয়াম। (২) ১৭১।

লাইকপড। (২) ১৭১, ১৭২।

ট্র্যাকিসেগ্রিয়া। (২) ১৭২।

সাল্‌ফার। (২) ১৭২।

৫৫। বহুভাষিতা, অত্যধিক

কথাবলা বা লোকোয়াসিট।

এগারিকাস। (৪) ২১।

ক্যানাবিস ইণ্ডিকা। (৫) ৪৪৮।

বেলাডনা। (১) ৬৬।

ল্যাকেসিস। (১) ২২৩, ২২৬, ৩৩৩।

(৪) ২০, ২১।

ট্রামনিয়াম। (১) ২৭৭, ২৭৮, ২২৩, ২২৬,

৩৩৩। (৪) ২১।

হায়সায়ামাস। (১) ৩৩৩। (৪) ২১।

৫৬। বক্ষমধ্যে স্লেথার ঘড় ঘড়

শব্দাদি।

এন্টিম টার্ট। (৩) ১৬৭, ১৬৮।

ওপিয়াম। (৩) ১৬৮।

চেলিডনিয়াম। (১) ৩৮০।

৫৭। বিবমিষা বা নসিয়া ও

বমন।

ইপিক্যাক। (২) ৩৭২, ৩৮৭।

এন্টিম টার্ট। (২) ৩৮৭।

এপোমাক্সিয়া। (২) ৩৮৭।
জিঙ্ক। (২) ৩৮৭।
ডিজিট্যালিস। (২) ৩৮৭।
পালসেটিল। (২) ৩৮৭।
লোবেলিয়া। (২) ৩৮৭।
সাল্ফার। (২) ৩৮৭।

সাল্ফার। (২) ১০৩। (৩) ৬, ১২, ২০।
সিঙ্কনা। (৩) ৮৭।
সিপিয়া। (২) ২৬১, ৩০৭, ৩০৮।
অনিকুলা। (১) ৩৪২। (৪) ১১১।

৫৯। বেদনার প্রকৃতি, তাহার
হ্রাস ও বৃদ্ধির কারণ এবং তাহার
অভাব।

৫৮। বিষ্ঠা ও মলত্যাগের বিশিষ্টতা

এবং মলদ্বারের সংকোচনাধি।

আর্গিকা। (৩) ১১৩।
ইয়েসিয়া। (২) ৩১২, ৩৩০।
ইপিক্যাক। (২) ৩৭২।
ইস্কুলাস। (২) ২৬১।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৮৬।
এমনিয়াম মিউ। (২) ২৪২।
এলুমিনা। (২) ২৬১।
ওপিয়াম। (১) ৩৫২। (২) ১০৩।
কলিন্সনিয়া। (২) ২৬১।
কল্চিকাম। (৩) ৬১।
গ্র্যাফাইটিস। (২) ৩৮৮।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৫২।
থুজা। (৪) ১১১, ২৭৪।
নাইট্রিক এসিড। (২) ২৪২।
নাক্স ভমিকা। (১) ১৩০, ৩৮৭। (২) ১০৩,
১২৩, ১৩৪, ১৩৫। (৩) ১৪১।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৪৮, ২৪২, ২৬১।
প্লাস্ভাম। (১) ৩৫২।
ব্রায়নিয়া। (১) ১২২, ১৩০। (২) ১০৩,
২৪৮।
রিয়াম। (১) ১৮৫। (৫) ৪৩৮।
রেটানিয়া। (২) ২৬১।
লাইকপডিয়াম। (৩) ১৪৭, ১৪৮।
সাইলিসিয়া। (৪) ১১১।

আর্গিকা। (৩) ১২৩, ১২৫।
আসেনিক। (১) ১২। (৩) ৩০৩। (৪) ২,
২২৬।
একনাইট। (১) ১৮, ১২। (৩) ১২৪।
এপিস। (৪) ২২৫, ২২৬।
ওপিয়াম। (১) ২২৪। (৩) ৩৬৪।
কক্ষিয়া। (১) ১২।
কলসিঙ্ক। (১) ৩৬২। (৩) ১৮৮, ১৮৯।
ক্যাস্থারিস। (৩) ৩০৩, ৩০৪।
ক্যামমিলা। (১) ১২। (২) ৩৫২, ৩৫৭,
৩৬৪, ৩৬৫।
চেনপডিয়াম। (১) ৩৬৮।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯।
নাক্স ভমিকা। (২) ১০২।
পালসেটিল। (২) ১৭১।
ফস্ফরাস। (৪) ২২৫, ২২৬।
ফাইটলেকা। (৩) ১২৪।
বভিষ্টা। (৩) ১৮২।
বেলাডনা। (১) ৬৭।
ব্যাণ্টিসিয়া। (৩) ১২৪।
ব্রায়নিয়া। (১) ৩৬৮, ৩৬৯। (৩) ১৮২।
ভেরেট্রাম এল্। (৩) ১৮২।
রাস্টকস। (১) ১২। (৩) ১২৪।
কুটা। (৩) ১২৪।
গ্লেগু বাব। (১) ৩৬৮।
লাইকপড। (১) ৩৬৯।

লোবেলিয়া। (১) ৩৬৮।
 স্ট্যাকিসেড্রিয়া। (১) ১৩০।
 ট্র্যামনিয়া। (১) ২২৪। (৩) ৩৬৪।
 সাল্‌কার। (৪) ২২৬।
 সিঙ্কনা। (১) ১৫২। (৩) ৭৫, ৯৫।
 হিপার সাল্‌ক। (১) ১৫২।

৬০। ভক্ষ্যবস্তু দর্শনে অথবা
 তাহার আত্মাণে বমনোদ্বেক।

আর্সেনিকাম। (২) ২৭৪।
 কল্‌চিকাম। (২) ২৭৪।
 নাক্স ভমিকা। (২) ২৭৪।
 পালসেটিল। (২) ১৭১।
 সিপিগ্না। (২) ২৭৪।

৬১। ভীতি ও মৃত্যুভীতি এবং
 ভীতি বশতঃ রোগ।

আর্সেনিকাম। (১) ১৮। (২) ৪২, ৪৩, ৪৪।
 ইয়েসিয়া। (১) ২১।
 একনাইটাম। (১) ১৬, ১৭, ১৮, ২১, ৩৪।
 (২) ৪২।
 ওপিগ্নাম। (১) ২১।
 কফিয়া। (১) ১৮।
 ভেরেটাম এল্‌। (১) ২১।
 ট্র্যামনিয়াম। (১) ৭২, ৩০২।
 সরিনাম। (৩) ৪৩৪।
 হায়সায়ামাস। (১) ৩, ৩১৪।

৬২। ভূতপূর্ব কারণসম্বৃত রোগ।

কার্বি ভেজ। (৩) ৩২৪।

৬৩। মনুষ্যসঙ্গ এবং আলোক
 ভালবাস।

ট্র্যামনিয়াম। (১) ২২৩।

৬৪। মলদ্বার, গলদেশ এবং উদর
 প্রভৃতিতে সন্ধোচনের অমৃত্যু।

ল্যাকসিস। (৪) ২১।

৬৫। মলদ্বার, নাসিকারন্ধ্র এবং
 কর্ণকুহর প্রভৃতি শরীর-বাহ্য-
 দ্বারের রক্তিমতা ও ক্ষতাদি।

নাইটিক এসিড। (৪) ১৬৪।
 সাল্‌কার। (৩) ২৬।

৬৬। মলদ্বারের শিথিলতা এবং
 অনৈচ্ছিক রূপে বা অসাড়
 মলতাগ।

এপিস। (৪) ২২৩।
 এলো। (৩) ৪২। (৪) ২০৩, ২৫০।
 (৫) ১২৮।
 ওলিয়েণ্ডার। (৩) ২৬, ৭। (৫) ৪৫৫
 চান্ননা। (৩) ৪৪০।
 ফস্‌ফরাস। (৪) ২২২, ২৩০, ৪৫০।
 ফস্‌ফরিক এসিড। (৪) ২০৩।
 ব্রায়নিয়া। (১) ১২৫, ১৪৭।

৬৭। মস্তিষ্ক ও মানসিক লক্ষণের
 তুলনা।

ইয়েসিয়া। (২) ১৩২।
 ক্যামিল্লা। (১) ১৪৭, ১৪৮। (২) ১৩১,
 ৩৬৩—৩৬৬।
 নাক্স ভমিকা। (১) ১৪৭, ১৪৮। (২)
 ১৩১, ৩৬৩।
 ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৭, ১৪৮। (২) ১৩২,
 ৩৬৩।

ষ্টাকিসেগ্রিয়া। (২) ১৩২।
সিনা। (১) ১৪৭, ১৪৮। (২) ১৩১।

৬৮। মস্তিষ্কে জলপতন (swashing) বৎ অমুভূতি।

কার্ক এনি। (৪) ৩৩৩।
বেলাডনা। (৪) ৩৩৩।
রাস্টকস্। (৪) ৩৩৩।
সালফুরিক এসিড। (৪) ৩৩৩।
সিঙ্কনা। (৪) ৩৩৩।
স্পাইজিলিয়া। (৪) ৩৩৩।

৬৯। মানসিক দৌর্বল্যাবাজক লক্ষণ —অবসাদ, বিষন্নতা, কোমলতা, পরিবর্তনশীলতা এবং ক্রন্দনাদি।

ইগ্রেসিয়া। (২) ১৮৭, ২৪৬, ২৪৭, ৩৩১।
এপিস। (২) ১৮৭।
নাকস্ ভমিকা। (২) ২৪৭।
নাকস্ মস্কেটা। (২) ১৪৮, ২৪৬।
নেট্রাম মিউ। (২) ১৮৮, ২৪৬, ২৪৭।
পালসেটিলা। (২) ১৮৬, ১৮৭, ২৪৭।
ফস্ফরিক এসিড। (৪) ১৯৯।
রাস্টকস্। (২) ২৪৭।
লিলিয়াম টাই। (২) ১৮৭।
সার্নানাম। (৩) ৪৩৪।

৭০। মানসিক ভাবোত্তেজনা (ভীতি প্রভৃতি) বশতঃ রোগ।

অার্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৪৬।
ইগ্রেসিয়া। ২১। (২) ৩২০।

ইপিক্যাক। (২) ৩৬৪।
একনাইটাম। (১) ২১। (২) ৩৬৪।
ওপিয়াম। (১) ২১। (৪) ৪৪৬।
কামমিলা। (২) ৩৫৩, ৩৬৪।
জেলসিমিয়াম। (৪) ৪৪৬।
নাকস্ ভমিকা। (২) ৩৬৪।
ব্রায়নিয়া। (২) ৩৬৪।
ভেরেট্রাম এল্। (২) ৩৩৯। (৪) ৪৪৬।

৭১। মুক্ত বায়ুর প্রয়োজনীয়তা।

পালসেটিলা। (২) ১৮৯।
রাস্টকস্। (২) ১৯০।
সাল্ফার। (৩) ২৫।

৭২। মুখগহ্বর—দন্ত, দন্তনাড়ি ও জিহ্বাদির লক্ষণ।

কার্লি বাই। (৪) ৩৭০।
চেলিডনিয়াম। (১) ২৩১।
খুজা। (৪) ২৭৪।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৮২।
পডফাইলাম। (১) ২৩১।
মার্ক প্রোটো-আই। (৪) ৩৭০।
মাক্স'রিয়াস। (১) ২৩০, ২৩১। (৪) ১৮২।
মিউরিয়েটিক এসিড। (৪) ১৮২, ১৮২।
রাস্টকস্। (১) ২৩১। (৪) ৩৩২।

৭৩। মুখমণ্ডল, নাসিকা ও গুণ্ঠাদি

স্থানে রক্তিমতা, কলঙ্ক এবং রস-

বিশ্বিকা প্রভৃতি।

আসেনিকাম। (২) ৪০২।
এক্টিম ফুড। (২) ২৪৮।
এক্টিম টার্ট। (৩) ১৬৮।
ওপিয়াম। (৩) ৩৬৫।
কোনায়াম। (২) ২৪৭।

কামমিলা। (২) ৩৫২, ৪০৩।
 ক্যান্সার। (২) ৪০২।
 জেলুসিমিয়াম। (৪) ৭৫।
 টেবিকাম। (৩) ১৬৮।
 টেলুরিয়াম। (২) ২৭২।
 নাইট্রিক এসিড। (২) ২৪৮।
 নেটাম মিউ। (২) ২২৭, ২৪৭, ২৪৭।
 বেলান্ডনা। (১) ৬৫।
 ভেরেটাম এল্। (২) ৪০২।
 রডডেগুন। (২) ২৪৭।
 লাইকপড। (২) ২৪৮। (৩) ১৬৮।
 সাল্ফার। (৩) ২৬।
 সিনা। (২) ৪০২।
 সিপিয়া। (২) ২৭২, ১৯৪।
 স্ট্যান্টাইন। (২) ৪০২।
 হেলিবোরাস। (২) ২৪৭।

৭৪। মূত্র-লক্ষণের বিশিষ্টতা।

ক্যান্সারিস। (৩) ৩০৪।
 নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৪।
 বেল্লোইক এসিড। (৪) ৫২, ১৬৪।
 লাইকপড। (৩) ২৪০।
 সাল্ফার। (৩) ৬।
 সিপিয়া। (৪) ১৬৪।

৭৫। যে কোন প্রকার শয্যায় শয়ন

করুক না কেন তাহার অসহনীয়
 কাঠিঠামুভূতি প্রযুক্ত কোমল
 শয্যাংশের অমুসন্ধান রোগীর
 অনবরত শয্যায় চতুর্দিকে
 স্থান পরিবর্তন।

আণিকা। (৩) ১২৩।
 একনাইট। (৩) ১২৪।

চায়না। (৩) ১২৫।
 ফাইটলেকা। (৩) ১২৪।
 ব্যাপ্টিসিয়া। (৩) ১২৪।
 রাসটক্স। (৩) ১২৪।
 রুটা। (৩) ১২৪।
 ট্যাক্সিসেগ্রিয়া। (৩) ১২৪।

৭৬। রস বা লসীকাগ্রস্থির ক্ষীতি ও বিবৃদ্ধি।

ক্যান্সারিয়া কার্ক। (৩) ২৭০।

৭৭। রোগলক্ষণের পর্যায়ক্রমিকতা।

ইয়েসিয়া। (২) ৩৩২
 ট্রানিমিয়াম। (১) ২৯২।

৭৮। রোগলক্ষণের বিভিন্ন পরিবর্তনশীলতা।

ইয়েসিয়া। (২) ১৮৭, ৩১৮, ৩৩৩।
 একনাইটাম। (২) ৩৩৩।
 ককুলাস ইণ্ড। (২) ৩১৮।
 কফিয়া ক্রু। (২) ৩৩৪।
 নাক্স মস্কেটা। (২) ১৮৮, ৩৩৩।
 পাল্‌সেটলা। (২) ১৭১, ১৮৭
 সাল্ফার। (৪) ৪১।

৭৯। রোগলক্ষণের রোগজ প্রকৃতি বিবৃদ্ধ ভাব।

ইয়েসিয়া। (২) ৩১৮, ৩২৬।

৮০। রোগের পক্ষাঘাতিক বা রস- বাতিক মৌলিকতা।

কটিকাম। (৩) ৩৩৪।
 রাসটক্স। (৩) ৩৩১।

৮১। রোগের পুনঃ পুনঃ আবর্তন

সাল্ফার। (৩) ২৬।

৮২। রোগের প্রাচুর্য কাল।

একনাইটাম। (১) ২০, ৪১, ১৭০।

কল্‌চিকাম। (৩) ৫৬।

কষ্টিকাম। (১) ২০।

ক্যামমিলা। (২) ৩৭৫।

ডাল্‌কামারা। (১) ২১। (৩) ৪৪৪, ৪৫১

নেটাম সাল্‌ফ। (১) ১৭৫।

মার্‌কুরিয়াস। (১) ১২৭, ২৬৭।

রাস্টক্স। (১) ২১। (৪) ৩১২।

ল্যাকেসিস। (২) ৮১।

হিপার সাল্‌ফ। (১) ২০, ১৭০।

৮৩। শরীর চালনায় অথবা

বিশ্রামে রোগের হ্রাস বা বৃদ্ধি।

কল্‌চিকাম। (৩) ৬৩।

চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৩, ৩৭৪।

পাল্‌সেটিলা। (১) ৩৭৩। (২) ১২০।

বেলাডনা। (১) ২৭৩, ৩৬৪।

ব্রায়নিয়া। (১) ১২৮, ৩৭৩। (৩) ৬৩।

(৪) ৩৩২।

রাস্টক্স। (১) ৩৭৩। (২) ১২০। (৪) ৩৩২।

৮৪। শরীর বা শরীরান্বেষণের

গঠনবিশিষ্টতা এবং শরীরাবয়ব

সম্বন্ধে রোগীর অভ্যুত কল্পনা।

অার্জেন্টাম নাই। (৪) ৪৩৭, ৪৩৮।

ক্যাকেরিয়া কার্‌ব। (৩) ২৭০। (৪) ১০২, ২২৬।

ক্যাকেরিয়া কস্‌। (৩) ২৭০।

গ্র্যাফাইটিস্‌। (৪) ৪১১, ৪১২।

(১) ২২২, ২২৩। (৪) ২৭৪।

কস্‌করাস। (৪) ২২৬।

ব্যাক্টিসিয়া। (১) ২২২, ২২৩।

ইন্‌ফ্যান্টাম। (১) ২২২।

সাইলিসিয়া। (৪) ১০৮, ১০৯।

সাল্‌ফার। (৪) ২২৬।

৮৫। শরীরাবস্থাপন-বিশিষ্টতা বা

শয়নোপবেশনাদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা

রোগের হ্রাস ও বৃদ্ধির কারণ।

একনাইটাম। (১) ২১।

পাল্‌সেটিলা। (২) ১৮৮।

বেলাডনা। (১) ৬৮।

ব্রায়নিয়া। (১) ১২৮।

হায়সাম্যামাস। (১) ৩৩৪।

৮৬। শরীরের এক পার্শ্ব বা স্থান

আক্রমণ অথবা আক্রমণের পর

রোগের পার্শ্বান্তরে বা স্থানান্তরে

গতি।

চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭১, ৩৭২।

কস্‌করাস। (৪) ২৩০।

বেলাডনা। (১) ৬৮। (৩) ২৩৯।

ব্রায়নিয়া। (৩) ২৩৯।

মার্‌ক প্রোটো-আই। (৩) ২৩৯।

রাস্টক্স। (৪) ২০।

লাইকপড। (১) ৩৭১, ৩৭২। (৩) ২৩৯।

(৪) ২০।

ল্যাকেসিস। (৪) ১২, ২০, ৩০৯।

৮৭। শারীরিক সমলতা, দুর্গন্ধ ও

অপবিত্রতা।

সাল্‌ফার। (৩) ২৪, ২৫, ৪৩৪।

সোরিনাম। (৩) ২৫, ৪৩৩।

৮৮। শৈত্য, তাপ, সিক্ততা

এবং আবহাওয়ার পরিবর্তন

প্রভৃতি রোগের অথবা রোগের

হ্রাস বা বৃদ্ধির কারণ।

আর্সেনিকাম। (১) ১৫৯। (২) ৪৫।

একনাইটাম। (১) ২০, ২২, ৩০, ৩১, ৩৩,
৪১, ৭৭, ১২৫, ১৫৬। (৩) ৩৩৪, ৪৫১,
৪৫২।

এটিম ক্রুড। (৩) ১৪২।

কল্‌চিকাম। (৩) ৫৬।

কটিকাম। (১) ২০, ১৫৬। (৩) ৩৩৪

ক্যামমিলা। (২) ৩৫০।

চেলিডনিয়াম। (১) ৩৫৮, ৩৬০।

টুবাকু লিনাম। (১) ১৫৯, ১৬০, ১৬১।

ডাল্‌কামারা। (১) ২০, ২১। (৩) ৪৫১,
৪৫২।

নাক্স ভমিকা। (১) ১৫৯।

নেট্রাম মিউ। (২) ২২৮।

নেট্রাম সাল্‌ফ্‌। (১) ১৭৪, ১৭৫।

পাল্‌সেটিল। (২) ১৭২, ১৮৮, ১৮৯, ১৯১।

বেলাডনা। (১) ৫৪।

ব্যারাইটা। (৩) ৪৫১।

ব্রায়নিয়া। (১) ১২৫।

মাকু'রিয়াম। (১) ১৯৭।

রাস্টন্স্‌। (১) ২০, ২১। (৩) ৪৫১।
(৪) ৩৩১।

লাইকপডিয়াম। (৩) ২৩৯।

সাইলিসিয়া। (১) ১৫৯।

সাল্‌ফার। (৩) ৭।

সিঙ্কনা। (৩) ৭৭।

সরিনাম। (১) ১৫৯, ১৬০, ১৬১।
(৩) ৪৩৪।

হিপার সাল্‌ফ্‌। (১) ২০, ১২৫, ১৫৪, ১৫৯,
১৬০, ১৬১, ১৭১। (৩) ৩৩৪, ৪৩৪।

৮৯। শোণিতস্রাব এবং শোণিত-

সঞ্চালন বিশৃঙ্খলা।

ক্যালিবাই। (২) ২২০।

নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৫।

নাইট্রেট্‌ অব এমিল। (২) ২২০।

ফস্‌ফরাস। (৪) ২৩০।

সাল্‌ফার। (২) ২৮২।

সিপিয়া। (২) ২২০।

৯০। শ্বাসকৃচ্ছ এবং পাথার

বাতাসের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি।

| কার্বি ভেজ। (৩) ৩৯৭।

ডিজিট্যালিস। (৪) ৩৯৩।

| ল্যাকেসিস। (৪) ২১।

৯১। স্লেয়াণ্ডটিকা ও চর্মরকীরের

বর্তমানতা।

কটিকাম। (৪) ২৭৩।

থুজা। (৪) ২৭৩, ২৭৪।

নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৯।

৯২। শ্লেষ্মিক ঝিল্লির শুষ্কতা।

নেট্রাম মিউ। (২) ২৩৭।

পাল্‌সেটিল। (১) ১২৯।

ব্রায়নিয়া। (১) ১২৯।

৯৩। সন্ধিহীনতা।

| হায়ড্রোম্যাস। (১) ৩৩৪।

৯৪। সন্নিপাত বা টাইফয়েড

অবস্থা।

আর্সেনিকাম। (১) ২, ৪২। (২) ৭১,
৭২।

কল্‌চিকাম। (২) ৭১, ৭৩।

কার্ণ ডেজ। (১) ৪৬। (২) ৭২, ৭৩।
ক্রোটেলাস। (৫) ২৭৩, ২৭৪।
ক্সফরিক এসিড। (২) ৭১, ৭৪।
ব্যাণ্টিসিয়া। (১) ১০।
ব্রায়নিয়া। (১) ৪৬।
মিউরিয়েটিক এসিড। (১) ১০।
রাস্টক্স। (১) ৪৬। (২) ৬৯। (৪)

রেনাকুলাস ফি। (৫) ৩১।
ল্যাকেসিস। (৫) ২৭৪।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ৩০৯।
সিঙ্কনা। ৭০, ৭৪।
হায়সায়ানাস। (১) ১০, ৪৬।

১৫। সময়ানুসারে রোগের হ্রাস

অথবা বৃদ্ধি।

আসেনিকাম। (২) ৪৭, ১৩৫।
একনাইটাম। (১) ৩৯।
এগারিকাস। (২) ১৩৬।
এনাকার্ডিয়াম। (২) ১৩৬, ১৩৭।
কলিকাম। (২) ১৩৬।
গ্র্যাফাইটিস। (২) ১৩৭।
নাক্স ভমিকা। (২) ১৩৫, ১৩৭।
নেট্রাম মিউ। (২) ১৩৭, ১৩৮, ২৫১।
পাল্‌সেটিল। (২) ১৮৮।
ব্রায়নিয়া। (২) ১৩৮।
মাকুরিয়াস। (১) ২৩২, ২৩৩।
লাইকপডিয়াম। (২) ১৮৮। (৩) ২৩৯।
সাল্‌ফার। (২) ১৩৮। (৩) ৫, ৬।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ৪০।

১৬। সরলান্ন বা রেষ্ঠামমধ্যে

বিবিধ ক্লেশানুভূতি।

ইগ্রেসিয়া। (২) ৩২০, ৩২০।
নাইট্রিক এসিড। (২) ২২৭, ২৭৩, ৩২০।

নেট্রাম মিউ। (২) ২২৭।
রেট্যানিয়া। (২) ২৭৩, ৩২০।
সাল্‌ফার। (২) ২৭৩, ৩২০।
সিপিয়া। (২) ২৭৩।

১৭। সাংঘাতিকতা।

আসেনিক। (২) ৪২।

১৮। সাময়িকতা বা পিরিয়-

ডিসিট।

আসেনিকাম। (২) ৪৭, ৪৮।
এরানিয়া। (২) ৪৮।
কুইনাইন। (২) ৪৮।
জেল্‌সিমিয়াম। (২) ৪৮।
সিঙ্কনা। (৩) ৯১।

১৯। সূর্যাতাপ- রোগের বা রোগ-

বৃদ্ধির কারণ।

একনাইটাম। (১) ২২।
এণ্টিম ফ্রুড। (৩) ১৪৯।
গ্লোনাইন্। (৩) ১৪৯।
জেল্‌সিমিয়াম। (৩) ১৪৯।
নেট্রাম কার্ণ। (৩) ১৪৯।
ব্রায়নিয়া। (৩) ১৪৯।

১০০। স্নান অথবা গাত্রধৌতকরণে

অনিচ্ছা অথবা তাহা রোগের বা

রোগবৃদ্ধির কারণ।

এণ্টিম ফ্রুড। (৩) ২৫, ১৫০।
ডাক্‌মারা। (১) ২১।
রাস্টক্স। (৩) ১৫০।
সাল্‌ফার। (৩) ২৫, ১৫০।

১০১। স্নায়বীয় আঘাত বা শক।

একনাইটাম। (১) ২২।

১০২। স্মরণশক্তির হ্রাস বা

অভাব।

এনাকার্ডিয়াম। (৪) ৩৯১।

১০৩। শ্রাব অথবা ক্ষুটিত উদ্ভে-

দের হঠাৎ লোপ কিম্বা উদ্ভেদের

অসম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ উদ্গম

বশতঃ রোগ।

আর্সেনিক। (২) ৮৪।

ইপিক্যাক। (১) ১৫০। (২) ৩৮

এন্টিম ক্রড। (৩) ১৪২।

এন্টিম টার্ট। (১) ১৫০।

এপিস। (৪) ২৮৪।

কার্ব ভেজ। (৩) ৩৮৫।

কুপ্রাম। (১) ১৫০। (৩) ১৯৯, ২০৩।

ক্যামমিলা। (২) ৩৫৩।

গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪০২।

জিকাম। (১) ১৫০।

ডাকামারা। (৩) ৪৪৪।

নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৫৪।

ফস্ফরাস। (৪) ২১২।

ফসফরিক এসিড। (৪) ১৯১।

ব্রায়নিয়া। (১) ১৫০।

মিউরিয়েটিক এসিড। (৪) ১৭৪।

রাসটক্স। (৪) ৩১৯।

লাইকপেডিয়াম। (৩) ২২৬।

ট্র্যামনিয়াম। (১) ২৮১, ৩০৭।

সাইলিসিয়া। (৪) ৯৭।

সাল্ফার। (৩) ৮, ২০৩।

সিলিকা। (৩) ৭৭।

সিপিয়া। (২) ৩০৪।

সরিণাম। (৩) ২০৩।

১০৪। শ্রাবের প্রকৃতি।

ক্যালি বাই। (৪) ৩৬৯।

গ্র্যাফাইটিস। (৩) ৪৩৪।

পালসেটিল। (২) ১৯১।

লাইসিন। (৪) ৩৭০।

ল্যাকেসিস। (৩) ৪৩৪।

সাল্ফার। (৩) ২৬।

সরিণাম। (৩) ৪৩৪।

১০৫। হাশু এবং ক্রন্দন।

ইগ্নেসিয়া। (৩) ৩৩৩।

একনাইট। (২) ৩৩৩।

একনাইট। ৩৩৩।

কফিয়া। (৩) ৩৩৪।

নাক্স মস্কেটা। (২) ৩৩৩।

১০৬। জ্বপিশু ও নাড়ী-লক্ষণ।

ডিজিট্যালিস। (৪) ৩৮৯, ৩৯০।

জেলসিমিয়াম। (৪) ৭৭।

১০৭। ক্ষিপ্রতা অথবা মত্তরতা।

পালসেটিল। (২) ১৯০।

বেলাডনা। (২) ১৯০।

১০৮। ক্ষুদ্রাক্ষেপ, খল্লী, পেশী-

আনর্ভন এবং সাবস্যান্টাস

টেণ্ডিনামাদি।

এগারিকাস। (১) ৩৩২।

ককুলাস ইণ্ডু। (৩) ২১০।

কুগ্রাম। (৩) ২১০।

ক্লরিন। (৫) ৪৯।

নাক্স ভমিকা। (৩) ২১০।

বেলাডনা। (১) ৬৬, ৩৩২।

হায়সায়ামাস। (১) ৩৩২।

১০। বিবিধ সাধারণ রোগ।

১। অগ্নিদাহ বা বাণিঃ।

অগ্নিকা। (৩) ৩২০।
কষ্টিকাম। (৩) ৩২৪।
কাকলিক এসিড। (৩) ৩২০।
ক্যাঙ্করিয়া। (৩) ৩২০।

২। অর্কদুরোগ বা টিউমার।

ক্যাঙ্করিয়া কার্ব। (৩) ২৮২।
ক্যাঙ্করিয়া ফ্রুয়ো। (৫) ১৮২,
প্রাথম। (৫) ৫৪০।
লাইটলেকা। (৫) ১৩০।
ব্যারাইটা কার্ব। (৫) ২৩০।
মিউরেক্স। (৫) ২৯৬।
মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
সিকুটা ভিয়ো। (৫) ২৩৫।
সালফার। (৩) ২৮২।
স্রাবাইনা। (৫) ২৬১।
হাইড্রোকোটাইল। (৫) ২৩৭।

৩। অস্বচিকিৎসান্তিক রোগ।

অগ্নিকা। (৩) ১২০।
একনাইট। (১) ৩০।
এলিয়াম সেপা। (৫) ৩০।
হাইপেরিকাম। (৫) ৩৫০।

৪। অভিঘাতিক রোগ বা

ইঞ্জুরিজ্—স্প্রেন্ বা মচ্‌কান প্রভৃতি।

অগ্নিকা। (১) ১৬৭। (৩) ১৩২—১৩৫।
(৪) ৩৪৫। (৫) ৮২, ৪০৭, ৪২৪
আসেনিকাম। (৪) ৩৪৫।
ইউফ্রেসিয়া। (৫) ২৪৭।
একনাইটাম। (১) ৩০।
এমনিয়াম কার্ব। (৫) ৮২।

এমনিয়াম মিউ। (৫) ৮২, ৯৬।
এরানিয়া ডায়া। (৪) ৩৪৫।
কোনায়াম। (৩) ১২২। (৪) ৩৪৫।
ক্যালেলুলা। (৩) ১২১। (৫) ৪২৪।
ক্যাঙ্করিয়া ফস। (৩) ১২২।
পেট্রলিয়াম। (৫) ৫৬০।
ভেরেট্রাম ভি। (৫) ১৬৬।
রাস্টক্স। (৩) ১৩৪। (৪) ৩৪৪, ৩৪৫।
ক্টা গ্র্যাভি। (৩) ১৩৫। (৫) ৪০৭।
লিডাম। (৩) ১২১। (৫) ৪২৪।
ল্যাকেসিস। (৪) ৩৪৫।
সালফুরিক এসিড। (৩) ১২২। (৫) ৩৪৫।
(৪) ৮২।
সিনেক্স ল্যাটু। (৫) ৩০৬।
সিম্ফাইটাম। (৩) ১৩৫। (৫) ১৮৮।
হাইপোরিকাম। (৩) ১৩৫। (৪) ১৬৬, ৪২৪।

৫। উদ্বেদিক জ্বর বা এক্‌

ম্যাটিক ফিবার।

১। আরক্তজ্বর বা স্ক্যালোটিনা।

আসেনিকাম। (৪) ৬২, ১৮৬।
ইপিক্যাক। (১) ১১৪।
একনাইটাম। (১) ২২, ৪৮। (৪) ৯০।
এপস্। (৪) ১৮৫, ৩১৩, ৩৫৬।
এমনিয়াম কষ্ট। (৫) ৯৮।
এমনিয়াম কার্ব। (৫) ৯০।
এরাম ট্রাই। (৪) ৩৫৬।
এলাস্থাস। (৪) ৩৫৫। (৫) ৪৭১।
কুপ্রাম মেট। (৩) ২২০।
কার্ল পাম্যাগ্যানিকাম। (৪) ১৮৬।
(৫) ১৪৩।
ক্যাঙ্করিয়া। (১) ১১৫, ১১৮।
ক্রোটেলাস হরি। (৫) ২৭৪।

জিঙ্কাম। (৫) ৫২২।

জেলসিমিয়াম। (৪) ২০।

নেট্রাম আর্সেনিকাম। (৪) ১৮৬।

বেলাডনা। (১) ১১৩—১১৮, ৩৩৯, ৩৪০।

(৪) ২০, ৩১৩।

মার্ক সায়ানেটাস্। (৪) ১৮৬।

মিউরিয়েটিক এসিড। (৪) ৬১, ১৮৫, ১৮৬।

রাসটক্স। (১) ১১৫, ১১৭। (৪) ৬১, ১৮৫, ৩৫৫, ৩৫৬।

ল্যাকেসিস। (১) ১১৫, ১১৬। (৪) ৬১, ১৮৫, ৩৫৫।

ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ৩৩৯, ৩৪০।

সাল্ফার। (১) ১১৫, ১১৭, ১১৮। (৪) ১৮৫।

সাল্ফুরিক এসিড। (৪) ১৮৬।

হাইড্রসা এসিড। (৪) ৬১, ১৮৬।

হায়সায়ামাস। (১) ১১৫, ১১৭, ৩৩৯, ৩৪০।

হিপমেনস্। (৫) ২৮০।

হিপার সাল্ফ। (১) ১৭১।

২। উদ্ভেদিক জর বা একজ্যাষ্টি-নেটা।

কুপ্রাম মেট। (৩) ২২০।

হায়সায়ামাস। (১) ৩৩৯।

৩। উদ্ভেদিক জরে উদ্ভেদের অনুদগম বা অন্তর্গমন (বসিয়া যাওয়া)

বশতঃ রোগ।

ইপিক্যাক। (১) ১৫০।

কুপ্রাম। (১) ৩০৩।

জিঙ্কাম। (১) ৩০৪।

বেলাডনা। (১) ৩০৩।

ট্রায়নিয়া। (১) ১৩৮।

ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ৩০২, ৩০৩, ৩৩৯।

হায়সায়ামাস। (১) ৩৩৯।

৪। পানিবসন্ত বা ভেরিসিলা, চিকেন্ পক্স্।

ডাল্‌কামরা। (৩) ৪৫৮।

৫। বসন্তজ্বর বা ভেরিয়োলা, স্মল পক্স্।

আর্সেনিকাম। (৪) ৬২।

একনাইটাম। (১) ২২, ২৩, ২৪। (৪) ৮২, ৯০।

এনাকাডিয়াম। (১) ৩৯৪, ৪০০।

এন্টিম টার্ট। (৩) ১৭৭।

এপিস্। (৪) ৩১৪।

ক্রোটেলাস হরি। (৪) ৬২।

জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮২, ৯০।

থুজা। (৪) ২৭৯।

ব্যাণ্টিসিয়া। (৪) ৬২।

ভেরিয়োলিনাম। (৪) ২৮০।

ল্যাকেসিস। (৪) ৬২।

সাল্ফার। (৩) ৫০।

হাইড্র্যাষ্টিস। (৪) ২৮০।

হেমামেলিস। (৪) ৬২। (৫) ৪৬৬।

৬। হামজ্বর বা মিজলস্।

আর্সেনিকাম। (৪) ৬২।

ইউফ্রেসিয়া। (৫) ২৯৯।

একনাইটাম। (১) ২২, ২৩, ২৪, ৪৮। (২) ২১৯। (৪) ৮৮, ৮৯।

এনাকাডিয়াম। (১) ৩৯৪।

এন্টিম টার্ট। (৩) ১৭৬।

এলিয়াম সেপা। (৫) ২৪৯।

কুপ্রাম মেট। (৩) ২২০।

ক্যান্ফর। (৫) ৪৪৫।

ক্যালি বাই। (২) ২১৯।
 ক্রোটেলাস হরি। (৪) ৬২।
 জেল্‌সিমিয়াম। (২) ২১৯। (৪) ৮৮, ৮৯।
 ডাক্সামার। (৪) ৮৯।
 ড্রুসের। (৩) ১৭৬।
 পাল্‌সেটিলা। (২) ২১৯। (৪) ৮৯।
 ফস্‌ফরাস। (৩) ১৭৭। (৪) ২৫৮।
 বেলাডনা। (৪) ৮৯।
 ব্রায়নিয়া। (৩) ১৭৬। (৪) ২৫৮।
 কুমেক্‌স্‌ কুম্প্‌। (৩) ১৭৭। (৪) ২৫৮।
 ল্যাকেসিস্‌। (৪) ৬২।
 ষ্টিষ্টা। (৩) ১৭৬।
 সাল্‌ফার। (৩) ৫১।
 স্তাবাডিলা। (৪) ২৫৮। (৫) ১৬৩।
 হেনামেলিস। (৪) ৬২।

৬। কলিফ্লায়ারগ্রোথ্‌ বা ফুল-
 কপিবৎ উপমাংস, কণ্ডিলমা বা
 শ্লেখ্মাণ্ডটী এবং তজ্জাতীয়
 অত্রবিধ মাংসবৃদ্ধি, অর্কবুদ
 বা টিউমার।

ইউফ্রেসিয়া। (৫) ২৪৯।
 কটিকাম। (৩) ৩৪৫।
 খুজা। (৪) ২৮০।
 নাইট্রিক এসিড। (৪) ২৮০।
 ফস্‌ফরাস। (১) ১০৮।
 মাক্‌রিয়াস। (৪) ২৮০।
 ষ্ট্যাক্সিসেগ্রিয়া। (৪) ২৮০।

৭। ক্যান্সার বা কর্কটরোগ।
 (এপিথিলিয়োমা)।

আয়ডিয়াম। (৫) ৫৮।
 ইউক্লিয়াম রেজি। (৫) ৪৩০।
 কাণ্ডরেজো। (৫) ২২৯।

কার্ব এনি। (৫) ৮, ৫১০।
 কার্ব ভেজ। (৩) ৪১৩।
 কার্বলিক এসিড। (৫) ৫১০।
 কোনায়াম। (৫) ২২৮, ২২৯।
 ক্যালি ক্লোরিকাম। (৫) ১৩৯।
 ক্রিয়োজোট। (৫) ৫৩৬, ৫৩৭।
 ব্রমিয়াম। (৫) ৪৮।
 মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
 ল্যাকেসিস্‌। (৪) ৬৪।
 সিকুটা ভিরো। (৫) ২৩৫।
 সিড্রন। (৫) ৫১০।
 হাইড্রাটিন্‌। (৫) ৩৬।

৮। কার্বাক্ল বা দাহিকা, দন্ধ-
 ব্রণ, পৃষ্ঠব্রণ।

আর্গিকা। (৩) ১৩৪। (৪) ১২৩।
 আর্সেনিকাম। (২) ৮৯। (৩) ৪১৩।
 (৫) ৩২৪।
 এষ্ট্রুসিনাম। (২) ৮৯। (৪) ১২৩।
 (৫) ৩২৪।
 কার্ব ভেজ। (২) ৮৯। (৩) ৪১৩।
 (৪) ৬৩।

টারেণ্টুলা কুবেন্‌স্‌। (৪) ১২৩।
 নাইট্রিক এসিড। (৪) ১২৩।
 ফাইটলেকা। (৪) ১২৩।
 রাস্‌টম্‌। (২) ৮৯।
 ল্যাকেসিস্‌। (২) ৮৯। (৪) ১২৩।
 সিলিসিয়া। (৪) ১২৩।

৯। কোষময়-ঝিল্লি-প্রদাহ বা
 সেলুলাইটিস্‌।

এপিস। (৪) ৩৪৯।
 রাস্‌টম্‌। (৪) ৩৪৯।
 সিলিসিয়া। (৪) ৯৯, ১০০।

১০। ক্লাব-ফুট বা বক্র-পদ।

ক্যাকেরিয়া কার্ভ। (৩) ২৯১।

পাইনাস্ সিল্। (৩) ২৯১।

১১। গ্যাংগ্রিন বা নানাধিক

শরীরাত্মের মৃত্যু বা পচন ও

বিগলন।

আর্গিকা। (৩) ১৩৪।

আসেনিকাম। (২) ৯১।

ইউফর্বিয়াম রেজি। (৫) ৪৩০।

এস্থাসিনাম। (২) ৯১।

ক্রোটেলাস হরি। (২) ৯১।

ল্যাকেসিস্। (২) ৯১।

সিকেলি। (২) ৯১। (৫) ৩৭৬।

১২। জড়-রোগ বা ইম্বেসিলিটি।

কষ্টিকাম। (৫) ১৭৫।

ক্যাকেরিয়া কার্ভ। (১) ২৩৯।

কস্ফরাস্। (১) ২৩৯।

মাকুরিয়াস্। (১) ২৩৬—২৩৯।

১৩। জলশোথ বা ড্রপ্সিস্।

১। উদরি বা এসাইটিস্।

আসেনিকাম। (৩) ২৫৫।

এপসাইনাম কেনা। (৫) ৪৫২।

রাস্ টম্ব। (৩) ২৫৫।

লাইকপডিয়াম। (৩) ২৫৫।

সাল্ফার। (৩) ৪০।

মিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১২।

হিপার সাল্ফ। (১) ১৭১।

২। এনাসার্কি বা ত্বকশোথ,

বাহুশোথ।

এপসাইনাম। (৫) ৪৫২।

৩। জলদোষ বা হাইড্রসিল্।

ডিজিটালিস। (৪) ৩৯৮।

পাল্ সেটিল। (২) ২১০।

৪। জলশোথ বা ড্রপ্সিস্।

আসেনিকাম। (২) ৮৪, ৮৫। (৩) ২৫৫।

(৪) ৫২, ৫৪, ৩০৪, ৩১১। (৫) ৪৫৩।

ইউপেটরি পাপু। (৫) ১১৮।

একনাইটাম। (৪) ৩১১।

এডনিস ভার্গেলিস। (৫) ১৬।

এপসাইনাম কেনা। (৪) ৩০৪। (৫) ২০২, ৪৫২, ৪৫

এপিস। (৩) ৩২। (৪) ৫৩, ৫৪, ২৯৭, ২৯৮, ৩০৪, ৩১১। (৫) ৪৫৩।

এম্পারেগাস্। (৪) ৩০৫।

কল্ চিকাম। (৩) ৭১। (৪) ৫২। (৫) ৪১।

কষ্টিকাম। (৪) ৫৪।

ক্যাস্থারিস্। (৩) ৩১২।

ক্যালি আয়। (৫) ১২৫।

ক্যাকেরিয়া কার্ভ। (৩) ২৭২। (৫) ১৫৩।

ক্যাকেরিয়া ফস্। (৩) ৯৩। (৫) ৫৩০।
(৫) ১৮৫, ৫২৯, ৫৩০।

টেরিবিহ্। (৪) ৫৩। (৫) ৪০, ৫৫৫।

ডিজিটালিস। (৪) ৫৩, ৩৯৮।

নাই-মিউ এসিড। (৪) ১৮৩।

প্লাস্ফাম। (৫) ৫৪২।

বেলাডনা। (৩) ৩২, ২৭২।

বারাইটা কার্ভ। (৪) ১১৩।

মার্ক সাল্ফুরেট। (৪) ৩৯৮।

মিউরিয়েটিক এসিড। (৪) ১৮৩, ৩৯৮।

রাস্ টম্ব। (৩) ২৫৫।

লাইকপডিয়াম। (৩) ২৫৫। (৫) ৪১।

ল্যাক্ ডিস্কোরেটাম। (৫) ২৯১, ২৯২।

ল্যাকেসিস। (৪) ৫২, ৫৩, ৫৪। (৫) ৪০।
 টিগমেটা। (৫) ৪৫৭।
 সাইলিসিয়া। (৪) ১১২।
 সাল্ফার। (৩) ৩২, ৪০, ২৭২।
 সিল্কনা। (৩) ৯২। (৫) ১৮৫।
 দিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১২।
 স্ত্রাশুকাস। (৫) ৪৩৪।
 হিপার সাল্ফ। (১) ১৭১।
 হেলিবোরাস। (৪) ৫২। (৫) ৩৯, ৪০।

৫। হাইড্রকেফেলাস বা মন্তিকোদক।

এপসাইনাম কেনা। (৫) ৪৫২।
 এপিস। (৩) ৩২। (৪) ২৯৭, ২৯৮।
 ক্যালি আয়ডি। (৫) ১২৫।
 ক্যাকেরিয়া কার্ব। (৩) ২৭২। (৫) ১৮৫,
 ৫৩০।
 ক্যাকেরিয়া ফস। (৩) ৯৩। (৫) ১৮৫,
 ৫৩০।
 জিক্সাম। (৫) ১৮৫, ৫২৯, ৫৩০।
 বেলাডনা। (৩) ৩২, ২৭২।
 ব্যারাইটা কার্ব। (৪) ১১৩।
 দিলিসিয়া। (৪) ১১২।
 সাল্ফার। (৩) ৩২, ২৭২।
 সিল্কনা। (৩) ৯২, ৯৬-গ। (৫) ১৮৫।
 হেলিবোরাস। (৫) ৩৯, ৪০।

৬। হাইড্রথোরাক্স বা বক্ষ-শোথ।

আর্সিনিকাম। (৪) ৩১১।
 একনাইটাম। (৪) ৩১১।
 এপসাইনাম কেনা। (৫) ৪৫২
 এপিস। (৪) ৩১১।
 কল্‌চিকাম। (৩) ৭১।

৭। হাইড্রপেরিকার্ডিয়াম বা হৃদযন্ত্র-শোথ।

আর্সেনিকাম। (৩) ২৫৫। (৪) ৩০৪।
 এপসাইনাম কেনা। (৪) ৩০৪।
 এপিস। (৪) ৩০৪।
 এম্পারেগাস। (৪) ৩০৫।
 লাইকপডিয়াম। (৩) ২৫৫।

১৪। জ্বর-রোগ বা ফিবার

১। অভিঘাতিক এবং অন্ত্র- চিকিৎসাস্থিক জ্বর।

আর্গিকা। (১) ১৬৭।
 একনাইট। (১) ২২, ৭৭, ২৩৪।
 কামমিলা। (২) ১৫০, ১৫২।
 ব্রায়নিয়া। (১) ১৩০।

২। কুইনাইন-রুদ্ধ ম্যালেরিয়াদি- জ্বর এবং ছদ্মজ্বর বা মাস্ক্‌ড্‌ ফিবার প্রভৃতি।

আর্গিকা। (২) ৭৮।
 আর্সেনিক। (১) ৭৬, ৭৭।
 ইপিক্যাক। (২) ৭৮, ৮০, ৮১।
 এপিস। (২) ৭৮, ৭৯।
 কার্বি ভেজ। ৭৮, ৭৯।
 চাইনি সাল্ফ। (২) ৭৬-৮২। (৩) ১০২
 জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৯১।
 নেট্রাম মিউ। (২) ৭৮, ৮১, ৮২, ২৬৬।
 মিনিয়াস্টিস। (৩) ১০২।
 ল্যাকেসিস। (২) ৭৮, ৮১।

৩। জ্বর-রোগ—অজীর্ণ-জ্বর,
আম-জ্বর বা গ্যাস্ট্রিক ফিবার, পিত্ত-
জ্বর বা বিলিয়াস ফিবার, পিত্ত-
শ্লেষ্মা-জ্বর বা বিলিয়াস্ রেমিটেন্ট
ফিবার, বাত-জ্বর বা নার্ভাস ফিবার,
বাত-পৈত্তিকজ্বর বা নার্ভো-বিলিয়াস্
ফিবার প্রভৃতি।

আর্সেনিকাম। (১) ২৫, ২৯,
ইউপেটরি পার্ফ। (৫) ১১৫, ১১৬।
ইপিক্যাক। (২) ১৫০, ১৫৩।
একনাইটাম। (১) ২২—৩০, ৪৬, ৫৮, ৮৮,
১৩০, ১৩১। (২) ১৫০, ১৫১, ৩৭৬।
(৩) ৪৯।
এটিম টার্ট। (১) ১৩০।
এপিস। (১) ২৫, ২৮, ২৯।
এবিস কেনা। (৫) ২৫৫।
ওপিয়াম। (৩) ৩৭৯।
ক্যামফিলা। (২) ১৫০, ১৫২, ৩৭৫।
জেল্‌সিমিয়াম। (১) ২৫, ২৮, ২৯। (৪)
৯০, ৯১, ৯২।
নাক্স ভমিকা। (১) ১৩০, ১৩২। (২)
১৫০—১৫৪, ৩৭৬।
পডকাইলাম। (৫) ৩৯০।
পাইরজিনিয়াম। (৫) ৩২৫।
পাল্‌সেটীলা। (২) ১৫০, ১৫৩, ৩৭৬।
কেরাম ফস। (১) ২৫, ২৬।
বেলাডনা। (১) ২৫, ২৬, ২৭, ৫৮, ৭৬,
৮৬, ৮৭, ৮৮, ১০৪, ১০৬, ২৪১।
(২) ৩৭৬।
ব্রায়নিয়া। (১) ২৫, ২৮, ১৩০, ১৩১,
১৩৫, ১৩৬। (২) ১৫০, ১৫১, ১৫২।
ভেরেট্রাম ভি। (১) ২৫, ২৭।

মাকু'রিয়াস। (১) ২৪১।
রাস্টক্‌স্। (১) ২৯, ৩০।
লেণ্ট্যাণ্ডা। (৫) ২৫৪।
সাল্‌ফার। (৩) ৪৯, ৫০।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৩৫।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ২৩।

৪। পীত-জ্বর বা ইয়োলো ফিবার।

আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৫৯।
ইপিক্যাক। (৪) ৯২।
একনাইট। (৪) ৯২।
কার্বি ভেজ। (৩) ৪১৪।
কাডমিয়াম। (৫) ২৭৪।
কাম্পের। (৪) ৯২।
ক্রোটেলাস। (৫) ২৭৪।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৯২।
বেলাডনা। (৪) ৯২।
ব্রায়নিয়া। (৪) ৯২।
ল্যাকেসিস। (৪) ৫৯।
সাল্‌ফুরিক এসিড। (৪) ৫৯।

৫। প্রদাহিক জ্বর বা ইনফ্লামেটরি
ফিবার।

একনাইটাম। (১) ২৭, ৪৫, ১৩৪, ১৩৫,
১৩৬।
কেরাম ফস। (১) ১৩৬। (৫) ৫১৭, ৫২৮।
বেলাডনা। (১) ৫৮, ১৩৬।
ব্রায়নিয়া। (১) ২৮, ১৩০, ১৩৫, ১৩৬।
ভেরেট্রাম ভিরিডি। (১) ২৭।
মাকু'রিয়াস। (১) ১৩৬।

৬। ভ্যাক্সিনেশন বা গো-বীজটিকা
জনিতজ ও অন্যান্য রোগ।

থুজা। (৪) ১২১।
সাইলিসিয়া। (৪) ১২০, ১২১।
সাল্‌ফার। (৪) ১২১।

৭। মতিয়াবিন্দু বা ক্যাটারাক্ট
প্রভৃতির অস্ত্র-চিকিৎসা কৃত্ত জর।

(চক্ষু রোগ দেখ।)

৮। ম্যালেরিয়া-জর।

আর্সেনিকাম। (১) ২৪৪। (২) ৭৪—৮০।

ক্যাঙ্কেরিয়া কার্ব। (১) ২৪৪।

ক্রোটেলাস হরি। (৫) ২৭৪।

নেট্রাম মিউ। (১) ২৪৪।

মাকু'রিয়াস। (১) ২৪৪।

ল্যাকেসিস। (১) ২৪৪।

৯। রসবাতিক জর বা রিউম্যাটিক
ফিবার।

ক্যাঙ্কেরিয়া। (৩) ২৯১।

ক্যাঙ্কেরিয়া ফস। (৩) ২৯১।

বেলাডনা। (৩) ২৯১।

ব্রায়নিয়া। (১) ১৩০।

১০। শিশুর সবিরাম জর।

(শিশুরোগ দেখ।)

১১। শোণিতসঞ্চয়ী বা কঞ্জেষ্টভ
সবিরাম জর।

ওপিয়াম। (১) ৩৩৮। (৩) ৩৭৯।

ব্যাণ্ডিসিয়া। (৩) ৩৭৯।

ভেরেট্রাম এল্। (১) ৩৩৮।

ষ্ট্র্যামনিয়াম। (৩) ৩৭৯।

হায়সায়ামাস। (১) ৩৩৮।

১২। সন্নিপাত জরবিকার বা

টাইফয়েড, টাইফাস, রেমিটেন্ট

এবং লো-রেমিটেন্ট প্রভৃতি জর।

আর্গিকা। (৩) ১৩৫—১৩৮। (৫) ২৬১।

আর্সেনিকাম। (১) ২৯, ২৪২, ৩৩৮।

(২) ৬৬—৭৪। (৪) ১৭১, ১৮৪, ২০৭,
২৫৭, ৩৫৩।

একনাইটাম। (১) ২২, ২৮, ২৯, ১৩৪,
১৩৫। (৪) ৩৫১।

এপিস। (৩) ৩৮০। (৪) ৫৯, ৩১২, ৩১৩।

এব্‌সিহিয়াম। (৫) ১০৫।

ওপিয়াম। (১) ৩৩৮। (৩) ১৩৮, ৩৮০।
(৪) ৫৮।

কল্‌চিকাম। (২) ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪।

(৩) ৭২। (৪) ২০৭।

কার্ব ভেজ। (২) ৬৮, ৭২, ৭৩। (৩) ৪১৪।
(৪) ২৫৭, ৩৫৩।

ক্যাঙ্কে-কার্ব। (৩) ২২২।

ক্যালি ফস্। (৫) ১৪৬।

ক্লরিণ। (৫) ৪৯।

জেল্‌সিমিয়াম। (১) ২৪২। (৪) ৯২।

টেরিবিস্। (৪) ১৮৫। (৫) ৫৫৫।

টারাকসেকাম। (৪) ৩৫৪। (৫) ১৯৯।

নাইটিক এসিড। (৪) ১৭০, ১৮৫।

নাকস্‌ ভমিক। (২) ১৪৯।

পাইরজিনিয়াম। (৫) ৩২৫।

ফসফরাস। (৪) ২০৭, ২৫৬, ২৫৭, ৩৫৩।

ফসফরিক এসিড। (২) ৬৮, ৭১, ৭২, ৭৩।

(৪) ১৮৪, ২০৬, ২০৭, ২৫৭, ৩৫৪।
(৫) ৫৪৬।

বেলাডনা। (১) ৮৯, ৯০, ১৩৩, ১৩৪,
১৩৫, ২৪২, ৩০৭, ৩৩৫। (৪) ১৮৫,
৩৫১।

ব্যাণ্ডিসিয়া। (৩) ১৩৬, ১৩৭। (৪) ৯২,
২০৭, ৩৫৩। (৫) ৪৬১, ৪৬২।

ব্রায়নিয়া। (১) ১৩০, ১৩২—১৩৬,
২৪২, ৩৩৬। (৬) ১৮৪।

ভেরেট এল্। (৩) ৭২।

মার্ক ডাল্‌সিস। (১) ২৪২, ২৪৩।

মাকুরিয়াস । (১) ২৪২, ২৪৩ ।
 মিউরি এসিড । (১) ২৪২, ৩৩৮ । (৪)
 ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ৩১৩, ৩৫৩ ।
 মিলফলিয়াম । (৪) ১৮৫ ।
 রাস্টক্‌স্ । (১) ২২, ২০, ১৩৩—১৩৬,
 ২৪২ । (২) ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭২ ।
 . (৩) ১৩৬, ১৩৭ । (৪) ১৮৪, ১৮৫,
 ২০৭, ২৫৭, ৩৫০—৩৫৪ ।
 লাইকপডিয়াম । (১) ৩৩৮ । (৩) ২৫৪
 ২৫৫, ২২২ ।
 লেপ্টোগ্রা । (৫) ২৫৪ ।
 ল্যাকেসিস । (১) ২০, ৩৩৮ । (৩) ১৩৬,
 ১৩৭, ২৫৫, ৩৮০ । (৪) ৫৮, ৫৯, ৩১৩ ।
 ল্যামিনিয়াম । (২) ৩০৬, ৩০৭, ৩০৯, ৩৩৫ ।
 (৩) ৩৮০ । (৪) ৩০৭ ।
 সালফুরিক এসিড । (৫) ৫৪৬ ।
 সিঙ্কনা । (২) ৬৮, ৭০, ৭১, ৭৪ । (৪)
 ১৮৫ ।
 সুইট্‌ স্পিরিট অব নাইটর । (৪) ২০৭ ।
 হায়ড্রোম্যাস । (১) ২০, ১৭৯, ৩৩৫, ৩৩৭,
 ৩৩৮ । (৩) ১৩৭, ৩৮০ । (৪) ৫৯, ৩৫২ ।
 হেমামেলিস । (৪) ১৮৫ ।

১৩। সবিরাম জ্বর ইন্টার- মিটেণ্ট ফিবার ।

আসেনিকাম । (২) ৭৫—৮০, ১৫৪, ২৬৭ ।
 (৩) ১০৩ । (৪) ৩০, ৭১
 ইউক্যালিপ্টাস । (৩) ১০৩ ।
 ইউপে পাপু । (৫) ১১৮ ।
 ইউপে পার্ক । (৩) ১০৩ । (৪) ৩৫০ । (৫)
 ১১৫, ১১৬, ১১৮ ।
 ইগ্নেসিয়া । (২) ২১৮, ৩৪৮ । (৩) ১০৩ ।
 ইপিক্যাক । (২) ৩৯৩ ।
 একনাইটাম । (১) ২৩, ২৮ ।
 এপিস । (৪) ৩১১, ৩১২ । (৫) ১১৬ ।

ওপিয়াম । (১) ৩৩৮, ৩৯৪ ।
 কর্ণাস ক্লরিডা । (৩) ১০২ ।
 কার্ডাস মেরি । (৫) ১০৭ ।
 কার্বি ভেজ । (৩) ১০৩, ৪১৪ । (৪) ৬০ ।
 কুইনাইন । (২) ৭৬—৮২ । (৩) ১০০—
 ১০৩ ।
 কেঞ্চালাগুয়া । (৩) ১০৩ ।
 ক্যাপ্‌সিকাম । (৩) ১০৩ । (৫) ২২৬, ২৬৭ ।
 ক্যামমিলা । (২) ৩৫৭ ।
 ক্যান্‌ফর । (৪) ৬১ ।
 কাকেরিয়া কার্বি । (৩) ২৯১, ২৯২ ।
 জেল্‌সিমিয়াম । (৪) ৬০, ২০, ৯১ ।
 নাক্‌স্‌ ভমিকা । (২) ১৫৪ ।
 নেট্রাম মিউ । ২৬৬, ২৬৭ । (৪) ৩৫০ ।
 পালসেটিলা । (২) ২১৭ ।
 কসফরাস । (৪) ২৫৭ ।
 ফেরাম । (৩) ১০৩ ।
 বেলাডনা । (৪) ৩১২ ।
 ব্রায়নিয়া । (১) ১৩০ ।
 ভেরেট্রাম এল্‌ । (১) ৩৩৮ । (৪) ৬০ ।
 মাকুরিয়াস । (১) ২৪৩ ।
 মিনিয়াস্টিস । (২) ১৬২ । (৪) ৩০ ।
 রাস্টক্‌স্ । (৪) ৩৪৯ । (৫) ১১৬ ।
 লাইকপডিয়াম । (৩) ২৫৪ । (৪) ৬১ ।
 ল্যাকেসিস । (৩) ১০৩ । (৪) ৫৯, ৬
 ৬১ ।
 ল্যামিনিয়াম । (৩) ৩৭৯ ।
 সাল্‌ফর । (৪) ৩৫০ ।
 সিঙ্কনা । (৩) ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০২ ।
 (৪) ৩৫০ ।
 সিড্রন । (৫) ৫৫৮ ।
 সিনা । (২) ১৫৪, ৪১ ।
 সিমেকস ল্যাক্ট । (৫) ৩০৬ ।
 হায়ড্রোম্যাস । (১) ৩৩৮ ।
 হেলিবোরাস । (৫) ৪১ ।

১৪। স্মৃতিকাজর বা পিয়র্পিরাল ফিবার।

(গর্ভগীরোগ দেখ।)

১৫। সেপ্টিক ফিবার এবং
পারিমিয়া—দুই, পচা ক্ষত হইতে
ক্রেদ, শবচ্ছেদ করিতে হস্তাদির ক্ষত
(ডিসেকটিং উণ্ড্‌স্‌) হইলে শব
ক্রেদ এবং বিষধর-কীট-দংশন বশতঃ
বিষ শরীরে প্রবেশ ও পূর্য শোষণাদি
জন্ম জর।

আসেনিকাম। (৫) ৩২৪, ৩২৫।

এস্থ্যসিনাম। (৫) ৩২৪।

কার্কলিক এসিড। (৫) ৩২৫।

ফ্রোটেলাস। (৫) ২৭৪।

ট্যারেণ্টল। (৫) ৩২৫।

পাইরজিনিয়াম। (৫) ৩২৫।

ল্যাকেসিস্‌। (৫) ৩২৫।

১৬। স্নলবিরাম জর বা রেমিটেন্ট ফিবার।

আসেনিকাম। (২) ৭৪।

একনাইটাম। (১) ২৮, ১৩৪, ১৩৫। (২)
৭৪।

ক্যামমিলা। (২) ৩৭৫।

পালসেটিলা। (২) ২১৭।

ব্রায়নিয়া। (১) ১৩০।

ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ৩০৬।

হায়সায়ানাস। (১) ৩৩৫।

১৭। হে-ফিবার বা ওষধি-গন্ধজ জর।

এরাম ট্রাই। (৫) ১৯।

এলাছাস্‌। (৫) ৪৭১।

নেটাম মিউ। (২) ২২৭।

মার্ক প্রোটো আই। (৫) ২০।

রেণাক্কুলাস্‌ বাব। (৫) ১৯।

সিলিসিয়া। (৪) ১১৫। (৫) ১৯।

সোরিনাম। (৫) ২০।

স্ত্রাবাডিলা। (৫) ১৬২, ১৬৩।

১৮। হেট্টিক ফিবার বা প্রলেপক জর।

আসেনিকাম। (৩) ৯৮।

কার্ক ভেজ। (৩) ৯৮, ৪১৪।

ফসফরাস। (৪) ২৫৭।

রেণাক্কুলাস্‌ বাবো। (৫) ১৯, ২০।

সিঙ্কনা। (৩) ৯৮।

সোরিনাম। (৫) ২০।

১৫। টুবার্কুলোসিস বা গুটিকোংপাদক রোগ।

একনাইটাম। (১) ২৪।

ক্যাকেরিয়া কার্ক। (৩) ২৭৯। (৫) ১৩৪।

ক্যালি কার্ক। (৫) ১৩৪।

ক্যাল্কে ফস্‌। (৩) ২৮১।

টুবার্কুলিনাম। (৩) ২৮১।

ডাক্সানারা। (৩) ৪৫৫।

পালসেটিলা। (২) ২০২।

ফসফরাস। (৩) ২৭৯। (৪) ২৪৫।

(৫) ৫১৪।

ফেরাম আই। (৫) ৫১৭।

ষ্ট্রেনাম। (৩) ৩৮।

সাল্ফার। (৩) ৩৭, ৩৮, ২৭৯।

। (৫) ৬৫, ৬৬।

১৬। পলিপাস বা বহুপাদার্কুদ।

ক্যালি আয়ডি। (৫) ১৯০।

ক্যালি নাইট্রিককাম। (৫) ১৪১, ১৪২।

ক্যাকেরিয়া কার্ক। (৩) ২৭৬, ২৯০

(৪) ২৫৬।

টিউ ক্রিয়াম। (৩) ২৯০। (৪) ২৫৬।

কস্ফরাস্। (৩) ২৯০। (৪) ২৪১, ২৫৬।

(৫) ৪২৪।

ভিস্কা মাইনর। (৫) ৪২৪।

লিডাম। (৫) ৪২৪।

স্তান্ধুইনেরিয়া। (৩) ২৯০। (৫) ৪৭৮।

১৭। পারদ ঘটিত রোগ বা

মাকু'রিয়েল ডিজিজ্, (মাকু'রিয়েল

ট্রেমর ও মাকু'রিয়েল পল্জি

প্রভৃতি), ইন্ এফেক্টস্ অব

মার্ক্যারি।

অরাম। (১) ১২৭।

আয়ডিয়াম। (১) ২২৮।

আর্সেনিকাম। (১) ২২৮।

এসাকিটিড। (১) ২২৮।

ক্যালি আয়ডি। (১) ২২৬।

ক্যালি ক্লোরিকাম। (১) ২২৭।

ডাক্সানারা। (১) ২২৬।

নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৭১।

মাকু'রিয়াস। (১) ১৬৮, ২২২, ২২৩

মেজিরিয়াম। (১) ২২৮।

ল্যাকেসিস্। (১) ২২৮।

টিলিঞ্জিয়া। (১) ২২৯।

ষ্ট্যাফিগ্রেসিয়া। (১) ২২৮।

সিক্সা। (১) ২২৬।

হিপার সাল্ফ। (১) ১৬০, ১৬৮, ১৮৪,

১৮৫, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২৩০।

১৮। পূয়-শোথ, ত্রণ-শোথ

বা এব্‌সেস্।

অরাম। (৪) ১৭১।

আর্গিকা। (৩) ১৩৮। (৪) ১২৩।

আর্সেনিকাম। (৪) ৬৪, ৩৫৬।

ইউক্লিবিয়াম রেজি। (৫) ৪২৯।

একনাইটাম। (১) ৯১।

এসাকিটিড। (৪) ১২২, ১৭১।

কার্ক ভেজ। (৩) ৪১৩। (৪) ৬৪, ৩৫৬।

ক্যামিসিলা। (২) ৩৭৬।

ক্যালি আয়ডি। (৪) ১৭১।

ক্যালেক্সিলা। (৪) ১২২।

ক্যাকেরিয়া আই। (৪) ১২২, ১৭১।

ক্যাকেরিয়া কার্ক। (৪) ১২২, ১২৩।

ক্যাকেরিয়া কস্। (৪) ১৭১।

ক্যাকেরিয়া ক্লুয়ো। ১৮৯

ক্যাকেরিয়া সাল্ফ। (৫) ১৯১।

ক্যাকেরিয়া হাইপ-কস। (৫) ১২০

গ্র্যাফাইটিস্। (৪) ১২৩।

নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৭১। (৫) ২৬৬।

পালসেটিলা। (৪) ১৭১।

কস্ ফরাস। (৪) ১৭১।

ক্লুয়োরিক এসিড। (৪) ১২২।

বেলাডনা। (১) ৯১, ৯৩।

মাকু'রিয়াস সল্। (১) ১০৮, ১৯৪।

ম্যাক্সানাম। (৪) ১৭১।

রাস্ টঞ্জ। (৪) ৬৪, ৩৫৬।

ল্যাকেসিস। (৪) ৬৪, ৩৫৬।

ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ৩০৮।

সাইলিসিয়া। (৩) ৩৪। (৪) ১২২, ১২৩।

সালফার। (৩) ৩৪।

সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।

হিপার সাল্ফ। (১) ১০৮। (২) ৩৭৬।

(৪) ১২৩।

১৯। পেলী প্রদাহ বা মারি-

আইটিস্।

ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৩।

২০। প্রতিক্রিয়াহীনতা বা

ঔষধের ক্রিয়াভাব।

এথ্রাগ্রিসিয়া। (৩) ৩০৪, ৩৭৮। (৫) ৩২০।
 ওপিয়াম। (৩) ২০৪, ৩৬৫, ৩৭৮।
 কার্ক ভেজ। (৩) ২০৪, ৩৭৮, ৪৩০।
 কুশ্রাম। (৩) ২০৩, ২০৪, ২০৫, ৩৬৫,
 ৪৩০।
 ক্যানফর। (৫) ৪৪৫।
 জিঙ্কাম। (৫) ৫২৭, ৫৩১।
 ফ্রেনাস্ স্পাই। (৫) ৫৫০।
 ভ্যালেরিয়ানা। (৩) ২০৪, ৩৭৮।
 লরসিরেসাস। (৩) ২০৪।
 সাল্ফার। (১) ১৭৫। (৩) ২৬, ২০৩,
 ৩৬৫, ৪১৬, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২।
 সিন্ধনা। (৩) ২০৩, ৪৩০।
 সেরিনাম। (৩) ২৬, ২০৩, ২০৪, ৩৭৮,
 ৪১৬, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২।

২১। প্রতিশ্রুয়, সন্ধি বা

ক্যাটোর।

ইউপেটেরিয়াম পার্কে। (৩) ৪০০।
 কষ্টিকাম। (৩) ৪০০।
 কার্ক ভেজ। (৩) ৪০০।
 ক্যালি মিউরিয়েট। (৫) ১৫৩।
 ফসফরাস। (৩) ৩৯৯।
 মিল্কলিয়াম। (৫) ১১০।
 সাল্ফার। (৩) ৪০০।
 সেনেগা। (৩) ৪০০।

২২। প্রদাহ ও পূয়জনন বা

ইনফ্রামেশন।

আর্গিকা। (১) ১৬৭।
 আসেনিকাম। (১) ১২৭।

একনাইটাম। (১) ৬, ৯২, ১২৭, ১৫৮,
 ১৬৭। (৩) ৩২৬। (৫) ৫১৭, ৫১৮।

এপিস। (১) ১২৭।

কার্ক ভেজ। (১) ১২৭।

ক্যালি মিউ। (৫) ১৫৩।

ক্যালি সাল্ফ। (৫) ১৫৪।

ফসফরাস। (১) ৬, ১২৬, ১২৭।

ফেরাম ফস। (৫) ৫১৭, ৫১৮।

বেলাডনা। (১) ৬, ১৪, ৯০—৯৩, ১২৬,
 ১২৭, ১৫৮, ১৬৭, ২৪৪, ২৪৫।

ব্রায়নিয়া। (১) ৬, ১৪, ৯১, ১২৬, ১২৭,
 ১৫৮। (৩) ৩২৬।

মাকু'রিয়াস্। (১) ৯৩, ১২৬, ১৫৮, ১৬২—
 ১৬৮, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ৩০৮।

রাস্ টঙ্ক্। (১) ১২৭।

ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ২৯১, ৩০৮।

সাইলিসিয়া। (১) ১৬৮, ২৪৫, ৩০৮।

(৩) ৩৪।

সাল্ফার। (১) ৩০৮। (৩) ৩৪, ৩২৬।

হায়সায়ামাস। (১) ৩৩, ৩৩০, ৩৩২।

হিপার সাল্ফ। (১) ৯৩, ১৫৮, ১৬০,
 ১৬২—১৬৮, ২৪৪, ২৪৫, ৩০৮।

(৩) ৩২৬।

হেলিবোরাস। (১) ১২৭।

২৩। ফিশ্চুলা বা নালীকৃত।

ক্যাকেরিয়া ফ্লুয়ো। (৫) ৭১।

ফসফরাস। (৪) ২৫৫।

ফ্লুয়োরিক এসিড। (৫) ৭১।

বার্কেব্রিস ভজা। (৫) ৩৭৯।

বেলাডনা। (৪) ২৫৫।

ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ৩০৮।

সিলিসিয়া। (১) ১০৮। (৪) ২৫৫।

২৪। বেরিবেরিরোগ।

হাইড্রকোটাইল। (৫) ২৩৭।

২৫। রতজ রোগ বা ভিন-

রিয়েল ডিজিজ।

১। উপদংশরোগ বা সিফিলিস—

তরুণ বা প্রাইমেরি, নাতি তরুণ

বা সেকেন্ডারি

এবং পুরাতন বা

টার্শিয়ারি।

আসে নিকাম। (৪) ৫৫।

এসাকিটিড। (৫) ২২১, ২২২।

কার্ব এনিম্যালিস্। (৫) ৫১০।

কার্ব ভেজ। (৪) ৫৫।

কোরেলিরাম ক্লব্। (৫) ৩০১।

ক্যালি আই। (৫) ১২৭।

ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৮।

থুজ। (৫) ৫০০।

নাইট্রিক এসিড। (৪) ৫৬, ১৭০।

ফাইটলেক। (৫) ৫০০।

মাকু রিয়াস। (১) ১২৮, ২৭০—২৭৩।

মাকু রিয়াস্ কর। (১) ২৭৩।

মাকু রিয়াস্ ডাল (শিশু)। (১) ২৭৩।

মাকু রিয়াস প্রোটো-আই। (১) ২৭১, ২৭২।

মাকু রিয়াস বিন-আই। (১) ২৭১, ২৭২।

মাকু রিয়াস ভাইভাস। (১) ২৭০।

মাকু রিয়াস সল। (১) ২৭০, ২৭১।

১) ৫৪।

মেজিরিয়াম। (৫) ২২১।

লাইকপডিয়াম। (৩) ২৫৩। (৪) ৫৬,

১৭০।

ল্যাক্ কেনিনাম। (২) ২১৭। (৫) ২৮৭।

ল্যাক্ ডিফো। (২) ২১৭।

ল্যাকেসিস। (৪) ৫৪, ৫৫, ৫৬।

টিলিজিয়া। (৫) ২২২, ৪৩২।

ট্যাক্সেসিগ্রিয়া। (৫) ৫০০।

সাইলিসিয়া। (৫) ৫০০।

সাল্ফার। (৪) ১৭০।

সিকোল। (৪) ৫৫।

সিঙ্কনা। (৪) ৫৫।

সিনেবেরিস। (১) ২৭৩।

হিপার সাল্ফ। (১) ১৭৮, ১৭৯।

(৪) ৫৬।

২। কণ্ডিলমা বা প্লেয়াণ্ডটিকা এবং

চর্মকীল বা ওয়াটস্।

ইউফ্রেসিয়া। (৫) ২৪৯।

কষ্টিকাম। (৩) ৩২৪, ৩৪৫।

থুজ। (৪) ৩৭৮।

ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৮।

নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৫৩, ১৬৯, ১৭০।

নেট্রাম সাল্ফ। (৪) ২৭৮।

পাল্‌সেটিল। (৪) ৩৭৮।

সাসপেন্ডিলা। (৪) ৩৭৮।

৩। কডি বা লিঙ্গোচ্চাস

ক্যাস্থারিস। (৩) ২২৫, ৩১৫।

ডিজিটালিস। (৪) ৩৯৬।

নাইট্রিক এসিড। (৩) ২২৫।

মাইগেল। (৫) ৩১২।

মার্ক সল। (১) ২৭৩।

৪। প্লিট বা পুরাতন পুয়-মেহ

ইরিজিরন। (৫) ১১৩।

এলুমিনা। (৩) ৪৪০।

ক্যালি আয়ডি। (২) ২৭৩। (৩) ৪

(৪) ১৬৯। (৫) ১২৭।

ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৮।

টুসিলেগো। (৫) ৪০৪।

থুজা। (৩) ৪৬, ৪৪০। (৪) ১৬৯,
৩৭৮। (৫) ১২৭।

নাইট্রিক এসিড। (৩) ৪৬। (৪) ১৬৯।
(৫) ১২৭।

নাক্স ভমিকা। (৩) ৪৬। (৪) ১৬৯।
(৫) ১২৭।

নেট্রাম মিউ। (২) ২৬১।

পাল্‌সেটিল। (৩) ৪৬। (৪) ৩৭৮।

পেট্রিসিলিয়াম। (৫) ২৩১।

মাক্স রিয়াস। (৩) ৪৬।

সার্মাপেরিলা। (৪) ৩৭৮।

সাল্‌ফার। (৩) ৪০, ৪৪০।

সিপিয়া। (২) ২৭৩। (৩) ৪৪০।

সোরিনাম। (৩) ৪৪০।

হাইড্রাস্টিস। (৫) ৩৬।

৫। পারদোপদংশজ যৌগিক বিষোৎপন্ন রোগ।

ক্যালি আইওড। (১) ২২৬।

নাইট্রিক এসিড। (১) ২২৬।

হায়সায়ামাস। (১) ১৭৯।

হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৭৯, ২২৩, ২২৪।

৬। পুষ্টিমেহ বা গনরিয়া।

আর্জেন্টাম নাই। (২) ২০৮। (৪) ৪৪৬।
(৫) ৪৫০।

ইউপে পাপু। (৩) ৩১৫।

ইউভা আসাই। (৩) ৩১৮।

ইকুইসিটাম হাই। (৩) ৩১৫।

ইপোমিয়া নিল। (৩) ৩১৮।

ইরিজিরন (এরি)। (৩) ৩১৭।

একনাইট। (৩) ৩১৯। (৪) ৮৫, ৮৬।

একনাইটিন্। (৪) ৮৬। (৫) ৪৫০।

এগ্রাস্ ক্যাস্ট। (৫) ৪০৪।

ওসাইনাম। (৩) ৩১৮।

কক্লিয়ারিয়া আর্দো। (৩) ৩১৮।

কলসিঙ্ক। (৪) ৩৯৭।

কিউবেবা। (৩) ৩১৬।

কোনায়াম। (৩) ৩১৬।

কোপেবা। (৩) ৩১৬।

ক্যানাবিস ইণ্ডু। (৩) ৩১৫।

ক্যানাবিস স্কাট। (৩) ৩১৪, ৩১৫। (৪)
৪৪৭। (৫) ৪৫০।

ক্যান্ডারিস। (৩) ৩১৪—৩১৯। (৫)
৪০৪।

ক্রিমেটিস ইরেঙ্কট। (৩) ৩১৬।

চিমাফিলা। (৩) ৩১৭।

জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮৫, ৮৬।

টুসিলেগো। (৫) ৪০৪।

টেরিবিঙ্ক। (৩) ৩১৮।

ডিরিফোরা। (৩) ৩১৬।

ডিজিট্যালিস। (৩) ৩১৮। (৪) ২৭৮,
৩৯৬, ৩৯৭।

থুজা। (৩) ৩১৭। (৪) ২৭৭, ২৭৮।

নেট্রাম সাল্‌ফ। (৪) ২৭৮।

পাল্‌সেটিল। (২) ২০৮। (৩) ৩১৭।

পেট্রিসিলিয়াম। (৩) ৩১৫। (৪) ৩৯৭।
(৫) ২৩১, ৪৫০।

প্যারিস ব্রাভ। (৩) ৩১৮।

ফেরাম কস। (৩) ৩১৭।

বার্কেবিস ভল্‌গা। (৩) ৩১৯।

মাক্স রিয়াস। (৫) ৪৫০।

মাক্স রিয়াস কর। (১) ২৭৩। (৩) ৩১৭।
(৪) ৩৯৭।

মাক্স রিয়াস সল। (১) ২৭৩। (২) ২০৮।
(৩) ৩১৬, ৩১৭। (৪) ৩৯৭।

লাইনেরিয়া। (৩) ৩১৫।

টিগমেটা। (৫) ৪৫৭।

টিলিজিয়া। (৪) ৪৩২।

সার্সাপেরিলা । (৩) ৩১৮ ।
সাল্ফার । (৩) ৪৬, ৩১৮ । (৪) ৩৯৭ ।
সিপিয়া । (৫) ৪০৪ ।
হাইড্রাক্সিয়া । (৩) ৩১৮ ।
হায়সায়ামাস । (৩) ৩১৬ ।

৭। বাঘী, ব্রহ্ম বা বিউবো, বিউবন ।

এন্মিনা । (৩) ৪১৩ । (৫) ৮১ ।
কার্ব এনি । (৫) ৩০২, ৫১০ ।
ব্যাডিয়াগা । (৩) ৪১৩ । (৫) ৩০২ ।
মার্ক কর । (১) ২৭৩ ।
মার্ক বিন-আই । (১) ২৭২ ।

২৬। রসবাতাদি রোগ ।

১। গাউট বা ক্ষুদ্রবাত ।

আণিকা । (৩) ৭০ ।
এক্টিয়া স্পাই । (৩) ৭০, ৭১ । (৫) ১৩ ।
এন্টিম ক্রুড । (৩) ১৫৫
এমনিয়াম ফয় । (৫) ২২ ।
কলফাইলাম । (৩) ৭০, ৭১ । (৫) ১২,
৪২২
কলিসম্ভ । (৩) ১২৬ ।
কল্‌চিকাম । (২) ২২০ । (৩) ৬৮, ৭১
(৪) ৩৪৮ । (৫) ৪২২ ।
কষ্টিকাম । (৩) ১২৬ ।
কাল্‌কেরিয়া কার্ব । (৩) ২৯১ ।
ক্যাক্সিয়া ল্যাটি । (৩) ৭০, ৭১ ।
গুয়েইয়াকাম । (৩) ১২৬ ।
নাক্স ভমিকা । (৩) ৭০ ।
পাল্‌সেটিলা । (৩) ৭০ ।
বেঞ্জোইক এসিড । (৫) ২২ ।
ব্রায়নিয়া । (৩) ৭০ ।

মেড্রাইনাম । (৫) ৩৩৬ ।
রডডেণ্ডুন । (৩) ৭০, ৭১ ।
রাসটকস । (৩) ২৯১ ।
লাইকোপড । (৫) ২২ ।
লিডাম । (৩) ৭০, ৭১, ১২৬ । (৫) ৪২২,
৪২৩ ।

ষ্টার্কসেগ্রিয়া । (৫) ২২ ।
সিপিয়া । (২) ২৯২ ।

২। গ্রীবাস্তম্ব বা টটিকলিস ।

কষ্টিকাম । (৩) ৩৩৭ ।
ক্যাক্সেরিয়া কার্ব । (৪) ৩৪৮ ।
ডাল্‌কামরা । (৩) ৪৫৭ ।
নাক্স ভমিকা । (৩) ৩৩৭ ।
পেট্রিলিয়াম । (৫) ৫৬০ ।
বেলাউনা । (৩) ২৯১, ৩৩৭ ।
রাসটকস্ । (৪) ৩৪৮ ।

৩। জালুসক্রিরোগ বা ডিজিজেক্স অব দি নি-জইন্ট—সাইনতাইটিস বা শিবামুণ্ড প্রভৃতি ।

এনয়্যাডিয়াম । (১) ৪০০ ।
এপিস । (১) ১৩৯ ।
কল্‌চিকাম । (৫) ৪২৪ ।
কাল্‌কে হাইপ-ফস । (৫) ১৯০ ।
পাল্‌সেটিলা । (১) ৪০০ ।
ফস্‌ফরাস । (৪) ২৫৫ ।
সাইলিসিয়া । (৪) ২৫৫ ।
সাল্‌ফার । (৩) ৩৮ ।

৪। পৃষ্ঠ-শূল, পৃষ্ঠ-বেদনা বা

ব্যাক-এক ।

ইস্কুলাস হাইপ । (৫) ৫০২ ।
একনাইটিস । (৪) ৩৩৬ ।

এব্রোটোনাম । (৫) ১০৩ ।
 ক্যালি কার্ব । (৪) ৩৩৬ ।
 ক্যাল্কে ফ্লুয়োরিকা । (৫) ১৮৯, ১৯০ ।
 চাইনি সাল্ফ । (৪) ২৩৬ ।
 নাক্স ভমিকা । (৪) ২৩৬ ।
 নেট্রাম মিউ । (৪) ২৩৬ ।
 পালসেটিলা । (১) ৪০০ । (২) ১২৭ ।
 পেট্রিলিয়াম । (৪) ৩৩৬ ।
 ফসফরাস । (৪) ২৩৫, ২৩৬ ।
 রডডেণ্ডন । (৪) ৩৩৬ ।
 রাসটক্স । (৪) ৩৩৫, ৩৩৬ ।
 রুটা গ্রাভি । (৪) ৩৩৬ ।
 লাইকোপড । (৪) ২৩৬ ।
 লিডাম । (৪) ৩৩৬ ।
 স্ট্রাক্সেসিগ্রিয়া । (৪) ৩৩৬ ।
 সিকেলি । (৪) ২৩৬ ।
 সিমিয়া । (২) ৩০০ ।
 হাইপেরিকাম । (৪) ৩৩৬ ।

৫। পেশীবাত এবং পেশীশূল ।

একটিয়া রেসি । (৫) ১১, ১২ ।
 নাক্স ভমিকা । (৫) ১১ ।
 ব্রায়ওনিয়া । (১) ১৪৩ ।

৬। রসবাত বা রিউম্যাটিজম—

তরুণ এবং পুরাতন (কণুরা
 সংকোচনাদি ।)

আর্গিকা । (৩) ৭০, ২৯১ । (৪) ৩৪৭ ।
 একনাইটাম । (১) ৩৬, ৩৮, ৩৯ । (৫)
 ১২ ।
 একটিয়া রেসি । (৫) ১১, ১২ ।
 একটিয়া স্পাই । (১) ১৪৪ । (৩) ৭০, ৭১ ।
 (৫) ১২, ১৩ ।

এনাকার্ডিয়াম । (৪) ৩৪৭ ।
 এটিম ক্রুড । (৩) ১৫৫ ।
 এপিস । (৪) ৩১০ ।
 এমনিয়াম কষ্টি । (৫) ৯৮ ।
 এমনিয়াম ফস । (৫) ৯৮ ।
 এমনিয়াম মিউ । (৫) ৯৬ ।
 কলফাইলাম । (১) ১৪৪ । (৩) ৭০, ৭১ ।
 (৫) ১২, ৪২২ ।

কলসিস্থ । (৩) ১২২, ১২৬, ৩৪৪ ।
 কল্চিকাম । (১) ১৪৪, ১৪৫ । (২) ২২০ ।
 (৩) ৬৮—৭১ । (৪) ৩৪৮ । (৫) ৪১৬,
 ৪১৯, ৪২২ ।

কষ্টিকাম । (৩) ১২৬, ৩৪৪, ৩৪৫ । (৫)
 ৩০৬, ৪৮১ ।

কোনায়াম । (৪) ৩৪৭ ।
 ক্যামমিলা । (২) ৩৭৬ ।
 ক্যালি নাই । (৫) ১৪২ ।
 ক্যালি বাই । (২) ২২০ ।
 ক্যালি সাল্ফ । (২) ২২০ ।
 ক্যাল্কেরিয়া আই । (৫) ৫০ ।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব । (৩) ২৯১ । (৪) ৩৪৮ ।
 ক্যাল্কেরিয়া ফস । (৫) ১৮৭, ১৮৮ ।
 ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুরো । (৪) ৩৪৯ ।

ক্যাল্মিয়া ল্যাটি । (২) ২২০ । (৩) ৭০,
 ৭১ । (৪) ৩৪৮ । (৫) ৪১৯, ৪২০ ।

গুয়েইয়াকাম । (৩) ৩৪২ । (৫) ৩০৬ ।
 চেলিডনিয়াম । (১) ৩৮২ ।
 জেল্ সিমিয়াম । (৪) ৮৬ ।

ডাল্ কামারা । (৩) ৪৫৭ । (৫) ৪২০ ।
 থুজা । (২) ২২১ ।

নাক্স ভমিকা । (৩) ৭০, ৭১
 নাক্স মস্কেটা । (৫) ৪৭৭ ।
 নেট্রাম মিউ । (৫) ৩০৬ ।
 স্ট্রাক্যালিয়াম । (৫) ১০৭ ।

পালসেটলা। (২) ২১৯, ২২০। (৩) ৭০,
৭১। (৫) ১২।

পেট্রলিয়াম। (৫) ৫৬০।

ফাইটলেফ। (৫) ৪৯৯, ৫০০।

ফেরাম। (২) ২২১, ৩৭৬। (৪) ৩৪৮। (৫)
৪৭৭।

ফেরাম ফস। (৫) ৪৭৭।

ফেরাম মেট। (৫) ৪৭৭।

ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৩, ১৪৪। (২) ২২০।
(৩) ৭০। (৪) ৩৪৫, ৩৪৬।

ভায়লা ওড। (১) ১৪৪।

ভেরেট এল্। (২) ৩৭৬।

মাকু'রিয়াস। (৫) ৫০০।

মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৬।

ম্যাগেসিয়া কার্ব। (৫) ৪৭৭।

রডডেগুন। (৩) ৭০, ৭১। (৪) ৩৪৬।
(৫) ৪১৯, ৪২০।

রাস্টক্‌স্। (১) ১৪৪। (২) ৩৫৩, ৩৭৬।
(৩) ২২১, ৩৪৪। (৪) ৩৪৫—৩৪৯।
(৫) ১১, ৪১৯।

রাস্ রেডি। (৪) ৩৪৮।

রেণাকুল বাল্। (৫) ১২।

লাইকোপড। (২) ২২১। (৪) ৩৪৮।

লিডাম। (১) ১৪৪। (৩) ৭০, ১৯৬।
(৪) ১২০, ৩৪৮। (৫) ৪১৯, ৪২০,
৪২২, ৪২৩।

লিথি কার্ব। (৫) ৪১৯।

ল্যাক্‌ কেনি। (৫) ২৮৭।

টিলিঞ্জিয়া। (৫) ৪৩২।

সাইলিসিয়া। (৪) ১২০। (৫) ১৮৮,
৫০০।

সার্সা পেরিলা। (৫) ৪৮৩।

সাল্‌ফার। (২) ২২০। (৩) ৪৯।

সিঙ্কনা। (৩) ৯৭।

সিকিলিনাম। (৫) ৩৪০, ৩৪১।

সিমেক্স ল্যাক্ট। (৫) ৩০৫, ৩০৬।
সাক্সুইনোরিয়া। (৫) ৪৭৬, ৪৭৭।

৭। লাতিনগো বা কটিবাত।

আর্গিকা। (৪) ৩৩৬।

আসেনিকাম। (২) ৭৮।

একনাইটাম। (৪) ৩৩৬।

এক্টিম টার্ট। (৪) ৩৩৬।

ক্যালি কার্বনিকাম। (৪) ৩৩৬।

ক্যালকেরিয়া ফ্লুয়ো। (৫) ১৮৯, ১৯০।

নেটাম মিউ। (৪) ৩৩৬।

বেলাডনা। (১) ৭৫।

ব্রায়নিয়া। (৪) ৩৩৭।

ভ্যালেরিয়ানা। (৫) ৪৮৫।

রডডেগুন। (৪) ৩৩৬।

রাস্টক্‌স্। (৩) ২২১। (৪) ৩৩৫, ৩৩৬।

লিডাম। (৪) ৩৩৬।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৪) ৩৩৬।

সাল্‌ফার। (৪) ৩৩৬।

হাইপেরিকাম। (৪) ৩৩৬।

৮। সন্ধি-বাত বা আর্থ্রাইটিক

ইন্‌ফ্রামেশন-হিপ্ ডিজিজ ও

নি-ডিজিজ্ প্রভৃতি।

এপিস। (১) ১৩৯।

কলসিস্থ। (৩) ১৯২।

কল্‌টিকাম। (১) ১৪৪, ১৪৫। (৫) ৪২৩

পালসেটলা। (২) ২২০।

ফস্‌ফরাস্। (৪) ২৫৫।

ব্রায়নিয়া। (১) ১৩৯, ১৪৩, ১৪৪। (৫)
৪২৩।

ভায়লা ওড। (১) ১৪৪।

মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৬।

লিডাম। (১) ১৪৪। (৫) ৪২৩।

ট্র্যান্সমিগ্রাম। (১) ৩০৮।
সাইলিসিয়া। (৪) ২৫৫।
সাল্ফার। (৩) ৩৮।
সিকিলিয়ার। (৫) ৩৪০, ৩৪১।

৯। সন্ধিরোগ — সন্ধির দুর্বলতা এবং নিম্নচূর্ণাল কুলিয়া পড়া প্রভৃতি সন্ধিচলন।

ইথেরিয়া। (৪) ৩৪৯।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৪০০।
পেটুলিয়াম। (৪) ৩৪৯। (৫) ৫৬০।
গ্লাসাম। (৫) ৫৪১।
বাস্টিক্স। (৪) ৩৪৯।

১০। সাইনভাইটিস বা মাস্ক- প্রদাহ।

আইওডিয়াম। (৪) ৩১০।
একনাইটাম। (৪) ৩১১।
এপিস। (১) ১৩৯। (৪) ৩১০, ৩
কল্চিকাম। (৫) ৪২৪।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৪৫।
ক্যালি আই। (৪) ৩১০।
ক্যাক্স কার্ব। (৩) ২৯১।
ক্যাক্স হাইপ-ক্স। (৫) ১৯০।
পালসেটিল। (১) ৪০০।
বেলাডনা। (৪) ৩১১।
ব্রায়নিয়া। (১) ১২৭, ১৩৬, ১৩৯। (৪)
৩১০, ৩১১।

লিডাম। (৩) ৩৪৫। (৫) ৪২৩, ৪২৪।
সাল্ফার। (১) ১৩৯। (৩) ৪৯।

২৭। ক্ষয়রোগ বা ওয়েষ্টিং ডিজিজ্‌।

আইওডিন। (৫) ১০৪।
আর্জেন্ট নাই। (৫) ১০৪।

এব্রোটেনাম। (৫) ১০৩, ১০৪, ১৭৮, ৪৮৩।
এমনিয়াম মিউ। (৫) ১০৪।
এসেটিক এসিড। (৫) ১০৪।
গুলিয়েণ্ডার। (৫) ৪৫৫।
ক্যালি ফস্ফরিক। (৫) ১৪৬।
ক্যাক্সেরিয়া আই। (৫) ১৮৭।
ক্যাক্সেরিয়া কার্ব। (৩) ৪৮। (৫) ৩৪৭
ক্যাক্সেরিয়া ফস্। (৫) ১৮৭।
ট্রাকুলিলাম। (৫) ১০৪।
নেট্রাম মিউ। (৫) ১০৪।
ফস্ফরাস্। (৩) ৪৮।
লাইকপেডিয়াম। (৫) ১০৪।
সাসপেন্ডিলা। (৫) ১৪০।
সাল্ফার। (৩) ৪৮।
সিকেলি। (৫) ৩৭৩, ৩৭৭।
সেনিকুলা। (৫) ১০৪।

১১। মস্তিষ্ক-মেরু মজ্জাদি শ্রাব্যবীর্যরোগ।

১। মানসিক রোগ বা মেন্টাল ডিরেঞ্জমেন্ট

১। অবসাদবায়ু, চিন্তাদ্বেগ বা হাইপকণ্ড্রিয়াসিস।

আসেনিকাম। (২) ১৪৪।
ইথেরিয়া। (২) ১৪৪, ১৪৬।
ইথুসা সাই। (২) ২৫২।
এস্ট্রিয়া রেসি। (৫) ৬, ৭।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৫, ৩৯৬।
এপিস। (২) ২৫২।
এলুমিনা। (৪) ২৭। (৫) ৭।
ক্যামোমিলা। (৫) ২৭।
ক্যাক্সেরিয়া কার্ব। (৩) ২৭৩।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৭।

নাক্স ভমিকা । (২) ১৪৩, ১৪৪,
২৫৩ ।

নেট্রাম কার্ব । (২) ২৫৩ ।

নেট্রাম মিউ । (২) ১৪৪, ২৫২ ।

পালসেটিল । (৪) ২৭ ।

প্যাটিনাম । (৩) ২৪১ ।

কস্‌ফ্রাস্ । (৪) ২৩৩ ।

। (২) ২৫২ ।

বেলাডনা । (৩) ২৪১ ।

ভিরেট্রাম এল্ । (৩) ২৪১ ।

মাকু'রিয়াস । (২) ১৪৪ ।

মেলিলোটাস । (৫) ২৪৪ ।

লাইকোপডিয়াম । (২) ১৪৪ । (৩) ২৪০ ।

ল্যাকেসিস । (৪) ২৪, ২৫, ২৬ । (৫) ৭৮ ।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া । (৫) ২৭ ।

সাল্‌ফার । (২) ১৪৪ । (৩) ২৮, ২৪১,
২৭৩, ৪৩৬ । (৫) ৭৮ ।

সিপিয়া । (৪) ২৭ ।

সোরিনাম । (৩) ৪৩৬ ।

২ । আত্মহত্যাকরণেচ্ছা বা সুই- সাইড্যাল মেনিয়া ।

অরাম । (১) ২২৭ । (২) ৪৯ । (৪)
৪৬১, ৪৬২ ।

অরাম মিউ । (৪) ৪৬১ ।

আসেনিকাম । (২) ৪৯ । (৪) ৪৬২ ।

এক্টিয়া রেসি । (৫) ৬ ।

এক্টিম ক্রু । (৪) ১৬৫ ।

নাইট্রিক এসিড । (২) ১১৫ । (৪) ১৬৫,
৪৬১ ।

নাক্স ভমিকা । (২) ১১৪ । (৪) ৪৬১ ।

নেট্রাম সাল্‌ফ । (২) ১১৪ ।

স্বাজা টিপু । (৪) ৪৬১ ।

মাকু'রিয়াস । (১) ২২৩ ।

সিপিয়া । (৪) ৪৬২ ।

হায়সারামাস । (১) ৩৪৪ ।

ইপার সাল্‌ফ । (১) ১৫৯ । (৪) ৪৬১ ।

৩ । উন্মাদরোগ বা ইন্‌জানিটি—

একুট মেনিয়া, মনোমেনিয়া বা

একাশ্রয়োন্মাদ, ধর্মোন্মাদ,

কামোন্মাদ এবং ডিমেন্-

সিয়া বা বুদ্ধি-হ্রাসত

প্রভৃতি ।

অরাম । (২) ৪৯ ।

অর্জটোম নাই । (৪) ৪৩৮ ।

আসেনিকাম । (২) ৪৮ ।

ইগ্নেসিয়া । (২) ১২৪ । (৪) ২৭৫ ।

একনাইট । (১) ১৮ । (২) ৪৯ ।

এগারিকাস মাক্স । (১) ২২৬ । (৪) ২৭,

(৫) ৩৯৩ ।

এগ্রাস ক্যাষ্ট । (১) ৩৪৬ ।

এনাকার্ডিয়াম । (১) ৩৯৬ । (৪) ২৭,
১৬৫ ।

এক্টিম ক্রু । (৪) ১৬৫ ।

ওপিয়াম । (৩) ৩৬৯ ।

কুপ্রাম । (৪) ১৪২ ।

ক্যানাবিস ইণ্ডু । (৫) ৪৪৮ ।

ক্যাথারিস । (১) ৩২৬, ৩৪৭ । (৩) ৩০৪,
৩০৫ । (৪) ১৪২ ।

ক্যাফর । (৫) ৪৪৫ ।

ক্যালি ব্রোম । (৫) ১৫১ ।

ক্যাঙ্কেরিয়া ফস্ । (৫) ৭ ।

টারেটিক কুবেনস্ । (৫) ৩১১ ।

থুজা । (৪) ২৭৫ । (৫) ১৬২ ।

নাইট্রিক এসিড । (৪) ১৬৫ ।

পাইকটিক এসিড । (৪) ২০০ ।

পালসেটলা। (২) ১৯৩, ১৯৪।

প্যারিস কোয়া। (৪) ২৭।

প্যাটিনাম। (১) ৩৪৭। (৪) ১৪২। (৫) ২৯৮, ৫২২, ৫২৩।

ফস্ফরাস। (১) ৩৪৭।

(৪) ২৩২, ২৩৩, ২৭৬।

ফস্ফরিক এসিড। (৪) ২০০, ২০১।

বেলাডোনা। (১) ৭৩, ২৩৬, ২৯৫, ২৯৭, ৩২৫, ৩৪০—৩৪৩। (৪) ১৪৯, ১৪২।

ব্যাণ্টিসিয়া। (৪) ২৭৬।

ভেরেটাম এল্। (১) ১৯৭, ৩২৫, ৩৪৭।

(২) ৪৯। (৪) ১৪০, ১৪১, ১৪২।

মস্কাস। (৫) ২৮১।

মাক্‌রিয়াস। (১) ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭।

মিউরেক্স। (৫) ২৯৬, ২৯৮।

মিলিফোলিয়াম। (৫) ২৪৪।

মেলিলোটাস। (৫) ২৪৪।

লিলিয়াম টাই। (৫) ২৯৮।

ল্যাক্সিস। (১) ২৯৬। (৪) ২৪, ২৫, ২৬, ১৪২।

ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ৫৭, ৭৩, ২৮৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ৩২৫, ৩৪০—৩৪৩, ৩৪৭।

(৪) ২৬, ১৪০, ১৪২, ২৭৬।

সাল্‌ফার। (৩) ৩৮, ২৯।

সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।

স্ট্রাবডিল। (৫) ১৬২।

হায়দ্রোম্যাস। (১) ৭৩, ২৯৭, ৩৩২, ৩৪০—৩৪৪, ৩৪৬, ৩৪৮। (৪) ২৭, ১৪২।

(৫) ১৫১, ৫২৩।

৪। গুল্ম-বায়ু, মুচ্ছাবায়ু, অপস্মার

বা হিষ্টিরিয়া।

আসেনিকাম। (৫) ১৫৫।

ইগ্নেসিয়া। (২) ১৯৫, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪৪,

৩৪৭। (৫) ২৮১, ৩০৯, ৪৭৭, ৪৮৫, ৫২৩, ৫৫২।

একনাইট্। (১) ১৮, ৩২, ৩৩।

এক্ট্যা রেসি। (৪) ২৭।

এগারি মাস্ক। (৪) ২৭।

এগ্রাস ক্যাষ্ট। (৫) ১৪৫।

এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৫। (৫) ১৪৫।

এপিস। (৪) ৩০০।

এলুমিনা। (৫) ৭৮, ৭৯।

এসাক্টিডা। (২) ৩৪১। (৫) ২১৯, ২২০, ২৮১।

ককুলাস ইণ্ড। (৫) ১৪৫, ২৮১।

কফিয়া। (১) ৩২। (৫) ৫৫২।

কলফাইলাম। (৫) ১৪৫।

কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৬।

ক্যাস্টাস গ্র্যাণ্ড। (৫) ১৪৫।

ক্যালি ফস্। (৫) ১৪৫।

ক্যাষ্টরিয়াম। (৫) ২৮১।

ক্রোকাস স্ট্রাট। (৫) ৩৯২, ৩৯৩।

জিঙ্ক ভারি। (৫) ৩১১।

জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৭৯।

টারেণ্টুলা কুবেন্স্। (৫) ৩১০

৩৯৩, ৪৮৫।

থিরিডিয়ন। (৫) ৩১০।

থুছা। (৫) ৫৫২।

নাক্স স্তম। (২) ১৪৪। (৫) ৪৭৭, ৪৮৫।

নাক্স মস্ক। (২) ৩৪২। (৫) ২৮১, ৫৫৪।

পালসেটলা। (২) ১৯৪, ১৯৫। (৫) ৭৮।

প্যারিস কোয়া। (৪) ২৭।

প্যালাডিয়াম। (৫) ২৮২।

প্যাটিনাম। (১) ৩৫২। (৫) ৫২২, ৫২৩।

ফস্ফরাস। (২) ৩৪৫। (৫) ৪৭৭, ৪৮৫।

ফ্রনাস স্পাই। (৫) ৫৪৯।

বেলাডনা। (১) ৭৪। (২) ৩৪২।
 ভেরেট্রাম এল্। (৪) ১৪২।
 ভ্যালেরিয়ান্না। (২) ৩৪১, ৩৪৫। (৫)
 ৪৭৭, ৪৮৪, ৪৮৫।
 ভ্যালেরিয়ান্ট অব জিঙ্ক। (২) ৩৪২।
 মস্কাস। (২) ৩৪১। (৫) ২৮১, ২৮২।
 মাইগেল। (৫) ৩১০।
 মার্কুরিয়াস। (১) ২৩৫।
 ম্যাগ্নেসিয়া মিউ। (৫) ২২০।
 ল্যাক কেনিনাম। (৫) ২৮৭।
 ল্যাকেসিস। (৪) ২৪।
 টিষ্টা। (৫) ১৪৫।
 ট্রামনিয়াম। (১) ৭৪, ২৮৪, ৩০২, ৩৪৮,
 ৩৯৫। (৪) ২৭।
 সাইকুটা ভি। (৫) ৩৯৩।
 সালফার। (৩) ২২। (৪) ৭২। (৫) ৭৮।
 সিড্রন। (৫) ৫৫৮।
 সিপিয়া। (২) ১৯৫, ২৯৬, ২৯৭। (৫) ৭৮।
 স্ত্রাক্সইনেরিয়া। (৫) ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৮৫।
 হায়দ্রায়াস। (১) ৭৪, ৩৫২। (২) ৩৩৮।
 (৪) ২৭।

৫। গৃহবিরহাতুরতা বা হোম- সিকুনেস।

ক্যাপ্‌সিকাম। (৫) ২৬৫।
 ক্লিমেটিসাই। (৫) ১৪।
 কস্কুরাস। (৬) ৪৭৭, ৪৮৫।
 কস্করিক এসিড। (২) ২৯৬। (৪) ২০০।
 বেলাডনা। (১) ২৩৬।
 মার্কুরিয়াস। (১) ২৩৬।

৬। জলাতঙ্করোগ বা হাইড্র- ফবিয়া।

ক্যাস্‌হারিস। (১) ৩৪৯। (৩) ৩০৪, ৩০৫।
 বেলাডনা। (১) ৭৪, ২৮০, ২৯৪, ৩০০,
 ৩৪৯।

লাইমিন (খৈপাকুরের মুখের লাল)।
 (১) ২৮৫।

ল্যাকেসিস। (৪) ২৪।
 ট্রামনিয়াম। (১) ২৮০, ২৮৪, ২৯৪, ৩০০,
 ৩০১, ৩৪৯।
 :। (১) ৩৪৯।

হায়দ্রায়াস। (১) ৩২১, ৩৪৮, ৩৪৯।
 (৪) ২৭।

৭। প্রলাপ বা ডিলিরিয়াম।

এক্টিয়া রেসি। (৫) ৬।
 এগারিকাস মাস্ক। (১) ২৯৬। (৫) ৩৬১।
 কুপ্রাম। (৩) ২০৪।
 ক্যাম্‌ফর। (৫) ৪৪৫।
 থুজা। (১) ৩০৪।
 পালসেটিল। (১) ৩০৪।
 পেট্রিলিয়াম। (১) ৩।
 প্রাশাম। (৫) ৫৪০।
 বেলাডনা। (১) ৫৩, ৬৬, ৭১, ১৩৩, ১৩৪,
 ২৭৭, ২৯১, ৩১৪। (৩) ২০৪। (৫)
 ৫৪০।

ব্যান্ডিসিয়া। (১) ৩০৪।
 ব্রায়নিয়া। (১) ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫।
 ল্যাকেসিস। (১) ২৯৬।
 ট্রামনিয়াম। (১) ৭১, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮,
 ২৮০, ২৮২, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৯১,
 ২৯৩, ২৯৫, ২৯৬, ৩০৪, ৩১৪, ৩৩৩।
 সিকেলি। (১) ২৭৬।
 হায়দ্রায়াস। (১) ৭১, ১৩৪, ২৭৭, ২৯১,
 ৩১৪, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩৩৩, ৩৩৫।
 (৩) ২০৪।

৮। বিষাদোন্নততা বা মেলান্কলিয়া।

অরাম। (৪) ৪৬১, ৪৬২।
 আইওডিয়াম। (৫) ৭৮।
 আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৪৩৮, ৪৬২।

আসেনিকাম । (২) ৪২ । (৪) ৪৬২ ।
ইগ্নেসিয়া । (৫) ২০০ ।
এক্টিয়া রেসি । (৫) ৬ ।
এনাকাডিয়াম । (১) ৩৯৩ ।
এণ্টিক ক্রু । (৩) ১৫১ ।
এলুমিনা । (৫) ৭৮, ৭৯ ।
কোনায়াম । (৫) ২২৬ ।
ক্যাকেরিয়া কার্ব । (৩) ২৭৩ । (৫) ৫৮ ।
গ্লোনোইন । (৪) ৪৬৩ ।
জিঙ্কাম অক্সাইড । (৫) ২২৬ ।
পালসেটোলা । (২) ১৯৪ । (৫) ৭৮ ।
প্ল্যাটিনাম । (৩) ২৫০ । (৫) ৫২৩ ।
ফস্ফরিক এসিড । (৪) ২০০ ।
বেলাডনা । (৩) ২৫০ ।
ভেরেটাম এ । (৩) ২৫০ । (৪) ১৪১ ।
লাইকপডিয়াম । (৩) ২৪০ ।
ল্যাকেসিস । (৪) ২৪ । (৫) ৭৮ ।
ষ্ট্রামনিয়াম । (১) ২৯৮ ।
সালফার । (২) ১৪৪ । (৩) ২৮, ২৯, ২৫১, ২৭৩ ।
সিপিয়া । (৪) ৪৬২ । (৫) ৭৮ ।
সিফিলিয়াম । (৫) ৩৪১ ।
সোরিগাম । (৩) ৪৩৬, ৪৩৭ ।

ক্যানাবিস ইণ্ড । (৫) ৪৪৮ ।
ক্যাপসিকাম । (৩) ৩৭১ । (৫) ৫৪৬ ।
ক্যাকেরিয়া কার্ব । (১) ৭৪, ২৯৯ । (৩) ২৭৩ ।
নাক্স ভমিকা । (২) ৫০, ১৪৫ । (৫) ৫৪৫ ।
বেলাডনা । (১) ৭৩, ৭৪, ২৯৯, ৩০০, ৩৪৪, ৩৪৯, ৩৫০ । (৩) ২৭৩ ।
মাকুরিয়াস । (১) ২১৪ ।
রেণাক্স বাথো । (৩) ৩৭১ । (৫) ১৮ ।
ল্যাকেসিস । (১) ২৯৯ । (৩) ৩৭০ ।
(৪) ২৪ ।
ষ্ট্রিক্‌নিয়া । (১) ১৪৫ ।
ষ্ট্রামনিয়াম । (১) ৭৪, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০ ।
৩৪৪, ৩৪৯, ৩৫০ । (২) ৫০ । (৩) ২৭৩ ।
সালফার । (২) ৫০ । (৫) ৫৪৫ ।
সালফুরিক এসিড । (৩) ৩৭১ । (৫) ৫৪৫, ৫৫৩ ।
সিফিলিয়াম । (৫) ৩৩৯ ।
সিমিসিফুগা । (১) ৩৫০ । (৫) ৬ ।
সোরিগাম । (৫) ২৩৯ ।
হায়সায়ামাস । (১) ৭৪, ২৯৯, ৩০০, ৩৪০, ৩৪৪, ৩৪৯, ৩৫০ । (৪) ২৭ ।

১০। মানসিক জড়ত্বাদি বিকার

বা মেণ্ট্যাল ডিরেঞ্জমেন্ট ।

৯। মদাত্যয়রোগ বা ডিলিরিয়াম ।

ট্রিমেন্স ।

আসেনিকাম । (১) ২৯৯ । (২) ৫০
(৫) ৫৪৫ ।
একনাইট । (১) ৭৪ ।
এগারিকাস মাস্ক । (৪) ২৭ ।
এটিম টার্ট । (৩) ৩৭১ । (৫) ৫৪৬ ।
এভিনা স্তাট । (৫) ৪৫৬ ।
ওপিয়াম । (১) ৭৪, ২৯৯, ৩০০, ৩৫০
(৩) ৩৭০ । (৪) ২৭ ।

আয়ডিয়াম । (৫) ৭, ৭৮ ।
ইগ্নেসিয়া । (৪) ২০০ । (৫) ৫৫২ ।
একনাইট । (৩) ২৮ ।
এক্টিয়া রেসি । (৪) ২৭ । (৫) ৬, ৭ ।
এগারিকাস মাস্ক । (৪) ২৭ ।
এনাকাডিয়াম । (৪) ২৭ ।
এলুমিনাম । (৪) ২৭ । (৫) ৭, ৭৮, ৭৯ ।
ওপিয়াম । (৪) ২৭ ।
কাছারিস । (৩) ৩০৪, ৩০৫ ।
ক্যামিল্লা । (২) ৩৬৬, ৩৬৭ । (৫) ৫৫২ ।

ক্যাকেরিয়া কার্ব। (৫) ৬, ৭৮।

ক্যাকেরিয়া ফস। (৫) ৭।

ক্রোকাস স্টাট। (৫) ৩২৩।

ট্যারেণ্টুলা কুবেন্স। (৫) ৩৯৩।

নাইট্রিক এসিড। (৫) ৫৫১।

নাক্স ভমিকা। (৫) ৭৮।

পাইক্রিক এসিড। (৪) ২০০।

পালসেটিল। (৪) ২৭।

প্যারিস কোয়ার্ট্র। (৪) ২৭।

প্যাটিনাম। (৩) ২৪১। (৫) ৫২২, ৫২৩।

ফস্ফরাস। (৪) ২৩২।

ফস্ফরিক এসিড। (৪) ২০০, ২০১।

বেলাডনা। (৩) ২৪১।

ব্যারাইটা কার্ব। (৫) ১৭৪।

ভেরেট্রাম এল। (৩) ২৪১।

লাইকপডিয়াম। (৩) ২৪০।

ল্যাকেসিস। (৪) ২৪—২৭। (৫) ৭৮।

স্ট্রামনিয়াম। (৪) ২৭। (৫) ৩৯৩।

সাল্ফার। (৩) ২৮, ২৯, ২৪১। (৫) ৪৮।

সিপিয়া। (৪) ২৭।

সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।

হায়দ্রোজেন। (৪) ২৭। (৫) ৩৯৩।

১১। স্থতিকোন্মাদ বা পিয়র্পিরাল-

মেনিয়া।

একনাইট। (১) ৩৪৮।

একটিয়া রেসি। (৫) ৬।

প্যাটিনাম। (১) ৩৪৭।

বেলাডনা। (১) ৩৪৪, ৩৪৮।

ভেরেট্রাম এল। (১) ২৯৮। (৪) ১৪২।

ল্যাকেসিস। (৪) ২৪, ২৫।

স্ট্রামনিয়াম। (১) ২৯৮, ৩৪৪, ৩৪৮।

হায়দ্রোজেন। (১) ৩৪০, ৩৪৪, ৩৪৮।

১২। স্মরণশক্তির হানি।

এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৪।

ওলিয়েণ্ডার। (৫) ৪৫৪।

২। স্নায়বীয় রোগ বা

নার্ভাস ডিরেঞ্জমেন্ট।

১। আতপাঘাত বা মান্‌ট্রোক।

একনাইট। (১) ৩১।

মোনোইন্। (৪) ৭২।

জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৭৮, ৭৯।

বেলাডোনা। (৪) ৭৮।

২। থল্লী, থাইল, স্থানিক আক্ষেপ

বা ক্র্যাম্পস্।

ইয়েসিয়া। (২) ৩৩৪।

কুপ্রাম মেট। (৫) ৫৪২।

ক্যালি ফস। (৫) ১৪৬।

জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।

৩। তাণ্ডব, নৃত্যরোগ বা কোরিয়া।

আসেনিকাম। (২) ৩৯। (৫) ৩০৯।

ইয়েসিয়া। (২) ৩৪২, ৩৪৩। (৫) ৩০৫।

একটিয়া রেসি। (৫) ৮, ৩৬২।

এগারিকাস মাস্ক। (১) ৮২।

এগারিসিন। (৫) ৩৬১, ৩৬২।

এসাকিটিড। (২) ৪০৭।

ওপিয়াম। (৫) ৫৩০।

ককুলাস ইণ্ড। (৩) ২১৩।

কটিকাম। (৩) ৩৩৬।

কুপ্রাম। (৩) ২১৩।

ক্যামিলা। (২) ৪০৭।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব। (১) ৮০। (৩) ২৭৫

ক্রোকাস। (২) ৩৪৩। (৫) ৩১০।

চায়না। (৩) ২৭৫।

জিকাম। (১) ৮২। (৫) ৫৩০।

জিকাম ভালেরি। (৫) ৫৩০।

জিজিয়া। (৫) ৩০২, ৩১০।

ট্যারেণ্টুলা কুবেন্স্। (২) ৩৪৩। (৫) ৩০২,
৩১০, ৩৬১।

নাক্স ভমিকা। (৩) ২১৩।

নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৬।

পালসেটোলা। (২) ২৫৬।

ফক্ষাস্। (৩) ২৭৫।

বেলাডনা। (১) ৮০, ৮১, ৩০৪।

ভেরেট্রাম ভিরি। (১) ৮১, ৮১, ৩৫৩।

মাইগেল। (৫) ৩১২।

মাকু'রিয়াস। (১) ২৩৭, ২৩৮।

লরসিরেসাস। (২) ৩৪৩। (৫) ৩১০।

স্কটিলেরিয়া। (২) ৩৪৩।

ষ্টিক্টা। (২) ২৫৬।

ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ৮০, ৮১, ৮২, ৩০৪,
৩৫৩।

মাইকুটা। (৩) ২১৩। (৫) ৩৬২।

সালফার। (১) ৮০। (৩) ২৭৫।

সিড্রন। (৫) ৫৫৮।

সিনা। (২) ৪০৬, ৪০৭।

সিপিয়া। (৫) ৩১০।

সোরিনাম। (৩) ২৭৫।

স্যাটোনাইন। (২) ৪০৬।

হায়সামাস। (১) ৮০, ৮২, ৩৫৩।

৫। দুর্বলতা বা ডিবিলাটি এবং
পেশীদৌর্বল্য।

আর্সেনিকাম। (৩) ১০৮। (৪) ১৮০।

এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩২৪। (৫) ৪৮২।

এভিনা স্যাটিভা। (৫) ৪৫৬।

এম্মাগ্রিসিয়া। (৪) ২০৬।

এলাস্য়াস গ্যাণ্ড। (৫) ৪৭০।

ককুলাস ইণ্ড্। (৫) ৪৮২।

কল্চিকাম। (৩) ৬৪। (৪) ১৮০।
(৫) ৪৮২।

কার্ব ভেজ্। (৩) ১০৮। (৪) ১৮০।

ক্যালি কার্ব। (৫) ১৩৫।

ক্যালি ফস্। (৫) ১৪৬।

নাক্স ভমিকা। (৩) ৬৫।

ব্যাণ্টিসিয়া। (১) ১০।

ফক্ষাস্। (৩) ১০৮।

ফক্ষারিক এসিড। (৩) ১০৮। (৪) ২০৬।

ভেরেট্রাম এল। (৪) ১৮৬।

মিউরিয়টিক এসিড। (১) ১০। (৪) ১৮০,
১৮১, ১৮৬।

লরসিরেসাস। (৪) ২০৬।

সালফুরিক এসিড। (৪) ১৮৬। (৫) ৫৪৫।

সিঙ্কনা। (৩) ১০৮, ৪৩৫। (৪) ১৯১।

সিলিনিয়াম। (৫) ৪৮২।

সোরিনাম। (৫) ২০৬।

হায়সামাস। (১) ১০।

৬। ধমুটকার বা টিটেনাস।

ইয়েসিয়া। (২) ১৪৭।

একনাইট। (১) ৭৭। (৫) ১৬৬।

এম্মাগ্রিয়া। (৫) ১৬৬।

কুপ্রাম। (১) ৭৭। (২) ১৪৭।

ক্যাঙ্কোরা। (৫) ৪২৭।

টেবেকাম। (৫) ২৭০।

৪। ভোতলামী বা ষ্ট্রামারিং।

ইয়েসিয়া। (১) ২৮১।

বডিষ্টা। (১) ২৮১, ৩০৫।

ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ২৮১, ৩০৪, ৩০৫।

স্পাইজিলিয়া। (১) ২৮১।

নাক্স ভমিকা। (২) ১৪৬।
 নিকটিনা। (৫) ২৭০।
 প্রনাস স্পাই। (৫) ২৭০, ৫৪২, ৫৫০।
 কাইজলিগমা। (৫) ২৪২।
 কাইটলেকা। (৫) ৪২৭।
 বেলাডনা। (১) ৬০, ৬১, ৭৭, ৭৮। (৫)
 . ১৬৬।
 ভেরেটাম ভিরিডি। (৫) ১৬৬।
 মাগ্নেনিয়া ফস। (৫) ৩৪২, ৩৫০।
 ট্রিক্সিয়া। (২) ১৪৭। (৫) ২৭০, ৪২৭,
 ৫৫০।
 ট্রামনিয়া। (১) ৩০২। (৫) ৩৪২।
 সাইকুটা ভিরোসা। (২) ১৪৭। (৫) ১৬৬,
 ২৩৪।
 হাইড্রুনা এসিড। (২) ১৪৭। (৫) ২৭০।
 হাইপেরিকাম। (৫) ১৬৬, ৩৫০।
 হায়দ্রাসাস। (১) ৩২৮, ৩৫১।

৭। নিউরেইনিয়া বা স্নায়বীয়

ক্রিয়াদৌর্বল্য।

আর্জেন্টাম নাই। (৪) ২০১।
 এনাকাডিয়াম। (৪) ২৩৮।
 এলুমিনা। (৪) ২০১।
 কাকা। (৪) ২৩৮।
 জিঙ্কাম। (৫) ২০১। (৫) ৫৩১।
 জিঙ্কাম পাইক্রেট। (৫) ৫৩১।
 জিঙ্কাম ফস। (৫) ৫৩১।
 নাক্স ভমিকা। (২) ১২৬।
 নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৫।
 পালসেটিল। (২) ১২৬।
 ফস্ ফরাস। (৪) ২৩৭, ২৩৮।
 ফস্ ফরিক এসিড। (৪) ২০১।
 রাস্ টক্‌স্। (৫) ১৫৭।
 সাইলিসিয়া। (৪) ১১৩।

সিপিরা। (২) ১২৬।
 হেলোনিয়াস। (৫) ১৫৭।

৮। নিদ্রাহীনতা বা শ্লিপ্‌লেস্‌নেস্‌ এবং নিদ্রাবিকার।

আর্গিকা। (৫) ৪৪২।
 ইগ্নেসিয়া। (৩) ৩২০, ৩৩০, ৩৩১।
 একনাইট। (১) ৩৫৪।
 এভিনা স্যাটিভা। (৫) ৪৪৮।
 এম্বাগ্রিসিয়া। (৪) ৮০।
 ওপিয়াম। (২) ৩৩৭, ৩৫৩।
 ককুলাস ইণ্ড। (২) ৩৩৭। (৩) ৩০।
 কক্সিয়া। (১) ৩৫৫। (২) ৩৩৭। (৪)
 ৫৫১, ৫৫২।
 কল্‌চিকাম। (৩) ৫২।
 কল্‌চিকাম। (২) ৩৫৩।
 কুপ্রাম। (৩) ২০৫, ২৪১।
 কোকা। (৫) ৪৪৮।
 ক্যানাবিস্ ইণ্ড। (৫) ৪৪৮, ৪৪২।
 ক্যামমিলা। (২) ৩৫৩, ৩৬৮।
 ক্যান্‌ফর মনরোম। (৫) ৪৪৮।
 ক্যালি ব্রোমেটাম। (৫) ১৫২।
 ক্যাক্সেরিয়া কার্ব। (৩) ২৭৩।
 জিঙ্কাম। (৩) ২৪১।
 জেলুমিসিয়াম। (১) ৩৫৪। (৪) ৭২।
 (৫) ৪৪২।
 নাক্স ভমিকা। (১) ৩৫৪। (২) ১০২,
 ১১৬। (৩) ২৪১।
 নাক্স মস্কেট। (৫) ৫৫৪।
 নেট্রাম মিউ। (২) ২২৮।
 পালসেটিল। (২) ১৭২, ১২৫। (৩) ৩০।
 প্যাসিসফ্লোরা। (৫) ৪৪৮।
 প্যাটিনাম। (৫) ৫২৩।
 বেলাডনা। (১) ৩৫৪। (২) ৩৫৩।
 ব্রাইওনিয়া। (৪) ৮০।

লাইকোপডিয়াম। (৩) ২৪১।
লাকটুকা ভিরোস। (৫) ১০৮।
ষ্ট্রামনিয়াম। (৩) ২৪১।
সাল্ফার। (৩) ৭, ৩০।
সিল্কানা। (৩) ৭৬, ৮৩।
সিফিলিয়াম। (৫) ৩৪১।
সিলিনিয়াম। (৩) ৩০।
হায়দ্রোয়ামাস। (১) ৩১৫, ৩৫৪।

৯। নিম্পন্দ-বায়ু বা ক্যাটা- লেপ্সি।

ক্যানাবিস ইণ্ডু। (৫) ৪৪৭।

১০। পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্।

আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৮১।
ইয়েসিয়া। (২) ৩৪২।
একোনাইট। (১) ৩৩। (৩) ৩৩৮।
এপিস। (৪) ৩০০।
এলুমিনা। (৪) ২৩৬।
এমনিয়াম ফস্। (৫) ৯৮।
ওলিয়েণ্ডার। (৫) ৪৫৪।
ককুলাস ইণ্ডু। (২) ২৫৬, ৩৪২। (৪) ৩৩৪।
কলিন্সোনিয়া। (২) ৩৪২।
কটিকাম। (৩) ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯।
(৪) ৩৩৪।
কুগ্রাম মেট। (৫) ৫৪১।
কোনিয়াম। (৪) ৮১।
ক্যানাবিস ইণ্ডু। (১) ৩৪।
ক্যালি ফস্। (৫) ১৪৬।
ক্যালিয়াম ল্যাটি। (৩) ৩৩৮।
চাইনি সাল্ফ। (৪) ২৩৬।
জিক্কাম। (৪) ২৩৭। (৫) ৫২৯, ৫৩১।
জেলসিমিয়াম। (৪) ৮০, ৮১।

ডাকামারা। (৩) ৩৩৮, ৪৫৩। (৪) ৩৩৪।
নাক্স ভমিকা। (৪) ৮১, ২৩৬।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৫, ২৫৬, ৩৪২।
(৪) ৮১, ৩৩৪।
প্লাঘাম। (৪) ২৩৭। (৫) ৫৩১, ৫৪০,
৫৪১।
ফস্ফরাস। (২) ৩৪২। (৪) ২৩৫, ২৩৬,
২৩৭। (৫) ৫৩১।
ব্যারাইটা কার্ব। (৩) ৩৩৯। (৫) ১৭৫।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৩৭, ২৩৮।
মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
রাস্টক্স। (৩) ৩৩, ৩৩৮, ৪৭০। (৪)
৩৩৩, ৩৩৪। (৫) ৫২৯।
ষ্টেনাম। (২) ৩৪২।
ষ্টাক্সিসেগ্রিয়া। (১) ৩৪।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ৩০৩।
সাইলিসিয়া। (৪) ১১৪।
সাল্ফার। (৩) ৩৩, ৩৩৮। (৪) ৩০০,
৩৩৪।
সিকেলি। (৫) ৩৭২, ৩৭৩।
সিফিলিয়াম। (৫) ৩৪১।
হায়দ্রোয়ামাস। (১) ৩৫৩।

১১। পক্ষাঘাত—চক্ষু-পুট-পতন। (চক্ষুরোগ দেখ।)

১২। পক্ষাঘাত—জিহ্বা, গুঠ গলদেশ প্রভৃতির স্থানিক।

কটিকাম। (৩) ৩৩৮।
জেলসিমিয়াম। (৪) ৮০।
ডাকামারা। (৩) ৪৫৩।
প্লাঘাম। (৫) ৫৪১।
ব্যারাইটা কার্ব। (৩) ৩৩৯।

ক্যালি ব্রোমেটাম । (৫) ১৫১, ১৫২ ।

ক্যালি মিউ । (৩) ৩৩৬ ।

ক্যাকেরিয়া । (২) ১৪৬ । (৩) ৩০, ২৭৪,
৩৩৬, ১১৩ । (৪) ২৯৪ ।

চাইনিয়াম আর্স । (৫) ২৩৪ ।

নাক্স ভমিকা । (২) ১৪৬ । (৪) ১১৩ ।
(৫) ২৯৪ ।

প্রিনাস । (৫) ৫৪৯, ৫৫০ ।

প্রাশ্বাম । (৫) ৫৫০ ।

বাফো রেনা । (২) ১৪৬ । (৪) ১১৩ । (৫)
২৯৩, ২৯৪ ।

বেলাডনা । (১) ৭৮, ৭৯ ।

ভার্কিনা । (৫) ২১৫ ।

ষ্টেনাম । (৫) ২৯৪ ।

। (২) ১৪৬ । (৫) ২৩৪ ।

ষ্ট্র্যামনিয়াম । (১) ৭৮, ৮৯, ৩০২ ।

সাইকুটা ভি । (১) ৩৫২ । (৩) ২১২ । (৫)
২৬৪, ২৩৫ ।

সাইলিসিয়া । (২) ১৪৬ । (৫) ১১৩ । (৫)
২৯৪ ।

সাল্ফার । (৩) ৩০, ২৭৪ ।

সিকেলি । (৫) ৩৭২, ৩৭৩ ।

সন্নিয়াম । (৩) ৩০ ।

সোলেনাম কেরো । (৫) ২১৫ ।

হাইড্রসা এসিড । (১) ৭৮, ৭৯, ৮০ ।

হায়সায়ামাস । (১) ৭৮, ৭৯, ৩৫১, ৩৫২ ।

হিপার সাল্ফ । (৩) ৩৩৬ ।

২৫। মেরুমজ্জা ও তৎসংসৃষ্ট

রোগ—প্রদাহ ও দৌর্বল্যাদি ।

এনাকার্ডিয়াম । (১) ৪০০ ।

ডাকামারা । (৩) ৪৫৩ ।

মেডোরাইনাম । (৫) ৩৩৬ ।

সাল্ফার । (৩) ৩৩ ।

২৬। মেরুমজ্জা ও মস্তিষ্ক-কোমলত-

বা সফুনিং

এম্ব্রাগ্রিসিয়া । (৫) ৩২১ ।

জিক্কাম । (৫) ৫২৯ ।

নাক্স ভমিকা । (২) ১৪২ । (৪) ২৭

পাইক্লিক এসিড । (৪) ২৩৫ ।

ফস্ফরাস্ । (২) ১৪২ । (৪) ২৩৫ ।

বাফো রেনা । (৫) ২৯৪ ।

২৭। মেরুমজ্জায় উত্তেজনা বা

স্পাইন্টাল ইরিটেশন ।

ইগ্রেসিয়া । (২) ৩৪২ ।

এগারিকাস মাস্ক । (২) ১৪৮ । (৫) ৩৬১

ককুলাস ইণ্ড্ । (২) ২৫৫ । (৫) ৪৮৮
৪৮৯

কোবাণ্ট । (২) ১৪৮, ১২৭ ।

ক্যানাবিস্ ইণ্ড্ । (২) ১২৭ ।

ক্যালি কার্ক । (৫) ১৩২, ১৩৩ ।

চাইনিয়াম সাল্ফ । (৪) ২৩৬ । (৫) ৫৩০

জিক্কাম । (২) ১২৭ । (৫) ৫৩০ ।

জিক্কাম ভ্যালেরি । (৫) ৫৩০ ।

জেলসিমিয়াম । (৫) ৭ ।

টারেণ্টুলা কুবেনস্ । (৫) ১৩৩, ৩১১ ।

থিরিডিয়ন । (৫) ২৪২ ।

নাক্স ভমিকা । (২) ১৪৮ । (৪) ২৩৬ ।

নেট্রাম মিউ । (২) ২৫৫ । (৩) ৩৩৬ । (৫)
১৬৭ ।

পালসেটিল । (২) ১২৭ ।

ফস্ফরাস্ । (২) ১৪৮ । (৪) ২৩৫, ২৩৬
(৫) ৫৩০ ।

ফাইজিষ্টগুমা । (৫) ২৪১, ২৪২ ।

বেলাডনা । (৫) ৭ ।

রডডেণ্ডুন । (২) ১৪৮ । (৪) ৩৩৬ ।

লাইকোপডিয়াম। (৪) ২৩৬।
 ট্রিকনিয়া ফস্ফরিকা। (৫) ১৩৩, ৩১১।
 ট্যাক্সিসেগ্রিয়া। (২) ১৪৮।
 সাল্ফার। (২) ১৪৮। (৩) ৩২। (৫) ৭।
 সিকেলি। (৪) ২৩৬। (৫) ৩৭২, ৪৮৯।
 সিপিয়া। (২) ১২৭। (৫) ১৩৩, ৫০২,
 ৫৩০।

সিমিসিফুগা। (২) ১৪৮, ২৫৫। (৫) ৭,
 ১৩৩।

২৮। রাইটান ক্র্যাম্প বা লেথকের

হস্ত-কম্প।

এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৫।
 জিকাম। (৫) ৫২৭।

২৯। লোকো-মোটর-এটাক্সিয়া বা কশেরুকা মজ্জের ক্ষয়- রোগ।

অার্জেটাম নাই। (৪) ৪৪০, ৪৪১।
 (৫) ৭২।
 ইস্কুলাস হাইপ। (৪) ৪৪১।
 এমনিয়াম মিউ। (৪) ৪৪১।
 এলুমিনা। (৫) ৭২।
 ক্যালি ব্রোমটাম। (৫) ১৫২।
 ক্যালি হাইড্রিডিকাম। (৪) ১৬৬।
 জিকাম। (৪) ৪৪১।
 থুজা। (১) ৩০৪।
 নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৬।
 নাকস ভমিকা। (৪) ২৩৭।
 পালসেটিল। (১) ৩০৪।
 পেট্রিলিয়াম। (১) ৩০৪।
 স্নাখাম। (৫) ৫৪০।
 ফস্ফরাস্। (৪) ২৩৭।
 ব্যাপ্টিসিয়া। (১) ৩০৪।

মাকুরিয়াম। (১) ২১৯।
 ট্র্যামনিয়াম। (১) ৩০৪।
 সাইলিনিয়া। (৪) ১১৪।
 সাল্ফার। (৪) ৪৪১।
 সিকেলি। (৫) ৭২, ৩৭২, ৩৭৩।

৩০। শিরঃশূল বা হেডেক—সর্দিজ শোণিতসঞ্চয়ী এবং স্নায়বীয়।

আইরিস ভাস। (২) ২৫৩, ২৯৮। (৩)
 ৪৩৮। (৫) ৩৯৫, ৩৯৬।
 অার্জেটাম নাই। (১) ৩৮৬। (৪) ৪৩৯,
 ৪৪০।
 আর্সেনিকাম। (২) ৫০, ৫১, ৭৮, ২২৯।
 ইগ্রেসিয়া। (২) ৩১৯, ৩৩৫, ৩৪০।
 (৪) ১১২, ২৭৪, ৪৪০। (৫) ৫৫২।
 থুসা সাই। (২) ৩৮৮।
 ইপিক্যাক। (২) ৩৮৮। (৫) ৪০৯।
 একনাইট। (২) ৩৩৬।
 এন্টিয়া রেসি। (৫) ৫, ৬, ২৪৪।
 এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৮৬, ৩৯৩।
 এন্টিম টার্ট। (২) ৩৮৮। (৩) ৩১, ১৬৯।
 এলো। (৫) ১৯৮।
 ওমোস্ফডিয়াম। (৪) ৭৮।
 ওলিয়েণ্ডার। (৫) ৪৪৫।
 কক্কুলাস ইণ্ড। (২) ১৯৩। (৪) ৭৮।
 (৫) ৪৮৮।
 কফিয়া। (৪) ৪৪০। (৫) ৫৫২।
 কলসিহু। (৩) ১৯০, ১৯১।
 কষ্টিকাম। (২) ১৪০, ২৫৪।
 কার্বি এনি। (২) ১৯৩।
 কার্বি ভেজ। (৩) ৩৯৮।
 কার্বিলিক এসিড। (৩) ৩১।

কুইনাইন। (১) ৫১।

(চাইনি সালফ।)

ক্যানাবিস ইণ্ড। (৫) ৪৮৮।

ক্যামফিলা। (২) ৩৬৭। (৩) ১৯০।

ক্যালি আইওডেটাম। (৩) ৩৯৯। (৫) ১২৪, ১২৫।

ক্যালি বাইক্রম। (২) ২৫৪। (৩) ৩৯৯, ৪৩৮। (৪) ৭৮, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭৭।

ক্যাকেরিয়া ফস্। (৫) ১৮৫।

ক্যাক্টেরিয়াম। (৫) ২৭৯।

গ্র্যাফাইটিস। (২) ১৪০।

গ্রোনোইন। (১) ৭০। (২) ২৫৩।

চেলডনিয়াম। (১) ৩৭৩।

জিঙ্কাম। (৫) ৫২৯।

জেলুসিনিয়াম। (২) ২৫৩, ৩৩৬। (৩) ৩১, ১৭০। (৪) ২৩, ৭৭, ৭৮, ১১২। (৫) ৩৯৬, ৪০০।

টিলিয়া ট্রিফোলি। (৫) ৪০৯।

টুবাকু লিনাম। (৫) ৩২৮।

ট্যারেন্টুলা কুবেনস্। (৫) ৩১৫, ৩২৫।

থিরিডিয়ন। (২) ২৯৮, ২৯৯। (৫) ৩১৪, ৩১৫।

থুজা। (৪) ২৭৪, ২৭৫, ৪৪০। (৫) ৫৪২।

নাক্স ভমিকা। (২) ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ২৫৩, ২২৭, ২৯৮। (৩) ৩৯৮। (৫) ০৯

নেট্রাম মিউ। (১) ১৪৮। (২) ১৪০, ২২৬, ২৫৩। (৩) ৪৩৮। (৪) ৩৭১। (৫) ৪০০।

পলিনিয়া। (৫) ৩৯৬।

পালসেটিল। (২) ১৯২, ১৯৩, ২৯৮, ২৯৯। (৪) ২৩। (৫) ৩৫৫।

পাইক্রিক এসিড। (৪) ২৩৫।

পেট্রিলিয়ান। (৫) ৫৬০।

প্যারিস কার্বিডি। (৪) ১১২।

প্রনাস স্পাই। (৩) ১৯১।

প্র্যাটিনাম। (৫) ৫২৫।

ফস্ফরাস। (৪) ২৩১।

ফস্ফরিক এসিড। (৪) ১৯৯।

ফেরাম মেট। (১) ৭০। (৫) ৫১৩, ৫১৪।

ফেলাগুয়াম। (৫) ২৩১।

বেলাডনা। (১) ৫৩, ৬৮, ৬৯, ৭০, ২০৩, ২৯৫। (২) ২৯৮, ৩৩৫। (৩) ৯২। (৫) ৪০০, ৪৭৫, ৫১৪।

ব্যারাইটা কার্ব। (৫) ১৭৪।

ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৮, ১৮৬। (২) ১৪০। (৪) ২৩। (৫) ২৪৪।

ভেরেট্রাম এল। (২) ১৯৩, ৩৩৬।

মাকু'রিয়াস। (১) ২৩৩, ২৩৪। (৩) ৩১, ১৭০।

মাকু'রিয়াস আই। (১) ২৩৪।

মিনিয়াস্টিস। (২) ১৯৩। (৪) ১১২।

মেলিলোটাস। (৫) ২৪৪।

ম্যাগ্নেসিয়া ফস্। (৫) ৩৪৯।

ম্যাগ্নেসিয়া মিউ। (৪) ৩৫৪, ৩৫৫।

রেনাক্সুলাস বাবো। (২) ১৯৩। (৫) ১৯১।

রেগাক্সুলাস স্কিলা। (২) ১৯৩।

ল্যাক্ ডিক্লোরেটাস। (৫) ২৯০।

ল্যাকেসিস। (৫) ২১, ২২।

ল্যাক্টিকা ভিরোসা। (৫) ১০৮।

লুসিনিয়ানা কার্ব। (৪) ১১২।

লুসিনিয়াম। (১) ২৯৪।

সাইলিসিয়া। (২) ৩৩৬। (৩) ৪৩৮। (৪) ১১১, ১১২, ৩৭১। (৫) ৩৪৯, ৩৫৫।

সার্সপ্যারিলা। (৫) ৪৮৩।

সালফার। (৩) ৫, ৩১, ১৭০।

সালফুরিক এসিড। (২) ৩৩৫।

সিঙ্কনা। (১) ৭০। (৩) ৭৬, ৯২। (৪) ২৩।

সিডন। (৩) ১৯০।

সিনা। (২) ৪০৫, ৪০৬।

সিপিয়া। (২) ২২৭, ২২৮, ২২৯। (৩)

৩২২। (৫) ৬।

সিকিলিনাম। (৫) ৩৪০।

সোরিনাম। (৩) ৪৩৬, ৪৩৭। (৪) ৩৭১।

স্পাইজিলিয়া। (২) ১২৩। (৩) ১২০।

(৪) ২৭৫। (৫) ৪০০।

স্ত্রাক্সইনোরিয়া। (১) ৭০, ৭১। (২) ২২৮,

৩৩৬। (৪) ৭৮। (৫) ৩৪২, ৪০০,

৪৭৪, ৪৭৫।

হাইড্রকবিনাম। (৫) ৩৪১।

৩১। শিরঃশূল—অর্দ্ধশিরঃশূল,

আধকপালি মাথাব্যথা বা

হেমিক্রেনিয়া বা মেগ্রিম।

আইরিস ভার্ভ। (২) ২২৮। (৫) ৩২৫,

৩২৬।

আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৪৩২, ৪৪০।

আর্সেনিকাম। (২) ৫১, ৭৮, ২২২।

ইথুসা সাই। (২) ৩৮৮।

ইপিক্যাক। (২) ৩৮৮। (৪) ৪০২।

কফিয়া। (৫) ৫৫২।

থিরিডিয়ন। (২) ২২৭।

নাক্স ভমিকা। (২) ১৪১, ১৪৫, ২২৭।

পালসেটিলা। (২) ১২২, ১২৩, ২২৮।

প্যাটিনাম। (১) ৭১।

বেলাডনা। (২) ৬২, ৭০, ৭১। (২) ২২৮।

মাক্স রিয়াস। (১) ৭১, ২৩৩।

সাইলিসিয়া। (১) ৭১।

স্ত্রাক্সইনোরিয়া। (১) ৭০, ৭১। (২) ২২৮।

(৫) ৩৪২।

সিপিয়া। (১) ৭১। (২) ২২৭, ২২৮,

(৫) ৬।

হিগার সালক্স। (১) ৭১।

৩২। শিরঃশূল—বমন বা প্রকোষ হইলে উপশম।

ইয়েসিয়া। (২) ৩৩৫। (৪) ১১২। (৫)

৪৭৫।

একনাইট। (২) ৩৩৬।

জেলুসিমিয়াম। (২) ৩৩৬। (৪) ৭৮,

১১২। (৫) ৪৭৫।

বেলাডনা। (২) ৩৩৫।

ভেরেট্রাম এলু। (২) ৩৩৬।

সাইলিসিয়া। (২) ৩৩৬। (৪) ১১২।

সালক্সিক এসিড। (২) ৩৩৫।

স্ত্রাক্সইনোরিয়া। (২) ৩৩৬। (৫) ৪৭৫।

৩৩। শিরঃশূল—বমনযুক্ত বা

সিক-হেডেক।

আইরিস ভার্ভ। (২) ২২৮। (৫) ৩২৬।

ইপিক্যাক। (২) ৩৮৮।

চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৬।

থিরিডিয়ন। (৫) ৩১৪, ৩১৫।

পলিনিয়া। (৫) ৩২৬।

সিপিয়া। (২) ২২৭।

স্ত্রাক্সইনোরিয়া। (৪) ৪৪৭, ৪৭৮।

৩৪। শিরঃশূলসংক্রমে দৃষ্টিবিকার

বা অন্ধত্ব।

আইরিস ভার্ভ। (৩) ৪৩৮। (৪) ৩৭১।

(৫) ৩২৬।

ক্যালি বাই। (৩) ৪৩৮। (৪) ৭৮, ৩৭১।

চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৬।

জেলুসিমিয়াম। (৩) ১৭০। (৪) ৭৮। (৫)

৩২৬।

নেট্রাম মিট। (৩) ৪৩৮। (৪) ৩৭১।

সিলিকন। (৩) ৪৩৮। (৪) ৩৮১।

সোরিনাম। (৩) ৪৩৮। (৪) ৩৭১।

৩৫। শিরোবর্ন বা ভাটিগো।

আইওডিয়াম। (৫) ২২৬।
 আর্কেন্টাম নাই। (৪) ৩৩৩।
 এথ্রাগ্রিসিয়া। (৫) ২২৬, ৩২২।
 গুলিয়েণ্ডার। (৫) ৪৫৪।
 ককুলাস ইও। (৪) ২৩৪।
 কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৫। (৪) ৩৩২, ৩৩৩।
 কোনায়াম। (৫) ২২৬।
 চাইনিয়াম সাল্ফ। (৪) ৩৩৩।
 চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৬।
 জেলিসিমিয়াম। (৪) ৩৩৩।
 থিরিডিয়ন। (৪) ৩৩৩। (৫) ৩১৫।
 নাক্স ভমিক। (৪) ২৩৪।
 নেটাম স্ট্রাসিলিকাম। (৪) ৩৩৩।
 পালসেটো। (৪) ২৩৪।
 রসকরাস। (৪) ২৩৩, ২৩৪।
 কেরাম মেট। (৫) ৫১৪।
 বেলাডনা। (১) ৫৩।
 ব্রায়নিয়া। (৪) ২৩৪।
 রাসটকস্। (৪) ৩৩২।
 ল্যাক কেনিনাম। (৫) ২৮৬।
 ল্যাকেসিস। (৫) ২৮৬।
 সিকনা। (৪) ২৩৪।
 তালুইনেরিয়া। (৫) ৪৭৭, ৪৭৮।

৩৬। শিরোলূর্ন বা রোলিং

অব দি হেড।

বেলাডনা। (১) ৮৪, ১৩৮।
 ব্রায়নিয়া। (১) ১৩৮।

৩৭। সক্ষম পক্ষাবাত বা প্যারা-

লিসিস এজিট্যান্স।

কুগ্রাম। (৫) ৫৪১।
 গ্রাম। (৫) ৫৪১।

মাক্সিমাস। (১) ২১৪, ২৩৭, ২৩৮, ২৪১।
 (৫) ৫৪১।

হায়সামাস। (৫) ৫৪১।

৩৮। সন্ধ্যারোগ বা এপলেক্সিস।

আর্পিকা। (৩) ১২৫, ১২৬।
 একনাইট। (৩) ১২৬।
 এপিস। (৩) ৩৭০।
 ওপিয়াম। (১) ৭৩। (২) ১৪২, ৩০০,
 (৩) ১২৬, ৩৬২, ৩৭০।
 কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৭।
 প্লোনোইন। (৩) ১২৬।
 নাক্স ভমিক। (২) ১৪১, ১৪২, ৩০০।
 (৩) ৩৭০।
 প্রনাস লাই। (৫) ৫৪২, ৫৫০।
 বেলাডনা। (১) ৭২, ৭৩, ২৩৪। (৩)
 ১২৬, ৩৭০।
 ব্যারাইটা কার্ক। (৩) ৩৩২। (৫) ১৭৪।
 মাক্সিমাস। (১) ২৩৫।
 সিমিয়া। (২) ১৪২, ২৪২, ৩০০।
 (৩) ৩৭০।
 হেলিবোরাস। (৫) ৩৮।

৩৯। সর্বাঙ্গীন আক্ষেপ বা

কনভালশন (বিবিধ প্রকার)।

ইয়েসিয়া। (২) ৩২৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯,
 ৩৪৮।
 ইণ্ডিগো। (২) ৩৪৮।
 ইলিক্যাক। (২) ৩৮৮।
 এথ্রিসিয়াম। (৫) ১০৫।
 ওপিয়াম। (১) ২৭২। (২) ৩৩২, ৩৫২।
 (৩) ৩৭১, ৩৭২।
 কুগ্রাম। (১) ৩০৩। (২) ৩৩২। (৩)
 ২২০। (৫) ৫৪২।

ক্যাঙ্কারিস। (১) ২৭২।

ক্যামিলা। (১) ৭৬, ৭৭। (২) ৩৩৯।

৩৫২, ৩৬৮, ৩৭০।

ক্যান্সরা। (৫) ৪৪৫।

ক্যালি কার্ব। (৫) ১৩৫।

ক্যাঙ্ক কার্ব। (৬) ২৭৫।

গোনোইন। (২) ৩৩৯।

জিঙ্কাম। (১) ৩০৩, ৩০৪।

জেনসিমিয়াম। (৪) ৮৮।

নাক্স ভমিকা। (১) ২৭২। (২) ১০৩, ৩৫২।

পডকিলাম। ৩৮৭।

প্লাস্লাম। (৫) ৫৪২।

বেলাডনা। (১) ৪৫, ৬১, ৩৬, ১০৪, ১০৬, ২৭২, ৩০৩, ৩২৬, ৩৫১। (২) ৩৩৮, ৩৩৯। (৩) ২৭৫।

ভেরেট্রাম এল। (২) ৩৩৯।

মেলিলোটাস। (৫) ২৪৪।

ট্রেনাম। (২) ৪০৬।

ট্রিকনিয়া। (২) ১০৩।

ট্রাননিয়াম। (১) ২৭২, ৩০২, ৩০৩, ৩২৬। (২) ৩৩৮।

সাইকুটা। (৪) ২৭২। (২) ৪০৬। (৫) ২৩৫।

সিকেলি। (৫) ৩৭২।

সিনা। (২) ৪০৬।

হাইড্রকুবিলাম। (৫) ৩৪১।

হায়সায়ামাস। (১) ৭৬, ৭৭, ২৭২, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৭, ৩২৬, ৩৫১। (২) ৩৩৮, ৩৩৯।

৪০। সাইরাটিকা বা গৃহসী।

অর্গিকা। (৫) ৩৩৫।

আসেদিকাম। (২) ৭৮, ৩৬৮। (৩) ১২২।

ইউপেটোরিয়াম পাপু। (৫) ১১৮।

এমনিয়াম মিউ। (৫) ৯৩।

এলো। (৩) ১৯৩।

কক্সিয়া। (৫) ৫৫২।

কলসিহ। (২) ৩৬৮। (৩) ১২১, ১২২, ১২৩। (৫) ১০৭।

কলচিকাম। (৩) ৬৫। (৫) ১২৫।

ক্যামিলা। (২) ৩৬৮। (৩) ১২৩।

ক্যালি আইওডেটাম। (৫) ১২৫।

ক্যালি ফসফরিকাম। (২) ২৫৪।

ক্যালি বাই। (৪) ১২৫।

গ্র্যাফাইটিস। (২) ১২৭।

জেনসিমিয়াম। (২) ৩৬৮।

টেরাপাইনি। (৩) ১২৩।

টেরিবিহ। (৩) ১২৩।

নাক্স ভমিকা। (২) ১৪৮। (৩) ১২৩।

নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৪।

অ্যাকালিয়াম। (২) ৩৬৮। (৩) ১২৩। (৫) ১০৭।

পালসেটিলা। (২) ১২৬।

ফসফরাস। (২) ২৫৪।

ফাইটলেকা। (২) ১২৫।

কোরাম। (২) ১২৭।

বেলাডনা। (১) ৭৫। (২) ১২৭।

ব্রানিয়া। (৪) ৩০৫।

ভেরেট্রাম এল। (৩) ১২৩।

মাকু রিয়াস। (২) ১২৭।

ম্যাগ্নেসিয়া কস। (২) ২৫৪।

রাসটেক্স। (৫) ৩৩৪।

রুটা গ্র্যাভি। (৪) ৩৬৫।

লিডাম। (৪) ৩৩৫।

টিলিকিয়াম। (৫) ৪৩২।

সাইলিসিয়া। (২) ২৫৪।

সাল্ফার। (২) ১২৭, ২৫৪। (৩) ৩৩।

মিগিরা। (২) ১২৭।
হিগার সালক। (১) ১৮৫।

৪১। দ্ব্যবহীয়া আঘাত বা শক্।

আগিকা। (৫) ৪০।
একনাইট। (১) ২২।
হেলিবোরাস। (৫) ৪০।

৪২। দ্ব্যবহীয়া রোগ।

ডালকামার। (৩) ৪৫৩।
এনাস প্যাইনোস। (৫) ৫৪২, ৫৫০।
রাস্টক্‌স্‌। (৩) ৪৫৩।

৪৩। দ্ব্যবহীয়া বা নিউরেলজিয়া।

আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৪৪০।
আর্জেন্টাম মেট। (৫) ৫০৬।
আর্সেনিকাম। (২) ৫১, ৫২। (৩) ৩৩, ২৩।
একনাইটাম। (১) ৩৩, ৭৫।
একটিয়া রেসি। (৫) ৮।
এমনিয়াম মিউ। (৫) ২৩।
এলিয়াম সেপা। (৫) ৩৫০।
কলকাইলাস। (৫) ৩৮৪।
কলসিহ। (৩) ১২১।
কলটিকাম। (৩) ৬৫। (৫) ৪০১।
কুপ্রাম আর্স। (৩) ২১৩।
কুপ্রাম মেট। (৩) ২১৩।
ক্যাঙ্কাস গ্র্যাণ্ডি। (৫) ৫৪৭।
ক্যাপসিকাম। (২) ৫২।
ক্যামিলা। (২) ৩৬৮।
ক্যালি ক্লোরিকাম। (৫) ১৩৮।
ক্যালোরিয়া কার্ব। (৩) ২৭৫।
ক্যালিয়া ল্যাটি। (৫) ২৫২, ৪১৭, ৪১৮।
জাইনি সালক। (২) ৫২।

চেলিউনিয়াম। (১) ৩৭৭।
জিফার। (৬) ৫৩২, ৫৩৬।
জেলুমিনিয়াম। (৪) ৮১।
টেবেকাম। (৫) ২৭১।
ডলিকস্‌। (৫) ২৩৯।
নাক্স ভমিকা। (৩) ১২১।
নেট্রাম মিউ। (২) ৫২, ২৫৪।
পালসেটিল। (২) ১২৬।
প্লাটিনাম। (৪) ৫২৩, ৫২৪।
বেলাডনা। (১) ৭৫, ১৬১, ২৪০। (৩) ২৩।
ব্যারাইটা এসেটিকা। (৫) ১৭৯।
ভার্বেকাম। (৫) ২৫২, ৪১৮।
মাকুরিয়াস। (১) ২১৯, ২৪০। (৫) ৫২৩।
মেডোরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
ম্যাগ্নেসিয়া কল। (৫) ৩৫০, ৩৫১।
রাস্টক্‌স্‌। (৩) ১২১।
রেণাকুলাস বাছো। (৫) ১২১।
ষ্টোনাম। (৩) ১২১। (৫) ৫২৩।
সাইলিসিয়া। (১) ১৬১।
সালকার। (১) ১৬১। (২) ৫২। (৩) ৩৩।
সিঙ্কনা। (৫) ৫২। (৩) ২৩।
সিডন। (২) ৫২। (৩) ২৩। (৫) ৫৫৮।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।
স্পাইজিলিয়া। (১) ২৬। (৩) ৬৫। (৫) ৪০০, ৪০১।
হাইপেরিকাম। (৫) ৩৫০।
হিগার সালক। (১) ১৮৫।

৪৪। দ্ব্যবহীয়া, মৃৎমণ্ডলের বা

ক্লেমাণ্ডালজিয়া, ফেসিয়াম

নিউরেলজিয়া।

আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৪৪০।
আর্সেনিকাম। (২) ৫১।

কলচিকাম। (৩) ৬৫।
ক্যালি ক্লোরিকাম। (৫) ১৩৮।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৭।
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩২, ৫৩৩।
জেলুমিনিয়াম। (৪) ৮১।
টেবেকাম। (৫) ২৭১।
পালসেটিলা। (২) ১৯৬।
ভার্বেকাম। (৫) ২৫২।
ল্যাকেসিস। (৪) ২২।
সালফার। (৩) ৩৩।
স্ট্রাইলিয়ার। (৩) ৬৫। (৫) ৪০০, ৪০১।
হিপার সাল্ফ। (১) ১৬১।

১২। মূত্র ও মূত্র-যন্ত্র-রোগ।

১। অনৈচ্ছিক, অসাড় এবং নির্ঝাঁপ
মূত্রস্রাব বা ইন্ডলান্টারি ইউরি-
নেশন এবং ইমকটিনেন্স
অব ইউরিণ।

আর্গিকা। (৩) ১১৩।
আসেনিকাম। (১) ৩৫৮।
এপিস। (৪) ৩০৮।
ওপিয়াম। (১) ৩৫৪।
কটিকাম। (১) ৩৫৪। (৩) ৩৪২, ৩৪৩।
জিঙ্কাম। (৩) ৩৪২।
নাক্স ভমিকা। (২) ১৬১।
নাইট্রিক মিউ। (২) ২২৭। (৩) ৩৪২।
পালসেটিলা। ২০৯।
পেট্রিসিলিয়াম। (৫) ২৩১।
সিলিয়া। (২) ২৭৩।
সিলা। (৩) ৩৪২।
হারসারামাস। (১) ৩১৪, ৩৫৩।

২। আক্কেপিক বৃদ্ধ-নিয়ন্ত্রণ বা স্প্যাজমডিক ইউরিনেশন।

নাক্স ভমিকা। (২) ১৬১।
ট্র্যাননিয়াম। (১) ৩০৫।

৩। ইউরিমিয়া বা মূত্র-বিষ-ক্রিয়া।

আর্গিকা। (৫) ৮৯।
এন্টিম টাট। (৫) ৮৯।
এমনিয়াম কার্ব। (৫) ৮৮, ৮৯।
এরাশট্র। (৫) ৪৬৮।

৪। এলবুমিনুরিয়া, ব্রাইটস্ ডিজিজ বা লাল-মেহ।

অরাম। (৪) ৪৬৬, ৪৬৭। (৫) ৪৪২-১।
আসেনিক। (২) ৮৪, ৮৫।
ইউপে পাপু। (৫) ১১৮।
এপিস। (২) ৩১৩। (৪) ৩০৭।
ক্যাছারিস। (৩) ৩১২।
ক্যাফরা। (৩) ৩১২।
ক্যালি ক্লোরি। (৫) ১৩৯।
ক্যালি নাই। (৩) ৩১৩।
টেরিবিষ্ট। (৫) ৫৫৫।
পালসেটিলা। (৫) ১৫৭।
কন্ড্রিকা ক্রফা। (৫) ৩০৭।
ফস্ফরাস্। (৪) ২৫২।
ল্যাক ডিস্ট্রো। (৫) ২৯২।
ল্যাকেসিস। (৪) ২১।
হিপার সাল্ফ। (১) ১৭১।
হেলোনিয়াম। (৫) ১৫৭।

৫। কিডনি বা বৃক্করোগ

অরাম। (৪) ৪৬৬, ৪৬৭।
আসেনিকাম। (১) ৩৫৮।
এডনিস আর্গিস। (৫) ১৭।

এপসাইনাম ক্যান। (৫) ২০২।
এপিস। (৪) ৩০৭।
কন্ড্যালেরিয়া মেজাস। (৫) ২০২।
মোনোইন। (৪) ৩২৫।
ডিজিটালিস্। (৪) ৩২৫।
মেডুসা। (৫) ৩০১।
সাসপেন্সিলা। (৫) ৪৮৩।

৬। কিডনি বা বৃক্কের দানাবুক্ত ক্ষয় বা গ্রাফুলার ডিজেনারেশন।

অরাম। (৪) ৪৬৬, ৪৬৭।
ক্যালি আইওডি। (৫) ১২৭।
ডিজিটালিস্। (৪) ৩২৫।
প্লাসাম। (৪) ৪৬৭।

৭। কিডনি বা বৃক্কের ফ্যাটি ডিজেনারেশন বা বসানকুষ্ঠতা।

অরাম। (৪) ৪৬৬।

৮। নেফ্রাইটিস্ বা বৃক্ক প্রদাহ।

আসেনিকাম্। (২) ৮৪। (৫) ৫৪২।
ইউপেটোরিয়াম পাপু। (৫) ১১৭, ১১৮।
ক্যাছারিস্। (৩) ৩১২।
টেরিবিস্। (৫) ৫৫৫।
প্লাসাম। (৫) ৫৪২।
কস্করাস্। (৪) ২৫২।
কেরাম আইওডি। (৫) ৫১৬।
মার্ক সল্। (৩) ৩১২। (৫) ৫৪২।

৯। নেফ্র্যালজিয়া বা বৃক্ক-শূল।

আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৪৪৬।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ৪৪৬।

লাইকপডিয়াম। (৫) ৪৮৩।
সাসপেন্সিলা। (৫) ৪৮৩।

১০। বহুমূত্র বা মূত্রমেহরোগ—

মধুমেহ বা ডায়াবিটিস্ মেলিটাস্;
মূত্র-মেহ, মূত্রাধিক্য বা ডায়াবিটিস
ইনসিপিডাস্।

আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৪৪৭।
আর্জেন্টাম মেট। (৫) ৫০৬।
আসেনিকাম্। (৪) ২৫৪।
কটিকাম্। (৪) ২০৪।
ক্যালি নাইট্রিক্। (৫) ১৪১, ১৪২।
ক্রিয়োজোট। (৫) ২২৮।
নেট্রাম সাল্ফ্। (৪) ২৫৪।
প্লাসাম। (৪) ২০৪।
ফস্করাস্। (৪) ২৫৪।
ফস্করিক এসিড। (৪) ২০৩, ২০৪।
বার্কেরিস। (৫) ৩৭৯, ৩৮০।
ভ্যালেরিয়ানা। (৫) ২২৬।
মিউরেক্স। (৫) ২২৬, ২২৮।
ম্যাগনেসিয়া ফস্। (৫) ৩৫২।
ল্যাক্ ডিক্লো। (৫) ২৯০, ২৯১, ২৯২।
ট্রোকাহাস্। (৪) ২০৪।
সিলা। (৪) ২০৪। (৫) ২১০।

১১। মূত্রকুচ্ছু বা ডাইসুরিয়া।

আসেনিকাম্। (৪) ৩০৮।
এপসাইনাম ক্যান। (৪) ৩০৮।
এপিস। (৪) ৩০৮।
ক্যাছারিস্। (৪) ৩০৮।
ক্যাফরা। (৫) ৪৪৫।
ক্যালি নাইট্রিকাম্। (৫) ১৪২।
চিমাকিলা। (৫) ৪১৫।

নাক্স ভমিকা। (২) ১৬১

ভাইবার্গাম। (৫) ৪৩৬।

টিগ্‌মেটা। (৫) ৪৫৭।

১২। মূত্র-নালায় প্রতিষ্ঠায়,

(ব্যালানোরিয়া) ও প্রদাহ বা ক্যাটার

এও ইনফ্রামেশন অব দি ইউরিথ্রা।

ইরিজ্জিয়াম। (৫) ২১৬।

টেরিবিষ্। (৫) ৫৫৫।

ডিরিকোরা। (৫) ৩০৭।

ডিজিট্যালিস। (৪) ৩৯৬, ৩৯৭।

সাল্‌কার। (৪) ৩৯৭

হায়সায়ামাস। (৫) ৩০৭।

ফেরাম ফস। (৩) ৩৪৩।

বার্বেরিস। (৫) ৩৭৯, ৩৮০।

বেল্জোইক এসিড। (৩) ২৫২।

বেলাডনা। (১) ১০৫। (৩) ২৫৩।

মার্ক সল। (১) ১৯৬।

লাইকপডিয়াম। (৩) ২৫১, ২৫২, ২৫৩।

ল্যাকেসিস। (৩) ২৫২। (৪) ৫১, ৫২।

ট্র্যামনিয়াম। (১) ৩০৫। (৩) ২৫৩।

মাস প্যারিলা। (৩) ২৫২।

সিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১২।

সিপিরা। (৩) ২৫১, ২৫২।

সিলা। (৩) ৩৪২।

হায়সায়ামাস। (১) ৩১৪।

১৩। মূত্র-পথ হইতে রক্তস্রাব।

সিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১২।

১৪। মূত্র-পথে বেদনাদি কষ্ট।

ডিজিট্যালিস। (৩) ২৫৩।

নেট্রাম মিউ। (২) ২২৭, ২৪১, ২৫২।

মাসার্গেরিলা। (২) ২২৭। (৩) ২৫২।

১৬। মূত্র-শিলা ও মূত্র-রেণু

প্রভৃতি বা ইউরিনারি ষ্টোনস্,

গ্র্যাভেলস্ এবং কাক্ লাই।

ইউপেটোরিয়াম পাপু। (৫) ১১৮।

কটিকাম। (৩) ৩৪৩।

কোকাস ক্যাক্টাই। (৩) ২৫৩। (৫)

৩৮০।

ক্যাছারিস। (৩) ৩১৩।

ক্যালি কার্বনিকাম। (৩) ৩৪৩।

ডিজিট্যালিস। (৩) ২৫৩।

নাক্স ভমিকা। (২) ১৬১।

প্যারা ব্রাভা। (৫) ৩৮০।

পেট্রিলিয়াম। (৫) ৩৮০।

বার্বেরিস ডল্‌গা। (৫) ৩৭৯, ৩৮০।

বেল্জোইক এসিড। (৩) ২৫২।

লাইকোপডিয়াম। (৩) ২৫১। (৫) ৪৮৩।

টিগ্‌মেটা। (৫) ৪৫৭।

মাসার্গেরিলা। (৩) ২৫২। (৫) ৪৮৩।

সিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১২।

সিপিরা। (২) ৩০৬। (৩) ২৫১, ২৫২।

১৫। মূত্র-ঘন্ত্ররোগ বা ডিজিজেক্‌

অব দি ইউরিনারি অর্গ্যানস্।

এপসাইনাম ক্যানা। (৫) ৪৫৩।

ওপিয়াম। (২) ১৬১।

কটিকাম। (৩) ৩৪২, ৩৪৩।

কুপ্রাম। (৩) ২৫৩।

কোকাস ক্যাক্টাই। (৩) ২৫৩।

জিঙ্কাম। (৩) ২৫৩, ৩৪২।

ডিজিট্যালিস। (৩) ২৫৩।

নাক্স ভমিকা। (২) ১৬১।

নেট্রাম মিউ। (৩) ২২৫, ৩৪২।

১৭। মূত্র-শূল বা ইউরিনারি
কলিক।

টেবেকাম। (৫) ২৭১।
নাক্স ডমিকা। (২) ১৩১।
টিগ্ মোটা। (৫) ৪৫৭।
সিনিসিও অরি। (৫) ১১২।

১৮। মূত্রস্থালী বা ব্লাডারের
উত্তেজনা বা ইরিটেশন।

পাল্‌সেটো। (২) ২০২।

১৯। মূত্রস্থালী বা ব্লাডারের
পক্ষাঘাতিক দুর্বলতা।

আর্থিকা। (১) ৩১৪।
ওপিয়াম। (১) ৩১৪।
কটিকাম। (৩) ৩৩৮, ৩৪২।
নাক্স ডমিকা। (৪) ৮১।
সিকেলি। (৫) ৩৭৪।
হায়সারামাস। (১) ৩১৪।
হিপার লাল্‌ক। (১) ১৫৫, ১৮৬।

২০। মূত্র-স্থালী-প্রদাহ বা
সিষ্টাইটিস।

ইউপেটেরিয়াম পাপু। (৫) ১১৭, ১১৮।
কোনারাম। (৫) ২২৮।
ক্যাছারিস। (৩) ৩১৩।
টেরিবিঙ্ক। (৫) ৫৫৫।
ডাক্সারাম। (৬) ৪৫৬।
ডিলিট্যালিস। (৪) ৩৯৬।
বেলাডনা। (১) ১০৪।
লাইকোপডিয়াম। (৪) ৩৯৬।
ল্যাকেসিস। (৪) ৫১।
টিগ্‌মোটা। (৫) ৪৫৭।

২১। মূত্র-স্থালী হইতে রক্তস্রাব
বা হিমরেজ্‌ ফ্রম্‌ দি ব্লাডার।

ইরিজিরণ। (৫) ১১৩।

২২। মূত্রাঘাত বা মাপ্রেশন
অব ইউরিন।

আসেনিকাম। (৪) ৩০৮।
একনাইটাম। (১) ৪৫।
এপসাইনাম। (৪) ৩০৮।
এপিস। (৪) ৩০৮।
ওপিয়াম। (১) ৩০৫। (৩) ৩৭৮।
ক্যান্থারিস। (১) ৩০৬। (৩) ৩১৩। (৪)
৩০৮।

চিমাফিলা। (৫) ৪১৫।
জিল্লিথেরিস। (৩) ৩৭৮।
টেরিবিঙ্ক। (৫) ৫৫৫।
পাল্‌সেটো। (৩) ৩৭৮।
প্রাখাম। (৫) ৫৪২।
বেলাডনা। (১) ৪৫, ৩০৫।
লাইকোপডিয়াম। (৩) ৩৭৮।
টিগ্‌মোটা। (৫) ৪৫৭।
ট্রামনিয়াম। (১) ৩০৫। (৩) ৩৭৮।

২৩। মূত্রোন্নতাজনিত শোথ
বা ড্রপসি।

আসেনিক। (৫) ৪৫৩।
এপসাইনাম কানা। (৫) ৪৫৩।
এপিস। (৫) ৪৫৩।

২৪। মূত্রাবরোধ বা রিটেনশন
অব ইউরিন।

আর্থিকা। (৩) ১১৩।
এপিস। (৪) ৩০৮।

ওপিয়াম। (১) ৩০৫। (২) ১৬১। (৩) ৩৭৮।

কলিকাম। (৩) ৩৪২, ৩৭৮।

ক্যাক্সা। (৫) ৪৪৫।

চিমাফিলা। (৫) ৪১৫।

নাক্স ভমিকা। (২) ১৬১। (৩) ৩৭৮।

টিগমেটা। (৫) ৪৫৭।

হারসায়ামাস। (১) ৩১৪, ৩৫৩।

২৫। মূত্রের জ্ঞান ও বর্ণের বিকার।

আর্শিকা। (৪) ৫২।

আসেনিকাম। (৪) ৫২।

ইণ্ডিয়াম। (২) ২৭৩।

এপিস। (৪) ৫২।

ওপিয়াম। (৪) ৫২।

কলচিকাম। (৪) ৫২।

কার্ব স্তেজ। (৪) ৫২।

কার্বলিক এসিড। (৪) ৫২।

ক্যালি কার্বনিকাম। (৪) ৫২।

টেরিবিহু। (৪) ৫২।

ডিজিট্যালিস। (৪) ৫২।

নেটাম মিউ। (৪) ৫২।

বেঞ্জোইক এসিড। (৩) ২৫২। (৪) ৫২।

ক্লোরোয়েট অব এমন। (৪) ৫২।

লাইকোপডিয়াম। (২) ৩০৬।

ল্যাকেসিস। (৪) ৫২

সিপিরা। (২) ২৭৩, ৩০৬, ৩১০।

হেলিবোরাস। (৪) ৫২।

২৬। মূত্রের তলানী বা সেডিমেন্ট।

কোকাস ক্যাটাই। (৫) ৩৮০।

ডিজিট্যালিস। (৩) ২৫৩।

নেটাম মিউ। (৩) ২৫২।

বেঞ্জোইক এসিড। (৩) ২৫২।

লাইকোপডিয়াম। (২) ৩০৬। (৩) ২৫১।

সার্সাপ্যালা। (৩) ২৫২।

সিনা। (২) ৩৯৬।

সিপিরা। (২) ২৭৩, ৩০৫, ৩০৬, ৩১০। (৩) ২৫১।

২৭। লিথিমিয়া।

বার্কেরিস ভলগা। (৫) ৩৮০, ৩৮১।

২৮। শয্যা-প্রস্রাব, রক্তনী-প্রস্রাব বা ওয়েটিং দি বেড।

কলিকাম। (৩) ৩৪২।

ক্যালি নাইটি কাম। (৫) ১৪২।

ক্যাক্সেরিয়া কার্ব। (৩) ২৮৪।

ক্রিয়োজোট। (২) ২৮৪। (৫) ৫৩৬।

পালসেটিল। (২) ২০৯।

বেলাডনা। (১) ১০৫। (৩) ২৮৪।

মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৭।

ম্যাগ্নেসিয়া কস। (৫) ৩৫২।

সিনা। (২) ৪১০।

সিপিরা। (২) ২০৯, ২৭৩। (৩) ২৫২।

হিপার সাল্ফ। (১) ১৮৬।

২৯। হিমেন্টুরিয়া বা রক্তমেহ বা রক্ত-প্রস্রাব।

ইপিক্যাক। (২) ৩৯৩।

এব্রোটেনাম। (৫) ১০২।

ক্যাছারিস। (৩) ৩১৩।

ক্যালি ক্লোরিকাম। (৫) ১৩৯।

ক্রোটেলাস। (৪) ৫২।

ল্যাকেসিস। (৪) ৫১, ৫২।

সার্সাপেরিলা। (৫) ৪৮৩।

১৩। শিশু-রোগ।

১। অফথ্যালমিয়া

নিরোনেটোরাম।

(চক্ষুরোগ দেখ)।

২। নবজাত শিশুর শ্বাসরোধ।

(শ্বাসযন্ত্ররোগ দেখ)।

৩। বিবিধ শিশুরোগ।

আণিকা। (৫) ৪৬৬।

ইউক্লিরা কর। (৫) ৪৩০।

ইয়েসিয়া। (২) ৩৪৭।

ইপিক্যাক। (২) ৩৮৮, ৩৯২।

এবসিহ্লিয়াম। (৫) ১০৫।

এব্রোটোনাম। (৫) ১০৩।

গুলিয়েগুৱা। (৫) ৪৫৫।

কষ্টিকাম। (৫) ১৭৫।

ক্যালি ক্লোরি। (৫) ১৩৮, ১৩৯।

ক্যাকেরিয়া আই। (৫) ১৮৭।

ক্যাকেরিয়া কার্ক। (৫) ৩৮৯।

ক্যাকেরিয়া ফস। (৫) ১৫২, ১৮৭।

চিমাফিলা। (৫) ৪১৫।

টুবাকু লিনাম। (৫) ১০৪।

ডলিকস। (৫) ৩০৭।

পডফিলাম। (৫) ৩৮৯।

কসকরিক এসিড। (৫) ৩৮৯।

ব্যারাইটা কার্ক। (৫) ১৭৫।

৪। শিশু-আক্ষেপ বা কন-

ভালিশন।

ইয়েসিয়া। (২) ৩৩৭, ৩৩৮।

ইপিক্যাক। (২) ৩৮৩।

গুলিয়াম। (৩) ৩৭১, ৩৭২।

কুগ্রাম। (১) ৩৩৯।

ক্যামফিলা। (১) ৭৬, ৭৭। (২) ৩৩৯, ৩৬৮, ৩৭০।

বেলাডনা। (১) ৭৬।

ষ্টোনাম। (২) ৪০৬।

সাইকুটা। (২) ৪০৬।

সিনা। (২) ৪০৬।

স্ত্রাণ্টনাইন। (২) ৪০৬।

হারসারামাস। (১) ৭৬, ৭৭।

৫। শিশুর কোষ্ঠবদ্ধ।

(পরিপাকযন্ত্রাদির রোগে কোষ্ঠবদ্ধ দেখ)।

৬। শিশুর সবিরাম জ্বর।

আসেনিকাম। (২) ৮৩। (৪) ৯১।

জেলসিমিয়াম। (৪) ৯১।

সিনা। (২) ৪১০।

৭। শিশু-ক্ষয়-রোগ।

আইওডিয়াম। (৫) ৫৮, ১০৪, ৪৮৩।

আর্জেন্টাম নাই। (২) ৯২। (৫) ১০৪।

আসেনিকাম। (২) ৯২।

এব্রোটোনাম। (৫) ১০৪।

এমন মিউ। (৫) ১০৪।

এসেটিক এসিড। (৫) ১০৪।

ক্যাকেরিয়া কার্ক। (২) ২৬৫। (৩)

৪৮।

ক্যাকেরিয়া ফস। (৫) ১৮৭।

চায়না। (২) ৯২।

টুবাকু লিনাম। (৫) ১০৪।

থুজা। (৪) ২৭৯।

নাক্স ডমিকা। (২) ৯২।

নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৫। (৫) ৫৮, ১০৪, ৪৮৩।

কস্করাস। (৩) ৪৮।

ব্যারাইটা কার্ব। (৫) ১৭৮।

মাকু'রিয়াস। (৫) ৩৪৭।

মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৬।

ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব। (৫) ৩৪৭।

লাইকোপডিয়াম। (৫) ১০৪।

সার্সাপেরিলা। (৫) ১০৪, ৪৮৩।

সাল্ফার। (২) ২২। (৩) ৪৮, ৪৪১।

সোরিনাম। (৩) ৪৪১। (৫) ১০৪।

স্থানিকুলা। (৫) ১০৪।

হিপার সাল্ফ। (১) ১৮৫।

১৪। জ্বীরোগ বা ডিজি-

জেজ অব দি উইমেন—

জ্বী-জননেন্দ্রিয়রোগ এবং

গর্ভিণী, প্রসব ও

প্রসবান্ত রোগ।

১। জ্বী-জননেন্দ্রিয়রোগ।

১। অগুধাররোগ বা ডিজিজেজ অব দি ওভারিজ্।

আর্জেন্টাম মেট। (৪) ৫৮। (৫) ৫০৬।

অষ্টিলেগো। (৫) ৩৬৭, ৩৬৮।

এপিস। (৪) ৩০২।

এমনিয়াম্ মিউ। (৫) ২৫।

কলসিঙ্ঘ। (৩) ১২৬। (৪) ২৭৮।

গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৫৮, ৪১৮।

জিঙ্কাম। (৪) ৫৮। (৫) ৫৩৩।

জ্বাজ। (৪) ৫৮।

পডকাইলাম। (৪) ২৭২।

পালসেটিল। (৪) ৪১৮।

বভিষ্টা। (৩) ১২৬। (৪) ৩০২।

মাকু'রিয়াস। (৪) ৩০২।

ল্যাকেসিস। (৩) ৫৮, ৩০২।

২। অগুধার-শূল বা

ওভারেলজিয়া।

অষ্টিলেগো। (৫) ৩৬৭, ৩৬৮।

এস্ট্রিয়া রেসি। (৫) ২, ১০।

কলসিঙ্ঘ। (৩) ১২৬।

জিঙ্কাম। (৫) ৫৩৩।

ভাইবার্ণাম। (৫) ৪৩৬।

মাকু'রিয়াস কর। (৪) ৩০২।

মিউরেকস্। (৫) ২২৭।

লিলিয়াম টাই। (৫) ২০৮।

সিপিমা। (৫) ২০৮।

৩। অগুধারের অর্কুদ বা

ওভেরিয়ান টিউমার।

এপিস। (৪) ৩০২।

কলসিঙ্ঘ। (৩) ১২৬।

জিঙ্কাম। (৪) ৫৮।

বভিষ্টা। (৩) ১২৬। (৪) ৩০২।

মাকু'রিয়াস। (৪) ৩০২।

ল্যাকেসিস। (৪) ৫৮, ৩০২।

৪। অগুধার বা ওভারির প্রদাহ

ক্ষীতি ও দড়কচড়াভাব প্রভৃতি।

আরাম। (৪) ৪৬৭।

আইণ্ডিয়াম। (১) ১০৭। (৪) ২৭২।

আর্জেন্টাম নাই। (১) ১০৭।

আসেনিকাম। (৪) ২৭৮।

এস্ট্রিয়া রেসি। (৫) ২, ১০।

এপিস। (১) ১০৭। (৪) ৩০২।

কলসিঙ্ঘ। (১) ১০৭। (৩) ১২৬। (৪)

২৭৮।

গ্র্যাকাইটিস। (১) ১০৭।
জিফাম। (১) ১০৭। (৪) ৫৮।
টারেণ্টুলা কুবেলু। (৫) ৩১১।
থুজা। (১) ১০৭।
জাজা। (১) ১০৭।
পডকাইলাম। (১) ১০৭। (৫) ২৭২।
পালসেটিলা। (৪) ৪১৮।
প্যাটিনাম। (৫) ৫২৪।
বেলাডনা। (১) ১০৭।
মাকু রিগাসু। (৪) ৩০৯।
মেডোরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
ল্যাকেসিস। (৫) ৫৮, ৩০৯।
হেমামেলিস। (৪) ২৭৮, ২৭৯।

৫। অমুকল্প ঋতুশ্রাব বা ভাইকে- রিয়াস মেনষ্ট্রেশন।

অষ্টলেগো। (২) ২১৩।
ক্যাছারিস। (৩) ৩৩২।
পালসেটিলা। (১) ১৪২। (২) ২১৩।
(৫) ৪৬৬।
ফস্করাস। (১) ১৪২। (২) ২১৩। (৪)
২৫০, ২৫৩।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪২। (২) ২১৩, ৩০৪।
(৪) ২৫৩।
মিলিকোলিয়াম। (২) ২১৩।
সিনিসিরো অরি। (২) ২১৩। (৫) ১১২।
হেমামেলিস। (২) ২১৩।

৬। আর্ন্তবাবাভ, ব্রজোলোপ এবং আর্ন্তবাবাভ বা এমেনোরিয়া এবং সাথ্রেস্‌ড মেনসেস্‌।

আগডিয়াম। (৩) ৪৫৭।
একনাইটাম। (২) ২৬৪। (৩) ২৮৭।
এণ্ডিরা স্পাই। (৩) ২৮৭।

এপিস। (৪) ৩০৮।
এমনিয়াম কার্ব। (৩) ৪৫৭।
ওপিয়াম। (৩) ২৯৮, ৩২৪।
ককুলাস ইণ্ড। (২) ২০৭।
কলিকাম। (৩) ৪৫৭।
কোনায়াম। (২) ২৬৪। (৩) ৪৫৭। (৫)
২৯১।
ক্যাছারিস। (২) ২৬৪।
ক্যাষ্টরিয়াম। (৫) ২৭২।
ক্যাঙ্কেরিয়া। (২) ২০৮। (৩) ২৯৮, ৪৫৭।
গ্র্যাকাইটিস। (২) ৩০৫। (৪) ৪১৮।
গ্লোনোইন। (৩) ২৯৮।
জেলসিমিয়াম। (৩) ২৯৮। (৪) ৮৭।
ডাক্সারিয়া। (২) ২০৭। (৩) ৪৭৩, ৪৫৭।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৭, ২৬৪। (৩)
৪৫৭।

পালসেটিলা। (২) ২০৬, ২০৭, ২০৮,
২৬৪, ৩০৪। (৩) ৪৭, ৪৮, ৪৫৭,
৪৭৩। (৪) ৪১৮।
প্যাটিনাম। (৩) ৪৫৭।
ফস্করাস। (২) ৩০৫। (৩) ৪৫৭। (৪)
২৫৩। (৫) ২৯১।
ফেরাম আই। (৫) ৫১৬।
ফেরাম মেট। (৫) ৫১৪।
বেলাডনা। (৩) ২৯৮, ৪৫৭।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪২। (২) ৩০৪।
ভেরেট্রাম এল। (৩) ২৯৮। (৪) ১৪২।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৯৮।
ল্যাক ডিক্লে। (৫) ২৯১।
সাইক্লোমেন। (২) ২০৭।
সাইলিসিয়া। (৩) ৪৫৭।
সাল্‌কার। (২) ২০৭। (৩) ৬, ৪৭, ৪৫৭।
সিনিসিরো অরি। (৫) ১১১, ১১২।
সিপিরা। (২) ২৬৭, ৩০৪, ৩০৫।
সিনিসিকুপা। (২) ২৬৪।

৭। ঋতুরোগ অথবা স্বল্পঋতু।

আয়ডিন। (৩) ৪৫৭।
এমনিয়াম কার্ব। (৩) ৪৫৭।
কটিকাম। (৩) ৪৫৭।
কোনায়াম। (৩) ৪৫৭।
ক্যালকেরিয়া কার্ব। (৩) ৪৫৭।
ডাল্‌কামার। (৩) ৪৫৭।
নেট্রাম মিউ। (৩) ৪৫৭।
পালসেটিল। (৩) ৪৫৭।
প্ল্যাটিনাম। (৩) ৪৫৭।
ফস্‌ফরাস। (৩) ৪৫৭।
বেলাডনা। (৩) ৪৫৭।
সাইলিসিয়া। (৩) ৪৫৭।
সাল্‌ফার। (৩) ৪৫৭।

৮। ঋতু সন্ধিকাল ও ঋতুসন্ধিকালীন
রোগ বা ক্লাইম্যাট্টরিক পিরিয়ড্
এবং ক্লাইম্যাট্টরিক ডিজিজ্জ্‌।

অষ্টিলেগো। (৫) ৩৬৭।
একনাইটাম। (৪) ৫৭।
এমিল নাইট্রাস। (৪) ৫৭। (৫) ৪৭৮।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৮।
ক্যালাডিয়াম। (৪) ৫৭।
গ্লোনোইন। (৪) ৫৭।
জ্যাবেরগুই। (৫) ৪১২।
টুবাফু লিনাম। (২) ২৭৪।
পাল্‌সেটিল। (৪) ৪১৮।
ভেরেট্রাম ভিরি। (৪) ৫৭।
মেডরহিনাম। (৫) ৩৩৭।
ল্যাকেসিস। (২) ২৭৪। (৪) ৫৬, ৫৭।
(৫) ৩৬৭, ৪৭৮।
ট্রনসিয়ানা কার্ব। (৪) ৫৭।

সাল্‌ফার। (২) ২৭৪।
সিপিরা। (২) ২৭৪, ৩০২, ৩১১।
স্ত্রাঙ্কুইনেরিয়া। (২) ২৭৪। (৪) ৫৭। (৫)
৪৭৭, ৪৭৮।

৯। ক্লোরোসিস ও এনিমিয়া বা
মৃৎপাণ্ডু ও রক্তহীনতা।

এলুমিনা। (৩) ২২০। (৫) ৮১, ৮২, ১৮৭।
কুপ্রাম মেট। (৩) ২২২।
ক্যালি কার্ব। (৫) ১৩৫।
ক্যাঙ্কেরিয়া। (৩) ২২০। (৫) ১৮৭।
ক্যাঙ্কেরিয়া কার্ব। (৫) ১৮৭।
ক্যাঙ্কেরিয়া ফস। (৩) ১১৩, ২২০। (৫)
১৮৬, ৫১৫।
গ্র্যাফাইটিস। (২) ২০২, ২১০। (৪) ৪১২।
নাক্স ভমিকা। (৩) ২২০।
পাল্‌সেটিল। (২) ২০২, ২১০।
প্লাবাম। (৩) ২২০। (৫) ১৮৭।
ফেরাম। (৪) ৪১৬।
ফেরাম আই। (৫) ৫১৪।
সিঙ্কনা। (৪) ৪১৬।
সিনিসিও অরি। (৫) ১১২।
হেলোনিয়াস। (৫) ১৫২, ১৬০।

১০। জরায়ু মুখ ও গ্রীবা বা অস্ ও
সার্ভিক্স্‌ ইউটেরাইর প্রদাহ ও
ক্ষত।

আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৪৪৭।
ক্রিয়োজোট। (৫) ৫৩৬, ৫৩৭।
জিকাম। (৫) ৫৩৩।
ভেন্সপা। (৫) ৩০৭।
সিপিরা। (২) ৩১২। (৫) ২২৭।
সিকিলিনাম। (৫) ৩৪১।

১১। জরায়ু ও যোনি প্রভৃতি
স্রীজননেঞ্জিরের স্থানচ্যুতি
এবং জরায়ুর আবর্তন ও
বক্রতা বা ভার্শন ও
ফ্লেকশন।

একটিয়া রেসি। (৫) ৯।
এমনিয়াম মিউ। (৫) ৯৫।
ক্যালকেরিয়া ক্লুরো। (৫) ১৮৯।
ক্রিয়োজোট। (৫) ৫৩৬।
গ্রাফাইটিস। (৪) ৪১৮, ৬১৯।
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩৩।
নেটাম মিউ। (৫) ১৫৯।
পালসেটিল। (৪) ৪১৯।
কস্ফরাস। (৫) ৪২৫।
কেরাম আই। (৫) ৫১৬, ৫১৭।
মিচেল। (৫) ৩৬৬।
লিলিয়াম টাই। (৫) ১৫৯, ২০৬, ২০৭।
সিকেলি। (৫) ৩৬৫।
সিপিয়া। (২) ৩১১, ৩১২, ৩১৩। (৫) ১৫৯।
হেলোনিয়াস। (৪) ১৫৭, ১৫৮, ১৫৮।

১২। জরায়ু-রক্তশ্রাব বা হিমরেজ্
ক্রম দি ইউটারাস্।

আণিকা। (৩) ১৩২।
আসেনিকাম। (৩) ৪১১।
অষ্টিলেগো। (৫) ২৬১, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮।
ইপিক্যাক। (৩) ২৭, ৪১২।
ইরিজিরন। (৩) ২৭।
একনাইটাম। (৩) ২৭।
ওপিয়াম। (৫) ৪২৪।
কার্ক ডেজ। ৩২৭, ৪১১, ৪১২।
ক্যালি কের-সারা। (৫) ১৪৬।

ক্রোকাস। (৫) ২৬১।
টিলিয়াম। (৩) ২৭। (৫) ২৬১, ৫৪৩।
থ্যাম্পিবাস। (৫) ৩৬৬।
প্যাটিনাম। (৫) ৩৬৬।
কস্ফরাস। (৫) ৪২৪।
বভিষ্টা। (৫) ৩৬৫।
বেলাডনা। (১) ১০৬। (৩) ২৭।
ভিক্স মাইনর। (৫) ৪২৪।
মিচেল। (৫) ৩৬৬।
মিলিফোলিয়াম। (৩) ২৭।
মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৭।
লিডাম। (৫) ৪২৪।
সাইক্লোমেন। (৩) ২৭।
সিকেলি। (৩) ২৭। (৫) ৩৭৪, ৩৭৫।
সিঙ্কনা। (৩) ২৬—ঘ, ৪১১।
সিনামন। (৪) ৪৪৫।
স্ত্রান্দুইনোরিয়া। (৫) ৪৭৮।
স্ত্রাবাইনা। (৩) ২৭। (৫) ২৫৯।
হেমামেলিস। (৩) ২৭। (৪) ৩৬৫, ৪৬৫।

১৩। জরায়ুর মাংস-ইন্ডলিউশন,
ফাইসমেট্রা প্রভৃতি নানাবিধ
রোগ।

অরাম। (৪) ৪৬৭।
অরাম মিউ। (৪) ৪৬৭।
আর্জেন্টাম। (৪) ৪৪৭।
ক্যালকেরিয়া আই। (৫) ১৯০।
ক্রিয়োজোটাম। (৫) ২২৭, ২২৮।
নাক্স ভমিকা। (৫) ২৮৭।
প্যাটিনাম। (৫) ২২৭, ২২৫।
বেলিস। (৫) ১৫৯।
ব্রোমিয়াম। (৫) ২৮৭।
মিউরেকস্। (৫) ২২৬, ৪২৭।

লাইকপডিয়াম। (৫) ২৮৭।

লিলিয়াম টাই। (৫) ১৫২, ২০

২৯৭।

ল্যাক কেনিনাম। (৫) ২৮৭।

সিপিয়া। (৫) ১৫২, ২৯৭, ২৯৮।

স্ত্রাবুইনোরিয়া। (৫) ২৮৭, ৪৭৮।

স্ত্রাবাইনা। (৫) ২৬০।

১৪। জরায়ু প্রভৃতি স্ত্রীজননেশ্রিয়ের

ক্যান্সার বা কর্কটাদি

অর্কুদ।

গগো। (৫) ৩৬৭, ৩৬৮।

ক্যান্সারিস। (৩) ৩২০।

ক্যান্সেরিয়া আয়। (৫) ১২০।

টিলিয়াম। (৫) ৫৪৪।

বেলাডনা। (১) ১০৫।

লিডাম। (৫) ৪২৪।

হাইড্রাটিস। (৫) ৩৬।

১৫। জরায়ু-ভ্রংশ বা প্রোল্যাপ্সাস

অব দি ইউটারাস ও যোনি

প্রভৃতির রোগ।

জরাম। (৪) ৪৬৭।

আর্জেন্টাম মেট। (৫) ৫০৬।

এন্টিম জুড। (৩) ১৫৫।

এবিস কেনা। (৫) ২৫৫, ২৯১।

এলেট্রিস। (৫) ২৯১।

কলকাইলাম। (৫) ২৯১।

ক্যান্সেরিয়া ফস। (৫) ২৯১।

ক্যান্সেরিয়া ক্রুরো। (৫) ১৮৯।

ক্রিয়োকোটাম। (৫) ৫৩৬।

জিঙ্কাম। (৫) ৫৩৩।

নাক্স ভমিকা। (২) ১৬৩। (৫) ৫৩৬।

নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৩, ৩১৩। (৫)

১৫২, ২০৭, ২৯১।

নেট্রাম হাইপক্লোর। (৫) ২৯১।

পালসেটিলা। (৪) ৪১২।

প্যাটিনাম। (২) ২৬৩, ৩১৩। (৫)

৫২৫।

বেলাডনা। (১) ১০৬। (২) ২৬৩, ৩১২।

মিউরেকস পাপু। (৫) ২০৭, ২৯৬, ২৯৭।

লিলিয়াম টাই। (২) ২৬৩, ৩১৩। (৫)

১৫২, ২০৬, ২০৭।

ল্যাক ডিক্সো। (৫) ২৯১।

স্ট্রাক্সিসেগ্রিয়া। (৫) ২৯।

সিকেলি। (৫) ৩৭৫।

সিপিয়া। (২) ১৬৩, ২৬৩, ২৭৩, ৩১১,

৩১২, ৩১৩। (৫) ১৫২, ২০৭, ৫৩৬।

হেলোনিয়াস। (৫) ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯,

২৯১।

১৬। জরায়ুপ্রদাহ (তরুণ ও

পুরাতন) বা মেট্রাইটিস, ইনফ্রামে-

শন অব দি ইউটারাস।

বার্কেরিস ভক্স। (৫) ৩৮১।

বেলাডনা। (৫) ১০৫।

ভেরেট্রাম এল। (৪) ১৪৯।

মিউরেক্স। (৫) ২৯৭।

১৭। বক্ষ্যাত্ত বা ট্রেরিলিটি।

নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৩।

ফস্ফরাস। (৪) ২৫৩।

হেলোনিয়াস। (৫) ১৫৮।

১৭। যোনি-ভ্রংশ বা ভ্যাকাইজাল

প্রোল্যাপ্সাস।

কলকাইলাম। (৫) ২৯১।

নেট্রাম মিউ। (২) ২৬২।

সিপিয়া। (২) ২৭৩, ৩১১।

১৮। যোনির আক্কেপিক সঙ্কোচন
ক ঙ্গাংজাইনিস্মাস্।

ম্যাগ্গেসিয়া কস। (৫) ৩৫২।

১৯। যোনিপ্রদাহ বা ইনফ্লামেশন
অব দি ভ্যাংজাইন।

হেলোনিয়াস। (৫) ১৫৭, ১৫৮।

২০। রজোবাহুল্য, আর্ন্তবাধিকা
বা মেনরেন্জিয়া।

আসেনিকাম। (৩) ৪১১, ৪১২।

ইপিক্যাক। (৩) ৪১২।

এরনিয়াম মিউ। (৫) ২৬।

এম্মাগ্রিসিয়া। (৫) ৩২৩।

ওপিয়াম। (৩) ৩৭৮, ২৭৯।

কার্ক ভেজ। (৩) ৪১১, ৪১২।

কোনায়াম। (৫) ২৮৭।

ক্যামমিলা। (২) ৩৭৩।

ক্যাকেরিয়া কার্ক। (৩) ২৮৭।

ক্যাকেরিয়া ক্রুয়ো। (৫) ১৮৯।

ক্রিমোজোটাম। (৫) ২৬, ৫৩৬।

ক্রোকাস স্তাটি। (৫) ২৮৭।

টুবাঙ্কলিনাম। (৫) ৩২৯।

ট্রিলিয়াম পেগু। (৩) ২৮৭। (৫) ৫৪৪।

নাক্স ভমিকা। (২) ১৬৩, ২৬৪।

নেটাম মিউ। (২) ২৬২, ২৬৩।

প্যাটিনাম। (৫) ৫২৪।

কস ফরাস। (৪) ২৫৩।

কফিষ্টা। (৫) ৩৬৫।

বেলাডনা। (৩) ৩৭৮।

ভেরেট্রাম এল। (৪) ১৪৯।

মিউরেক্স। (৫) ২৯৬।

ন্যাগ্গেসিয়া কার্ক। (৫) ২৬।

লিলিয়াম টাই। (৫) ২৬।

ল্যাক্ কেনি। (৫) ২৮৭।

সাল্ফার। (৩) ৬।

সিকেলি। (৫) ৩৬৫, ৩৭৫।

সিঙ্কনা। (৩) ৪১১, ৪১২।

সিপিয়া। (২) ৩১০। (৫) ২৯৬, ৫৩৬।

স্তাবাইনা। (৫) ৩৬৫।

হার্সায়ামাস। (৩) ৩৭৮।

হেমামেলিস। (৫) ৩৬৫।

২১। রজকৃচ্ছ, বাধক বা ডিস্-
মেনোরিয়া।

অষ্টিলেগো। (৫) ৩৫২।

ইগ্গেসিয়া। (৫) ৪২০।

একনাইট। (১) ৪৬।

এক্টিয়া রেসি। (৪) ৮৭। (৫) ৯।

ককুলাস ইণ্ড। (৫) ৪৯০।

কলকাইলাম। (৪) ৮৭। (৫) ৩৮৩।

কলসিঙ্ঘ। (৫) ৩৫২।

কল্টিকাম। (৩) ৩৪৩।

ক্যামমিলা। (২) ৩৭৩, ৩৭৪।

ক্যাকেরিয়া এসেট। (৫) ১৮৮।

ক্রোকাস। (৫) ৫৯৪।

জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮৭। (৫) ৪৯০।

জ্যাঙ্কুসিলন। (৫) ৪১১।

টুবাঙ্কলিনাম। (৫) ৩২৯।

ট্যারেন্ট কুবেন্স। (৫) ৩১১।

নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৩।

স্তাকালিয়াম। (৫) ১০৮।

প্যাটিনাম। (২) ৩৭৩। (৫) ৫২৫।

বেলাডনা। (১) ১০৬। (২) ৩১১।

(৫) ৫২৫।

বরাঙ্কস। (৫) ৩৫২।

ব্রানিয়া। (১) ১৪৯।

ভাইবার্ণাম অগু। (২) ৩১১। (৫) ৩৫২,

৪৩৫।

ভেরেট্রাম এল। (৪) ১৪৯।
মিউরেক্স। (৫) ২৯৭।
ম্যাগ্নেসিয়া ফস। (৫) ৩৫১, ৩৫২।
ম্যাগ্নেসিয়া মিউ। (৫) ৩৫৬, ৩৮৪।
সিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১২।
সিপিয়া। (২) ৩১০। (৫) ৪৩৬, ৫২৫।
স্তাবাইনা। (৫) ১৫৯, ২৬১।

২২। রজোদোষ বা মেনষ্ট্রুয়েল ডিজর্ডার।

ক্যামমিলা। (২) ৩৭৩।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৬৭।
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩৩।
পাল্‌সেটিলা। (২) ১৭২।
মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৭।
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব। (৫) ৩৪৬।
সিপিয়া। (২) ২৭৩।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৫২।

২৩। রক্ত-বিকার সম্বন্ধীয় ঔষধের তুলনা।

আয়র্ডিয়াম্। (৩) ৪৫৭।
এমনিয়াম কার্ব। (৩) ৪৫৭।
কলিকাম। (৩) ৪৫৭।
কোনিয়াম। (৩) ৪৫৭।
ক্যাকেরিয়া কার্ব। (৩) ৪৫৭।
ডাক্সামারা। (৩) ৪৫৭।
নেট্রাম মিউ। (৩) ৪৫৭।
পাল্‌সেটিলা। (৩) ৪৫৭।
প্ল্যাটিনাম। (৩) ৪৫৭।
ফস্‌ফরাস। (৩) ৪৫৭।
বেলাডনা। (৩) ৪৫৭।
সাইলিসিয়া। (৩) ৪৫৭।
সালফার। (৩) ৪৫৭।

২৪। শ্বেতপ্রদর বা লুকরিয়া অথবা জরায়ুর অন্তর্কর্ষে প্রদাহ বা মেট্রাইটিস্।

আসেনিকাম। (৫) ৩৭৫।
অক্টিলেগো। (৫) ৩৬৭।
একটিয়া রেসি। (৫) ৯।
এক্টিম ক্রুড। (৩) ১৫৫।
এমনিয়াম মিউ। (৫) ৯৫।
এম্ব্রাগ্রিসিয়া। (৫) ৩২২, ৩২৩।
এলুমিনা। (৫) ৮১, ৮২।
কলফাইলাম। (৩) ২৮৮।
ক্যামমিলা। (২) ৩৭৪।
ক্যালি কার্ব। (৫) ১৪৭।
ক্যালি কেরোসা। (৫) ১৪৬।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৮।
ক্যাকেরিয়া কার্ব। (৩) ৪৮, ২৮৭।
ক্যাকেরিয়া ফস। (৩) ৪৮, ২৮৮।
ক্রিয়োজোটাম। (৫) ২০৬, ২৯৮, ৫৩৬।
গ্রাফাইটিস। (৪) ৪১৮।
ডিষ্টেমাস। (৫) ৩৭৫।
থুজা। (৪) ২৭৮।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৯।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৩।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২১৩।
কেরাম আই। (৫) ৫১৬, ৫১৭।
বার্কেরিস। (৫) ৩৮১।
মার্কুরিয়াস। (১) ১৯৫।
মিউরেক্স। (৫) ২৯৬, ৫৩৬।
ম্যাগ্নেসিয়া মিউ। (৫) ৩৫৬।
লিলিয়াম টাই। (৫) ২০৬।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৫) ২৯।
সালফার। (৩) ৪৮, ২৮৮।
সিকেলি। (৫) ৩৭৪, ৩৭৫।
সিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১২।

সিগিরা। (২) ৩০৯, ৩১১, ৩১২। (৫) ১৪৬,
১৪৭, ২০৬, ৫৩৬।
সিকিলিনাম। (৫) ৩৪১।
সিমিসিফুগা। (৩) ২৮৮।
হাইড্রাটিস। (৫) ৩৬।
হেলোনিয়াস। (৫) ১৫৭, ১৫৮।

২৫। সঙ্গম-বৈকারিকভাব—

সঙ্গমে প্রবল ইচ্ছা বা

অনিচ্ছা এবং সঙ্গমে

বেদনা।

এপিস। (৫) ৫২৪।
ক্রিয়োজোট। (৫) ২৯৮, ৫২৪।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৪।
প্যাটিনাম। (২) ৩১৩। (৫) ৫২৪।
বেলাডনা। (৫) ৫২৪।
মিউরেক্স। (২) ৩০৫। (৫) ২৮৯।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ৩৩৩।
সিগিরা। (২) ২৬৪, ৩১৩। (৫) ২৯৮,
৫২৪।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৩২।

২৬। স্তনরোগ বা ডিজিজেক্স

অব দি ম্যামারি গ্যাণ্ড—

স্তন প্রদাহ, স্তনশূল ও

স্তনাগ্ৰের ক্ষত প্রভৃতি।

কোনায়াম। (১) ১৯৪। (৫) ২২৮।
ক্যাস্টর ইকুই। (৫) ২৮০।
ক্রোটন টিগ। (৫) ৪৯৯।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৫।
কস্করাস। (১) ১০৮।

ফাইটলেকা। (৫) ২৩০, ৪৯৯।
ফেলাণ্ডিয়াম। (৫) ৪৯৯।
বাকো রেনা। (৫) ২৯৪।
বেলাডনা। (১) ১০৭, ১০৮।
ব্রায়নিয়া। (১) ১০৮।
মাকু'রিয়াম। (১) ১০৮, ১৯৪।
মিউরেক্স। (৫) ৪৯৯।
ল্যাক্ কেরিনাম। (১) ১৯৪। (৫) ৩৮৭।
হিপার সাল্ক। (১) ১০৮। (৫) ২৯৯।

২৭। স্তনের কান্সার বা কর্কটাদি

অর্কু'দ বা টিউমার।

কোনায়াম। (৫) ২২৮।
বাকো রেনা। (৫) ২৯৪।
বেলাডনা। (১) ১০৭।
মিউরেক্স। (৫) ২৯৬।
হাইড্রাটিস। (৫) ৩৬।

২৮। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ বা

ডিজিজেক্স অব দি ফিমেল

জেনারেটিভ অর্গ্যানস্।

অরাম। (৪) ৪৬৭।
আর্গিকা। (৩) ১৩২। (৫) ৯৫।
অষ্টিলেগো। (৫) ৩৬৭, ৩৬৮।
একনাইটাম। (১) ৪৬।
এফিম ক্রু। (৩) ১৫৫।
এপিস। (৪) ৩০৮। (৫) ৯৫।
এমনিয়াম কার্ক। (৫) ৯৫।
এমনিয়াম মিউ। (৫) ৯৫।
এম্মাগ্রিসিয়া। (৫) ৩২২।
কলকাইলাম। (৪) ৮৭।
কলিকাম। (৩) (২) ৩৪৩।
কোনায়াম। (২) ২৬৪। (৫) ২২৮।

ক্যাঙ্কারিস। (২) ২৬৪। (৩) ৩২০।

ক্যামিল্লা। (২) ৩৭৩।

ক্যাঙ্কেরিয়া কার্ভ। (৩) ২৮৫, ২৮৬।

ক্যাঙ্কেরিয়া ক্রুয়ে। (৫) ১৮৯।

ক্রিয়োজোটাম। (৫) ৫৩৬, ৫৩৭।

গ্রাফাইটিস। (৪) ৪১৮, ৪১৯।

জিকাম। (৫) ৫৩৩।

জিকাম ভ্যালোর। (৫) ৫৩৩।

জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮৭।

ট্যারেণ্টুলা কুবে। (৫) ৩১১।

ডাকানারা। (৩) ৪৫৬, ৪৫৭।

ডিজিট্যালিস। (৪) ৩৯৭।

থুজা। (৪) ২৭৮।

নাকস্‌ ভনিকা। (১) ১৩৩।

নেট্রাম মিউ। (২) ২২৭, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪।

পালসেটলা। (১) ১৪৯। (২) ২১১।

(৪) ৪১৮।

প্যালাডিয়াম। (৫) ৫২৩।

প্যাটিনাম। (৫) ৫২৪, ৫২৫।

ফস্‌ফরাস। (১) ১৪৯। (৪) ২৫৩।

ফেরাম আই। (৫) ৫১৬, ৫১৭।

বভিষ্টা। (৫) ৩৬৫।

বেলাডনা। (১) ৫৪, ১০৫, ১০৬।

ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৯।

ভেরেটাম এল্‌। (৪) ১৪৯।

মাকু'রিয়াস। (২) ২৬৪।

মিউরেক্স্‌। (২) ২২৭। (৫) ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮।

মেডোরাইনাম। (৫) ৩৬৬।

ম্যাগ্নেসিয়া কার্ভ। (৫) ৩৪৬, ৩৪৭।

লিলিয়াম টাই। (২) ২২৭। (৫) ২০৬, ২০৭।

ল্যাঙ্কেসিস। (৪) ৫৬, ৫৭।

ল্যাক্সেসিগ্রিয়া। (৫) ২৯।

সাল্‌ফার। (৩) ৪৭।

সিকেলি। (৫) ৩৭৪, ৩৭৫।

সিপিয়া। (২) ২২৭, ৩০৯। (৩) ৪৭।

সিমিসিফিউগা। (৪) ৮৭। (৫) ৯, ১০।

স্রাবাইনা। (৫) ২৫৯।

হেলোনিয়াম্‌। (৫) ১৫৭, ১৫৮।

২৯। ব্রীজনেজিয়ার চুলকনা।

কোনায়াম। (২) ২৬৪।

ক্যান্ডারিস। (২) ২৬৪।

নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৪।

মাকু'রিয়াস। (২) ২৬৪।

২। গর্ভিনী, প্রসব এবং প্রসবাস্ত বা সূতিকারোগ।

১। অলীক প্রসব-বেদনঃ বা ফল্‌স্‌ পেন্‌স্‌।

এক্টিয়া রেসি। (৫) ১১, ৩৮৪।

কলফাইলাম। (৫) ৩৮৪।

পাল্‌স্‌। (৫) ৩৮৪।

হেমামেলিস। (৫) ৪৬৫।

২। আউয়ার-গ্লাস-কন্ট্র্যাক্‌শন বা জরায়ুর ডামরিক সঙ্কোচন।

বেলাডনা। (১) ১০৬।

সিকেলি। (৫) ৩৭৬।

৩। আফ্টার-পেন্‌স্‌, প্রসবাস্তিক শূল বা ভাদাল ব্যথা।

আর্পিকা। (৫) ৪২০।

ইপিক্যাক। (৫) ১১।

এক্টিয়া রেসি। (৫) ১০, ১১।

এক্সিসিনাম। (২) ২১৬।

ককুলাস ইণ্ড। (৫) ৪২০।

।। (২) ৩৭৪।

কলফাইলাম। (৫) ৩৮৪, ৩৮৫।

কুগ্রাম। (২) ২১৬।

ক্যামমিলা। (২) ৩৬৬, ৭৪

জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮৮।

জ্যান্থক্স। (৫) ৪২০।

নাক্স ভমিকা। (৫) ৪২০।

নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৫।

পাল্‌সেটিলা। (২) ২১৬।

সিপিয়া। (৫) ২৬০।

স্ত্রাবাইনা। (৫) ২৬০।

হেমামেলিস। (৫) ৪৬৫।

৪। আক্ষেপিক প্রসবেদনা বা

স্প্যাজমডিক লেবর-পেন্‌স্‌।

নাক্স ভমিকা। (২) ১৬৩।

পাল্‌সেটিলা। (২) ১৬৩, ২১৫।

আবদ্ধ জরায়ু-কুসুম বা

রিটেণ্ড প্লাসেন্টা।

ইপিকাক। (৩) ২৭।

ইরিজিরণ। (৩) ২৭।

একনাইট। (৩) ২৭।

কার্ল ভেজ। (৩) ২৭।

ক্যান্থারিস। (২) ২১৫। (৩) ২৬-ঘ, ২০।

ট্রিলিয়াম। (৩) ২৭।

পাল্‌সেটিলা। (২) ২১৫, (৩) ২৬-ঘ।

বেলাডনা। (১) ১০৫, ১০৬। (৩) ২৭।

মিলিফোলিয়াম। (৩) ২৭।

সাইক্লোমেন। (৩) ২৭।

সিকেলি। (৩) ২৭। (৫) ৩৭৫, ৩৭৬।

সিক্কোনা। (৩) ২৭।

স্ত্রাবাইনা। (৩) ২৭। (৫) ২৫২, ২৬০।

হেমামেলিস। (৩) ২৭।

৬। গর্ভশ্রাব, গর্ভপাত বা

এবর্শন, মিসক্যারেজ।

আণিক। (৩) ১৩২। (৫) ২৬০।

একনাইটাম। (২) ৩৭৪। (৫) ১০

এক্টিয়া রেসি। (৫) ১০।

ক্যামমিলা। (২) ৩৭৪।

ডিজিট্যালিস। (৪) ৩২৭।

পাল্‌সেটিলা। (২) ১৭২।

প্রাশাম। (৫) ৫৪২।

বেলাডনা। (৫) ৪৩৬।

ভাইবার্ণাম। (২) ৩৭৪। (৫) ৪৩৬

সিনামন। (৫) ২৬০, ৪৪৫

সিপিয়া। (৫) ৪৩৬।

স্ত্রাবাইনা। (৫) ২৫২, ২৬০

হেমামেলিস। (৫) ৪৬৫।

হেলোনিয়াস। (৫) ১৫৭, ১৫৮।

৭। গর্ভাবস্থায় রোগ—ফাইব্রিনাস

ফিব্রার, মৃত্যু-ভীতি, জরায়ুবেদনা,

শিরা-ক্ষীতি বা ভেরিকোজ ভেন্‌স্‌

প্রভৃতি বিবিধ রোগ।

ইস্কুলাস হাই। (৫) ৫০২।

একনাইটাম। (১) ৪৬, ৪৭।

এলুমিনা। (২) ২৭৩।

কলফাইলাম। (৫) ৩৮৪।

ক্যামমিলা। (২) ৩৭৪।

জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।

ডায়স্কোরিয়া। (৪) ৪৪৫।

নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৪।
পালসেটিল। (২) ২১৪, ২১৫। (৫) ৩৮৪।
পেটুলিয়াম। (৫) ৫৬০।
মিলিকলিয়াম। (৫) ১১০।
মাগ্নেসিয়া কার্ব। (৫) ৩৪৬, ৩৪৭।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৬০, ২৬৩।
সিকেলি। (৫) ৩৭৫।
সিপিয়া। (২) ২৭১, ২৭৩, ৩০৭। (৫)
৩৪৭।

স্যাবাইনা। (৫) ২৫৯, ২৬০।
হাইড্রুবিন। (৫) ৩৪১।
হেমামেলিস। (২) ২১৫। (৫) ৪৬৫, ৪৬৬।

৮। দুগ্ধ-অর, ঠুনকো বা মিল্ক
ফিবার, ফেব্রিস ল্যাক্টিয়া; স্তন্য-
ভাব বা স্তন্য-রোধ ও তৎসংস্কৃষ্ট
প্রদাহ এবং পূর্ণ-সঞ্চার প্রভৃতি রোগ;
স্তন্যধিক্য।

আর্টিকা ইউরেনস্। (২) ২১৬।
একনাইট। (১) ৪৭।
এসাকিডিড। (২) ২১৭। (৫) ২৮৮।
কোনায়াম। (৫) ২২৮।
কষ্টিকাম। (২) ২১৭। (৩) ৩৫৭।
ক্যাপ্টর ইকুই। (৫) ২৮০।
ক্যামমিলা। (২) ২১৬, ৩৭৫।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৬৭।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৫।
পালসেটিল। (২) ২১৬।
ফস্ফরাস্। (৪) ২৫৩।
বেলাডনা। (১) ১০৭, ১০৮।
ব্রায়নিয়া। (১) ১০৮, ১৪৯।
মাকু'রিয়াস্। (১) ১০৮।

রিসিনাস। (২) ২১৬। (৫) ৫৬৪।
ল্যাক্ কেনিনাম। (২) ২১৭। (৫) ২৮৭।
ল্যাক্ ডিক্লোরেটাম। (২) ২১৭। (৫) ২৮৮।
সিলিসিয়া। (১) ১০৮। (৪) ২৫৪।
হিপার সাল্ফ। (১) ১০৮।

৯। প্রসব বা লেবর—কষ্টকর বা ডিফিকাল্ট

ইপিক্যাক। (৫) ১১।
একনাইট। (৫) ১১।
এক্টিয়া রেসি। (৫) ১০, ১১।
কফিয়া। (২) ২১৫, ৩৭৪। (৫) ৫৫২।
কলফাইলাম। (৫) ৩৮৪।
ক্যামমিলা। (২) ২১১, ৩৭৪। (৫)
৫৫২।
জেলসিমিয়াম। (৪) ৮৭, ৮৮।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৫।
পালসেটিল। (২) ২১৫।
বেলাডনা। (১) ১০৬।
লাইকপডিয়াম। (৫) ১১।
সিকেলি। (৫) ৩৭৫, ৩৭৬।
হেমামেলিস। (৫) ১১, ৪৬৫।

১০। প্রসববেদনাকালীন কন্ভাল্শন বা আক্ষেপ।

ইগ্রেসিয়া। (২) ৩৩৮।
বেলাডনা। (২) ৩৩৮।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (২) ৩৩৮।
হায়সায়ামাস। (২) ৩৩৮।

১১। প্রসবাস্তিক ক্লেদ বা লোকিয়াস্রাবসংস্কৃষ্ট রোগ।

একনাইট। (১) ৪৭।
ক্যামমিলা। (২) ৩৭৪।

বেলাডনা। (১) ১০৫।

ব্রায়নিয়া। (১) ১৫০।

১২। প্রসবাস্তিক চিকিৎসা।

আণিকা। (৩) ১৩২।

১৩। প্রসবাস্তিক মূত্র-রোধ বা

রিটেনশন অব ইউরিন।

আসেনিক। (৩) ৩৭৮।

ওপিয়াম। (৩) ৩৭৮।

কষ্টিকাম। (৩) ৩৪২, ৩৭৮।

হায়সায়ামাস। (৩) ৩৭৮।

১৪। প্রসবাস্তিক রক্তস্রাব।

ইরিজিরণ। (৫) ১১৩।

ট্রিলিয়াম। (৪) ৫৪৪।

স্ত্রাবাইনা। (৫) ২৫৯, ২৬০।

১৫। ভমিটিং অব প্রেগ্‌ন্যান্সি বা

অন্তঃসত্ত্বার বমন।

এনাকাডিয়াম। (১) ৩৯৮।

ডিজিট্যালিস্। (৪) ৩৯৭।

নাক্স ভমিকা। (১) ৩৯৮। (২) ১৫৯।

১৬। স্মৃতিকাজর বা পিয়াপিরাল

ফিবার।

একনাইট। (১) ৪৭।

ওপিয়াম। (৩) ৩৭৯।

কাঙ্সারিস্। (৩) ৩২০।

১৭। স্মৃতিকা (প্রসবাস্তিক) রোগ।

আণিকা। (৩) ১৩২।

এম্ব্রু গ্রিসিয়া। (৫) ৩২২, ৩২৩।

ক্যালি-ক্লোরিকাম। (৫) ১৩৮, ১৩৯।

নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৫।

সিকেলি। (৩) ৩৬৫, ৩৭৫।

সিপিয়া। (২) ২৭১।

স্ত্রাবাইনা। (৫) ২৫৯, ২৬০।

হেমামেলিস। (৫) ৪৬৫।

১৮। স্মৃতিকাস্তম্ব বা মিন্‌লেগ,

ক্লেগ্‌মাসিয়া ডলেন্‌স্।

পালসেটিল। (২) ২১৬।

ন্যাগ্‌সিয়া কার্ক। (৫) ৩৪৪।

হেমামেলিস। (২) ২১৬। (৫) ৩৪৭, ৪৬৫।

১৯। স্মৃতিকাক্ষেপ বা পিয়াপিরাল

কন্‌ভাল্‌শন।

ইগ্‌সিয়া। (২) ৩৩৭, ৩৩৮।

ক্যালি কার্ক। (৫) ১৩৫।

জেস্‌সিমিয়াম। (৪) ৮৮।

ভেরেট্রাম ভিরিডি। (৫) ১৬৬

মেলিলোটাস্। (৫) ২৪৪।

সিকুটা। (৫) ২৩৫।

২০। স্মৃতিকোন্‌মাদ বা পিয়াপিরাল্

মেনিয়া।

(মানসিক রোগ বা মেন্টাল ডিজিজ্‌ দেপ্‌)

১৫। ছত্‌পিণ্ডাদি শোণিত-

যন্ত্র এবং শোণিতসংস্থক

বিবিধ রোগ।

১। শোণিতসংস্থক বিবিধ রোগ।

১। নীলরোগ বা স্যাণোনোসিস্।

ডিজিট্যালিস্। (৪) ৩৯৮।

২। পার্ণুরা হিমরেজিকা বা

নীতাদরোগ।

হেমামেলিস। (৫) ৪৬৫।

৩। রক্তশ্রাব বা হিমরেজ, ব্লিডিং।

আর্গিকা। (৫) ৪৬৬।

আর্সেনিকাম। (২) ৮৮। (৩) ১০৫।

ষ্টলেগো। (৫) ২৬১, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮।

ইপিক্যাক। (২) ৩৮০, ৩৯৩।

ইরিজিরণ। (২) ৩৮০। (৫) ১১৩।

একনাইটাম। (১) ৪০। (৩) ১০৬।

১১০, ৫৪৮।

একালিকা ইণ্ড। (৩) ১০৬।

এস্থাসিনাম। (৫) ৩২৫।

এব্রোটেনাম। (৫) ১০৩।

এমিল নাইটাস। (৫) ৪৭৮।

ওপিয়াম। (৫) ৪২৫।

কার্ব ভেজ। (৩) ১০৫, ৪১০।

ক্যাস্টাস গ্র্যাণ্ডি। (৫) ৫৪৮।

ক্যালি ফস। (৫) ১৪৬।

ক্রোটেলাস্ হরি। (৫) ৩২৫।

টিলিয়াম। (৪) ৫৪৩, ৫৪৪।

ফসফরাস। (৪) ২৫৪। (৫) ৪২৪।

ফেরাম। (৩) ১০৫।

ফেরাম ফস। (৩) ৭৮।

বভিষ্টা। (৫) ৩৬৫, ৩৬৬।

ভিক্স মাইনর। (৫) ৪২৫।

মিচেলা। (৫) ৩৬৬।

মিলিকোলিয়াম। (১) ৪০। (২) ৩৮০।

(৫) ১১০।

মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৭।

লাইকপডিয়াম। (২) ৩৮০।

লিডাম। (১) ৪০। (৫) ৪২৪।

ল্যাকেসিস্। (৫) ৪৭৮।

সাইক্রেমেন। (৩) ১০৬।

সালফুরিক এসিড। (৫) ৫৪৬।

সিকেলি। (৫) ৩৬৮, ৩৭৬, ৫৪৩।

সিঙ্কনা। (২) ৮৮। (৩) ৭৬, ১০৫।

সিনামনাম। (৩) ১০৬। (৫) ৪৪৫।

স্ট্রুইনেরিয়া। (৫) ৪৭৮।

স্রাবাইনা। (৩) ৯৭। (৫) ২৫২, ২৬০।

হেমামেলিস। (৫) ৩৬৫, ৪৬৫, ৪৬৬, ৫৪৩।

৪। রক্তহীনতা বা এনিমিয়া।

আর্সেনিকাম। (২) ৮৬, ৮৭, ৮৮।

এলুমিনাম। (৫) ৮১, ৮২, ১৮৭।

এসেটিক এসিড। (৩) ১০৭।

ক্যালি কার্ব। (৫) ১৩৫, ১৩৬।

ক্যালি ফের-সায়। (৫) ১৪৬।

ক্যাকেরিয়া কার্ব। (৫) ১৮৭।

ক্যাকেরিয়া ফস। (৩) ১০৭। (৫) ১৮৬, ১৮৭, ৫১৫।

চাইনিয়াম আর্স। (৩) ১০৬।

নাকস ভমিকা। (৩) ৩০২। (৫) ১৮৭।

নেট্রাম মিউ। (২) ৮৮। (৩) ১০৬। (৫) ৫১৫

ফেরাম। (২) ৮৮। (৩) ১০৬। (৫) ৫১৫, ৫১৬।

ফেরাম এসেট। (৩) ১০৭। (৫) ৫১৬।

ফেরাম প্রোটো-অক। (৩) ১০৫। (৫) ৫১৬।

ফেরাম ফস। (৩) ১০৭। (৫) ৫১৫, ৫১৬।

ফেরাম রিডাক্ট। (৩) ১০৭। (৫) ৫১৫।

ফেরাম এট-ট্রিক-সাই। (৩) ১০৭। (৫) ৫১৫।

সিকেলি। (৫) ৩৭৬।

সিঙ্কনা। (২) ৮৮। (৩) ১০৬, ১০৭, ১১৩। (৫) ৫১৫।

সিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১২।

হেলোনিয়াস। (৫) ১৫২, ১৬০।

৫। রক্তাধিক্য বা কণ্জেস্শন।

একোনাইট। (১) ৫, ১৫।

বেলাডনা। (১) ৬৫।

২। হৃৎপিণ্ডাদি শোণিত- যন্ত্ররোগ।

১। অণ্ড-শিরারূদ বা ভেরি- কোসিল।

(পুংজননেল্লির রোগ দেখ।)

২। এণ্ডটাইটিস বা বৃহদ্ধমনী- প্রদাহ।

এডনিস ভার্গ্যালিস্। (৫) ১৬।

ল্যাকেসিস। (৪) ৩৩।

৩। এমুরিজম বা ধমনী-ক্ষীতি এবং এথারোমা প্রভৃতি ধমনীরোগ।

ব্যারাইটা কার্ক। (৩) ১৭৫।

ব্যারাইটা মিউ। (৫) ১৭৯।

ল্যাকেসিস। (৪) ৩৩।

৪। জটুল বা নিভাস (Nævus.)

ক্লোরোরিক এসিড। (৩) ২৫৩। (৫) ৭১,
৭২।

লাইকোপড। (৩) ২৫৩।

৫। শিরা-প্রসারণ বা ভেরিকোজ ভেনুস্।

কার্ক ভেজ্। (৩) ৪১২।

ক্লোরোরিক এসিড। (৩) ২৫৩। (৫) ৭১।

লাইকোপড। (৩) ২৫৩।

হেমামেলিস। (৫) ৪৬৭।

৬। হৃৎকম্প, হৃৎপেন বা প্যালপিটেশন অব দি হার্ট।

একনাইটাম। (১) ৩৪।

এনাকার্ভিয়াম। (১) ৩৯৯।

কক্সিয়া। (৫) ৩০২।

ক্যাস্টাস গ্র্যাণ্ড। (৫) ৫৪৭, ৫৪৮।

জাজা টিপু। (৫) ২৭৭।

কসকরাস। (৫) ৩০২।

ব্যাড়িয়াগা। (৫) ৩০২।

মস্কাস। (৫) ২৮২, ২৮৩।

ম্যাগ্নেসিয়া মিউ। (৫) ৩৫৬।

রাসটক্‌স্। (৪) ৩৪০, ৩৪১।

স্পাইজিলিয়া। (৫) ৪০১।

৭। হৃৎপিণ্ড-বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি অব দি হার্ট।

অরাম। (১) ৩৬। (৪) ৪৬৫, ৪৬৬।

অরাম মিউ। (৪) ৪৬৬।

আইণ্ডিয়াম। (৫) ৫৬, ৫৭।

আর্গিকা। (১) ৩৬। (৩) ১৩০।

আসেনিকাম। (৩) ১৩০। (৫) ৪০২।

একনাইটাম। (১) ৩৫, ৩৬।

এমনিয়াম কার্ক। (৪) ৪৬৬।

ক্যাস্টাস গ্র্যাণ্ডি। (১) ৩৬। (৩) ১৩০।

(৫) ৫৪৭, ৫৪৮।

ক্যালুমিয়া। (১) ৩৬। (৫) ৪১৮।

পালসেটিল। (৪) ৩৪১।

ব্রিমিয়াম। (৩) ১৩১। (৪) ৩৪১।

ভেরেট্রাম ভিরিডি। (৫) ১৬৮।

রাসটক্‌স্। (১) ৩৬। (৩) ১৩০। (৪)

৩৪০, ৩৪১। (৫) ৪১৮।

ল্যাকেসিস। (৩) ১৩০।

স্পাইজিলিয়া। (৫) ৫৭, ৪০১।

৮। হৃৎপিণ্ড-রোগ বা হার্ট-

ডিজিজ্—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ও

নির্মাণবিকারী বা ফাংশন্সাল

ও অর্গ্যানিক বিবিধ রোগ।

অরাম। (৪) ৪৬৫। (৫) ২২৭।

আরডিয়াম। (৫) ৫৬, ৫৭।

আগ্নিকা। (৫) ৫৪৮।
 আর্সেনিকাম। (২) ৮৩, ৮৪। (৪) ৩০৪,
 ৩৯২। (৫) ৬৬।
 ইউক্রেসিয়া। (৪) ৩৭৬।
 একনাইটাম। (১) ৩৪, ৩৬—৩৯। (৪)
 ৩৪১, ৩৯৪। (৫) ৬৬, ৪১৮।
 এলিষ্টিয়া রেসি। (৪) ৩৪১।
 এডনিস ভার্গ্যা। (৫) ১৬, ১৭, ২০১।
 এপসাইনন্ কেনা। (৪) ৩০৪। (৫) ৪৫২।
 এপিস। (৪) ৩০৪, ৩৯৪।
 এমনিয়াম কার্ভ। (৫) ৮৯।
 এম্পারেগাস। (৪) ৩০৫।
 কনভ্যালেরিয়া মেজ। (৫) ২০০, ২০১,
 ২০২।
 কলিন্সনিয়া। (৫) ২০১, ২০২।
 কলুচিকাম। (৩) ৭১।
 কোনায়াম। (৫) ২২৭।
 ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ডি। (৫) ৫৪৭, ৫৪৮।
 ক্যানাবিস স্ট্রাট। (৫) ৪৫০।
 ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৬।
 ক্যালি হাই। (৪) ৩৭।
 ক্যান্থিয়া ল্যাটি। (৪) ৩৪১, ৩৯৪। (৫)
 ৪১৮।
 ক্র্যাটিগাস্ অক্সি। (৫) ২০২।
 গ্রিওলিয়া রোবাস্টা। (৪) ৮৪।
 গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৩৩, ৩৭৬।
 জিঙ্কাম। (৫) ২২৭।
 জেলসিমিয়াম। (৪) ৮৪, ৩৯৩।
 ডিজিট্যালিস্। (৪) ৮৪, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৪।
 (৫) ৪১৮।
 নেট্রাম মিউ। (৪) ৩৩।
 স্ফাট টিপু। (৪) ৩৩। (৫) ২৭৭।
 পালসেটিল। (৪) ৩৪১, ৩৯৪।
 পেট্রলিয়াম। (৪) ৩৩।
 প্রনাস্ স্পাই। (৫) ৬৬।

কস্করাস। (৫) ৬৬।
 ক্রাইটলেকা। (৪) ৩৪১। (৫) ৪১৮।
 ব্রায়নিয়া। (৫) ৬৬।
 ভেরেট্রাম স্তি। (৫) ১৬৮।
 রাস্টক্‌স। (৪) ৩৪০, ৩৪১, ৩৯৪। (৫)
 ৪১৮।
 লাইকপডিয়াম। (৫) ২০১।
 লিডাম। (৫) ২০১।
 লিলিয়াম টাই। (৫) ২০৫, ২০৬।
 ল্যাকেসিস। (৪) ৩২, ৩৭৬, ৩৯২। (৫)
 ৬৬।
 ল্যাট্টিয়া। (৫) ৩৭৬।
 ট্রোপেছাস্। (৫) ২০২।
 সাল্‌ফার। (৫) ২০৬।
 স্পঞ্জিয়া। (৫) ৬৪।
 স্পাইজিলিয়া। (৫) ৬৬, ৪০১, ৪০২।
 স্পর্ট সাল্‌ফ। (৫) ২০২।
 হাইড্রসা এসিড। (৫) ৬৬।

৯। হৃৎপিণ্ড-শূল বা এঞ্জাইনা পেক্টরিস্।

অরাম। (৫) ১০২।
 আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৪৪৪।
 আগ্নিকা। (৩) ২১৫।
 আর্সেনিকাম। (২) ৮৬।
 এরোটেনাম। (৫) ১০২।
 কুপ্রাম মেট। (৩) ২১৫।
 ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ডি। (৩) ২১৫। (৫) ৫৪৭,
 ৫৪৮।
 ক্যান্থিয়া। (৩) ২১৬।
 টেবেকাম। (৩) ২১৫। (৫) ২৭১।
 নাক্স ভম। (২) ২১৫।
 স্ফাট টিপু। (৫) ২৭৭।
 নক্সাস্। (৫) ২৮২, ২৮৩।

লিলিয়াম টাই। ২১৬।
রাস্টক্‌স্‌। (৪) ৩৪০, ৩৪১।
ষ্ট্যাকিসেগ্রিয়া। (৩) ২২৪।

১০। হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা

পক্ষাঘাতিক দুর্বলতা বা কার্ডিয়াক
ডিবিলিটি, প্যারালিটিক
উইকনেস।

কোনায়াম। (৫) ২২৭।
স্বাজা টি.পু। (৫) ২৭৭।
ভেরেট্রাম এল্‌। (৪) ১৪৩।

১১। হৃৎপিণ্ডের রসাপকৃষ্টতা বা ফাটি ডিজেনারেশন।

আসেনিকাম। (২) ৮৫, ৮৬।
এপসাইনাম। (২) ৮৬।
এপিস। (২) ৮৬।
ফস্‌ফরাস। (২) ৮৫।
মাকু'রিয়াস। (২) ৮৬।
মাল্‌ফার। (২) ৮৬।

১২। হৃৎপেশী-প্রদাহ বা মায়াকার্ডাইটিস্‌।

একনাইটাম। (৫) ৪০২।
ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ডি। (৫) ৫৪৭, ৫৪৮।
স্বাজা টি.পু। ২৭৭।
ফস্‌ফরাস। (৪) ২৪৮।

ভেরেট্রাম ভিরিডি। (৫) ১৬৮।
স্পাইজিলিয়া। (৫) ৪০১।

১৩। হৃদাহবেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা পেরিকার্ডাইটিস্‌।

আসেনিকাম। (২) ৮৪। (৪) ৩০৪।
একনাইটাম। (১) ৩৯।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৯।
এপসাইনাম। (৪) ৩০৪।
এপিস। (৪) ৩০৪।
এম্পারেগাস। (৪) ৩০৫।
কল্‌চিকাম। (৩) ৭২।
ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ডি। (৫) ৫৪৭, ৫৪৮।
ক্যান্সিয়া ল্যাটি। (৫) ৪১৮, ৪১৯।
ব্র্যনিয়া। (১) ১৩৮। (৪) ৩৪০।
ভেরেট্রাম ভিরিডি। (৫) ১৬৮।
রাস্টক্‌স্‌। (৪) ৩৪০।
স্পাইজিলিয়া। (৫) ৪০১।

১৪। হৃদস্তরবেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা এণ্ডোকার্ডাইটিস্‌।

আসেনিকাম। (২) ৮৪।
একনাইটাম। (১) ৩৯।
এডনিস ভার্গ্যাল। (৫) ১৬।
কল্‌চিকাম। (৩) ৭২।
ক্যালি নাইট্‌কাম। (৫) ১৪২।
ফস্‌ফরাস। (৪) ২৪৮।
রাস্টক্‌স্‌। ৩৪০, ৩৪১।
স্পাইজিলিয়া। (৫) ৪০১।

চিকিৎসা-নির্ঘণ্ট-নির্দেশ ।

অগ্নিদাহ বা বাণিং	৬১/০	অক্সিডা দি বিবিধ দৃষ্টি বিপর্যয়—	
অঞ্জিকা, অজানাই বা ঠাই	২৯/০	অক্স, দৃষ্টিমালিন্ত বা ঘোরদৃষ্টি বা,	
অজীর্ণ, আমাশয়াজীর্ণ বা ডিস্পেপ্সিয়া,		গ্যাকমা, দৃষ্টিদৌর্বল্য বা এম্ব্লোপ-	
ইণ্ডিজেশচন	৪/০	পাইয়া, বিষমদৃষ্টি, অর্ধ-দৃষ্টি,	
অণ্ডকোষ-গ্রন্থিরোগ	২৯/০	দ্বিভদৃষ্টি, দূরদৃষ্টি বা প্রেসবাইও-	
(পুংজননেল্লিয়রোগ দেখ)		পাইয়া, নিকটদৃষ্টি বা মাইওপাইয়া	
অণ্ডকোষ বা মুস্ক-প্রদাহ বা অর্কাইটিস		প্রভৃতি	২৯/০
এবং অণ্ডকোষসংযুক্ত বিবিধ রোগ	৫/০	অক্সিডা-প্রদাহ বা টাইফলোইটিস ও	
অণ্ড-শিরার্দুদ বা ভেরিকোসিল	২৯/০	পেরিটাইফলোইটিস প্রভৃতি	৪/০
অণ্ডাধার বা ওভারির প্রদাহ, স্ফীতি ও		অন্ননালী-প্রদাহ বা ইসফেগাইটিস	৪/০
দড়কচড়াভাব প্রভৃতি	৮৮/০	অফ্‌থ্যাল্মিয়া, কঙ্জাংটিভাইটিস বা	
অণ্ডাধাররোগ বা ডিজিজেক্ অব দি		যোজকর্কাল্লিপ্রদাহ—সহজ বা সিম্পল,	
ওভারিজ	৮৮/০	পূরধাতুজ বা গণরিয়েল, গণ্ডমালিয়	
অণ্ডাধারশূল বা ওভারেলুজিয়া	৮৮/০	বা ক্রুফুলাস, দানাহুক্ত বা গ্র্যান্ড-	
অণ্ডাধারের অর্কদুদ বা ওভারিয়ান্		লার, পুয়জনক বা পুফলেটে, পুয়-	
টিউমার	৮৮/০	বা পাশ্চলার এবং	
অনিদ্রা ও অস্থিরতা প্রভৃতি	৫/০	যোজকর্কাল্লি সহ রসবান্ধিকায়ুক্ত বা	
অনুপেক্ষ ঋতুশ্রাব বা ভাইকোরিয়াস্		ফ্রুটিনিউলার প্রভৃতি	২৯/০
মেনষ্ট্রেশন	৮৮/০	অফ্‌থ্যাল্মিয়া নিওনেটোরাম বা নবজাত	
অনুপেক্ষরোগ বা টেরিজিয়াম	২৯/০	শিশুর চক্ষুপ্রদাহ	২৮০ । ৮৮০
অনৈচ্ছিক, অসাড়া এবং নিকীধ মুত্রশ্রাব		অবসাদবায়ু চিত্তোদ্বেগ বা হাইপকণ্ড্রো-	
বা ইনভলান্টারি ইউরিনেশন এবং		সিস	৭১/০
ইনকটিনেস্ অব ইউরিন্	৮১/০	আঘাত বা ইঞ্জুরি—রোগকারণ	৫/০
অস্ত্র প্রদাহ বা এণ্টারাইটিস	৪/০	অভিযাতিক এবং অস্ত্রচিকিৎসাসম্বন্ধ	
অস্ত্র-বেষ্টে ক্লিষ্ট-প্রদাহ বা		জর	৬৯/০
পেরিটনাইটিস্	৪/০	অভিযাতিক, রোগ বা ইঞ্জুরিজ—শ্রেণ	
অস্ত্র-রক্তশ্রাব বা ব্লিডিং ফ্রম দি		বা মচকান প্রভৃতি	৬১/০
বায়ুয়েলস্	৪/০	অভিসম্পাত ও শপথ করিবার অদম্য	
অস্ত্রাবরোধ বা অবষ্ট্রাকশন্ অব দি		ইচ্ছা	৫/০
বায়ুয়েলস্	৪/০	অগ্নাতিশয্য এবং অগ্ন্যবিষ্টা	৫/০
অস্ত্রের পক্ষাঘাতিক দুর্বলতা বা		অরণিকা, ত্বরক্তিমতা বা ইরিথিমা	৩/০
প্যারালিটিক উইকনেস্ অব দি		অর্কদুদরোগ বা টিউমার	৬১/০
বায়ুয়েলস্	৪/০	অর্শরোগ বা হিমরয়েড্‌স্, পাইল্‌স্	৪/০

অলীক প্রসব-বেদনা বা ফলস পেনস	৯১/০
অশ্রু-যন্ত্র-রোগ বা ডিজিজেক্স অব দি ল্যাক্রিম্যাল এপারেটাস	২৮০
অসহিষ্ণুতা বা উত্তেজনা প্রবণতা—মান- সিক, ঐন্দ্রিয়ক এবং স্নায়বীয়	৫৮/০
অসাড় ও অনৈচ্ছিক বা ইনভলুন্টারি মল- ত্যাগ	৪৮/০
অস্ত্রচিকিৎসাস্তিক রোগ	৬১/০
অস্ত্রচিকিৎসাস্ত্রে বেদনাদি চক্ষু-বিকার	২৮০
অস্থি-অৰ্কুদ বা একজেন্টোসিস অব্ দি বোন	২৮/০
অস্থি ও অস্থিবেষ্টঝিল্লিসংস্থ নানাবিধ রোগ—বালাস্থিবিহার বা রেকাইটিস আদি, অস্থিবেষ্টপ্রদাহ বা পেরি- অস্টি-ইটিস, অস্থিহ্রস্বত বা কেরিজ এবং অস্থিধ্বংস বা নিক্রোসিস প্রভৃতি	২৮/০
অস্থি ও অস্থিসংস্থ রোগ	২৮/০
অস্থিরতা এবং উৎকণ্ঠা	৫১/০
অউয়ার-গ্যাস-কণ্ট্রাকশন বা জরায়ুর ডামরিক সংকোচন	৯১/০
আগন্তুক বস্তু বা ফরেন বডিসংশ্রবে চক্ষু- প্রদাহ	২৮০
আঘাতজ চক্ষু-প্রদাহ	২৮/০
আঙ্গুলহাঁড়া বা হাইটলো, প্যানারিটাম	৩/০
আতপাঘাত বা সান্ট্রোক	৭১০/০
আত্মহত্যা করণেচ্ছা	৫১/০
আত্মহত্যা করণেচ্ছা বা স্ফুইসাইড্যাল মেনিয়া	৭১০/০
আফ্টার পেন্‌স, প্রসবাস্তিক শূল বা ভ্যাদাল ব্যাথা	৯১/০
আবদ্ধ-জরায়ু-কুহুম বা রিটেওপ্লাসেন্টা	৯১০/০
আমবাত, শীতপিত্ত বা হাইলস্, হাইড্‌স্, নেটল রেস	৩/০

আমরক্ত-রোগ, রক্তামাশয় বা ডিসেন্টারি —তরুণ ও প্রবল বা একুটি, নাতি প্রবল বা সাব-একুটি, পুরাতন বা ক্রনিক, সান্নিপাতিক বা টাইফইড	৪৮/০
আমাশয়-কর্কট-রোগ বা ক্যানসার অব দিষ্টমাক্	৪১/০
আমাশয়প্রদাহ ও ক্ষত বা গ্যাস্ট্রাইটিস ও গ্যাস্ট্রিক আল্‌সার	৪১/০
আমাশয়মধ্যে কখনও ভয়ঙ্কর জ্বালা, কখনও বরফবৎ শীতলতা	৫১/০
আমাশয়-রোগ বা গ্যাস্ট্রিক ডিরেঞ্জমেন্ট	৪১/০
আমাশয়শুল্কতা বা ড্রাইনেস অব দি ষ্টমাক	৪১/০
আমাশয় হইতে রক্তশ্রাব বা ব্রিডিং ফ্রম দি ষ্টমাক	
আমাশয়ান্ত্রিক প্রদাহ বা গ্যাস্ট্রো-ইন্‌টেস্টাই- ন্যাল ইনফ্ল্যামেশন	৪১/০
আমাশয়দুর্বলতা বা উইকনেস অব দি ষ্টমাক	৪১/০
আমাশয়ের শূল বা গ্যাস্ট্রাল্‌জিয়া	
আরক্ত অর বা স্ফাংলটিনা	৬১/০
আর্ন্তবাত্তাব, রক্তোলোপ এবং আর্ন্তবাত্তাব বা এমেনোরিয়া এবং সাপ্রেসড মেনসেস	৮৮০/০
আহারান্ত্রে রোগের ভ্রাস অথবা বৃদ্ধি	৫১/০
আক্ষেপিক প্রসব-বেদনা বা স্প্যাজমডিক লেবর পেন্‌স	৯১০/০
আক্ষেপিক মূত্র-নিঃসরণ বা স্প্যাজমডিক ইউরিনেশন	৮৮/০
ইউরিনিয়া বা মূত্রবিষক্রিয়া	৮৮/০
ইউরেট্রিয়ান টিউব ও কর্ণসর্দি	২৮/০
ইচ্ছা ও যুগা এবং মুখাষাদ ও মুখ এবং নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ প্রভৃতি	৫১/০
ইডিমাগ্‌টিডিস বা স্বরযন্ত্রহারশোথ	৩১০/০
ইডিমাপাল্‌মনাম বা ফুসফুসের শোথ	৩১/০

ইনফ্লুয়েঞ্জা বা দেশব্যাপক প্রতিজ্বর ৩৯/০	উন্মাদ-রোগ বা ইন্সট্যানিটি—একট-
ইম্পেটিগো বা চর্মদল—গোলাকার ও চেপটা, পূর্ণপূর্ণ উদ্ভেদ ৩৯/০	মেনিয়া, মনমেনিয়া বা একাশ্রয়ো- ন্মাদ, ধর্মোন্মাদ, কামোন্মাদ, এবং ডিমেনসিয়া বা বুদ্ধিহ্রাসতা প্রভৃতি ৭৯/০
উদর অথবা বস্তিকোটর-যন্ত্রের কিছা উদ্ভয়ের ঠেলমাঝা বা ফুলিয়া পড়া ৫১/০	উপতারা-রোগ বা ডিজিজেক্স অব দি আইরিস্ ২৬/০
উদরবস্তাদিপ্রদাহ—অস্ত্র-বেষ্টে-ঝিল্লিপ্রদাহ বা পেরিটনাইটিস্, অস্ত্রপ্রদাহ বা এণ্টারাইটিস্, ডায়াক্রমাইটিস্ এবং অক্সান্দিপ্রদাহ বা টিফলিাইটিস্ প্রভৃতি ৪১/০	উপদংশ-রোগ বা সিফিলিস্—তরুণ বা প্রাইমেরি, নাতিতরুণ বা সেকেন্ডারি এবং পুরাতন বা টার্সিয়ারি ৭
উদররোগ বা ডিজিজেক্স অব দি এবড- মেন ৪১/০	ঋতুরোধ অথবা ঋতুতু ৮৬/০
উদরশূল, অস্ত্রশূল, শূলবেদনা বা কলিক্ ৪১/০	ঋতুসন্ধিকাল ও ঋতুসন্ধিকালীন রোগ বা ক্রাইম্যাষ্টারিক পিরিয়ড এবং ক্রাইম্যাষ্টারিক ডিজিজেক্স ৮৬/০
উদরাদমধ্যে ক্রণাদি জীবন্ত পদার্থের বা কোন আগন্তুক পদার্থের বর্তমানতা বা সঞ্চলনের অনুভূতি ৪১/০	ঋতুসন্ধি, বিশেষতঃ বর্ষায়সীদিগের শেষ ঋতুরোধকালের অথবা তৎপরের অর্শ, শোণিতস্রাব, তাপোচ্ছ্বাস তপ্তবর্ণ এবং মুচ্ছার জ্বালা ও শিরঃ- শূল প্রভৃতি ৫১/০
উদরাদি যন্ত্রমধ্যে থালি, কিছু না থাকা অথবা শূন্যবোধ ৪১/০	এণ্টাইটিস্ বা বৃহৎকমনী প্রদাহ ৯৯/০
উদরাধ্বান, উদরক্ষীতি বা টিম্পানাই- টিস্ ৪১/০	একুট, পুরাতন বা ক্রনিক এবং সান্নি- পাতিক বা টাইফইড ৪১/০
উদরাধ্বান বা পেটকাঁপা ৫১/০	এডিসম্ ডিজিজ—ত্বককলঙ্ক বিশেষ দ্বারা স্পষ্টীকৃত স্নায়বীয় ও বাস্তবিক ক্রিয়াবসাদযুক্তি হুচিকিংস্ রোগ বিশেষ ৩৯/০
উদরাময়—প্রাভূষক বা মর্শিং ডাইরিয়া ৪১/০	এনাসার্কি বা ত্বকশোথ বা বাহু শোথ ৬৯/০
উদরাময় বা ডাইরিয়া—তরুণ এবং পুরাতন ৪১/০	এনুরিজম বা ধমনী-ক্ষীতি এবং এধারমা প্রভৃতি ধমনীরোগ ৯৯/০
উদরাময়—মানসিকবিকারবশতঃ ৫৯/০	এম্ফিসিয়া বা ফুস্ফুসের বায়ু-ক্ষীতি ৩৯/০
উদর বা এসাইটিস্ ৬৯/০	এলুমিনিয়াম, ব্রাইটস্ ডিজিজ বা লাল মেহ ৮১/০
উদ্ভেদ বসিলে বা অন্তস্থ খী হইলে এবং প্রাব বসিলে রোগ ৫১/০	এম্ফিসিয়া এবং স্প্যাজম অব দি লাঙ্গস্ বা শ্বাসরোধ এবং ফুস্ফুস ও অন্ত্রনালীর আক্ষেপ ৬৯/০
উদ্ভেদিক জ্বর বা একজ্যান্সিমেন্টা ৬৯/০	ওভারিগ্রন্থিরোগ ২৯/০
উদ্ভেদিক জ্বর বা একজ্যান্সিম্যাটিক ফিবার ৬১/০	
উদ্ভেদিক জ্বরে উদ্ভেদের অনুদগম বা অন্তর্গমন (বসিয়া ঘাওয়া) বশতঃ রোগ ৬৯/০	

ঔষধ ও তাম্রকুট, মস্ত এবং অহিফেন	কাসি বা কফ	৩৮/০	
প্রভূতি মাদকদ্রব্যাদির অপব্যবহার	কিডনি বা বৃক্ক রোগ	৮৮/০	
এবং অন্যান্য বিবিধ কারণজনিত	কিডনি বা বৃক্কের দানায়ুক্ত ক্ষয় বা		
বিষ-ক্রিয়া	৫৮/০	গ্র্যানুলার ডিজেনারেশন	৮৮/০
কঙ্কুরোগ, পাঁচড়া বা স্কেবিজ, ইচ, সোরা ৩৮/০	কিডনি বা বৃক্কের ফ্যাটি ডিজেনারেশন		
কণ্ডিলমা বা গ্লেঅ্যাণ্ডটিকা এবং চর্মকীল	বা বসাপকৃষ্টতা	৮৮/০	
বা ওয়ার্টস্	৭১	কুইনাইন্ রক্ত ম্যালেরিয়াদি জ্বর	
কণ্ড, সাধারণ চুলকনা বা ফ্রাইটিস্ ৩৮/০	এবং ছদ্মজ্বর বা মাস্কড ফিবার		
করইডাইটিস বা চক্ষুর রক্তনাদীময়-	প্রভূতি	৬৮/০	
ঝিলি প্রদাহ	২৮/০	কুঁচকির ফাঁসবদ্ধ অস্ত্রব্রূজি-রোগ বা	
কর্ডি বা লিঙ্গোচ্ছ্বাস	৭১	ষ্ট্র্যাঙ্গুলেটেড ইইজুভাল হার্ণিয়া	৪৮/০
কর্ণ এবং কর্ণ সংসৃষ্ট-রোগ	২৮/০	কুমিরোগ বা ওয়াম্‌স্	৪৮/০
কর্ণ থইল	২৮/০	কৃশতা এবং রক্তহীনতাদি	৫৮/০
কর্ণনাদ বা টিনিটাস অরিয়াম	২৮/০	কেশখলন, টাক বা এলপেসিয়া	
কর্ণমূলগ্রন্থি বা প্যারিটিড গ্ল্যান্ডপ্রদাহ,		বল্ডনেস	৩৮/০
প্যারিটাইটিস বা মাল্পাস	২৮/০	"কোমা ভিজিল বা টাইফমেনিয়া"	
কর্ণশূল, কর্ণপ্রদাহ এবং অটরিয়া এবং		অচেতনাবস্থায় উন্মীলিত চক্ষুসহ	
কানপাকা প্রভূতি	২৮/০	অস্পষ্ট কথন	৫৮/০
কর্ণিয়া বা চক্ষুর কালক্ষেত্রের অসচ্ছতা		কোষময়-ঝিলি প্রদাহ বা সেলুলাইটিস	৬৮/০
বা ওপেসিটি	২৮/০	কোষ্ঠবদ্ধ বা কন্ঠিপেশন	৪৮/০
কর্ণিয়া বা চক্ষুর স্বচ্ছাবরকের প্রদাহ বা		ক্যাংক্রাম আরস বা পচিত যুগ্মকৃত,	
কিরিটাইটিস ও ক্ষত	২৮/০	মামুরিকির ঘা	৪৮/০
কর্ণিয়ার এবসেস, হাইপপিয়ন বা কর্ণি-		ক্যানসার বা কর্কটরোগ	৬৮/০
য়ার পশ্চাৎ নিম্নে অর্ধচন্দ্রাকারে		ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বা একশন ও রি-	
পূর সংগ্রহ	২৮/০	একশন	৫৮/০
কলিম্বায়ুয়ারগ্রোথ বা ফুলকপিবৎ উপ-		ক্রোধ, শোক প্রভৃতি মানসিক উপঘাত	
মাংস, কণ্ডিলমা বা গ্লেঅ্যাণ্ডটি এবং		রোগকারণ	৬৮/০
তজ্জাতীয় অল্প বিষ মাংস বৃদ্ধি,		ক্লাব-ফুট বা বক্র-পদ	৩৮/০
অর্কুদ বা টিউমার	৬৮/০	ক্লোরোসিস ও এনিমিয়া বা মৃৎপাণ্ডু ও	
কলেরা বা ওলাউঠা—এসিয়াটিক		রক্তহীনতা	৮৮/০
প্রভূতি	৪৮/০	খরী, থাইল, স্থানিক আক্ষেপ বা	
কলেরা—রক্তময় বা ব্লাডি কলেরা	৪৮/০	ক্র্যাম্পস্	৭৮/০
কাউর, পামা বা এক্জিমা	৩৮/০	গণ্ডমালা-রোগ বা ক্ষুফুলা	২৮/০
কাবীকল বা দাহিকা, দধত্রণ, পৃষ্ঠত্রণ ৬৮/০		গর্ভশ্রাব, গর্ভপাত বা এবর্শন, মিস্-	
		ক্যারেক্স	২৮/০

গর্ভাবস্থার রোগ—ফাইব্রিনাস ফিবার, .
মূত্য়া-ভীতি, জরায়ুর-বেদনা শিরা
ক্ষীতি বা ভেরিকোজ ভেনন্স প্রভৃতি
বিবিধ রোগ ২০/০

গর্ভিণী, প্রসব এবং প্রসবাস্তিক বা
মৃতিকারোগ ২১/০

গলগণ্ডরোগ বা গয়টার ২১/০
গল-প্রদাহ ও গল-ক্ষত বা সোর-থ্রেট ৪১/০
গলমধ্যে ক্লকক্লক শব্দ ৫১/০
গল-ক্ষত বা কুইঞ্জি সায়ানাক্সি টনসিলি-
রিজ ৪১/০
গাউট বা ক্ষুদ্রবাত ৭০/০
গীতি-বাত্ৰ সহ রোগসম্বন্ধ ৫১/০
গুদভ্রংশ, হালিশ বা প্রলাপ্সাস্
রেস্টাই ৪১/০
গুণ্ড-বায়ু, মুচ্ছা-বায়ু, অপস্মার বা
হিষ্টিরিয়া ৭১/০
গুহ্মবীরের সম্বোধন বা কনস্ট্রিকশন অব
দি এনাস ৪১/০
গৃহবিরহাতুরতা বা হোমসিকনেস্ ৭১/০
গ্যাংগ্রিন বা ন্যূনাধিক শরীরাত্মের মৃত্যু
বা পচন ও বিগলন ৬১/০

গ্রন্থি এবং গ্রন্থি-সংস্থাপ্ত রোগ ২১/০
গ্রন্থি-রোগ বা ডিজিজিজ অব দি গ্যাণ্ডস্ ২১/০
গ্রীবাস্তস্ত বা টার্টিকলিস্ ৭০/০
গ্লকমা বা চক্ষুরসের অবচ্ছত বা বশতঃ
ঘোর-দৃষ্টি ২৬০/০
মিট বা পুরাতন পুয়-মেহ ৭১/০
ম্লোবাস্ হিষ্টিরিকাস বা গলা বাহিয়া
পিণ্ডাকার বস্ত্র উঠা ৫১/০
যক্ষের স্থান ও যক্ষ-প্রকৃতি ৫১/০
মূরিকশি বা ক্রুপ—সহজ ও পর্দাজনক
বা মেম্ব্রেনাস ৩১/০

ব্রাণশক্তিৰ অভাব ৫১/০
ব্রাণশক্তিৰ কষ্টকর প্রথরতা ৫১/০
ব্রাণে অসহিষ্ণুতা ৫১/০
ব্রাণে অসহিষ্ণুতা ও মুচ্ছার ভাব ৩১/০
চর্মকোলক বা ওয়ার্টস ৩১/০
চক্ষু ও চক্ষুগণির বাপিউপিলের বিকৃতি ৫১/০
চক্ষুপুট আনর্জন (Twitching) বা
চোক-নাচা চক্ষু মিটিমিটি ২৬০/০
চক্ষুপুট পতন বা টোসিস্ ২৬০/০
চক্ষুপুট-প্রদাহ বা ব্লেফারাইটিস্ ২৬০/০
চক্ষুপুটবিপর্যায় বা একটোপিয়াম ও
ট্রিকইয়ামিস্, চক্ষুপুট বক্র হওয়া বা
চক্ষুকেশ উন্টান ২৬০/০
চক্ষুপুটের বিবিধ রোগ ২৬০/০
চক্ষুমণি, তারা বা পিউপিলের ডাইলে-
টেশন বা প্রসারণ ২৬০/০
চক্ষুর কালশিরা একিমোসিস্ ২৬০/০
চক্ষুর স্নায়ুশূল ২৬০/০
চক্ষুরোগ বা ডিজিজিজ অব দি আইজ ২৬০/০

চক্ষুরোগ বা ডিজিজিজ অব দি
আইজ ২১০/০

চাপে রোগের হ্রাস বা বৃদ্ধি ৫১/০
চিকিৎসা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় ৫১/০
ছিপি, গাঁজ, কাটা, গোলা বা গুল্ম,
লোহার পতর, ব্যাণ্ডেজ্ বা ফিতা
এবং জীবন্ত জন্তু প্রভৃতি নানাবিধ
আগন্তুক বস্ত্র শরীরের স্থানবিশেষে
থাকার স্থান কষ্টপ্রদ লক্ষণ উৎ-
পাদনের অনুরূপ ৫১/০
জটুল বা নিভাস ২১০/০

জড়রোগ বা ইম্বেসিলিটি ৬১/০

জরায়ু প্রভৃতি ব্রীজনেনাল্রিয়ে ক্যান্সার
বা কর্কট প্রভৃতি অর্কুদ

জরায়ু ও যোনি প্রভৃতি স্ত্রীজননেত্রিয়ের	
স্থানচ্যুতি এবং জরায়ুর আবর্তন ও	
বক্রতা বা ভাংশন ও ফ্লেকশন	২/০
জরায়ু-প্রদাহ (তরুণ ও পুরাতন) বা	
মেট্রাইটিস, ইনফ্ল্যামেশন অব দি	
ইউটারাস্	২/০
জরায়ু-স্রাব বা প্রোল্যাপ্‌সাস্ অব দি	
ইউটারাস্ ও যোনি প্রভৃতি রোগ	২/০
জরায়ু-মুখ ও গ্রীবা বা অস্ ও সার্ভিক্স্	
ইউটারাইর প্রদাহ ও ক্ষত	৮৮/০
জরায়ু-রক্তস্রাব বা হিমরেজ ক্রম দি	
ইউটারাস্	২/০
জরায়ুর সাব ইনভলিউশন, ফাইসমেট্রা	
প্রভৃতি নানাবিধ রোগ	২
জলদোষ বা হাইড্রসিস	৫০/০।৬০
জলশোধ বা ইডিয়ার বর্তমানতা	৫০/০
জলশোধ বা ড্রপ্‌সি	
জলাতঙ্ক এবং শ্রোত-জলশব্দস্রবণ ও	
জল বা তৎবৎ চাকচিক্যশালী	
বস্তু দর্শন রোগের বা রোগবৃদ্ধির	
কারণ	৫০/০
জলাতঙ্ক-রোগ বা হাইড্রকসিয়া	৭০/০
জানু-সন্ধি-রোগ বা ডিজিজেন্স অব দি	
নি-জইন্ট—সাইনভাইটিস্ বা শিরা-	
মুণ্ড প্রভৃতি	৭০/০
জিহ্বালক্ষণের বিশেষত্ব	৫০/০
জৈবতাপাল্পতা ও শীতানুভূতি	৫০/০
জৈবরসক্ষয়—রোগ-কারণ	৫০/০
অর-রোগ—অজীর্ণজ্বর, কাম-জ্বর বা	
গ্যাস্ট্রিক্ ফিবার, পিত্ত-জ্বর বা মিলি-	
য়াস্ ফিবার, পিত্ত-প্লেগ্মা-জ্বর বা	
বিলিয়াস্ রেমিটেণ্ট ফিবার, বাত-	
জ্বর বা নার্ভাস ফিবার, বাত-পৌত্তক	
জ্বর বা নার্ভাস-বিলিয়াস ফিবার	
প্রভৃতি	৬০/০

অর-রোগ বা ফিবার	৬০/০
আলা বা বার্ণিং	৫০/০
টনসিল-গ্রন্থি-প্রদাহ বা টনসিলাইটিস	২০/০
টুবাকু লোসিস বা গুটিকোংপাদক রোগ	৬৮/০
টেব্‌স্ মেসেন্টেরিকা বা অস্ত্র-বেষ্ট-ঝিল্লি-	
গণ্ডমালারোগ	২০/০
ডিক্‌থেরিয়া বা ভুট্ট-গল-ক্ষত	৪০/০
ডিস্‌ক্রেশিয়া, ডায়্যাথিসিস্ এবং ক্যাকেক্-	
শিয়া	৫০/০
ডিস্‌ফেজিয়া বা গল-রোধ	৪৮/০
তাণ্ডব, নৃত্যরোগ বা কোরিয়া	৭০/০
তাপোচ্ছ্বাস, ঘর্ম্ম ও মুচ্ছার ভাব	৫০/০
তৃষ্ণা এবং জলপান	৫০/০
তোতলামী বা ষ্ঠ্যামারিং	৭০/০
অক্‌রোগ বা ডিজিজেন্স অব	
দি স্কিন	৩/০
অক্‌রোগ বা ডিজিজেন্স অব দি স্কিন	
অকের কড়া বা কর্ণ, কাঠিন্য, কর্ণশতা	
এবং পুণ্ড-গুটিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র-	
রোগ	৩/০
অগুস্তেদ-বিশিষ্টতা এবং কণ্ডুয়ন	
প্রভৃতি	৫০/০
দক্ষ বা রিং ওয়ার্ম, হাপিস্	
সারিসিনেটাস	৩০/০
দস্তমাড়িরোগ বা ডিজিজেন্স অব দি	
গাম্‌স্	৪৮/০
দস্ত-রোগ	৪৮/০
দস্ত-শূল	৪৮/০
দস্তের ক্ষত বা করিজ, নালীক্ষত বা	
কিশ্‌চুলা এবং ক্ষর বা ডিকে প্রভৃতি	
রোগ	৪৮/০
দস্তোংপাটন জন্তু শোণিতস্রাব	৪৮/০
দস্তোংপাটন বিকার (শিশুর) ও তদবধিত	
অর এবং আক্ষেপাদি রোগ	৪৮/০

হৃৎ-স্রব, হৃৎকো বা মিক কিবার, কেরিস্ ল্যাণ্ডিয়া ; স্তম্ভাভাব বা স্তম্ভরোধ ও তৎসংস্রষ্ট প্রদাহ এবং পুষ-সংকার প্রভৃতি রোগ ; স্তম্ভাধিক্য	২১/০
হৃৎপিড়কা বা ক্রান্তা ল্যাক্টিয়া	৩১
হৃৎবলতা বা ডিবিলিটি এবং নিম্ন চুম্বাল ঝুলিয়া পড়া	৫১/০
হৃৎবলতা বা ডিবিলিটি এবং পেপী- দোর্কল্য	৭১/০
দৃষ্টিদোর্কল্য বা এম্বোমোপাইয়া	৩
ধমুষ্টকার বা টিটেনাস	৭১/০
ধাতু বা কন্ট্রিটিউশন	৫১/০
ধ্বজ-ভঙ্গ বা ইস্পোটেম্‌স্	৫০/০
নখ-রোগ বা ডিজিজেক্ অব দি নেল্‌স্	৩১
নবজাত শিশুর ঝাসরোধ	৮১
নাসাপুটের পক্ষবৎ চালনা ও বিস্তার	৫১/০
নাসিকাগ্রের প্রদাহ ও ক্ষত	৩১
নাসিকাগ্রের ক্ষীতি	৩১
নাসিকাদি শ্বাসযন্ত্ররোগ	৩১/০
নাসিকারক্তস্রাব বা এপিষ্টাক্সিস্	৩১
নাসিকাঙ্গী নানাবিধ ক্ষুদ্র রোগ	৩১
নাসিকা-সর্দি বা করাইজা	৩১
নিউমোনিয়া প্লুরো-নিউমোনিয়া, বিলি- য়াস-নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কো-নিউ-মোনিয়া প্রভৃতি	৩১/০
নিউরেস্‌নিয়া বা স্নায়বীয় ক্রিয়াদোর্কল্য	৭১
নিজ্রা, তামসী নিজ্রা ও নিজ্রালুতাদি এবং নিজ্রাস্তে রোগের হ্রাস অথবা বৃদ্ধি	৫১/০
নিজ্রাহীনতা বা স্লিপলেস্‌নেস্ এবং নিজ্রাবিকার	৭১
নিম্পল-বায়ু বা ক্যাটালেপ্সিস্	৭১/০
নীলরোগ বা সায়ানোসিস্	২১
নেক্রাইটিস্ বা বৃক্ক-প্রদাহ	৮১

নেক্রোলজিয়া বা বৃক্ক-শূল	৮১
স্ত্রাবা, পাণ্ডু, কামলা বা জন্ডিস্	৪১/০
পতন, হিমাজ বা কোল্যাপ্স-লক্ষণাদি	৫১/০
পরিপাক যন্ত্র এবং মুখগহ্বরাদি উদর-যন্ত্র-রোগ	৪/০
পরিপাক-যন্ত্র-রোগ	৪১/০
পলিপাস্ বা বহুপাদার্বুদ	৬১/০
পক্ষাঘাত—চক্ষু-পুট-পতন	৭১/০
পক্ষাঘাত—জিহ্বা, ওষ্ঠ, গলদেশ প্রভৃতি স্থানিক	৭১/০
পক্ষাঘাত—ডিক্‌থিরিয়া-রোগান্তিক বা পোষ্ট-ডিক্‌থিরিটিক	৭১/০
পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্	৭১/০
পীকুই, শীতফোটক বা চিল্‌ব্রেন্	৩১
পাদমূলের (Heels) ক্ষতাদি	৩১
পানিবসন্ত বা ভেরিসিলা, চিকেন্‌পক্স্	৬১/০
পারদঘটিত রোগ বা মার্‌ক্‌রিয়েল ডিজিজ্ (মার্‌ক্‌রিয়েল পলজি প্রভৃতি)	
ইল্‌এফেক্ট্‌স্ অব মার্কারি	৬১/০
পারদোপদংশজ যৌগিক বিষোৎপন্ন রোগ	৭/০
পাপুঁরা হিমরেজিকা শীতানরোগ	২১
পিত্ত-শিলা বা গলষ্টোন, বিলিয়ারি কাকলাই এবং পিত্তশূল বা বিলিয়ারি কলিক প্রভৃতি	৪১/০
পিনস, পুতিনস্ত, পুরাতন সর্দিরোগ বা অজিনা	৩১/০
পীত-স্রব বা ইয়োলো কিবার	৬১/০
পুং-জননেন্দ্রিয়রোগ	৫/০
পুং-জননেন্দ্রিয়ের বিবিধ রোগ	৫০/০
পুরাতনরোগ-বিষ-বাস্প বা ক্রনিক ডিজিজ্-মারাজ্‌ম্—সোরা, সাইকো- সিস্, সিফিলিস্	৫১/০
পুষ-মেহ বা গণরিয়া	৭/০

পুষ্পশোথ, ব্রণশোথ বা এসেস্	৬৮০/০	প্রসববেদনাকালীন কন্ডালশন বা	
পৃষ্ঠব্রণ, দাহিকা বা কার্কাঙ্কল, আঙ্গুল		আক্ষেপ	২১৮/০
হাঁড়া বা হইলো, প্যানারিটাম,		প্রসবাস্তিক রক্তে বা লোকিয়া-স্রাব-সংকট	
প্যানারিস; হুটব্রণ বা ম্যালিগন্যান্ট		রোগ	২১৮/০
পাশুল; শ্বচ্ছেদ সংশ্রবীয় বা		প্রসবাস্তিক চিকিৎসা	২১০/০
ডিসেক্টিং উণ্ডস বা ক্ষত এবং বিষধর		প্রসবাস্তিক মূত্র রোধ বা রিটেনশন অব	
কীটদংশনজনিত ক্ষত প্রভৃতি	৩১/০	ইউরিন	২১০/০
পৃষ্ঠশূল, পৃষ্ঠবেদনা বা ব্যাক-এক	৭০/০	প্রসবাস্তিক রক্তস্রাব	২১০/০
পেশীআনর্জন বা টাইটিংস অব দি		প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর রোগের	
মামলস	৭৮০/০	বৃদ্ধি	
পেশী-প্রদাহ বা মায়ি-আইটিস	৬৮০/০	প্রেমবিষয়ক নৈরাশ্র এবং ছেঁষাদি	৫৮
পেশীবাত এবং পেশী শূল	৭৮/০	শ্রীহারোগ বা এন্ডোজমেন্ট অব স্প্লীন	৪৮০/০
পোড়ানারাক্স বা পেলিগাস	৩১/০	প্লুরিসি, প্লুরাইটিস বা ফুসফুস-বেষ্ট-নিয়মি-	
প্যাংক্রিয়াসগ্রন্থি-রোগ	৪৮০/০	প্রদাহ	৩১০/০
প্যারা ফাইমোসিস বা উন্টামুলা	৫০/০	ফাইমোসিস বা মুদারোগ	
প্যারালিসিস অব দি ইনসেন্স বা		ফাসবদ্ধ-অস্ত্রবৃদ্ধিরোগ বা স্ট্রাক্চলেটেড	
বাতুলের পক্ষাঘাত	৭৮০/০	হার্ণিয়া	৪৮৮/০
প্রতিক্রিয়াহীনতা বা ঔষধের ক্রিয়াভাব	৬৮৮/০	ফিশ্চুলা বা নালিকত	৬৮৮/০
প্রতিশ্রায়, সর্দি বা ক্যাটার	৬৮৮/০	ফিমার এবং ফিশ্চুলা অব দি এনাম ও	
প্রদর্শক লক্ষণ এবং চিকিৎসা-		রেস্টাম বা মলদ্বারনিদারণ ও মলদ্বার	
সৌকর্যার্থ অত্যাগ্র বিষয়	৫৮/০	এবং সরলাস্ত্রের নালীকত	৪৮৮/০
প্রদর্শক লক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ	৫১৮/০	ফুসফুস-প্রদাহ বা ইনফ্রামেশন অব দি	
প্রদাহ ও পুয়জনন বা ইনফ্রামেশন	৬৮৮/০	লাঙ্গস	৩১৮/০
প্রদাহিক উদরশূল বা ইনফ্রামেটরি		ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব বা হিমরেজ	
কলিক	৪৮৮/০	ক্রম দি লাঙ্গস	৩১৮/০
প্রদাহিক উদরাময় বা ইনফ্রামেটরি বা		ফুসফুসে গুটিকা জনন বা টুবাকুলোসিস	
সামার ডাইর্যারিয়া বা ইংলিশ		অব দি লাঙ্গস	৩১৮/০
কলেরা	৪৮৮/০	ফুসফুসে পুয়-সঞ্চার বা সাপুর্নেশন অব দি	
প্রদাহিক স্রব বা ইনফ্রামেটরি ফিবার	৬১৮/০	লাঙ্গস	৩১৮/০
প্রদাহের অস্তাব	৫৮/০	ফুসফুসের আক্ষেপ বা স্প্যাংজেম অব দি	
প্রলাপ বা ডিলিরিয়াম	৫৮/০ । ৭১/০	লাঙ্গস	৩১৮/০
প্রট্টেট-গ্রন্থি-প্রদাহাদি রোগ	৫০/০	ফুসফুসের পচন, ক্ষয় বা গ্যাংগ্রেন	
প্রট্টেট-গ্রন্থি-রোগ	২১৮/০	অব দি লাঙ্গস	৩১৮/০
প্রসব বা লেবর—কষ্টকর বা ডিফিকাল্ট	২১৮/০	ফুসফুসের পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস	
		অব দি লাঙ্গস	৩১৮/০

ফুসফুসের পুত্র বা ত্রণ-শোধ বা এসেস' অব দি লাক্স	৩৮/০
ফুসফুসের প্রসারণ বা ডাইলেটেশন অব দি লাক্স	৩৮/০
ফুসফুসের রক্তাধিক্য বা কঙ্কেশন	৩৮/০
ফ্যারিঞ্জাইটিস বা গলকোষপ্রদাহ	৪৮/০
বক্রদৃষ্টি বা ষ্ট্রাবিসমাস	৬
বধিরতা, ডেকেনেস বা হার্ডনেস অব হিয়ারিং এবং কর্ণরোধ	২৮/০
বক্ষ্যাহ বা ষ্টেরিলিটি	২/০
বমন বা ভমিটিং এবং বিবমিষা বা নসিয়া—মদ্যপানী এবং গর্ভিণীর প্রাত্যহিক ও অস্বাভাবিক নানাবিধ বমন	৪৮/০
বয়োব্রণ, বয়সফোড়া বা একনি	৩৮/০
বসন্তজ্বর বা ভেরিয়োলা, মল পকস	৬৮/০
বস্ত্র বিশেষ ভঙ্গিতে রোগোৎপত্তি	৫৮/০
বহুভাষিতা ; অত্যধিক কথা বলা বা লোকোয়ারিসিটি	৫৮/০
বহুমূত্র বা মূত্রমেহরোগ—মধুমেহ বা ডায়বীটিস মেলিটাস ও মূত্রমেহ, মূত্রাধিক্য বা ডায়বীটিস ইন্স-পিডাস	৮৮/০
বক্ষমধ্যে প্লেগ্মার ঘড়ঘড় শব্দাদি	৫৮/০
বক্ষরোগ বা ডিজিজেল অব দি চেষ্ট	৩৮/০
বক্ষ-শূল, বক্ষের বেদনা বা প্লুরোডাই-নিয়া	৩৮/০
বক্ষ-সর্দি বা ক্যাটার অব দি চেষ্ট	৩৮/০
বাঘী, ব্রহ্ম বা বিউবো.বিউবন	২৮/০ । ৭৮/০
বায়ুনালীপ্রতিস্থায় বা ক্যাটার অব দি ব্রংকাই	৩৮/০
বিচর্চিকা বা সোরিয়াসিস	৩৮/০
বিবমিষা বা নসিয়া ও বমন	৫৮/০
বিবিধ শিশুরোগ	৮৮/০

বিবিধ সাধারণ রোগ	৬৮/০
বিষাদোন্মত্ততা বা মেলান্কলিয়া	৭৮/০
বিষ্ঠা ও মলত্যাগের বিশিষ্টতা এবং মলদ্বারের সঙ্কোচনাদি	৫৮/০
বিসর্প বা ইরিসিপেলাস	৩৮/০
বেদনা বা পেন্স	৭৮/০
বেদনার প্রকৃতি, তাহার হ্রাস ও বৃদ্ধির কারণ এবং তাহার অভাব	৫৮/০
বেরিবেরি রোগ	৩৮/০
ব্রঙ্কাইটিস এবং ক্যাপিলারি-ব্রঙ্কাইটিস—	
তরুণ ও প্রবল ; পুরাতন এবং বৃদ্ধের বা সিনাইল প্রভৃতি	৩৮/০
ব্রঙ্কোরিয়া, বা বায়ু-নালীর প্লেগ্মা-শ্রাবাধিক্য	৩৮/০
ব্রেনফ্যাগ বা মস্তিষ্ক ক্রান্তি	৭৮/০
ভমিটিং অব প্রেগন্যান্সি বা অন্তঃসর্বার বমন	২৮/০
ভক্ষাবস্ত্র দর্শনে অথবা তাহার আশ্রাণে বমনোন্মেক	৫৮/০
ভীতি ও মৃত্যুভীতি এবং ভীতিবশতঃ রোগ	৫৮/০
ভূতপূর্ব কারণসম্ভূত রোগ	৫৮/০
ভেরিকোসিল বা অণ্ডশিরার্কুদ	৫৮/০
ভ্যাক্সিনেশন বা গো-বীজটিকা জনিত জ্বর ও অস্বাভাবিক রোগ	৬৮/০
মতিম্মাবিন্দু বা ক্যাটারাক্ট	৩
মতিম্মাবিন্দু বা ক্যাটারাক্ট প্রভৃতি চক্ষু রোগের অন্তর্গত চিকিৎসাসম্বন্ধ জ্বর ৩ । ৬৮/০	
মদ্যাত্মরোগ বা ডিলিরিয়াম টি মেনস্	৭৮/০
মন্ডুযাস্র এবং আলোক ভালবাসা	৫৮/০
মলদ্বার, গলদেশ এবং উদর প্রভৃতিতে সঙ্কোচনের অনুরূপতা	৫৮/০
মলদ্বার, নাসিকারন্ধ্র এবং কর্ণকূহর প্রভৃতি শরীর বারুদ্বারের রক্তিমতা ও ক্ষতাদি	৫৮/০

মলমলের শিথিলতা এবং অনৈচ্ছিক-
রূপে বা অসাড়ে মলত্যাগ ৫৮/০
মস্তিষ্ক ও তদাবরণীপ্রদাহ বা ইনফ্রামেশন
অব দি ব্রেন এণ্ড ইটস মেম্ব্রেনস ৭৮/০
মস্তিষ্ক ও মানসিক লক্ষণের তুলনা ৫৮/০

মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জাদি স্নায়বীয়
রোগ ৭১/০

মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জা-বেষ্টবিহীনপ্রদাহ বা সেরি-
ব্রো-স্পাইন্টাল মিনিঞ্জাইটিস ৭৮/০
মস্তিষ্কমেরুমজ্জায় রোগ বা ডিজিজিজ
অব দি ব্রেন এণ্ড স্পাইন্টাল কর্ড ৭৮/০
মস্তিষ্কে জলপতন (Swashing) বৎ
অনুভূতি ৫৮/০

মাছেতা, ছল্লি প্রভৃতি নানাবিধ ত্বক্
কলঙ্ক ৩১/০
মানসিক জড়ত্বাদি বিকার বা মেন্ট্যাল
ডিরেঞ্জমেন্ট ৭১/০

মানসিক দৌর্বল্যব্যাপ্তক লক্ষণ—
অবসাদ, বিষমতা, কোমলতা,
পরিবর্তনশীলতা এবং ক্রন্দনাদি ৫৮/০
মানসিক ভাবোত্তেজনাবশতঃ রোগ ৫৮/০
মানসিক রোগবা মেন্ট্যাল ডিরেঞ্জমেন্ট ৭১/০

মিনিঞ্জাইটিস বা মস্তিষ্ক বেষ্টবিহীনপ্রদাহ
—সহজ এবং টুবাঙ্কুলার বা গুটিকা
বৃদ্ধ ৭৮/০

মুক্তবাহুর প্রয়োজনীয়তা ৫৮/০
মুখগহ্বর—দন্ত, দন্তমাড়ি ও জিহ্বাদির
লক্ষণ ৫৮/০

মুখগহ্বরের প্রদাহ ও ক্ষত বা সোর-
মাউথ, একধি বা জাডী ঘা এবং
লালাস্রাব বা স্তালিভেশন প্রভৃতি
রোগ ৪৮/০

মুখমণ্ডল, নাসিকা ও গুঠাদি স্থানে রক্তমা
কলঙ্ক এবং রসবিধিকা প্রভৃতি ৫৮/০

মুখমণ্ডল-পক্ষাঘাত বা ফেসিয়াল প্যারা-
লিসিস ৭৮/০
মূচ্ছারোগ ফেনটিং ফিট ৭৮/০

মূত্র ও মূত্রযন্ত্র রোগ ৮১/০

মূত্রকৃচ্ছ বা ডাইইয়ুরিয়া ৮১/০
মূত্রনালীর প্রতিস্থায়, (ব্যালানোরিয়া)
ও প্রদাহ বা ক্যাটার এণ্ড ইনফ্রামে-
শন অব দি ইউরিথ্রা ৮১/০

মূত্র-পথ হইতে রক্তস্রাব ৮১/০
মূত্রপথে বেদনাদি কষ্ট ৮১/০
মূত্রযন্ত্ররোগ বা ডিজিজিজ অব দি
ইউরিনারি অর্গ্যানস্ ৮১/০
মূত্রলক্ষণের বিশিষ্টতা ৬১

মূত্র-শিলা ও মূত্র-রেণু প্রভৃতি বা ইউরি-
নারি স্টোনস, গ্র্যাভেলস এবং কাক
লাই ৮১/০

মূত্র-শূল বা ইউরিনারি কলিক ৮১/০
মূত্রস্থালী বা ব্র্যাডারের পক্ষাঘাতিক
দুর্বলতা ৮১/০
মূত্রস্থালী প্রদাহ বা সিষ্টাইটিস ৮১/০

মূত্রস্থালী বা ব্র্যাডারের উত্তেজনা বা
ইরিটেশন ৮১/০

মূত্রস্থালী হইতে রক্তস্রাব বা হিমরেজ
ক্রম্ দি ব্র্যাডার ৮১/০

মূত্রাঘাত বা সাপ্রেসন অব ইউরিন ৮১/০
মূত্রাবরোধ বা রিটেনশন অব ইউরিন ৮১/০
মূত্রোপ্তাজনিত শোথ বা ড্রুপসি ৮১/০
মূত্রের ভ্রাণ ও বর্গের বিকার ৮১/০
মূত্রের তলানী বা সেডিমেণ্ট ৮১/০
মুগীরোগ বা এপিলেপসি ৭৮/০

মেরুমজ্জা ও তৎসংযুক্ত রোগ—প্রদাহ
ও দৌর্বল্যাদি ৮১
মেরুমজ্জা ও মস্তিষ্ক-কোমলতা বা সফনিং ৮১

মেরুমজ্জের, উভেজনা বা স্পাইন্ডাল		রসবাতাদি রোগ	৭৮০
ইরিরেটশন	৮	রসবাতিক জ্বর বা রিউম্যাটিক ফিবার	৬৮৮
ম্যালেরিয়া-ফর	৬৮৮	রস বা লসীকাগ্রহিহর ক্ষীতি এবং	
যকৃতের অপকৃষ্টতা—বসাপকৃষ্টতা প্রভৃতি		বিবৃদ্ধি	৬
অপকৃষ্টতারোগ বা ডিসেনারেশন	৫	রাইটাস জ্যাম্প বা লেথকের হস্ত-কম্প	৮/০
যকৃতের গীতক্ষয় বা ইয়োলো এট্রফি		রেটিনা বা চিত্রপত্ররোগ—রেটিনাইটিস	
অব দি লিভার	৫	বা চিত্রপত্রপ্রদাহ, রেটিনার বা চিত্র-	
যকৃতের প্রদাহ, রক্তাধিক্য, বিবৃদ্ধি	৫	পত্রের শোণিতাধিক্য, রেটিস্কাল	
ব্রণশোথ বা পুয়শোথ বা এবসেস এবং		এট্রফি বা চিত্রপত্রের ক্ষয়, রেটিস্কাল	
স্থাবা প্রভৃতি নানাবিধ রোগ		এপলেকসিস বা চিত্রপত্রে রক্তপ্রাব	
যকৃতের ক্ষয়রোগ বা সিরোসিস অব দি		এবং রেটিনা বা চিত্রপত্রের স্থলন বা	
লিভার	৫	ডিট্যাচমেন্ট প্রভৃতি	৩/০
যক্ষ্মাকাশ বা থাটসিস	৬৮৮	রোগলক্ষণের বিভিন্ন পরিবর্তনশীলতা	৬
যে কোন প্রকার শয্যায় শয়ন করুক না		রোগলক্ষণের পর্যায়ক্রমিকতা	৬
কেন তাহার অসহনীয় কাঠিস্থান্য-		রোগলক্ষণের রোগজ প্রকৃতিবিরুদ্ধ ভাব	৬
প্রযুক্ত কোমল শয্যাংশের		রোগের পক্ষবাতিক বা রসবাতিক	
অনুসন্ধানের রোগীর অনবরত শয্যায়		মৌলিকতা	৬
চতুর্দিকে স্থান পরিবর্তন	৬	রোগের পুনঃ পুনঃ আবর্তন	৬/০
যোনিপ্রদাহ বা ইনফ্রামেশন অব দি		রোগের প্রাচুর্য কাল	৬/০
ভ্যাজাইনা	২৮০	লসীকাগ্রহি বা লিম্ফ্যাটিক গ্ল্যান্ডের	
যোনিব্রণ বা ভ্যাজাইনাল প্রোল্যাপসাস	২/০	প্রদাহ	২৮৮
যোনির আক্কেপিক সঙ্কোচন বা ভ্যাজাই-		লাঞ্ছগো বা কটিবাত	৭৮
নিসমাস	২৮০	লিথিমিয়া	৮৮৮
রক্তাকাশ বা হিমপ্টিসিস	৩৮৮	লোকো-মোটর-এটাক্সিয়া বা কশেরুকা-	
রক্তপ্রাব বা হিমরেজ, ব্রিডিং	২৮৮	মজ্জের ক্ষয়রোগ	৮/০
রক্তহীনতা বা এনিমিয়া	২৮৮	ল্যারিস্ক্রিসমাস, ট্রাইডুলাস, বা কণ্ঠনালী-	
রক্তাতিসার বা ব্রাডি ডাইয়ারিয়া	৫/০	হার-আক্কেপ	৩৮৮
রক্তাধিক্য বা কলেক্সন	২৮৮	শয্যা-প্রস্রাব রজনীপ্রস্রাব, বা ওয়েটিং	
রক্তকৃচ্ছ, বাধক বা ডিস্‌মেনরিয়া	২৮৮	দি বেড	৮৮৮
রক্তদৌৰ বা মেনষ্ট্রুয়েল ডিজর্ডার	২৮৮	শরীর চালনায় অথবা বিশ্রামে রোগের	
রক্তবিকারসম্বন্ধীয় ঔষধের তুলনা	২৮৮	হ্রাস বা বৃদ্ধি	৬/০
রক্তোবাহলা, আর্ন্তবাধিক্য বা মেনরেজিয়া	২৮৮	শরীর বা শরীরংশবিশেষের গঠন-	
রক্তিজ রোগ বা ভিনিরিয়েল ডিজিজ	৭৮	বিশিষ্টতা এবং শরীরবেগের সম্বন্ধে	
রসবাত বা রিউম্যাটিজম—তরুণ এবং		রোগীর অভ্যুত কল্পনা	৬/০
পুরাতন (কণ্ড বা সংকোচনাদি)	৭৮০		

শরীরাবস্থাপন-বিশিষ্টতা বা শরনোপ- বেশনাদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, রোগের হ্রাস ও বৃদ্ধির কারণ	৬/০
শরীরের এক পার্শ্ব বা স্থান আক্রমণ অথবা আক্রমণের পর রোগের পার্শ্বান্তরে বা স্থানান্তরে গতি	৬/০
শারীরিক সমলতা, দুর্গন্ধ ও অপবিত্রতা	৬/০
শিরঃশূল—অর্দ্ধশিরঃশূল, আধকপালি মাথাব্যথা বা হেমিক্রেনিয়া বা মেগ্রিম	৮/০
শিরঃশূল—বমন বা প্রস্রাব হইলে উপশম	৮/০
শিরঃশূল—বমনযুক্ত বা সিক-হেডেক	৮/০
শিরঃশূল বা হেডেক—সর্দিজ, শোণিত- সঞ্চয়ী এবং স্নায়বীয়	৮/০
শিরঃশূলসংক্রমে দৃষ্টিবিকার বা অন্ধত্ব	৮/০
শিরাগ্রসরণ বা ভেরিকোজ ভেনুস্	৯১/০
শিরোবর্ধন বা ভার্টিগো	৮/০
শিরোলুপ্তন বা রোলিং অব দি হেড	৮/০
শিশু-কলেরা	৫/০
শিশু-ক্ষয়রোগ	৮১/০
শিশুর কোষ্ঠবদ্ধ	৮১/০
শিশু-রোগ	৮১/০
শিশুর সবিরাম জ্বর	৬১/০ । ৮১/০
শুক্র-মেহ বা স্পার্মাটোহিয়া—স্বপ্নদোষ	৫/০
শৈত, তাপ, সিন্ধতা এবং আবহাওয়ার পরিবর্তন প্রভৃতি রোগের অথবা রোগের হ্রাস বা বৃদ্ধির কারণ	৬/০
শোণিতসংস্থষ্ট বিবিধ রোগ	৯১/০
শোণিতসঞ্চয়ী বা কন্স্টিভ সবিরাম জ্বর	৬১/০
শোণিতপ্রাব এবং শোণিতসঞ্চালন বিশৃঙ্খলা	৬/০
শাসকৃচ্ছ, এবং পাথার বাতাসের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি	৬/০

শাসকৃচ্ছ, বা ডিক্কিকাল্টুরেন্সিওরেশন	৩১/০
শাস-যন্ত্র-রক্তপ্রাব	৩১/০
শাসযন্ত্ররোগ	৩১/০
শাসরোধ—সাধারণ এবং নবজাত শিশুর (এস্ফিক্সিয়া নিয়োনোটোরাম)	৩১/০
শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিয়া অথবা জরায়ুর অন্তর্বেষ্টিক্লি প্রদাহ বা মেটাইটিস	৯/০
শ্লেষ্মাণ্ডি চর্মকীলকের বর্তমানতা	৬/০
শ্লৈষ্মিক-ক্লিয়ার শুক্লতা	৬/০
সকম্প পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস এজিটানুস্	৮/০
সঙ্গম-বৈকারিকভাব—সঙ্গমে প্রবল ইচ্ছা এবং অনিচ্ছা বা সঙ্গমে বেদনা	৯/০
সন্ধিদ্ধতা	৬/০
সন্ধিঘাত বা আর্থ্রাইটিক ইনফ্লামেশন— হিপ্-ডিজিজ্ ও নি-ডিজিজ্ প্রভৃতি	৭/০
সন্ধিরোগ—সন্ধির দুর্বলতা এবং নিম্ন চূরাল বুলিয়া পড়া প্রভৃতি সন্ধি- স্থলন	৭/০
সন্নিপাত জ্বরবিকার বা টাইফয়েড, টাই- ফাস, রেমিটেন্ট এবং লো-রেমিটেন্ট প্রভৃতি জ্বর	৬১/০
সন্নিপাত বা টাইফয়েড অবস্থা	৬/০
সন্ন্যাসরোগ বা এপপ্লেক্সিস	৮/০
সবিরাম জ্বর বা ইণ্টারমিটেন্ট ফিবার	৬১/০
সমসামুসারে রোগের হ্রাস অথবা বৃদ্ধি	৬/০
সরলাস্ত্র বা রেস্তাম মধ্যে বিবিধ ক্লেসানুভূতি	৬/০
সর্বোচ্চীন আক্ষেপ বা কন্ভালশন সাইনডাইটিস বা শাস্তকপ্রদাহ	৭/০
সাইরাটিকা বা গুণ্ধনী	৮/০
সাংঘাতিকতা	৬/০
সামুদ্রিক বমন বা সি-সিকনেস্	৫/০
সাময়িকতা বা পিরিয়ডিসিটি	৬/০

হৃতিকা অথবা পিরপিরেল ফিবার ২১/০
হৃতিকাজ্বর বা পিরপিরাল ফিবার ৬৮/০
হৃতিকা (প্রসবাস্তিক) রোগ ২১/০
হৃতিকাস্তম্ব বা মিক্স লেগ, ফ্লেগম্যাসিয়া

ডলেন্স ২১/০

হৃতিকাকোপ বা পিরপিরাল কন্ডাল-
শন ২১/০

হৃতিকোন্মাদ বা পিরপিরালমেনিয়া ৭১০/০ । ২১/০

স্বৰ্ঘ্যতাপ—রোগের বা রোগ বৃদ্ধির
কারণ ৬৮/০

সেনাইল ক্যাটার বা বৃদ্ধদিগের বায়ু-
নালীর সর্দি ৩৮৮/০

সেপ্টিক ফিবার এবং পারিমিয়া—দ্রষ্ট,
পচা ক্ষত হইতে রক্ত, শবচ্ছেদ
করিতে হস্তাদির ক্ষত (ডিসেকটিং
উণ্ডস) হইলে শব-রক্ত এবং বিষধর-
কীট-দংশন বশতঃ বিষ শরীরে
প্রবেশ ও পুণ্য শোষণাদি জন্ম অর ৬৮/০

স্তনরোগ বা ডিজিজেন্স অব দি ম্যামারি-
গ্যাণ্ড—স্তনপ্রদাহ, স্তনশূল এবং
স্তনগ্রন্থের ক্ষত প্রভৃতি ২১/০

স্তনের ক্যান্সার বা কর্কটাদি অর্কুদ বা
টিউমার ২১/০

স্ট্রী-জননেল্লিয়-রোগ ৮৮/০

স্ট্রী-জননেল্লিয়-রোগ বা ডিজিজেন্স অব
দি কিমেল জেনারেটিভ অর্গ্যানস্ ২১/০

স্ট্রীজননেল্লিয়ের চুলকনা ২১/০

স্ট্রী-রোগ ডিজিজেন্স অব দি
উইমেন—স্ট্রীজননেল্লিয়রোগ
এবং গর্ভিনী, প্রসব ও
প্রসবাস্ত রোগ ৮৮/০

স্তান অথবা গাত্রধৌতকরণে অনিচ্ছা
অথবা তাহা রোগের বা রোগবৃদ্ধির
কারণ ৬৮/০

স্নায়বীয় আঘাত বা শক ৬৮/০

স্নায়বীয় আঘাত বা শক ৮১/০

স্নায়বীয় রোগ ৮১/০

স্নায়বীয় রোগ বা নার্ভাস

ডিরেঞ্জমেন্ট ৭১০/০

স্নায়ু-শূল বা নিউরেলজিয়া ৮১/০

স্নায়ু-শূল, মুখমণ্ডলের বা প্রসোপ্যাল-
জিয়া. ফেসিয়াল নিউরেলজিয়া ৮১/০

স্ট্রোক বা বয়েল্‌স ৩/০

স্বরভঙ্গ বা হোস নেস ৩৮৮/০

স্বর-যন্ত্র-প্রদাহ বা ল্যারিঞ্জাইটিস—

তরুণ ও পুরাতন ; ল্যারিঞ্জিয়াল

ক্যাটার বা স্বরযন্ত্র-প্রতিষ্ঠায় এবং

স্বরযন্ত্রবন্ধা ৩৮৮/০

স্বরযন্ত্র (ল্যারিঞ্জিস্) রোগ ৩৮৮/০

স্বরলোপ (পক্ষাঘাতিক) একনিয়া ১/০

স্বল্পবিরাম অর বা রেমিটেণ্ট ফিবার ৬৮/০

স্বরগশক্তির হ্রাস বা অভাব ৬১/০

স্বরগশক্তির হানি ৭১০/০

স্রাবের প্রকৃতি ৬১/০

স্রাব অথবা ক্ষুণ্ণ উত্তেজের হঠাৎ

লোপ কিম্বা উত্তেজের অহুলাস বা

অসম্পূর্ণ উদগমবশতঃ রোগ ৬১/০

হাইড্রোকেফেলাস বা মস্তিষ্কোদক ৬১/০

হাইড্রোথোরাক্স বা বক্ষ-শোথ ৬১/০

হাইড্রোপেরিকার্ডিয়াম বা হৃদয়ে-শোথ ৬১/০

হাঁপানি, হাঁপ-রোগ বা এজ্‌মা ১/০

হামঅর বা মিজল্‌স ৬১/০

হার্পিস জষ্টার বা বর্জ্যুলাকার বিসর্পিকা ৩১/০

হাস্ত এবং ক্রন্দন ৬১/০

হিকা বা হিকাক, সিড্র্যাটাস ৫/০

হিমোটিমিসিস বা রক্তবমন ৫/০

হিমোটুরিয়া বা রক্তমেহ বা রক্তশ্রাব	৮১/০	হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা	পক্ষাঘাতিক
হৃৎপিণ্ডক কাসি বা হৃৎপিণ্ড কফ	৪,	দুর্বলতা প্রভৃতি	২৮
হৃৎকম্প, হৃৎপন বা প্যালপিটেশন		হৃৎপিণ্ডের বসাপকৃষ্টতা প্রভৃতি	২৮
অব দি হার্ট	২১০/০	হৃৎপেশী প্রদাহ প্রভৃতি	২৮
হৃৎপিণ্ড বা নাড়ী-লক্ষণ	৬১০	হৃৎবাহুবেষ্ট-ঝিলিপ্রদাহ প্রভৃতি	২৮
হৃৎপিণ্ড-বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি অব		হৃৎস্তরবেষ্ট-ঝিলিপ্রদাহ প্রভৃতি	২৮
দি হার্ট	২১০/০	হেস্তিক কিবার বা প্রলেপক অর	৬৮/
হৃৎপিণ্ড-রোগ বা হার্ট ডিজিজ্—হৃৎপিণ্ডের		হে-কিবার বা ওষধি-গন্ধক অর	৬৮/
ক্রিয়া ও নির্মাণবিকারী বা ফাংশনাল		ক্ষতরোগ বা আল্‌সার	৩৮/
ও অর্গ্যানিক বিবিধ রোগ	২১০/০	ক্ষতাহ বা সিকোটিক্স	৩৮/
হৃৎপিণ্ডশূল বা এঞ্জাইনোপেট্রিস	২১০/০	ক্ষয়রোগ বা ওয়েস্টিং ডিজিজ্	৭৮/
হৃৎপিণ্ডাদি শোণিত যন্ত্র এবং শোণিত		ক্ষিপ্ততা অথবা মন্থরতা	৬৮
সংস্কৃষ্ট বিবিধ রোগ	২১০ । ২১০/০	ক্ষুদ্রাক্ষেপ, থলী, পেশী-আনর্ডন এবং	
		সাবসাল্‌টাস টেণ্ডিনামাদি	৬৮

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সংবাদপত্র, খ্যাতনামা
চিকিৎসক ও অভিজ্ঞ মহাআগণের মত ।

* * * The unique claim of the book to the attention of those interested in the progress of Homœopathy in this country lies in the fact that it is, to our knowledge, the only book of its kind in Bengali in which the comparison of cognate medicines is given its due prominence and full recognition. * * *

The Bengalee, 12-2-12

* * * The impression left upon us by a close perusal of the volume is that it is a successful attempt at producing a Homœopathic Materia Medica eminently fitted for the use of the professional men as well as of the student and a distinct gain to the list of Homœopathic treatises in Bengali. In conclusion, we have no hesitation in recommending the book to the notice of all persons interested in Homœopathy and trust that it will speedily gain its proper place in the estimation of the public. * * *

The Amrita Bazar Patrika, 27.3.12

* * * Homœopathic principle of cure and the exhaustive treatment of the subject of Materia Medica will well repay perusal by all. With its aid a good many ordinary ailments can be successfully treated without the help of a physician. * * *

The Statesman, Sept. 6, 1912.

ডাক্তার জগচ্চন্দ্র রায় মহাশয় একোনাইট, বেলেডোনা ব্রাইওনিয়া হিপার সালফার প্রভৃতি ৯টি অতি প্রয়োজনীয় ঔষধের গুণ ও ব্যবহার প্রণালী সরল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। যাহারা লেখাপড়া কম জানেন, তাঁহারাও এই পুস্তক পাঠ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

২১শে শ্রাবণ, ১৩১২।

* * * কোন রোগীর চিকিৎসা করিতে হইলে বহু ঔষধের মধ্যে কোনটি ঠিক ঔষধ তাহা নির্ণয় করিতে অনেক সময় অকূলে ভাসিতে হয়, এই অকূলে কুল মিলাইয়া দেওয়াই জগৎ বাবুর এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। আমরা প্রচলিত বাঙ্গালা প্রথিতনাম প্রায় সকল হোমিও-প্যাথিক ভৈষজ্যবিষয়ক পুস্তকগুলিই দেখিয়াছি, কিন্তু এপ্রকার বিশদ ও বিস্তীর্ণভাবে ঔষধের গুণ ও পরস্পরের পার্থক্যবিচার কোন গ্রন্থেই দেখি নাই। * * *

পাবনা হিতৈষী, ৭ই আগষ্ট, ১৯১২।

৩২ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিট, ২৯-৫-১২ ।

প্রিয় বন্ধু জগৎ বাবু,

আপনার ভৈষজ্যবিজ্ঞান পাঠ করিয়া উপকৃত ও আনন্দিত হইলাম ।
ইহা বঙ্গভাষায় চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ে যুগান্তর করিবে ।

আপনার স্নেহের—শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত, এন্. এম্. এন্.

I have gone through the first volume of Bhaishajya Bijnan, written by my colleague Dr. J. C. Ray. The book is a very learned treatise no doubt, and it will be immense benefit to those who can take the trouble of carefully going through it.

Calcutta,

2nd June, 1912.

SD. BIPIN BEHARI CHATTERJEE M. B.

Homoeopathic Practitioner.

34 THEATRE ROAD.

Calcutta.

27th July, 1912.

* * * This is a work on Materia Medica. It is a very useful work for practitioners and medical students. * * * * *

Yours SINCERELY,

SD. PRATAP CHANDRA MOJUMDER. M. D.

My Dear Jagat Babu,

পাবনা, ২৬শে মার্চ, ১৯১২ ।

* * * আমার বিশ্বাস ইহা নিজগুণে শিক্ষার্থীগণের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইবে ।

অনুগত,

শ্রীধাদবচন্দ্র গোস্বামী ।

প্রিয় জগৎ বাবু,

*

প্রায় একমাস পূর্বে একটি ৫ মাস বয়স্ক শিশুর কঠিন প্রকার Bronchitis চিকিৎসার জন্য আমি আহত হই । পীড়া দেখিয়া Chelidonium কি Lycopodium উপযোগী তাহা Farrington ও

ash এর আমার যে বাঙ্গালা অনুবাদ আছে তাহা দেখিয়া স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তিত হইলাম। তখন আপনার পুস্তকের কথা স্মরণ হওয়ায় তাহাতে এই দুই ঔষধের প্রভেদ স্পষ্টরূপে বুঝিয়া Chelidonium দেওয়ায় শিশুটির জীবনরক্ষা ও আমার মুখ রক্ষা হইল। ইতি।

শ্রীআনন্দগোপাল গুই। ৬ই আগষ্ট, ১৯১২।

*** প্রত্যেক ঔষধের ক্রিয়া, প্রয়োগ, লক্ষণ ও সমতুল্য ঔষধের সহিত তুলনা অতি বিশদ ও স্মরণভাবে আলোচিত হইতেছে। এই পুস্তকখানি সমাপ্ত হইলে ইহা বাঙ্গালা ভাষায় হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞানের একটি অমূল্য রত্ন হইবে। ***

স্বরাজ, পাবনা—২২শে বৈশাখ, ১৩২০ সাল, ৫ই মে, ১৯১৩।

*** We are glad to welcome the second volume of this highly useful publication. It is, like the first volume, a successful attempt at presenting to the students of Homœopathy in a compendious from all the important characteristics of some largely used Homœopathic medicines on the comparative basis.

But the aspect of the book which pleases us most is, that the author does not rest satisfied with recording the views of most of the eminent Homœopaths of the world but has an opinion of his own, which he enforces with vigour and scholarly moderation. In fine we must say that the sections headed "Pradarsak Lakshan" and "Chikitsa" have been, if any thing, made more useful for persons who resort to Homœopathy for ordinary domestic treatment. * *

Amrita Bazar Patrika, Saturday, May 3, 1913.

*** I have gone through the second part of 'Bhaisajya Bijnan' and find it an admirable Materia Medica like its predecessor and it is full of masterly touches, so that I have no hesitation to say that of all similar books which now flood the market it carries the palm. * * *

1st May, 1913
Calcutta.

BEPIN B. CHATTERJEE M. B.
83, Harrison Road.

*** Although there are many treatises extent on this self same subject but the mode of treatment of the subject in this book is peculiarly original. The symptoms are minutely des-

cribed and the remedies are so clearly given that even laymen have no difficulty in following the author. These Volumes ought to be the "vademecum" of the students and the professional mer alike. * * *

National Magazine, May, 19

* * * The present Volume fully sustains the high standard of the first one in every respect. The most happy feature of the book under review is, that the author has the courage and capacity to think for himself. * * *

The Bengalee, Sunday, 13 July, 19

74, Amherst St^S
5-7-13^B

My Dear Jagat Babu.

* * * Sometimes I prescribed for my patients by the help of your book, and I found it very lucid and explicit, and the indications are very clear. The patient was benefited by the medicines.

It will remove a great want in Bengali medical literature.

Yours Sincerely

PYARI SUNKAR DAS GUPTA L. M.

গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে খ্যাতিনামা

চিকিৎসক ও সংবাদপত্রের মত ।

34, THEATRE ROAD, CALCUTTA.
10 August, 1912.

My dear Jagat Babu,

আপনার গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান পুস্তক-খানি পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম । এরূপ পুস্তক হোমিওপ্যাথিক উন্নতি ও বিস্তারপক্ষে বিশেষ উপযোগী । ইহার মধ্যে এনাটমি ও ফিজিওলজি সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সন্নিবেশিত করিয়া খুব ভালই করিয়াছেন । আমার চিকিৎসাতত্ত্ব পুস্তকে এনাটমি সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছি । আপনি ফিজিওলজিও দিয়াছেন এবং তাহার কতকগুলি ছবি দিয়া পুস্তকের উপকারিতা বৃদ্ধি করিয়াছেন । ভরসা করি এ পুস্তকের বহুল প্রচার হইবে ।

ইতি

নিঃ শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার, (এম, ডি)

My Dear Jagat Babu,

I owe an apology to you for being late in acknowledging your work গাইব্বা স্বাস্থ্য এবং পারিবারিক চিকিৎসা। It contains all useful knowledge necessary for a layman in a nutshell. It contains anatomical, physiological and Hygiene chapter just enough for a layman householder. The chapter on disease and treatment contains your long experience and practical observations, which every house-holder will welcome with thanks. In full it has served a great want of a householder who takes recourse to all sorts of quack advices to free himself or his family members from disease. I deeply recommend your valuable work to every householder and so your advice to take recourse to expert medicine when it does not succeed.

Yours Sincerely,

বি

SD. PEARI SANKAR DAS GUPTA, L. M. S.
Late Professor, Homœopathic College, Calcutta.

19th April, 1917.

I have taken a bird's eye view of the book, and I find it quite worthy of his name and merit.

SD. B. B. CHATTERJEE, M. B.

This is a Bengalee treatise on Homœopathic domestic treatment. The anatomical and physiological sketch with which the book begins will give the reader just that much insight into the secrets of the human system without which it is very difficult to diagnose diseases and prescribe medicines accordingly. Indeed it is one of the best of its kind, we hope, it will be helpful to the lay public.

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

We find that the author has dealt clearly, as was to be expected from a man of his learning and experience, with the needs of the average Bengali householder and has met them all in the clearest possible way. The illustrated and simple-worded chapters on Anatomy and Physiology will give the lay Physician just that insight into the constitution and workings of the human system without which no treatment of it is possible while the rest of the book deals with diagnosis, treatment, dietics and hygiene in an easy and expressive style. Laymen as well as rural practitioners will find it eminently helpful. We congratulate Dr. Roy on his useful publication.

THE BENGALÉE.

ডাক্তার জগচ্চন্দ্র ইতঃপূর্বেই সুবৃহৎ হোমিওপ্যাথিক 'ভৈষজ্য বিজ্ঞান' প্রণয়ন করিয়া সুধী সমাজে যশস্বী হইয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহার সেই যশঃ আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। সমগ্র গ্রন্থখানিকে আমরা মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। ইহার প্রথম ভাগে মনুষ্যের দেহসংস্থানতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা গ্রন্থ এতাবৎ যে কয়খানি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কোনখানিতেই দেহ সংস্থানের ও দৈহিক যন্ত্রনিচয়ের স্বাভাবিক ক্রিয়া সম্বন্ধীয় কোন জ্ঞান প্রদানের চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। জগৎবাবুর এই গ্রন্থ এই হিসাবে সম্পূর্ণ অভিনব প্রকারের—অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় হইয়াছে।

গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে স্বাস্থ্যরক্ষার কতকগুলি মূলতত্ত্ব স্থূলভাবে নিহিত রহিয়াছে। আলোচ্য পুস্তক একাধারে যেমন চিকিৎসাধিগণের উপযোগী হইয়াছে, এই অংশের সন্নিবেশ দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষার্থী প্রত্যেক গৃহীত পক্ষেই ইহা মহামূল্য রত্নবিশেষ হইয়াছে। গ্রন্থকারের মতে এই পুস্তক সাধারণ ভাবে গৃহস্থ লোকের পক্ষেই বিশেষরূপে উদ্দিষ্ট।

ইহার তৃতীয় ভাগে চিকিৎসাসম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ বিবৃত রহিয়াছে। সাধারণভাবে শিক্ষিত গৃহস্থের পক্ষে ইহাকে উপযোগী করিবার জন্ত যাহা সুসাধ্য ও প্রকৃত কাজে লাগিতে পারে, তাহাই সবিস্তার এবং বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। চিকিৎসা ব্যবসায়িগণ ইহা দ্বারা প্রভূত উপকার ত পাইবেনই পরন্তু দরিদ্র পল্লীবাসীদের পক্ষে চিকিৎসা যেরূপ সাধ্যাতীত, তাহাতে এরূপ একখানি উপাদেয় পুস্তক প্রত্যেক ঘরে রক্ষিত হইলে অসময়ে ইহা দ্বারা যে অশেষ উপকার হইবে তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।—সুরাজ

আষাঢ়, ১৩২৪।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান।

আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের কিছুই জানি না; তবে এইমাত্র বলিতে পারি, যে, এমন বহুদর্শী চিকিৎসকের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফল যে পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা চিকিৎসা ব্যবসায়ীর নিকট আদৃত হইবে—ভারতবর্ষ

. কলিকাতা, ১৭ই আষাঢ়, রবিবার ।

গ্রন্থখানি হোমিওপ্যাথিক গৃহচিকিৎসা-বিষয়ক ।

পুস্তকের প্রথমেই সহজ সরল ভাষায় ও চিত্রের সাহায্যে এনাটমি ও ফিজিওলজির প্রধান বিষয়গুলি সুস্পষ্টরূপে বুঝান হইয়াছে । ইহাতে যে চিকিৎসা কার্য অনেকাংশে সহজ হইবে ইহা বলাই বাহুল্য । তাহার পর রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা, পথ্য ব্যবস্থা, আঘাত ও বিষ-চিকিৎসা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও অস্ত্রাস্ত্র জাতব্য বিষয় বিবৃত হইয়াছে ।

এক কথায় সমস্ত গৃহ চিকিৎসা কার্য ইহা দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে । আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি । —বাল্মীকী

বৃহৎ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান ১ম খণ্ড সম্বন্ধে সংবাদপত্র ও খ্যাতনামা চিকিৎসকগণের কতিপয় অভিমত ।

The congratulate the author on the publication of the above noted volume on Homœopathic practice of Medicine (Brihat Homœopathic chikitsa Bijnan part I) for it supplies a want acutely felt by a wide circle of admirers of Dr. Ray's method, we have been greatly interested by the masterly introduction in which a reconciliaton has been sought between the Ayurvedic and the European ideas about the human constitution and the work has been done with much thoroughness and charity. The subject of reading the patent's pulse has received great attention and we hope it will quicken the interest of the readers of this treatise in this much neglected branch of the doctor's art. The pathology, symptoms, diagnosis and treatment of diseases have been treated with great skill and knowledge and the value of the treatise has been greatly enhanced by the addition of the fruits of the author's varied experience. We are sure, the book will command a wide and rapid circulation."

*The Bengalee, Sunday
May 4. 1919*

* * * The book opens with a masterly introduction in which the constitution and functions of the healthy human body their various changes in sickness, the examination of the pulse, the organs and the numerous secretions as also other useful matters have been clearly and exhaustively explained. Each disease dealt with, and not the least one is neglected, has been treated with detailed reference to its diagnosis, prognosis,

pathology, treatment and all other points of interest and importance and nothing, in short, that might make the task of the student or the practitioner smooth or sure has been lost sight of. In conclusion, we must express our entire satisfaction with the clearness and chastity of the author's language and congratulate him on his fruitful labours in the cause of Homœopathic learning and practice. * * *

The Amrita Bazar Patrika, May. 14. 1915
BOGRA.

24th April, 1919.

My dear friend Jagat Babu,

I have read your first instalment of the Brihat Homœopathi chikitsa Bijnan. It is in keeping with your other works and will certainly do something to popularise Homœopathy in the eyes of the public. I am anxious to see your other volumes. I hope the public will welcome this work as your other productions."

Yours sincerely,

(Sd) Pyari Sankar Das Gupta (L. M. S.)
34, THEATRE ROAD
Calcutta.

“সবিনয় নিবেদন,

আপনার প্রণীত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিলাম। ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ইহা গৃহস্থ ও ছাত্র উভয়ের পক্ষেই বিশেষ উপযোগী হইবে। এরূপ গ্রন্থের যত প্রচার হয় ততই মঙ্গলের বিষয়। অত্যাশু খণ্ডের জ্ঞায় ইহা সাদরে পঠিত হইবে ইহা আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। ইতি ১৯শে শ্রাবণ।

বিনীত বন্ধু,

(Sd.) প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার, (এম, ডি,)

S. K. Nag,
M. D. (Chicago, U. S. A.)
L. M. S. (Cal. Univ.)

18, Beadon Street
Calcutta.

Many thanks for kindly presenting me with a copy of first volume of Chikitsa Bijnan. It goes without saying that I like the book very much. The subject-matter has been well-arranged under separate heads, the symptomatology is precise and up to date. The therapeutical portion at the end of each subject is of special interest as it comes from an experienced hand and a man of your repute. I am sure the book will find a ready sale among students and lay public interested in Homœopathy.

To Dr. J. C. Ray.

Yours sincerely
(Sd.) S. K. Nag.

